শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সিদ্ধান্তরত্নম্

[গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্]

শ্রীগৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য-শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-বিরচিতং

তদীয়-টিপ্পনী-সম্বলিতঞ্চ

মূলানুবাদেন সহিতঞ্চ

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানুকম্পিত

অন্তরঙ্গ-প্রিয়পার্ষদবর-"শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ" প্রতিষ্ঠাতা

ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব-গোস্বামি-মহারাজানুগৃহীত-

ত্রিদণ্ডিস্বামিনা

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত-বামন-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

আদি সংস্করণ
গোবিন্দ কৃষ্ণ-তৃতীয়া, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ
৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ ; ইং ২০।২।১৯৭৩

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থাবলীর প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ
কংসটীলা (মথুরা), ইউ. পি.।

মুদ্রাকর—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সম্পাদকীয় নিবেদন

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্যসিংহ-রূপিণে।
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব ইতি নামিনে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে॥
নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌বৈরাগ্য-মূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভ-রসাম্বুধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে॥
গৌরাবির্ভাব-ভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ।
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥
শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়শ্রীশ্চৈতন্য-কুল-রক্ষকঃ।
বেদান্তাচার্য্য-শার্দ্দূলো বলদেবো মহামতিঃ॥
শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্॥
আনন্দতীর্থ-নামা সুখময়-ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণব-তরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥
বাঞ্ছা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

বন্দনা ও কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের স্মরণ ও জয়গানপূর্ব্বক "সম্পাদকীয় নিবেদন"-এর সূচনা করিতেছি। মাদৃশ অযোগ্য জীবাধমের উপর গভীর দার্শনিক তত্ত্ববিচারপূর্ণ "সিদ্ধান্ত-রত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্" গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। এবিষয়ে শ্রীরূপানুগ-গৌড়ীয়-গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল।

"সিদ্ধান্তরত্নম্"-গ্রন্থ-প্রকাশে শ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট-পূরণ

বিশ্ববিশ্রুত "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহের প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীজগন্নাথ-গৌর-বিনোদ-বাণীর বিশুদ্ধ-ধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর সর্ব্ববেদান্তবিত্তম মদভীষ্টদেব **ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের অহৈতুকী করুণাবলে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু-কৃত "সিদ্ধান্ত-রত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্" গ্রন্থ তদীয় টিপ্পনীসহ সহজবোধ্য সরল বঙ্গানুবাদযুক্ত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করায় হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও পরম-গুরুদেব শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের কিঞ্চিৎ মনোঽভীষ্ট পূরণ হওয়ায় তাঁহারা গোলোকের উন্নততম প্রকোষ্ঠ হইতে আজ আমাদের উপর নিশ্চয়ই প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। গুরু-বর্গের অভীষ্ট-পূর্ত্তিই তদাশ্রিত শিষ্যাভিমানিগণের বিশেষ কৃত্য ও সেবা।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য

শ্রীল গুরুদেব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য-কেশরী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর প্রতি বিশেষ গৌরব-প্রদর্শনের নিমিত্তই তাঁহার নামানুসারে স্ব-প্রতিষ্ঠিত মিশনের নাম রাখিয়াছিলেন—"**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি**।" এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্ব-রচিত "**মায়াবাদের জীবনী**-"গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"'ব্রহ্ম' বলিতে 'শব্দব্রহ্মকে' লক্ষ্য করে। এই শব্দব্রহ্মই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম-ব্রহ্ম। যাহারা এই নাম-ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন না বা নামতত্ত্ব জানেন না, তাহাদের বিশুদ্ধভাবে শ্রীনাম-ভজন হইতে পারে না। এই জন্যই আমি ১৯৪০ সালে বাগবাজার কলিকাতায় অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়া 'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্ম্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়' বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছি।**"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সহিত শ্রীবেদান্ত সমিতির সম্বন্ধ

তিনি স্বলিখিত "গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব"-প্রবন্ধে জানাইয়াছেন,—"গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে বলদেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে বহু ইতিহাস প্রচলিত আছে। **আমরা শ্রীবলদেবের দাসসূত্রে** শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিব।" তিনি

প্রবন্ধে আরও লিখিয়াছেন,—"**শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য বলদেবের যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,** তাহা বলাই বাহুল্য। **শ্রীবলদেবের আচার-বিচার ও ভজন-পদ্ধতি সর্ব্বতোভাবেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি অঙ্গীকার করিয়াছেন; যেহেতু শ্রীবলদেব রূপানুগ বৈষ্ণব**। তাঁহার রূপানুগত্য তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচারিত আছে।"

শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের বাণীতেই শ্রীবলদেবের সুষ্ঠু পরিচয়

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সুষ্ঠু পরিচয় জানিতে হইলে ও তাঁহার রচিত বর্ত্তমান "সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্"-গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতে গেলে রূপানুগ-ধারায় মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়রক্ষক **শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী কেশবাদি গুরুবর্গের বাণী অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই**। শ্রীল বলদেবের জীবনী ও তাঁহার দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত সুচিন্তিত বিচার-যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি আলোচনা করিয়াই আমি আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

শ্রীল কেশব গোস্বামীর শাঙ্কর-ভাষ্যাদি আলোচনা ও বেদান্তে ভক্তিবাদ স্থাপন

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার অভীষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের উক্তি **"যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর-দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে"** শুনিয়া শ্রীশঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ সমূলে উৎপাটনোদ্দেশ্যে **বিভিন্ন ভাষ্য-কারগণের বেদান্ত-দর্শনের ১০।১২ খানি ভাষ্য** সংগ্রহপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন,— "আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। **ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, ও নির্গুণ-স্বরূপ নহেন।** বেদান্ত-দর্শনের কোন সূত্রের মধ্যে উক্ত শব্দত্রয় উল্লিখিত হয় নাই। * * **'জ্ঞান' শব্দটী ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তজ্জন্য 'ব্রহ্মবাদকে কখনও জ্ঞানবাদ' বলিয়া স্বীকার করা যায় না।** শ্রীবেদব্যাস, শাণ্ডিল্য-ঋষি এবং নারদ ঋষিও **ব্যাসসূত্রকে ভক্তিগ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ** করিয়াছেন।"

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের বৈশিষ্ট্য ও "সিদ্ধান্তরত্নম্"-গ্রন্থের উল্লেখ

"মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ" বাক্যানুসারে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষ্য, বিশেষতঃ "শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য" আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐ ভাষ্য ও ভাষ্যকারের বিচার-বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতে গিয়া তিনি "গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব" প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি উহার প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"**শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার কৃত বেদান্তভাষ্য—শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের কথা স্মৃতিপটে জাগরিত হয়। তাঁহার ভাষ্যই তাঁহাকে চারি-সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। * * এই ভাষ্যের একটী টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "সিদ্ধান্ত-রত্নম্" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের অপর নাম—"ভাষ্য-পীঠকম্"। ইহারও একটী টীকা তাঁহার নিজেরই রচিত।**"

ভাষ্যকারের জীবনীর সংক্ষিপ্ত অধ্যায়

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুল-মুকুটমণি শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অতিমর্ত্ত্য জীবনী ও দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-লিখিত "গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব"* শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-প্রদত্ত "ভাষ্যকারের বিবরণ" + এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত "গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ" ‡ প্রবন্ধ আলোচনা করিলেই শ্রীমদ্বলদেব প্রভুর সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধত্রয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—(১) শ্রীবলদেবের আবির্ভাব কাল, (২) জাতি, জন্ম, জন্মভূমি ও বিদ্যাভ্যাস, (৩) দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা, (৪) দ্বিতীয়-বার গুরুকরণ, (৫) নবদ্বীপ-দর্শন ও বৃন্দাবনে স্থিতি, (৬) শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনকল্পে জয়পুর যাত্রা, (৭) গোবিন্দ-ভাষ্য রচনা, (৮)

---

* শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১০-১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

+ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীমদ্বলদেবকৃত 'গীতাভূষণ'-ভাষ্য), গৌড়ীয় মঠ ৩য় সংস্করণে প্রকাশিত ভূমিকা।

‡ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭-১৩০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত; তৎপূর্ব্বে সজ্জন-তোষণী ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, ১-৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

গলতাগাদীতে সৎসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা, (৯) গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন, (১০) জয়লাভ ও 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিপ্রাপ্তি, (১১) গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অভিনবভাবে মধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তি, (১২) শ্রীরূপানুগত্য, (১৩) বৃন্দাবনে শ্রীশ্যাম-সুন্দর মন্দিরে শেষজীবন যাপন, (১৪) কালনির্ণয় ও গুরু-পরম্পরা, (১৫) শিষ্য-পরম্পরা, (১৬) পাঞ্চরাত্রিক পারম্পর্য্য ও ভাগবত-পারম্পর্য্য, (১৭) ব্রহ্মার অবতার শ্রীগোপীনাথ মিশ্রই বলদেবরূপে অবতীর্ণ ও (১৮) স্ব-রচিত গ্রন্থ পরিচয়।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থাবলী

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাব-কাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও তিনি বর্ত্তমান সময় হইতে দুইশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। তিনি উৎকল-প্রদেশের অন্তর্গত বালেশ্বর জেলার রেমুণার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করেন। শৌক্র-বৈশ্যকুলে কৃষিজীবি খণ্ডাইৎ জাতির মধ্যে উদ্ভূত হইয়া অল্প বয়সেই বিদ্যাশিক্ষা ও তীর্থভ্রমণ করেন। চিল্কা-হ্রদের পরপারে ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি এবং পরে ন্যায়শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত (শাঙ্কর ও মধ্ব-ভাষ্যাদি) উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। বেদান্ত-বিশারদ শ্রীবলদেব অল্পদিনের মধ্যেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইলেন।

ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি 'বৈষ্ণবাচার্য্য' বলিয়া জগতে বিখ্যাত হন। "কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥"— এই শাস্ত্র-বাক্যানুসারে তাঁহার বর্ণের মধ্যে অনেকেই আজও উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণ এই বৈষ্ণবাচার্য্যের 'বিদ্যাভূষণ'-সংজ্ঞা গ্রহণ ও বেদাদি-অধ্যয়নের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেও তিনি গীতা-ভাগবতাদি-প্রতিপাদিত বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা বা শ্রৌত-পন্থারই শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীল বলদেব কান্যকুব্জবাসী বিপ্র রাধাদামোদরের সহিত প্রথমে বিচার-প্রার্থী হইয়াছিলেন; পরে ষট্সন্দর্ভাদিতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও প্রেম দর্শনে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তিনি স্বীয় মধ্বাম্নায় বজায় রাখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান্ জানিতে পারিয়া শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে গুরুকৃপাবলে ভগবৎপ্রেমে মত্ত হইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধাম দর্শনান্তে

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষালাভ করেন।

সেই সময়ে বর্ত্তমান রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুরে একটি গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। জয়পুরের রাজগণ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুগত থাকিয়া শ্রীনারায়ণের অগ্রে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা করাইতেন। কয়েকজন 'শ্রী' সম্প্রদায়ী মহান্ত-বৈষ্ণব এই পূজা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে সদাচারী রাজা শাস্ত্র-বিচারের জন্য বৃন্দাবন হইতে বৈষ্ণব-পণ্ডিত আহ্বান করেন। তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হওয়ায় শ্রীবলদেবকে বেদ-বেদান্তে বিশেষ পারদর্শী জানিয়া জয়পুরে পাঠাইলেন। শ্রীবলদেব রাজসভায় উপস্থিত হইলে তথাকার মহান্ত 'শ্রী'-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা বলদেবকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি নিজকে মধ্বশিষ্য ও মধ্বভাষ্যের অনুগত জানাইলে তাঁহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—"মধ্বের ভাষ্যে কেবল কৃষ্ণই প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রীগোবিন্দজী কি রাধাকে ছাড়িয়া পূজা লইবেন?" তখন শ্রীবলদেব মধ্বভাষ্যের দ্বারা বিচার করা চলিবে না বুঝিয়া কয়েকদিবসের মধ্যেই শ্রীগোবিন্দজীর আজ্ঞাক্রমে বেদান্ত-সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য ও উপনিষদ্‌ভাষ্য লিখিয়া ফেলেন এবং গলতা-পাহাড়ে বিচারসভায় 'শ্রী'-বৈষ্ণবদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই বিদ্বৎসভা হইতে 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই বিচার-সভায় 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' ইহা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা স্থাপনপূর্ব্বক 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীব্যাসোক্ত চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত' বলিয়া ঘোষণা করেন। তৎপূর্ব্বেও ইহা উক্ত সম্প্রদায়ের শাখাস্বরূপে বিবেচিত হইত, কারণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায়ী শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদকে আচার্য্যরূপে স্বীকার করায় তাঁহার মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্তি পূর্ব্ব হইতেই প্রমাণিত হয়। ইহার পর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে শেষজীবন অতিবাহিত করেন এবং অপরাপর গ্রন্থাদি ঐসময়েই তৎকর্তৃক রচিত হয়।

শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুর পরমগুরু শ্রীমুরারি, মুরারির গুরু—রসিকানন্দ এবং তাঁহার গুরু শ্রীশ্যামানন্দ। শ্রীশ্যামানন্দের গুরু গৌরীদাস পণ্ডিত; এই গৌরীদাস পণ্ডিতকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করেন। শ্যামানন্দপ্রভু পরবর্ত্তী কালে শ্রীজীব গোস্বামীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আচার্য্য শ্রীল বলদেব প্রভুর শিষ্য উদ্ধবদাস, তাঁহার শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস। বৈষ্ণব-

সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ এই মধুসূদন দাসের শিষ্য। শ্রীল জগন্নাথদাস হইতেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-পারম্পর্য্য চলিয়া আসিতেছে।

কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ শ্রীগোপীনাথ মিশ্র, যিনি সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত সূত্রভাষ্য শ্রবণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের ভাষ্যকর্ত্তারূপে পরে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণরূপে আবির্ভূত হন। আচার্য্য শ্রীল বলদেবের রচিত গ্রন্থ-তালিকা :— ১। শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য, ২। 'সূক্ষ্মা'-টীকা, ৩। সিদ্ধান্ত রত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্, ৪। ঐ টীকা, ৫। সাহিত্য-কৌমুদী, ৬। ব্যাকরণ-কৌমুদী, ৭। তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা, ৮। ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য, ৯। সিদ্ধান্ত দর্পণম্, ১০। কাব্য-কৌস্তুভ, ১১। গোপাল-তাপনী-ভাষ্য, ১২। সাহিত্য কৌমুদী টীকা (কৃষ্ণানন্দিনী), ১৩। ছন্দকৌস্তুভ-ভাষ্য, ১৪। লঘুভাগবতামৃত-টীকা, ১৫। 'চন্দ্রালোক' গ্রন্থের টীকা, ১৬। নাটক-চন্দ্রিকা-টীকা, ১৭। শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা (বৈষ্ণবানন্দিনী), ১৮। বেদান্ত স্যমন্তক, ১৯। প্রমেয়-রত্নাবলী, ২০। গীতাভূষণ-ভাষ্য, ২১। বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা), ২২। সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত-টীপ্পনী (সারঙ্গ-রঙ্গদা), ২৩। স্তব-মালা-বিভূষণ-ভাষ্য, ২৪। পদকৌস্তুভ ও ২৫। শ্রীশ্যামানন্দশতক-টীকা।

শ্রীল বলদেব প্রভু শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ

"বিদ্যাভূষণ মহাশয় গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একটী নক্ষত্রবিশেষ। তিনি এই সম্প্রদায়ের যে পরিমাণ উপকার করিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ গোস্বামীদিগের পরে আর কেহ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদদিগের মধ্যে একজন"— গদাধরাভিন্ন-তনু শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই উক্তি হইতে জানা যায়,—গলতা-পাহাড়ে শ্রীবলদেব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাঁহাদের মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্তি বৈশিষ্ট্যের সহিত ঘোষণা করেন এবং তিনি যে রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব, ইহাও প্রমাণ করেন। কারণ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত; শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীল জীব গোস্বামীর আনুগত্য স্বীকার করেন ও শ্রীজীব প্রভু একান্তভাবে রূপানুগ হওয়ায় শ্রীবলদেবও রূপানুগ বৈষ্ণব। তিনি একাধারে পাঞ্চরাত্রিক ও

ভাগবত-পরম্পরায় অবস্থান করিয়াও শেষোক্ত পারম্পর্য্যে ভজন-নিষ্ঠার মাধুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ই গৌড়ীয়গণের গুরু-প্রণালী এবং শ্রীবলদেবেরও তৎস্বীকৃতি

কতিপয় অর্ব্বাচীন, অতত্ত্বজ্ঞ, অতিবাড়ী, প্রাকৃত-সহজিয়া শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের বিচার-ধারা ও তাঁহার প্রদর্শিত গুরু-পরম্পরা-প্রণালী অস্বীকার-পূর্ব্বক গৌড়ীয়-দার্শনিক-সম্রাট শ্রীল জীবগোস্বামীপাদের সহিত তাঁহার ভেদ ও মত-বৈষম্য কল্পনা করেন। বস্তুতঃ শ্রীবলদেব ও শ্রীজীবগোস্বামীর মত এক, কিছুমাত্র ভিন্ন নয়; তত্ত্ব ও উপাসনা-বিষয়ে দুই জনেই একই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রীল বলদেব প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর **"অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত"ই** স্বীকার করেন; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা"য় 'আম্নায়-বাক্যই মূলপ্রমাণ' এর ২য় পরিচ্ছেদে জানাইয়াছেন,—**"ব্রহ্মসম্প্রদায় নামক একটী সম্প্রদায় সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। * * যে-সকল লোক ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না, তাহারা ভগবদ্ভক্ত পাষণ্ডমত-প্রচারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায় স্বীকার করত যাহারা গোপনে গুরু-পরম্পরা সিদ্ধ-প্রণালী স্বীকার করেন না, তাহারা কলির গুপ্তচর, তাহাতে সন্দেহ কি?** * * * শ্রীজীব গোস্বামী আপ্ত-বাক্যের প্রমাণত্ব স্থির করিয়া পুরাণশাস্ত্রের তদ্ধর্ম্মত্ব নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের যে সর্ব্বপ্রমাণ-শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, সেই-লক্ষণদ্বারা **ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও তৎসহ শুকদেব ও ক্রমে বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতির তত্ত্বগুরু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রমিত শাস্ত্রনিচয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত বাক্যদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসদিগের গুরু-প্রণালী।** শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী এই অনুসারে দৃঢ় করিয়া স্বীয়-কৃত 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় গুরু-প্রণালীর ক্রম লিখিয়াছেন। **বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণও সেই প্রণালীকে স্থির রাখিয়াছেন। যাঁহারা এই প্রণালীকে অস্বীকার করেন, তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণানুচরগণের প্রধান শত্রু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"**

শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের প্রকাশ

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত "সিদ্ধান্তরত্নম্ বা শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য-পীঠকম্" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে হইলে "শ্রীগৌড়ীয়-

বেদান্ত—শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্য”ও আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। ভগবদবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীবেদব্যাস-কর্তৃক উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন রচিত হয়। বেদান্তে মধুর রস-প্রকাশক গোবিন্দভাষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তজ্জন্য স্বয়ং অভিধেয়াধিদেব শ্রীগোবিন্দজীউ শ্রীবলদেবকে ঐ ভাষ্য রচনার আজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং ইহা উপদেশ করেন। তাঁহার নামানুসারেই ইহা “গোবিন্দ ভাষ্য” নামে আখ্যাত হইয়াছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু স্বয়ং ইহার “সূক্ষ্মা” নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন।

পঞ্চাঙ্গী ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নপাদের পরিচয়

ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে ৪টি করিয়া পাদ আছে। এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়—সমস্ত বেদের **ব্রহ্মে সমন্বয়**। দ্বিতীয়ে—সকল শাস্ত্রের সহিত **বিরোধ পরিহার**। তৃতীয়ে—ব্রহ্মপ্রাপ্তির **সাধন**। চতুর্থে—ব্রহ্মপ্রাপ্তিই **পুরুষার্থ** বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল চিত্ত, সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ, শ্রদ্ধালু শম-দমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রের **অধিকারী**। এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য, সুতরাং পরস্পর বাচ্য-বাচক **সম্বন্ধ**। শাস্ত্র প্রতিপাদ্য **বিষয়**, নিরবদ্য বিশুদ্ধানন্ত-গুণগণ অচিন্ত্যানন্দ-শক্তি-সচ্চিদানন্দ-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ-বিনাশ পুরঃসর তৎ-সাক্ষাৎকারই ইহার **প্রয়োজন**। এই শাস্ত্রে **বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি**—এই পাঁচটিই ন্যায়াবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশবিশেষের নামই **ন্যায়**। বিচার-যোগ্য বাক্যের নাম **বিষয়**। এক-ধর্ম্মিত্বে পরস্পর বিরোধী নানাপ্রকার অর্থ বিচারের নাম **সংশয়**। প্রতি-কূল অর্থের নাম **পূর্ব্বপক্ষ**। প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম **সিদ্ধান্ত**। পূর্ব্বোত্তর অর্থদ্বয়ের নাম **সঙ্গতি**।

“সিদ্ধান্তরত্নম্”-গ্রন্থের পাদ-সংখ্যা, নাম ও আলোচিত বিষয়

শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর মূল-ভগীরথ সপ্তম-গোস্বামী জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন—“শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু **বেদান্ত-সূত্রভাষ্য প্রকাশ করত সেই ভাষ্যের পীঠক অর্থাৎ সিংহাসন-স্বরূপ এই ‘সিদ্ধান্ত-রত্নম্’-গ্রন্থ রচনা** করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণববৃন্দের ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে, সন্দেহ নাই।” এই গ্রন্থের আটটি পাদ, যথা— ১। পাঞ্চজন্য, ২। কৌমোদকী, ৩। সুদর্শন, ৪। তার্ক্ষ্য, ৫। বামন, ৬। ত্রিবিক্রম, ৭। নন্দক ও ৮। পদ্মক পাদ এবং ইহাতে

যথাক্রমে পরমপুমর্থ-নির্ণয়, ভগবদৈশ্বর্য্য-নির্ণয়, বিষ্ণুর পারম্য-নির্ণয়, বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেত্তত্ব-নির্ণয়, কেবলাদ্বৈত-নিরাস, বিধান্তরে কেবলাদ্বৈত-নিরাস, কেবলানুভূতিব্যুদাস ও পুরুষার্থনির্ণয়-নামক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গ্রন্থের আদি ও অন্তে মঙ্গলাচরণ ও জয়গান

"সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্" গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে শ্রীগৌড়ীয় আম্নায়-পরম্পরা কীর্ত্তনমুখে সর্ব্বপ্রথমে অচিন্ত্যশক্তিমান্ বিজ্ঞানানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর **ভগবান্ শ্রীশ্যামসুন্দর** ও গজপতিতারণ ঔদার্য্য-মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**রূপ মুরারিকে প্রণাম এবং পরে ভক্তি-লক্ষ্মী, শ্রীমদ্ভাগবত-কল্পতরু, বেদান্তসূত্র-রত্ন, শ্রীহরিকীর্ত্তন-চন্দ্রামৃত, জ্ঞান-ধন্বন্তরির উদ্ভবস্থান মহাসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন **বেদব্যাস** ও তত্ত্ববিৎচূড়ামণি, সর্ব্ব-**লক্ষ্মীময়ী** **শ্রী**রাধিকাসেবিত শ্রীগোবিন্দতত্ত্ব-রত্ন-প্রদর্শনকারী, মায়াবাদ-ঘনান্ধকারবিনাশী চন্দ্র-সূর্য্যতুল্য **শ্রীরূপ-সনাতনের** জয়গান করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে উক্ত হইয়াছে,—যে উদারপুরুষ 'বিদ্যা'রূপ 'ভূষণ' প্রদানপূর্ব্বক খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন, যাঁহার স্বপ্নাদেশে বেদান্তসূত্রের "গোবিন্দ-ভাষ্য" প্রকাশিত হইয়াছে, সেই রাধাবন্ধু ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শ্রীগোবিন্দদেব জয়যুক্ত হউন।

গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক গ্রন্থ রচনার বৈশিষ্ট্য স্থাপন

গ্রন্থের উপসংহারে ভাষ্যকার জানাইয়াছেন,— ব্রহ্মসূত্রে শ্রীহরির পরতমত্ব বর্ণনমুখে নবপ্রমেয়-সম্বলিত যে কৃষ্ণাত্মক-ভাষ্য বর্ণিত হইয়াছে, এই **'সিদ্ধান্তরত্ন'-নামক স্বুবর্ণপীঠক** নিশ্চয়ই তাঁহার সুখাসন হইবে। তীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্ন ভক্তিমন্ত জনগণ এই সিদ্ধান্ত-রত্নের অদ্বৈতবাদ তমোবিধ্বংসী ভাষ্যরূপ চন্দ্রজ্যোতিঃ নিঃসংশয়ে দর্শন করিতে পারিবেন। জিতেন্দ্রিয় ভক্তিবেদান্ত-শাস্ত্রাধ্যায়ী আচার্য্যগণ যে-সকল সদ্‌যুক্তি শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন উহাই সঙ্কলনপূর্ব্বক বাস্তব-সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতমণ্ডলীর চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত এই ভাষ্যপীঠক রচিত হইয়াছে।

"সিদ্ধান্তরত্নম্ বা ভাষ্যপীঠকম্" গ্রন্থের-বিভিন্ন পাদে বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"এই **'সিদ্ধান্তরত্নম্'**-গ্রন্থে* বিদ্যাভূষণ প্রভু যে-প্রণালীতে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন বিচার করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থের সমুদয় তত্ত্বালোচনা আটপাদে বিভক্ত হইয়াছে ঃ—

---

* "সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তপীঠক" গ্রন্থ সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত প্রবন্ধ "সজ্জনতোষণী" ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, ১-৮ পৃষ্ঠা; ১১শ সংখ্যা, ১-৮ পৃষ্ঠা এবং ১২শ সংখ্যা, ৭-৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম পাদে বলিয়াছেন যে, দুঃখ-পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির জন্য সর্ব্ব-লোকের প্রবৃত্তি। তদুভয় সাধনের জন্য **কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, গৌতম ও জৈমিনী যে-সমস্ত উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, সে-সমস্তই সদোষ।** বেদব্যাস সেইসব মত খণ্ডনপূর্ব্বক বেদশাস্ত্র হইতে বেদান্তসূত্র নির্ম্মাণ করত জীবের আত্মজ্ঞান সাধনপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর অনুভবই যে একমাত্র উপায়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর পুরুষটী জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, অচিন্ত্য, অলৌকিক, তর্কাতীত, সত্যকামাদি গুণাষ্টকবিশিষ্ট পুরুষাকার ভগবান্। তাঁহার স্বরূপে ধর্ম্মধর্ম্মিগত স্বগত পর্য্যন্ত ভেদ নাই, তথাপি অচিন্ত্য-শক্তিবলে সবিশেষ। শাস্ত্রের অভিধা-শক্তিদ্বারাই তিনি ও তাঁহার বিচিত্র 'বিশেষ' পরিজ্ঞাত। পূর্ব্বোক্ত চরম ফলদ্বয়-সাধনে কর্ম্ম সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; জ্ঞান ও ভক্তির সাক্ষাৎহেতুত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্বম্পদার্থানুভবই নির্ব্বেদ-জ্ঞান, তাহাতে কৈবল্য-লক্ষণ মোক্ষ। 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের বিচিত্র অপাঙ্গ-বীক্ষণই ভক্তি-স্বরূপ জ্ঞান। শুদ্ধ 'তৎ' পদার্থ পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি। শুদ্ধ সম্বন্ধবিশেষ পরিজ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা 'তৎ' পাদপদ্ম পরিচর্য্যারূপ পুরুষার্থ লাভ হয়। সেই ভক্তি হ্লাদিনী-সার-সমবেত সম্বিৎসাররূপা, কেবল জৈবানন্দাদিরূপা নন। সেই ভক্তি ভগবান্ ও জীবের উভয়ের আনন্দ বিধান করেন। **সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—ভগবানের পরাশক্তির বৃত্তিত্রয়।** জীবের বর্ত্তমান কায়াদিতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তি বিশুদ্ধানন্দ তাদাত্ম্য-স্বরূপে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কার্য্য করেন। কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষা না করিয়াও অনেকেই সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধ শ্রদ্ধা-সহকারে ভজনদ্বারাই চিত্তশুদ্ধি লাভ করত ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সালোক্যাদি মোক্ষ তাঁহার পৃষ্ঠলগ্ন বলিয়া তাহাদের জন্য অভিলাষ—অকর্ম্মণ্য। 'কৃষ্ণ-সুখই আমার সুখ'—এইরূপ নিষ্কাম-ভক্তির ভক্তি ব্যতীত অন্য ফল নাই। এই ভক্তি ভগবৎ-পরিকর হইতে ইদানীন্তন ভক্তগণের মধ্যে গঙ্গাস্রোতের ন্যায় সম্প্রদায়গত। পূর্ণকাম ভগবান্ ভক্তের পূজা আদরে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ-প্রসাদ অচিন্ত্য ও অবিতর্ক।

দ্বিতীয় পাদে বলিয়াছেন যে, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যভেদে ভগবত্তা দ্বিবিধ। তদ্ভেদে জীবের জ্ঞান ভক্তিও দ্বিবিধ। যে-স্থলে পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ সত্ত্বেও নরবৎ লীলার অতিক্রম হয় না, সেইস্থলে মাধুর্য্য হৃৎকম্প সম্ভ্রমদ্বারা স্বভাব-শৈথিল্যকারী ধর্ম্মকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বলা যায়। নিহিত

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই মাধুর্য্য পুষ্ট করে। মাধুর্য্য-ভক্তের বিস্ময়, বিরহ ও বিপদকালে ঐশ্বর্য্য অনুভূত হয়। তদুভয় ধর্ম্মই ব্রহ্ম-ধর্ম্ম। চিচ্ছক্তিসার লীলানন্দ-স্বরূপ মাধুর্য্য ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। সেই স্বরূপই অষ্টাদশ-দোষশূন্য ভগবত্তনু। মুগ্ধতা, সার্ব্বজ্ঞ্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ অনন্ত গুণগণ ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-পরবশ হইয়া অবিরুদ্ধভাবে লীলা বিস্তার করে। **ভক্তি দ্বিবিধা—ঐশ্বর্য্য-প্রকাশিনী বিধি-ভক্তি ও মাধুর্য্য-প্রকাশিনী রুচিভক্তি। বিধি-ভক্তি মিশ্র ও শুদ্ধভেদে দ্বিবিধ।** মিশ্র-বিধিভক্তগণ স্বনিষ্ঠ, অর্চ্চিরাদি-মার্গে অবশেষে বৈকুণ্ঠ গমন করেন। শুদ্ধভক্তগণ ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত কৃপালু ভগবৎকর্ত্তৃক গরুড়স্কন্ধে তদ্ধামে নীত হন। রুচিভক্তি মাধুর্য্যময়ী বান্ধবভাব-সংযুক্তা। সেই ভক্ত সম্ভ্রমশূন্য তদ্ধামে গমন করেন। যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপগণের বান্ধব। পুরুষোত্তম কৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান্। যে-সব স্বরূপে সর্ব্বশক্তি ব্যঞ্জিত হয় নাই, দুই একটী শক্তিমাত্র ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা বিলাশ বা অংশ, কলা। কৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী এবং পরব্যোমপতি নারায়ণ তাঁহার বিলাস-মূর্ত্তি। কৃষ্ণ অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংরূপ। রাধাদি পূর্ণশক্তির **পরিকরমণ্ডল-সহচরত্ব**, চরাচর-বিস্মাপক **বেণুনাদ-মাধুর্য্য**, স্বপর্য্যন্তা-কর্ষক **শ্রীরূপমাধুর্য্য**, নিরতিশয় কারুণ্যাদি-গুণব্যঞ্জি সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার-**লীলাকল্লোলসমুদ্র—এই চারিটী অসামান্য গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই দেখা যায়।** নারায়ণাদিতেও সেই গুণ-চতুষ্টয় প্রকাশিত হয় নাই; হ্লাদিনী-সারাংশ প্রেমাত্মিকা রাধিকা—ভগবানের পরাশক্তি। লক্ষ্মী-দুর্গাদি তাঁহার অংশ ও ছায়াবিশেষ, সুতরাং চতুঃষষ্টি সংখ্যক সর্ব্বধর্ম্মের পূর্ণাবিষ্কার-প্রযুক্ত কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। কৃষ্ণের নিত্যলীলাধাম অতি বিচিত্র 'গোলোক' নামে বেদে অভিহিত। গোলোকের নীচে মথুরা, তাহার নীচে দ্বারকা, তাহার নীচে বৈকুণ্ঠ, তাহার নীচে শিবধাম, তাহার নীচে দেবীধামরূপ এই জড় জগৎ। সেই সেই ধাম সেই সেই লীলা প্রকাশের জন্য জড়জগতে তদিচ্ছা-ক্রমে আবির্ভূত হয়।

আবির্ভূত ধামেও সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতত্ব থাকিলেও অসংস্কৃত দৃষ্টিতে ঐ ঐ ধাম প্রপঞ্চময়রূপে দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ দৃষ্টিও পুণ্যজনক। অনন্তাকার, অনন্তপ্রকাশ, অনন্ত-লীলা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্তপার্ষদগণের অনন্ত ব্যতিক্রমে কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য। ভগবৎকৃপা ব্যতীত এরূপ অবগতির রহস্য উদয় হয় না; ভগবদ্ধামের কাল বর্ত্তমানময়, ভূত ও ভবিষ্যৎময় নয়। তথাকার স্থান, দ্রব্য ও সূর্য্য-চন্দ্রাদিও অপ্রাকৃত।

প্রপঞ্চনাশে কাদাচিৎকী লীলা থাকে না, কিন্তু তৎসঙ্গস্থিত নিত্যলীলা ধ্বংস হয় না। বিধি-রুচিপূর্ব্বিকা উভয়বিধ ভক্তিই দুঃখহানি ও সুখ-প্রাপ্তির কারণ বটে। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত সেই ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় না; বিধিভক্তি অপেক্ষা রুচিভক্তি শ্রেষ্ঠা।

তৃতীয় পাদে বলিয়াছেন যে, সেই সম ও অধিকশূন্য, পরশক্তিবিশিষ্ট ষড়্‌বিকারহীন ভগবান্ দেবতা-বিশেষ। তিনি সকল দেবতার দেবতা বিষ্ণু, মুমুক্ষুদিগের উপাস্য। **কেবল তাঁহাকেই উপাসনা করিবে, কিন্তু অন্য দেবতাগণকে অবজ্ঞা করিবে না।** বিষ্ণুভক্তির বিরোধী (১) সর্ব্বদেবতৈক্যবাদী, (২) ত্রিদেবৈক্যবাদী, (৩) হরিহরৈক্যবাদী প্রভৃতি তিন প্রকার। ইহারা খণ্ড খণ্ড শাস্ত্রবাক্য লইয়া বিষ্ণুতে অনন্যভক্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া বঞ্চনা করেন ও বঞ্চিত হন। সেই সব শাস্ত্রবাক্য অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যের সহিত একত্রে বিচার করিলে শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরদেবতা ও জীবোপাস্য বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হন। অন্যান্য দেবগণ শ্রীবিষ্ণুর পরিচারকরূপে কার্য্য করেন। বিষ্ণুই তাঁহাদের নিয়ন্তা। অতএব ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবতীর্ণ পুরুষই বিষ্ণু, আর দুইজনই তাঁহার বিভিন্নাংশ তত্ত্ব, স্বাংশ নন। তাঁহার জন্ম-কর্ম্মাদি অপ্রাকৃত, কৃপা-প্রকাশ মাত্র। স্বীয় বিভিন্নাংশদিগের সহিত তাঁহার লীলাও নিত্য।

চতুর্থপাদে কৈবল্যাদ্বৈক্যবাদীকে নিরস্ত করিয়াছেন। কৈবল্যাদ্বৈক্য-বাদীর মতে শ্রুতিসকল দুইভাগে বিভাজ্য,—সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণ শ্রুতি-গণই লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। সগুণ শ্রুতিগণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক ভাবকে ব্যক্ত করিয়া নির্গুণ শ্রুতিসিদ্ধ শুদ্ধ চিন্মাত্র আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুবাদরূপে বর্ত্তমান। এ প্রকার শ্রুতি-বিভাগ নিতান্ত অন্যায়। ঋষিগণ শ্রুতিসকলকে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও জ্ঞানকাণ্ডীয়-রূপ যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহা অনিন্দনীয়। কেন না, বস্তুতঃ জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিগণ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ করেন এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিগণ জ্ঞানাঙ্গরূপে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করেন। এস্থলে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতিসকলকে পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদদ্বারা বিভাগ করা অর্ব্বাচীন-মত। বেদবাক্যে এরূপ বিভাগের ইঙ্গিত কোনস্থানে নাই। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য সগুণ বেদবাক্যসকল ব্রহ্মের অলৌকিক পারমার্থিক গুণগণের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নির্গুণ শ্রুতিসকল কেবল প্রাকৃত গুণসকল নিষেধ করিয়া থাকেন। ঔপনিষদ-পুরুষ শব্দবাচ্য। ভোগ ত্যাগ লক্ষণাদ্বারা কল্পিত ব্রহ্মের অচৈতন্যত্ব হইয়া পড়ে। 'সাক্ষী',

'কেবল', 'নির্ব্বিশেষ'—এইসকল নির্গুণ-সাধক বাক্য কি গুণ-সাধক নয়? সর্ব্বজ্ঞাদির ন্যায় সাক্ষীত্যাদি বাক্যসকল সমানরূপে পারমার্থিক। নির্গুণ চিন্মাত্র-চিন্তা অলীক। বেদবাক্যসকলে শিথিল বিশ্বাসক্রমে মায়াবাদ জন্মিয়াছে। স্বরূপানুরহিত অপ্রাকৃত নাম-রূপাদি শুদ্ধসত্ত্বে আছে, ইহা সমস্ত জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ-বাক্যের সাক্ষাৎ অর্থ। সাকল্যে বাচ্য না হইলেও ভগবান্ বেদবাচ্য, জীবও প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্। ক্ষরাক্ষরের অতীত পুরুষোত্তমকে জানিয়া জীব কৃতার্থ হন।

পঞ্চম পাদে দেখাইলেন যে, 'অদ্বৈত' কখনই সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বলিলে 'অদ্বৈত' থাকে না। ব্রহ্মাত্মক বলিলে সিদ্ধ-সাধনতা দোষ হয়; তাহা নিষ্ফল। আত্ম-স্বরূপসিদ্ধ বস্তুর যখন আবরণ সম্ভব হয় না, তখন অদ্বৈতকে অজ্ঞান কিরূপে আবরণ করিতে পারে? অনধিগত অর্থ-সাধনে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যদি বল,—ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞান আছে, তবে দ্বৈত হইয়া পড়ে। যদি বল,—অজ্ঞান নাই, তবে সিদ্ধ আত্মার মোক্ষরূপ প্রয়োজনের অভাব হয়। অজ্ঞান সৎ নয় এবং অসৎও নয়; তবে কি অনির্ব্বচনীয়? দেখ, ক্রমশঃ কল্পনা বাড়িতে চলিল। একটী মিথ্যা মত করিতে গেলে কল্পনার উপর কল্পনা আসিয়া পড়ে। **অদ্বৈত ব্যাপারটাই আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা।** অদ্বৈতমত বিচার করিলে বিষয়, প্রয়োজন ও অধিকারীর অভাব হয়। তখন সে-মতের শাস্ত্রের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। সৎবস্তুর সহিতই শাস্ত্রের সম্বন্ধ।

ষষ্ঠপাদে অদ্বৈতবাদীর সমস্ত বিতর্ক নিরাস করিয়াছেন। বেদমতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদি-বিশেষের দ্বারা ভেদরূপে প্রতীত হয়। সে প্রতীতি পারমার্থিক, মিথ্যা নয়। অভেদ পরমার্থ নয়। ব্রহ্মভাব ফল নয়, ব্রহ্মসুখানুভবই ফল। শাস্ত্রে ব্রহ্মভেদ নাই। আত্মা মূঢ় চিন্মাত্রময়, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্মযুক্ত সবিশেষ বস্তু। আত্মাতে যে অস্মদর্থ ও যুস্মদর্থ, তাহা মায়া-কল্পিত নয়; পারমার্থিক তদ্বিশেষ। 'সত্য', 'জ্ঞান', 'অনন্ত'—এ সমস্তই ব্রহ্মের গুণ। "দ্বা সুপর্ণা সযুযা" ইত্যাদি শ্রুতি পারমার্থিক ভেদকে প্রকাশ করেন। জীব জড়াত্মক প্রপঞ্চ অধ্যাসিত নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধ পারমার্থিক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। পরস্পর স্বরূপ-ভেদ পারমার্থিক। **শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে রূপ বর্ণিত আছে, তাহা কাল্পনিক নয়।** অদ্বৈতবাদীর সাধন-কাণ্ড নিরর্থক। **উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উৎপত্তি—এই ছয় লক্ষণ দ্বারা বিচার**

করিলে সমস্ত বেদবাক্যে পারমার্থিক ভেদ দৃষ্ট হইবে এবং ব্রহ্মের সবিশেষত্ব সিদ্ধান্তিত হইবে। ব্রহ্মাত্মক বৃত্তিকত্বপ্রযুক্ত এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্ম-নিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্ম-ব্যাপকত্ব-নিবন্ধনও ব্রহ্মাত্মকতা সিদ্ধ হয়। সংসার-দশায় অজ্ঞতা প্রযুক্ত জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়। শাস্ত্রের একদেশ অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলে ভ্রম হয়। সর্ব্বদেশসম্মত সিদ্ধান্তে ভ্রম হয় না। ব্রহ্ম-শক্তিময় প্রপঞ্চ কখনই মিথ্যা বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। জন্মাদি অনিত্য ব্যাপ্য বলিয়া জগৎকে অনিত্য বলা যায়। জগতের ত্রিকাল-মিথ্যাত্ব না থাকায় জগৎ সত্য, কিন্তু ঈশ্বর পরতন্ত্র। ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি-ভাবশক্তি আছে—একথা শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ। সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-বিশিষ্ট ভগবানই পরব্রহ্ম; অখিল ভূত তাঁহাতে এবং তিনি অখিল ভূতে বর্ত্তমান। তাঁহাতে হেয়গুণ বর্ত্তমান নাই। বিষ্ণুর ভগবত্তা বস্তুসিদ্ধ, অন্যের মাহাত্ম্যপর। **তিনি ইচ্ছাময় ও লীলা-ময়; তিনি নিত্যমুক্ত জীবেরও পরতত্ত্ব। নির্গুণতা তাঁহার একদেশিক ধর্ম্ম বা আবির্ভাব।** কেবল ব্রহ্মাত্মক বুদ্ধি হইতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু ব্রহ্ম-প্রপত্তিতে তাহা সিদ্ধ হয়। কেবল প্রাকৃত রূপগত ইয়ত্তার প্রতিষেধ বেদে আছে। **রূপমাত্রের প্রতিষেধ নাই, বরং অচিন্ত্য, অপ্রাকৃত রূপের উল্লেখ আছে।** "যতো বা ইমানি ভূতানি" এইপ্রকার বেদবাক্যে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। **বৌদ্ধমতে প্রপঞ্চ মিথ্যা, সুতরাং মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত,—ইহা স্মৃতি স্বীকার করেন।** বৌদ্ধের 'ক্ষণিক'বাদও মায়াবাদে দৃষ্টি-সৃষ্টিমতে পাওয়া যায়। **মায়াবাদ বৌদ্ধের শূন্যবাদের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সদসৎ অনির্ব্বচনীয় ধরিয়া মায়াবাদীকে জৈন-বন্ধুও বলা যায়। সর্ব্ববেদ-তাৎপর্য্যসিদ্ধ ভেদবাদই পারমার্থিক।**

সপ্তমপাদে বলেন যে, মায়াবাদী এক, অদ্বিতীয়, সত্য, অনন্ত শক্ত্যাদি-বিশেষশূন্য এবং স্বজাতীয়াদি-ভেদত্রয়শূন্য-জ্ঞানই পরতত্ত্ব। ভাববাচ্যে সাধিত হইলে সেই জ্ঞান নির্ভেদ সম্বিৎ-অনুভূতি-জ্ঞপ্তিবাচক তত্ত্ব; কারক-বাচ্য করিলে ভেদ দোষ হয়—এ কথা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। "জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানং" এরূপ সাধিলে কি শক্তি আসিয়া গলগ্রহ হয় না? শক্তি আসিলেই জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিশেষগুলি অবশ্য আসিবে। শক্তি আসিলে কিসের ভয়? শক্তির অনন্ত-জ্ঞানও অনন্ত। শক্তি আসায় জ্ঞান অন্তরাল হয় না। যদি বল, অহমর্থ স্থূলদেহের অনুগত, তাহা নয়;

জ্ঞান গুণের আশ্রত্বই জ্ঞাতৃত্ব। জ্ঞান আত্মার ঔৎপত্তিক ধর্ম্ম। **প্রকাশ-রূপ সূর্য্যের প্রকাশকত্বদ্বারা যেরূপ দ্বৈত হয় না, জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব-দ্বারাও দ্বৈত হয় না। অতএব জ্ঞানাদি অনন্ত শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম।** অনুভূতি বা কি? স্বীয় সত্তাদ্বারা স্বাশ্রয়ের প্রকাশক বা স্বীয় বিষয়-সাধকই অনুভূতি। নির্দ্ধর্ম্মা অনুভূতি সিদ্ধ হয় না। অনুভূতি সিদ্ধ হইলে শক্তিমাত্র হয়। অহং-বুদ্ধিকে অনাত্ম বলিতে পার না; অহং-বুদ্ধি শুদ্ধাত্মনিষ্ঠ। আমি জানি,— আমি সুখী, এরূপ জ্ঞান 'সুখমহমস্বপ্সম্'— এরূপ শ্রুতি-স্বীকৃত। অহঙ্কার শুদ্ধ-জ্ঞাতৃনিষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা অনাত্ম নয়। দেহের ন্যায় পৃথগাত্ম-বুদ্ধি যে অহংতা, তাহা মহত্তত্ত্বজাত প্রাকৃত, সুতরাং শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ অহংতা হইতে পৃথক। **শুদ্ধ অহংভাব স্বরূপানুবন্ধী। তাহা সংসৃতির কারণ নয়, বরং তাহার নিবর্ত্তক।** প্রাকৃত অহঙ্কারই যদি জীবের নিজ অহঙ্কার হইত, তবে কে মোক্ষের জন্য প্রয়াস করিত? মোক্ষে যাহার নাশ হইবে, সে কেন মোক্ষ পরামর্শ শুনিবে এবং তজ্জন্য যত্ন করিবে? সুতরাং মুমুক্ষু-অহঙ্কার শুদ্ধাহঙ্কার-নিষ্ঠ। বামদেবাদির বাক্য বিচার কর। অনুভূতির সত্তায় বিষয়-বিষয়ী ভেদ অনুস্যুত। **আত্মা অনুভবিতা, অনুভূতি তাহার ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বিষয়-প্রকাশকালে স্বপ্রকাশ এবং অন্যসময়ে জ্ঞানগম্য।**

অষ্টমপাদে স্থির করিয়াছেন যে, কর্ত্তৃত্বাদি মান জ্ঞান ও জ্ঞাতাস্বরূপ, অহম্পদার্থ আত্মা ঈশ্বর ও জীবভেদে দ্বিবিধ। ঈশ্বর বিভু, স্বশক্তিদ্বারা জগৎকর্ত্তা। স্বেচ্ছাধীন প্রকৃতিদ্বারা জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। প্রকৃতি জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয়রূপ ঈশ্বর নিত্য ভিন্ন। **পরাদি শক্তিত্রয়যুক্ত ব্রহ্ম সর্ব্বদা স্বরূপানতিরিক্ত জগজ্জন্মাদির হেতু; সুতরাং জগৎ পরমার্থতঃ সত্য, শ্রীকৃষ্ণে নিত্য প্রতিষ্ঠিত।** জীব অণু ও অনেক, ঈশ্বরাধীন কর্ত্তা, মন্তা, বোদ্ধা ও জ্ঞাতা। বিন্দু বিন্দু-রূপে গুণসকল জীবে নিত্য। চৈতন্যগণ হইলেও জীব আনন্ত্য ধর্ম্মের উপযোগী, অণু-চৈতন্যত্ব-প্রযুক্ত ঈশ্বরাংশ। ব্রহ্ম-নিঃসৃত বিস্ফুলিঙ্গের উপসর্জ্জনস্বরূপ তদংশ। চিন্তামণি **যেরূপ হেমভার প্রসব করিয়া অবিকৃত থাকে, অনন্ত জীবকে উপসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বদা অবিকৃত থাকেন। সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। ব্রহ্মের তটস্থশক্তি-নিঃসৃত জীব শক্তিমান্ হইতে অভেদ। সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।** অন্যান্য মতে যেরূপ কার্য্য-কারণাদি ভেদাভেদ স্বীকৃত, সেরূপ নয়। মায়াবাদীর তটস্থ লক্ষণ তাহাতে নাই। অচিন্ত্য-ভেদাভেদের

প্রতীতি নিত্য ভেদ। অহং-বুদ্ধি বিনাশকে মায়াবাদী পুরুষার্থ বলেন। তাহাতে দুঃখহানি ও সুখাবাপ্তি সিদ্ধ হয় না ; কেবল আত্মনাশ হয়, এইমাত্র। জীবেশ্বরের ভেদমত সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত আছে। ব্রহ্মাংশ জীব ভগবদ্-বৈমুখ্যক্রমে মায়া নিগৃহীত। সৎসঙ্গে ভগবৎ-সাম্মুখ্য হইলে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি। সৎসঙ্গ-জনিত ভগবৎ-প্রসাদরূপ ভগবৎ সাম্মুখ্য। অবিরত অনুবৃত্তিদ্বারা ভগবানের নিত্য গুণগণের আবরক অবিদ্যা নাশ। তদনন্তর ভগবৎ স্বরূপ-আবরক অবিদ্যা দূর হইলে তৎসাক্ষাৎকার হয়। কৃপাই একমাত্র তদ্বিষয়ের মূল হেতু। **শাস্ত্রে যেগুলি অভেদপর বাক্য আছে, তাহা কেবল ব্রহ্মায়ত্তক বৃত্তি, ব্রহ্মাধীন স্থিতি, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও ব্রহ্ম-ব্যাপ্যতা-বোধক, বস্তুতঃ অভেদ-বোধক নয়।** কোন কোনস্থলে স্থানও নতির ঐক্যে ঐক্য-বাক্য এবং কোনস্থলে সকলই ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিচারে অভেদ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে এইমাত্র। তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। সেইসব কথা অবলম্বন করিয়া নিতান্ত অভেদবাদ স্থাপন করা কেবল অবিদ্যা-প্রসাদ মাত্র। কোন কোন বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তী বলেন যে, পরতত্ত্ব পারমার্থ স্বরূপেই সর্ব্বাকার। সুতরাং শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও মধ্ব-সিদ্ধান্ত উভয়কে এক করিয়া মানিলে সর্ব্বশ্রুতির সম্মান হয় এবং ভক্তির হানি হয় না। তাহাতে দোষ এই যে, প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইলে বৈরাগ্যের কারণ থাকে না, মিথ্যা বলিলে বেদ-বিরুদ্ধ হয় ; জীবের প্রতি করুণ গুণেরও কারণ হয় না। **এস্থলে ভেদাভেদ-বাদকে দূরে রাখিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদই স্বীকার্য্য।**

বিদ্যাভূষণ মহাশয় অসামান্য বৈদিক ও বৈদান্তিক পাণ্ডিত্য ও অপার ব্রহ্ম-ধীষণার পরিচয় দিয়া এই পাদগুলিতে প্রথমে ভগবত্তত্ত্ব স্থাপনপূর্ব্বক **শ্রীকৃষ্ণেরই সেই ভগবত্তা** দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণে **শুদ্ধ-ভক্তি দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধির** বিচার করিয়াছেন। **সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ** পরম লৌকিকালৌকিক চমৎকার ধর্ম্ম প্রকাশপূর্ব্বক স্ব-সংস্থানে **সর্ব্বোর্দ্ধ গোলোক-ধামস্থিত হইয়াও জগতে অপ্রাকৃত লীলা বিস্তার করেন।** আবার জগৎসৃষ্টির সহিত স্বীয় বিভিন্নাংশ তত্ত্বস্বরূপ দেবগণকে আধিকারিক দাসরূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং স্বেচ্ছাক্রমে শুদ্ধসত্ত্ব স্বপ্রকাশরূপ বিষ্ণু-স্বরূপে পরদেবতা হইয়া জগৎ পালন করেন। **সর্ব্ব বেদ-বেদ্য বিষ্ণুপদই সর্ব্বোপাস্য।** অন্য দেবতাসকলকে যথাযথ সম্মানপূর্ব্বক

শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই সর্ব্বজীবের কর্ত্তব্য দেখাইয়া **বিষ্ণুর অনন্যভক্তির বাধক অবিদ্যাকৃত সর্ব্বদৈবতৈক্যবাদ, ত্রিদেবৈক্যবাদ, হরি-হরৈক্যবাদ** আলোচনা করিয়াছেন। পরে **শুদ্ধভক্তি-বিরোধ-ধর্ম্মরূপ কেবলাদ্বৈকবাদী, অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী নির্গুণ-জ্ঞানবাদীদিগের** পরস্পর সহায়চারী দুষ্টমত নিরসনপূর্ব্বক অষ্টমপাদে শুদ্ধব্রহ্মের উপাস্যত্ব, শুদ্ধজীবের উপাসকত্ব এবং মোক্ষের স্বরূপ দেখাইয়া শুদ্ধ-ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন।"

ভাষ্যকার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ী এবং তৎসম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি

পরিশেষে বিশেষ নিবেদন এই যে, "সিদ্ধান্তরত্নম্ বা গোবিন্দ-ভাষ্যপীঠকম্"-গ্রন্থকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ গ্রন্থের "আনন্দতীর্থপ্লুতম্" নামক অন্তিম শ্লোকে জানাইয়াছেন,— "**শ্রীমদানন্দতীর্থ**ব্যাপ্ত, **শ্রীচৈতন্য-সূর্য্য-**কিরণোদ্ভাসিত শ্রীহরির প্রীতিরূপ অরবিন্দের মকরন্দ মধ্ব-সিদ্ধান্তাক্রান্তমনা আমার চিত্ত-ভ্রমর পান করুক।" তিনি স্বরচিত 'প্রমেয়-রত্নাবলী'-গ্রন্থেও "আনন্দতীর্থ-নামা" শ্লোকের দ্বারা হনূমদ্ভীমাবতার পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বন্দনা করিয়াছেন—"সুখময় ধামস্বরূপ **আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি** জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসার-সাগর উত্তরণের তরণীস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" আলোচ্য গ্রন্থের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণেও তিনি "**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মুরারি**কে প্রণাম ও **শ্রীরূপ-সনাতন**কে বন্দনা করিয়াছেন। প্রমেয়-রত্নাবলীতে তাঁহার প্রদর্শিত শ্রীগুরু-পরম্পরা-প্রণালীও বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ভাষ্যকার **শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ শ্রীগৌড়ীয়-আম্নায়-ধারায় স্নাত এবং তিনি রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-সম্রাট্**। মদভীষ্টদেব শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামিপাদও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে নিম্ন-লিখিত শ্লোকে বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়শ্রী-শৈচতন্য কুলরক্ষকঃ।
বেদান্তাচার্য্য-শার্দ্দূলো বলদেবো মহামতিঃ॥

শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রী-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের কুল অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রক্ষক বেদান্তাচার্য্য-সিংহ মহামতি শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু জয়যুক্ত হউন।

উপসংহার—দুঃসঙ্গবর্জ্জন ও কৃপা-প্রার্থনা

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদের শ্রীরূপানুগত্যে সন্দেহ পোষণ-কারিগণের সম্বন্ধে পরমারাধ্যদেব লিখিয়াছেন—"**যাঁহারা শ্রীবলদেবকে রূপানুগ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারা প্রকৃতই ভ্রান্ত ও বৈষ্ণব-অপরাধী**। তাঁহারা সৎসম্প্রদায়ানুগত গুর্ব্বানুগত্য ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীবলদেবের নাম উল্লেখ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন।"

অতএব ঐরূপ অসৎসম্প্রদায়কে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই শ্রীল বলদেব প্রভুর প্রতি বাস্তব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥"—এই দুঃসঙ্গবর্জ্জন-নীতি ও আদর্শ যাহাতে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে পারি এবং ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবস্থিত হইয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিতে সক্ষম হই, আজ আমরা তজ্জন্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ও শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণা ও শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

শ্রীগোবিন্দ-কৃষ্ণতৃতীয়া-তিথি
প্রদ্যুম্ন, ৩ গোবিন্দ, ৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
ইং ২০।২।১৯৭৩

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-
কেশব-কিঙ্করাভিমানী—
(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

প্রকাশকের বক্তব্য

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অমিত প্রভাবশালী আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী ঠাকুরের মনোঽভীষ্টপূরক, শ্রীগৌরসুন্দরের পরম্পরায় দশমাধস্তন এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ সমগ্র ভারতব্যাপী শাখা গৌড়ীয়মঠসমূহের সংস্থাপক আচার্য্যকেশরী মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী অনুকম্পা ও প্রেরণায় অদ্য শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বিরচিত **'সিদ্ধান্তরত্নম্** বা **শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যপীঠকম্'** গ্রন্থের স্বকৃত টীপ্পনীযুক্ত সাধারণ তত্ত্বপিপাসু শ্রদ্ধালুজনের বোধগম্য সুন্দর অনুবাদ সহিত এই অভিনব সংস্করণ পাঠক-বর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে গিয়া আমরা আন্তরিক আনন্দ অনুভব করিতেছি।

শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ রচিত এই প্রখ্যাত 'সিদ্ধান্তরত্নম্ বা গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্' গ্রন্থখানি দার্শনিক জগতে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষ। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থরত্নের একটি সুসিদ্ধান্তপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী টিপ্পনীও রচনা করিয়াছেন এবং ইহার সম্বন্ধে তিনি স্বয়ংই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন,—"শ্রীব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য ও ষট্সন্দর্ভাদি গৌড়ীয়-দার্শনিক গ্রন্থরাজির সারস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সর্ব্বদর্শন-সিদ্ধান্তের ব্যুৎপত্তি লাভ হয়।" এই গ্রন্থের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আর অধিক কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন মনে করি না। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য মদীয় সতীর্থবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ "সম্পাদকীয় নিবেদন"এ এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্য ও পরিচয়াদি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া এই সংস্করণের উপযোগিতা সংরক্ষণ করিয়াছেন, আমি পাঠকবর্গকে মূল-গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে ঐ সম্পাদকীয় ভূমিকা মনোনিবেশ-পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বে প্রবেশের পথ সুগম হইবে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম কঠোর পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদে এবং কাশী, ব্রজমণ্ডল, জয়পুর, বোম্বাই ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের প্রতিলিপি অন্বেষণ করিয়াও বিফল-মনোরথ হন। অবশেষে কাশীর 'সরস্বতী ভবন' হইতে দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ কোনরূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের নির্দ্দেষ্টা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর অহৈতুকী কৃপায় শ্রীল

গুরুপাদপদ্ম তাঁহার সতীর্থ এবং পরমবান্ধব প্রপূজ্যচরণ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের** সাহায্যে বাংলা হরফে জীর্ণশীর্ণ এবং আদি-অন্তের কয়েকটি পৃষ্ঠারহিত একখানি গ্রন্থও পরবর্ত্তীকালে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সংস্করণের সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর ও সময়াদির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। তিনি দেবনাগরী সংস্করণের সহিত মিলাইয়া ব্যাকরণ-সম্বন্ধি-ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধন-পূর্ব্বক মূলগ্রন্থে উদ্ধৃত প্রমাণাবলী বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি পুরাণাদি আকর গ্রন্থের মূল বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একটি শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি বাংলা সংস্করণের মধ্যে অনেকস্থলে ঐ সংশোধনাদিও করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় হঠাৎ তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করায় তাঁহার প্রকটকালে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার প্রকটকালে এই গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইলে এই সংস্করণ সমধিক সমাদৃত হইত।

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রকটের পর তদীয় মনোঽভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে আমরা এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সংশোধিত ঐ বাংলা সংস্করণখানি পাওয়া যায় নাই। গতবর্ষে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সংস্থাপিত 'শ্রীগৌড়ীয়-গ্রন্থাগারের' পুনর্বিন্যাস-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে বিরাট গ্রন্থারাজির মধ্যে উহা হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তদুপরি সেই সময় বিদ্বদ্বরেণ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ আকস্মিকভাবে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হন এবং এই গ্রন্থ অবিলম্বে প্রকাশনের জন্য আমাদিগকে প্রভূত উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ (কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ) ও শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সহায়তায় ঐ গ্রন্থের নানা প্রকারের ব্যাকরণ-ভাষাগত অশুদ্ধি ও মুদ্রাকর-ভ্রম-প্রমাদাদির সংশোধন করিয়া একটি শুদ্ধ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়া দেন। তজ্জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

অপরদিকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য বেগমপুর (হুগলী) নিবাসী শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী মহোদয় স্বেচ্ছায় গ্রন্থের কাগজের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যের দ্বারা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের এবং সকল সারস্বত বৈষ্ণবগণের মনোঽভীষ্ট পূরণে

আমাদিগকে প্রচুর সহায়তা করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ, জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার এই মহৎসেবাকার্য্যের জন্য তাঁহাকে প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদ করিবেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণ এবং প্রকাশন-কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সাহায্য এবং সহানুভূতির জন্য সমিতির সাধারণ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব ও শ্রীমান্ সুবলসখ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি এবং প্রুফ সংশোধনাদি কার্য্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং প্রসংশনীয়। তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য হরি গুরু-বৈষ্ণবের অবশ্যই কৃপালাভ করিবেন।

আমার পূর্ণ বিশ্বাস, এতদ্দেশীয় সাধারণ তত্ত্বপিপাষু শ্রদ্ধালু জনগণ তথা বিদ্বন্মণ্ডলী অনেকেই এই গ্রন্থপাঠ করিয়া দর্শনের প্রতিপাদ্য অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের, তদনুগত গোস্বামীবর্গের এবং বিশেষ করিয়া গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদের শ্রুতি-স্মৃতি-বেদান্তাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদিত দার্শনিক বিচারধারা—বৈদান্তিক বিচারধারা—"অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব" সহজ সরলভাবে অনুধাবন করিতে পারিবেন।

সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন, এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য অত্যল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায়, বিশেষ সাবধান থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ থাকা সম্ভব। শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গ তাহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন। তাঁহারা এই গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ করুন—ইহাই প্রার্থনা। অলমতিবিস্তরেণ।—

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
নবদ্বীপ,
শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-
তিথিপূজাবাসর
৮ই ফাল্গুন, ১৩৭৯;
(ইং ২০।২।৭৩)।

পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব গোস্বামী
মহারাজের অহৈতুকী কৃপাপ্রার্থী
তদীয় কিঙ্করাভাস—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবেদান্ত নারায়ণ

পাদ-বিষয়-সূচীপত্রম্

পরতত্ত্ব-বন্দনা

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষু-
রাততম্। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥১॥ (ঋগ্বেদঃ)

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥২॥

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৩॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো-বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৪॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৫॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তা-
প্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ।
একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং
স শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥৬॥
(তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ)

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিম্
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিম্
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ॥৭॥
(দশমূল-নির্যাসঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য, "সিদ্ধান্তরত্নম্—ভাষ্যপীঠকম্"-গ্রন্থকার
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সিদ্ধান্তরত্নম্

প্রথমঃ পাদঃ

— ঃ*ঃ(*)ঃ*ঃ—

বেদাস্তথা স্মৃতিগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং
সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ॥ ১॥

যস্য শ্রীমন্নামপীযূষবর্ষৈরাসীদ্বিশ্বং ধৃততাপং কিলৈতৎ।
স্বাবির্ভাবোল্লাসিতানন্দসিন্ধুর্জীয়াৎ স শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥
সান্দ্রানন্দস্যন্দি গোবিন্দভাষ্যং জীয়াদেতৎ সিন্ধুগাম্ভীর্য্যসম্ভৃৎ।
যস্মিন্ সদ্যঃ সংশ্রুতে মানবানাং মোহচ্ছেদী জায়তে তত্ত্ববোধঃ॥
আলস্যাদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পুংসাং যদ্গ্রন্থবিস্তরে।
সিদ্ধান্তরত্নে সংক্ষিপ্তা টিপ্পনী ক্রিয়তেঽত্র তৎ॥

টীকা—অথ সোঽয়ং গোবিন্দৈকান্তী বলদেবাপরাখ্যো বিদ্যাভূষণো ব্রহ্মসূত্রেষু গোবিন্দ-ভাষ্যাভিধানং বিবরণং নির্ম্মায় তৎপরিপোষায় সিদ্ধান্তরত্নাখ্যং তৎ পীঠকং নির্ম্মাতুকামঃ শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তঃ সাক্ষাদ্ভগবতোঽর্চ্চয়মানস্য শ্রীশ্যাম-সুন্দরস্য ভজনরূপং মঙ্গলমাচরতি—বেদাস্তথেতি। তং সর্ব্বেশ্বরং বয়ং ভজামঃ প্রণত্যাদিকয়া ভক্ত্যানুকূলয়া স ইত্যর্থঃ। তং কিং গুণকমিত্যপেক্ষায়ামাহ—

অনুবাদ—বেদ ও স্মৃতিবাক্যসমূহ যাঁহাকে অচিন্ত্যশক্তি—দুর্ঘটঘটকত্বশক্তি ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ বলিয়া সম্যগ্রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সেই বিকারশূন্য বিজ্ঞানানন্দঘন-বিগ্রহ সর্ব্বেশ্বর প্রণতিমাত্রবশযোগ্য শ্যামসুন্দর শ্রীভগবানকে ভজন করি॥ ১॥

গজপতিরনুকম্পাসম্পদা যস্য সদ্যঃ
সমজনি নিরবদ্যঃ সান্দ্রমানন্দমৃচ্ছন্।
নিবসতু মম তস্মিন্ কৃষ্ণচৈতন্যরূপে
মতিরতিমধুরিম্না দীপ্যমানে মুরারৌ ॥ ২ ॥

যং বেদাস্তথা স্মৃতয়ঃ সৃষ্ট্যাদিকারণমামনন্ত্যভ্যস্যন্তি। তথা সাদৃশ্যনির্দ্দেশ ইতি শ্রীধরঃ। কথমেবং তত্রাহ—অচিন্ত্যেতি। নন্বু তথাপি মহৎকার্য্যং কুর্ব্বতস্তস্য শ্রমাদি-লক্ষণো বিকারঃ স্যাত্তত্রাহ—অবিক্রিয়মিতি। সঙ্কল্পমাত্রেণ তৎ কুর্ব্বতো ন কোঽপি তদ্গন্ধ ইতি ভাবঃ। আত্মা বিজ্ঞানানন্দলক্ষণো মূর্ত্তিরস্যেতি সুবর্ণপ্রতিমাবদন্তর্বহির্ভেদশূন্যং সান্দ্রানন্দ-বিজ্ঞানমিতি পরমপুমর্থত্বমুক্তম্। তথাভূতস্যাপ্যতসী-পুষ্পবন্নীলবর্ণত্বমাহ—শ্যামেতি। তেন সুধ্যানত্বম্। প্রণতি-মাত্রেতি সুখারাধ্যত্ব-স্নিগ্ধত্বঞ্চ। তস্মিন্নীদৃশত্বাবিভানমবিদ্যাতিমিরবিমুষ্টদৃষ্টি-নামেবেতি বোধ্যম্। ইহ খলু সকলশিষ্টৈকবাক্যতয়াভিমতকর্ম্মারম্ভসময়ে তৎসমাপ্তিকামা মঙ্গলমাচরন্তি। তত্র যদ্যপি মঙ্গলস্য কারণতা নান্বয়ব্যতিরেক-গম্যা বিনাপি মঙ্গলং প্রমত্তানুষ্ঠিতসমাপ্তেঃ। ন চ তত্র জন্মান্তরীয় কল্পনম্; অন্যোঽন্যাশ্রয়াৎ লোকাবগতকারণেনান্যথাসিদ্ধেশ্চ। নাপি মঙ্গলং সফলম্ অবিগীতশিষ্টাচারবিষয়ত্বাৎ; ফলসিদ্ধৌ প্রাগিপ্সিতফলসমাপ্তেস্তদানীম-পেক্ষিতত্বেন নিয়মেনোপস্থিতত্বাৎ, ফলান্তরস্যাতথাভাবাৎ ফলকল্পনে গৌরবাৎ, পরিশেষানুমানেন তৎকারণতাগ্রহঃ ব্যভিচারেণ কারণত্বস্যাভাবাৎ উপায়-সহস্রেণাপি গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ। তথাপি তথাবিধশিষ্টাচারানুমিত-শ্রুতিরেব মঙ্গলস্যাভিমতহেতুত্বে মানম্ ॥ ১ ॥

টীকা—অথ স্বাভীষ্টে মহাপ্রভৌ রসিকানন্দে চ স্বধীপ্রবেশং ততোঽর্থয়তে গজপতিরিতি। অত্র গজপতিরুৎকলাধীশঃ প্রতাপরুদ্রঃ গোপালদাসখ্যাতঃ করীন্দ্রশ্চ। নিত্যনিরবদ্যস্ত্যক্তরাজ্যাভিমানঃ ত্যক্তপশুভাবশ্চ। কৃষ্ণচৈতন্যরূপে শচীসুতাত্মনি মুরারৌ কৃষ্ণে। পক্ষে পরেশতয়া কৃষ্ণচৈতন্যং নিরূপয়তি তন্নাম-পূর্ব্বকে স্বপূর্ব্বচতুর্থে চ। শ্লেষোঽত্রালঙ্কারঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার কৃপাসম্পদ্দ্বারা সান্দ্রানন্দপ্রাপ্ত হইয়া (নিবিড় আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া) গজপতি মহারাজ প্রতাপ-রুদ্রদেব সদ্যঃ নির্ম্মল হইয়াছিলেন, মাধুর্য্যাধিক্যে দীপ্যমান্ সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ মুরারিতে আমার মতি অবস্থান করুক ॥ ২ ॥

দেবাভ্যর্থনমন্দরেণ মথিতাদ্ভক্তীন্দিরাভূদ্ যতঃ
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যনির্জরতরুঃ সৎসূত্ররত্নোৎকরঃ।
দীব্যদ্গীতিসুধাংশুকামৃতরুচির্জ্ঞানঞ্চ ধন্বন্তরিঃ
স শ্রীব্যাসমহাম্বুধির্বিজয়তে প্রীত্যৈ সমন্তাৎ সতাম্ ॥ ৩॥
গোবিন্দাভিধমিন্দিরাশ্রিতপদং হস্তস্থরত্নাদিবৎ
তত্ত্বং তত্ত্ববিদুত্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াঞ্চক্রতুঃ।
মায়াবাদমহান্ধকারপটলী সৎপুষ্পবন্তৌ সদা
তৌ শ্রীরূপসনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যৌ সুবর্য্যৌ স্তুমঃ ॥৪॥

অথ নিখিলকুমতবিমর্দ্দকং বাদরায়ণস্য ভগবতো বিজয়মাহ,—দেবেতি। বিকসিতার্থং পদ্যম্। জ্ঞানং প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং মিথো বিবেকেন বোধঃ। সাঙ্গরূপকমেতৎ। রত্নাধিক্যাবির্ভাবেণান্যাম্বুধেরাধিক্যাদ্ব্যতিরেকঃ। ভক্তীন্দিরাদীনামভূৎ ক্রিয়াভিসম্বন্ধাৎ তুল্যযোগিতা চাত্রালঙ্কারঃ ॥ ৩ ॥

অথ স্বসিদ্ধান্তদেশিকৌ স্তৌতি গোবিন্দেতি। তত্ত্বং পুরুষোত্তমলক্ষণম্। "তত্ত্বং বাদ্যপ্রভেদে স্যাৎ স্বরূপে পরমাত্মনি"ইতি বিশ্বঃ। অত্র বতিঃ সাধুত্বার্থম্। তদ্বৎ প্রত্যক্ষীভবদিতি জ্ঞেয়ম্। এবং ক্বচিদন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। মায়াবাদরূপা যা মহান্ধকারপটলী তস্যা বিনাশায় সৎপুষ্পবন্তৌ লাঞ্ছনদোষাভাবাৎ তাপহৃদয়ত্বাৎ শোভমানৌ সহোদিতৌ চন্দ্র-সূর্য্যৌ। (একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরৌ ইত্যমরঃ)। ঈদৃশাকারত্বাৎ বিরচিতেত্যাদিলক্ষণৌ ॥ ৪ ॥

দেবতাগণের প্রার্থনারূপ মন্দর পর্ব্বত দ্বারা মথিত হইলে যাঁহা হইতে ভক্তিসদৃশী লক্ষ্মী, কল্পতরুর ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্তসূত্ররূপ রত্ন, শ্রীহরি-কীর্ত্তনরূপ চন্দ্রামৃত ও জ্ঞানরূপ ধন্বন্তরি সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপ মহাসমুদ্র সজ্জনবৃন্দের প্রীত্যর্থে সর্ব্বোপরি সুষ্ঠুভাবে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৩ ॥

যে দুইজন তত্ত্ববিৎচূড়ামণি এ ক্ষিতিতলে লোকসমূহকে শ্রীলক্ষ্মী-(সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী রাধিকা) সেবিতপদদ্বয় শ্রীগোবিন্দাখ্য-তত্ত্ব হস্তস্থিত রত্নতুল্য প্রদর্শন করাইয়াছিলেন এবং যাঁহারা মায়াবাদরূপ মহান্ধকাররাশি-বিনাশার্থ শোভমান চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় একত্র সমুদিত হইয়াছিলেন, সেই চমৎকারকারী শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

ইহ হি সুখদুঃখ-প্রাপ্তি-পরিহারয়োর্লোকপ্রবৃত্তির্দৃশ্যতে। তৌ চোপেয়ভূতাবুপায়মন্তরা ন সম্ভবেতামতঃ সারাসারবিচারজ্ঞা মহর্ষয়স্তত্রোপায়ং প্রকীর্ত্তয়ন্তি। তত্র প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদস্য ত্রিবিধদুঃখোৎপাদস্তদ্বিবেকাৎ পুনরনাত্মবিবেকনিবৃত্তৌ পুরুষং প্রতি নিবৃত্তাধিকারা প্রকৃতির্ভবতীতি তস্য ত্রিবিধস্য দুঃখস্য প্রধ্বংসঃ স্যাৎ। স চ কার্য্যোঽপি নিত্যঃ অভাবরূপত্বাৎ। স এবানন্দাবাপ্তিরিত্যুপচরিতঃ ভারাপগমে সুখী সংবৃত্ত ইতিবৎ, ন তু তস্মাৎ সাতিরিচ্যত ইতি কপিলঃ ॥ ৫ ॥

ভগবদ্ব্যাসকৃতমীমাংসয়া পরিনিষ্পন্নং পরমার্থতত্ত্বমুপাদিৎসুস্তদন্যকৃতামীমাংসাঃ প্রত্যাচিখ্যাসুরবতারয়তি ইহেতি। লোকানাং সুখপ্রাপ্তৌ দুঃখপরিহারে চ প্রবৃত্তিরস্তি। কিন্তু তে তত্রোপায়ং ন জানন্তি। তেষাং তৎসিদ্ধয়ে মহর্ষয়স্তং বদন্তীত্যর্থঃ। তত্রাদৌ কপিলমতং দর্শয়তি। তত্র প্রকৃতীতি। ত্রিবিধদুঃখেতি। আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকঞ্চেতি ত্রিবিধম্। আধ্যাত্মিকং দুঃখং শারীরং মানসঞ্চেতি দ্বিবিধম্। বাতপিত্তাদিবৈষম্যহেতুকং শারীরম্। কামক্রোধাদিকং মানসম্। এতদ্দ্বয়মান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকমুক্তম্। মনুষ্য-পশ্বাদিহেতুকমাধিভৌতিকম্। যক্ষরাক্ষসাদ্যাবেশহেতুকমাধিদৈবিকমিতি। ইদং দুঃখত্রয়ং প্রকৃতিমূলকং বিবেকাৎ প্রকৃতের্নিবৃত্তৌ বিনশ্যেদেব। যদ্যপ্যৌষধ-কামিনীদুর্গমন্ত্রোপাসনৈরস্য নিবৃত্তিস্তথাপি দদ্রুবৎ পুনরুৎপদ্যতে মূলস্যানিবৃত্তের-তস্তদ্বিবেকাভ্যাস এব তদাত্যন্তিকনাশহেতুঃ। স চেতি। ভাবমূলং ঘটাদি-কার্য্যমনিত্যমভাবমূলং ঘটাদিধ্বংসকার্য্যন্তু নিত্যং ধ্বস্তস্য ঘটাদেঃ পুনরনাবৃত্তে-রিতিভাবঃ। স এব দুঃখধ্বংস এব। তস্মাৎ দুঃখধ্বংসাৎ। সা আনন্দাবাপ্তিঃ।

এ সংসারে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহারে লোকসকলের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ-পরিহার উপায়সাধ্য; কারণ, উপায় ব্যতীত উহা সম্ভব হয় না। অতএব সারাসারবিচারবিৎ কপিলাদি মহর্ষিবৃন্দ নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্রে স্ব স্ব মতানুসারে তাহার উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রকৃতিপুরুষের অবিবেকহেতু অর্থাৎ পুরুষ হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, এই জ্ঞান যে পর্য্যন্ত না জন্মে, তদবধি জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়। পুনর্ব্বার প্রকৃতি-পুরুষবিবেকে অনাদি-অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির যে অধিকার ছিল, তাহার

কপিল ইতি অগ্নিবংশজোঽয়ং নিরীশ্বরঃ পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববাদী। যস্তু কার্দ্দমিঃ কপিলঃ স বাসুদেবঃ ষড়্বিংশতিতত্ত্ববাদীতি বোধ্যম্। তথা চ পাদ্মবাক্যম্—"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥ তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ। সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্॥ ইতি। বুদ্ধিরচেতনপরিণামিত্বাৎ ইতি কপিলমতং, তত্তু ন সঙ্গচ্ছতে কৃত্যদৃষ্টভোগানামিব চৈতন্যস্যাপি সামানাধিকরণ্য প্রতীতেঃ। কৃতিঃ স্বসমানাধিকরণমদৃষ্টং জনয়তি, তচ্চ তাদৃশং ভোগং, তদ্বৎ চেতনোঽহমিত্যাদিসামানাধিকরণ্যপ্রতীতিঃ। বস্তুতস্তু কর্ত্তৃভিন্নে চেতনে মানাভাবঃ, চেতনোঽহং করোমীতি প্রতীতেঃ। পরিণামিত্বাৎ চৈতন্যাংশে ভ্রম ইতি চেৎ, কৃত্যংশে কিং নেষ্যতে? কর্ত্তৃচেতনয়োর্ভেদাঙ্গীকারে, সুখদুঃখাভাবাৎ সংসারমোক্ষয়োরনুপপত্তিঃ। অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যত্বাৎ বুদ্ধের্ন চৈতন্যং কার্য্যকারণয়োস্তাদাত্ম্যাৎ ইতি চেন্ন অসিদ্ধেঃ কর্ত্তুর্জন্যত্বে মানাভাবাৎ বীতরাগজন্মাদর্শনাদনাদিত্বম্ অনাদের্নাশাসম্ভবান্নিত্যত্বমিতি। অচেতনায়াঃ প্রকৃতের্জগৎস্রষ্টৃত্বং সাংখ্যস্মৃতির্বেদবিরুদ্ধত্বাদযুক্তাচ্চ নিরস্তেতি জ্ঞেয়ম্॥ ৫॥

নিবৃত্তি হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দুঃখেরও ধ্বংস হয়। এই ধ্বংস কার্য্য হইলেও অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় অনিত্য নহে; কারণ উহা অভাবস্বরূপ। যাহা অভাবস্বরূপ, তাহার নিত্যত্ব স্বীকার্য্য হইয়া থাকে। অতএব দুঃখ ধ্বংসও নিত্য হইতেছে। উপচারবশতঃ উহাই আনন্দপ্রাপ্তি। যেরূপ ভারবাহক পুরুষ ভার দূরীভূত হইলে আপনাকে সুখী বোধ করে, সেইরূপ দুঃখধ্বংসে জীব নিজেকে সুখী অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই জীবের মোক্ষ। ইহাই কপিলদর্শনের সংক্ষিপ্ত সারকথা ॥৫॥

পাঠকবর্গস্য সুখবোধায় কপিলমতং সবিস্তারং প্রদর্শিতম্ঃ—

আত্মানাত্মবিবেকসাক্ষাৎকারাৎ কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলাভিমাননিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যরাগদ্বেষধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যনুৎপাদাৎ পূর্ব্বোৎপন্নকর্ম্মণাং চাবিদ্যারাগাদিসহকার্য্যুচ্ছেদরূপদাহেন বিপাকানারম্ভকত্বাৎ প্রারব্ধসমাপ্ত্যনন্তরং পুনর্জন্মাভাবেন ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরূপো মোক্ষো ভবতীতি। আত্মা তাবৎ সুখদুঃখাদ্যনুভবিতা অনাত্মা চ প্রকৃত্যাদিজড়বর্গঃ। তয়োরন্যোঽন্যবৈধর্ম্ম্যেণ পরিণামিত্বাপরিণামিত্বরূপেণ দোষগুণাত্মকেন হেয়োপাদেয়তয়া পৃথক্ত্বেন জ্ঞানং বিবেকঃ। এবং

যদ্যপ্যন্যোঽন্যভেদ-জ্ঞানমেব বিবেকজ্ঞানং তথাপ্যাত্মবিশেষ্যকমেব তন্মোক্ষ-কারণং ভবতি। নন্বনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিরূপায়া অবিদ্যায়াঃ কথমাত্মবিশেষ্যকবিবেক-জ্ঞাননাশ্যত্বং প্রকারাদিভেদাদিতি চেন্ন তাদৃশাবিদ্যায়া অনাত্মবিশেষ্যকবিবেক-জ্ঞানদ্বারেণাত্মবিশেষ্যকবিবেকজ্ঞাননাশ্যত্বাদিতি। যত্তু নির্ব্বিকল্পকমাত্মজ্ঞানমেব মোক্ষসাধনমিতি তদসৎ তস্য বিবেকজ্ঞানদ্বারেণৈব মোক্ষহেতুত্বাৎ সাক্ষাদ-বিদ্যানিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ। অহং গৌরঃ কর্ত্তা সুখী দুঃখীত্যাদিজ্ঞানমেব হ্যবিদ্যা-সংসারানর্থহেতুতয়া প্রসিদ্ধা তস্যাশ্চ নিবর্ত্তকং নাহং গৌর ইত্যাদিরূপং বিবেকজ্ঞানমেব ভবতি। সমানে বিষয়ে গ্রাহ্যাভাবত্বপ্রকারকগ্রাহ্যাভাবজ্ঞানত্বেন নৈব বিরোধাৎ। অন্যথা শুক্তির্নির্ব্বিকল্পকস্যাপি ইদং রজতমিতি জ্ঞান-বিরোধিত্বাপত্তেঃ। কিঞ্চ যথোক্তাভাবজ্ঞানে গ্রাহ্যজ্ঞানবিরোধিত্বস্যাবশ্যকতয়া নির্ব্বিকল্পজ্ঞানস্য ভ্রমনিবর্ত্তকত্বং ন পৃথক্ কল্প্যতে গৌরবাৎ। ননু যথোক্ত-বিবেকজ্ঞানাদপ্যত্যন্তমবিদ্যোচ্ছেদো ন ঘটতে বিবেকজ্ঞানস্যাবিদ্যাপ্রতি-বন্ধকত্বমাত্রত্বেন বিবেকজ্ঞাননাশোত্তরং পুনরভিমানসম্ভবাৎ শুক্তিরজতাবিবেক-দর্শিনোঽপি কালান্তরে শুক্তৌ রজতভ্রমবদিতি চেৎ নৈবং দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। শুক্ত্যাদিষু জাতেঽপি সাক্ষাৎকারে দূরত্বাদিরূপবিষয়দোষাণাং পাটলাদিরূপ-করণদোষাণাং চোৎপত্তিসম্ভবেন পুনর্ভ্রমো যুক্তঃ। অনাত্মন্যাত্মাভিমানে ত্বনাদিবাসনৈব দোষঃ সর্ব্বসম্মতঃ জাতমাত্রস্যাভিমানে দোষান্তরানুপলব্ধেঃ। সা মিথ্যাজ্ঞানবাসনা যদা বিবেকখ্যাতিপরম্পরাজন্যদৃঢ়বাসনোন্মূলিতা তদৈব বিবেকসাক্ষাৎকারনিষ্ঠোচ্যতে। তৎপূর্ব্বমবশ্যং বাসনালেশতো মিথ্যাংশস্য কস্যাপ্যাত্মনি ভাবাৎ তস্যাং চ বিবেকখ্যাতিনিষ্ঠায়াং জাতায়াং ন পুনরভি-মানঃ সম্ভবতি, বাসনাখ্যদোষাভাবাদিতি তু মহদ্বৈষম্যম্। যদি তু বুদ্ধিপুরুষ-য়োরন্যোঽন্যপ্রতিবিম্বানাদিকমবিবেককারণং দোষ ইষ্যতে তদা তু তদ্দোষং বাধিত্বৈব বিবেকসাক্ষাৎকার উদিত ইতি ন তস্য পুনর্ভ্রমহেতুত্বং ফলবলেন যোগজধর্ম্মাসহকৃতস্যৈব তস্য দোষত্বকল্পনাসম্ভবাদিতি। নন্বেবমপি বিবেক-প্রতিযোগিপদার্থানামানন্ত্যেন প্রাতিস্বিকরূপৈঃ সর্ব্বপদার্থেভ্যো বিবেকগ্রহা-সম্ভবাৎ কথং বিবেকখ্যাতের্মোক্ষহেতুত্বমিতি চেন্ন; দৃশ্যত্বপরিণামিত্বাদি-সামান্যরূপৈর্বিবেকগ্রহসম্ভবাৎ। তথা হি দ্রষ্টা স্বসাক্ষাৎপ্রকাশেভ্যো ভিন্নঃ প্রকাশকত্বাৎ, যো যস্য প্রকাশকঃ স তস্মাৎ ভিন্নঃ যথা ঘটাদালোকো বৃত্তিপ্রকাশ্যাচ্চ বৃত্তিরিত্যনুমানেনাদাবন্তর্দৃশ্যেভ্যো বুদ্ধিবৃত্তিতদারূঢ়ার্থেভ্যো বিবেকতো বুদ্ধিসাক্ষী সিধ্যতি। নন্বত্রানুমানে বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রাৎ বিবেকঃ সিধ্যতু বুদ্ধেস্তস্যা এব সাক্ষাদাত্মদৃশ্যত্বাৎ, ন প্রকৃত্যাদিভ্য ইতি চেন্ন বৃত্তীনাম-

জ্ঞাতসত্ত্বাভাবেন হৃত্রানুমানে লাঘবাৎ অখিলবৃত্তীনাং দ্রষ্টা বিভুকূটস্থ-নিত্যৈকজ্ঞানস্বরূপতয়ৈব সিধ্যতি; যথা নৈয়ায়িকানাং ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাদিত্যনুমানে লাঘবাৎ কর্ত্তুরেকত্বনিত্যত্বাদিকং তদ্বৎ। তত্র বিভুত্বং পরিচ্ছিন্নভিন্নত্বং কূটস্থত্বাদিকত্বঞ্চ পরিণামিভিন্নত্বাদিকমতো বুদ্ধ্যাত্মনো-দৃ র্গ দৃশ্যরূপতো বিবেকগ্রহে সতি তদুত্তরানুমানেন পরিণামিত্বাপরিণামিত্বাদি-রূপৈঃ সামান্যতোহপ্যাত্মানাত্মবিবেকগ্রহো ঘটত ইতি। অথ কে তে প্রকৃত্যাদয়ো যেভ্য আত্মা বিবেচনীয় ইত্যুচ্যতে। "প্রকৃতির্বুদ্ধ্যহঙ্কারো তন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়ম্। ভূতানি চেতি সামান্যাৎ চতুর্ব্বিংশতিরেব তে॥" এতেষ্বেব ধর্ম্মধর্ম্ম্যভেদেন গুণকর্ম্মসামান্যানামন্তর্ভাবঃ। তত্র প্রকৃতিত্বং সাক্ষাৎ পরম্পরয়াখিলবিকারোপাদানত্বং, প্রকৃষ্টা কৃতিঃ পরিণামরূপা অস্যা ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। "প্রকৃতিঃ শক্তিরজা প্রধানমব্যক্তং তমোমায়া বিদ্যেত্যাদয়ঃ প্রকৃতেঃ পর্য্যায়াঃ। সা চ সাম্যাবস্থয়োপলক্ষিতং সত্ত্বাদিগুণত্রয়ম্; সাম্যাবস্থা চ ন্যূনাধিকভাবেনাসংহননাবস্থা অকার্য্যাবস্থেতি যাবৎ। সত্ত্বাদিগুণবতী সত্ত্বাদ্যতিরিক্তা প্রকৃতিরিতি ন শঙ্কনীয়ম্। সত্ত্বাদীনাং প্রকৃতিস্বরূপত্ব-হেতুনা প্রকৃতিধর্ম্মত্ব-প্রতিষেধাৎ। তে চ সত্ত্বাদয়ঃ সত্ত্বং রজস্তম ইতি। তেষাং বৈষম্যাৎ মহদাদিসৃষ্টিঃ। বৈষম্যং চ সজাতীয়সংবলনেন গুণান্তরব্যাবৃত্ত-প্রকাশা-দিফলোপহিতঃ সত্ত্বাদিব্যবহারযোগ্যঃ পরিণাম ইতি। তত্র সত্ত্বং সুখপ্রসাদ-প্রকাশাদ্যনেকধর্ম্মকং প্রাধান্যতস্তু সুখাত্মকমুচ্যতে। এবং রজোহপি দুঃখ-কালুষ্যপ্রবৃত্ত্যাদ্যনেক-ধর্ম্মকং প্রাধান্যতস্তু দুঃখাত্মকমুচ্যতে। তথা তমোহপি মোহাবরণস্তম্ভনাদ্যনেকধর্ম্মকং প্রাধান্যতস্তু মোহাত্মকমুচ্যতে। ত এব ধর্ম্মা-স্তেষাং লক্ষণানি ভবন্তি। সত্ত্বাদিসংজ্ঞা চান্বর্থা। সতোঃ ভাবঃ সত্ত্বমুত্তমত্বমিতি ব্যুৎপত্ত্যা হি ধর্ম্মপ্রাধান্যেনোত্তমং পুরুষোপকরণং সত্ত্বশব্দার্থঃ। মধ্যমং চ রজঃ-শব্দার্থো রাগযোগাৎ। অধমং চ তমঃশব্দার্থঃ অধর্ম্মাবরণযোগাৎ। তানি সত্ত্বাদীনি প্রত্যেকমসংখ্যব্যক্তয়ঃ। প্রকৃতেঃ সকাশাৎ বুদ্ধ্যাখ্যং মহত্তত্ত্বং জায়তে। তস্য ধর্ম্মাদিরূপ-প্রকৃষ্টগুণযোগাৎ মহৎ-সংজ্ঞা, তদেব চ লক্ষণম্। মহান্ বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞেত্যাদয়শ্চ তস্য পর্য্যায়াঃ। সত্ত্বাদ্যংশত্রয়েণ মহতো দেবতা-ত্রয়োপাধিত্বাৎ তদবিবেকেন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্ববচনম্। ইদমেব-মহত্তত্ত্বমংশতো রজস্তমঃসংভেদেন পরিণতং সৎ ব্যষ্টিজীবানামুপাধিরধর্ম্মাদিযুক্তং ক্ষুদ্রমপি ভবতি। মহত্তত্ত্বাদহঙ্কার উৎপদ্যতে। তস্যাভিমানবৃত্তিকত্বাদহঙ্কারসংজ্ঞা। তস্য চ পর্য্যায়াঃ কৌর্ম্মে প্রোক্তাঃ—"অহঙ্কারোঽভিমানশ্চ কর্ত্তা মন্তা চ সংস্মৃতঃ। আত্মা চ প্রকুলো জীবো যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ"॥ ইতি। স চ

ত্রিবিধঃসাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি। সাত্ত্বিকাৎ মনঃ দেবাশ্চ। রাজসাৎ ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিশ্চ, তামসাচ্চ ভূতানি মাত্রাশ্চ জজ্ঞিরে। নন্বচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতং মহদাদিকার্য্যে ন ব্যাপ্রিয়তে অতঃ কেনচিৎ চেতনাধিষ্ঠাত্রা ভবিতব্যং তথা চ সর্ব্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ স্যাদিতি চেৎ তদসঙ্গতম্। অচেতনস্যাপি প্রধানস্য প্রয়োজনবশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। তদুক্তম্—বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য। পুরুষবিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ইতি॥ ইতি। তস্মাদচেতনস্যাপি চেতনানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য মহদাদিরূপেণ পরিণামঃ পুরুষার্থপ্রযুক্তঃ প্রধানপুরুষসংযোগনিমিত্তঃ। যথা নির্ব্ব্যাপারস্যাপ্যয়স্কান্তস্য সন্নিধানেন লোহস্য ব্যাপারঃ তথা নির্ব্যাপারস্য পুরুষস্য সন্নিধানেন প্রধানব্যাপারো যুজ্যতে। প্রকৃতিপুরুষ-সম্বন্ধশ্চ পঙ্গ্বন্ধবৎ পরস্পরাপেক্ষানিবন্ধনঃ। যথোক্তম্—পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সম্বন্ধনিবন্ধনঃ সর্গঃ॥ ইতি। নন্বপুরুষার্থনিবন্ধনা ভবতু প্রকৃতেঃ প্রবৃত্তিঃ নিবৃত্তিস্তু কথমুপপদ্যত ইতি চেদুচ্যতে যথা ভর্ত্রা দৃষ্টদোষা স্বৈরিণী ভর্ত্তারং পুনর্নোপৈতি যথা বা কৃতপ্রয়োজনা নর্ত্তকী নিবর্ত্ততে তথা প্রকৃতিরপি। যথোক্তম্—রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ। পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥ ইতি।

সাঙ্খ্যদর্শন মহর্ষি কপিল কর্ত্তৃক প্রণীত। কপিল দুই জন। তন্মধ্যে একজন সত্যযুগে এবং অপরজন ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েন। সত্যযুগের কপিল মহর্ষি কর্দ্দম ঋষির পুত্ররূপে মনুর কন্যা দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভগবদবতার ও সাঙ্খ্যদর্শনের আদিকর্ত্তা বলিয়া প্রথিত। ইনি যদিও সাঙ্খ্যদর্শন নামে কোন বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু ইঁহার প্রণীত সাঙ্খ্যমত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ কপিলমহর্ষি (যিনি সগর রাজার বংশ ধ্বংস করেন), পূর্ব্বোক্ত সাঙ্খ্যমত গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়া সাঙ্খ্যদর্শন নামে প্রচার করেন। এই শেষোক্ত সাঙ্খ্যদর্শনখানি প্রথমোক্ত সাঙ্খ্যমতেরই সারসঙ্কলন হইলেও উহা হইতে ইহাতে কিছু কিছু বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ঐ বিশেষ অংশসকলই শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশসকল সন্নিবেশিত থাকাতেই প্রচলিত সাঙ্খ্যদর্শনের অনাদর হইয়াছে। সম্যক্ প্রকারে আত্মতত্ত্ব সমালোচিত হওয়াতে জ্ঞানাংশে বেদান্তের সহিত ঐক্য এবং তজ্জন্য

সাঙ্খ্যদর্শনের উৎকর্ষ হইলেও শ্রুতিবিরুদ্ধ ঈশ্বর-প্রতিষেধাংশরূপ অপরিহার্য্য দোষবশতঃ সাধুসমাজে উহার আদর নাই। পরাশরোপ-পুরাণে লিখিত আছে—"অক্ষপাদপ্রণীত ন্যায়দর্শন, কণাদপ্রণীত বৈশেষিকদর্শন, কপিলপ্রণীত সাঙ্খ্যদর্শন এবং পতঞ্জলিপ্রণীত যোগ-দর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশসকল শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য। শ্রুতিসঙ্গত বেদার্থবিজ্ঞানরূপ, জৈমিনিপ্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শনে ও বেদব্যাসপ্রণীত উত্তরমীমাংসাদর্শনে ঐরূপ হেয়াংশ দৃষ্ট হয় না। শেষোক্ত মহর্ষিদ্বয় শ্রুতিপারগ ছিলেন বলিয়া তাঁহা-দিগের প্রণীত দর্শনদ্বয়ও শ্রুতির অনুগত ও বিশুদ্ধ হইয়াছিল।"

তবে নিরীশ্বর চার্ব্বাকদর্শনাদির ন্যায় সাঙ্খ্যদর্শন বা যোগদর্শন মীমাংসাদর্শনের অত্যন্ত বিরোধী নহে, এরূপও প্রসিদ্ধি আছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—"কতকগুলি বিরুদ্ধ মত স্বীকার করিয়া লইয়া সাঙ্খ্যাদিশাস্ত্র কথিত হইয়াছে। অসুরবুদ্ধির মোহনার্থই ঐরূপ কৌশল করা হইয়াছে। অতএব সুধীগণ উহাদের হেয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয় অংশই গ্রহণ করিবেন।"

পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে—"মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, দেবি! শ্রবণ কর। আমি অসুরবিমোহন ও প্রলয়ের নিমিত্ত সময়ে সময়ে তামস শাস্ত্রসকল বলিয়া থাকি। শৈব ও পাশুপত্যাদি শাস্ত্র, সাঙ্খ্যশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র বা বৈশেষিক শাস্ত্রসকল উহারই নিদর্শন। ঐসকল শাস্ত্র আমারই শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ রচনা করিয়াছেন। আমিই বৃহস্পতিদ্বারা অতিগর্হিত নিরীশ্বর চার্ব্বাকদর্শন প্রচার করিয়াছি। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ বুদ্ধরূপে নগ্ন নীলপটাদি বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রচার দ্বারা অসুরবুদ্ধির মোহন করেন, আমিও সেইরূপ কলিতে শঙ্কররূপে বেদার্থের আবরণে সমাবৃত অবৈদিক মায়াবাদ প্রচার করিয়া জগতের বিনাশকার্য্য সাধন করিয়া থাকি। ঐ মায়াবাদশাস্ত্রে আমি কতক-গুলি শ্রুতির লোকনিন্দিত যথাশ্রুত বিরুদ্ধার্থ আবিষ্কার করিয়া "কর্ম্মকাণ্ডত্যাগের" উপদেশ করিয়াছি এবং উহাতে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, পরমাত্মা-জীবাত্মার ঐক্য ও পরব্রহ্মের নির্গুণভাব প্রতি-পাদন করিয়াছি। কলিযুগে জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।"

সাঙ্খ্যদর্শনের সাঙ্খ্যশব্দটি যোগরূঢ়। তত্ত্বসংখ্যানার্থই উহার সাঙ্খ্যসংজ্ঞা। কেহ কেহ বলেন, যাহাতে সংখ্যা অর্থাৎ 'সম্যক্ বিবেকের' সহিত 'আত্মতত্ত্বকথন' আছে, তাহারই নাম সাঙ্খ্য। এই অর্থটি মহাভারতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাঙ্খ্যদর্শনের মতে পঞ্চবিংশতিটি তত্ত্ব। ঐ তত্ত্বসকল যথা,—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভয়েন্দ্রিয় মন, পঞ্চ মহাভূত ও পুরুষ। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে কোনটি কেবল প্রকৃতি, কোন কোনটি কেবল বিকৃতি, কোন কোনটি প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়, আর কোনটি বা অনুভয়। মূল প্রকৃতি মহত্তত্ত্বের প্রকৃতি অর্থাৎ কারণ এবং উহার আর অন্য প্রকৃতি নাই বলিয়া কেবল প্রকৃতি। মহৎ হইতে পঞ্চ তন্মাত্র পর্য্যন্ত সাতটি একের কারণ ও অন্যের কার্য্য বলিয়া প্রকৃতি-বিকৃতি উভয়াত্মক। ইন্দ্রিয়বর্গ ও পঞ্চভূত ইহারা তত্ত্বান্তরের কারণ নহে, পরন্তু কার্য্য বলিয়া কেবল বিকৃতি। পুরুষ নিত্য ও অপরিণামী। ইনি কাহারও প্রকৃতি বা কাহারও বিকৃতি নহেন বলিয়া অনুভয়।

মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। গুণসকল জড় ও পরিণামী। নিখিল জগৎই গুণপরিণাম। সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ, লঘু ও প্রকাশক। উহার বৃত্তি শান্তা। রজোগুণ দুঃখস্বরূপ ও উপষ্টম্ভক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক। উহার বৃত্তি ঘোরা। তমোগুণ মোহস্বরূপ, গুরু ও আবরক। উহার বৃত্তি মূঢ়া। এই গুণত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি ধাতুর ন্যায় কার্য্যকালে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। জগৎ সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের পরিণাম বলিয়া সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক হইয়াছে।

সুখ-দুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম—প্রকৃতির ধর্ম্ম; পুরুষের নহে। জবা-কুসুমের সন্নিধানে শুভ্র স্ফটিকের যেরূপ রক্তবর্ণ প্রতীতি হয়, সেইরূপ প্রকৃতির বা বুদ্ধির ধর্ম্ম সুখ-দুঃখাদির পুরুষে প্রতীতি হইয়া থাকে। বুদ্ধির দুইটি সংজ্ঞা—মহত্তত্ত্ব ও অন্তঃকরণ। বুদ্ধির সংসর্গেই বুদ্ধিগত

সুখ-দুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। ঐ প্রতিবিম্বই পুরুষের সংসার। বুদ্ধির তিনটি অংশ,—পুরুষে প্রকৃতির উপরাগে উৎপন্ন অহং বুদ্ধি, প্রকৃতিতে পুরুষের উপরাগে উৎপন্ন ইদংবুদ্ধি, এবং তদুভয়ের উপরাগে উৎপন্ন কর্ত্তব্যবুদ্ধি। এই বুদ্ধিত্রয় ভ্রমাত্মক। বিবেক দ্বারাই ঐ ভ্রম অপনীত হইতে পারে। 'পুরুষ' নিত্য, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, চেতন, সাক্ষী, উদাসীন, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও নানা, এবং 'প্রকৃতি' অচেতন হইয়াও কর্ত্রী, পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃই উহার কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞানই বিবেক। উক্ত বিবেকের উদয়ে পুরুষকর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা প্রকৃতি পুরুষকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেই পুরুষের মুক্তি হয়।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তির নামই মুক্তি। যাহা আত্মা অর্থাৎ শরীর ও মনকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহারই নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই দুঃখ দ্বিবিধ; শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও কফরূপ ধাতুত্রয়ের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন রোগ প্রভৃতি যে দুঃখ উৎপাদন করে, তাহাকেই শারীর-দুঃখ বলে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ ও প্রিয় বস্তুর অদর্শনজন্য যে দুঃখ, তাহারই নাম মানস দুঃখ। যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি গ্রহাদির আবেশনিবন্ধন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। এই ত্রিবিধ দুঃখই প্রকৃতিমূলক; সুতরাং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকে প্রকৃতির নিবৃত্তি হইলেই অর্থাৎ এ সকল প্রকৃতির ধর্ম্ম, আমার নহে, আমি গুণময়ী জড়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, চেতন, উদাসীন পুরুষ—এই প্রকার জ্ঞানে ভুক্তভোগা প্রকৃতির প্রতি দোষদৃষ্টি ও বৈরাগ্য হইলেই পুরুষে প্রকৃতির অধিকারের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তাহা হইলেই দুঃখত্রয়ের নাশ হয়। যদিও ঔষধ ও বনিতাদি দ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখের নাশ, মন্ত্রাদি দ্বারা আধিদৈবিক দুঃখের নাশ এবং দুর্গাদিদ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের নাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে উহাদের সমূলে বিনাশ হয় না, দদ্রু প্রভৃতি রোগের ন্যায় উহারা পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে; অতএব উহাদের যাহাতে পুনরুৎপত্তি

না হয়, এইরূপ আত্যন্তিক নাশের নিমিত্ত বিবেকের প্রয়োজন। বিবেকোদয়ে প্রকৃতির নিবৃত্তিতে দুঃখেরও আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই মুক্তি। ভারাপগমে দুঃখের নাশ ভিন্ন অন্য কোন স্বতন্ত্র সুখের উৎপত্তি না হইলেও ভারবাহক পুরুষ যেরূপ আপনাকে সুখী বোধ করেন, সেইরূপ মুক্ত ব্যক্তিও আপনাকে দুঃখের নাশেই সুখী বোধ করিয়া থাকেন। ঈদৃশ সুখই মোক্ষানন্দ। ইহাই সাঙ্খ্যদর্শনকর্ত্তা কপিলের মত।

সাঙ্খ্যদর্শনের প্রধান দোষই অচেতন প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করা। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব বেদে নাই। বেদে পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব উপদিষ্ট হইয়া থাকে। 'আমি করিতেছি' ইত্যাদি প্রতীতি-হেতু কর্ত্তারই চৈতন্য প্রতীত হইতেছে, অতএব প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গতও নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিকে চৈতন্যাংশে ভ্রান্তিরূপাও বলা যায় না, অর্থাৎ জড়বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্ব চেতনপুরুষে ভ্রান্তি-বশতঃ আরোপিত, এরূপও বলা যায় না; কারণ চেতনপুরুষগত কর্ত্তৃত্ব জড়বুদ্ধিতে আরোপিত না বলিয়া জড়বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্বই চেতন-পুরুষে আরোপিত, ঈদৃশী একতরপক্ষপাতিনী যুক্তির মূল কি? তদ্ভিন্ন পুরুষের কর্ত্তৃত্বের অস্বীকারে একটি মহান্ দোষ আরোপিত হইতেছে;—চেতনপুরুষ হইতে ভিন্ন অচেতনবুদ্ধিকে নিত্য কর্ত্রী বলিলে পুরুষের মোক্ষাভাব এবং অনিত্য কর্ত্রী বলিলে উহার অসংসারাপত্তি হইতেছে। বিশেষতঃ অচেতন প্রকৃতির প্রথম-পরিণামভূতা বুদ্ধিকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া অচেতন বলাও সঙ্গত হয় না; যেহেতু অচেতন ও জন্য-কর্ত্তা যুক্তিবিরুদ্ধ। জন্যের পূর্ব্ব সংস্কারের অভাববশতঃ কার্য্যমাত্রই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব কর্ত্তার চেতনত্বের ন্যায় অনাদিত্বও স্বীকার্য্য হইতেছে। যাহা অনাদি, তাহা অবিনশ্বর। চেতন ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারিতা সম্ভব হয় না বলিয়া পুরুষের প্রয়োজকতা স্বীকার করিলে, সাঙ্খ্যমত বেদান্তেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পুরুষ নিজ শক্তিরূপা মায়াদ্বারা এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন, ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত।

প্রকৃতিপুরুষবিবেকাভ্যাসবৈরাগ্যপরিপাকাৎ যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সম্প্রজ্ঞাত -সমাধি - পূর্ব্বকাৎ পরেশপ্রসাদজাৎ পঞ্চবিধচিত্তবৃত্তিনিরোধাদেব ধর্ম্মমেঘশব্দ-বাচ্যাদসম্প্রজ্ঞাত সমাধেরস্য তাবিতি পতঞ্জলিঃ ॥৬॥ *

অথ পতঞ্জলিমতমাহ প্রকৃতি-পুরুষেতি। যমেত্যষ্টাঙ্গযোগো দর্শিতঃ। অহিংসাসত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমা ইতি, শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মা ইতি চ পতঞ্জলেঃ সূত্রম্। আসনপ্রাণায়ামৌ খ্যাতৌ। বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণাং বিয়োজনং প্রত্যাহারঃ। নাভিচক্রনাসাগ্রাদৌ নির্ব্বিষয়স্য চিত্তস্য স্থিরীকরণং ধারণা। ধ্যানং প্রত্যয়ৈকতানতা। সম্প্রজ্ঞাতেতি। বৃত্তিমতি চিত্তে যঃ সমাধিঃ স সম্প্রজ্ঞাতসংজ্ঞঃ পঞ্চবিধেতি। প্রমাণ-বিপর্য্যয়-সঙ্কল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়শ্চিত্তস্য পঞ্চ বৃত্তয়ঃ। ধর্ম্মমেঘেতি। পরমপুমর্থহেতুং ধর্ম্মং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ। সংপ্রখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে-ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিরিতি পতঞ্জলেঃ সূত্রম্। সংপ্রখ্যানং তত্ত্বানাং মিথো বিলক্ষণ-স্বরূপপরিভাবনং তস্মিন্ সত্যপ্যকুসীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রত্যয়ান্তরাণামনুদয়েন সর্ব্বপ্রকারবিবেকখ্যাতেঃ পরিপোষাৎ ধর্ম্মমেঘঃ সমাধির্ভবতি। তত্র চিত্তং বৃত্তিহীনমুক্তম্। অস্যেতি পুরুষস্য ॥৬॥

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের অভ্যাসদ্বারা বৈরাগ্য জন্মে। ঐ বৈরাগ্য পরিপক্ক হইলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, এই অষ্টাঙ্গযোগ অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরমেশ্বরের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা দ্বারা পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়। তাহা হইলেই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখ পরিহার হইয়া থাকে। ইহাই পতঞ্জলির মত ॥৬॥

---

* "পতঞ্জলিনা পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি সাঙ্খ্যোক্তান্যেব স্বীকৃতানি। ষড়্বিংশস্তু পরমেশ্বরঃ ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় লৌকিকবৈদিক-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকঃ সংসারাঙ্গারে তপ্যমানানাং পুরুষাণামনু-গ্রাহকশ্চেতি বিশেষঃ। ননু পুষ্কর-পলাশবন্নির্লেপস্য পুরুষস্য তাপঃ কথমুপ-পদ্যতে যেন পরমেশ্বরোঽনুগ্রাহকতয়া কক্ষীক্রিয়তে ইতি চেদুচ্যতে। তাপকস্য রাজসঃ সত্ত্বমেব তপ্যং বুদ্ধ্যাত্মনা পরিণমতে ইতি সত্ত্বে পরিতপ্যমানে

তমোবশেন তদভেদাবগাহিপুরুষোঽপি তপ্যত ইত্যুচ্যতে। তদুক্তম্—সত্ত্বং তপ্যং বুদ্ধিভাবেন বৃত্তং ভাবা তে বা রাজসাস্তাপকাস্তে। তপ্যাভেদগ্রাহিণী তামসী যা বৃত্তিস্তস্যাং তপ্য ইত্যুক্ত আত্মা। ইতি চিচ্ছক্ত্যপরপর্য্যায়া ভোক্তৃশক্তিরাত্মা এব পরিণামিন্যর্থে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিসংক্রান্তে চ প্রতিবিম্বিতে তদ্বৃত্তিমনুভবতীতি বুদ্ধৌ প্রতিবিম্বিতা সা চিচ্ছক্তির্বুদ্ধিচ্ছায়াপত্ত্যা বুদ্ধিবৃত্ত্যনুকারবতীতি ভাবঃ। তথা শুদ্ধোঽপি পুরুষঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি তমনুপশ্যন্নতদাত্মাপি তদাত্মক এব প্রতিভাসত ইতি। ইত্থং তপ্যমানস্য পুরুষস্য বিবেকাভ্যাসবৈরাগ্যপরিপাকপূর্ব্বকেণ আদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালানুবন্ধিযমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠানেন পরমেশ্বরপ্রণিধানেন চ জনিতাৎ পরমেশ্বরপ্রসাদাৎ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতাবনুপপ্লবায়াং জাতায়ামবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি কুশলাকুশলাশ্চ কর্ম্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি। ততশ্চ পুরুষস্য নির্লেপস্য প্রমাণাদিপঞ্চবিধচিত্তবৃত্তিনিরোধাদেব অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপেণ কৈবল্যেনাবস্থানং কৈবল্যমিতি সিদ্ধম্।” অস্যা অপি নিরসনং পূর্ব্ববদেব।

কপিল ও পতঞ্জলির মত প্রায় একই। সাঙ্খ্যদর্শনের মতে মুক্তিতে পরমেশ্বর-প্রসাদের অপেক্ষা নাই, যোগদর্শনের মতে তাহা আছে, ইহাই বিশেষ। তন্নিবন্ধন কেহ কেহ ইহাকে সেশ্বর সাঙ্খ্যদর্শনও বলিয়া থাকেন। অধিকন্তু যোগদর্শনে তদ্বিষয়ে অষ্টাঙ্গযোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে। ঐ অষ্টাঙ্গযোগ যথা,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ, এই গুলির নাম যম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই কয়টির নাম নিয়ম। স্বস্তিক ও পদ্ম প্রভৃতি শরীর সংস্থানবিশেষের নাম আসন। শ্বাসপ্রশ্বাসাত্মক প্রাণের ক্রিয়াবিশেষের নাম প্রাণায়াম। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকলের বিয়োজনের নাম প্রত্যাহার। নাভিচক্র ও নাসাগ্র প্রভৃতি স্থান বিশেষে নির্ব্বিষয় চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা। প্রত্যয়ৈকতানতা অর্থাৎ বিষয়বিশেষে চিত্তের একাগ্রতার নাম ধ্যান। বিষয়ান্তরস্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট চিত্তদ্বারা লব্ধ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং প্রমাণ, বিপর্য্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তির নিরোধে যে সমাধি লাভ হয়, তাহারই নাম

দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণো বিভুরয়মাত্মা নব বিশেষগুণাশ্রয়স্তস্য দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানেন সাক্ষাৎকারাদীশ্বরোপাসনাসহিতান্নবানাং বৈশেষিকগুণানাং প্রাগভাবাসহবর্ত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানন্দাবাপ্তিরিতি-কণাদঃ ॥৭॥*

অথ বৈশেষিকমতং দর্শয়তি, দেহেতি। নবেতি। বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাবনাখ্যসংস্কারা নব আত্মনো বিশেষগুণাঃ। প্রাগভাবেতি। যেষাং প্রাগভাবস্তেষামুৎপত্তিরিতি ভাবঃ। প্রাগভাবাসহবর্ত্তিত্বন্তু তদসমানকালীনত্বমিতি যাবৎ। এতন্মতে মুক্তৌ পাষাণকল্প আত্মা। তন্নিরসনপ্রকারো যথা—বৈশেষিকাস্তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াখ্যানত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণানভ্যুপগচ্ছন্তি যথা মনুষ্যোঽশ্বঃ শশ ইতি। তথাত্বঞ্চাভ্যুপগম্য তদ্বিরুদ্ধং দ্রব্যাধীনত্বং শেষাণামভ্যুপগচ্ছন্তি। তন্নোপপদ্যতেক। কথম্?—যথা হি লোকে শশকুশপলাশপ্রভৃতীনামত্যন্তভিন্নানাং সতাং নেতরেতরাধীনত্বং ভবতি এবং দ্রব্যাদীনামপ্যত্যন্তভিন্নত্বাৎ নৈব দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং ভবিতুমর্হতি। অথ চ ভবতি দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাম্। ততো দ্রব্যভাবে ভাবাৎ দ্রব্যাভাবে চাভাবাৎ দ্রব্যমেব সংস্থানাদিভেদাদনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি যথা দেবদত্ত এক এব সন্নবস্থান্তরযোগাদনেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি তদ্বৎ। তথা সতি সাঙ্খ্যসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চাপদ্যেয়াতাম্। নন্বগ্নেরন্যস্যাপি ধূমস্যাগ্ন্যধীনত্বং দৃশ্যতে সত্যম্। ভেদপ্রতীতেস্তু তত্র অগ্নিধূময়োরন্যত্বং নিশ্চীয়তে। ইহ তু শুক্লঃ কম্বলো রোহিণী ধেনুঃ নীলমুৎপলমিতি-

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই মুক্তি বা মুক্তির সাধক। ইহার সিদ্ধিতেই দুঃখপরিহার হইয়া সুখপ্রাপ্তি বা মুক্তি প্রকাশ পায়। এই মতের পরিহারও সাঙ্খ্যমত পরিহারের ন্যায়ই বুঝিতে হইবে। কারণ, কেবল সাঙ্খ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানদ্বারা যেরূপ মোক্ষ হইতে পারে না, সেইরূপ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগদ্বারাও মুক্তি হইতে পারে না। শ্রুতিতে পরমেশ্বরের জ্ঞান ও ধ্যানাদি ভক্তির অঙ্গ সকলই মোক্ষসাধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে যুক্তিরও অসদ্ভাব নাই। ভক্তি ভিন্ন মুক্তি হয় না, ইহা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা স্বমতস্থাপনাবসরে প্রদর্শিত হইবে।

দ্রব্যস্য বা তস্য তস্য তেন তেন বিশেষেণ প্রতীয়মানত্বাৎ নৈব দ্রব্যগুণয়োরগ্নি-ধূময়োরিব ভেদপ্রতীতিরস্তি। তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য। এতেন কর্ম্মসামান্য-বিশেষসমবায়ানাং দ্রব্যাত্মকতা ব্যাখ্যাতা। গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণ-য়োরযুতসিদ্ধত্বাদিতি যত্ত্যুচ্যেত তৎপুনরযুতসিদ্ধত্বমপৃথগ্‌দেশত্বং বা স্যাৎ অপৃথক্‌কালত্বং বা অপৃথক্‌স্বভাবত্বং বা? সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। অপৃথগ্‌-দেশত্বে তাবৎ স্বাভ্যুপগমো বিরুধ্যেত। কথং তন্ত্বারব্ধো হি পটঃ তন্ত্ব-দেশোঽভ্যুপগম্যতে ন তু পটদেশঃ। পটস্য তু গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ পটদেশা অভ্যুপগম্যন্তে ন তন্তুদেশাঃ। তথা চাহুর্দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তর মারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরমিতি। তন্তবো হি কারণদ্রব্যাণি কার্য্যদ্রব্যং পটমারভন্তে তন্তুগতাশ্চ গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ কার্য্যদ্রব্যে পটে শুক্লত্বাদিগুণান্তরমারভন্ত ইতি হি তেঽভ্যুপ-গচ্ছন্তি। সোঽভ্যুপগমো দ্রব্যগুণয়োরপৃথগ্‌দেশত্বেঽভ্যুপগম্যমানে বাধ্যেত। অথাপৃথক্‌কালত্বং অযুতসিদ্ধত্বমুচ্যেত সব্যদক্ষিণয়োরপি গোবিষাণয়োরযুত-সিদ্ধত্বং প্রসজ্যেত। অথাপৃক্‌স্বভাবত্বেঽযুতসিদ্ধত্বে ন দ্রব্যগুণয়োরাত্মভেদঃ সম্ভবতি তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ। যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগো-ঽযুতসিদ্ধয়োস্তু সমবায় ইত্যয়মভ্যুপগমো মৃষৈব তেষাং প্রাক্‌সিদ্ধস্য কার্য্যাৎ কারণস্যাযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ। অথান্যতরাপেক্ষ এবায়মভ্যুপগমঃ স্যাদযুত-সিদ্ধস্যকার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি। এবমপি প্রাগসিদ্ধস্যালব্ধাত্মকস্য-কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধো নোপপদ্যতে দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য। সিদ্ধং ভূত্বা সম্বধ্যেত ইতি চেৎ প্রাক্ কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য সিদ্ধাবভ্যুপগম্যমানায়ামযুত-সিদ্ধাভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে ইতীদমুক্তং দুরুক্তং স্যাৎ। যথা চোৎপন্নমাত্রস্যাক্রিয়স্য কার্য্যদ্রব্যস্য বিভুভিরাকাশাদিভির্দ্রব্যান্তরৈঃ সম্বন্ধঃ সংযোগ এবাভ্যুপগম্যতে ন সমবায়ঃ এবং কারণদ্রব্যেণাপি সম্বন্ধঃ সংযোগ

আত্মা বিভুও দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ এবং উহা বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নববিধ গুণের আশ্রয়। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই সপ্তপদার্থান্তর্গত ষট্পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। পরে উপাসনাদ্বারা তৎসাক্ষাৎকার লাভ হইলে উক্ত বৈশেষিক গুণসকলের বৃত্তির এরূপ ধ্বংস হয় যে, উহার পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনাও থাকে না। এইরূপ গুণবৃত্তিবিনাশই আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি। ইহাই বৈশেষিক দর্শনের মত ॥৭॥

এব স্যাৎ ন সমবায়ঃ। নাপি সংযোগস্য সমবায়স্য বা সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিব্যতিরেকেণাস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তি। সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োরস্তিত্বমিতি চেন্ন একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া অনেকশব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ। যথৈকোঽপি সন্ দেবদত্তো লোকস্বরূপং সম্বন্ধিরূপং চাপেক্ষ্যানেকশব্দপ্রত্যয়ভাগ্ ভবতি মনুষ্যো ব্রাহ্মণঃ শোত্রিয়ো বদান্যো বালো যুবা স্থবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রো ভ্রাতা জামাতেতি। যথা চৈকাপি সতী রেখা স্থানান্যত্বেন নিবেশ্যমানৈকদশশতসহস্রাদিশব্দ প্রত্যয়ভেদমনুভবতি তথা সম্বন্ধিনোরেব সম্বন্ধিশব্দ প্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং ন ব্যতিরিক্তবস্ত্বস্তিত্বেন ইত্যুপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যানুপলব্ধেরভাবো বস্ত্বন্তরস্য নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সন্ততভাবপ্রসঙ্গঃ স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়েত্যুক্তোত্তরত্বাৎ। তথাণ্বাত্মমনসামপ্রদেশত্বান্ন সংযোগঃ সম্ভবতি প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগদর্শনাৎ। কল্পিতাঃ প্রদেশা অণ্বাত্মমনসাং ভবিষ্যন্তীতি চেৎ ন অবিদ্যমানার্থস্য কল্পনায়াং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ ইয়ানেবাবিদ্যমানো বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধো বার্থঃ কল্পনীয়ো নাতোঽধিক ইতি নিয়মে হেত্বভাবাৎ কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড়্ভ্যঃ পদার্থেভ্যোঽন্যেঽধিকাঃ শতং সহস্রং বার্থা ন কল্পিতব্যা ইতি নিবারকো হেতুরস্তি তস্মাদ্ যস্মৈ যস্মৈ যদ্ যদ্ রোচতে তত্তৎ সিধ্যেৎ। কশ্চিৎ কৃপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলঃ সংসার এবং মাভূদিতি কল্পয়েৎ কস্তয়োর্নিবারকঃ স্যাৎ। কিঞ্চান্যদ্দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং নিরবয়বাভ্যাং সাবয়বস্য দ্ব্যণুকস্যাকাশেনৈব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। ন হ্যাকাশস্য পৃথিব্যাদীনাঞ্চ জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লেষোঽস্তি কার্য্যকারণদ্রব্যয়োরাশ্রিতাশ্রয়ভাবেঽন্যথা নোপপদ্যত ইত্যবশ্যং কল্প্যঃ সমবায় ইতি চেৎ ন ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। কার্য্যকারণয়োর্হি ভেদসিদ্ধাবাশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিরাশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োর্ভেদসিদ্ধিঃ কুণ্ড-

---

* "অথ শ্রুতিঃ শ্রূয়তে,—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—ইতি। অস্যার্থঃ, মুমুক্ষুণা আত্মা দ্রষ্টব্যঃ, মুমুক্ষোরাত্মদর্শনমিষ্টসাধনমিতি যাবৎ। আত্মদর্শনোপায়ঃ কঃ? ইত্যত্রাহ,—শ্রোতব্যঃ, ইত্যাদি। তেন আর্থক্রমেন শাব্দক্রমস্ত্যক্তো ভবতি কার্য্যস্য কারণোত্তরভাবিত্বাৎ, 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'যবাগূং পচতি,'—ইত্যাদিবৎ; তথাচ শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি তত্ত্বজ্ঞানজনকানীত্যুক্তং ভবতি। অত্র শ্রুতিতঃ কৃতাত্মশ্রবণস্য মননেঽধিকারঃ, মননঞ্চ আত্মন ইতরভিন্নত্বেনানুমানম্। তচ্চ আত্মা ইতরেভ্যো ভিদ্যতে আত্মত্ববত্বাৎ, যদিতরেভ্যো ন ভিদ্যতে ন তদাত্মত্ববৎ

বদরবদিতি ইতরেতরাশ্রয়তা স্যাৎ। ন হি কার্য্য কারণয়োর্ভেদঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগম্যতে কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিত্যভ্যুপগমাৎ। কিঞ্চান্যৎ পরমাণূনাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ সাবয়বাস্তে স্যুঃ সাবয়বত্বাদনিত্যাশ্চেতি নিত্যত্বনিরবয়বত্বাভ্যুপগমো বাধ্যেত। যাংস্ত্বং দিগ্ভেদভেদিনোঽবয়বান্ কল্পয়সি ত এব মম পরমাণব ইতি চেৎ ন স্থূলসূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণাপরমকারণাদ্বিনাশোপপত্তেঃ যথা পৃথিবী দ্ব্যণুকাদ্যপেক্ষয়া স্থূলতমা বস্তুভূতাপি বিনশ্যতি ততঃ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ পৃথিব্যেকজাতীয়কং বিনশ্যতি ততো দ্ব্যণুকং তথা পরমাণবোঽপি পৃথিব্যেকজাতীয়কত্বাৎ বিনশ্যেয়ুঃ। বিনশ্যন্তোঽপ্যবয়ববিভাগেনৈব বিনশ্যন্তীতি চেৎ নায়ং দোষঃ; যতো ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবদপি বিনাশোপপত্তিমবোচাম। যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনামবিভাজ্যমানাবয়বানামপি অগ্নিসংযোগাৎ দ্রবভাবাপত্ত্যা কাঠিন্যবিনাশো ভবতি এবং পরমাণূনামপি পরমকারণভাবাপত্ত্যা মূর্ত্ত্যাদিবিনাশো ভবিষ্যতি। তথা কার্য্যারম্ভোঽপি নাবয়বসংযোগেনৈব কেবলেন ভবতি। ক্ষীরজলাদীনাং অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগান্তরং দধিহিমাদিকার্য্যারম্ভদর্শনাৎ তদেবমসারতরতর্কসংদৃব্ধত্বাদীশ্বরকারণশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাচ্ছ্রুতিপ্রবণৈশ্চ শিষ্টৈর্মন্বাদিভিরপরিগৃহীতত্বাদত্যন্তমেবানপেক্ষাস্মিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্য্যার্য্যৈঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরিতিদিক্ ॥ ৭ ॥

যথা ঘটাদি, ন চায়ং তথা ইতিবৎ ভেদপ্রতিযোগীতরজ্ঞান-সাধ্যম্ অভাবজ্ঞানে প্রতিযোগিজ্ঞানস্য হেতুত্বাৎ। তথাচেতরদেব কিয়ৎ?—ইত্যেতদর্থং পদার্থনিরূপণম্। সংক্ষেপতঃ পদার্থো দ্বিবিধঃ (অবান্তবিভাজকোপাধিদ্বয়বিশিষ্টঃ);—ভাবঃ অভাবশ্চ ; ভাবঃ ষড়্বিধঃ—দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ভেদাৎ। তত্র দ্রব্যত্বগুণত্বকর্ম্মত্বানি জাতয়ঃ। দ্রব্যত্বং সংযোগবিভাগসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া, গুণত্বং গুণপদশক্যতাবচ্ছেদকতয়া, কর্ম্মত্বং চলতীত্যনুগতপ্রত্যক্ষবিষয়তয়া চ সিদ্ধম্। সামান্যত্বাদীনি উপাধয়ঃ (অখণ্ডধর্ম্মা ইতি যাবৎ)। দ্রব্যাণি নব,—পৃথিব্যপ্তেজোবায্বাকাশকালদিগাত্মমনাংসি। আকাশত্বকালত্বদিক্ত্বান্যুপাধয়ঃ, অন্যানি জাতয়ঃ। তত্র রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বগুরুত্বদ্রবত্বসংস্কারাশ্চতুর্দ্দশ গুণাঃ পৃথিব্যাম্। তত্রৈব গন্ধং বিহায় স্নেহং বিনিযোজ্য চতুর্দ্দশ গুণা জলস্য। রূপস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বদ্রবত্বসংস্কারা একাদশ গুণাস্তেজসঃ। স্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বসংস্কারা নব গুণা বায়োঃ। শব্দসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগাঃ পঞ্চ গুণাঃ কালদিশোঃ। সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগবুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারাশ্চতুর্দ্দশ

গুণা আত্মনঃ। সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বসংস্কারা অষ্টৌ গুণা মনসঃ। জ্ঞানেচ্ছাকৃতিসংখ্যাদিপঞ্চকমষ্টৌ গুণা ঈশ্বরস্য। তথাচ, 'বায়োর্নবৈকাদশ তেজসো গুণাঃ জলক্ষিতিপ্রাণভৃতাং চতুর্দ্দশ। দিক্‌-কালয়োঃ পঞ্চ ষড়েব চাম্বরে মহেশ্বরেঽষ্টৌ মনসস্তথৈব চ।' তত্র পৃথিবী-জলতেজোবায়বো দ্বিবিধাঃ, পরমাণবঃ সাবয়বাশ্চ। আকাশকালাত্মদিশো বিভুরূপাঃ সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিনঃ। মনঃ পরমাণুরূপম্। তত্র সাবয়বা অনিত্যাঃ, ইতরাণি নিত্যানি। সাবয়বা অপি ত্রিবিধাঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়-ভেদাৎ। মানুষং শরীরং পার্থিবং, জলীয়ং শরীরং বরুণলোকে প্রসিদ্ধং, তৈজসং শরীরম্ আদিত্যলোকে, বায়বীয়ং শরীরং বায়ুলোকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পার্থিবং, রসনেন্দ্রিয়ং জলীয়ং, চক্ষুরিন্দ্রিয়ং তৈজসং, ত্বগিন্দ্রিয়ং বায়বীয়ং, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং কর্ণশঙ্কুলাবচ্ছিন্ননভঃ প্রদেশঃ। এতানি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়াণি; মনঃ অন্তরিন্দ্রিয়ং, তেন ষড়িন্দ্রিয়াণি। বিষয়াশ্চ শব্দাদিরূপেণ প্রসিদ্ধাঃ। আত্মা চ দ্বিবিধঃ, জীবাত্মা পরমাত্মা চ। তত্র জীবাত্মানঃ প্রতিশরীরং ভিন্নাঃ বন্ধমোক্ষযোগ্যাঃ। পরমাত্মা ঈশ্বরঃ। অথ প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষদ্রব্যাণি। পরমাণু-দ্ব্যণুকে অপ্রত্যক্ষে। মহদুদ্ভূতরূপং যত্র তানি পৃথিবীজলতেজাংসি প্রত্যক্ষাণি। আত্মা চ প্রত্যক্ষঃ (মানসপ্রত্যক্ষঃ, মানসপ্রত্যক্ষনিরূপিত-লৌকিকবিষয়তাশ্রয় ইত্যর্থঃ)। বায্বাকাশ কালদিঙ্‌মনাংসি তু অপ্রত্যক্ষাণি। বহির্দ্রব্যপ্রত্যক্ষং প্রতি মহত্ত্বে সত্যুদ্ভূতরূপবত্ত্বং প্রয়োজকম্। অথ দ্রব্যোৎপত্তিপ্রক্রিয়া। তত্র উৎপত্তিঃ কারণবতঃ। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি কারণম্। (অন্যথাসিদ্ধত্বা-ভাববিশিষ্টনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি যৎ তদেব কারণমিতি তদর্থঃ।) তত্ত্বং কারণত্বম্। ত্রিবিধানি কারণানি;—সমবায়িকারণাসমবায়িকারণনিমিত্তকারণানি। যৎ সমবেতং কার্য্যমুৎপদ্যতে তৎ সমবায়িকারণং, যথা পরমাণুর্দ্ব্যণুকস্য, কপালং ঘটস্য। সমবায়িকারণে সম্বদ্ধং কারণম্ অসমবায়িকারণং, যথা পরমাণুদ্বয়-সংযোগো দ্ব্যণুকস্য, কপালরূপং ঘটরূপস্য। এতদুভয়ভিন্নং যৎ কারণং তন্নিমি-ত্তকারণং, যথা দ্ব্যণুকে ঈশ্বরঃ, ঘটে দণ্ডঃ। এতৎ কারণত্রয়ং ভাবকার্য্যমাত্রস্য। তত্র সমবায়িকারণং দ্রব্যমেব। অসমবায়িকারণং দ্রব্যে গুণঃ (অবয়বসংযো-গাদিঃ), গুণে (কার্য্যস্য ঘটাদের্গুণে শুক্লরূপাদৌ) গুণঃ (সমবায়িকারণস্য কপালাদের্গুণঃ শুক্লরূপাদিঃ) কর্ম্ম (ক্রিয়া) চ। কার্য্যমাত্রং প্রতি সাধারণ-কারণানি, ঈশ্বরঃ, তজ্‌জ্ঞানেচ্ছাকৃতয়ঃ, প্রাগভাবকালদিগদৃষ্টানি। তত্র পর-মাণুদ্বয়সংযোগাৎ দ্ব্যণুকমুৎপদ্যতে, সংযুক্তদ্ব্যণুকত্রয়াৎ ত্রসরেণুঃ। এবং চতুরণু-কাদিকপালান্তম্। কপালদ্বয়সংযোগেন ঘটো জায়তে। ঘটস্ত্বন্ত্যাবয়বী।

অথ দ্রব্যে প্রমাণং কথ্যতে। প্রত্যক্ষদ্রব্যে প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্ অতীন্দ্রিয়ে অনুমানম্। তৎ পক্ষহেতুসাধ্যদৃষ্টান্তজ্ঞানসাধ্যং বিশেষো বক্ষ্যতে। পরমাণু-দ্ব্যণুকানুমানং যথা, ত্রসরেণুঃ সাবয়বদ্রব্যারব্ধঃ বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাৎ। বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যং যৎ তৎ সাবয়বদ্রব্যারব্ধং যথা, ঘটঃ। অত্র ত্রসরেণুঃ পক্ষঃ, সাবয়বদ্রব্যারব্ধত্বং সাধ্যং, বহিরিন্দ্রিয়বেদ্যদ্রব্যত্বাদিতি হেতুঃ, ঘটো দৃষ্টান্তঃ। অনেন দ্ব্যণুকঃ পরমাণুশ্চ সিধ্যতি। আকাশবায়ূ শব্দেন স্পর্শেন চ অনুমীয়তে। শব্দো দ্রব্যাশ্রিতো গুণত্বাৎ, যথা, ঘটরূপম্। অনেন (পরিশেষানুমানেন) দ্রব্যান্তরবাধাৎ (আকাশাৎ অন্যত্র দ্রব্যান্তরে অসম্ভবাৎ) শব্দাশ্রয়ত্বেনাকাশঃ সিধ্যতি। পৃথিব্যাদিত্রয়াবৃত্তিরয়ং স্পর্শো দ্রব্যাশ্রিতো গুণত্বাদিত্যনুমানেন দ্রব্যান্তরবাধাৎ স্পর্শাশ্রয়ত্বেন বায়ুঃ সিধ্যতি। কালে প্রমাণং, যথা, পরত্বাপরত্বে দ্বিবিধে কালিকে দৈশিকে চ। পরত্বোৎপত্তিশ্চ বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্ট-শরীরজ্ঞানাৎ। তৎ পরত্বং জ্যেষ্ঠত্বম্ অপরত্বং কনিষ্ঠত্বম্। তদনুমানং, যথা, পরত্বজনকং বহুতররবিক্রিয়াবিশিষ্টশরীরজ্ঞানমিদং, (শরীরবিশেষ্যকং দিনাদি-রূপরবিক্রিয়াবিশিষ্টজ্ঞানং পক্ষঃ) পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষং, সাক্ষাৎ সম্বন্ধা-ভাবে সতি বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ, লোহিতঃ স্ফটিক ইতি প্রত্যয়বৎ ; পরম্পরাসম্বন্ধশ্চ স্বসমবায়িসংযুক্তসংযোগঃ (স্বা রবিক্রিয়া, তৎ সমবায়ী রবিঃ, তৎ সংযুক্তঃ কালঃ, তৎসংযোগঃ অস্মদাদৌ), তেন সম্বন্ধঘটকঃ কালঃ সিধ্যতি। ননু কালস্য ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানভেদেন বহুত্বাৎ কুত একত্বমিতি চেন্ন, উপাধিভেদেন ভেদ-প্রত্যয়াৎ, কালোপাধয়ো রবিক্রিয়াদিরূপা ভিন্না এব। এবং দৈশিকপরত্বা-পরত্বাভ্যাং দিশঃ সিদ্ধিঃ, তে চ দূরত্বসমীপত্বে। অবধিসাপেক্ষবহুতরসংযোগ-বিশিষ্টশরীরজ্ঞানমিদং পরত্বজনকং পরম্পরাসম্বন্ধঘটকসাপেক্ষমিত্যাদি পূর্ব্ববৎ, তেন চ দিশঃ সিদ্ধিঃ। (যথা, প্রয়াগাৎ কাশীতো গয়া পরা, গয়াতঃ কাশী অপরেতি। অত্রাদ্যে অবধিঃ কাশী, তদপেক্ষয়া প্রয়াগাবধিক-বহুতর সংযোগ-বত্ত্বং গয়ায়াম্। দ্বিতীয়ে অবধির্গয়া তদপেক্ষয়া প্রয়াগাবধিকাল্পতরসংযোগ-বত্ত্বং কাশ্যাম্। ন চ প্রয়াগপ্রতিযোগিকবহুতরসংযোগো গয়ায়াং, ন বা প্রয়াগসংযুক্তদেশীয়াঃ কিন্তু প্রয়াগাবধিকাঃ, কাশ্যপেক্ষয়া বহুতরা যে মধ্যবর্ত্তি-দেশসংযোগাস্তদ্বত্ত্বং, তচ্চ ন সাক্ষাৎ, কিন্তু তাবৎসমবায়িসংযুক্তত্বরূপপরম্পরয়েতি তাবৎ সমবায়িদিক্সিদ্ধিঃ। ন চ প্রয়াগসমীপবর্ত্তিন্যপি তাদৃশযাবৎ সংযোগা-শ্রয়দিক্ সংযোগস্য সত্ত্বাৎ পরত্বাপত্তিঃ, প্রয়াগাবধিকা যে কাশ্যপেক্ষয়া বহুতরাঃ সংযোগাস্তদন্তঃপাতী তদ্দেশপ্রতিযোগিকসংযোগোঽপীতি তৎ প্রতি-যোগিকসংযোগস্য তস্মিন্ সাক্ষাৎপরম্পরয়া চানঙ্গীকারাৎ)। ন চাকাশমেব

সম্বন্ধঘটকমাস্তামিতি বাচ্যং, তস্য শব্দাশ্রয়ত্বেনৈব ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ (ধর্ম্মিণঃ আকাশস্য গ্রাহকং যৎ প্রমাণং পূর্ব্বোক্তশব্দপক্ষকানুমিতিঃ, শব্দাশ্রয়ত্বেন তুল্যবিত্তিবেদ্যতয়া তদ্বিষয়ত্বাৎ, তস্য সম্বন্ধঘটকত্বে হিমবত্যপি বিন্ধবত্ত্বপ্রতীত্যাপত্তিঃ, কালদিশোস্তু যৎ সম্বন্ধঘটকত্বেন সিদ্ধিস্তদ্‌বিশিষ্টবুদ্ধিমাত্রনিয়ামকত্বেনানতিপ্রসঙ্গাৎ) ন রবিক্রিয়াদ্যুপনায়কত্বসম্ভবঃ (রবিক্রিয়াদ্যুপনীতভানবিষয়ত্বসম্ভবঃ)। অহং সুখীত্যাদিপ্রত্যক্ষমাত্মনি প্রমাণম্। ঈশ্বরে চানুমানম্। যথা, ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ (প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বে সতি ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বাৎ) ঘটবৎ। তেন ঈশ্বরস্য তদ্‌বৃত্তিনিত্যজ্ঞানেচ্ছাকৃতীনাং, তৎ সার্ব্বজ্ঞস্য চ সিদ্ধিঃ। মনসি প্রমাণং, যথা, সুখাদিপ্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়জন্যং জন্যপ্রত্যক্ষত্বাৎ ঘটপ্রত্যক্ষবৎ। তথাচেন্দ্রিয়ান্তরবাধে মনসঃ সিদ্ধিঃ।

অথ দ্রব্যনাশপ্রক্রিয়া। দ্রব্যনাশো দ্বিবিধঃ, ক্বচিদসমবায়িকারণনাশাৎ, ক্বচিৎ সমবায়িকারণনাশাচ্চ। তত্রাদ্যো যথা, পরমাণুদ্বয়সংযোগনাশাৎ দ্ব্যণুকনাশঃ, দ্বিতীয়ো যথা, কপালনাশাৎ ঘটনাশঃ। ঘটনাশঃ উভয়তঃ (সমবায়িকারণনাশাদসমবায়িকারণনাশাচ্চ) সম্ভবতি। আকাশকালদিগাত্মপরমাণবোঽবৃত্তয়ঃ, সমবায়শ্চ। পৃথিব্যাদিপঞ্চানাং ভূতত্বং (বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বং) পৃথিবীজলতেজোবায়ুমনসাং ক্রিয়াবত্ত্বমূর্ত্তত্বে (ক্রিয়া কর্ম্ম তদ্বত্ত্বং, ক্রিয়াবত্ত্বং, তচ্চ মূর্ত্তত্বং, ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধো জাতিবিশেষঃ তচ্চ ইতি)। পৃথিব্যপ্তেজোবায়বো দ্রব্যসমবায়িকারণানি। কালস্য কালিকসম্বন্ধেন সর্ব্বাধিকরণত্বম্। দিশো দৈশিকসম্বন্ধেন সর্ব্বাধিকরণত্বম্। ইতি দ্রব্যনিরূপণম্।

অথ গুণাঃ কথ্যন্তে— রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্ব-সংযোগ-বিভাগ-পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নগুরুত্বদ্রবত্বস্নেহসংস্কারধর্ম্মাধর্ম্মশব্দাশ্চতুর্ব্বিংশতির্গুণাঃ। অত্র রূপত্বাদীনি সর্ব্বাণ্যেব জাতয়ঃ। রূপং পৃথিবীজলতেজোবৃত্তি, তচ্চ শুক্লকৃষ্ণনীলপীতরক্তচিত্রাদিভেদেন বহুবিধং পৃথিবীবৃত্তি। অভাস্বরশুক্লরূপং জলবৃত্তি। শুক্লভাস্বরং তেজোবৃত্তি। রসঃ পৃথিবীজলবৃত্তিঃ, তত্র মধুরলবণকটুতিক্তাম্লকষায়ভেদাৎ ষড়্‌বিধো রসঃ পৃথিব্যাম্। জলে মধুর এব রসঃ। গন্ধো দ্বিবিধঃ,—সুরভিরসুরভিশ্চ, পৃথিবীমাত্রবৃত্তিঃ। স্পর্শঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়বৃত্তিঃ। স চ ত্রিবিধঃ—শীত, উষ্ণশ্চ, অনুষ্ণাশীতশ্চ। অনুষ্ণাশীতস্পর্শো বায়ুপৃথিব্যোঃ; জলে শীতঃ, তেজসি উষ্ণঃ। সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগা নবদ্রব্যবৃত্তয়ঃ। পরত্বাপরত্বে পৃথিবীজলতেজোবায়ুমনোবৃত্তিনী। বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্মা আত্মবৃত্তয়ঃ। গুরুত্বং পৃথিবী-

জলবৃত্তিঃ। দ্রবত্বং পৃথিবীজলতেজোবৃত্তিঃ ; তদ্দ্বিবিধং, নৈমিত্তিকংসাংসিদ্ধিকঞ্চ, আদ্যং পৃথিবীতেজসোঃ ; দ্বিতীয়ং জলে। স্নেহো জলমাত্রবৃত্তিঃ। সংস্কারঃ পৃথিবীজলতেজোবায়্বাত্মমনোবৃত্তিঃ। স চ ত্রিবিধঃ,—বেগো, ভাবনা, স্থিতিস্থাপকশ্চ। তত্র বেগঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়মনোবৃত্তিঃ ; দ্বিতীয় আত্মবৃত্তিঃ ; তৃতীয়ঃ পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়বৃত্তিঃ। শব্দো দ্বিবিধঃ,—ধ্বন্যাত্মকঃ, বর্ণাত্মকশ্চ, আকাশমাত্রবৃত্তিঃ। রূপরসগন্ধস্পর্শস্নেহসাংসিদ্ধিকদ্রবত্বশব্দবুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নধর্ম্মাধর্ম্মভাবনা বিশেষগুণাঃ। তথাচোক্তম্। "রূপং গন্ধো রসঃ স্পর্শঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। বুদ্ধ্যাদির্ভাবনান্তশ্চ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।" সংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্ব-সংযোগবিভাগগুরুত্বনৈমিত্তিকদ্রবত্ববেগস্থিতিস্থাপকাঃ সামান্যগুণাঃ। অথ নিত্যগুণাঃ,—জলতেজোবায়ুপরমাণূনাং বিশেষগুণাঃ পরমাণুবৃত্তিস্থিতিস্থাপকশ্চ, বিভূনাং পরমাণূনাঞ্চ একত্বপরিমাণপৃথক্ত্বানি, ঈশ্বরেচ্ছাজ্ঞানকৃতয়শ্চ নিত্যগুণাঃ। অথাপ্রত্যক্ষগুণাঃ—গুরুত্বধর্ম্মাধর্ম্মভাবনাস্থিতিস্থাপকাঃ, পরমাণুদ্ব্যণুকবৃত্তিগুণাঃ, অতীন্দ্রিয়বৃত্তিসামান্যগুণাঃ, ত্রসরেণোঃ রূপং বিহায় অন্যে গুণাঃ অতীন্দ্রিয়াঃ রূপরসগন্ধস্পর্শস্নেহপ্রত্যক্ষে মহদ্বৃত্তিত্বে সতি উদ্ভূতত্বং প্রযোজকম্। সামান্যগুণপ্রত্যক্ষে তু আশ্রয়প্রত্যক্ষং, বুদ্ধিপ্রত্যক্ষে স্ববৃত্তিবিশিষ্টজ্ঞানত্বং, সুখাদিপ্রত্যক্ষে স্ববৃত্তিসুখত্বাদিকমেব (প্রযোজকমিত্যর্থঃ)। অন্ত্যাদ্যশব্দৌ বিহায় সর্ব্বঃ শব্দঃ প্রত্যক্ষঃ। অথ গুণোৎপত্তিপ্রক্রিয়া,—অবয়ববৃত্তিবিশেষগুণাঃ অবয়বিনি স্বসমানজাতীয়গুণান্ (স্ববৃত্তিরূপত্বাদিব্যাপ্য জাতিমতো গুণান্) আরভন্তে। পৃথিবীবিশেষগুণাঃ পাকজাঃ, তে দ্বিবিধাঃ— পাকপ্রযোজ্যাঃ, পাকজন্যাশ্চ, কারণগুণপ্রক্রমজন্যাঃ পাকপ্রযোজ্যাঃ, অগ্নিসংযোগজন্যাঃ দ্বিতীয়াঃ ; "শ্যামঘটে অগ্নিসংযোগেন শ্যামরূপনাশানন্তরং ঘটে রক্তং রূপমুৎপদ্যতে" ইতি নৈয়ায়িকমতম্। "অগ্নিসংযোগেন পরমাণৌ পাকে সতি পরমাণুষু রক্তরূপমুৎপদ্যতে" ইতি বৈশেষিকমতম্। কপালং নীলমেকম্, একঞ্চ পীতং যদি, তদা ঘটে চিত্ররূপমুৎপদ্যতে। রসাদাবেবং সতি অবয়বিনি রসো ন জায়তে, চিত্ররসাদ্যস্বীকারাৎ। গুরুত্বস্থিতিস্থাপকয়োশ্চ কারণগুণপ্রক্রমজন্যতা। দ্বিত্বাদয়োঽপেক্ষাবুদ্ধিজন্যাঃ (নানৈকত্বাবগাহিনী বুদ্ধিরপেক্ষাবুদ্ধিঃ)। পরিমাণং চতুর্ব্বিধম্—অণুঃ, মহৎ, হ্রস্বং, দীর্ঘঞ্চ। কারণগুণপ্রক্রমজন্যং স্বাবয়ববহুত্বং মহত্ত্বজনকং, যথা ত্রসরেণূনাম্ ; অবয়বানাং শিথিলঃ (কিঞ্চিদবয়বানবচ্ছিন্নত্বং শিথিলত্বং, বস্তুতঃ শিথিলত্বং জাতিবিশেষঃ)। সংযোগঃ প্রচয়োঽপি তজ্জনকঃ, যথা তূলস্য পরিমাণম্। পৃথক্ত্বং কারণগুণপ্রক্রমজন্যম্। ননু তত্র কিং প্রমাণম্। ঘটাৎ পটঃ পৃথগিতি প্রত্যক্ষম্। তস্যান্যোন্যাভাব-

বিষয়ত্বমিতি চেন্ন। অন্যোন্যাভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগ্যনুযোগিনোঃ সমান-বিভক্তিকত্বনিয়মাৎ। যথা ঘটো ন পট ইতি। অন্যোন্যাভাবস্য পৃথক্‌ত্বরূপত্বে ঘটাৎ পটো নেত্যপি প্রয়োগাপত্তেঃ। ন চৈবং ঘটাদন্যঃ পট ইত্যত্র কথমন্যোন্যাভাবপ্রতীতিরিতি বাচ্যম্, অন্যত্বস্যাপি পৃথক্‌ত্বরূপত্বাৎ। সংযোগস্ত্রিবিধঃ, অন্যতরকর্ম্মজঃ, উভয়কর্ম্মজঃ, সংযোগজশ্চ। আদ্যো যথা, মনঃকর্ম্মণা আত্মমনসোঃ সংযোগঃ। দ্বিতীয়ো যথা, মেষয়োঃ কর্ম্মণা তয়োঃ সংযোগঃ। তৃতীয়ো যথা, কারণাকারণসংযোগাৎ কার্য্যাকার্য্যসংযোগঃ, যথা, হস্ততরুসংযোগাৎ কায়তরুসংযোগঃ। বিভাগোঽপি ত্রিবিধঃ,—অন্যতরকর্ম্মজঃ, উভয়কর্ম্মজঃ, বিভাগজশ্চ। আদ্যো যথা, মনঃকর্ম্মণা আত্মমনসোর্বিভাগঃ। দ্বিতীয়ো যথা, মেষয়োঃ কর্ম্মণা তয়োর্বিভাগঃ বিভাগজবিভাগো দ্বিবিধঃ, কারণমাত্রবিভাগজঃ, কারণাকারণবিভাগজশ্চ। আদ্যো যথা, কপালস্যাকাশাদিদেশাদ্বিভাগজো বিভাগঃ। ন চ বিভাগঃ স্বোৎপত্ত্যনন্তরমেব বিভাগজবিভাগং জনয়তীতি বাচ্যং, দ্রব্যনাশসহকৃতস্যৈব তস্য তজ্জনকত্বাৎ। তত্র দ্রব্যস্য প্রতিবন্ধকত্বে সতি তদসম্ভবাৎ। ন চ কর্ম্মৈব একদা কপালদ্বয়বিভাগমাকাশকপালবিভাগঞ্চ জনয়ত্বিতি বাচ্যম্। যদ্ দ্রব্যানারম্ভকসংযোগবিরোধিনং বিভাগমারভতে ন তৎ দ্রব্যারম্ভকসংযোগবিরোধিনম্; অন্যথা বিকসৎকমল কুট্মলদলকর্ম্মণ্যতিব্যাপ্তিঃ (বিকসৎকমলকুট্মলভঙ্গ এব বিপক্ষবাধকস্তর্কঃ। ইদঞ্চ বৈশেষিকমতম্। নৈয়ায়িকন্যায়ে তু কর্ম্মণো বৈলক্ষণ্যেন দলকর্ম্মণোঽতথাত্বেঽপি কপালকর্ম্মণস্তথাত্বে বাধকাভাবাৎকারণমাত্রবিভাগজবিভাগাস্বীকারাৎ। কপালকর্ম্মদ্রব্যানারম্ভকসংযোগবিরোধিবিভাগাজনকং দ্রব্যারম্ভক সংযোগবিরোধিবিভাগজনকত্বাদিতি ব্যতিরেকানুমানে চ বৈজাত্যমুপাধিরিতি রহস্যম্)। ন চ সংযোগেঽপ্যেবমস্তু তত্রাবিরোধাৎ। দ্বিতীয়স্তু কারণাকারণবিভাগাৎ কার্য্যাকার্য্যবিভাগঃ, যথা করতরুবিভাগাৎ কায়তরুবিভাগঃ। পরত্বাপরত্বোৎপত্তিঃ কালপ্রকরণে উক্তা। বুদ্ধির্জ্ঞানং; তদ্দ্বিবিধং, স্মরণমনুভবশ্চ। স্মরণমপি দ্বিবিধং, যথার্থমযথার্থঞ্চ। তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বং যথার্থত্বম্। (বিশেষ্যত্বং সপ্তম্যর্থঃ, তস্য চ নিরূপিতত্বসংসর্গেণ তৎপ্রকারকত্বেঽন্বয়ঃ, তথা চ তদ্বদ্বিশেষ্যতানিরূপিততন্নিষ্ঠপ্রকারতানিরূপকত্বং জ্ঞানেচ্ছাকৃতিনিষ্ঠং যথার্থত্বম্)। তদভাববতি তৎপ্রকারকত্বমযথার্থত্বম্। পূর্ব্বানুভবঃ সংস্কারদ্বারা স্মরণং জনয়তি। তত্র পূর্ব্বানুভবস্য যথার্থত্বাযথার্থত্বাভ্যাং স্মরণমপি উভয়রূপং ভবতি। অনুভবো দ্বিবিধঃ, প্রমা অযথার্থশ্চ তত্র প্রমা চতুর্ব্বিধা। সা বক্ষ্যতে। অযথার্থজ্ঞানং চতুর্ব্বিধং, সংশয়ো বিপর্য্যয়ঃ স্বপ্নোঽনধ্যবসায়শ্চেতি।

সংশয়ো যথা, সমানধর্ম্মবদ্ধর্ম্মিজ্ঞানবিশেষাদর্শনকোটিদ্বয়স্মরণৈরয়ং স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি জ্ঞানং জন্যতে, স এব সংশয়ঃ। বিপর্য্যয়স্তু সমানধর্ম্মবদ্ধর্ম্মিজ্ঞান-বিশেষাদর্শনৈককোটিস্মরণৈঃ শুক্তাবিদং জতমিতি জ্ঞানং জন্যতে। তত্র গুরুমতে ইদমিত্যনুভবাত্মকং জ্ঞানং রজতমিতি স্মরণাত্মকং; তেন গ্রহণস্মরণাত্মকং জ্ঞান-দ্বয়ং, ন তু রজতত্ববিশিষ্টজ্ঞানমিদং অন্যস্যান্যথাভানসামগ্র্যভাবাৎ। প্রবৃত্তিশ্চ স্বতন্ত্রোপস্থিতেষ্টভেদাগ্রহাৎ। নৈয়ায়িকমতে প্রবর্ত্তকং বিশিষ্টজ্ঞানং তেন ভ্রমঃ সিধ্যতি। স্বপ্নস্তু অনুভূতপদার্থস্মরণৈরদৃষ্টেন ধাতুদোষেণ চ জন্যতে। অনধ্যবসায়শ্চ কিঞ্চিদিতি জ্ঞানং বিশেষাদর্শনাদ্ভবতি। অত্র যদি 'অয়ং নির্ব্বহ্নিঃ স্যাৎ তদা নির্ধূমঃ স্যাৎ' ইতি তর্কো বিপর্য্যয়মধ্যে বোধ্যঃ। তত্র নৈয়ায়িকমতে স্বপ্নানধ্যবসায়ৌ বিপর্য্যয়মধ্যে প্রবিষ্টৌ। তেন তন্মতে অযথার্থজ্ঞানং দ্বিবিধং,—সংশয়ো বিপর্য্যয়শ্চেতি। সুখং ধর্ম্মজন্যম্; দুঃখমধর্ম্মজন্যম্। ইচ্ছা ইষ্ট-সাধনতাজ্ঞানজন্যা। দ্বেষোঽনিষ্টসাধনত্বজ্ঞানজন্যঃ। কৃতিস্ত্রিবিধা,—জীবনযোনি-যত্নরূপা, প্রবৃত্তিঃ, নিবৃত্তিশ্চ। আদ্যা জীবনাদৃষ্টজন্যা। দ্বিতীয়া ইচ্ছাজন্যা। তৃতীয়া দ্বেষজন্যা। ধর্ম্মঃ শ্রুতিবিহিতকর্ম্মজন্যঃ। অধর্ম্মঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাচারজন্যঃ। বেগাখ্যঃ সংস্কারঃ, আদ্যক্রিয়াজন্যঃ দ্বিতীয়াদিক্রিয়াজনকঃ, যথা বেগেন বাণশ্চলতীতি। ভাবনাখ্যঃ সংস্কারো বিশিষ্টজ্ঞানজন্যঃ, স্থিতিস্থাপকাখ্যঃ সংস্কারঃ কারণগুণপ্রক্রমজন্যঃ। গুরুত্বং কারণগুণপ্রক্রমজন্যম্। নৈমিত্তিকং দ্রবত্বং জতুঘৃতদ্রুতসুবর্ণাদীনামগ্নিসংযোগজন্যম্। স্নেহঃ কারণগুণপ্রক্রমজন্যঃ।

শব্দস্ত্রিবিধঃ,—সংযোগঃ, বিভাগজঃ শব্দজশ্চ; আদ্যো ভেরীদণ্ডসংযোগজন্যঃ, দ্বিতীয়ো বংশাদিদলদ্বয়বিভাগজন্যঃ, তৃতীয়স্তু সংযোগেন বিভাগেন চ আদ্যে শব্দে জনিতে তেন শব্দেন নিমিত্তবায়ুসহকৃতেন বীচিতরঙ্গন্যায়েন কদম্বগোলকন্যায়েন বা জন্যত ইতি গুণনিরূপণম্। উৎক্ষেপণাবক্ষেপণাকুঞ্চনপ্রসারণগমনানি পঞ্চ কর্ম্মাণি। উৎক্ষেপণত্বাদীনি জাতয়ঃ। পৃথিবীজলতেজোবায়ুমনোবৃত্তীনি কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি অনিত্যানি; অতীন্দ্রিয়বৃত্তীনি অতীন্দ্রিয়াণি, প্রত্যক্ষবৃত্তীনি প্রত্যক্ষাণি।

অথ কর্ম্মপ্রক্রিয়া,—সংযোগেন নোদনাখ্যেনাদ্যং কর্ম্ম জন্যতে, দ্বিতীয়াদিবেগজন্যম্। ক্রিয়াতো বিভাগঃ, বিভাগাৎ পূর্ব্বসংযোগনাশঃ, ততঃ উত্তরদেশসংযোগোৎপত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মবিভাগয়োর্নাশ ইতি কর্ম্মনিরূপণম্। সামান্যং ত্রিবিধং, ব্যাপকং, ব্যাপ্যং, ব্যাপ্যব্যাপকঞ্চ। ব্যাপকং সত্তা, ব্যাপ্যং ঘটত্বাদি, দ্রব্যত্বাদি ব্যাপ্যব্যাপকম্। "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ।" নিত্যত্বে সত্য

নেকসমবেতত্বমিতি সামান্যলক্ষণম্। সামান্যানি নিত্যান্যেব। অতীন্দ্রিয়বৃত্তীনি অতীন্দ্রিয়াণি, প্রত্যক্ষবৃত্তীনি প্রত্যক্ষাণি। নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যাঃ বিশেষাঃ। তে চ বহবো নিত্যা অতীন্দ্রিয়াশ্চ। প্রলয়ে পরমাণূনাং ভেদায় তে স্বীক্রিয়ন্তে তেষাং বৈধর্ম্ম্যব্যাপ্যত্বাদিতি। স্বসম্বন্ধিভিন্নো নিত্যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ, তেন স্বরূপসম্বন্ধস্য সংযোগস্য চ নিরাসঃ। 'ইহ ঘটে ঘটত্বম্' ইতি প্রতীতিস্তত্র প্রমাণম্।

নৈয়ায়িকমতে সমবায়ঃ প্রত্যক্ষঃ, স চ একো নিত্যশ্চ। নন্বন্যান্যপি অন্ধকারসুবর্ণাদীনি দ্রব্যাণি সন্তি, আলস্যাদয়ো গুণা অপি সন্তি, কথং নবৈ-বেত্যাদি। মৈবম্, অন্ধকারো ন দ্রব্যং, কিন্তু তেজোঽভাবঃ। সুবর্ণং তেজ এব। আলস্যং কৃত্যভাব এব। এবমন্যদপি বোধ্যম্। অভাবো দ্বিবিধঃ,—সংসর্গাভাবোঽন্যোন্যাভাবশ্চ। আদ্যস্ত্রিবিধঃ, প্রাগভাবঃ, ধ্বংসঃ, অত্যন্তাভাবশ্চ। প্রাগভাবো বিনাশী অজন্যঃ। ধ্বংসো জন্যো অবিনাশী চ। অত্যন্তাভাবান্যো-ন্যাভাবৌ ত্বজন্যৌ অবিনাশিনৌ। যোগ্যানুপলব্ধ্যা অভাবঃ প্রত্যক্ষঃ অন্যত্র তু অতীন্দ্রিয়ঃ। অথ প্রমা কথ্যতে, সা চতুর্ব্বিধা, প্রত্যক্ষানুমিত্যুপমিতিশাব্দ-ভেদাৎ। তৎকরণানি প্রমাণানি চত্বারি,—প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ। অত্র প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং,—নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চ। প্রত্যক্ষকরণানি ষড়িন্দ্রিয়াণি,—ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রমনাংসি। এতানি সন্নিকর্ষসহিতানি প্রত্যক্ষং জনয়ন্তি। সন্নিকর্ষশ্চ লৌকিকোঽলৌকিকশ্চ। অলৌকিকস্ত্রিবিধঃ,—জ্ঞানলক্ষণা, সামান্যলক্ষণা, যোগজশ্চ। লৌকিকঃ ষড়্বিধঃ,—সংযোগঃ, সংযুক্ত-সমবায়ঃ, সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, সমবায়ঃ, সমবেতসমবায়ঃ বিশেষণতা চেতি। সংযোগেন দ্রব্যগ্রহঃ, সংযুক্তসমবায়েন শব্দান্যগুণকর্ম্মদ্রব্যবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সংযুক্তসমবেতসমবায়েন শব্দমাত্রবৃত্তিজাতীতরগুণবৃত্তিজাতীনাং প্রত্যক্ষং, সমবায়েন শব্দস্য, সমবেতসমবায়েন শব্দবৃত্তিজাতীনাং, বিশেষণতয়া অভাবস্য সমবায়স্য চ প্রত্যক্ষম্। অলৌকিকঃ স যথা, জ্ঞানলক্ষণয়া 'সুরভিচন্দনমিতি' চাক্ষুষং জ্ঞানং, সামান্যলক্ষণয়া ঘটত্বেন রূপেণ যাবদ্ঘটজ্ঞানং, যোগজধর্ম্মেণ যোগিনাং সর্ব্বজ্ঞানম্। তত্র নির্ব্বিকল্পকং বিশেষ্যপ্রকারাদিরহিতং বস্তুস্বরূপ-মাত্রজ্ঞানং, সবিকল্পকং সপ্রকারকম্। ভাসমানবৈশিষ্ট্যপ্রতিযোগিত্বং প্রকারত্বং, [য]থা 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যত্র অয়ং বিশেষ্যঃ, ঘটত্বং প্রকারঃ, ভাসমানবৈশিষ্ট্যং তয়োঃ [সমব]ায়ঃ, তস্য প্রতিযোগি ঘটত্বম্। সবিকল্পকমেব বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানং ; যথা ['] দণ্ডী' ইত্যত্র দণ্ডত্ববিশিষ্টস্য বৈশিষ্ট্যং পুরুষে ভাসতে। অথ প্রক্রিয়া, [ই]ন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাৎ 'ঘটঘটত্বে' ইতি নির্ব্বিকল্পকং, ততঃ 'অয়ং ঘটঃ' ইতি

বিশিষ্টজ্ঞানম্। তত্র পরতঃ প্রামাণ্যগ্রহঃ, ইতি নৈয়ায়িকঃ. যথা আদৌ 'ঘটঃ' ইতি ব্যবসায়ঃ ; ততঃ 'ঘটমহং জানামি' ইত্যনুব্যবসায়ঃ ; ততঃ 'প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যে' ইতি কোটিদ্বয়স্মরণম্ ; অথ চতুর্থে 'ইদং জ্ঞানং প্রমা ন বা', ইতি প্রামাণ্যসংশয়ঃ ; ততো 'বিশেষদর্শনানন্তরং প্রামাণ্যগ্রহঃ'—ইদং জ্ঞানং প্রমা সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ জ্ঞানান্তরবৎ। 'স্বতঃ প্রামাণ্যগ্রহ.' ইতি ত্রয়ো মীমাংসকাঃ, তত্র গুরুমতে 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানং, বিষয়ম্, আত্মানং জ্ঞানপ্রামাণ্যঞ্চ গৃহ্লাতি। মুরারিমিশ্রমতে 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানানন্তরং ঘটমহং জানামীত্যনুব্যবসায়ঃ, তেনৈব প্রামাণ্যগ্রহঃ। ভট্টমতে জ্ঞানস্যাতীন্দ্রিয়ত্বেন জ্ঞানমনুমেয়ং যথা. তথা তদ্‌বৃত্তিপ্রামাণ্যঞ্চ তথাহি 'অয়ং ঘটঃ' ইতি জ্ঞানানন্তরং ঘটে জ্ঞাততা উৎপদ্যতে, ততো 'জ্ঞাতো ময়া ঘটঃ' ইতি জ্ঞাততাপ্রত্যক্ষং. ততো ব্যাপ্যাদিপ্রত্যক্ষানন্তরং জ্ঞানানুমানং, যথা. অহং ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানবান্ ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞাততাবত্ত্বাৎ, তাবতৈব তস্য ধর্ম্মধর্ম্মিবিষয়কত্বেন প্রামাণ্যানুমানম্। ইতি প্রত্যক্ষনিরূপণম্।

অনুমিতিকরণমনুমানম্, অনুমিতিত্বং জাতিঃ। ব্যাপারবৎ কারণং করণং, ব্যাপারশ্চ তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকঃ। হেতুজ্ঞানাদিকরণং, পরামর্শো ব্যাপারঃ। পরামর্শশ্চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানং, যথা—'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়মিতি'। আদৌ মহানসাদৌ ধূমে বহ্নিসামানাধিকরণ্যগ্রহে সতি 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ' ইত্যনুভবো জায়তে, ততঃ কালান্তরে পর্ব্বতে ধূমে দৃষ্টে সতি ব্যাপ্তিস্মরণং, ততশ্চ ব্যাপ্তিবিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানং 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ম্' ইতি তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শঃ। পক্ষতাসহিতেন তেন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' ইত্যনুমিতির্জন্যতে। ব্যাপ্তিশ্চ হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যম। ন চ, 'অয়ং সংযোগবান্ দ্রব্যত্বাৎ' ইত্যত্রাব্যাপ্তিঃ. প্রতিযোগিব্যধিকরণহেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানাধিকরণ্যমিত্যর্থাৎ। পক্ষতা চ সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসিদ্ধ্যভাবঃ। অনুমানং দ্বিবিধং—স্বার্থং পরার্থঞ্চ। তত্র পরার্থং পঞ্চাবয়বসাধ্যম্। অবয়বাশ্চ প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনানি ; যথা অয়ং বহ্নিমান্ ধূমাৎ. যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্. যথা মহানসং, বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং তস্মাদ্ বহ্নিমান্ ইতি। স্বার্থঞ্চ স্বীয়ব্যাপ্ত্যাদিজ্ঞানসাধ্যং, ন তত্র পরপ্রতিপত্ত্যর্থমেবমাহ শব্দপ্রয়োগম্। তচ্চানুমানং ত্রিবিধং, কেবলান্বয়িকেবলব্যতিরেক্যন্বয়ব্যতিরেকিভেদাৎ। যত্র সাধ্যব্যতিরেকো ন কুত্রাপি স কেবলান্বয়ী. যথা 'ঘটোঽভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ' ইত্যত্রাভিধেয়ত্বস্য ব্যতিরেকো ন কুত্রাপ্যস্তি। যত্র সাধ্যপ্রসিদ্ধিঃ পক্ষাতিরিক্তে নাস্তি. স ব্যতিরেকী. যথা, 'পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে পৃথিবীত্বাৎ' যত্রেতর

তত্র পৃথিবীত্বাভাবো যথা জলাদৌ। ব্যতিরেকব্যাপ্তৌ তু সাধ্যাভাবো ব্যাপ্যঃ হেত্বভাবো ব্যাপকঃ। যত্র সাধ্যং সাধ্যাভাবশ্চান্যত্র প্রসিদ্ধঃ, সোঽন্বয়ব্যতিরেকী যথা,—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকিণি হেতাববশ্যং পঞ্চরূপোপপন্নতা অপেক্ষণীয়া। পক্ষবৃত্তিত্বং, সপক্ষসত্ত্বং, বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বম্ অবাধিতত্বম্, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্বঞ্চেতি পঞ্চরূপাণি। কেবলান্বয়িনি বিপক্ষব্যাবৃত্তত্বরহিতং কেবলব্যতিরেকিণি সপক্ষসত্ত্বরহিতং চতূরূপমেবাপেক্ষিতম্। যত্র সাধ্যসন্দেহঃ স পক্ষঃ; যত্র সাধ্যনিশ্চয়ঃ স সপক্ষঃ; যত্র সাধ্যাভাবনিশ্চয়ঃ স বিপক্ষঃ; সাধ্যাভাববান্ পক্ষো বাধঃ; সাধ্যবিরোধিসাধকো হেতুঃ সৎপ্রতিপক্ষঃ। সোপাধৌ পক্ষসপক্ষসত্ত্বাদ্যন্যতমভঙ্গ আবশ্যকঃ, সোপাধিশ্চ স্বব্যভিচারিতাসম্বন্ধেন উপাধিবিশিষ্টঃ। উপাধিশ্চ ত্রিবিধঃ—সাধনাব্যাপকত্বে সতি শুদ্ধসাধ্যব্যাপকঃ সাধনাব্যাপকত্বে সতি পক্ষধর্ম্মাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকঃ, সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধনাবচ্ছিন্নসাধ্যব্যাপকশ্চ। আদ্যো যথা 'অয়োগোলকং ধূমবদ্ বহ্নেঃ', আর্দ্রেন্ধনপ্রভববহ্নিমত্ত্বমুপাধিঃ সাধনাব্যাপকত্বে সতি শুদ্ধসাধ্যব্যাপকঃ। দ্বিতীয়ো যথা,—'বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ', অত্র বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্নস্য প্রত্যক্ষত্বস্য সাধ্যস্য ব্যাপকম্ উদ্ভূতরূপবত্ত্বমুপাধিঃ। তৃতীয়ো যথা,—ধ্বংসো বিনাশী জন্যত্বাৎ', অত্র জন্যত্বাবচ্ছিন্নবিনাশিত্ব ব্যাপকং ভাবত্বমুপাধিঃ।

অথ হেত্বাভাসাঃ কথ্যন্তে। সব্যভিচারবিরুদ্ধ-সৎপ্রতিপক্ষাসিদ্ধবাধিতাঃ পঞ্চ হেত্বাভাসাঃ। সব্যভিচারস্ত্রিবিধঃ—সাধারণাসাধারণানুপসংহারিভেদাৎ। সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বং সাধারণত্বং, যথা 'ধূমবান্ বহ্নেঃ'। সকলসপক্ষব্যাবৃত্তত্বমসাধারণত্বং, যথা—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ পর্ব্বতত্বাৎ'। সর্ব্বপক্ষকত্বমনুপসংহারিত্বং যথা 'সর্ব্বং প্রমেয়মভিধেয়ত্বাৎ'। সাধ্যাভাবব্যাপ্যো হেতুর্ব্বিরুদ্ধঃ; যথা 'ঘটো নিত্যঃ' সাবয়বত্বাৎ। সৎপ্রতিপক্ষো যথা 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ', 'পর্ব্বতো বহ্ন্যভাববান্ মহানসান্যত্বাৎ'। অসিদ্ধস্ত্রিবিধঃ, আশ্রয়াসিদ্ধঃ, স্বরূপাসিদ্ধঃ, ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধশ্চ। যত্র পক্ষোঽসন্ সিদ্ধসাধনং বা, স আশ্রয়াসিদ্ধঃ, যথা 'শশবিষাণং নিত্যমজন্যত্বাৎ'। 'শরীরং হস্তাদিবৎ হস্তাদিমত্তয়া প্রতীয়মানত্বাৎ'। যত্র পক্ষাবৃত্তির্হেতুঃ স স্বরূপাসিদ্ধঃ, যথা, 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ মহানসত্বাৎ'। স চ বিশেষণাসিদ্ধবিশেষ্যাসিদ্ধভাগাসিদ্ধভেদাদ্বহুবিধঃ। আদ্যো যথা—'শব্দোঽনিত্যশ্চাক্ষুষত্বে সতি জন্যত্বাৎ'। দ্বিতীয়ো যথা,—'শব্দোঽনিত্যোগুণত্বে সতি পরমাণুবৃত্তিত্বাৎ'। তৃতীয়ো যথা,—'এতানি দ্রব্যাণি নিরবয়বত্বাৎ'। সোপাধির্ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধঃ যথা, 'ধূমবান্ বহ্নেঃ'। বাধো যথা, 'জলহ্রদো বহ্নিমান্ দ্রব্যত্বাৎ'। তেন এতদ্দোষরহিতো হেতুঃ সদ্ধেতুঃ। ইত্যনুমানং ব্যাখ্যাতম্।

উপমিতিকরণমুপমানম্। কীদৃশো গবয়ঃ? ইতি প্রশ্নে 'গোসদৃশো গবয়ঃ' ইত্যুত্তরিতে যদা গোসদৃশং প্রাণিনং পশ্যতি, তদা পূর্ব্বোক্তং বাক্যার্থং স্মরতি, অনন্তরং 'অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ' ইতি শক্তিগ্রহঃ, সেয়মুপমিতিঃ। ইত্যুপমানং ব্যাখ্যাতম্।

আপ্তোক্তঃ "শব্দঃ" প্রমাণম্। প্রকৃতবাক্যার্থগোচরযথার্থজ্ঞানবানাপ্তঃ। পদজ্ঞানং করণং, পদার্থোপস্থিতির্ব্যাপারঃ। আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিতাৎপর্য্য-জ্ঞানানি সহকারীণি, ফলং শাব্দবোধঃ। স্বরূপযোগ্যত্বে সতি অজনিতান্বয়-বোধকত্বমাকাঙ্ক্ষা তেন ঘটঃ কর্ম্মত্বম্, আনয়নং কৃতিঃ ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ স্বরূপাযোগ্যত্বাৎ। 'অয়মিতি পুত্রো রাজ্ঞঃ', পুরুষোঽপসার্য্যতাম্, ইত্যত্র 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইতি নান্বয়বোধঃ, পুত্রেণ জনিতান্বয়বোধকত্বাৎ। বাধকপ্রমা-বিরহো যোগ্যতা তেন 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ অযোগ্যত্বাৎ। অব্যবধানেনান্বয়প্রতিযোগ্যুপস্থিতিরাসত্তিঃ, তেন 'গিরিভুর্ক্তং বহ্নিমান্ দেবদত্তেন' ইত্যত্র নান্বয়বোধঃ। তত্তদর্থপ্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বং তাৎপর্য্যং, তেন ভোজনপ্রকরণাদৌ, 'সৈন্ধবমানয়' ইত্যুক্তে অশ্বান্বয়বোধো ন ভবতি। বৃত্ত্যা বিনা শব্দেন নান্বয়বোধো জন্যতে। বৃত্তির্দ্বিবিধা, শক্তির্লক্ষণা চ, শক্তির্ঘটাদিপদস্য ঘটাদৌ। লক্ষণা যথা—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' ইত্যত্র গঙ্গাপদার্থে প্রবাহে ঘোষান্বয়ানুপপত্ত্যা গঙ্গাপদস্য তীরে লক্ষণা কল্প্যতে, তয়া বৃত্ত্যা উপস্থিতে তীরে ঘোষঃ প্রতিবসতীত্যন্বয়বোধো ভবতি। গৌণীবৃত্তিরপি লক্ষণৈব। যথা, অগ্নির্মানবকঃ' 'গৌর্বাহীকঃ', অত্র লক্ষণয়াগ্ন্যাদিসাদৃশ্যং প্রতীয়তে। শক্তং পদং চতুর্ব্বিধং, যৌগিকং, রূঢ়ং, যোগরূঢ়ং যৌগিকরূঢ়ঞ্চ। আদ্যং যথা, পাচকাদিপদং, যোগার্থে পাককর্ত্তরি শক্তম্। দ্বিতীয়ং যথা, বিপ্রাদিপদং রূঢ্যা ব্রাহ্মণবাচকম্। তৃতীয়ং যথা পঙ্কজাদিপদং যোগরূঢ্যা পঙ্কজনিকর্ত্তৃত্বেন পদ্মত্বেন চ পদ্মবাচকম্। চতুর্থং যথা, উদ্ভিদাদিপদং যৌগিকং তরুগুল্মাদেঃ, রূঢ়ং যোগবিশেষস্য বাচকম্। লক্ষণা দ্বিবিধা,—জহৎস্বার্থা-জহৎস্বার্থা চ; আদ্যা যথা, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদৌ, দ্বিতীয়া যথা, 'সর্ব্বে ছত্রিণো যান্তি' ইত্যাদৌ ছত্রিণস্তদিতরস্যাপি গমনান্বয়ঃ। অথ শাব্দবোধ-প্রক্রিয়া,—'দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি' ইত্যত্র গ্রামকর্ম্মকগমনজনকবর্ত্তমান-কৃতিমানিত্যন্বয়বোধঃ। দ্বিতীয়ায়া অর্থঃ কর্ম্মত্বং ধাতোর্গমনং, জনকত্বং সংসর্গ-মর্য্যাদালভ্যং, লটো বর্ত্তমানত্বম্, আখ্যাতস্য কৃতিঃ, তৎসম্বন্ধঃ সংসর্গমর্য্যাদা-লভ্যঃ। যত্র কর্ত্তরি কৃতের্ব্বাধঃ তত্রাখ্যাতস্য ব্যাপারাদৌ লক্ষণা, যথা 'রথো গচ্ছতি' ইত্যত্র গমনজনকবর্ত্তমানব্যাপারবান্ রথঃ। 'দধি পশ্যতি' ইত্যাদৌ

দ্বিতীয়ালোপস্থলে দধিশব্দ এবাজহৎস্বার্থলক্ষণয়া দধিকর্ম্মত্বং বোধয়তি। একবচনাদ্যুপস্থিতমেকত্বাদি সর্ব্বত্র প্রথমাদিপদমুপস্থাপয়তি (তেন 'দধি পশ্যতি' ইত্যাদৌ কর্ত্তৃপদাভাবেঽপি একবচনেন তিঙা কর্ত্তৃপদমুপস্থাপ্যত ইতি ভাবঃ) 'দেবদত্তেন গম্যতে গ্রামঃ' ইত্যস্য দেবদত্তবৃত্তিকৃতিজন্যগমনজন্যফলশালী গ্রাম ইত্যর্থঃ। বৃত্তিত্বং সংসর্গবললভ্যং, তৃতীয়ার্থশ্চ কৃতিঃ, জন্যত্বং সংসর্গঃ, গমনং ধাত্বর্থঃ, জন্যত্বং সংসর্গঃ, ফলং কর্ম্মাত্মনেপদার্থঃ, শালিত্বং সংসর্গঃ, ভাবপ্রত্যয়ে তু 'দেবদত্তেন সুপ্যতে' ইত্যস্য দেবদত্তবৃত্তিকৃতিজন্যঃ স্বাপ ইত্যর্থঃ। ভাবপ্রত্যয়স্থলে ফলাভাবাৎ আত্মনেপদার্থো ন ভাসতে। ভবিষ্যত্বং লৃটোঽর্থঃ, তচ্চ বিদ্যমানপ্রাগভাবপ্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্বং, তেন 'গমিষ্যতি' ইত্যত্র বিদ্যমানপ্রাগভাবপ্রতিযোগ্যুৎপত্তিকগমনানুকূলকৃতিমানিত্যর্থঃ। লুটোঽর্থঃ অনদ্যতনত্বমপি। লুঙোঽর্থঃ উৎপত্তির্ভূতত্বঞ্চ; ভূতত্বমতীতত্বং, তচ্চোৎপত্তৌ অন্বেতি, তথাচ বিদ্যমানধ্বংসপ্রতিযোগ্যুৎপত্তিকত্বং লব্ধং, লিটোঽনদ্যতনত্বং, পরোক্ষত্বম্, অতীতত্বঞ্চার্থঃ, তদন্বয়ঃ পূর্ব্ববদুৎপত্তৌ। লঙোঽনদ্যতনত্বমতীতত্বঞ্চার্থঃ। বিধিলিঙোঽর্থঃ কৃতিসাধ্যত্বে সতি বলবদনিষ্টাজনকেষ্টসাধনত্বং; 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদৌ কৃতিসাধ্যবলবদনিষ্টাজনকেষ্টসাধনযাগকর্ত্তা স্বর্গকাম ইত্যর্থঃ। আশীর্লিঙ্ লোটোরর্থঃ বক্তুরিচ্ছাবিষয়ত্বং; তেন 'ঘটমানয়' ইত্যত্র ঘটকর্ম্মকমদিচ্ছাবিষয়ানয়নানুকূলকৃতিমান্ ত্বমিত্যন্বয়বোধঃ। ব্যাপ্যক্রিয়য়া ব্যাপকক্রিয়ায়া আপাদনং লৃঙোঽর্থঃ; তাৎপর্য্যবশাৎ ক্বচিদ্ ভূতত্বং, ক্বচিদ্ভবিষ্যত্বঞ্চ লৃঙা বোধ্যতে। সনঃ কর্ত্তুরিচ্ছার্থঃ, সন্নন্তরাখ্যাতস্যাশ্রয়ত্বে লক্ষণা, সবিষয়কার্থকপ্রকৃতিকাখ্যাতস্য আশ্রয়ত্বে লক্ষণায়া 'ঘটং জানাতি' ইত্যাদৌ কৢপ্তত্বাৎ। যঙোঽর্থঃ পৌনঃপুন্যং তত্ত্বঞ্চ তদানীন্তনপ্রকৃত্যর্থসজাতীয়ক্রিয়ান্তরধ্বংসকালীনত্বে সতি বর্ত্তমানাদিকৃতিবিষয়ত্বং 'পাপচ্যতে' ইত্যাদৌ তাদৃশকালীনত্বমেব যঙা প্রত্যায্যতে, আখ্যাতস্য চরমদলবাচকত্বাৎ ন বিশিষ্টবাচকত্বং যঙঃ, তদানীন্তনত্বঞ্চ স্থূলকালমাদায়। পূর্ব্বকালীনত্বং কর্ত্তা চ ক্তার্থঃ, পূর্ব্বত্বঞ্চ সন্নিহিতক্রিয়াপেক্ষয়া বোধ্যম্। তৎ পূর্ব্বকালীনত্বং তৎপ্রাগভাবকালবৃত্তিত্বং, তদুৎপত্তিকালীনধ্বংসপ্রতিযোগিকালবৃত্তিত্বং বা, 'তেন ভুক্ত্বা ব্রজতি' ইত্যত্র গমনপ্রাগভাবাবচ্ছিন্নকালবৃত্তিভোজনকর্ত্রভিন্নো ব্রজতীত্যর্থঃ। সমানবিভক্তিকতাম্ অভেদেন ধর্ম্মিবাচকত্বাৎ, অব্যয়ত্বেন ক্ত্বাপরবিভক্তিলোপাৎ। কালঃ তাৎপর্য্যবশাৎ ব্যবহিতাব্যবহিতসাধারণো বোদ্ধব্যঃ, তেন 'পূর্ব্বস্মিন্ অব্দে গত্বা অস্মিন্নব্দে সমাগতঃ' ইত্যেতাদৃশপ্রয়োগসঙ্গতিঃ। ইচ্ছাবান্ তুমুনোঽর্থঃ, 'ভোক্তুং ব্রজতি ইত্যস্য ভোজনেচ্ছাবান্ ব্রজতীত্যর্থঃ। 'ভোক্তুমিচ্ছতি' ইত্যত্র তু

কর্ত্তরি লক্ষণা, ভোজনকর্ত্তারমাত্মানমিচ্ছতীত্যর্থঃ। 'সবিশেষণে হি' ইতি ন্যায়াৎ বিশেষণে কৃতাবিচ্ছান্বয়ঃ। প্রকৃতধাত্বর্থকর্ত্তা শতৃশানচোঃ ধাত্বর্থজন্যফলবান্ কর্ম্মশানচোঽর্থঃ। শত্রাদীনাং কর্ত্তা বাচ্যঃ, সবিষয়ার্থকপ্রকৃতিকানাম্ আশ্রয়ত্বে লক্ষণা। এবং কর্ত্তৃকর্ম্মকৃতাং তেন তেন রূপেণ কর্ত্তা কর্ম্ম চ বাচ্যম্। ভাবকৃতাস্তু লঙ্ঘঞাদীনাংপ্রয়োগসাধুত্বমাত্রং, ধাত্বর্থাতিরিক্তস্য ভাবকৃতা অনুপস্থাপনাদিতি। ননু 'নীলং ঘটমানয়' ইত্যাদৌ দ্বিতীয়াদ্বয়শ্রবণাৎ, কর্ম্মদ্বয়বোধাপত্তিঃ, ন তু বিশিষ্টস্য কর্ম্মত্বমিতি চেৎ ন, অত্র বিশেষণবিভক্তিঃ সাধুত্বায়, অথবা বিশেষণ-বিভক্তেরভেদোঽর্থঃ। অত্রায়ং বিশেষঃ,—দ্বিতীয়পক্ষে বাক্যসমাসয়োঃ পর্য্যায়তা ন ঘটতে, বাক্যে 'নীলং ঘটম্' ইত্যাদৌ অভেদস্য পদার্থত্বেন প্রকারত্বাৎ ন সংসর্গত্বং, 'নীলঘটম্' ইত্যাদৌ কর্ম্মধারয়ে লক্ষণায়া অস্বীকারেণাভেদস্যা-পদার্থত্বেন সংসর্গত্বাৎ ; তথা চ বাক্যসমাসয়োঃ পর্য্যায়ানুরোধেন ষষ্ঠীসমাসে 'রাজপুরুষঃ' ইত্যাদৌ ষষ্ঠ্যর্থসম্বন্ধে লক্ষণা ন ঘটতে, সম্বন্ধস্য সংসর্গমর্য্যাদালভ্য-ত্বাৎ। বস্তুতস্তু বিরুদ্ধবিভক্ত্যনবরুদ্ধস্য অভেদবোধকত্বব্যুৎপত্তেঃ মুখ্যার্থরাজা-ভেদস্য বাধেন রাজপদস্য রাজসম্বন্ধিনি লক্ষণা। এবং বহুব্রীহৌ চরমপদস্যান্য-পদার্থে লক্ষণা ; তথাচ দ্বন্দ্বকর্ম্মধারয়ান্যসমাসে সর্ব্বত্র তত্তদর্থে লক্ষণা। এবং নঞর্থোঽভাবঃ, 'অঘটং ভূতলম্' ইত্যাদৌ ঘটভিন্নে লক্ষণা। 'ন কলঞ্জং-ভক্ষয়েৎ' ইত্যাদৌ বলবদনিষ্টজনকে লক্ষণা। ক্রিয়াসঙ্গতস্যৈবকারস্যাত্যন্তা-যোগব্যবচ্ছেদোঽর্থঃ যথা 'নীলং সরোজং ভবত্যেব।' বিশেষণসঙ্গতস্য অযোগ-ব্যবচ্ছেদঃ, যথা,—'শঙ্খঃ পাণ্ডর এব' ইতি। বিশেষ্যসঙ্গতস্য অন্যযোগব্যবচ্ছেদঃ, যথা,—'পার্থ এব ধনুর্ধরঃ' ইত্যাদি। এবং দিশা সর্ব্বত্র বোধ্যম্।"*

---

* এই মতে অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। যে দুঃখনিবৃত্তি একবার হইলে আর কখনও দুঃখান্তর না জন্মে, তাহারই নাম অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তি। তাদৃশী দুঃখনিবৃত্তিরূপা মুক্তি আত্মসাক্ষাৎকারস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জন্মে না। ঐ তত্ত্বজ্ঞানও আবার সহজ নহে। প্রথমতঃ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ হইতে আত্মার স্বরূপ এবং গুণাদি শ্রবণ করিতে হইবে। পরে শ্রুত বিষয়সকল যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে কিনা, এইরূপ সংশয়ের নিরাসার্থ তাহাদের মনন অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে। তদনন্তর অনুমিত বিষয়ের নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারণা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে। তাদৃশ একাগ্রচিত্তে যে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান। অতএব শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, এই তিনটিই তত্ত্বজ্ঞানের সাধন ; উহার সাধনান্তর নাই। যিনি আত্মাকে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারই মননে অধিকার জন্মিয়াছে। আবার যিনি আত্মাকে

আত্মেতর বস্তুসকল হইতে ভিন্নরূপে মনন করিয়াছেন, তিনিই নিদিধ্যাসনের অধিকারী হইয়াছেন। এই নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন। আত্মা ও আত্মেতর পদার্থসকলের জ্ঞান উহার পরম্পরায় কারণ। এই নিমিত্ত বৈশেষিকদর্শনে পদার্থসকল সবিশেষ নিরূপিত হইয়াছে। বৈশেষিকদর্শনকারের মতে পদার্থ দ্বিবিধ,—ভাব ও অভাব। ভাব-পদার্থ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ভেদে ষড়্ বিধ। তন্মধ্যে দ্রব্যপদার্থ নয় প্রকার ;— পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। যাহার গন্ধ আছে, সেই দ্রব্যের নাম পৃথিবী ; যথা পুষ্পফলাদি ; আর যাহার গন্ধ নাই, সেই দ্রব্য পৃথিবী নহে, যথা জলাদি ; প্রস্তরাদি পার্থিব দ্রব্যেরও গন্ধ আছে, কিন্তু ঐ গন্ধ উৎকট নহে বলিয়াই উহার প্রত্যক্ষ হয় না। প্রস্তরাদির গন্ধ অনুমানসিদ্ধ। যে দ্রব্যের স্নেহগুণ আছে, তাহারই নাম জল। জল ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যেরই স্নেহগুণ নাই। উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম তেজ। যে দ্রব্যের স্বাভাবিক অনুষ্ণাশীত স্পর্শগুণ আছে, তাহাকে বায়ু বলে। বায়ুর অনুমানসিদ্ধ বক্রগতি আছে। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্য, নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। পরমাণুরূপ পৃথিব্যাদি নিত্য এবং তদতিরিক্ত পৃথিব্যাদি অনিত্য। যাহার নিজের অবয়ব নাই, কিন্তু যে বস্তু পরম্পরায় সকলবস্তুরই অবয়ব এবং যাহা সমস্ত সূক্ষ্মবস্তুর শেষ সীমা স্বরূপ, তাহারই নাম পরমাণু। রবিকিরণসম্পর্কে গবাক্ষবিবরে ত্রসরেণু নামে যে সূক্ষ্মপদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার তৃতীয়াংশকে দ্ব্যণুক বলে, আর ঐ দ্ব্যণুকের অর্দ্ধাংশকেই পরমাণু বলে। পৃথিবী প্রভৃতি চারিটি দ্রব্যেরই আকার আছে, তদতিরিক্ত অপর সকলদ্রব্যই নিরাকার ও নিত্য। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যচতুষ্টয়ের চারিটি শরীর স্বীকার করা হয় ; যথা, পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। তন্মধ্যে পার্থিব শরীর মনুষ্যপশ্বাদির, জলীয় শরীর বরুণলোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস শরীর আদিত্যলোকে এবং বায়বীয় শরীর পিশাচাদির। শব্দগুণযুক্ত দ্রব্যের নাম আকাশ। আকাশই যাবতীয় শব্দের অদ্বিতীয় আশ্রয়। পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত পাঁচটি দ্রব্যে গঠিত পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা এক একটি অসাধারণ গুণাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। পার্থিব ইন্দ্রিয় নাসিকাদ্বারা গন্ধাদির, জলীয় ইন্দ্রিয় রসনাদ্বারা রসাদির, তৈজস ইন্দ্রিয় নেত্রদ্বারা রূপাদির, বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শাদির এবং আকাশীয় ইন্দ্রিয় শ্রোত্রদ্বারা শব্দাদির উপলব্ধি হয়। যদবলম্বনে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহারই নাম কাল। ঐ কাল এক হইয়াও ক্ষণ, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি বিভিন্ন

উপাধি অনুসারে বিভিন্ন প্রতীতি উৎপাদন করে। দূরত্ব ও নৈকট্য প্রভৃতি জ্ঞানের অসাধারণ কারণই দিক্। দিক্ও উপাধিভেদে ভিন্ন। যাহার চৈতন্য আছে, তাহাকে আত্মা বলা যায়। আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। শরীরাদি হইতে আত্মার পার্থক্যবোধ অনুমানসিদ্ধ। ঐ আত্মা, জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে দ্বিবিধ। "জীবাত্মা মনুষ্যাদিভেদে বহুবিধ"। পরমাত্মা এক ও পরমেশ্বরাদিশব্দবাচ্য। যদ্দ্বারা সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়, শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী সেই দ্রব্য বিশেষের নামই মন। উহাকে অন্তরিন্দ্রিয়ও বলা হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থের নাম গুণ। তন্মধ্যে রূপ, নীলপীতাদিভেদে বহুবিধ। রূপ দর্শনজ্ঞানের কারণ। কেহ কেহ শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র, এই সাতটি রূপ স্বীকার করেন। রস ষড়্‌বিধ ; যথা, কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর। গন্ধ, সৌরভ ও অসৌরভভেদে দ্বিবিধ। স্পর্শ, শীত, উষ্ণ ও অনুষ্ণাশীতভেদে ত্রিবিধ। কাঠিন্য এবং কোমলতাদিও ঐ স্পর্শেরই অবস্থা-বিশেষ। একত্ব ও দ্বিত্বাদিভেদে সংখ্যা নানাবিধ। পরিমাণ স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও হ্রস্ব, এই চারি প্রকার। পার্থক্য প্রতীতির কারণই পৃথক্ত্ব। বিপ্রকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের মিলনের নাম সংযোগ। সন্নিকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের বিয়োগের নাম বিভাগ। দৈশিক ও কালিকভেদে পরত্ব এবং অপরত্ব, উভয়েই দ্বিবিধ হইয়া থাকে। জ্ঞানেরই নামান্তর বুদ্ধি। বুদ্ধি প্রথমতঃ প্রমা ও অপ্রমাভেদে দুই প্রকার। যাহার যাহা আছে, তাহাকে তদ্বিশিষ্ট বলিয়া জানার নামই প্রমা অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান। আর যাহার যাহা নাই, তাহাকে তদ্বিশিষ্ট বলিয়া জানার নামই অপ্রমা অর্থাৎ অযথার্থজ্ঞান বা ভ্রমজ্ঞান। ভ্রম নানাকারণেই ঘটিয়া থাকে, উহার কোন নিয়ত কারণ নাই। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদেও জ্ঞান দুই প্রকার হইয়া থাকে। অনুভব ও স্মরণভেদেও জ্ঞান দ্বিবিধ হইতে পারে। অভিপ্রেত বিষয়ের নাম সুখ এবং অনভিপ্রেত বিষয়ের নাম দুঃখ। অভিলাষেরই নামান্তর ইচ্ছা। অনিষ্টসাধক-বিষয়ে জ্ঞানের নামই দ্বেষ। যত্ন—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনিভেদে তিন প্রকার। অভিলষিত বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহার নাম প্রবৃত্তি। অনভিলষিত বিষয় হইতে দূরে থাকিবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম নিবৃত্তি। এবং যে-যত্ন আছে বলিয়া আমরা জীবিত থাকিতেছি, তাহারই নাম জীবনযোনি যত্ন। পতনের কারণ গুরুত্ব। ক্ষরণের কারণ দ্রবত্ব। যে গুণের সদ্ভাবে চূর্ণবস্তু পিণ্ডীকৃত হয়, তাহারই নাম স্নেহ। সংস্কার ত্রিবিধ ; বেগ, স্থিতিস্থাপক ও

ভাবনা। গতির কারণ বেগ। যে-গুণ থাকাতে আকৃষ্টবস্তু বিমুক্ত হইয়া স্বস্থানস্থিত হয়, তাহারই নাম স্থিতিস্থাপক সংস্কার। আর যে-সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হয়, তাহারই নাম ভাবনা। শুভাদৃষ্টের নাম ধর্ম্ম। এবং দুরদৃষ্টের নাম অধর্ম্ম। শব্দ, ধ্বনি ও বর্ণভেদে দ্বিবিধ। মৃদঙ্গাদি হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে সমুৎপন্ন শব্দের নাম বর্ণ। ক্রিয়ারই নামান্তর কর্ম্ম। কর্ম্ম,—উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাঁচ প্রকার। জাতি পদার্থের নাম সামান্য। ঐ জাতি পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহার নাম পরা জাতি। এবং যে জাতি অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানে থাকে, তাহাকে অপরা জাতি বলা যায়। আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে যে এক একটি ভেদক পদার্থ আছে, তাহারই নাম বিশেষ পদার্থ। উহা দ্বারাই নিত্য পদার্থসকলের পরস্পর ভেদ অনুমিত হইয়া থাকে। অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণের সহিত গুণীর, ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়াবিশিষ্টের এবং নিত্যদ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহারই নাম সমবায়। অভাব পদার্থ সংসর্গাভাব ও অন্যোহন্যাভাবভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সংসর্গাভাব আবার অত্যন্তাভাব, ধ্বংস ও প্রাগভাবভেদে তিন প্রকার। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর যে ভেদ, তাহারই নাম অন্যোহন্যাভাব। বস্তুর নিত্য অনস্তিত্বের নাম অত্যন্তাভাব। বিনাশের নাম ধ্বংস। বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই বস্তুর যে অভাব থাকে, তাহাকেই প্রাগভাব বলে। এই সপ্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তদনন্তর আত্মদ্বয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই দুঃখ-ধ্বংসের পরে জীবের মুক্তি হয়।

বৈশেষিকেরা এই যে অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্নলক্ষণ পদার্থসকল স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা শ্রুতিসিদ্ধ নহে এবং যুক্তিসঙ্গতও নহে। বিচারে দ্রব্য ও গুণের পার্থক্য রক্ষিত হইতে পারে না। দ্রব্য হইতে পৃথক্ গুণপদার্থ দ্রব্যে অবস্থান করে, এইরূপ স্বীকার করিতে হইলে দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অস্বীকার করিতে হয়, অথবা নির্গুণ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। উভয়ই অনিষ্টকর। অনিত্য দ্রব্যে নিত্য জাতির স্বীকারও সঙ্গত হয় না। পরমাণুরই যখন নিত্যত্ব স্থাপন করা যায় না, তখন পরমাণুবৃত্তিবিশেষ পদার্থের নিত্যত্ব যে স্থাপিত হইতে পারে না, তাহাও স্থির। সমবায় সম্বন্ধেও ঐ কথা। উহাদিগের পরমাণুকারণবাদও নিতান্ত অযৌক্তিক। এইত গেল পদার্থের বিষয়। তারপর উহাদিগের কল্পিত আত্মগুণবৃত্তিধ্বংসস্বরূপ মুক্তিও প্রকৃত মুক্তি নহে, উহা জড়ভাবাপত্তিমাত্র। কারণ, যাহাতে পৃথক্ সুখাস্বাদ নাই, তাহা মুক্তিই নহে।

প্রমাণপ্রমেয়াদি-ষোড়শপদার্থানামুদ্দেশলক্ষণপরীক্ষাভিরাত্মাদি-দ্বাদশবিধপ্রমেয়নিষ্কর্ষেণাত্মদ্বয় সাক্ষাৎকারাৎ শ্রবণমননিদিধ্যাসন পূর্ব্বকাৎ সবাসনমিথ্যাজ্ঞাননি বৃত্তৌতৎকার্য্যাণাং রাগদ্বেষ-মোহানাংনিবৃত্তিঃ ততঃ তৎকার্য্যয়োঃ প্রবৃত্তিপূর্ব্বকয়োঃ ধর্ম্মা-ধর্ম্ময়োঃ ততঃ পূর্ব্বার্জ্জিতকর্ম্মণাং কায়ব্যূহপূর্ব্বকং ভোগেন পরীক্ষয়াৎ দেহান্তরানারম্ভঃ ততো বাধনালক্ষণস্য একবিংশতি-বিধস্য দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেৎ, সৈব সুখাবাপ্তিরিতি গৌতমঃ ॥ ৮ ॥*

অথ নৈয়ায়িকমতং দর্শয়তি প্রমাণেতি। আদিনা সংশয়াদের্গ্রহণম্। তথাচ গৌতমসূত্রম্(১।১।১)—"প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়-বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগম" ইত্যেতৎ আত্মাদিদ্বাদশবিধেতি। তথাচ গৌতমসূত্রম্ (১।১।৯)—"আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্" ইত্যেতৎ। নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানমুদ্দেশঃ। উদ্দিষ্টস্যাতত্ত্বব্যবচ্ছেদকোধর্ম্মঃ লক্ষণম্। লক্ষিতস্য যথালক্ষণমুপপদ্যতে ন বা ইতি প্রমাণৈরবধারণং পরীক্ষা। একবিংশ-তীতি। শরীরং ষড়িন্দ্রিয়াণি ষড়্ বিষয়াঃ ষড়্ বুদ্ধয়ঃ সুখং দুঃখঞ্চেতি দুঃখমেক বিংশতিপ্রকারম্। অস্যাপি মোক্ষে পাষাণকল্প আত্মা। নিরসনন্তু পূর্ব্ববৎ শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদযুক্তত্বাচ্চেতি বিভাবনীয়ম্ ॥৮॥

* "প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি গৌতম-সিদ্ধান্তঃ। তত্র প্রমাণং চতুর্ব্বিধং, প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দভেদাৎ। প্রমেয়ং দ্বাদশপ্রকারম্, আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গ-ভেদাৎ। অনবধারণাত্মকং জ্ঞানং সংশয়ঃ, স ত্রিবিধঃ, সাধারণধর্ম্মাসাধারণ-

প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা আত্মা-শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ, এই দ্বাদশ প্রমেয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎকার, তদ্দ্বারা দুঃখের সহিত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, তৎকার্য্যভূত রাগ, দ্বেষ ও মোহাদিরও নিবৃত্তি হয়, এবং তাহার নিবৃত্তি-ফলে ধর্ম্মাধর্ম্মেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তারপর পূর্ব্বার্জ্জিত দেহারম্ভক কর্ম্মসমূহের কায়ব্যূহ-

ধর্ম্মবিপ্রতিপত্তিলক্ষণভেদাৎ। যমধিকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে পুরুষাস্তৎপ্রয়োজনং তৎ দ্বিবিধং দৃষ্টাদৃষ্টভেদাৎ। ব্যাপ্তিসংবেদনভূমির্দৃষ্টান্তঃ স দ্বিবিধঃ, সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যভেদাৎ। প্রামাণিকত্বেনাভ্যুপগতোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ, স চতুর্ব্বিধঃ, সর্ব্বতন্ত্র-প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমভেদাৎ। পরার্থানুমানবাক্যৈকদেশোঽবয়বঃ, স পঞ্চ-বিধঃ, প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনভেদাৎ। ব্যাপ্যারোপে ব্যাপকা-রোপস্তর্কঃ, স চৈকাদশবিধঃ, ব্যাঘাতাত্মাশ্রয়েতরেতরাশ্রয়—চক্রকাশ্রয়ানবস্থা-প্রতিবন্ধিকল্পনা-লাঘবকল্পনাগৌরবোৎসর্গাপবাদবৈজাত্যভেদাৎ। যথার্থানুভব-পর্য্যায়াঃ প্রমিতির্নির্ণয়ঃ, স চতুর্ব্বিধঃ, সাক্ষাৎকৃত্যনুমিত্যুপমিতিশাব্দীভেদাৎ। তত্ত্বনির্ণয়ফলঃ কথাবিশেষো বাদঃ। উভয়সাধনবতী বিজিগীষুকথা জল্পঃ। স্বপক্ষস্থাপনাহীনঃ কথাবিশেষো বিতণ্ডা। কথা নাম বাদিপ্রতিবাদিনোঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ। অসাধকো হেতুত্বেনাভিমতো হেত্বাভাসঃ, স পঞ্চবিধঃ, সব্যভিচারবিরুদ্ধপ্রকরণসমসাধ্যসমাতীতকালভেদাৎ। শব্দাবৃত্তিব্যত্যয়েন প্রতি-ষেধহেতুশ্ছলং, তৎ ত্রিবিধম্, অভিধানতাৎপর্য্যোপচারব্যত্যয়বৃত্তিভেদাৎ। স্বব্যাঘাতকমুত্তরং জাতিঃ, সা চতুর্ব্বিংশতিবিধা, সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যোৎকর্ষাপকর্ষবর্ণ্যা-বর্ণ্যবিকল্পসাধ্যপ্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গপ্রতিদৃষ্টান্তানুৎপত্তিসংশয়প্রকরণাহেত্বর্থাপত্তি-বিশেষাপত্ত্যুপলব্ধ্যনুপলব্ধিনিত্যানিত্যকার্য্যসমভেদাৎ। পরাজয়নিমিত্তং নিগ্রহ-স্থানং, তৎ দ্বাবিংশতিপ্রকারং, প্রতিজ্ঞাহানিপ্রতিজ্ঞান্তরপ্রতিজ্ঞাবিরোধপ্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাসহেত্বন্তরার্থান্তরনিরর্থকাবিজ্ঞাতার্থাপার্থকাপ্রাপ্তকালন্যূনাধিকপুনরুক্তাননু-ভাষণাজ্ঞানাপ্রতিভাবিক্ষেপ-মতানুজ্ঞাপর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ-নিরনুযোজ্যানুযোগা-পসিদ্ধান্তহেত্বাভাসভেদাৎ। নন্বু তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সং ভবতীত্যুক্তম্। তত্র কিং তত্ত্বজ্ঞানানন্তরমেব নিঃশ্রেয়সং সম্পদ্যতে? নেত্যুচ্যতে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানাৎ দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাব ইতি। তত্র মিথ্যাজ্ঞানং নামানাত্মনি দেহাদাবাত্মবুদ্ধিঃ তদনুকূলেষু রাগঃ তৎপ্রতিকূলেষু দ্বেষঃ। বস্তুতস্তু আত্মনঃ প্রতিকূলমনুকূলং বা ন কিঞ্চিৎ সমস্তি পরস্পরানুবন্ধত্বাচ্চ রাগাদীনাং মূঢ়ো রজ্যতি রক্তো মুহ্যতি মূঢ়ঃ কুপ্যতি কুপিতো মুহ্যতীতি। ততস্তৈর্দোষৈঃ প্রেরিতঃ প্রাণী প্রতিষিদ্ধানি হিংসাদীন্যাচরতি, সেয়ং পাপরূপা

দ্বারা ভোগ করিতে করিতে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, বিঘ্নদায়ক একবিংশতি প্রকার দুঃখ, অর্থাৎ ষড়িন্দ্রিয়, ষড়্‌বিষয়, ষড়্‌বুদ্ধি এবং সুখ, দুঃখ ও অপবর্গ, এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের (দুঃখ স্থানের) আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, ইহাকেই সুখপ্রাপ্তি ও মুক্তি বলে। ন্যায়দর্শনকার গৌতম ঋষির ইহাই মত ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তিরধর্ম্মমাবহতীতি। যানি চ প্রশস্তান্যাচরতি, সেয়ং পুণ্যরূপা প্রবৃত্তির্ধর্ম্মমাবহতীতি। ততঃ তদুভয়ানুরূপং প্রশস্তং নিন্দিতং বা জন্ম। পুনঃ শরীরাদেঃ প্রাদুর্ভাবঃ। তস্মিন্ সতি প্রতিকূলবেদনীয়তয়া বাসনাত্মকং দুঃখং ভবতি। ত ইমে মিথ্যাজ্ঞানাদয়ো দুঃখান্তা অবিচ্ছেদেন প্রবর্ত্তমানাঃ সংসারশব্দার্থো ঘটীচক্রবৎ নিরবধিরনুবর্ত্ততে। যদা কশ্চিৎ পুরুষধৌরেয়ঃ পুরাকৃতসুকৃতপরিপাকবশাদাচার্য্যোপদেশেন সর্ব্বমিদং দুঃখায়তনং দুঃখানুষক্তঞ্চ পশ্যতি তদা তৎ সর্ব্বং হেয়ত্বেন বুধ্যতে। ততস্তন্নিবর্ত্তকমবিদ্যাদি নিবর্ত্তয়িতুমিচ্ছতি। তন্নিবৃত্ত্যুপায়শ্চ তত্ত্বজ্ঞানমিতি। তত্ত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি। মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযান্তি। দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি। প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি। জন্মাপায়ে দুঃখমত্যন্তং নিবর্ত্ততে। সাত্যন্তিকী নিবৃত্তিরপবর্গঃ। নিবৃত্তেরাত্যন্তিকত্বং নাম নিবর্ত্ত্যসজাতীয়স্য পুনস্তত্রানুৎপাদ ইতি।”

ন্যায়দর্শনের মতে পদার্থ ষোড়শবিধ; প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। যদ্দ্বারা যথার্থরূপে বস্তুসকল নির্ণয় করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ ভেদে প্রমাণ চতুর্ব্বিধ। ঐ চারিটি প্রমাণদ্বারা যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দবোধ, এই চারিটি প্রমিতি জন্মে। নয়নাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহারই নাম প্রত্যক্ষ প্রমিতি। প্রত্যক্ষ প্রমিতি ছয় প্রকার; ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। গন্ধ ও তদ্গত সুরভিত্ব প্রভৃতি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত জাতির রাসন প্রত্যক্ষ হয়। নীল-পীতাদি রূপ ও তদ্গত জাতির রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের, ক্রিয়ার এবং যোগ্যবৃত্তি সমবায়াদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। উদ্ভূত স্পর্শ ও তদ্বিশিষ্ট দ্রব্যাদির ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। শব্দ ও তদ্গত জাতির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়। এবং সুখ-দুঃখাদি আত্মবৃত্তি গুণের, আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস প্রত্যক্ষ হয়। ব্যাপ্যপদার্থদর্শনে ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান, তাহারই নাম অনুমিতি। যাহা থাকিলে যাহার অভাব থাকে না, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য বলে এবং যাহা না থাকিলে, যাহা থাকে না, তাহাকে তাহার ব্যাপক বলে। ধূম থাকিলে বহ্নির অভাব থাকে না, অতএব ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, এবং বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না, অতএব বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এই নিমিত্তই লোকে ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের অনুমান করিয়া থাকেন। অনুমান তিন প্রকার; পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান। কারণদর্শনে কার্য্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণ-

লিঙ্গক অনুমান। কার্যাদর্শনে কারণের অনুমান শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্যলিঙ্গক অনুমান। আর কার্য্য ও কারণ ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য বস্তুর দর্শনে যে ব্যাপক বস্তুর অনুমান করা হয়, তাহাই সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছেদের নাম উপমিতি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে 'গবয়' জন্তু দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, 'গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য' অর্থাৎ যাহার আকৃতি অবিকল 'গো'র আকৃতির তুল্য, গবয়শব্দে তাহাকেই বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে এইমাত্র জানে যে, যে জন্তু গোসদৃশ হইবে, 'গবয়'শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে, গবয়শব্দে গবয়জন্তুকে বুঝায়, ইহা জানে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয়জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের 'আকৃতি গো'র আকৃতির তুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত 'গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য' এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে, যদি গোসদৃশ জন্তুকে গবয়শব্দে বুঝায়, তবে যখন এই জন্তুটি গোসদৃশ দেখিতেছি, তখন এই জন্তুই গবয়-পদবাচ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এস্থলে 'এই জন্তুই গবয় পদবাচ্য হইবে' এইরূপ গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতি বলে। শব্দ দ্বারা যে বোধ হয়, তাহার নাম শাব্দবোধ। শাব্দবোধ দ্বিবিধ ; দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহারই নাম দৃষ্টার্থক শব্দ এবং যে শব্দের অর্থ অদৃশ্য তাহাকে অদৃষ্টার্থক শব্দ বলে। প্রমেয় পদার্থ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গভেদে দ্বাদশ প্রকার। অনবধারণাত্মক জ্ঞানের নাম সংশয়। সংশয় প্রধানতঃ ত্রিবিধ ; সাধারণধর্ম্ম-দর্শনোত্থ সংশয়, অসাধারণধর্ম্ম-দর্শনোত্থ সংশয় এবং বিপ্রতিপত্তিবাক্য-শ্রবণোত্থ সংশয়। যে উদ্দেশ্যে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সেই উদ্দেশ্যের নামই প্রয়োজন। ঐ প্রয়োজন মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা হয়, সেই স্থলকে দৃষ্টান্ত বলে। অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয়ের নাম সিদ্ধান্ত। বিচারাঙ্গ বাক্যবিশেষের নামই অবয়ব। অবয়ব পাঁচটি ; যথা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। আপত্তিবিশেষের নাম তর্ক। তর্ক আত্মাশ্রয়, অন্যোহন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গভেদে পঞ্চবিধ। যথার্থানুভবরূপ প্রমিতির নাম নির্ণয়। পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদী যে বিচার করেন, তাহারই নাম বাদ। বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পর জিগীষু হইয়া যে বিচার করেন, তাহারই

নাম জল্প। স্বপক্ষস্থাপনাহীন কথাবিশেষের নাম বিতণ্ডা। প্রকৃত বিষয়ের বাস্তবিক সাধক না হইলেও আপাততঃ যাহা তদ্রূপে প্রতীত হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার; সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত ও বাধিত। বক্তা যে অর্থে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনাপূর্ব্বক মিথ্যা দোষারোপ করাকেই ছল কহে। ছল বাক্‌ছল, সামান্য ছল ও উপচারছল-ভেদে তিন প্রকার। বাদী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত মতের দূষণে অসমর্থ বা নিজ মতের হানিজনক উত্তরের নাম জাতি। জাতি চতুর্ব্বিংশতিবিধা; সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, অহেতুসম, অর্থাপত্তিসম, অবিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম ও কার্য্যসম।

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী দোষ প্রদান করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিরূপ যে পরাজয়কারণ, তাহারই নাম নিগ্রহস্থান। উহা দ্বাবিংশতিবিধ; প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবরোধ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাস। এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ আত্মা যে শরীরাদি হইতে পৃথক্, তাহা অবগত হওয়া যায়। তদনন্তর পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে শরীরাদিতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মে না। এইরূপে রাগ ও দ্বেষের কারণস্বরূপ ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে আর রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, এবং রাগ ও দ্বেষের নিবৃত্তিতে উহাদিগের কার্য্যস্বরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও পুনরুৎপত্তি ঘটে না। প্রবৃত্তির অপায়ে জন্মেরও অপায় হয়। জন্ম না হইলে সুখ-দুঃখাদিও হয় না। ঐ দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। জীবাত্মাতিরিক্ত পরমেশ্বরের অস্তিত্বে শব্দ ও অনুমানই প্রমাণ। কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে। পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব আমাদিগের সম্ভব হয় না। অতএব ঐ সকলের কর্ত্তা অবশ্য অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন একজন পুরুষ আছেন। সেই পুরুষই পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের ভোগসাধন শরীর, সুখ, দুঃখ ও দ্বেষাদি কিছুই নাই। তাঁহাতে কেবল নিত্য-জ্ঞান, ইচ্ছা ও যত্ন প্রভৃতি কয়েকটি গুণ আছে। জীবাত্মা নানা। এক একটি

বেদোক্তৈঃ শুভকর্ম্মভির্দুঃখহানিঃ সুখলাভশ্চেতি জৈমিনিঃ ॥৯॥

সর্ব্বে হ্যেতে উপায়াস্তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধয়ে নাঙ্গীকার্য্যাঃ পরমাচার্য্যেণ ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন তত্তন্মতানাং নিরাকৃতত্বাৎ ॥১০

কিন্তু সর্ব্বেশ্বরাভিখ্যস্য পুরুষোত্তমস্য স্বরূপতো গুণতশ্চ পরিজ্ঞানং স্বজ্ঞানপূর্ব্বকং তস্যৈ কল্প্যতে। তথাহি (শ্বেঃ ১।১১) "জ্ঞাত্বা

অথ জৈমিনিমতং দর্শয়তি বেদোক্তৈরিতি। ঈশ্বরার্চ্চনরূপৈঃ বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যাদৃষ্টৈঃ দুঃখহানিঃ দুরদৃষ্টক্ষতিঃ সুখস্য স্বর্গস্য মোক্ষস্য চ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। মোক্ষসাধনভূতায়া বিদ্যায়া অনুক্তত্বাদেব জৈমিনের্ন্যূনতা জ্ঞেয়া। অস্যাং পঞ্চমত্যাং বিশেষাস্তু তত্তদ্‌গ্রন্থেষু দ্রষ্টব্যা গ্রন্থগৌরবভয়ান্ন লিখিতাঃ। এতেষাং নিরাসেনৈব চার্ব্বাকাদ্যাঃ সৌগতাদ্যাশ্চ নিরস্তা বেদিতব্যাঃ। অতোঽস্মাভির্নাতিবিতায়তে ॥৯॥

এতাং পঞ্চমতীং ত্যক্তুমাহ। সর্ব্বে হীতি। হি নিশ্চয়ে। তয়োঃ সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারয়োঃ আত্যন্তিকয়োরিতি। আপ্তস্য সুখস্যানিবৃত্তিরাত্যন্তিকী প্রাপ্তিঃ। নিবৃত্তস্য দুঃখস্য পুনরনুৎপত্তিরাত্যন্তিকঃ পরিহারঃ। নিরাকৃতেতি। নিরাকরণপ্রকারঃ পূর্ব্বমেব দর্শিতোঽস্মাভিঃ ॥১০॥

বেদোক্ত শুভকর্ম্মদ্বারা শুভাদৃষ্ট জন্মে। উহাদ্বারাই দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি ঘটে। মীমাংসাদর্শনকর্ত্তা জৈমিনির ইহাই মত ॥৯॥

পঞ্চ দর্শনের ঋষিগণ দুঃখপরিহার ও সুখপ্রাপ্তিসম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, উহাদের কোনটিকেই তৎপক্ষে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না; কারণ পরমাচার্য্য ভগবান্ বেদব্যাস স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদবাক্যদ্বারা ঐ মতসকলের নিরসনপূর্ব্বক নিজমতে অন্যরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শরীরে এক একটি জীবাত্মা আছেন। দর্শনাদি ইন্দ্রিয়কে ঐ আত্মা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে 'আমি নয়ন' ইত্যাদি ব্যবহার হইত এবং নয়নাদির বিনাশে আত্মারও বিনাশ হইত। আরও নয়নাদির উপঘাতে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ অসম্ভব হইত। শরীরকে আত্মা বলিলে অনেক দোষ ঘটে। পূর্ব্বসংস্কারের অভাববশতঃ সদ্যোজাত বালকের স্তনপানপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয় সকলের কারণ নির্দ্দেশ অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহাই ন্যায়দর্শনের মত। এই মতের নিরসন-প্রকার বৈশেষিক দর্শনের অনুরূপ।

দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভি-ধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্তকামঃ॥"(শ্বেঃ ২।১৫) "যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥" ইত্যাদি শ্রবণাৎ॥১১॥

বাদরায়ণমতং দর্শয়তি, কিন্ত্বিতি; কিন্তু কামবিতর্কয়োরিতি শ্রীধরঃ। বক্ষ্যমাণোঽর্থো বাঞ্ছিত ইত্যর্থঃ। তস্যৈ তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধয়ে। সর্ব্বেশ্বরস্য জ্ঞানং মোচক ইত্যাদাহরতি—জ্ঞাত্বেতি। দেবং সর্ব্বাধ্যক্ষং সর্ব্বেশ্বরং হরিং বেদাজ্ জ্ঞাত্বা স্থিতস্য মুমুক্ষোঃ সর্ব্বেষাং দেহদৈহিকমমতাপাশানাং হানিশ্ছেদো ভবতি। তৎপাশহেতুকৈঃ ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈর্বিশিষ্টস্য তস্য প্রারব্ধভোগপূর্ত্তেঃ পুনঃ পুনর্জায়মানস্য জন্মমৃত্যুপ্রহাণির্ভবতি বিড়ালীদন্তস্পর্শেন তদর্ভকস্যেব জন্মাদিভ্যাং তস্য ক্লেশো ন ভবতীত্যর্থঃ। অথোত্তরোত্তরম্ এতস্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ লিঙ্গদেহস্য ভেদে প্রধ্বংসে সতি চান্দ্রব্রাহ্মাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ভাগবতং পদং স দেবজ্ঞো বিন্দতীতি শেষঃ। তৃতীয়ং তৎ কীদৃক্? বিশ্বৈশ্বর্য্যমনন্ত-নিত্যাদিব্যবিভূতিকম্। কেবলং প্রকৃতিগন্ধেনাপ্যস্পৃষ্টম্। ততঃ স দেবজ্ঞঃ আপ্তকামো ভবতি। সর্ব্বেশ্বর-জ্ঞানং জীবজ্ঞানপূর্ব্বকং, মোচকমিত্যাদাহরতি। যদেতি। দীপোপমেনাত্মতত্ত্বেন স্বজ্ঞানেন যুক্তো মুমুক্ষুর্যদা ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ বিচিন্তয়েৎ তদা দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈর্মুচ্যতে ইত্যনুষঙ্গঃ। দেবং কীদৃশম্? অজং জন্মাদিবিকারশূন্যম্। ধ্রুবমচলম্। পূর্ণং সর্ব্বতত্ত্বৈঃ প্রধানাদ্যৈর্বিশিষ্টম্। বিশুদ্ধং তৈরস্পৃষ্টম্॥ ১১॥

শ্রীবাদরায়ণমতে আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষোত্তমের স্বরূপের ও গুণের পরিপূর্ণজ্ঞান লব্ধ হইলেই আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ দুঃখের আত্যন্তিক পরিহার ও সুখের আত্যন্তিক লাভের একমাত্র উপায়— প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান লাভ, পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ। পরমাত্মাকে জানিলেই সকলদুঃখের সমাপ্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বক্ষ্যমাণ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্য-দ্বারা তদ্বিষয়ের প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যথা—"যিনি সদ্গুরুর নিকট লব্ধ-দীক্ষ হইয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হন, তাঁহার দৈহিক ও মানসিক সর্ব্ব-মমতাপাশ ছিন্ন হইলে ক্লেশসমূহের সমূলে বিনাশ ও পরিশেষে জন্ম-মৃত্যুরও অবসান হয়। তৎপরে উত্তরোত্তর শ্রীভগবদ্ধ্যানদ্বারা লিঙ্গদেহ

(১) ননু কিং তস্য পুরুষোত্তমস্য স্বরূপম্? কে তস্য গুণাঃ? কীদৃশাশ্চৈতে? যদ্বিজ্ঞানাৎ বিমুক্তিরিতি চেৎ, উচ্যতে। বিজ্ঞানানন্দস্তস্য স্বরূপম্—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। তদেব বিগ্রহরূপমিতি মন্তব্যম্। ন তু স্বরূপাৎ বিগ্রহস্যাতিরেকঃ। যদাত্মকো ভগবান্, তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ। কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি। বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে, বুদ্ধিমান্ মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবানিতীতি, "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি." "অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ" ইতি চৈবমাদিশ্রবণাৎ, "বেদান্তে প্রথিতং তেজঃ" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ (হরিবংশে), ইত্থঞ্চ সত্যমেব জড়ং ভগবদ্বপুরিতি. জ্ঞানমেবাচেতনং তদিতি চ প্রত্যুক্তম্। তদেবং ভগবদ্বিগ্রহস্যৈব ব্রহ্মত্বাৎ তস্য বৈষ্ণবাদিবাক্যাদ্ (বিঃ পুঃ ৫মঃ অং) যদন্যথা প্রত্যায়নং তত্তু আসুরান্ প্রতি মায়য়ৈব. (ভাষ্যতে) "রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য" ইত্যাদিকাদেকাদশাদিবাক্যাদেব ॥১২॥

সর্ব্বেশ্বরতত্ত্বং পৃচ্ছতি,—ননু কিমিতি। (প্রশ্নাবধারণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে নন্বিত্যমরঃ) উত্তরয়তি উচ্যতে ইত্যাদিনা। রাতিরিতি; দাতুর্যজমানস্য রাতিঃ ফলার্পকমিত্যর্থঃ। যদাত্মক ইতি, শ্রুতিঃ স্বয়ং বিমৃশতি ভগবান্ যদাত্মকস্তস্য ব্যক্তির্মূর্ত্তিস্তদাত্মিকা, যো ভগবান্ সা মূর্ত্তিরিতি নাস্ত্যত্র স্বগতভেদোঽপি—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা" ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ। বিশেষবলাৎ তু ভেদব্যবহারেণ ভাব্যমিতিভাবঃ। অত্র শ্রুতিঃ পৃচ্ছতি—কিমাত্মক ইতি। স্বয়মুত্তরয়তি—জ্ঞানাত্মক ইত্যাদিনা। জ্ঞানাত্মকশ্চিদেকধাতুঃ। কিং নির্বিশেষা চিৎ? তত্রাহ, ঐশ্বর্য্যেতি, স্বানুবন্ধিষড়ৈশ্বর্য্য

ভঙ্গ হইলে তৃতীয় বিশুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃতদেহপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ভগবৎসেবাধিকার লাভে তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে।" ("আত্মতত্ত্বজ্ঞান পরমাত্মদর্শনের দীপসদৃশ।) তদ্দ্বারা জন্মাদি বিকারশূন্য, পূর্ণ, অচল, সর্ব্বতত্ত্বসম্পন্ন ও বিশুদ্ধসত্ত্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তখন আর কোন দুঃখ-শোকাদি থাকিতে পারে না, এবং সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে বিমুক্তি হয় ॥ ১১ ॥

ইত্যর্থঃ। ষট্সু ভাগেষু ঐশ্বর্য্যশব্দপ্রয়োগাৎ। ঐশ্বর্য্যাণি চৈতানি তত্র কুতস্তত্রাহ,—শক্ত্যাত্মকশ্চেতি। শক্তিরত্র পরাখ্যা, তস্যা এব বহ্ন্যুষ্ণতাবৎ স্বানুবন্ধিত্বাৎ। তথাচ জ্ঞানৈশ্বর্য্যপরাত্মকভগবানেব মূর্ত্তিরিতি। ইতি শব্দো, হেতৌ—বস্তুন এব ঐবম্বিধ্যাৎ। সর্ব্বজ্ঞা বয়ং শ্রুতয়ো ভগবন্তমেবাচিন্ত্যস্বানুবন্ধিশক্ত্যা বুদ্ধ্যাদিমন্তং লক্ষয়ামহে—পশ্যাম ইত্যর্থঃ। অভিনয়েনাহ—বুদ্ধিমানিত্যাদি। অগূঢ়ার্থমন্যৎ; হরিবংশেঽপি কৃষ্ণং প্রত্যেবমুক্তং দুর্বাসসা—"বেদান্তে প্রথিতং তেজস্তব চেদং বিভাব্যতে। যেন বিজ্ঞানতৃপ্তাস্তু যোগিনো বীতকল্মষাঃ॥ পশ্যন্তি হৃৎসরোজে হি তদেবেদং বপুঃ প্রভো। বেদৈর্যৎ কীর্ত্ত্যতে তেজো ব্রহ্মেতি প্রবিভজ্য বৈ॥ তদেবেদং বিজানেঽহং রূপমীশনশ্বরেতি।" এবমাত্মবত্ত্বাদেব ভগবদ্বিগ্রহস্য নিত্যত্বমসন্দেহমাপাদ্য তত্র দুর্ধিয়াং শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ,—তদেবমিতি। বৈষ্ণবাদীতি বিষ্ণুপুরাণস্য পঞ্চমেঽংশে পঠ্যতে,—"চংক্রম্যমাণৌ তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃতাসনম্। দদৃশাতে মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্॥ নিষ্ক্রম্য সমুখাৎ তস্য মহানাগো ভুজঙ্গমঃ। প্রযযাবর্ণবং সিদ্ধৈস্তূয়মানো মহোরগৈঃ॥ গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি। তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥ অর্জ্জুনোঽপি তদন্বিষ্যকৃষ্ণরামকলেবরে। সংস্কারং লভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥ অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণী প্রমুখাস্তু যাঃ। উপগুহ্য হরের্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥" রেবতী চৈব রামস্য দেহমাশ্লিষ্য সত্তম। বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং তৎসঙ্গাদতিশীতলম্" ইতি। এবমেব মৌষলেয়পর্ব্বণি—"ততঃ শরীরং রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ। অন্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ" ইতি। অর্জ্জুন

এক্ষণে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে যে, পুরুষোত্তমের যে স্বরূপের ও গুণাদির বিজ্ঞানে মুক্তিলাভ হইবে, সেই স্বরূপ কি, সেই গুণই বা কি কি, এবং উহারা কি প্রকার?—উহার উত্তর এই—বিজ্ঞানানন্দই শ্রীপুরুষোত্তমের স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ; নিত্যবিজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ বলিলে, যাহা বুঝায়, তাহাই তিনি। "বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই যজমান সম্বন্ধে কর্ম্মফল প্রদান করেন।" "ব্রহ্মবস্তুকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াই জানিবেন।" "তিনি রসস্বরূপ।" ইত্যাদি বেদবাক্যই উহার প্রমাণ। তাঁহার ঐ স্বরূপই তাঁহার বিগ্রহ, অর্থাৎ তিনি যেমন জ্ঞানানন্দস্বরূপ, তাঁহার শরীরও তেমন জ্ঞানানন্দস্বরূপ জানিতে হইবে। তাঁহার স্বরূপ হইতে তাঁহার

ইতি প্রকরণাদ্বোধ্যম্। শ্রীভাগবতে চৈবম্—"যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাবজঃ। কণ্টকং কণ্টকেনৈব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্॥ যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষয়িতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্" ইতি প্রথমে—"হরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ" ইতি তৃতীয়ে চ। পঞ্চমাংশবন্মৌষলবচ্চৈকাদশেঽপ্যন্তিমং চরিতমভিহিতম্। এবং ষোড়শ-রাজকীয়ে রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয়েতি দাশরথেরপি নারদেন তদুক্তম্। এষু বাক্যেষু ভগবদ্বিগ্রহস্য বিনাশোক্তেরনিত্যত্বং প্রস্ফুটমিতি দুর্ধিয়ো বদন্তি তন্নিরাকরোতি তত্ত্বিতি। লোকে বৈরাগ্যায় মায়য়ৈব তথা ভগবতা প্রত্যায়িতম্। আসুরপ্রকৃতিভিস্তদ্যথাবদেব গৃহীতম্। ঐন্দ্রজালিকঃ খলু স্বরূপেণ স্থিত এব স্বস্য ছেদাদিকং প্রত্যায়য়ন্ দৃষ্টঃ কিমুত মহামায়ী পরেশঃ স ইতি। কুতস্তৎ প্রত্যয়নং মায়িকমিত্যত্র হেতুমাহ রাজন্নিতি। বক্ষ্যমাণং হরের্নির্য্যাণং শ্রুত্বা তদেকান্তী পরীক্ষিৎ অতিখিন্নোঽভূদিতি তস্য মায়িকত্বং তাবদাহ। হে রাজন্ তনুভৃতঃ মনুষ্যস্যেব যা জননাপ্যয়েহা উৎপত্তি-মরণরূপা চেষ্টা পরস্য ময়া বর্ণিতা তৎ নটস্য ঐন্দ্রজালিকস্য ইব মায়াবিড়-ম্বনমিত্যবেহীতি ন তৎ শ্রুত্বা ত্বয়া খিন্নেন ভাব্যমিতিভাবঃ। ইতঃ প্রাক্ চ মৌষলচরিতমেতন্মায়িকমেবেত্যুক্তং দারুকং প্রতি ভগবতা—"ত্বন্তু মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠ উপেক্ষকঃ। মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ" ইতি। আদিনা স্কান্দবাক্যঞ্চ—"অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এব চ। বিদ্ধোঽসৃগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে। অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়-ত্যেষ সুরেষ্বপি। মানুষান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চনেতি। অবিজ্ঞায় পরং

শরীর অতিরিক্ত বস্তু নহেন। ভগবানও যদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও তদাত্মিকা। শ্রুতিতেই এই বিষয়ের প্রশ্নপূর্ব্বক মীমাংসা দেখা যায়, যথা—"ভগবান্ কিমাত্মক ?"—ভগবান্ জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক ও শক্ত্যাত্মক। জ্ঞানাত্মক শব্দের অর্থ চিদেকধাতু, অর্থাৎ ভগবান্ চিন্ময় পদার্থ। ভগবান্ যদি চিন্ময় পদার্থ হইলেন, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই যদি বিশেষ্য হইল, উহা যদি ভগবানের বিশেষণ অর্থাৎ ধর্ম্ম না হইল তাহা হইলে, তিনি নির্বিশেষ অর্থাৎ বিশেষণরহিত পদার্থই হইলেন। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না, তিনি তদ্রূপ নহেন। তিনি, জ্ঞানাত্মক হইয়াও ঐশ্বর্য্যাত্মক। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যাত্মক বলিবার কারণ এই, তাঁহার এমন অংশ নাই, যাহা ঐশ্বর্য্যময় নহে। তাঁহার ঐ

দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্। আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়ম্” ইতি চ। নারায়ণীয়বাক্যঞ্চ—“এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ॥ মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি” ইতি। নশ্যেয়মদৃশ্যঃ স্যামিত্যর্থঃ। বারাহবাক্যঞ্চ—“ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মেদমজ্জাস্থিসম্ভবা। ন যোগিত্বা-দীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুঃ” ইতি। মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতং তস্য রূপং ন, কিন্তু ঈশ্বরত্বান্নিত্যমেব তদিত্যর্থঃ। নির্য্যাণচরিতং মায়িকমেবেতি স্ফুটয়িতুং তত্র তত্রাপ্যন্ত এবমুক্তম্ ; তত্র বৈষ্ণবে—“নাতিক্রান্তমলং ব্রহ্মংস্তদদ্যাপি মহো-দধিঃ। নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ” ইতি। একাদশে চ—“দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ। বর্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্-ভগবদালয়ম্॥ নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ” ইতি। রাজন্নিত্যতঃ প্রাক্ স্বতনুমদগ্ধ্বা তয়ৈব স্বধাম বিশতঃ কৃষ্ণস্য তু সৌদামিন্যা ইব গতির্দৈবৈ-র্নালক্ষ্যেতি তদনন্তরং গুরুপুত্রানয়নাদিকথনেন স্বতনুরক্ষণে কৈমুত্যং দর্শিতঞ্চ ; উদ্ধবস্ত্বেবং স্ফুটমাখ্যৎ, “আদায়ান্তরধাদ্ যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনমিতি তৃতীয়ে। শ্রীরঘুপতেস্তু নির্ধাণে দ্বিভুজস্যৈব তস্য চতুর্ভুজত্বমবিভ্রদিত্যুক্ত-মুত্তরকাণ্ডে—“যামিচ্ছসি মহাবীর্য্য তাং তনুং প্রবিশ স্বকাম্। পিতামহবচঃ শ্রুত্বা বিনিশ্চিত্য মতিং ততঃ। বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ” ইতি। ষোড়শরাজকীয়ন্তু পুত্রশোকনিবৃত্তিফলকপ্রপঞ্চানিত্যত্বনিবেদনফলকমেব তদন্তঃ পঠিতম্। দাশরথেস্তত্ত্বমসম্ভবাদেবান্তর্ধানপরং প্রপঞ্চত্যাগপরং বা ভাবীতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্ ॥১২॥

ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বিভূতিও আহার্য্য নহে ; উহা তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী, স্বরূপের অনুরূপ। তাঁহার ঐশ্বর্য্য জড়ময় নহে ; পরন্তু জ্ঞানময়। তাঁহার উক্ত জ্ঞানময় ঐশ্বর্য্যের মূল কি, তাহাই বলিতেছেন,—তিনি শক্ত্যাত্মক। তাঁহার শক্তিসকলই তাঁহার ঐশ্বর্য্য। বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাঁহার শক্তিসকল স্বরূপ হইতে অভিন্ন। তিনি ও তাঁহার শক্তি একই। এতদ্দ্বারা তিনি জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানময় হইয়াও নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানশক্তিসমন্বিত জ্ঞানগুণবিশিষ্ট, ইহাই বোধিত হইল। অপরাপর শ্রুতিও বলিতেছেন, “আমরা শ্রীভগবান্‌কে স্বরূপশক্তিদ্বারা বুদ্ধিমান্ মনোবান্ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ দেখিতেছি।” “সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ জানিবে।”

জ্ঞানানন্দবিগ্রহতা তু তস্য শ্রুতিমাত্রেণ গম্যা ন তু তর্কৈরচিন্ত্যালৌকিকবস্তুত্বাৎ। তদিদমভিহিতং ভগবতা সূত্রকারেণ—(৩।২।১৪)

নন্থ জ্ঞানানন্দয়োর্বিগ্রহত্বং যুক্তিবিরুদ্ধমিতি চেদোমিত্যাহ—জ্ঞানেতি, ন তু তর্কৈরিতি তর্কধর্ম্মৈকৈরনুমানৈরিত্যর্থঃ। তদিদমিতি জ্ঞানানন্দবিগ্রহত্বম্

"অর্দ্ধমাত্রাত্মক শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানানন্দমূর্ত্তি।" স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "বেদান্তে যে তেজোময় ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, সেই তেজোময় ব্রহ্মই তাঁহার মূর্ত্তি।" এই সকল প্রমাণদ্বারা, সত্যভূত ভগবদ্বিগ্রহের জড়ত্ব এবং জ্ঞানপরিণামবাদী মীমাংসককর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত জ্ঞানরূপত্ব থাকিলেও অচেতনত্ব, এই দুইটি বিরোধীপক্ষ খণ্ডিত হইল। যেহেতু ঐ সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ভগবদ্বিগ্রহ জড় নহে এবং উহার পরিণাম অর্থাৎ বিকার নাই। এইরূপে ভগবদ্বিগ্রহ যদি ব্রহ্মস্বরূপই হইল, উহা যদি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইল, তবে শ্রীবিষ্ণু-পুরাণাদিতে যে ঐ বিগ্রহের অন্যরূপ প্রতীতির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্থও অবশ্য অন্য প্রকার হইবে। অতএব ভগবান্ অসুরগণমোহনার্থ নিজ মায়াদ্বারা স্বয়ংই তাঁহার নিত্য শ্রীবিগ্রহের ধ্বংস প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই প্রকারই বুঝিতে হইবে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের শরীর সংস্কার করিয়াছিলেন, শ্রীভগবানের অষ্ট মহিষী তাঁহার অনুমৃতা হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল, এগুলি প্রকৃত ঘটনা নহে; শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নিজ মায়াদ্বারা প্রত্যায়িত অসুরগণের মিথ্যাপ্রতীতিমাত্র। এই প্রত্যয়নের অসুরমোহন ভিন্ন আরও একটি বিশেষ ফল আছে। শ্রীরামচন্দ্রাদিরও মৃত্যু হইল দেখিয়া লোকের সংসারে বৈরাগ্য-উৎপাদনই ঐ ফল। মহামায়াবী পরমেশ্বরের পক্ষে ঈদৃশ মায়াবিস্তারও বিচিত্র নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীহরির নির্য্যাণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া খিদ্যমান রাজা পরীক্ষিৎকে শান্তি প্রদানের নিমিত্ত ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছিলেন, "হে রাজন! পরমেশ্বরেরও যে মনুষ্যের তুল্য জন্ম-মরণাদি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সত্য নহে। উহা নটের ন্যায় মায়া-বিড়ম্বনই জানিবে"॥১২॥

"অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ," (৩।২।১৫) "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যম্" (৩।২।১৬) "আহ চ তন্মাত্রম্." (৩।২।১৭) দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে," ইত্যস্মিন্নধিকরণে তথৈব ভাষিতঞ্চ ॥১৩॥

অরূপেতি রূপং বিগ্রহস্তদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম নেত্যরূপবদিত্যুচ্যতে ; কুতঃ? তস্যৈব রূপস্য প্রধানত্বাদাত্মনো দ্বিভুজত্বাদি ধর্ম্মধর্ম্মিত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ রূপাভিন্নং ব্রহ্মেতি ননু ধ্যাতেন বিজ্ঞানানন্দেন ব্রহ্মণা, জড়দুঃখরূপত্বাৎ তদ্বিরুদ্ধা প্রকৃতির্নিবর্ত্তেতৈব জ্যোতিষৈব তিমিরং, তত্র বিগ্রহত্বং ব্যর্থমিতি চেৎ? তত্রাহ, প্রকাশেতি। প্রকাশৈকরসেসূর্য্যে যথা ধ্যানহেতুত্বাৎ বিগ্রহত্বম্ অব্যর্থং তথা জ্ঞানানন্দে ব্রহ্মণীতি। এবং ভাবে প্রমাণং দর্শয়তি—আহেতি। তমেব তন্মাত্রম্। মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে ইত্যমরঃ। তং বিগ্রহমেব যস্মাৎ পরমাত্মানমাহ শ্রুতিঃ—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥" ইত্যাদ্যা। ইহ পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদিধর্ম্মা বিগ্রহ এব ঈশ্বর ইতি স্ফুটম্। দর্শয়তীতি, "সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরোঽয়মাত্মা গোপালঃ" ইতি শ্রুতিঃ, "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" ইতি স্মৃতিশ্চ পরমাত্মানং বিগ্রহং বদতি। তস্মাদ্ বিগ্রহত্বং প্রামাণিকম্। সূত্রাভ্যাং ব্যতিহারো লব্ধঃ ॥১৩॥

ভগবানের ঐ শরীর যে জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ, তাহা কেবল শ্রুত্যাদিশাস্ত্রমাধ্যমে জানিতে হইবে, তর্কদ্বারা নহে ; কারণ যাহা লৌকিক, যাহা চিন্তার বিষয়ীভূত, তাদৃশ বস্তুই তর্কদ্বারা বিদিত হইতে পারা যায়। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ অলৌকিক বলিয়া চিন্তার অবিষয়, অতএব তাহা কখনই তর্কগম্য হইতে পারে না। বেদান্ত-সূত্রকার মহর্ষি বেদব্যাস তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের একটি অধিকরণে এইরূপই বলিয়াছেন ; যথা—"ব্রহ্ম বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ। যেহেতু তাঁহার ঐ রূপই প্রধান, অর্থাৎ উহা বিভুত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী আত্মা। আত্মাই ব্রহ্মের বিগ্রহ। অতএব আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মবিগ্রহ হইতে অনতিরিক্ত ॥" প্রকাশবিশিষ্ট রবির ন্যায় ব্রহ্মেরও বিগ্রহবিশিষ্টত্ব ব্যর্থ হয় না। যেরূপ প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যের ধ্যানার্থ বিগ্রহস্বীকার সঙ্গত হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরও ধ্যানের নিমিত্ত বিগ্রহস্বীকার যুক্তই হইতেছে। বিগ্রহ-

পরমাত্মজিজ্ঞাসোস্তু তর্কোঽনুপাদেয় এব। কঠে "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেন সুজ্ঞানায়প্রেষ্ঠ," মহাভারতে "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ॥" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিভ্যঃ। ননু 'মন্তব্যঃ' ইতি তর্কাভ্যুপগমঃ, সত্যং, বেদান্তার্থানুগুণোঽসৌ ন নিবার্য্যতে, কূর্ম্মঃ পুঃ।—"পূর্ব্বোত্তরাবিরোধেন কোঽত্রার্থোঽভিমতো ভবেৎ। ইত্যাত্মমূহনং তর্কঃ, শুষ্কতর্কন্তু বর্জয়েৎ" ইত্যাদি স্মৃতেঃ॥১৪॥

পরমাত্মেতি। নৈষেতি কাঠকে। প্রেষ্ঠ নচিকেত এষা ব্রহ্মোপাসনযোগ্যা মতিস্ত্বয়া তর্কেণ নাপনেয়া ন ঘটনীয়া; অন্যেন বৈদিকেন গুরুণা প্রোক্তা উপদিষ্টা সতী সুজ্ঞানায় ব্রহ্মানুভবায় ভবিষ্যতি। অচিন্ত্যা ইতি ভারতে। নন্বিতি। অসৌ তর্কঃ। পূর্ব্বোত্তরেতি কৌর্ম্মে॥১৪॥

ব্যতিরেকে ধ্যানই হইতে পারে না; কারণ, বিগ্রহই ধ্যানের হেতু। বিরহিণী নিজ কান্তকে ধ্যান করে, ইত্যাদি স্থলে ধ্যান বিগ্রহবিষয়েই দৃষ্ট হইয়া থাকে।" শ্রুতিতে বিগ্রহকেই পরমাত্মা বলিয়া থাকেন, অতএব ব্রহ্মের বিগ্রহত্ব প্রামাণ্যই হইতেছে। গোপালতাপনীতে ব্রহ্মকে সৎপুণ্ডরীকনয়ন, নবীননীরদশ্যাম, বিদ্যুদ্বসন, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত ও বনমালাধারী ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই স্থলে পুণ্ডরীকাক্ষত্বাদি-ধর্ম্মযুক্ত শ্রীবিগ্রহই ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছেন। স্মৃতিতেও উল্লেখ আছে যে, "পরমেশ্বরে দেহ-দেহিভেদ নাই। ঈশ্বরের দেহ ও দেহি-ঈশ্বর একই বস্তু।" এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই আত্মার বিগ্রহরূপত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ গোপাল কিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে যে শ্রুতি পরিব্যক্ত হয়, তাহাতে পরমাত্মাকেই বিগ্রহস্বরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্রৈকরসময়মূর্ত্তি। সূত্রদ্বয়েও বিগ্রহই আত্মা, আত্মাই বিগ্রহ এইরূপ ব্যতিহার অর্থাৎ অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব শ্রুত্যাদি প্রমাণগম্য অবিচিন্ত্য অর্থে তর্কের অনবকাশ হেতু আত্মার বিগ্রহত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত॥১৩॥

বিশেষতঃ পরমাত্মজিজ্ঞাসুসম্বন্ধে তর্ক যে উপাদেয় (সুসঙ্গত) নহে, তাহার প্রমাণ কঠোপনিষদ হইতে জানা যায়, যথা—"হে নচিকেত, তুমি

তদেবং জ্ঞানানন্দবিগ্রহানতিরেকি তস্য স্বরূপং সিদ্ধম্। গুণাশ্চ সত্যকামত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদয়ো জ্ঞানানন্দাদয়শ্চানন্তাস্তেঽপি স্বরূপান্নাতিরিচ্যন্তে। (ছান্দোগ্য) "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইতি চ। এবমাদিশ্রবণাৎ। "যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি", "ব্রহ্মণস্তদ্গুণানাঞ্চ ভেদদর্শ্যধর্ম্মং তমঃ," (কঠে ২।৪।১৪ ভেদাভেদ-প্রদর্শী তু মধ্যমন্ত তমো ব্রজেৎ।" ইত্যাদিষু গুণাতিরেকদর্শিনো বিগর্হিতত্বশ্রবণাৎ। অতএব "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি তদন্যৎ প্রতিষিদ্ধম্ ॥১৫॥

গুণান্ প্রমাণয়তি এষ ইতি ছান্দোগ্যে। বিজিঘৎসঃ বুভুক্ষারহিতঃ। গুণানাং স্বরূপানতিরেকং প্রমাণয়তি যথেতি কাঠকে। পর্ব্বতেষু বৃষ্টমুদকং যথা দুর্গে নিম্নস্থানে বিধাবতি এবং ব্রহ্মণঃ ধর্ম্মান্ ততঃ পৃথক্ পশ্যন্ জনস্তান্ প্রসিদ্ধান্ নরকান্ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণস্তদিতি। অতএবেতি। তদন্যৎ স্বরূপভিন্নং বিগ্রহগুণাদি প্রতিষিদ্ধং শ্রুত্যৈব নিবারিতম্ ॥১৫॥

কখনই তোমার ব্রহ্মোপাসনোপযোগিনী বুদ্ধিকে তর্কদ্বারা বিনষ্ট করিবে না; কারণ সদ্গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে তোমার ঐ মতি ব্রহ্মানুভব-নিমিত্তা হইবে।" "যে সকল বিষয় অচিন্ত্য, তাহাতে তর্ক যোজনা করা বিধেয় (উচিত) নহে।"—ইত্যাদি বাক্যে তর্ক স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা তার্কিকের শুষ্ক তর্ক নহে। বেদান্তার্থের অনুগুণ অনুকূল তর্ক-স্বীকার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ তর্ক আমরাও নিষেধ করি না। স্মৃতিতে উক্ত আছে,—দুইটি আপাতবিরোধিবাক্য দৃষ্ট হইলে উহাদের কোন্‌টি অভিমত হইবে, অথবা উহাদের কিরূপ সমন্বয় করিতে হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য তর্ক বিধেয়। শাস্ত্রে যে তর্ক-বর্জ্জনের উল্লেখ আছে, উহা শুষ্ক তর্ক সম্বন্ধেই জানিতে হইবে ॥১৪॥

এইরূপে জ্ঞানানন্দবিগ্রহ হইতে অভিন্ন শ্রীভগবানের স্বরূপ সিদ্ধ হইল। অতঃপর সত্যকামত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব এবং জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি

"জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥" ইত্যত্র ধর্ম্মাণামপি ধর্ম্মিশব্দবাচ্যতা স্মৃতা। অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাভ্ভৃতভূতসর্গঃ। (ভাঃ ১০।১৪।৭) "গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য" ইত্যাদিষু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মানতিরেকঃ স্মর্য্যতে। এব-

---

গুণগুণিনোর্ব্যতিহারমভেদমাহ—জ্ঞানশক্তীতি ষষ্ঠে ব্যাখ্যাস্যতে। গুণাত্মন ইতি শ্রীদশমে ব্রহ্মবাক্যম্। তদিদং গুণগুণিনোরদ্বৈতম্। উভয়েতি—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইতি দ্বিবিধশ্রুতিবচনাৎ বিজ্ঞানানন্দরূপং ব্রহ্ম বিজ্ঞানানন্দীতি মন্তব্যম্। যথা কুণ্ডলাত্মনঃ অহেঃ কুণ্ডলং বিশেষণং তদ্বৎ ॥১৬॥

অনন্ত গুণসকলও যে ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"আত্মা পাপরহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত, শোকরহিত, বুভুক্ষারহিত, পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।" "যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, যাঁহার তপস্যা অর্থাৎ আলোচনা জ্ঞানময়।" "ব্রহ্মের আনন্দ বিজ্ঞাত হইলে কোন ভয়ই থাকে না।" বিশেষতঃ "যেরূপ পর্ব্বতে পতিত বৃষ্টির জল নিম্নস্থানে গমন করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার ধর্ম্মকে পৃথক্ দর্শন করিলে জীব অধোগমন করে" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণের ভেদদর্শী ব্যক্তি অধম নরকে, আর ভেদাভেদদর্শী মধ্যম নরকে গমন করে" ইত্যাদি স্মৃতিতে শ্রীভগবান্ হইতে তাঁহার ধর্ম্মের ও গুণের ভেদদর্শীর যখন নরকপাত পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে, তখন ব্রহ্মের ধর্ম্মাদি যে তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে, তাহাই স্থির করিতে হইবে। অতএব "ইহ সংসারে ব্রহ্মভিন্ন নানা বস্তু কিছুই নাই, এই শ্রুত্যর্থই প্রবল হইল। ঐ শ্রুতিতে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুই যদি না থাকিল, তবে ব্রহ্মাতিরিক্ত বিগ্রহাদিও অসম্ভব হইল ॥১৫॥

স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"হেয় গুণ ব্যতীত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজশব্দসকল ভগবচ্ছব্দবাচ্য।" এস্থলে ধর্ম্মসকলের ধর্ম্মিশব্দ বাচ্যতা সিদ্ধ হইল। "শ্রীভগবান্ অনন্তকল্যাণগুণাত্মক,

মভেদেঽপি ভেদব্যপদেশো জলকল্লোলবৎ দ্রষ্টব্যঃ। তদিদমভিহিতং ভগবতা সূত্রকারেণ, (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৮)—উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎইত্যস্মি" ন্নধিকরণে ॥১৬॥

নন্নু সচ্চিদানন্দবিগ্রহানতিরেকি ভগবতঃ স্বরূপং জ্ঞানানন্দাদয়ো গুণাশ্চতস্মান্নাতিরিচ্যন্ত ইতি স্বরূপতো গুণতশ্চ নির্ভিন্নং তত্ত্বমিতি নোপযুক্তম্। সচ্চিদানন্দশব্দানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদেন তদ্বাচ্যানাং সচ্চিদানন্দানাং ভেদস্যাবশ্যকত্বাৎ ইতি চেৎ, মন্দমেতৎ—অচিন্ত্যে-

---

ইহ শাব্দিকাস্তার্কিকাশ্চ শঙ্কান্তে—নন্বিতি। নির্ভিন্নমিতি অভিন্নমিত্যর্থঃ—নির্নিশ্চয়নিষেধয়োরিত্যমরঃ; সচ্চিদানন্দশব্দানামিতি। যথা গোঘটাদিশব্দানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাৎ তদ্বাচ্যানাং ভেদস্তদ্বৎ। ইতি চেদিতি—"পক্ষান্তরে চেদিতি চ" ইত্যমরঃ। নিরস্যতে মন্দমিতি। পরমং সশ্রীকং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম, অত্রার্থে ব্যাসসম্মতিমাহ—যথাহেতি। শ্রুতেস্ত্বিতি। নেত্যনুবর্ত্ততে।

তাঁহার নিজশক্তির লেশ হইতেই এই অদ্ভুত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।" "তুমি গুণাত্মক হইলেও তোমার গুণের পরিমাণ করিতে কে সমর্থ?" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যদ্বারা ধর্ম্মী ভগবান্ হইতে ধর্ম্মের অভেদত্ব সুব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্ম ও তদীয় গুণসকল স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জল ও তরঙ্গের ন্যায় উহাদের ভেদ-ব্যবহার বুঝিতে হইবে। ভগবান্ সূত্রকারও "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ" এই অধিকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন,—"ব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হইয়াও জ্ঞান ও আনন্দধর্ম্মবিশিষ্ট; অহিকুণ্ডলকে উহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে। সর্পই কুণ্ডলাত্মক হইলেও যেরূপ কুণ্ডলকে সর্পের বিশেষণরূপে গণ্য করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাত্মক হইলেও জ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্মের বিশেষণ অর্থাৎ গুণ বা ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে" ॥১৬॥

এই স্থলে তার্কিকেরা আশঙ্কা উত্থাপন করেন যে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বই শ্রীভগবানের স্বরূপ; জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ তাঁহার ঐ স্বরূপ হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ ভেদরহিত, এই সিদ্ধান্ত কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তাঁহাদের উক্ত আশঙ্কার মূলই সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি শব্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই শব্দত্রয়ের মিলনে সচ্চিদানন্দ পদ নিষ্পন্ন। ঐ তিনটি শব্দের কোনটি

ত্বলৌকিকেঽর্থে যুক্তেরনবতারাৎ; পরমং তত্ত্বং খলু তর্কগোচরং ন ভবতি, "নৈষা তর্কেণ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ; কিন্তু শ্রুত্যেকগম্যমেব তৎ, যথাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ, (২।১।২৭)—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি ॥১৭॥

দেহদেহিভাবেন গুণগুণিভাবেন ভাতমপি ব্রহ্ম স্বগতভেদেনাপি নোপেতম্ কুতঃ? "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি তথৈব শ্রুতেঃ। ননু বাধিতং শ্রুতিঃ কথং ব্রূয়াৎ? তত্রাহ—শব্দেতি। শব্দমূলত্বাৎ শব্দৈকপ্রমাণত্বাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টঞ্চেদং মন্ত্রৌষধাদিষু ॥১৭॥

কাহারও পর্য্যায়, অর্থাৎ অর্থের বাচক নহে, কারণ উহাদের প্রত্যেকের অর্থ ভিন্ন। যে শব্দটির যাহা অর্থ, সেই শব্দটি অবশ্য তদর্থবিশিষ্ট। ঐ বিশেষ অর্থটি বুঝাইবার নিমিত্তই—ঐ শব্দটির প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব ঐ অর্থই ঐ শব্দের প্রয়োগের হেতু। এইরূপে যদি অর্থভেদদ্বারা প্রবৃত্তিনিমিত্তের ভেদ স্থির হইল, তবে ঐ তিনটি শব্দদ্বারা যে তিনটি পদার্থ বোধিত হইবে, তাহারাও অবশ্যই ভিন্ন হইবে। এইরূপ যুক্তিদ্বারা তার্কিকগণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদপক্ষ অনুপযুক্তই বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলা যায় না। কারণ, অচিন্ত্য অলৌকিক বিষয়ে ঐরূপ যুক্তির প্রয়োগই হইতে পারে না। পরমেশ্বরতত্ত্ব তর্কের বিষয়ীভূত হয়েন না। তদ্বিষয়ক "নৈষা তর্কেণ" প্রভৃতি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের তত্ত্ব কেবল শ্রুতিমাত্র-প্রমাণদ্বারা বিদিত হইবে। ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মের অলৌকিকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, বিরুদ্ধ বিবিধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব প্রভৃতির শ্রুতিদ্বারাই সমাধান করিতে হইবে. তদ্বিষয়ে তর্কের প্রয়োগ হইতে পারে না; কারণ, অবিচিন্ত্য বিষয়ে শ্রুতিশব্দই একমাত্র প্রমাণ। ফল কথা,—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিনটিই প্রমাণ। তন্মধ্যে মায়ামুণ্ডাবলোকাদিস্থলে, ইহা চৈত্রের মুণ্ড, এইরূপ প্রতীতিতে প্রত্যক্ষের ব্যভিচার দেখা যায়। আবার, বৃষ্টিদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও অধিকতর ধূম উঠিতে দেখিয়া লোকে পর্ব্বতাদিতে বহ্নির অনুমান করিতে পারে; তাদৃশ স্থলে অনুমানের ব্যভিচার ঘটিতেছে। কিন্তু শব্দের কোথাও ব্যভিচার

স্বগতভেদোঽপি তত্র নেত্যভিপ্রেত্যাহ শ্রুতিঃ— "নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি", স্মৃতিশ্চ (নাঃ পঃ)—"নির্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রকর পাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা ॥" ইতি। তথাপি বৈদূর্য্যবদচিন্ত্যেন বিশেষমহিম্না তৈঃ শব্দৈর্ব্যবহারো বিদুষামপি নির্বাধঃ। ন চৈবং ভেদাভেদৌ স্যাতাং নিষেধবাক্যব্যাকোপাৎ। তস্মাৎ "অবিচিন্ত্যত্বমেব" শরণমিতি সন্তোষ্টব্যম্ ॥১৮॥

উক্তং স্বগতভেদাভাবং স্ফুটয়তি স্বগতেতি। নেহেতি। ইহ পরমাত্মনি যৎ কিঞ্চন বিগ্রহাদিকমস্তি তৎ নানা ততঃ ভিন্নং নাস্তি কিন্তু তৎস্বরূপানুবন্ধি অস্তীত্যর্থঃ। নানানেকোভয়ার্থয়োরিত্যমরশ্রীধরৌ। নির্ব্বিশেষত্বে বিবক্ষিতে নেহ কিঞ্চনাস্তীতি ব্রূয়াৎ॥ নির্দোষেতি নারদপঞ্চরাত্রে দৃষ্টম্। মৌগ্ধ্যাদিদোষশূন্যঃ, সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণপূর্ণো বিগ্রহো যস্য স পরমাত্মা। কিং মায়িনামিব বিশুদ্ধসত্ত্বরূপস্তস্য বিগ্রহস্তত্রাহ,—নিশ্চেতনেতি। চিদ্বিগ্রহশ্চিদ্গুণকত্বেন বিশেষাৎ বিভাত ইত্যর্থঃ। কিং সাংখ্যাদীনামিব চিদেকধাতুস্তত্রাহ,—আনন্দেতি। চিদানন্দ-

---

দেখা যায় না। অধিকন্তু উহা প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের ভ্রম নিষেধ করিয়া উহাদের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে এবং উহাদের অগম্য গ্রহ-চেষ্টাদিস্থলে সাধকতমরূপেই দৃষ্ট হয়। অতএব শব্দপ্রমাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্থির হইতেছে। ঐ শব্দ অর্থাৎ বেদাত্মক শব্দই ব্রহ্মের প্রমাপক। কারণ, বেদশব্দ স্বতঃসিদ্ধ, অলৌকিক ও নির্দ্দোষ। বেদই বলেন, "অবেদবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানে অসমর্থ" ॥১৭॥

ঈশ্বরে স্বগতভেদও নাই, এই অভিপ্রায়ে শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, "এই ব্রহ্মে কিছুই নানা নাই।" পরমাত্মাতে যে বিগ্রহাদি আছে, তাহাও তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। নারদপঞ্চরাত্র নামক স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর মুগ্ধত্বাদিদোষশূন্য, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-গুণপূর্ণবিগ্রহ আত্মতন্ত্র, জড়শরীরধর্ম্মরহিত, আনন্দকর, আনন্দপাদ, আনন্দবদন, আনন্দোদরাদি ও সর্ব্বত্র স্বগতভেদবিবর্জ্জিত; মানবে মুগ্ধত্ব (ভ্রান্তত্ব) প্রভৃতি বিবিধ দোষ দেখা যায়; কিন্তু পরমেশ্বরে তাহা নাই; তিনি সদা (যখন মুগ্ধের ন্যায় প্রতীত হয়েন, তখনও) সত্যজ্ঞানসমন্বিত, যেহেতু তিনি সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণে পরিপূর্ণ। তিনি

বিগ্রহ ইত্যর্থঃ। কিং ত্রিদণ্ডিনামিব দেহদেহিভেদবান্ ? তত্রাহ—সর্ব্বত্রেতি। দেহদেহিভাবে গুণগুণিভাবেঽপি সতি স্বগতভেদেনাপি শূন্য ইত্যর্থঃ। আম্রো নিম্বো নেতি স্বজাতীয়ঃ ; আম্রোঽশ্মা নেতি বিজাতীয়ঃ ; আম্রমুকুলমাম্রো নেতি স্বগতশ্চভেদঃ। তথাপীতি। বৈদূর্য্যান্নীলপীতাদয়ো গুণা অভিন্না এব যথা মিথো ভিন্না ব্যবহ্রিয়ন্তে, তথা সদ্রূপাৎ ব্রহ্মণো বিজ্ঞানানন্দৌ সার্ব্বজ্ঞ্যাদয়ো গুণাশ্চাভিন্না এব ভেদেন ব্যবহ্রিয়ন্তে বিশেষাদিত্যর্থঃ। নিষেধকেতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্নিত্যাদিশ্রুত্যর্থবাধাপত্তেরিত্যর্থঃ ॥১৮॥

জীবের ন্যায় প্রকৃত্যাদির অধীন নহেন, সদা (ভক্তাধীনরূপে প্রকাশের কালেও) স্বাধীন। তিনি সদা (নিরাকার স্বরূপে অনুভবের কালেও) শরীরধারী, কিন্তু তাঁহার ঐ শরীরে জড়শরীরের ধর্ম নাই ; কারণ উহা চিন্ময় শরীর। সাঙ্খ্যেরাও কেহ কেহ প্রকারান্তরে পরমেশ্বরের চিন্ময়শরীর স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সাঙ্খ্যস্বীকৃত শ্রীবিগ্রহ এবং এই শ্রীবিগ্রহে প্রভূত প্রভেদ। সাঙ্খ্যস্বীকৃত শ্রীবিগ্রহ চিদেকধাতু, অর্থাৎ তাঁহাতে চিদ্ধর্ম্ম ভিন্ন আনন্দাদির ভাব প্রকাশ পায় না, কিন্তু অত্রত্য শ্রীবিগ্রহ আনন্দময়। ঐ বিগ্রহের সর্ব্বদিক্ই আনন্দ। শ্রীবিগ্রহের হস্ত, পদ, মুখ ও উদর প্রভৃতি প্রত্যেক অবয়বই ঘন আনন্দ। এরূপ হইলে উক্ত শ্রীবিগ্রহে যে স্বগতভেদ নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ইহ সংসারে বস্তুমাত্রের ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ ত্রিবিধ ভেদ যথা, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। আম্রবৃক্ষের সহিত তৎসজাতীয় নিম্ববৃক্ষের যে ভেদ, তাহাই স্বজাতীয় ভেদ। উহার সহিত প্রস্তরাদি বিজাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহাকেই বিজাতীয় ভেদ বলা হয়। আর, আম্রবৃক্ষের অবয়বভূত শাখা-প্রশাখা-মুকুলাদির যে পরস্পর ভেদ, তাহারই নাম স্বগতভেদ। পরমেশ্বরের উক্ত ত্রিবিধ ভেদের কোন ভেদই নাই। তিনি বা তাঁহার শক্তি ভিন্ন বস্ত্বন্তরই যখন নাই, তখন তাঁহাতে স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ ত থাকিতেই পারে না। অতঃপর তাঁহার শ্রীবিগ্রহেরও প্রত্যেক অবয়বই যখন জ্ঞানানন্দময়, তখন তাঁহাতে স্বগতভেদও অসম্ভব হইল। এইরূপে তাঁহাতে কোন ভেদই না থাকিলেও যে ভিন্ন বস্তুর বোধক শব্দের ন্যায় জ্ঞান, আনন্দ, হস্ত ও পদ প্রভৃতি ভিন্ন শব্দের ব্যবহার, তাহা অচিন্ত্য

বিশেষস্ত্ববশ্যং স্বীকার্য্যঃ। **স চ ভেদপ্রতিনিধির্ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারস্য, সত্যাদিশব্দাপর্য্যায়তায়াশ্চ নির্বর্ত্তকঃ। ইতরথা "সত্তা সতী" ভেদো ভিন্নঃ, কালঃ সর্ব্বদাস্তি, দেশঃ সর্ব্বত্রেত্যব্যবাধিতব্যবহারানুপপত্তিঃ। পরেষামপ্যাবশ্যকস্তৎস্বীকারঃ। ইতরথা "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম," (তৈঃ ২।১) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদিষু স্বরূপমাত্রবোধকানাং বিজ্ঞানাদিশব্দানাং পর্য্যায়তাপত্তিঃ। ভ্রমাধিষ্ঠানত্বাদিনা চৈতন্যস্য সর্ব্বদা ভানেঽপি তদভিন্নানন্দাদেরিদানীমপ্রকাশানুপপত্তিশ্চ। স্বভাবস্তু বিশেষাত্মা ॥১৭॥**

নির্ভেদেঽপি বস্তুনি বিশেষবলেন গুণগুণিভাবমাপাদ্য তং বিশেষমন্যান্ গ্রাহয়িতুমাহ,—বিশেষস্ত্বিতি। অনিচ্ছদ্ভিরপি সর্ব্বৈরিত্যর্থঃ। সত্যাদিশব্দেতি। নির্ভেদেঽপি ব্রহ্মণি বিশেষাৎ সত্যত্ব্যাদিগুণভিন্নে ভিন্নবাচ্যবাচিত্বাৎ সত্যাদিশব্দানামপর্য্যায়াত্মকত্বং সিধ্যেৎ। একবাচ্যবাচিত্বং খলু পর্য্যায়ত্বম্। যে তু অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা সত্যাদিশব্দৈর্নির্গুণমেকং বস্তু প্রাহুঃ কেবলাদ্বৈতিনস্তন্মতে তেষাং পর্য্যায়তা দুর্ব্বারা একবাচ্যবাচিত্বাদিতি ষষ্ঠে বিস্ফুটীকরিষ্যতে। ইতরথেতি। নির্ভেদে বস্তুনি গুণগুণিব্যবহারহেতোর্ব্বিশেষ-

---

বিশেষ স্বভাবের বলেই জানিতে হইবে। একই বৈদূর্য্যমণি হইতে যেমন নীল ও পীতাদি বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশ হয়, ব্রহ্মের জ্ঞানানন্দাদিও তদ্রূপই জানিবে। মণিতে যেরূপ নানবর্ণ প্রকাশিনী শক্তি আছে, ব্রহ্মেও তদ্রূপ নানাবির্ভাবসঙ্ঘটনপটীয়সী বিশেষ শক্তি আছে। ঐ 'বিশেষ স্বভাবই' স্বরূপতঃ অভিন্ন জ্ঞানানন্দ প্রভৃতিকে ভিন্নবৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বরূপতঃ অভিন্ন জ্ঞানানন্দাদির আবির্ভাবভেদদর্শনে ভেদাভেদ পক্ষও স্বীকার্য্য নহে, কারণ শ্রুতিতে ভেদদর্শীর নরকপাত বলিয়া ভেদপক্ষ স্বীকারের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্বরূপেরভেদ স্বীকার করিলে, ঐ সকল নিষেধবাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব অভেদবস্তুতে ভেদপ্রতীতিপক্ষে 'অবিচিন্ত্যশক্তির স্বীকারই' সঙ্গত হইতেছে। তদ্বিষয়ে অচিন্ত্যমহিমা স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইবে ॥১৮॥

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উক্ত বিশেষ সকলেরই স্বীকার্য্য হইতেছে। ঐ 'বিশেষ' ভেদের প্রতিনিধি। উহার দুইটি কার্য্য। প্রথম—

স্যানঙ্গীকারে সতীত্যর্থঃ। সত্তাস্তীত্যত্র সত্তায়াঃ সত্তাশ্রয়ত্বং বিশেষাদেব ভাসতে। ঘটঃ পটো ন ভবতীত্যত্র ঘটভেদঃ পটে প্রতীতস্তস্য পটাত্মকস্যাপি ঘটভেদবান্ পট ইতি পটাভেদেন প্রতীতির্বিশেষাদেব। কালঃ সর্ব্বদাস্তীতি কালস্য কালাধারত্বং দেশঃ সর্ব্বত্রেতি দেশস্য দেশাধারত্বং চ তস্মাদেবে-তার্থঃ। পরেষামিতি কেবলাদ্বৈতিনাম্। ইতরথেতি। বৈশিষ্ট্যাপত্তিভয়াদ্ গুণাবভাসকং বিশেষমস্বীকৃত্য শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ বিনৈব প্রবৃত্তিনিমিত্তানি বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্বিজ্ঞানাদিস্বরূপে ব্রহ্মণি নিগদিতে সতীত্যর্থঃ। দোষান্তর-মাহ ভ্রমাধিষ্ঠানেতি। ভ্রমে যথা তদধিষ্ঠানস্য শুক্তেরস্তি সাক্ষাৎকারস্তথা প্রপঞ্চভ্রমে তদধিষ্ঠানস্য চৈতন্যস্য সোঽস্তি। চৈতন্যবৎ তদভিন্নস্যানন্দাদেরি-দানীং ব্যবহারদশায়াং যদপ্রকাশঃ তত্র চৈতন্যনিষ্ঠো বিশেষ এব হেতুঃ। তদস্বীকারে চৈতন্যমিব আনন্দোঽপি প্রকাশেতেত্যর্থঃ। নন্থ সত্তাদীনাং সত্তাদ্যন্তরাভাবেঽপি বস্তুস্বভাবাদেব সতীত্যাদিব্যবহারঃ স্যাৎ, কিং বিশেষেণেতি চেৎ, তত্রাহ—স্বভাবস্থিতি। স স্বভাব এবাস্মাভির্বিশেষশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদলং নামমাত্রবিরোধেনেতি ॥১৭॥

ভেদ না থাকিলেও ভেদকার্য্য যে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে ব্যবহার, তাহা সাধন করা; দ্বিতীয়—সত্যজ্ঞানানন্দাদি শব্দের অপর্য্যায়তা প্রদর্শন করা। একটি বাচ্য পদার্থের বাচক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সকল একটি অপরটির পর্য্যায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; যথা, পৃথিবী, অবনী, ধরণী, ধরিত্রী প্রভৃতি শব্দ সকল। উহারা সকলেই একই পৃথিবীর বাচক হইয়া পৃথিবীর পর্য্যায়রূপে গণ্য হয়। সত্যজ্ঞানাদি শব্দের যে ঈদৃশী পর্য্যায়তা নাই, তাহা বিশেষই প্রদর্শন করিয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ স্বীকার না করিলে উক্ত দুইটি কার্য্যেরই ব্যাঘাত ঘটিতেছে। প্রথমতঃ, সত্তা আছে, ভেদ ভিন্ন, কাল সর্ব্বদা আছে, দেশ সর্ব্বত্র আছে, ইত্যাদি যে প্রসিদ্ধ ব্যবহার, যে ব্যবহার সর্ব্বজনস্বীকৃত, তাহা অসম্ভব হইতেছে। কারণ, ঐ বিশেষ ব্যতিরেকে কালের কালা-শ্রয়ত্ব, ঘটভিন্ন পটের ঘটভেদাশ্রয়ত্ব, দেশের দেশাধারত্ব প্রভৃতি অভেদ বস্তুতে ভেদব্যবহার কে করাইবে? দ্বিতীয়তঃ একটী নির্ব্বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব সাধন করিবার নিমিত্ত তৎ প্রতিবন্ধক যে বৈশিষ্ট্য তাহার ভয়ে বিশেষ স্বভাব স্বীকার না করিলে, "ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ; ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত," ইত্যাদিস্থলে ব্রহ্মের স্বরূপ-

ন চ বিজ্ঞানত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টাভিধায়িভির্বিজ্ঞানাদিশব্দৈর্বিশিষ্টমভিধেয়ং শুদ্ধমখণ্ডন্তু লক্ষ্যমিতি বাচ্যম্। সর্ব্বশব্দানভিধেয়স্য তস্য লক্ষ্যত্বাযোগাৎ। তথাপি, "তত্ত্বমসি" ইত্যত্র শোধিতাৎ পদার্থাৎ বাক্যার্থস্যৈক্যস্য ভেদো ভেদাভেদো বা তব নাভিমতঃ। তথা সত্যৈক্যস্য, মিথ্যাত্বাত্থাপত্তেঃ। তত্র চেৎ বিশেষো ন স্যাৎ, তর্হি কথং স্বপ্রকাশচিৎপ্রকাশেঽপ্যৈক্যস্যাপ্রকাশঃ চিৎপ্রকাশস্য ভেদভ্রমাবিরোধিত্বেঽপি তদভিন্নৈক্যপ্রকাশস্য তদ্বিরোধশ্চেতি। তস্মাদবশ্যাভ্যুপেয়ো বিশেষঃ ॥২০॥

সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাং বিনৈবাচিন্ত্যশব্দশক্ত্যা নির্বিশেষং চৈতন্যং বোধ্যমিতি নব্যমতম্। পর্য্যায়তাপত্ত্যা দূষয়িত্বা বিশেষো গ্রাহিতঃ। অথ লক্ষণাবাদিনং প্রাঞ্চং দূষয়ন্ বিধান্তরেণ তং গ্রাহয়তি—ন চেত্যাদিনা। বিজ্ঞানাদিশব্দানাং মিথোভিন্নবিজ্ঞানত্বাদিধর্ম্মবাচিত্বাৎ

মাত্রের বোধক যে বিজ্ঞানাদি শব্দ, উহারা একই ব্রহ্মবস্তু বাচক হইয়া ব্রহ্মের পর্য্যায় হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে সত্যাদিশব্দের পর্য্যায়তা হইলে ঐ সকল শব্দের ব্রহ্মবাচকতাবশতঃ ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্বরূপ অনিষ্ট দুর্ব্বার হইতেছে। যাঁহারা ব্রহ্মবস্তুকে শব্দের অবাচ্য বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ হানিজনকই বলিতে হইবে। অধিকন্তু বিশ্বসম্বন্ধী ভ্রমের অধিষ্ঠানরূপে চৈতন্যের সর্ব্বদা ভান হইলেও ঐ চৈতন্য হইতে অভিন্ন যে আনন্দাদি, তাহাদের ব্যবহারদশাতে প্রকাশ নাই। কেন, ইহার উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য হইতেছে। এই সকল দোষের বারণার্থ যদি ব্রহ্মবস্তুর অচিন্ত্য স্বভাব স্বীকার করা হয়, তাহাতে আমাদিগের কিছুই ক্ষতি হইতেছে না। উক্ত স্বভাব স্বীকারকে আমরা ইষ্টাপত্তিই বলি। আমাদিগের বিশেষই ঐ স্বভাব ॥১৯॥

বিজ্ঞানত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুর বাচক বিজ্ঞানাদি শব্দদ্বারা তাদৃশ বস্তুই বোধিত হইবে, কিন্তু শুদ্ধ, অখণ্ড বস্তু বোধিত হইবে না, যেহেতু শুদ্ধ, অখণ্ড বস্তু ঐ সকল শব্দের লক্ষ্যমাত্র, অভিধেয় নহে, এরূপও বলা যায় না। কারণ, অদ্বৈতবাদীরা শুদ্ধ, অখণ্ড বস্তুকে সকল শব্দেরই অবাচ্য বলিয়া থাকেন। যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে লক্ষণাও

ন পর্য্যায়তা। ধর্ম্মান্ বিহায় স্বরূপমাত্রে লক্ষ্যে কা নঃ ক্ষতিরিত্যেবং ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—সর্ব্বশব্দেতি, ত্বন্মতে সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ব্রহ্ম যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইত্যাদিবচনাৎ। তত্র কথং লক্ষণা? সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদৌ বাচ্যমেব পিণ্ডমাত্রং লক্ষ্যং দৃষ্টমিতিভাবঃ। দূষণান্তরমর্পয়িতুমাহ,—তথাপীতি। সর্ব্বশব্দাবাচ্যে ব্রহ্মণি লক্ষণায়ামবিরুদ্ধায়াং স্বীকৃতায়ামিত্যর্থঃ। শোধিতাদ্বিহীনসর্ব্বজ্ঞত্বাল্পজ্ঞত্বাদিগুণকাদিত্যর্থঃ। তথা সতীতি। শোধিতাৎ পদার্থাৎ বাক্যার্থস্য ঐক্যস্য ভেদে ভেদাভেদে বা অনভিমতে সতীত্যর্থঃ। মিথ্যাত্বাদ্যাপত্তেরিতি। ব্রহ্মভিন্নং সর্ব্বং তত্রাধ্যস্তত্বাৎ মিথ্যেতি ত্বৎসিদ্ধান্তাদিত্যর্থঃ। তত্র চেদিতি। তত্রৈকস্মিন্ শুদ্ধে ব্রহ্মণি—চিৎপ্রকাশস্যেতি। সত্যপি চিৎপ্রকাশে ভেদভ্রমো ন নিবর্ত্ততে, অতঃ স ন তদ্বিরোধী ঐক্যপ্রকাশে জাতে ভেদভ্রমো বিনিবর্ত্ততে। অতঃ স তদ্বিরোধীতি নির্ব্বেদেঽপি তত্ত্বে ভেদকার্য্যং বদতস্তে বিশেষো গলে নিপতিত ইতি ভাবঃ। তস্মাদিতি। নাপ্যনুমেয় এব বিশেষঃ। "অব্যক্তবুদ্ধ্যহঙ্কারমনোভূতেন্দ্রিয়াণি চ। তন্মাত্রাণি বিশেষশ্চ তস্মৈ তত্ত্বাত্মনে নমঃ" ইতি ভারতে (শান্তিপর্ব্বণি ৪৭ অধ্যায়ে) ভীষ্মস্তবরাজবচনেনাপি সিদ্ধেঃ ॥২০॥ (ভাঃ ১০।৩৭।২৩) ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্। ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং নতোঽস্মি ধূর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥

সম্ভব হয় না। তর্কপরিহারের নিমিত্ত ভাবলক্ষণা স্বীকার করিলেও বক্ষ্যমাণ দোষের নিষেধ হইতেছে না।" "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থকে শোধন করিয়া, অর্থাৎ "ত্বং" পদের অর্থ যে জীবগত অল্পজ্ঞত্বাদি এবং "তৎ" পদের অর্থ যে ঈশ্বরগত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি এই উভয় বিরুদ্ধ গুণকে পরিত্যাগ করিয়া শোধিত অবিরুদ্ধ চৈতন্যাংশের একতারূপ অর্থ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ঐ একতার ব্রহ্ম হইতে ভেদ অথবা ভেদাভেদ স্বীকার করিব? উভয়ই অদ্বৈতবাদীর অভিমত হইবে না। কারণ, পক্ষদ্বয়েই ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের ব্রহ্মে অধ্যাসবশতঃ একতার মিথ্যাত্বাপত্তি ঘটিতেছে। একতার ব্রহ্ম হইতে অভেদ স্বীকারেও নিস্তার নাই। জীবব্রহ্মের ঐক্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অনিবার্য্য হইলে, স্বপ্রকাশ চিন্ময় ব্রহ্মের প্রকাশে তাদৃশ ঐক্যের প্রকাশ হইয়া পড়ে। যদি বল, স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ, জীবব্রহ্মের একতাসত্ত্বেও ভেদভ্রমের বিরোধী হয় না বলিয়াই, ব্রহ্মের প্রকাশেও

স চ বস্তুভিন্নঃ স্বনির্বাহকশ্চেতি নানবস্থা। তস্য তথাত্বঞ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধম্ ॥২১॥

ননু বিজ্ঞানানন্দে স্বরূপে বিজ্ঞাতৃত্বাদিগুণভানং বিশেষাদিত্যুক্তম্। অথ তস্মিন্ বিশেষভানং কস্মাদিত্যত্র বিশেষান্তরাদিতি চেদনবস্থিতিরিতি কেবলাদ্বৈতিভিরাক্ষিপ্তো ব্রবীতি,—স চেতি। তস্যেতি। বিশেষস্য তথাত্বং বস্তুভিন্নত্বং স্বনির্বাহকত্বঞ্চ কেন প্রমাণেনাবগতমিতি চেৎ তত্রাহ,—ধর্ম্মিগ্রাহকেতি। যেন এবং ধর্ম্মান্ ইত্যাদিশ্রুত্যা অর্থাপত্ত্যা বা প্রমাণেন নির্ভেদেঽপি বস্তুনি গুণগুণিভাবোজ্জৃম্ভকো বিশেষো ধর্ম্মী গৃহ্যতে তেনৈব তস্যাভিন্নত্বঞ্চ ইতরথা অনবস্থাপত্তেঃ। তথৈবং স্বনির্বাহকত্বঞ্চ স্বস্য তদ্ভাবোজ্জৃম্ভকত্বমচিন্ত্যত্বঞ্চ তেনৈব গৃহ্যতে। অচিন্ত্যত্বং বিনা নির্ভেদে বস্তুন্যুভয়োজ্জৃম্ভণাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। যথা ন্যায়নয়ে পৃথিব্যর্ণবাদিরূপং জগদীশ্বরকর্ত্তৃকং জীবাশক্যরচনত্বে সতি কার্য্যত্বাদিত্যনুমানেন জগতঃ কর্ত্তৃতয়া সিধ্যন্ ধর্ম্মীশ্বরস্তেনৈব কর্ত্তৃত্বনির্বাহকান্ জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নান্ আদায়ৈব সিধ্যতি তদ্বতামেব লোকে কর্ত্তৃত্ববীক্ষণাদিতি ধর্ম্মিগ্রাহকেনানুমানেন তজ্জ্ঞানাদি গৃহীতং তদ্বৎ জগতঃ কার্য্যত্বন্তু সাবয়বত্বাৎ সর্ব্বসম্মতম্ ॥২১॥

তাদৃশ ঐক্যের অপ্রকাশই থাকে, তাহাতেও দোষের বারণ হইতেছে না। ব্রহ্মের প্রকাশেও ঐক্যের অপ্রকাশ, চিৎপ্রকাশে ভেদভ্রমের অনিবৃত্তিবশতঃ ব্রহ্মপ্রকাশের ভেদভ্রমের অবিরোধিত্ব, এবং ঐক্যের প্রকাশে ভেদভ্রমের নিবৃত্তিবশতঃ ঐক্যপ্রকাশের ভেদভ্রমের বিরোধিত্ব, এই যে তিনটি ভেদকার্য্য, ইহার জনক কে হইবে? ভেদরহিত তত্ত্বে ভেদকার্য্য স্বীকারের হেতু কি? অতএব স্বীকার না করিলেও যখন বিশেষ পদার্থ অদ্বৈতবাদীর গলে নিপতিত হইতেছে, তখন বিশেষ পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য হইতেছে। ঐ বিশেষ যে কেবল আমরা যুক্তিদ্বারাই স্বীকার করাইতেছি, তাহাও নহে, মহাভারতে ভীষ্ম-স্তবে ভগবান্‌কে বিশেষতত্ত্বাত্মক বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥২০॥

বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে বিশেষবলে বিজ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি গুণের ভান সিদ্ধ হইল। কিন্তু ঐ বিশেষের ভানের কারণ কি? তজ্জন্য বিশেষান্তরস্বীকারে অনবস্থাদোষ ঘটে। এই প্রকার তর্কই উত্থাপিত হইতে পারে না; কারণ, বিশেষ বস্তু হইতে অভিন্ন এবং নিজেই

নন্বু জীবেশ্বরত্বাদি ব্যবহারোঽপি বিশেষাদেবাস্তু মৈবম্। যত্র ভেদাভাবো ভেদকার্য্যঞ্চ প্রমিতে তত্রৈব ভেদপ্রতিনিধির্বিশেষঃ কল্প্যতে, ন তু প্রমিতভেদেষু প্রকৃতিজীবেষু। ন হি সোমবল্লীলাভে পূতিকস্তৎ প্রতিনিধিঃ কল্পনীয়ঃ। তস্মাৎ নির্ভেদেঽপি তত্ত্বে ভেদব্যবহারো বিশেষবলাদিতি সিদ্ধম্ ॥২২॥

অত্রাহুঃ—বিগ্রহো গুণাশ্চ স্বরূপাদতিরিচ্যন্তে। ইতরথা "যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈঃ ২।৬।১)

বিশেষাঙ্গীকারাৎ পরিহৃষ্টাঃ স্বাভেদশ্রদ্ধাজাড্যভাজঃ কেচিদপূর্ব্ববৈষ্ণবাঃ প্রাহুঃ—নন্বিতি। তান্ প্রত্যাখ্যাতি মৈবমিতি। প্রমিতভেদেষ্বিতি। "জ্ঞাজ্ঞৌ-দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা" (শ্বেঃ উঃ ১।৯), "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" (শ্বেঃ উঃ ১।১২) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ ভোগ্যত্বভোক্তৃত্ব-নিয়ন্তৃত্বৈঃ প্রমাণিতমিথোঽন্যত্বেষ্বিতি ॥২২॥

নিজের ভানের কারণ। এরূপ হইলে আর অনবস্থার সম্ভাবনা নাই। বিশেষের বস্তু হইতে অভিন্নত্ব এবং স্বনির্বাহকত্ব অপ্রামাণ্যও নহে। ধর্ম্মিগ্রাহক প্রমাণদ্বারাই বিশেষের তাদৃশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নির্ভেদ ব্রহ্মতত্ত্বে যখন গুণগুণিভাবের প্রকাশ দৃষ্ট হইতেছে, এবং তাদৃশ ধর্ম্মী বিশেষের স্বীকার ভিন্ন যখন ঐ গুণগুণিভাবাদির সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না, তখন তাদৃশ ধর্ম্মী বিশেষপদার্থ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ॥২১॥

জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব—এইরূপ ভেদব্যবহারও ঐ বিশেষ দ্বারাই নিষ্পন্ন হউক, একথা বলা যায় না; কারণ যে স্থানে ভেদ নাই, অথচ ভেদ-কার্য্য দৃষ্ট হইতেছে, সেই স্থানেই তন্নির্ব্বাহার্থ ভেদের প্রতিনিধি বিশেষ স্বীকার করা হয়। প্রকৃতি ও জীবের ব্রহ্ম হইতে ভেদ শ্রুতি-বাক্যদ্বারাই স্থির হইতেছে, অতএব তন্নিমিত্ত বিশেষ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। "জ্ঞানী ও অজ্ঞ, ঈশ্বর ও অনীশ্বর, নিয়ন্তা, ভোক্তা ও ভোগ্য" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও জীবের ভেদ স্পষ্ট-ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সোমলতা প্রাপ্ত হইলে আর কেহ তৎ-পরিবর্ত্তে পূতিকাকে গ্রহণ করে না, বা পূতিকাকে সোমলতার প্রতিনিধি কল্পনা করে না। অতএব নির্ভেদ তত্ত্ববস্তুতে বিশেষবলে ভেদব্যবহার সিদ্ধ হইল ॥২২॥

ইত্যাদিশ্রুতেঃ "মমদেহে গুড়াকেশ", "হরের্গুণাক্ষিপ্তমতিঃ" (ভাঃ) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ স্বারস্যভঙ্গঃ। ন চ বিগ্রহাদেরপি জ্ঞানাদিরূপত্বং নিষ্প্রয়োজনং প্রমাণেন প্রয়োজনমুখানিরীক্ষণাৎ ॥২৩॥

অত্রেতি। অত্র ভগবদ্বস্তুনিরূপণে ত্রিদণ্ডিনো বদন্তীত্যর্থঃ। ইতরথা বিগ্রহাদেরতিরেকাস্বীকারে। যদিতি। চিদাত্মকো ভগবান্ চিদাত্মিকা তস্য মূর্ত্তিরিত্যুভয়োশ্চিত্ত্বে সাদৃশ্যমেব ন ত্বভেদঃ। এতদুপোদ্বলকঞ্চ মম দেহে গুড়াকেশেত্যাদি। যদাত্মকো ঘটস্তদাত্মকঃ করক ইতিবৎ। তত্র কিমাত্মক ইতি পৃষ্টা স্বয়মুত্তরয়তি জ্ঞানেত্যাদি। বিশেষ্যভূতো ধর্ম্মী জ্ঞানাত্মকঃ। ঐশ্বর্য্যশক্ত্যোরপৃথক্‌সিদ্ধধর্ম্মত্বাৎ তদাত্মকশ্চ স ইত্যর্থঃ। অন্যথা ষষ্ঠীশ্রবণং ব্যাকুপ্যেত। ইতি শব্দো হেতৌ। যস্মাৎ স ঐশ্বর্য্যশক্তিভ্যাং তাদৃশাভ্যাং নিত্যোপেতস্তস্মাদনাদিতৎসিদ্ধানি তস্মাৎ পৃথক্‌সিদ্ধানি বুদ্ধ্যাদীনি বিশেষণানি বয়ং লক্ষয়ামহে ইত্যর্থঃ। ন চেতি। আত্মনো জ্ঞানাদিরূপত্বেন প্রকাশতাদি-ফলে সিদ্ধে বিগ্রহাদেস্তত্ত্ববর্ণনং নিষ্ফলমিতি ন বাচ্যং বিশুদ্ধসত্ত্বরূপত্বন্তু যুক্তং বক্তুমিতি ভাবঃ। প্রমাণেনেতি প্রমাণং হি বস্তুনঃ স্বভাবমপেক্ষ্য তত্র প্রবর্ত্ততে ন তু ফলমপেক্ষ্যেত্যর্থঃ ॥২৩॥

কেহ কেহ বলেন, শ্রীভগবানের গুণসকল এবং বিগ্রহ তাঁহার স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা "ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিও তদাত্মিকা" ইত্যাদি শ্রুতির এবং "হে অর্জ্জুন! আমার দেহে", "শ্রীহরির গুণে আক্ষিপ্তমতি" ইত্যাদি স্মৃতির স্বারস্য ভঙ্গ হয়। যেহেতু ঐ কয়েকটি স্থলেই স্বরূপ হইতে গুণাদির ভেদ স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতির ও স্মৃতির স্বারস্যরক্ষার্থ বিগ্রহাদির জ্ঞানাদিরূপত্ব অপ্রয়োজন বলিয়া অস্বীকার করা যায় না (অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানাদিরূপত্ব বলিলেই যখন তাঁহার প্রকাশত্বাদি ফলের সিদ্ধি হইতেছে, তখন আবার বিগ্রহাদির জ্ঞানাদিরূপত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ, প্রমাণ প্রয়োজনমুখাপেক্ষী নহে, (অর্থাৎ ফলের অপেক্ষা করে না,) বস্তুর স্বভাব অনুসারেই উহার প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যখন বিগ্রহাদির জ্ঞানাদিরূপত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন আমরা অপ্রয়োজন বলিয়া উহা অস্বীকার করিতে পারি না ॥২৩॥

বিশেষ্যেণ স্বরূপেণ সহ তস্য সম্বন্ধো নিত্যঃ অপৃথক্‌সিদ্ধবিশেষণত্বাৎ। নিত্যসম্বন্ধাপেক্ষীণ্যেব স্বরূপানতিরেকবচাংসি ॥২৪॥

ন চ বিশেষ্যবিশেষণয়োর্জ্ঞানাদিরূপত্বে নিত্যসম্বন্ধে চ স্বীকৃতে ভেদানুপপত্তির্বিশেষ্যবিশেষণত্বাভ্যাং তয়োর্ভেদাৎ। একং জ্ঞানাদিমৎ পরন্তু জ্ঞানাদিরূপমিতি। ইতরথা জীবেশয়োরভেদাপত্তিঃ ॥২৫॥

ন চ বিগ্রহাদেভিন্নত্বাৎ কদাচিৎ স্বরূপাদ্বিয়োগঃ স্যাদস্মদ্বিগ্রহাদিবদিতি চেৎ তত্রাহ—বিশেষ্যেণেতি। ননু বিগ্রহাদের্ভেদে তদভেদবোধকানি "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" ইত্যাদি বচাংসি কথং সঙ্গতানি তত্রাহ,—নিত্যেতি ॥২৪॥

স্বরূপরূপয়োর্ভেদকান্ ধর্ম্মান্ বক্তুমাহ,— ন চেতি। যথা নারায়ণস্য পরস্য বাসুদেবাদেশ্চ ব্যূহস্য জ্ঞানাদিরূপত্বাৎ নিত্যসম্বন্ধাচ্চাভেদস্তথা নারায়ণস্য তদ্বিগ্রহাদেশ্চ ভেদো মাভূৎ উক্তহেতোরিতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—বিশেষ্যত্বেতি। একং বিশেষ্যং ভগবদ্বস্তু ; পরং বিশেষণং তদ্বিগ্রহাদিবস্তু ; পূর্ব্বং চেতনং পরং চৈতন্যমিত্যর্থঃ। পরব্যূহয়োস্তু ন বিশেষ্য বিশেষণভাবোঽস্তি পরস্যৈব ব্যূহাত্মনাবস্থিতেরিতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। ইতরথেতি জ্ঞানাদিরূপত্বান্নিত্যসম্বন্ধাচ্চ ভেদাস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। তথা চ জীবেশভেদবোধকানি দ্বাসুপর্ণেত্যাদিবাক্যানি ব্যাকুপ্যেয়ুরিতি ॥২৫॥

তবে যে শ্রুতিতে "ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও তদাত্মিকা" বলিয়াছেন, উহার অর্থ, ভগবান্ চিদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও চিদাত্মিকা, চিদ্রূপে উভয়ের সাদৃশ্যমাত্র, কিন্তু অভেদে তাৎপর্য্য নহে। এইরূপে স্বরূপ হইতে বিগ্রহাদি ভিন্ন হইলে অস্মদাদির শরীরের ন্যায় ভগবদ্বিগ্রহের বিয়োগ হইতে পারে, এ কথা বলিতে পারা যায়া না ; কারণ, শ্রীভগবানের বিগ্রহাদি তাঁহার অপৃথক্‌সিদ্ধ বিশেষণ বলিয়া বিশেষ্য শ্রীভগবানের সহিত তদীয় বিগ্রহাদি বিশেষণের নিত্যসম্বন্ধ আছে। বিগ্রহ ও স্বরূপের একত্বসূচক বাক্যসকলও ঐ নিত্যসম্বন্ধই নির্দ্দেশ করিতেছে ॥২৪॥

বিশেষ্য-বিশেষণের জ্ঞানাদিরূপত্ব এবং নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও উহাদের অভেদ ঘটে না। যেহেতু—বিশেষ্য-বিশেষণরূপে ভেদ

(কঠ ৪।১৪) "যথোদকং দুর্গে বৃষ্টম্" ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তু পৃথক্-সিদ্ধিবাদিনং নিন্দতি। তস্মাৎ স্বরূপাৎ বিগ্রহস্য গুণানাঞ্চ ভেদ এবেতি ॥২৬॥

নৈতদতিচারু, যদিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিস্বারস্যভঙ্গাৎ। (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৭) "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি হি নঃ স্থিতিরিতি ॥২৭॥

নন্‌ গুণভেদবাদিনাং তদভেদবোধিকা শ্রুতিঃ কথং সঙ্গচ্ছতে ? তত্রাহ—যথোদকমিতি। ন হ্যেষা শ্রুতিঃ গুণান্ ব্রহ্মাভিন্নানাহ, কিন্তু যে তান্ পৃথক্-সিদ্ধান্ প্রকৃতিগতান্ বদন্তি তান্ গর্হতীত্যর্থঃ। বিজ্ঞাতৃত্বাদয়ো গুণাঃ প্রকৃতেরেব, ন তু পুংসঃ ; কিন্তু প্রকৃতিসংসর্গাৎ তে পুংসি ভবন্তি জবাপুষ্পারুণ্যমিব স্ফাটিকে ইতি সাংখ্যাঃ ॥২৬॥

নিরস্যতি,—নৈতদিতি। অত্র হেতুর্যদিতি। যো নারায়ণঃ পরঃ স বাসুদেবঃ ব্যূহ ইতিবৎ। যো ভগবান্ সা ব্যক্তিরিতি শ্রুতেঃ ঋজ্বর্থঃ প্রতীয়তে, অনন্তকল্যাণেত্যাদি স্মৃতেশ্চ গুণাভিন্নঃ পরমাত্মেতি ঋজুরেবার্থোঽবগম্যতে তস্য ভঙ্গঃ স্যাৎ যদি কষ্টকল্পনা তত্র বিধেয়েত্যর্থঃ। কিঞ্চ আত্মনিষ্ঠে বুদ্ধিমনসী বিগ্রহনিষ্ঠে ত্বঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রসিদ্ধে। তেষাং সর্ব্বেষামিহাত্মনিষ্ঠতা শ্রূয়মাণা তয়োরৈক্যে সম্ভাবিনীতি শ্রুতেস্থিতি। জ্ঞানং ক্ষণিকমিতি বৌদ্ধাঃ। জ্ঞানং নিরাকারমিতি মায়িনঃ সংগিরন্তে। তস্য শ্রুতিবলাদেব নিত্যত্বং সাকারত্বঞ্চ যূয়ং ব্রূথেতি ভাবঃ ॥২৭॥

অনিবার্য্য। পরমেশ্বর জ্ঞানাদিবিশিষ্ট এবং তাঁহার বিগ্রহাদি জ্ঞানাদি-স্বরূপ, একথা না বলিলে, জীব ও ঈশ্বরের অভেদের আপত্তি হইতেছে ॥২৫॥

পূর্ব্বোক্ত ভেদনিন্দাকারী শ্রুতিবাক্যসকল যে ব্রহ্মাভিন্ন গুণসকল স্বীকার করিতে বলিয়াছেন, তাহা নহে ; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মের পৃথক্-সিদ্ধ প্রকৃতিগত গুণ স্বীকার করেন, তাদৃশ ভেদদর্শীকেই নিন্দা করিয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতিতে অপৃথক্‌সিদ্ধ ব্রহ্মভিন্ন গুণ নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব বিগ্রহ ও গুণসকল স্বরূপ হইতে ভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে ॥২৬॥

পূর্ব্ব পক্ষীয় ঐ সকল যুক্তি মনোরম নহে। যেহেতু যতই কেন তর্ক করা হউক না, "ভগবান্ যদাত্মক, তাঁহার মূর্ত্তিও তদাত্মিকা" এই শ্রুতিতে ও তদ্রূপ স্মৃতি প্রভৃতিতে অভেদেই স্পষ্টতঃ তাৎপর্য্য

সগুণাদিবাক্যানাং গুণানুবাদিত্বেন গুণবিধানে তাৎপর্য্যাভাবাৎ নির্গুণং চৈতন্যমেব পারমার্থিকং, ন তু সগুণং ব্রহ্মেতি দুরুক্তিস্তূপরিষ্টাৎ নিরাকরিষ্যতে ॥২৮॥

তথাচ বিগ্রহাদেঃ স্বরূপানতিরেকেঽপি বিশেষেণৈব ভেদব্যবহারঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাদর্থভেদস্তু লৌকিকোঽস্মাভিঃ স্বীকৃতঃ। ন ত্বলৌকিকে শ্রুতিমাত্রগোচরে পরস্মিংস্তত্ত্বে স স্বীকর্ত্তুং শক্যতে ॥২৯॥

তদেবং তথাভূতস্য ভগবতো জ্ঞানাদেবাস্য জীবস্য তয়োরাত্যন্তিকয়োঃ সিদ্ধির্নত্বন্যস্মাদিতি সিধ্যতি, (শ্বেঃ উঃ ৩।৮) "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি শ্রবণাৎ, (ব্রঃ সূঃ-

---

কেবলাদ্বৈতিনঃ শঙ্কামবহেলয়ন্নাহ—সগুণেতি। গুণো বিগ্রহো ধর্ম্মশ্চ তদ্বিশিষ্টব্রহ্মবাদিনামিত্যর্থঃ। উপরিষ্টাৎ চতুর্থপাদে ॥২৮॥

প্রকরণমুপসংহরতি—তথাচেতি। লৌকিক ইতি। ব্রাহ্মণঃ শ্যামঃ পাচকঃ ডিত্থ ইতি ব্যাকরণাদিশাস্ত্রোক্ত ইত্যর্থঃ। ন ত্বলৌকিক ইতি ব্যাকরণাদিব্যুৎপত্তিকূপাম্বুনো বেদান্তবুৎপত্তিসুধোদধের্ন স্যাদুপকৃতিরিতি ভাবঃ। স প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদাদর্থভেদঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদস্তু বিশেষবলাদিতি বোধ্যম্ ॥২৯॥

পরিদৃষ্ট হয়। অতএব ঐ সকল শ্রুতির ও স্মৃতির স্বারস্য ভঙ্গ না করিয়া বিগ্রহ ও গুণাদির স্বরূপ হইতে অভেদ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। আমরা সূত্রকারের ন্যায় শ্রুতিবলেই নিত্যত্ব ও সাকারত্বাদি স্থির করিব ॥২৭॥

সগুণাদিবাক্যের গুণানুবাদিত্বহেতু উহাদের গুণবিধানে তাৎপর্য্যের অভাব দৃষ্ট হয়। অতএব নির্গুণ চৈতন্যই পারমার্থিক, সগুণব্রহ্ম পারমার্থিক নহে, এইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর কুতর্কগুলি চতুর্থপাদে নিরাকৃত হইবে ॥২৮॥

শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে শ্রীবিগ্রহ ভিন্ন নহেন। ভগবান্ ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহের ভেদ না থাকিলেও বিশেষবলেই ভেদব্যবহার বুঝিতে হইবে। প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদবশতঃ অর্থভেদের যে নিয়ম, উহা লৌকিক; অলৌকিক বিষয়ে উহা কার্য্যকরী নহে। অলৌকিক বেদগম্য পরতত্ত্বে লৌকিক নিয়ম স্বীকার্য্য নহে ॥২৯॥

(৩।৩।৪) "বিদ্যৈব তু তন্নির্ধারণাদিতি ন্যায়াচ্চ।" (মুঃ ১।২।৭) "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ, (মুঃ ১।২।১২) "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মহানাঃ ১০, তৈঃ উঃ)"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ," (ভাঃ ১০।২৫।৪) "যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ, "বিদ্যা-মান্বিক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥৩০॥

মুখ্যং প্রকরণমুপসংহরতি—তদেবমিতি। তয়োঃ সুখপ্রাপ্তিদুঃখপরিহারয়োঃ। অন্যস্মাৎ কর্ম্মতঃ। তমিতি পুরুষসূক্তে। তং পরেশং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা উপাস্য চ। অতিমৃত্যুং মোক্ষম। তদ্বেদনাদন্যঃ পন্থাঃ উপায়ঃ অয়নায় মোক্ষ-প্রাপ্তয়ে ন বিদ্যতে। যলোপশ্ছান্দসঃ, বিদ্যৈবেতি ব্রহ্মসূত্রম। বিদ্যৈব জ্ঞান-পূর্ব্বিকোপাসনৈব মোক্ষহেতুঃ, কুতঃ? তমেবেত্যাদিশ্রুতৌ তস্যাস্তদ্ধেতুত্ব-বিনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। ন ত্বন্যস্মাদিত্যেতৎ সমর্থয়ন্নাহ—প্লবা ইতি মুণ্ডকে। অদৃঢ়াঃ জীর্ণাঃ। নাস্ত্যকৃত ইতি। অকৃতো ভগবল্লোকঃ কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তি ন সিধ্যতি। সাধ্যসাধনয়োস্তয়োর্বৈরূপ্যাদিত্যর্থঃ। কিন্তু বিদ্যয়ৈব সিধ্যতি। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইতি বাক্যশেষাৎ। ন কর্ম্মণেতি তৈত্তি-রীয়কে। একে বিরক্তাঃ "ত্যাগেন বিরাগপূর্ব্বকেণ বিজ্ঞানেন" ইত্যর্থঃ। যথা-দৃঢ়ৈরিতি শ্রীদশমে (১০।২৫।৪) শক্রবাক্যম্। আন্বিক্ষিকীমাত্মবিদ্যাম্। তথাচ কর্ম্মৈব স্বর্গমোক্ষহেতুঃ বিদ্যা তু তস্য দ্বারমিতি জৈমিনিমতং নিরস্তম্ ॥৩০॥

সম্প্রতি এই স্থিরসিদ্ধান্ত হইল যে, তথাভূত শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-দ্বারা জীবের আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি ও তাদৃশী সুখপ্রাপ্তি হয়, অন্য কোনও উপায়ে নহে। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ. যথা– "তাঁহাকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষপ্রাপ্তির তদ্ভিন্ন অন্যকোন পথ (উপায়) নাই।" বেদান্তসূত্রেও উল্লেখ আছে,— "জ্ঞানপূর্ব্বক ভজনই মোক্ষের হেতু।" "এই সংসার-সমুদ্রপারে যাওয়ার পক্ষে যজ্ঞাদিরূপ নৌকা দৃঢ় নহে। কৃতকর্ম্মদ্বারা অকৃত অর্থাৎ ভগবদ্ধাম লাভ করা যায় না।" "কর্ম্ম-পুত্র-ধনদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না। কেবল ত্যাগদ্বারা অর্থাৎ বৈরাগ্যপূর্ব্বক বিজ্ঞানদ্বারাই উহা সম্ভব।" যিনি ব্রহ্মবিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃঢ় যজ্ঞকর্ম্মরূপ নামমাত্র নৌকার সাহায্যে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় না। এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতিপ্রমাণসমূহ পূর্ব্বোক্ত মতের পোষকতা করে॥৩০॥

স্যাদেতৎ। (ভাঃ ১১।২০।৬) "যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥" ইতি ভগবতা ত্রিকং নিঃশ্রেয়সহেতুরিত্যুক্তম্। বিদ্যৈব তু তদ্ধেতুরিতি কথমিতি চেৎ। উচ্যতে—কর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ তদ্ধেতুত্বং নাস্তি পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যঃ কিন্তু চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তদুভয়াঙ্গত্বেব, (বৃঃ আঃ ৪।৪।২২) "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইত্যাদিশ্রুতেঃ. (বিঃ পুঃ)— "যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ব্ববাধাবিবর্জিতাঃ। শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ কর্ম্মানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ॥ শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেঽন্তঃসংস্থিতে হরৌ। শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদম্॥" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। কিন্তু জ্ঞানভক্ত্যোরেব সাক্ষ্যাৎ তদ্ধেতুত্বম্ ॥৩১॥

স্যাদিতি। জ্ঞানস্যৈব তদুভয়হেতুত্বং যৎ ত্বয়োক্তং তদেতৎ তদা স্যাৎ যদি মদুক্তং নোপপদ্যেতেতি শেষঃ। ত্বয়া কিমুচ্যতে ইতি চেৎ? তত্র বক্তব্যমাহ —যোগা ইত্যেকাদশে। বিদ্যৈবেতি। জ্ঞানমেবেত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি, তদুভয়াঙ্গতা জ্ঞানভক্তিপোষকতেত্যর্থঃ। তমিতি বৃহদারণ্যকে তং জীবাংশিনমীশ্বরম্। বেদানুবচনেন স্বাধ্যায়পঠনেন ব্রহ্মচারিণঃ যজ্ঞেন দানেন চ গৃহিণঃ, তপসা বর্ণিনঃ, অনশনেন যতয়ঃ। যথেতি শ্রীবৈষ্ণবে। ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ প্রজা- ইতি বোধ্যম্। তাসাং প্রজানাং যেন শুদ্ধেন জ্ঞানেন বিষ্ণ্বাখ্যং পদং বস্তু লভ্যং ভবতীতি (পদং ব্যবসিতত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষিতি নানার্থবর্গঃ)। সাক্ষাৎ তদ্ধেতুত্বমব্যবধানেন মোক্ষকারণত্বমিত্যর্থঃ ॥৩১॥

ভগবান্ উদ্ধব-গীতাতে মনুষ্যের শ্রেয়োলাভের পক্ষে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই ত্রিবিধ উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া কেবল এক বিদ্যাকে মোক্ষহেতু বলা অনুচিত, এরূপও বলিতে পারা যায় না। কারণ সাধ্য-সাধনের বৈরূপ্যবশতঃ কর্ম্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষহেতুত্ব স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতিই তাহা বলিয়া দিতেছেন। তবে কর্ম্মসকল চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে "বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশন দ্বারা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমীসকল সেই ব্রহ্মবস্তুকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন," এইরূপ শ্রুতি, এবং "যথেচ্ছাবাসরত, সর্ব্ববাধাবিবর্জ্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ ও কর্ম্মানুষ্ঠাননির্ম্মল প্রজাগণের শুদ্ধচিত্তে

ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্বসামান্যাৎ তমেবেতি বিদ্বৈবেতি চ ব্যপদেশঃ। জাতিং পুরস্কৃত্য বহুষ্বেক্যং ব্যপদিশ্যতে। যদাহ ভরতঃ—"রসাদীনামনন্তত্বাৎ ভেদ একো হি গণ্যতে" ইতি। বিবৃতঞ্চৈতৎ,—(সাহিত্যকৌমুদ্যাম্) অসংলক্ষ্যক্রমত্বং জাতিমাদায় রসাদিরেক এব গণ্যতে। অন্যথা তদ্‌গণনমশক্যম্,—প্রত্যেকং ভেদবাহুল্যাদিতি। জ্ঞানবিশেষে ভক্তিশব্দপ্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দবদ্বোধ্যঃ ॥৩২॥

অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—বিদ্যাবেদনপর্য্যায়ং জ্ঞানং দ্বিবিধম্। একং নির্নিমেষবীক্ষণবৎ তত্ত্বম্পদার্থানুভবরূপম্; দ্বিতীয়ন্তু অপাঙ্গবীক্ষণবদ্বিচিত্রং ভক্তিরূপমিতি. তত্র শুদ্ধত্বম্পদার্থানুসন্ধিনাস্য জীবস্য তৎপদজ্ঞাতোঽপি পতিত্যক্তপত্নীবৎ ভগবৎপ্রসাদসৌভাগ্যহীনস্য

ননু ভগবদ্বাক্যাৎ জ্ঞানভক্ত্যোরুভয়োস্তদ্ধেতুতা প্রতীতা, ন তু শ্রুতৌ সূত্রে চ তত্রাহ,—ভক্তিরপীতি স্ফুটার্থম্; বহুষ্বিতি উভয়োরুপলক্ষণম্। বিবৃতমিতি সাহিত্যকৌমুদ্যামিতি বোধ্যম্। তদ্‌গণনং রসাদিসংখ্যাকরণম্ ॥৩২॥

শ্রীহরির সংস্থান হইলে নির্ম্মল জ্ঞানের অভ্যুদয় হয় এবং ঐ জ্ঞানদ্বারাই শ্রীবিষ্ণুরূপ পরমপদপ্রাপ্তি হয়," ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান এবং ভক্তিই সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু, ইহা স্থির হইতেছে ॥৩১॥

ভক্তিও জ্ঞানবিশেষ। জ্ঞানত্বধর্ম্মবিশিষ্টরূপেই ভক্তির প্রাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান শব্দে ভক্তিকেও পাওয়া যাইতেছে। ফলতঃ এই নিমিত্তই "তমেব বিদিত্বা" "বিদ্বৈব তু" এই দুইটি কেবল জ্ঞানের পক্ষেই প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। জাতিপুরস্কারে বহু বিষয়ের উদ্দেশে একের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ভরতমুনি বলিয়াছেন,—"রসাদির বহুত্ব হইলেও এক রসাদিশব্দে সকল রসাদিরই গ্রহণ হয়।" উহার বিবরণেও উক্ত হইয়াছে,—"ক্রমত্ব লক্ষ্য না করিয়াই জাতিপুরস্কারে রসাদি এক বলিয়াই গণনা করা হয়। অন্যথা রসাদির সংখ্যাকরণ করিতে পারা যায় না। কারণ, উহাদের প্রত্যেকেরই অসংখ্য ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে পাণ্ডব কৌরব হইতে ভিন্ন না হইলেও কৌরববিশেষে পাণ্ডবশব্দের প্রয়োগের ন্যায় জ্ঞানবিশেষেই ভক্তিশব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে ॥৩২॥

কৈবল্যলক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ। (বৃঃ আঃ ১।৪।১২) "আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥৩৩॥

জ্ঞানস্য দ্বৈবিধ্যং বিশদয়তি—অয়মত্রেতি। তত্র শুদ্ধেতি। পঞ্চাগ্নিবিদঃ খলু জীবস্বরূপং বিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃপরেশাংশমনুসন্দধতে। তত্র সানুসন্ধাবপি পরেশানুসন্ধিরস্তীতি তমেবেত্যাদিশ্রুতিসূত্রাভ্যাং সহাবিরোধঃ। দৃষ্টান্তাদপ্যেবং লব্ধং ত্যক্তায়াঃ পত্ন্যাঃ পতিজ্ঞানমস্ত্যেব। কৈবল্যেতি। বিশুদ্ধঃ সন্ তল্লোকে তিষ্ঠতীতি নাস্য লোকাধ্যক্ষতেতি ভাবঃ। আত্মানমিতি বৃহদারণ্যকে। পুরুষো জীবশ্চেদাত্মানং স্বয়ং বিজানীয়াৎ কথময়ং বিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃবপুঃ পরেশাংশোঽস্মদর্থো ভবামীতি বিদ্যাৎ তদাস্য সিদ্ধঃ পুমর্থঃ। অথায়ং কিং বস্ত্বিচ্ছন্ কস্য কামায় বাঞ্ছনীয়ায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ নিরন্তরং সন্তাপয়েৎ। তাবতা জ্ঞানেনায়ং নির্দুঃখঃ স্যাৎ। সাক্ষাৎকৃততাদৃগাত্মনোঽস্য ন কাচিদ্ বাঞ্ছা। যস্ত্বস্যাংশী পরেশঃ সোঽপি পূর্ণ এবেতি, ন কিঞ্চিৎ কার্য্যমস্তি। কামঃ স্মরেচ্ছয়োঃ কাম্যে ইতি শ্রীধরঃ ॥৩৩॥

এস্থলে নিষ্কর্ষ এই—জ্ঞান দুই প্রকার; বিদ্যা ও বেদন। উহাদের একটি আর একটির পর্য্যায়। উভয়ের মধে প্রভেদ এই যে, একটি নিমেষশূন্য দর্শনের ন্যায় ত্বম্পদার্থানুভবস্বরূপ এবং তৎপদার্থপরিশুদ্ধিবিজ্ঞানস্বরূপ অপরটি অপাঙ্গবীক্ষণের সদৃশ। দ্বিতীয়টিরই নামান্তর ভক্তি। শুদ্ধত্বম্পদার্থানুসন্ধানকারী অর্থাৎ যিনি আপনাকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিতেছেন, সেই জীবের যদিও ব্রহ্মপদ লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু তাঁহার কৈবল্যলক্ষণ সেই মোক্ষ পতিত্যক্ত পত্নীর ন্যায় ভগবৎপ্রসাদসৌভাগ্যহীন বলিয়া অকিঞ্চিৎকর জানিতে হইবে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—"জীব যদি আপনাকে অস্মচ্ছব্দবাচ্য বিজ্ঞানরূপ হইয়াও বিজ্ঞাতৃস্বরূপ পরমেশ্বরের অংশ বলিয়া জানেন, তাঁহার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন তিনি আর কোন্ বস্তুর অভিলাষে শরীরকে নিরন্তর সন্তাপিত করিবেন?" ঐরূপ আত্মজ্ঞানেই সকল দুঃখের অবসান হইয়া যায়। তাদৃশ আত্মার সাক্ষাৎকারে আর কোন বাঞ্ছাই থাকিতে পারে না। অতএব তৎকালে তাঁহার কোনরূপ কার্য্য থাকে না ॥৩৩॥

তৎ পদার্থপরিশুদ্ধিবিজ্ঞানাৎ তু অমাত্যসৈন্যাধিপাদিবদ্ যথাযথং তৎপ্রসাদসৌভাগ্যভাজনস্য তস্য সালোক্যাদিলক্ষণা মুক্তির্ভবতি। "এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" ইত্যুপক্রম্য "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যতে। এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" ইতি শ্রবণাৎ। শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানং তু অত্র পরত্র চ দ্বারভূতং স্বীকার্য্যম্,— ইতরথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ ॥৩৪॥

তৎপদার্থেতি। চিদেকরসপরেশানুভবাদিত্যর্থঃ। সালোক্যাদীতি। লোকাধ্যক্ষত্বসারূপ্যসামীপ্যসার্ষ্টিলক্ষণেত্যর্থঃ। এতদ্বৈ ইতি ষট্প্রশ্নং পিপ্পলাদস্য মহর্ষের্বাক্যম্। হে সত্যকাম পরং নারায়ণাখ্যম্ অপরং বিরিঞ্চাখ্যং যদ্ব্রহ্ম তস্যৈতদেব যোঽয়মোঙ্কার ইতি ওঙ্কারস্য পরব্রহ্মত্বং হংসাদিবদক্ষররূপতদবতারত্বাৎ অপরব্রহ্মত্বম্ অপরস্য পরকার্যত্বাৎ। তস্মাদোঙ্কারং ব্রহ্মদ্বয়াত্মকং জানন্ বিদ্বান্ এতেনৌঙ্কারেণ ধ্যাতেন পরাপরয়োর্ব্রহ্মণোরেকতরং মত্বেতি যথাধ্যানং লভতে। পাদোদরঃ সর্পঃ। জীবঘনাৎ সর্ব্বজীবাভিমানিনো বিরিঞ্চাৎ পরং পুরি পরব্যোম্নি শয়ং স্থিতং নারায়ণমীক্ষতে—আপ্নোতীতি। অস্য পরেশধ্যায়িত্বাৎ তৎপ্রসাদাৎ লোকাধ্যক্ষত্বাদিকং ভবতীতি গম্যতে। শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানন্ত্বিতি। অত্র তত্ত্বম্পদার্থানুভবরূপে পরত্র চ ভক্তিরূপে বিজ্ঞানে ইত্যর্থঃ। ইতরথা শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানং বিনা তত্র তত্র প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ ॥৩৪॥

আর যিনি তৎ-পদার্থ পরিশুদ্ধিবিজ্ঞান অর্থাৎ যিনি উপাস্যরূপে পরমেশ্বরের নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি অমাত্য ও সেনাপতি প্রভৃতির ন্যায় শ্রীভগবানের প্রসাদসৌভাগ্যের ভাজন হইয়া সালোক্যাদি-লক্ষণ মোক্ষ লাভ করেন। শ্রুতিতে বলিয়াছেন—"হে সত্যকাম! এই ওঙ্কারই হংসাদির ন্যায় অক্ষররূপ পরব্রহ্মের অবতার বলিয়া শ্রীনারায়ণাখ্য পরব্রহ্মরূপে এবং চতুর্মুখাখ্য ব্রহ্মরূপে উক্ত হয়েন। অতএব ঐ ওঙ্কারকে কারণরূপ ব্রহ্ম এবং তৎকার্য্যরূপ ব্রহ্মা বলিয়া জানিয়া উহার ধ্যানদ্বারা জীব পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম এই ব্রহ্ম দ্বয়ের একতর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। যিনি এই ত্রিমাত্র অর্থাৎ পরাশক্তি, অপরাশক্তি ও তটস্থাশক্তি এই শক্তিত্রয়াত্মক ওঁ এই অক্ষর দ্বারা

ভক্তিরূপেণ তু জ্ঞানবিশেষেণ স্নেহসৌন্দর্য্যাদিগুণাঙ্কিত-যুবতীরত্নবদ্ভগবদ্বশীকারপ্রসাদপাত্রস্য তদস্থিবরিবস্যানন্দলক্ষণঃ পুরুষার্থো ভবতি।" ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভুয়সী" ইতি, "বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি চ গোঃ তাঃ শ্রুতেঃ, "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ ॥৩৫॥

ভক্তিরূপেণেতি। নিষ্কামভক্তিরূপেণেতি বোধ্যম্। বরিবস্যা পরিচর্য্যা। (বরিবস্যা তু শুশ্রূষা পরিচর্য্যাপ্যুপাসনা ইত্যমরঃ)। ভক্তিরেবেতি তাপনী-শ্রুতিঃ। এনং ভক্তং নয়তি তদ্ধাম প্রাপয়তি দর্শয়তি ধামিনং হরিম্। কুত এবম্? তত্রাহ,—যতঃ পুরুষো হরির্ভক্তিবশঃ। কুতস্তদ্বশ্যত্বং তস্য? তত্রাহ—ভক্তিরেবেতি। ভূয়সী সর্ব্বতৎসাধনেভ্যো বহুতরশ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। ভক্তেঃ স্বরূপং নির্দর্শয়ন্ পুরুষস্য তস্য তদ্বশ্যতামাহ—বিজ্ঞানেতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্। কৃষ্ণস্য তাদৃশী মূর্ত্তির্ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি তদ্বশ্যাস্তীত্যর্থঃ। কীদৃশী সেত্যাহ।

পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে অর্থাৎ জগৎপ্রসবিতা ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া সর্প যেরূপ ত্বঙ্‌নির্ম্মুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রাকৃতকোষ হইতে মুক্তি লাভ করেন। এইরূপে তিনি পাপমুক্ত হইয়া সামমন্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়েন। তিনি সর্ব্ব-জীবাভিমানী বিরিঞ্চির ধাম হইতে উর্দ্ধ প্রদেশে পরব্যোমে স্থিত শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিয়া থাকেন।" শাস্ত্রীয় জ্ঞান উভয়ত্রই দ্বারভূত, অর্থাৎ কি জীববাচক ত্বং-পদার্থের অনুসন্ধানে প্রযুক্ত অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমেশ্বরবাচক তৎ-পদার্থের অনুসন্ধানে প্রযুক্ত পরমাত্মজ্ঞান, কি শুদ্ধ ভক্তিবিজ্ঞান, এই উভয় স্থানেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানবিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সহায়তা অস্বীকারে উভয়েই প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়। শাস্ত্রজ্ঞানব্যতিরেকে কে আমাদিগকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে বা সবিশেষ পরমেশ্বরজ্ঞানে প্রবৃত্ত করিবে? ॥৩৪॥

স্নেহসৌন্দর্য্যাদিগুণগ্রামে বিমণ্ডিত যুবতীরত্নসকল যেরূপ নিজগুণে পতিকে বশীভূত করিয়া তাঁহার প্রসাদভাজন হয়েন, ভক্তও তদ্রূপ

সালোক্যাদেস্তু নেহাভিলাষঃ স্বতঃ সম্ভবাৎ,—(ভাঃ ৯।৪।৬৭—"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্" ইতি স্মৃতেঃ। ভক্তিলক্ষণেঽপ্যেবং পঠ্যতে, (গোঃ তাঃ)—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইত্যথর্ব্বশিরসি, সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমঃ" ইতি নারদপঞ্চরাত্রে চ ॥৩৬॥

বিজ্ঞানঘনা মূর্ত্তবিজ্ঞানরূপা আনন্দঘনা মূর্ত্তানন্দরূপা। মূর্ত্তৌ ঘন ইতি পাণিনিসূত্রম্। মূর্ত্তৌ কাঠিন্যেঽর্থে অস্তেরপ্ স্যাৎ ঘনশ্চাদেশ ইতি সূত্রার্থঃ। সৈন্ধবঘনো দধিঘনমিতি চ তদুদাহরণম্। ভক্তিযোগে কীদৃশীত্যাহ—সচ্চিদানন্দৈকরসে ইতি হ্লাদিন্যাদিসারে ইত্যর্থঃ। অহমিতি নবমে শ্রীভগবদ্বাক্যম্। অস্বতন্ত্রো জীবো যথা পরস্যোৎকৃষ্টস্য অধীনস্তথা পরেশোঽপ্যহং ভক্তাধীন ইত্যর্থঃ। ভক্তাধীনতা মে সুখায়েবেতি দৃষ্টান্তেনাহ সৎস্ত্রিয় ইতি ॥৩৫॥

অস্যা ভক্তের্নিষ্কামত্বং দর্শয়তি—সালোক্যাদেরিতি। ইহ নিষ্কামভক্তিরূপে জ্ঞানে। স্বত ইতি ভোজনেনেব তৃপ্তিরিতি ভাবঃ। অত্র প্রমাণং হেতুত্বেনাহ—মদিতি নবমে শ্রীভগবদ্বাক্যম্। ইহ পূর্ব্বা সেবা সাধনভক্তিঃ পরা তু

ভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া তাঁহার প্রসাদপাত্র হইয়া থাকেন। পত্নীর যেরূপ পতিবশীকরণের ফল পতির চরণসেবাতেই প্রকাশ পায়, ভক্তেরও তদ্রূপ ভগবচ্চরণসেবাতেই আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। উহাই ভক্তির পরমপুরুষার্থ। তদ্বিষয়ে প্রমাণ, যথা, শ্রুতি—"ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া গিয়া শ্রীভগবানের চরণ দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। "বিজ্ঞানানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগেই অবস্থিত।" স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার স্বতন্ত্রতা থাকে না। আমি ভক্তজনপ্রিয়; ভক্তসকল আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমাতে বদ্ধহৃদয়, সাধু ও সমদর্শী, সেই ব্যক্তি সৎস্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করে, তদ্রূপ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে" ॥৩৫॥

প্রেমভক্তিরিতি বোধ্যম্। প্রতীতমনুষঙ্গলব্ধম্। অন্যৎ স্বর্গসুখম্। নন্বেষাং সালোক্যাদ্যনিচ্ছা ন যুক্তা, তস্যাপ্রাকৃতত্বেনেষ্টব্যত্বাৎ? সত্যং, সালোক্যাদি-স্বভাবজং সুখৈশ্বর্য্যং নেচ্ছন্তি সেবাবিরোধিত্বাৎ। তদবিরোধি চেদিচ্ছন্ত্যেব। সেবানুপেতং তৎ সুখরূপং সেবোপহন্ত, পরমসুখরূপং সেবাস্য তদ্রূপত্বাদিতি স্বার্থ-নিপুণত্বমেষাং যুক্তম্। "আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ। যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥" ইতি শক্রেণ। এবমহৈতুক্যব্যবহিতা ইত্যাদৌ বোধ্যম্। এষা ভক্তিরকিঞ্চনেতি তদনুষ্ঠাতৃমুখেন পৌরাণিকৈরুচ্যতে —"ন যেষাং ভজনাদন্যচ্চিকীর্ষিতমভীপ্সিতম্। জিজ্ঞাসিতঞ্চ কিঞ্চিন্ন জ্ঞেয়ো নিষ্কিঞ্চনৈ বুধৈঃ" ইতি। ভক্তিরস্যেতি শ্রীগোপালতাপন্যাম্। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তিরানুকূল্যেন শ্রবণাদিভজনম্। অস্মৈ রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যম্। তথা-মুষ্মিন্ কৃষ্ণে মনঃকল্পনং চ তৎ মনঃ কল্প্যতে অনুরজ্যতে অর্প্যতে অনেন ইতি নিরুক্তেঃ চিত্তানুরঞ্জনাত্মকঃ শ্রবণাদিহেতুকো ভাব ইত্যর্থঃ। উত্তমাত্বসিদ্ধয়ে তদিহেতি। ইহলোকে পরলোকে চোপাধেঃ কৃষ্ণান্যফলেচ্ছায়া নৈরাশ্যেন বিরহেণ কৃষ্ণৈকস্পৃহয়া জায়মানমিত্যর্থঃ। এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যং নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্ম্মানাবৃতং স্বার্থে ষ্যঞ্। এবশব্দঃ সকামায়া ভক্তের্ব্যাবৃত্তয়ে। আয়ুর্ঘৃত-মিতিবৎ প্রয়োগঃ। সর্ব্বেতি সর্ব্বৈরুপাধিভিঃ হৃষীকেশান্যাভিলাষৈর্নির্মুক্তং নির্ম্মলং কর্ম্মযোগাদ্যনাবিলং তৎপরত্বেনানুকূল্যেন বিশিষ্টং হৃষীকেশস্য কৃষ্ণস্য শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েণ সেবনং কায়িকং বাচিকং মানসিকঞ্চ পরিশীলনমিত্যর্থঃ॥৩৬॥

ঐ নিষ্কাম ভক্তিরূপ জ্ঞানে সালোক্যাদি-মুক্তির অভিলাষ দেখা যায় না। কারণ, ভোজনে তৃপ্তির ন্যায় সালোক্যাদি-মুক্তি, ভক্তিতে আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমার সেবাদ্বারা অর্থাৎ সাধনভক্তিদ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় প্রার্থনা না করিলেও আনুষঙ্গিকরূপেই সিদ্ধ হয়। অতএব আমার সেবায় পরিপূর্ণ প্রেমভক্তগণ ঐ সকল কামনা করে না। তাহাদিগের কালনাশ্য স্বর্গাদি যে প্রার্থনার বিষয় নহে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।" শ্রুতিতে ভক্তিলক্ষণেও ঐরূপই উক্ত হইয়া থাকে। "আনুকূল্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণের ভজনই ভক্তি। উক্ত ভজনটি ঐহিক ও পারত্রিক ফলকামনা-শূন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণেই মনঃ কল্পনারূপ হইলে উহাকে উত্তমা ভক্তি বলা যায়। উহাই আবার নৈষ্কর্ম্ম্য, অর্থাৎ আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষকর হইয়া থাকে। নারদপঞ্চরাত্রেও উক্ত হইয়াছে,—"সর্ব্বতোভাবে

এবঞ্চ "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি", (গীতা)—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (ভাঃ ১০।৯।২১) "নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ "ইত্যাদীনি ফলতারতম্যবাক্যানি সংগচ্ছেরন্নিতি ॥৩৭॥

অত্রৈবং পুনশ্চিন্ত্যতে ভগবদ্বশীকারহেতুভূতা ভক্তিঃ কিংস্বরূপেতি? কিং প্রাকৃতসত্ত্বময়জ্ঞানানন্দরূপা, কিং বা ভগবজ্জ্ঞানানন্দরূপা, অথবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা, উত হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসাররূপেতি? নাদ্যঃ, ভগবতো মায়াবশ্যত্বাশ্রবণাৎ স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চ; ন দ্বিতীয়ঃ, অতিশয়াসিদ্ধেঃ; নাপি তৃতীয়ঃ, জৈবয়োস্তয়োঃ ক্ষোদিষ্ঠত্বাৎ; কিন্তু চতুর্থ এবাসৌ ভবেৎ ॥৩৮॥

এবঞ্চেতি। তত্ত্বম্পদার্থানুসন্ধিরূপাদিতয়া শ্রবণাদিতি ভাবঃ। যে যথেতি শ্রীগীতাসু। নায়মিতি শ্রীদশমে। অয়ং গোপিকাসুতঃ যশোদৌরস্যঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ দেহিনামারুরুক্ষুজ্ঞানিনাম্ আত্মভূতানাম্ আরূঢ়জ্ঞানিনাঞ্চ তথা সুখদো ন, যথা ইহ গোপিকাসুতে ভক্তিমতামিত্যর্থঃ ॥৩৭॥

মায়াবশ্যত্বেতি। মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানেত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। স্বতঃ পূর্ণত্বাচ্চেতি। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অপূর্ণো হি জীবঃ প্রাকৃতং জ্ঞানানন্দমিচ্ছতি তদর্থমুদ্‌যততে। অতিশয়াসিদ্ধেরিতি। আনন্দস্বরূপোঽপি ভগবান্ ভক্ত্যানন্দাতিশয়ী ভবতি ইতি বক্ষ্যমাণস্যানন্দাধিক্যস্যাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। কিন্ত্বিতি। চতুর্থস্তদুভয়সারাত্মা চতুর্থপ্রকার এবাসৌ ভক্তিরিত্যর্থঃ ॥৩৮॥

উপাধি সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্মাত্র অভিলাষহেতু নির্ম্মলভাবে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা হৃষীকেশ শ্রীভগবানের যে সেবন, তাহাকেই উত্তমা ভক্তি বলা হয়" ॥৩৬॥

এইরূপ জ্ঞানাদির ভেদবশতঃ, "এই সংসারে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি মৃত্যুর পর তাদৃশী গতি লাভ করেন"। "যে যেরূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমিও তাহাকে তাদৃশী গতি প্রদান করিয়া থাকি"। এই গোপিকানন্দন শ্রীকৃষ্ণ আরুরুক্ষু জ্ঞানী অথবা আরূঢ়জ্ঞানী উভয়ের পক্ষেই তাদৃশ সুখলভ্য নহেন, ভক্তিমন্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যাদৃশ সুখলভ্য" ইত্যাদি ফলতারতম্যসূচক বাক্যসকল সঙ্গত হইতেছে ॥৩৭॥

এস্থলে পূনর্ব্বার চিন্তা করিতেছেন যে, ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির স্বরূপ কি? উহা প্রাকৃত সত্ত্বের বিকারস্বরূপ যে জ্ঞান ও আনন্দ

ভক্তৌ খলু ভগবান্ স্বয়মেব বশীভূয় তিষ্ঠতি তামরসকোষে মধুপ ইব রসিকযুবত্যাং রসিকযুবেবেতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ প্রতীয়তে। তৎপ্রতীতার্থান্যথানুপপত্তিপ্রসূতয়ার্থাপত্ত্যা তু "হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিৎ-ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তস্বরূপবিশেষভূতহ্লাদিনী-সম্বিৎসাররূপা সেতি নিশ্চীয়তে॥৩৭॥

অথ লৌকিকদৃষ্টান্তেন সুখরূপাং ভগবতো ভক্তিবশ্যতাং গ্রাহয়তি—ভক্তাবিত্যাদিনা। শ্রুতিস্মৃতিভ্য ইতি। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি," "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইত্যাদিভ্য ইত্যর্থঃ। তৎপ্রতীতেতি। তাভ্যঃ প্রতীতোঽধিগতো যো ভগবতো ভক্তিবশ্যতালক্ষণোঽর্থঃ, সোঽন্যথা, ভক্তের্ভগবৎস্বরূপবিশেষভূতহ্লাদসংবিৎসারস্বভাবত্বোপপত্তির্ন সিধ্যেত তৎপ্রসূতয়া তদন্যথানুপপত্তিজ্ঞাতয়া অর্থাপত্ত্যা প্রমাণেন তু হ্লাদিনীত্যাদিবাক্যসিদ্ধতদুভয়সারাত্মা ভক্তিরিতি লভ্যত ইত্যর্থঃ। অসিধ্যদর্থদৃষ্ট্যা তৎসাধকান্যার্থকল্পনা হ্যর্থাপত্তিঃ পীনশ্চৈত্রোঽহ্নি ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যত্র যথা অহন্যভুঞ্জানে চৈত্রে পীনত্বমসিদ্ধং তৎসাধকং তত্র রাত্রিভোজনং কল্পয়তি, তথা শ্রূয়মাণং ভগবতো ভক্তিবশ্যত্বমসিধ্যৎ তৎসাধকং ভক্তেস্তদ্বিশেষভূতহ্লাদসম্বিৎসারত্বং কল্পয়তীতি। হ্লাদিনীতি

তদ্রূপা, কি ভগবানের জ্ঞান ও আনন্দের স্বরূপা, কিংবা জৈবজ্ঞানানন্দরূপা, অথবা হ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসারস্বরূপা? উহাকে প্রাকৃত সত্ত্বময় বলা যায় না; কারণ, শ্রীভগবান্ যখন ঐ ভক্তির বশীভূত হয়েন, তখন উহাকে তাদৃশী বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার মায়াবশ্যত্ব আপতিত হয়। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না; যেহেতু ভগবান্ ভক্তের ভক্তিতে আনন্দাধিক্য অনুভব করেন, এইরূপ যাহা শুনা যায়, ভক্তির তাদৃশত্ব স্বীকারে পূর্ণানন্দ ভগবানের স্বীয় আনন্দের আধিক্যের অসম্ভাবনাপ্রযুক্ত তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তৃতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না; কারণ জীবের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ক্ষুদ্র আনন্দের ধ্বংস আছে, অতএব উহা কখনই বিপুল জ্ঞানানন্দস্বরূপ নিত্যভক্তিরূপে গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং চতুর্থ পক্ষই স্বীকার করিতে হইতেছে। ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির ও সম্বিৎশক্তির সারভাগ অর্থাৎ চরম অবস্থা বা পরাবস্থা ॥৩৮॥

তথাচ হ্লাদসম্বিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি সিধ্যতি। তৎসারত্বঞ্চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়কতদানুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ। ইত্থম্ভূতা ভক্তিরিত্যভিপ্রায়েণৈব সচ্চিদানন্দৈকরসতায়াং বিশিনষ্টি, শ্রুতিস্তস্যাং ভগবদ্বশ্যত্বাঞ্চ দর্শয়তি,—"বিজ্ঞানঘনা" "ইত্যাদিনা "ভক্তিরেবৈনং নয়তি" ইত্যাদিনা চ ॥৪০॥

ধ্রুববাক্যম্। জীবাদ্বৈলক্ষণ্যেনেশ্বরং স্তৌতি,—হে ভগবন্, সর্ব্বসংশ্রয়ে নিখিলপরমাশ্রয়ে ত্বয়ি হ্লাদিন্যাদিত্রিবৃত্তিকা একা অভিন্না শক্তির্বর্ত্ততে, সত্ত্বাংশেন মনঃপ্রসাদলক্ষণা হ্লাদকরী তমোঽংশেন বিষয়বিয়োগাদিতাপকরী রজোঽংশেন তদুভয়োদয়ান্মিশ্রেত্যেবং ত্রিগুণা প্রকৃতিস্ত্বয়ি নো বর্ত্ততে। কুত ইত্যাহ—গুণেতি, মায়াগুণাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। সা তু জীবেষ্বেব বর্ত্ততে ইতি জীবেভ্যস্ত্বমন্যোঽতিসুখৈশ্বর্য্যবানিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

নিষিধ্যতি—তথাচেতি। সমবেতয়োরভিন্নয়োরিত্যর্থঃ। একেত্যুক্তেঃ। তৎসারত্বঞ্চেতি। হ্লাদাভিন্নায়াঃ সম্বিদঃ। যস্তস্যানুকূল্যাংশঃ স তস্যাঃ সার ইত্যর্থঃ। স চ ক্ষীরসারবৎ পুষ্পসৌরভবচ্চ বোধ্যঃ। অভিলাষবিশেষ ইতি

ভক্তিতে ভগবান্ স্বয়ং বশীভূত হইয়া থাকেন। ভ্রমর যেরূপ মকরন্দলোভে অরবিন্দকোষের মধ্যে আবদ্ধ হয়, রসিক যুবক যেরূপ রসিকা যুবতীতে প্রেমবদ্ধ হয়েন, শ্রীভগবান্ও তদ্রূপ ভক্তপ্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই পাওয়া গিয়া থাকে। শ্রীভগবানের এই ভক্তিবশ্যত্বশ্রবণেই ভক্তির হ্লাদিনী-সম্বিৎ-সারত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। দিবসে ভোজনরহিত স্থূলাঙ্গ ব্যক্তির যেরূপ অর্থাপত্তি-প্রমাণদ্বারা রাত্রিভোজিত্ব কল্পিত হয়, শ্রীভগবানে্রও তদ্রূপ ভক্তিবশ্যত্বশ্রবণে ভক্তির হ্লাদিনী ও সম্বিতের সারত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে। ভক্তি যদি তাদৃশী না হইয়া সামান্য 'কোন পদার্থ হইত, তাহা হইলে, তাহাতে ভগবদ্বশীকারসামর্থ্য সম্ভব হইত না। উহা যখন শ্রীভগবান্কে বশ করিতেছে, তখন অবশ্য হ্লাদিনীশক্তি ও সম্বিৎশক্তির সারই স্থির হইতেছে। অন্যথা ভক্তির তাদৃশত্ব অনুপপন্ন হয় বলিয়াই ভক্তিকে বিষ্ণুপুরাণোক্ত শ্রীভগবানের স্বরূপবিশেষভূত হ্লাদিনীশক্তির ও সম্বিৎশক্তির সাররূপা বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতেছে ॥৩৯॥

নন্বু হ্লাদিন্যারূপা ভক্তির্ভগবৎস্বরূপভূতাৎ জ্ঞানানন্দাম্নাতিরিচ্যতে। যদসৌ স্বরূপশক্তিরিতি ভবদ্ভিরেবোক্তং কথমধুনা ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞানানন্দত্বং ভক্তেঃ প্রত্যাখ্যায়ত ইতি চেৎ, আচক্ষমহে,—ন খলু পরাভ্যুপগতনির্বিশেষচৈতন্যমাত্রবদত্র ব্রহ্মস্বরূপং স্বীকুর্ম্মহে কিন্তু স্বরূপশক্তিমদেব শক্তিশ্চ স্বরূপানতিরেকিণ্যপি তদ্বিশেষতয়াব-ভাসতে অন্যথা তস্য শক্তিরিতি ব্যপদেশাসিদ্ধেঃ ॥৪১॥

কৃষ্ণান্যতৃষ্ণাশূন্যা কৃষ্ণমাত্রতৃষ্ণেত্যর্থঃ। ধর্ম্মভূতজ্ঞানোদ্ভূতয়া তাদৃশ্যা তৃষ্ণয়াসহ ক্ষীরনীরন্যায়েনৈকীভূতস্তদানুকূল্যাংশো ভক্তিরিতি যাবৎ। সা তথাভূতা ভক্তি নিত্যে ধাম্নি নিত্যপার্ষদেষু নিত্যং চকাস্তি সুরসরিদিব তদ্ভক্তপ্রণাল্যা প্রপঞ্চেঽপ্যবতরতীতি ভাষ্যেঽপি ভণিতম্ ইত্থম্ভূতা বর্ণিতলক্ষণা ॥৪০॥

পুনঃ শঙ্কতে—নন্বিতি। স্বরূপশক্তিরিতি স্বরূপভূতা শক্তিরিত্যর্থঃ। ন খল্বিতি। পরাভ্যুপগতেতি মায়িস্বীকৃতেত্যর্থঃ। অত্রেতি। মধ্বমুনিসিদ্ধান্তে ইত্যর্থঃ। কিন্ত্বিতি সত্তা সতীত্যাদৌ সত্তাদীনাং সত্তাদ্যভিন্নসত্ত্বাদিমত্ত্বৎ স্বরূপাভিন্নতচ্ছক্তিমৎ স্বীকুর্ম্মহে ইত্যর্থঃ ॥৪১॥

এইরূপে হ্লাদিনীশক্তির সারই ভক্তি, ইহা সিদ্ধ হইল। উক্ত উভয় শক্তির সার বলিতে শ্রীভগবানের নিত্য পরিকরসমূহের আশ্রয়ে স্থিত যে ভগবদ্বিষয়ক আনুকূল্যের অভিলাষ বিশেষ, ইহাই বোধিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ ভিন্ন অন্যবিষয়ে তৃষ্ণা না থাকিয়া কেবল শ্রীভগবদ্বিষয়িণী যে তৃষ্ণা, তাহাকেই শ্রীভগবদ্বিষয়ক আনু-কূল্যের অভিলাষবিশেষ বলা যায়। আত্মজ্ঞানের অনন্তর শ্রীভগব-দ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা হইতে উদ্ভূত যে তদ্বিষয়িণী তৃষ্ণা, ঐ তৃষ্ণার সহিত সম্মিলিত শ্রীভগবদ্বিষয়িণী আনুকূল্যময়ী চেষ্টাই ভক্তির অর্থ। ঐ ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্য পরিকরসকলে নিত্যই অবস্থান করে এবং ঐ স্থান হইতে সুরসরিৎপ্রবাহের ন্যায় ভক্তরূপ খাতের মধ্য দিয়া প্রপঞ্চেও অবতরণ করিয়া থাকে। তাহাতেই প্রাপঞ্চিক জীবসকল উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ভক্তির এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়েই "বিজ্ঞানঘনা, আনন্দঘনা" প্রভৃতি শ্রুতিতে ভক্তিকে সচ্চিদানন্দরসস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এবং "ভক্তিরেবৈনং নয়তি" প্রভৃতি শ্রুতিতে তাদৃশী ভক্তিতেই শ্রীভগবান্ বশীভূত হয়েন, এইরূপ বলিয়াছেন ॥৪০॥

অবয়বাবয়বিভাববদেষ প্রত্যয়ঃ। যথা করচরণাদ্যবয়বিনঃ করাদ্যবয়বানামনতিরেকেঽপি তদ্ভাবপ্রতীতির্বৈদুষী তথৈব দ্রষ্টব্যম্। ন হ্যেষা নির্মূলা কল্পনা,—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ (ব্রঃ সূঃ) প্রতিষেধাচ্চ" ইতি ন্যায়াচ্চ। তথাচ বর্ত্তুলত্বকোমলত্বাদিবিশিষ্টৌ যূনো ভুজৌ যথা যুবত্যাঃ স্কন্ধে নিহিতস্তয়োঃ পরমানন্দায় সম্পদ্যতে, তথা ভগবৎস্বরূপ-বিশেষভূতহ্লাদিন্যাদিসারাত্মা ভক্তির্ভগবত্যপৃথগ্‌বিশেষণতয়া ভক্তে চ পৃথগ্‌বিশেষণতয়া সিদ্ধা তয়োরানন্দাতিশয়ায় ভবতীতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্ ।৪২॥

বিদ্বদ্দৃষ্টান্তেনোক্তমর্থং হৃদ্যারোহয়ন্নাহ—অবয়বেতি প্রকটার্থম্। সাংখ্যাদি-মতেনেদং বোধ্যং, ন তু নৈয়ায়িকাদিমতেন। অত্র তয়োর্ভেদাঙ্গীকারাদিতি ভাষ্যেঽস্য বিস্তরঃ। প্রতিষেধাচ্চেতি ব্রহ্মসূত্রম্। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়ত ইতি শক্তেঃ স্বরূপাদ্ভেদে বিভাতেঽপি স্বাভাবিকীতি ভেদপ্রতিষেধাৎ ন গুণগুণিভেদ ইত্যর্থঃ। লৌকিকদৃষ্টান্তেনাপি নিষ্কৃষ্টং গ্রাহয়ন্নাহ—তথা চ বর্ত্তুলেত্যাদিনা, তয়োরিতি যূনোরিত্যর্থঃ। ভুজৌ যথা যূনোঽভিন্নৌ যুবত্যাস্তু ভিন্নঃ তথা হ্লাদিনীসাররূপা ভক্তির্ভগবতোঽভিন্না, ভক্তাৎ তু ভিন্না ইত্যর্থঃ। অপৃথগ্‌-বিশেষণতয়া সত্তা সতীতিবদভিন্নবিশেষণভাবেনেত্যর্থঃ। পৃথগ্‌বিশেষণতয়া ভূষণীত্যাদিবৎ ভিন্নবিশেষণভাবেন ইত্যর্থঃ। তয়োরিতি ভগবাংস্তদ্ভক্তয়োঃ ॥৪২॥

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন যে, ভক্তিকে ইতিপূর্ব্বে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিই বলা হইয়াছে। ভক্তি যদি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিভূতা হ্লদিনীশক্তি অর্থাৎ আনন্দশক্তি এবং সম্বিৎশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি হইল, তবে উহা অবশ্য শ্রীভগবানের স্বরূপভূত আনন্দ ও জ্ঞান হইতে যে অনতিরিক্ত, তাহা স্থির; তবে এখন আবার কিরূপে ঐ ভক্তিকে শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞান এবং আনন্দ নহে, এরূপ বলা হইতেছে? ইহার উত্তর এই;—এই মতে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র নহে; কিন্তু ব্রহ্ম নিজের স্বরূপ হইতে অভিন্ন যে স্বরূপশক্তি তদ্বিশিষ্টই জানিতে হইবে। ঐ শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ভিন্ন না হইলেও স্বগতবিশেষবলে ব্রহ্মের বিশেষণরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। শক্তিকে যদি শক্তিমদ্ ব্রহ্মের বিশেষণ না বলা যায়, তবে ব্রহ্মের শক্তি এরূপ উক্তি সঙ্গত হইতে পারে না ॥৪১॥

তত্র সন্ধিনীসম্বিৎহ্লাদিন্যো যথোত্তরমুৎকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ। তত্র সদাত্মাপি যয়া সত্তাং ধত্তে দদাতি চ, সা সর্ব্বদেশকালদ্রব্যব্যাপ্তি-হেতুঃ সন্ধিনী, সম্বিদাত্মাপি যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ। হ্লাদাত্মাপি যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি তত্তৎ-প্রাধান্যেন স্ফূর্ত্তেস্তত্তদ্রূপতা তস্যা একস্যা বৈদূর্য্যবদবনীয়তে ॥৪৩॥

হ্লাদিন্যাদীনাং তিসৃণাং স্বরূপাণি কার্য্যাণি চ বক্ষ্যন্ তাসাম্ উত্তরোত্তরম্ উৎকর্ষক্রমমাহ—তত্রেতি। তত্র সদাত্মেতি। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইত্যাদ্যুক্তসত্যাত্মকোঽপি যথা "সদেব সৌম্য" ইত্যাদ্যুক্তাং সত্তাং ধত্তে, দ্রব্যকর্ম্ম-কালস্বভাবজীবেভ্যঃ সত্তাং তত্তৎকার্য্যক্ষমতাং চ দদাতি সা সন্ধিনী। সম্বি-দাত্মেতি। "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদ্যুক্তসম্বিদ্রূপোঽপি যয়া প্রতাপী শূর ইতিবৎ যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যুক্তসম্বিদ্বান্ ভবতি, "যয়ৈব প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" "ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাম্" ইত্যাদ্যুক্তধর্ম্মভূতজ্ঞানবিশিষ্টান্ জীবান্ করোতি সা সম্বিৎ। হ্লাদাত্মেতি। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যুক্তানন্দস্বরূপোঽপি যয়া "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" ইত্যাদ্যুক্তানন্দবান্ ভবতি যয়া চ সম্বিদভিন্নয়া

অবয়ব ও অবয়বীর যেমন অভেদে ভেদপ্রতীতি, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তিতেও তদ্রূপ ভেদপ্রতীতি। কর-চরণাদি অবয়ব সকল অবয়ব-বিশিষ্ট অবয়বী হইতে অনতিরিক্ত হইলেও যেরূপ পরস্পরের বিশেষ্য-বিশেষণরূপে পার্থক্য প্রতীত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি সম্বন্ধেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। এইরূপ ভেদকল্পনা অমূলকও নহে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" প্রভৃতি শ্রুতি ও স্মৃতিসকল এবং "প্রতিষেধাচ্চ" প্রভৃতি ন্যায়সকল হইতেই উক্ত প্রকার ভেদকল্পনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বর্ত্তুলত্ব ও কোমলত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট যুবার হস্ত যেরূপ যুবতীর স্কন্ধে নিহিত হইলে উভয়েরই আনন্দ বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের স্বরূপবিশেষভূতা হ্লাদিনী-সম্বিৎসারাত্মা ভক্তিও শ্রীভগ-বানের স্বরূপবিশেষণ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহার বিশেষণস্বরূপ এবং ভক্তের অস্বরূপবিশেষণ অর্থাৎ ভক্তজীব হইতে পৃথক্ হইয়াও তাঁহার বিশেষণরূপে সিদ্ধ হইয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তজীব উভয়ের আনন্দাতিশয় বিধান করিতেছে, এইরূপ বলাতে কোনরূপ দোষ ঘটিতেছে না ॥৪২॥

সা তদুভয়সারাংশরূপা রতিপ্রেমাখ্যা ভক্তির্ভক্তে ভগবতি চাত্মানং নিক্ষিপ্য মিথস্তাবনুরঞ্জয়তি। যদুক্তম্—(ভাঃ ৯।৪।৬৮) "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥" ইতি, (ভাঃ ১১।২।৫৫) "বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ। প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥" ইতি ভক্তেষু ভগবদ্ভক্তিশ্চ দর্শিতা—(ভাঃ ১০।৮৬।৫৯) "এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ" ইত্যাদৌ॥৪৪॥

শ্রবণাদিভাবাদিনাম্না স্বানুকূল্যভূতয়া স্বসাম্মুখ্যান্ জীবানানন্দয়তি "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইত্যাদ্যুক্তপ্রশস্তানন্দভাজঃ করোতি, সা হ্লাদিনীতি। একস্যাস্তস্যা ভক্তেস্ত্রিধা ভানং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি - তত্তদিতি। যথা একস্যৈব বৈদূর্য্যস্য নীলপীতাদিরূপতা তথা একস্যাঃ পরায়াঃ সন্ধিন্যাদিরূপতেত্যর্থঃ ॥৪৩॥

ভগবতি চাত্মানং নিক্ষিপ্যেতি বিশেষহেতুকাৎ বাস্তবাৎ ভেদকার্য্যাদিতি ভাবঃ। সাধব ইতি নবমে শ্রীভগবদ্বাক্যম্। বিসৃজতীত্যেকাদশে হবির্যোগেশ্বরবাক্যম্। ভক্তেম্বিতি। ভগবৎকর্ত্তৃকা ভক্তানুকূল্যলক্ষণা ভক্তিরানন্দসম্বিদ্রূপে-

---

শ্রীভগবানের সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী, এই তিন শক্তির মধ্যে সন্ধিনী হইতে সম্বিৎ এবং সম্বিৎ হইতে হ্লাদিনীকে উৎকৃষ্ট জানিবে। আছেন, এইরূপে নিত্য সত্তাবিশিষ্ট ভগবান্ যদ্দ্বারা সত্তা ধারণ করেন এবং দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, প্রকৃতি ও জীব এই সকলে সত্তা অর্থাৎ তত্তৎকার্য্যসামর্থ্য প্রদান করেন, তাহাকেই সন্ধিনীশক্তি বলা হয়। ঐ সন্ধিনীশক্তি সর্ব্বদেশকালাদির ব্যাপ্তিহেতু। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যদ্দ্বারা জ্ঞানবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েন এবং জীব সকলকে জ্ঞানবিশিষ্ট করেন, তাহারই নাম সম্বিৎশক্তি। আর তিনি আনন্দস্বরূপ হইয়াও নিজের যে শক্তিদ্বারা আনন্দবিশিষ্ট হয়েন ও জীবসকলকে স্বসাম্মুখ্য প্রদানদ্বারা আনন্দিত করেন, তাঁহার সেই শক্তিকেই হ্লাদিনীশক্তি বলা হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের এক পরাখ্যা শক্তি পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারে প্রকাশিত হইয়া বৈদূর্য্যমণির ন্যায় সন্ধিন্যাদি ত্রিবিধ আকারে ভাসমানা হয়েন ॥৪৩॥

অতএব ভক্তানন্দায় তস্য বিবিধপ্রযত্নোঽপি—"মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ" ইতি তদুক্তেঃ ॥৪৫॥

ত্যর্থঃ। এবমিতি দশমে শ্রীশুকবাক্যম্। স্বভক্তয়োঃ শ্রুতদেববহুলাশ্বয়োঃ ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিবর্য্যয়োঃ মিথিলাবর্ত্তিনোঃ। উষিত্বা স্থিত্বা। তৌ প্রতি সন্মার্গমাদিশ্য ॥৪৪॥

অতএবেতি। ভক্তভক্তিমত্ত্বাদেব। তস্য ভগবতঃ। মুহূর্ত্তেনেতি পাদ্মে। দর্শনেতি। যথাসংখ্যমত্রালঙ্কারঃ। দর্শনেন মৎস্যঃ, ধ্যানেন কূর্ম্মঃ, সংস্পর্শনেন বিহঙ্গমঃ যথা স্বানি অপত্যানি পুষ্ণাতি তথাহং স্বভক্তান্ ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

তন্মধ্যে সম্বিৎশক্তি ও হ্লাদিনীশক্তির সারাংশরূপা রতিপ্রেমাখ্যা ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ সঙ্ঘটনে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া পরস্পরদ্বারা পরস্পরকে অনুরঞ্জিত করাইয়া থাকেন। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—"সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়; সাধুগণ আমাভিন্ন জানে না, আমিও ভক্ত ভিন্ন জানি না।" "অবশভাবে অভিহিত হইলেও অঘৌঘনাশন ভগবান্ যাঁহার প্রণয়রূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়কে কখনও ত্যাগ করেন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।" "শ্রীভগবান্ এইরূপে শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বকে ভক্তানুকূল্যলক্ষণা আনন্দসম্বিদ্রূপা ভক্তি দেখাইয়া কিছুকাল মিথিলায় অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্বারাবতীতে প্রয়াণ করিলেন।" ইত্যাদি স্থলে ভক্তিবিষয়ে শ্রীভগবানের প্রেমলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে ॥৪৪॥

ভক্ত যেরূপ শ্রীভগবানে প্রেম করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্‌ও তদ্রূপ ভক্তের প্রতি প্রেম করেন, অতএব ভক্তের আনন্দবিধানার্থ তাঁহার বিবিধ প্রযত্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন— "আমি যদিও ইচ্ছামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যেই দানবগণকে সংহার করিতে পারি, তথাপি আমার ভক্তগণের বিনোদার্থ আমাকে বিবিধ লীলা স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মন্! মৎস্য, কূর্ম্ম ও বিহঙ্গম সকল যেরূপ দর্শন, ধ্যান ও সংস্পর্শদ্বারা নিজ অপত্যগণের পোষণ করে, আমিও তদ্রূপ আমার ভক্তগণকে পোষণ করিয়া থাকি" ॥৪৫॥

তস্মাৎ পরমানন্দময়োঽপি যয়ানন্দাতিশয়ো ভবতি, স্বরূপানন্দং চানুভবতি তং তমানন্দমনুভাবয়তি চ ভক্তান্; তস্যাঃ সত্ত্বময়ানন্দাদিরূপত্বং কথমিতি পরমপুমর্থরূপত্বং ভক্তেঃ সিদ্ধম্; জ্ঞানফলং ভগবান্ ভক্তিফলন্তু ভক্তিরেব, তদ্বিষয়া তস্যা এবোদগ্রানন্দত্বাৎ ॥৪৬॥

আনন্দাদিরূপায়াস্তস্যাঃ কায়াদিতাদাত্ম্যেনাবির্ভূতায়াঃ ক্রিয়াকারকত্বমানন্দচিন্মূর্ত্তেঃ কুন্তলাদিপ্রতীকত্ববদবসেয়ম্। কুপিতপিত্তেন সিতামাধুর্য্যমিবাবিচ্ছিন্নসংসারেণ তদাদি রূপত্বং তস্যাঃ পূর্ব্বং নানুভূয়তে, তৎসংসেবয়া তু তথাত্বমনুভূয়ত ইতি ॥৪৭॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। যয়া নিরূপিতয়া ভক্ত্যা। জ্ঞানফলমিতি। তৎপদার্থানুসন্ধিরূপস্য জ্ঞানস্য সাধ্যমিত্যর্থঃ। অত উক্তং নারদীয়ে শ্রীভগবতা। "সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধণ্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা। দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী" ইতি ॥৪৬॥

নন্বু শ্রবণাদেঃ ক্রিয়ায়া ভক্তেঃ কথমানন্দাদিরূপত্বং প্রত্যেতব্যং তত্রাহ আনন্দাদীতি। কায়াদীতি ভক্তদেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধেনেত্যর্থঃ। কুন্তলাদীতি। চিকুরনখরাদ্যঙ্গবদিত্যর্থঃ। অঙ্গং প্রতীকোঽবয়ব ইত্যমরঃ। তর্হি শ্রবণাদিভক্তেরানন্দাদিরূপত্বং কুতো ন প্রতীয়তে, তত্রাহ কুপিতেতি। তদাদিরূপত্বমানন্দসম্বিৎসারত্বম্ পূর্ব্বং সংসারদশায়াং তৎসংসেবয়া, শ্রবণাদিভক্ত্যাবৃত্ত্যা ॥৪৭॥

অতএব পরমানন্দময় শ্রীভগবান্ যে ভক্তিদ্বারা আনন্দাতিশয় হয়েন এবং স্বরূপানন্দ অনুভব করেন ও ভক্তগণকে তত্তদানন্দ অনুভব করান, সেই ভক্তির সত্ত্বগুণজাত আনন্দরূপত্ব কখনই সম্ভব হয় না। যদি অসম্ভব হইল, ভক্তির পরমপুরুষার্থরূপত্বও সিদ্ধ হইল। জ্ঞানের ফল ভগবান্, অর্থাৎ তত্ত্বম্পদার্থানুসন্ধানরূপ জ্ঞানদ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে জানা যায়। কিন্তু ঐ জ্ঞান প্রেম উৎপাদন করিতে পারে না। উহা ভক্তির ফল। সাধনভক্তিদ্বারা সাধ্যভক্তি বা ভগবদ্বিষয়ক প্রেম লাভ করা যায়। কারণ, হ্লাদিনীসম্বিৎসারভূতা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই পরমানন্দরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না ॥৪৬॥

শ্রবণাদিক্রিয়ারূপা যে ভক্তি, তাহা আবার কিরূপে আনন্দাদিরূপে প্রকাশ পাইবে, এরূপ আশঙ্কা করা যায়না; কারণ, জ্ঞানা-

অতএব সিদ্ধানাং তস্যাং প্রবৃত্ত্যনুপরম ইত্যাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১২) "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ইতি। ন চৈবং ভক্তিপুরুষার্থবাদিনাং ভগবৎপুরুষার্থতাবিগমঃ তস্যাস্তদবিনাভাবেন তয়ৈব তস্যাপি প্রাপ্তেঃ। তথাচ ভক্তিমতাং ভক্তিবিষয়ো ভগবান্ পুরুষার্থ ইতি নিষ্কৃষ্টম্ ॥৪৮॥

তস্মাৎ কর্ম্মণশ্চিত্তশুদ্ধাবনুপ্রয়োগঃ, জ্ঞানভক্তিরূপায়াঃ বিদ্যায়াস্তু সাক্ষাৎ তৎপ্রাপ্তাবিতি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ।৪৯॥

সিদ্ধানাং বিমুক্তানাম্। আপ্রায়ণাদিতি আমোক্ষাৎ তত্রাপি মোক্ষে চ ভগবৎকৈঙ্কর্য্যং শাস্ত্রেষু দৃষ্টমিত্যর্থঃ। তস্য ইতি। ভক্তের্ভগবদবিনাভাবেন হেতুনা ভক্তিলাভেনৈব তদ্বিষয়স্য ভগবতশ্চ লাভাদিত্যর্থঃ। এতদেবাহ তথাচেতি ॥৪৮॥

নন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের যেরূপ চিকুরকুন্তলাদি জড় অবয়বসকল প্রকাশ পায়, তদ্রূপ ভক্তদেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধে আবির্ভূতা শ্রবণাদিক্রিয়ারূপা ভক্তির আনন্দাদিরূপে প্রকাশ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিচেষ্টারূপা শ্রবণাদি ভক্তির ক্রিয়ারূপত্ব দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ উহাদের আনন্দাদিরূপতাই জানিতে হইবে। তবে যে সাধারণ জীব ভক্তির তদ্রূপত্ব অনুভব করেন না, তাঁহাদিগের অজ্ঞতাই উহার কারণ। যে ব্যক্তির পিত্ত কুপিত হইয়াছে, তিনি যেমন মিছরির মধুরত্ব অনুভব করিতে পারেন না, তদ্রূপ সংসারী জীবও ভক্তির জ্ঞানানন্দরূপত্ব বুঝিতে পারেন না, শ্রীভগবানের সম্যক্ সেবাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলেই উহা অনুভব করিতে পারা যায় ॥৪৭॥

এই নিমিত্তই মুক্তপুরুষদিগেরও ভক্তিতে প্রবৃত্তির উপশম হয় না। ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন, "মোক্ষাবস্থাতেও জীবের ভগবদ্দাসত্ব দৃষ্ট হয়।" এইরূপে ভক্তিকেই যাঁহারা পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ভগবৎপুরুষার্থতার যে হানি হইতেছে, তাহা নহে ; কারণ ভক্তিব্যতিরেকে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। ভক্তিলাভেই ভক্তিলভ্য ভগবান্ লব্ধ হন। ভক্তিমান্ ব্যক্তিসকলের ভক্তিলভ্য শ্রীভগবান্ই পুরুষার্থ, ইহাই তাৎপর্য্য ॥৪৮॥

যে তু কেচিৎ সদ্বিশেষপ্রসঙ্গাদারম্ভত এব ভক্তিং প্রাপ্তাস্তে পুনর্ভক্ত্যৈব চিত্তশুদ্ধিং তৎসাক্ষাৎকৃতিঞ্চ ভজন্তে। (ভাঃ ২।২।৩৭) "পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্। পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥" ইত্যাদি স্মরণাৎ। এতানুদ্দিশ্য শ্রুতিরাহ (প্রশ্নঃ ১।১০)—তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেদিতি"॥৫০॥

মুখ্যং প্রকরণমুপসংহরতি তস্মাদিতি। ন কাচিদিতি। মোক্ষহেতুতয়োক্তয়োঃ কর্ম্মভক্ত্যোশ্চাত্র সংগ্রহান্ন কাচিদূনতেত্যর্থঃ॥৪৯॥

স্বনিষ্ঠানাং পরিনিষ্ঠিতানাঞ্চ কর্ম্মপূর্ব্বাং সাধনপদ্ধতিং প্রদর্শ্য নিরপেক্ষাণামকর্ম্মপূর্ব্বাং তাং দর্শয়তি যে ত্বিতি। কেচিৎ নারদাদয়ঃ। তে পুনরিতি। তে অকর্ম্মনিষ্ঠা দ্বিতীয়া ইত্যর্থঃ। পুনরপ্রমিতে ভেদে ইতি বিশ্বঃ। পিবন্তীতি দ্বিতীয়ে শ্রীশুকবাক্যম্। তপসেতি। তপসা হরিবাসরাদিব্রতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনবর্জ্জিতেন শ্রদ্ধয়া শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রার্থদৃঢ়বিশ্বাসেন বিদ্যয়া নববিধয়া ভক্ত্যা ভাবলক্ষণয়া চ আত্মানং হরিমন্বিষ্যেৎ সাক্ষাৎ চিকীর্ষেৎ॥৫০॥

অতএব কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ সাধনত্রয়ের মধ্যে চিত্তশুদ্ধিতেই কর্ম্মের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল লাভ হইবে; জ্ঞান-ভক্তিরূপা বিদ্যা হইতেই সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং কর্ম্ম ও ভক্তি এই উভয়কেই যে মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে, তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না॥৪৯॥

যাঁহারা সাধুবিশেষের সঙ্গের গুণে প্রথম অবস্থাতেই ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের আর কর্ম্মের অপেক্ষা নাই; কারণ, তাঁহারা ভক্তিদ্বারাই শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"যাঁহারা সাধুসঙ্গবশতঃ শ্রবণপুটে শ্রীভগবানের কথামৃত পান করেন, তাঁহাদিগের বিষয়বিদূষিত চিত্ত তদ্দ্বারাই শুদ্ধি লাভ করে এবং তাঁহারা তদন্তে শ্রীভগবানের পাদপদ্মপ্রান্তে গমন করিয়া থাকেন"। এই উদ্দেশ্যে শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—শ্রীহরিবাসরাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস, নববিধ সাধনভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভে যত্নবান হইবে॥৫০॥

এষা খলু ভক্তিরহৈতুক্যেব তাং সাধয়তি ন ত্বন্যাদৃশী। (ভাঃ ৩।২৯।-১১-১৩) "অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে", সালোক্য-সার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎ-সেবনং জনাঃ॥", "স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। অহৈতুকী নিষ্কামা বিশুদ্ধেতি পর্য্যায়াঃ। অব্যবহিতা মধুধারাবন্নিরন্তরা যা ভক্তিস্তস্যাং সত্যামিতি শেষঃ। মৎসেবনং মমানন্দাত্মকস্য ভক্তিরসিকস্য চ প্রেমসেবাং বিনেত্যর্থঃ। সালোক্যাদিকন্তু পৃষ্ঠলগ্নমেবেতি তস্যেহ নাভিলাষঃ॥৫১॥

নন্বু ভক্তের্নিষ্কামত্বং ন সম্ভবতি, তৎপ্রসাদিতেন ভগবতা দীয়মানস্যানন্দস্য কাম্যত্বাৎ। যথা ভাবহাবাদিপ্রসাদিতেন কান্তে-নার্প্যমাণং রতিসুখং তরুণ্যা কাম্যতে, তচ্চ কান্তাদন্যদেবেতি; এবমেব শ্রুতিরপ্যাহ—"এষ এবানন্দয়তি""রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি চেৎ, মৈবম্। ভক্তেঃ ফলং চেদ্ ভজনীয়াদন্যৎ স্যাৎ যথা কান্তাদন্যৎ তদর্পিতং রতিসুখং তর্হি সা সফলা ভবেৎ; প্রকৃতে তু ভজনীয়ো ভগবানেব ফলম্ আনন্দাত্মকত্বাৎ—"আনন্দো ব্রহ্মেতি

এষেতি। তাং তত্ত্বশ্যতোপেতাং তৎসাক্ষাৎকৃতিম্। অহৈতুকীতি তৃতীয়ে। তস্যেহেতি। ইহ অহৈতুকে ভক্তিযোগে। অত্র সালোক্যাদিতঃ সেবায়া মহানুৎকর্ষঃ তত্ত্বতাং তত্রানাদরাৎ। পরানন্দস্য স্বামিনঃ তত্র সম্যগনুভবাচ্চ॥৫১॥

এই ভগবৎসাক্ষাৎকারলাভ অবশ্য অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে, অন্যদ্বারা হয় না। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—("অহৈতুকী (নিষ্কামা) অব্যবহিতা (মধুধারার ন্যায় ব্যবধানরহিতা) যে পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে ভক্তি, তাহার লাভ হইলে, (শ্রীভগবান্ যদি ভক্তকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধা মুক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, ভক্ত সে সকল গ্রহণ করেন না। ভক্ত, আনন্দস্বরূপ ভক্তিরসিক যে আমি, সেই আমার প্রেমসেবা ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। এইরূপ যে ভক্তিযোগ, তাহাকেই আত্যন্তিকী ভক্তি বলা যায়।") সালোক্যাদিলক্ষণা মুক্তি ভক্তিতে পৃষ্ঠলগ্নরূপে অবান্তরেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং ভক্তের তাহাতে অভিলাষ থাকিতে পারে না॥৫১॥

ব্যজানাৎ” ইতি শ্রুতেঃ। কিঞ্চ কান্তস্যানন্দসাধনত্বমেব। ভগবতস্ত্বানন্দরূপত্বাৎ ফলরূপত্বং নির্ব্বিবাদম্। এবঞ্চ পুরুষার্থমূর্ত্তিত্বাত্মদাতৃত্বোক্তয়ো ন ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। “এষ এবানন্দয়তি” ইত্যত্রাত্মদানেনেতি, রসমিত্যত্র তু রসেনৈব তেন লব্ধেনানন্দী ভবতীতি চ ব্যাখ্যেয়ম্ ॥৫২॥

ভক্তেরহৈতুকতামাক্ষিপন্নাহ নন্বিতি। প্রসাদিতেনেতি। তয়া ভক্ত্যা পরিতোষিতেনেত্যর্থঃ। আনন্দস্য তেন সহ দিব্যরসগন্ধাদ্যনুভবাদাগতস্য সুখস্য তৎস্বরূপাদন্যস্যেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি যথেতি। ভাবঃ প্রেমাঙ্কুরঃ। হাবস্তু প্রেমমঞ্জরীতি। লক্ষণমেষাং সাহিত্যশাস্ত্রাদ্বোধ্যম্। রতিসুখং সম্ভোগানন্দঃ তচ্চ কান্তাদন্যদেবেতি। সেব্যাভিন্নং চেৎ সেবায়াঃ ফলং তর্হি সা সকামেত্যুচ্যত ইতি ভাবঃ। এষ ইতি। আনন্দয়তি সালোক্যাদি দত্ত্বা সুখয়তি। দৈর্ঘ্যং ছান্দসং। রসমিতি। রসাৎ তস্মাদুপলব্ধেন সালোক্যাদিনাতিসুখী ভবতীত্যর্থঃ। নিরস্যতি নৈবমিতি। ভক্তেরিত্যাদিকমগূঢ়ার্থম্। এবঞ্চেতি। ভগবত আনন্দরূপত্বে সতীত্যর্থঃ। এবং প্রকারোপময়োরিতি শ্রীধরঃ। সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্মমাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্ত্তেঃ। অপ্যেবমার্য্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্ বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মানিতি ধ্রুববাক্যে পুরুষার্থমূর্ত্তিত্বম্। দদাত্যাত্মানমপ্যজ ইতি নিমিনৃপতিবাক্যে আত্মপ্রদত্বঞ্চ দ্রষ্টব্যম্। এবমন্যানি চ বাক্যানি মৃগ্যাণি ॥৫২॥

যদি বল, ভক্তির নিষ্কামতা সম্ভব নহে, যেহেতু ভক্তিদ্বারা প্রসাদিত শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক দীয়মান আনন্দের কামনা ভক্তের অপরিহার্য্য। কামিনী যেরূপ ভাবহাবাদি দ্বারা প্রসাদিত কান্ত কর্ত্তৃক অর্পিত রতিসুখ কামনা করেন, ভক্তও শ্রীভগবানের নিকট তৎকর্ত্তৃক দীয়মান আনন্দ কামনা করিয়া থাকেন। কান্তা কান্তের নিকট যে রতিসুখ প্রার্থনা করেন, তাহা কান্ত হইতে ভিন্ন। ভক্তের কামিত উক্ত আনন্দও শ্রীভগবান্ হইতে অতিরিক্ত। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন,—“এই শ্রীভগবান্ ভক্তকে আনন্দিত করিয়া থাকেন, ভক্ত ভগবদ্দত্ত রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন।” ইত্যাদি যুক্তি মনোরম নহে। সেব্য শ্রীভগবান্ হইতে তদীয় সেবার ফল যদি ভিন্ন হইত, তাহা হইলে ভক্তি কান্তার্পিত রতিসুখের ন্যায় সকাম হইত। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে

স্যাদেতৎ। ভক্তকৃতানুকূল্যাদ্ভগবতঃ স্বরূপোল্লাসরূপং সুখং জলকল্লোলবৎ ভবতীতি ভাষিতমহিকুণ্ডলাধিকরণে। স্মৃতিশ্চ (ভাঃ ৫।১৫।১৩)—"প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্ গয়স্য" ইতি (ভাঃ ১০।৮০।১৯) "সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ। প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ" ইতি চ। তেনানুভূতেন স্বসুখোল্লাসাৎ সকামত্বং ভক্তেঃ প্রাপ্তং ঘট্টকুড্যামেব প্রভাতমিতি চেৎ, মন্দমেতৎ। তেনানুভূতেন মৎসুখং স্যাদিতি ধিষণানুদয়াৎ শুদ্ধভক্তানাম্। ইতরথা তেষামহৈতুকীত্যাদিবাক্যানাং ব্যাকোপাপত্তিঃ। তৎসুখমেব মৎসুখমিতি নিষ্কামতাং ভক্তের্নাপহন্তি কিন্তু পুষ্ণাত্যেব তামিতি ॥৫৩॥

পুনরাশঙ্কতে স্যাদিতি। প্রীতিরিতি পঞ্চমে শুকোক্তিঃ। প্রীতিরানন্দরূপো ভগবান্ গয়স্য রাজ্ঞঃ স্বভক্তস্য প্রীতিমানন্দমগাৎ প্রাপ্তঃ। সখ্যুরিতি দশমে শ্রীশুকবাক্যম্। বিপ্রর্ষেঃ সুদাম্নঃ অঙ্গসঙ্গেন অতিনির্বৃতঃ পরমানন্দী সন্। প্রীতঃ তং বীক্ষ্য প্রসন্নচেতাঃ। তেনেতি। তেন অত্যানন্দিতেন ভগবদনুভূতেন স্বস্য ভক্তস্য সুখোল্লাসাৎ সকামা ভক্তিঃ। এতৎ সুখকামনয়া তদ্ভক্তৌ কৃতত্বাদিতি ভাবঃ। পরিহরতি মন্দমিত্যাদিনা। প্রকটার্থমেতৎ। মৎসুখমিতি ভক্তস্য মম স্বরূপোল্লাসলক্ষণং সুখমিত্যর্থঃ। ইতরথা উক্তানঙ্গীকারে

ভক্তি সেরূপ নহে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দাত্মক। ভজনীয় তাদৃশ শ্রীভগবান্ই ভজনের ফল। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধিকন্তু দৃষ্টান্তে কান্ত-রতিসুখ দান দ্বারা আনন্দের সাধন, আর এস্থলে আনন্দরূপী ভগবানই ভক্তির ফল। অতএব শ্রীভগবানের ভক্তিফলরূপত্বে আর কোন বিবাদ দেখা যায় না। এইরূপে শ্রীভগবানের পুরুষার্থমূর্ত্তিত্ব ও আত্মদাতৃত্ব প্রভৃতি উক্তিসকলও সঙ্গত হইল। "এষ এব আনন্দয়তি" এইস্থলে শ্রীভগবান্ আত্মদানদ্বারা ভক্তকে আনন্দিত করেন, এবং "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা" এইস্থলে রসস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়া ভক্ত আনন্দিত হয়েন, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥৫২॥

পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন,—ভক্তকৃত আনুকূল্য হইতে জলকল্লোলের তুল্য ভগবানের স্বরূপোল্লাসরূপ সুখের উদ্রেক হইয়া

এষা তু ভক্তিস্তন্নিত্যপরিকরগণাদারভ্যেদানীন্তনেষ্বপি তদ্ভক্তেষু মন্দাকিনীব প্রচরতি। অতঃ তদ্ভক্তকৃপয়ৈব লভ্যেতি শ্রীভাগবতাদিসম্বাদঃ। তথাচ ভজনীয়স্যানন্দরূপত্বাদ্ ভক্তের্নিষ্কামত্বং তদ্বিষয়স্য পুরুষার্থরূপত্বঞ্চ সিদ্ধম ॥৫৪॥

আনুকূল্যাত্যানন্দিতস্য ভক্তসুখস্যাঙ্গীকারে সতি নিষ্কামভক্তিপ্রতিপাদকবাক্যগণব্যাকোপাদিত্যর্থঃ। এতেনৈব মহানুকূল্যসমানন্দিতস্য ভগবতোঽনুভবেন মদত্যানন্দঃ স্যাদিতি ভক্তস্য ধিষণায়ামুদিতায়াং সকামত্বং ভক্তেঃ প্রাপ্তং নিবারয়িতুং তদুল্লাসানুভবাভ্যুদিতেন স্বোল্লাসেন পুনস্তৎ সুখস্পৃহায়া বক্তুং শক্যত্বাদিতি সিদ্ধান্তিনঃ কল্পনাঃ মামুল্লসিতং বীক্ষ্য উল্লসিতস্য ভগবতো বীক্ষণেন মে মহানন্দঃ স্যাদিতি কামনয়া ভক্তস্তমনুকূলয়তীত্যুক্তে ভক্তেঃ পুনঃ সকামত্বং স্যাদিতি পূর্ব্বপক্ষিণঃ কল্পনা চ নিরস্তা বেদিতব্যা ॥৫৩॥

ভক্তিযোগোঽয়ং নাধুনিকঃ কিন্ত্বনাদিরিত্যাহঃ এষা ত্বিতি। নিত্যে ধাম্নি স্থিতা নিত্যপার্ষদাঃ তেভ্যঃ পরম্পরয়া গঙ্গাপ্রবাহবদিহাপি ভক্তেরাগমাদিত্যর্থঃ। ন হ্যবতারাবসরে স্বামিনা সার্দ্ধমিহাপ্যাগচ্ছন্তি রূপান্তরেণ ॥৫৪॥

থাকে, ইহা বেদান্তের “অহিকুণ্ডলাধিকরণে” বলিয়াছেন। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে, “প্রেমস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ ভক্ত গয় নামক রাজার সম্বন্ধে প্রীতি লাভ করিয়াছেন।” সুদামা নামক বিপ্রের অঙ্গসঙ্গে পরম আনন্দিত ও তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া ভগবান্ নেত্রদ্বয় হইতে জলবিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলেন।” তদনুভব অর্থাৎ ভগবানের অনুভবদ্বারা স্বসুখোল্লাস অর্থাৎ ভক্তের সুখোদয়হেতু ভক্তির সকামত্বই ঘটিতেছে। অতএব যাহার পরিহারের জন্য এত চেষ্টা, ঘট্টকুড্যাতে প্রভাতের ন্যায় তাহাই আপতিত হইতেছে,—এই কথা যদি বল, তাহা অতি মন্দ; কারণ, ভক্তের আনুকূল্যদ্বারা ভগবানের যে সুখোদয় হয়, তদ্দ্বারা আমার সুখ হউক, এতাদৃশী বুদ্ধি শুদ্ধ ভক্তের কখনই হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ তাহা হইলে, ভক্তির নিষ্কামত্বপ্রতিপাদক অহৈতুকী প্রভৃতি বাক্যসকলের অপ্রামাণ্য হয়। শ্রীভগবানের সুখই আমার সুখ, এরূপ জ্ঞানে ভক্তির নিষ্কামতার নাশ না হইয়া বরং পুষ্টিই হইয়া থাকে ॥৫৩॥

এই ভক্তি শ্রীভগবানের নিত্যধামস্থ নিত্যপরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীন্তন তদ্ভক্তবর্গে মন্দাকিনীপ্রবাহের ন্যায় আগমন করেন।

নন্বানন্দরূপো ভগবানিতি নোপযুজ্যতে। সীতাদিব্যসনলালসেন তেন বৈষয়িকানন্দস্য সমীহনাৎ। তস্মাৎ শব্দস্পর্শাদিবিষয়সেবয়া বৈষয়িকং নাম সুখমুৎ জায়তে। তদেবেহ চামুত্র চ স্বর্গশব্দব্যপদেশ্যমানন্দ ইতি বেদজ্ঞা মন্যন্তে,—যস্য লিপ্সয়া লোকঃ সর্ব্বাং মর্য্যাদামাক্রম্য প্রবর্ত্ততে। ভগবতঃ সুখরূপত্বে তস্য তল্লালসা ন স্যাৎ। সর্ব্বস্য চ লোকস্য তল্লিপ্সয়া ভাব্যম্। ন চৈতদস্তি বিষয়ালাভাৎ তদনর্হত্বাচ্চ। কেচিৎ পঙ্গ্বন্ধবধিরালসা জরাতুরাশ্চানুকৃতবৈরাগ্যাঃ সুখিনো বয়মিতি রিক্তভাষয়া অজ্ঞান্ প্রতারয়ন্তি। তস্মাদ্বৈদিকৈঃ শুভকর্ম্মভির্বিষয়োপলম্ভস্তৎসেবয়া সুখোপপত্তির্দুঃখহানিস্তু তচ্ছেষভূত এব দীপপ্রকাশস্য তিমিরনিবৃত্তিরিবেতি চেৎ ॥৫৫॥

ভগবত আনন্দরূপত্বাৎ তদর্থিকা ভক্তির্নিষ্কামেত্যাপাদিতম্। তত্র কর্ম্মঠা শঙ্কন্তে নন্বিতি। সীতাদীতি। ব্যসনং ব্যাসঙ্গঃ। আদিনা সত্যভামাদেগ্রহণম্। সীতায়া ব্যসনং শ্রীরামায়ণে, ভামায়াস্তু শ্রীহরিবংশে দ্রষ্টব্যম্। স্বর্গশব্দেতি। সুখবিশেষঃ স্বর্গঃ ন লোকবিশেষ ইতি বেদজ্ঞা ভট্টাদয়ো ভগবদ্বহির্মুখা মন্যন্তে ন চেদং জৈমিনের্মতং কেবলাদ্বৈতমিব ব্যাসস্যেতি বোধ্যম্। যস্যেতি বৈষয়িকস্য সুখস্য। সর্ব্বামিতি লৌকিকীং বৈদিকীঞ্চ তল্লালসা সীতাদিব্যসনতৃষ্ণা। তল্লিপ্সয়া ভগবৎস্পৃহয়া। ন চৈতদিতি। নৈবং দৃশ্যতে কিন্তু বিষয়স্পৃহৈব দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। তর্হি জ্ঞানবৈরাগ্যশাস্ত্রাণি ব্যর্থানীতি চেদোমিত্যাহ বিষয়ালাভাদিতি। রিক্তভাষয়া ব্যর্থবাণ্যা। শাস্ত্রাণি তদনুবাদীনীতিভাবঃ ॥৫৫॥

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যে, ঐ ভক্তি ভক্তকৃপাদ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ যখন এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন, তখন তাঁহার সহিত তদীয় ভক্তিও রূপান্তরে আগমন করিবেন। জীবকে তৎকালেই ভক্তি লাভ করিতে হইবে, এরূপ নহে। ভক্তি যে কোন সময়ে ভক্তের কৃপাতেই লাভ হইতে পারে। আর ভজনীয় শ্রীভগবানের আনন্দরূপত্বহেতু ভক্তির নিষ্কামত্বও সিদ্ধ হইল। এবং তাদৃশী ভক্তির বিষয় শ্রীভগবান্ ও তাঁহার প্রেম, ইহাঁদের পুরুষার্থরূপত্বও সিদ্ধ হইল ॥৫৪॥

যদি বল, শ্রীভগবান্ আনন্দরূপ, ইহা যুক্ত হয় না। কারণ, সীতাদিসঙ্গলালস শ্রীরামচন্দ্রাদির বৈষয়িক আনন্দের অভিলাষ

উচ্যতে—পামরং ব্রবীষি, বিষয়রসিকো বিশুদ্ধানন্দানভিজ্ঞঃ। অস্তি হি বৈষয়িকাতিরিক্তসুখসম্পৎ,—"সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদ বেদিষম্" ইতি শ্রুতেঃ। ইহ হি সুষুপ্তিসুখং নির্ব্বিষয়ং প্রতীয়তে সার্ব্বলৌকিকঞ্চৈতৎ। এবঞ্চ জীবস্যামূলভূতস্যাজন্যসুখরূপত্বে সিদ্ধে বিভোর্ভগবতস্তু তাদৃশবিপুলসুখরূপত্বং সিধ্যতি। (ছাঃ ২৩।১) "যো বৈ ভূমা তৎসুখম্" ইতি, "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইতি চ শ্রুতিস্তথাহ। কিঞ্চ, বৈষয়িকং নাম সুখম্ ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহে অভিনিষ্পদ্যতে তদগ্রহে বিনশ্যতীতি সর্ব্বানুভূতং ভগবদ্রূপং সুখন্তু বিষয়ত্যাগে অভিব্যজ্যতে তৎপরিগ্রহে তিরোভবতীতি। "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (পাদ্মে) "বিষয়া-

---

দেখা যায়। শব্দস্পর্শাদিবিষয়ের সেবাতে বৈষয়িক সুখ জন্মে। বেদজ্ঞ পণ্ডিতসকল বলিয়া থাকেন যে, ঐ সুখই ইহলোকে ও পরলোকে স্বর্গশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহারই অপর নাম আনন্দ। ঐ আনন্দের অভিলাষেই লোকে সমুদায় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্ত হয়েন। ভগবান্ যদি স্বয়ং আনন্দরূপ হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার তাদৃশ বিষয়সুখে আসক্তি জন্মিত না। বিশেষতঃ সকল লোকেই ভগবান্‌কে পাইবার জন্য অভিলাষী হইতেন, কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না। তবে যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের জন্যই লালসাযুক্ত হয়েন, এরূপ দেখি, সে কেবল বিষয় পান নাই অথবা তদ্ভোগে অক্ষম, কতকগুলি পঙ্গু, অন্ধ, বধির, অলস, জরাতুর লোকই বৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া "আমরা সুখী" এইরূপ শূন্য-বাক্যদ্বারা অজ্ঞ লোকসকলকে প্রতারণা করিয়া থাকে। অতএব বৈদিক, শুভ কর্ম্মদ্বারা বিষয়লাভ, এবং সেই বিষয়সেবাতেই সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখহানি হয়, এই যে মত, ইহাই ঠিক। দীপের প্রকাশ হইলেই যেরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ বিষয়-সুখ জন্মিলেই বৈষয়িক দুঃখের অবসান হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ আনন্দরূপ নহেন, এবং তাঁহার ভক্তিতেও প্রয়োজন নাই। এইটি জৈমিনীমতাবলম্বীদিগের পূর্ব্বপক্ষ ॥৫৫॥

বিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ বারুণীদিগ্গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ ॥৫৬॥

বৈষয়িকঞ্চ সুখং তৎপ্রতিচ্ছবিরূপমেবেতি। শ্রুতিরাহ—(বৃঃ ৪।৩।-৩২।"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি। অতএব

প্রত্যাচষ্টে উচ্যত ইত্যাদিনা। নির্ব্বিষয়মিতি। ন খলু সৌষুপ্তিকং সুখং শব্দস্পর্শাদিভোগজন্যমিত্যর্থঃ। তাদৃশেতি। অজন্যেত্যর্থঃ। কিঞ্চেতি। কিঞ্চারম্ভেঽপি সাকল্যে শ্রীধরঃ। অনেন অন্যৎ প্রত্যাখ্যানমারভ্যতে তস্য কার্ৎস্ন্যেন বা কার্য্যমিত্যর্থঃ। বৈষয়িকং শব্দাদিভোগজন্যম্। নাবিরত ইতি কাঠকে। যো দুশ্চরিতান্নিষিদ্ধাচারাদবিরতোঽনিবৃত্তঃ যোঽশান্তোঽজিতবহি-রিন্দ্রিয়ঃ যশ্চাসমাহিতঃ অকৃতসমাধিঃ স এনং পরমাত্মানং প্রজ্ঞানেন নাপ্নুয়াৎ তস্য প্রজ্ঞানং নোদয়েদিত্যর্থঃ। বিষয়েতি শ্রীভাগবতে। বারুণীগতং প্রতীচ্যাং নষ্টম্ ঐন্দ্রীং প্রাচীং ব্রজন্ ॥৫৬॥

তদুত্তরে বলিতেছেন, পূর্ব্বপক্ষীয় কথা অতি মন্দ। যিনি বিষয়-রসে রসিক, তিনি বিশুদ্ধ ভগবদানন্দে অভিজ্ঞ নহেন, বিষয়াতিরিক্ত সুখ যে আছে তাহা নিশ্চিত। শ্রুতিতে নির্বিষয় সুষুপ্তিকালীন সুখের উল্লেখ আছে। ঐ নির্ব্বিষয় সুষুপ্তিসুখ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধও বটে। এইরূপে জীব সংসারের মূলভূত না হইলেও তাঁহার অজন্য-সুখ-রূপত্ব এবং বিভু-ভগবানের তাদৃশবিপুলসুখরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে। শ্রুতিতেও ভগবান্‌কে বিপুলসুখরূপই বলিয়া থাকেন। আরও ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণের অনন্তর বৈষয়িক সুখ নিষ্পন্ন হয়, বিষয়ের গ্রহণ না হইলে, ঐ সুখ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহা সাধারণের অনুভব। কিন্তু ভগবদ্রূপ সুখ উহার ঠিক বিপরীত। বিষয়ত্যাগেই ঐ সুখের অভিব্যক্তি হয় এবং বিষয় স্বীকারেই উহার অন্তর্ধান হইয়া থাকে। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"যিনি নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন নাই, যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে নাই, তিনি কেবল জ্ঞানদ্বারা সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন না।" শ্রীমদ্ভাগবতেও বলিয়াছেন— যাঁহার চিত্ত বিষয়াবিষ্ট, তাঁহার ভগবদাবেশ অতিদূরবর্ত্তী। পূর্ব্ব-দিকে গমন করিলে কি পশ্চিমদিগ্গত বস্তু পাওয়া যায়?" ॥৫৬॥

সর্ব্বানন্দহেতুত্বঞ্চ তস্য সিদ্ধম্। উপেক্ষ্যশ্চ বিষয়ানন্দঃ, (ভাঃ ১১।৮।১)—"সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন্ স্বর্গে নরক এব চ। দেহিনাং যদ্ যথা দুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্বুধঃ" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। বিষয়ানন্দায় লোকস্য প্রয়াসঃ সর্ব্বাং মর্য্যাদামুল্লঙ্ঘ্য প্রবৃত্তিশ্চ যুজ্যতে অনুভূতত্বাৎ। ভগবতস্তু বিশুদ্ধানন্দস্যাপ্যনন্নুভূতত্বাৎ তস্মৈ তামুল্লঙ্ঘ্য প্রবৃত্তির্ন সম্ভবতি। কথঞ্চিদনুভূতে তু তস্মিন্ সর্ব্বং পরিত্যজ্য সা দৃষ্টা যথা শ্রীশুকাম্বরীষাদীনাং যথা চ কাসাঞ্চিদ্ ব্রজসুভ্রুবাম্ ॥৫৭॥

যজ্ঞাদিকর্ম্মভির্বিষয়োপলম্ভঃ তৈরেব নিষেবিতৈরানন্দ ইতি বাদিনঃ কর্ম্মঠান্ নিরাকুর্ব্বন্নাহ বৈষয়িকঞ্চেতি। এতস্যৈবেতি। ভগবৎসান্নিধ্যাৎ সত্ত্বং সুখাত্মনা পরিণমতে। তচ্চোৎকৃষ্টশব্দাদিবিষয়ৈর্ভক্তৈরভিব্যজত ইতি তস্য ভগবদ্ধেতুকত্বাৎ স তদংশ ইত্যর্থঃ। অত এবেতি। মোক্ষানন্দস্য বিষয়ানন্দস্য চ দানাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বানন্দহেতুত্বঞ্চ তস্যেতি। "এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছসি তস্য তৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। "স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাং। সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ। ততশ্চ সর্ব্বার্চ্যত্বং তস্যৈব ব্যজ্যতে। তর্হি বিষয়ানন্দেঽপি তদ্ধেতুকত্বান্মোক্ষবৎ কাঙ্ক্ষাস্তু তত্রাহোপেক্ষ্যশ্চেতি। সুখমিতি শ্রীভাগবতে। ঐন্দ্রিয়কং বিষয়গ্রাহিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সিদ্ধম্। অনিয়তস্বভাবত্বাদ্বিষয়ৈর্বস্তুতঃ সুখং নেত্যাহ শ্রীপরাশরঃ। "বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায় স্বোদ্ভবায় চ। কোপায় চ যতস্তস্মাদ্বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ। তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে। তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে। তস্মাৎ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন কিঞ্চিত্তু সুখাত্মকম্। মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ" ইতি। নন্বীদৃশশ্চেদ্ ভগবান্ তর্হি সর্ব্বস্তত্রৈব রমেত ন তু বিষয়ানন্দ ইতি চেৎ তত্রাহ বিষয়ানন্দায়েতি। তস্মৈ তামিতি। তস্মৈ ভগবতে তং প্রাপ্তুমিত্যর্থঃ। তাং সর্ব্বাং মর্য্যাদাম্। কাসাঞ্চিদন্তর্গৃহগতানাম্ ॥৫৭॥

বৈষয়িক সুখ ভগবদানন্দের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ অত্যল্প অংশস্বরূপ। শ্রুতিতেই উক্ত আছে—"এই ভগবদানন্দের কিঞ্চিৎ অংশ স্বর্গাদি গত আনন্দের উপজীবক।" অতএব ভগবান্ যে সকল আনন্দের হেতু, ইহা সিদ্ধ হইল। বিষয়ানন্দকে উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। স্মৃতিতেও বলিয়া থাকেন, "হে রাজন্! স্বর্গ এবং নরকে প্রাণিগণের দুঃখ যেরূপ অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়, ইন্দ্রিয় জন্য সুখও তদ্রূপ আগত হয় বলিয়া বিবেকী ব্যক্তি তাদৃশ সুখের জন্য কোনরূপ যত্ন স্বীকার করেন

নন্বু ভগবতোঽপি বিষয়বিশিষ্টত্বাৎ তদ্বিষয়সেবাজন্যানন্দায় তেষাং তাসাং তথা প্রবৃত্তিরিতি চেৎ, মন্দমেতৎ—তদ্বিষয়াণামপি স্বরূপানন্দানতিরেকাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদ্যা; স্মৃতিশ্চ (নাঃ পঃ) "আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ" ইত্যাদ্যা। অতএব তেষামতিক্ষোভকত্বম্। শুদ্ধভক্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাং তত্র নিষ্কামা প্রবৃত্তিরিত্যভিহিতম্ (ভাঃ ১০।২৩।২৬) "অহৈতুক্যব্যবহিতাং" ইত্যাদিনা। সুখসাধনে প্রবৃত্তিঃ সকামা, সুখে তু সা নিষ্কামেতি সর্ব্বাভ্যুপগতং তস্মাদ্বিপুলানন্দরূপো ভগবানিতি সিদ্ধম্। ঈদৃশোঽপি স ভক্তিযন্ত্রিতঃ পুরুষার্থত্বায় প্রকাশায় বহ্নিরিব মথিত ইত্যবগেয়ম্। সীতাদীনাং সুখরূপশক্তিবৃত্তিভূতহ্লাদিনীসারসমবেতসম্বিৎসারাত্মকত্বাৎ তদ্ব্যসনলালসেনাপি ন কোঽপি দোষঃ ॥৫৮॥

পুনরপি হরেরানন্দরূপতামাক্ষিপন্তঃ কর্ম্মঠাঃ প্রাহুঃ নন্বিতি। বিষয়বিশিষ্টত্বাৎ উত্তমস্পর্শশব্দাদিমত্ত্বাৎ। তেষাং শ্রীশুকাদীনাম্। তাসাং কাসাঞ্চিৎ ব্রজসুভ্রুবাম্। গ্রাহয়তি সুখেতি। সুখসাধনে তরুণ্যাদৌ তন্নিষ্ঠে শব্দাদিবিষয়গ্রামে তন্নিষেবালক্ষণা প্রবৃত্তিঃ সকামা তন্নিষেবাজন্যায় সুখায় কৃতত্বাৎ তজ্জন্যে সুখে তু সা নিষ্কামা। ন খলু সুখাদন্যৎ ফলমিচ্ছন্ সুখং নিষেবতে অতস্তন্নিষেবা নিষ্কামা ইতি সর্ব্বং জ্ঞাতমেতদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি নিষ্কামভক্তিবিষয়ত্ববচনাদিত্যর্থঃ। নন্বু পরমানন্দো বিভুর্ভগবান্ সর্ব্বত্রাস্তি সর্ব্বে কুতো নানন্দিনস্তত্রাহ ঈদৃশোঽপীতি। ভক্তিযন্ত্রিতঃ ভক্তিগৃহীতঃ সন্। নন্বীদৃশশ্চেৎ সীতাদিব্যসনী কথং তত্রাহ সীতাদীনামিতি। ন কোঽপীতি আত্মানন্দরূপত্বক্ষতিরিত্যর্থঃ। তদ্ব্যসনিতা তস্যাত্মারামতাং নাতিক্রামতীতি ভাবঃ ॥৫৮॥

না। সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিষয়ানন্দের প্রয়াস ও তদ্বিষয়ে যে লোকের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়, কারণ জীবমাত্রেরই চিরানুভূত একটি বিষয়ানন্দ রহিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধানন্দস্বরূপ ভগবৎসুখের কোন কালেই অনুভব নাই, অতএব সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাদৃশ সুখে কাহারও প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না। কোনরূপে একবার সেই ভগবৎসুখ অনুভূত হইলে সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে লোকের প্রবৃত্তিও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীশুকদেব ও অম্বরীষ রাজা প্রভৃতির এবং অন্তর্গৃহগতা গোপিগণের সকল মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তৎসুখে প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ করা যায় ॥৫৭॥

নন্বু পূর্ণানন্দেন ভগবতা ভক্তৈস্তজ্ঞৈরর্প্যমাণাঃ সেবা গৃহ্যন্তে ইতি নোপযুজ্যতে, **পূর্ণানন্দত্বাদিবিরোধাৎ।** (ভাঃ ৭।৯।১১) "নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।

যদি বল, যুবতীগত শব্দাদি বিষয়সকল সুখসাধন হয় বলিয়া যেরূপ পুরুষের তৎসেবাপ্রবৃত্তি দেখা যায়। তদ্রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট শব্দস্পর্শাদি-বিশিষ্ট ভগবদ্বিগ্রহের সেবাতেও শুকদেবাদির ও ব্রজগোপীদিগের আনন্দ হয় বলিয়াই তাঁহারা তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্যই তাদৃশী প্রবৃত্তিকে সকামা প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে, একথা অতি অযুক্ত; যেহেতু শ্রীভগবানের বিগ্রহাদি স্বরূপানন্দ হইতে অতিরিক্ত নহে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য তদ্রূপ স্মৃতিবাক্য দ্বারা উহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপে ভগবদ্বিষয়সকল যদি স্বরূপানন্দ হইতে অভিন্ন হইল, তবে তাহাদের চিত্তক্ষোভকত্বও স্থির হইল। বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞ শুদ্ধ ভক্তের শ্রীভগবানে প্রবৃত্তি যে নিষ্কামা, তাহা "অহৈতুক্যব্যবহিতা" প্রভৃতি ভক্তিলক্ষণে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেবা হইতে নিজের সুখ হইবে, এই ভাবিয়া যে প্রবৃত্তি, তাহাই সকামা প্রবৃত্তি, আর কেবল সুখস্বরূপ বিষয়ের আকর্ষণে তাহাতে যে প্রবৃত্তি, তাহা পরে সুখদায়ক হইলেও তাহাকে নিষ্কামা প্রবৃত্তিই বলা যায়। কারণ, তাদৃশ সুখের সেবায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি সেবাতিরিক্ত কোন সুখই কামনা করে না বলিয়া তাহা নিষ্কামাস্বরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। 'কেবল সুখের সেবা' যে 'সুখ সাধনের সেবার' ন্যায় সকামা নহে, পরন্তু নিষ্কামা, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ যে বিপুল আনন্দস্বরূপ তাহাও সিদ্ধ হইতেছে। ভগবান্ ব্যাপক আনন্দ বলিয়া সদা সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও ভক্তি-গৃহীত হইয়া কাষ্ঠ হইতে মথিত বহ্নি প্রকাশের ন্যায় পুরুষার্থরূপে প্রকাশিত হয়েন, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও সীতাসত্যভামাদির সঙ্গে আনন্দিত হয়েন, ইহাতেও কোন দোষ হয়না; কারণ, সীতাদির সুখরূপ শক্তির বৃত্তিভূত হ্লাদিনী-সার সমবেতসম্বিৎসারত্ব প্রযুক্ত তাঁহাদের সঙ্গলালসাতেও শ্রীভগবানের আত্মারামতার হানি হইতেছে না ॥৫৮॥

যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ" ইতি চেন্মন্দমেতৎ; "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা", ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্", "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ", "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" "যাঃ ক্রিয়াঃ সংপ্রযুক্তাঃ স্যুরেকান্তগতবুদ্ধিভিঃ। তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্লাতি বৈ স্বয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। আসু কিল তদ্ভোক্তৃত্বশক্তিভক্তার্পিতসাদরগ্রহণয়োরবগমাৎ স্বভাবোচিতসেবাসু ভক্তানাং প্রবৃত্তিরুপযুক্তা। ভগবতা চ ভোক্ত্রা শ্রেষ্ঠানাং তেষাং তাঃ সাদরং গ্রাহ্যাঃ। নৈবেতি বাক্যং ত্বেতদনুকূলতয়া নেয়ম্ ॥৫৭॥

নন্বস্তু উক্তযুক্ত্যা নিষ্কামা ভক্তিঃ সা খলু ভগবতি ন প্রযোজ্যা তস্য পূর্ণত্বেন তদ্গ্রাহকত্বাসম্ভবাদিতি শঙ্কতে নন্বিতি। তজ্জৈরিতি। ভগবতঃ পূর্ণত্বাদিধর্ম্মজ্ঞৈঃ ভক্তৈঃ তস্মিন্ সেবাঃ কথং ধার্য্যন্তে ইতি ভাবঃ। পূর্ণানন্দত্বাদীত্যাদিনা তজ্জত্ববিরোধশ্চ। নৈবেতি শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যম্। অয়ং প্রভুঃ অবিদুষো জনাৎ আত্মনঃ মানং পূজাং ন বৃণীতে প্রাকৃতবৎ ন ইচ্ছতি কুতঃ নিজলাভপূর্ণঃ। কিন্তু করুণত্বাদ্ বৃণীতে। মাং সংপূজ্য অয়ং জগতি পূজ্যঃ অস্তু ইতি করুণয়া তৎপূজাং স্বীকরোতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ। জনো ভগবতে যদ্যন্মানং বিদধীত তচ্চ আত্মনে তস্যৈব ভাবয়তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা মুখে কৃতা শ্রীস্তিলকাদিশোভা প্রতিমুখস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য তৎ। জীবঃ খলু হরেঃ প্রতিবিম্বঃ রবেরিব শক্রচাপ ইতি বোধ্যম্। নিরস্যতি মন্দমেতদিতি। স ইতি তৈত্তিরীয়কে। স লব্ধপার্ষদভাবো মুক্তঃ। ব্রহ্মণা হরিণা সহ কামান্ দিব্যগন্ধাদীন্। বিপশ্চিতা বিবিধভোগচতুরেণ। ভোক্তারমিতি শ্রীগীতাসু। যা ইতি নারায়ণোপাখ্যানে। একান্তেতি তদেকনিষ্ঠৈরিত্যর্থঃ। আস্বিতি শ্রুতিস্মৃতিষু। স্বভাবেতি। দাস্যসখ্যাদিপ্রেমোচিতাসু। তাঃ সর্ব্বাঃ। সাদরং সাকাঙ্ক্ষম্ ॥৫৭॥

যদি বল, তাদৃশী নিষ্কামা ভক্তিও শ্রীভগবানে প্রযোজ্য হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং পূর্ণ। যিনি পূর্ণ, তিনি সর্ব্ববিধ অভাব হইতে মুক্ত। যিনি অভাবশূন্য তাঁহার ভক্তি গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। আর শ্রীভগবান্‌কে পূর্ণ বলিয়া জানেন যে ভক্ত, তিনিও তাঁহাতে

নন্বেবং ভোক্তুস্তস্য ভোগ্যালাভাৎ কচিৎ দুঃখমপুমর্থঃ প্রসজ্যেতেতি চেৎ, মন্দমেতৎ,—“মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যোঽনাদরঃ” ইত্যাদিষু ভোগ্যানাং নিত্য-সিদ্ধিশ্রবণাৎ। এবঞ্চ পূর্ত্তিশ্রুতিরপি নির্ব্বাধা ; ইতরথা ভোগ্য-ভোক্তৃত্বশক্তিবৈধুর্য্যক্তা তস্মিন্ ন পূর্ত্তিরাপতেৎ ॥৬০॥

হরের্ভোক্তৃত্বাৎ ভক্তৈঃ প্রেম্না নিবেদিতানি ভোগ্যানি তেন তৎপ্রেমাকৃষ্টেন স্বীকার্য্যাণীতি নিরূপ্য তত্র দূষণান্তরমাগতং নিরাকর্ত্তুমুত্থাপয়তি নন্বিতি। এবং ভোক্তৃত্বস্বীকারে সতি কচিদ্ ভোগ্যালাভাৎ রসগন্ধাদ্যপ্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। দৃশ্যতে হি নৃপেন্দ্রাণামপি মৃগয়াদিপ্রবৃত্তানাং ভোগ্যালাভাৎ মহৎ দুঃখমিতি ভাবঃ।

সেবারূপা ভক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না। এবিষয়ে শাস্ত্রও দেখা যায়। মহাভাগ প্রহ্লাদ বলিয়াছেন, এই প্রভু ভগবান্ অবিদ্বান্ ব্যক্তি হইতে আপনার মান অর্থাৎ পূজাদি, প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় অভিলাষ করেন না ; কারণ, তিনি নিজলাভপূর্ণ। তবে যে লোক-সকল তাঁহার পূজাদি করিয়া থাকেন। সে কেবল নিজের মানের জন্য। মুখে যে তিলকাদি প্রদান করা হয়, তাহার শোভা যেমন মুখের প্রতিবিম্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীহরিতে বিহিত পূজাদি তৎ-প্রতিবিম্বভূত জীবের মানবর্দ্ধনার্থই জানিতে হইবে।” এ অতি অযুক্ত পূর্ব্বপক্ষ। কারণ, শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধই আছে। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, “যে ব্যক্তি মুক্তিতে ভগবৎপার্ষদভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি শ্রীহরির সহিত দিব্যগন্ধাদি ভোগ করিয়া থাকেন।” শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেও বলিয়াছেন, “আমি যজ্ঞ ও তপস্যাদির ভোক্তা এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর।” “পত্র, পুষ্প, ফল বা জল প্রভৃতি যে কিছু বস্তু ভক্তিসহকারে ভক্ত আমাকে প্রদান করে, আমি সেই ভক্তিদত্ত ভক্তদ্রব্য ভোজন-গ্রহণ করি” এই সকল বাক্যে শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি এবং ভক্তার্পিত বস্তুর আদরপূর্ব্বক গ্রহণ ব্যক্ত হইতেছে। অতএব ভক্তের দাস্য-সখ্যাদিপ্রেম হইতে উত্থিত যে স্বাভাবিকী সেবাপ্রবৃত্তি, তাহা উপযুক্তই হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রহ্লাদের বাক্যটিকেও ইহারই অনুকূলে ব্যাখ্যা করাই উচিৎ ॥৫৯॥

নন্নু "বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" ইতি শ্রুত্যা ভগবতঃ ক্ষুৎপিপাসা-প্রতিষেধাৎ নিত্যতৃপ্তেন তেন তাসাং সাদরগ্রহো ন সম্ভবেদিতি চেৎ উচ্যতে,—তত্র হি বায়ুবিকাররূপপ্রাণাভাবাৎ তৎকার্য্যয়োস্তয়োঃ প্রতিষেধো, ন তু ভোক্তৃত্বশক্তেশ্চ তস্যাঃ "সোঽশ্নুতে" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধেঃ। তথাচ যথা শ্রীশুকভীষ্মাদেঃ সত্যপি পৌরুষে ন স্মারবিকারস্তদ্বাসনাভাবাৎ, তথা ভোক্তুরপি তস্য তাদৃশপ্রাণাভাবাৎ তৎকার্য্যে তে নেতি। তস্মাৎ নিত্যতৃপ্তস্যাপি তস্য "ভক্তেচ্ছয়ৈব ক্ষুৎপিপাসে স্বেচ্ছাময়স্য" ইত্যাদিস্মৃতেঃ। বিলীনস্মারবিকারস্য পুংসো বনিতাকটাক্ষ ইব তদ্বিকারপ্রকাশঃ। ভক্তেচ্ছানুসারিণা সত্যসঙ্কল্পেন তস্য তে প্রাদুর্ভবেতাম্। লোকে তৃপ্তোঽপি প্রীত্যাৰ্পিতং ভুঞ্জানো দৃশ্যতে। 'তস্মাদ্ ভক্তো যদিচ্ছতি যদ্‌যচ্চার্পয়তি, তদেব তদ্রূপভুঙ্‌ক্তে, তাবতৈবাসৌ তুষ্যতি নাধিকেন, "ভক্তক্ষণক্ষণো বিষ্ণুঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি। স্বভোগ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদিদুর্লভম্" ইতি স্মৃতিশ্চ ॥৬১॥

নিরাকুর্ব্বন্নাহ মন্দমেতদিতি। মনোময় ইতি ছান্দোগ্যে। (ছাঃ উঃ ৩।১৪।২-৪) মনোময়ঃ বিশুদ্ধেন মনসাগম্যঃ মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি শ্রবণাৎ। প্রাণশরীরঃ প্রাণান্তর্যামী স্বভক্তপ্রাণতুল্যবিগ্রহো বেত্যপরে। ভারূপশ্চিৎপ্রকাশবপুঃ। সত্যসঙ্কল্পঃ সফলমানসক্রিয়ঃ। আকাশাত্মা বিভুঃ নির্লেপশ্চ। সর্ব্বকর্ম্মা বিচিত্রানন্দচরিত্রঃ। সর্ব্বকামঃ নিখিলভোগ্যসম্পন্নঃ। এতদেব দর্শয়তি সর্ব্বগন্ধ ইত্যাদিনা। রূপাদেরুপলক্ষণমেতৎ। সর্ব্বমিদং গন্ধাদিকমভ্যাত্তো নিত্যং ধারয়ন্ অবস্থিতঃ। ক্তান্তাদর্শ আদ্যচি পদসিদ্ধিঃ। ভক্তা ব্রাহ্মণা ইতিবৎ। অবাক্যঃ কার্ৎস্ন্যেন বাচামগোচরঃ "কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ" ইতি বীক্ষমাণাৎ। অনাদরঃ স্বেতরেষু নমস্কারাদিরহিতঃ সর্ব্বস্বামিত্বাৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥৬০॥

শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভোক্তারূপে স্বীকার করিলে ভোগ্য বস্তুর অভাবে তাঁহার দুঃখরূপ অপুরুষার্থের প্রসক্তি হইবে, একথাও বলা যায় না; কারণ "শ্রীভগবান্ সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ ভোগ্য প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ শ্রীভগবানের পূর্ণত্ববোধক বাক্যসকলও সঙ্গত হইল। শ্রীভগবানের ভোগ্যভোক্তৃত্বশক্তি স্বীকার না করিলে ঐ শক্তির অভাবহেতু তাঁহার অপূর্ণত্বই আপতিত হইবে ॥৬০॥

ভগবতো ভোক্তৃত্বং পুনরপ্যাক্ষিপতি নম্বিতি। বিজিঘৎসঃ ক্ষুদ্রহিতঃ। অপিপাসঃ তৃষ্ণারহিতঃ। তাসাং রসগন্ধাত্বর্পণানাং সেবানাং নিরাচষ্টে উচ্যতে ইত্যাদিনা। তত্রেতি শ্রুতৌ। তথাচেতি। পৌরুষে পুংস্ত্বে। তদ্বাসনেতি। পুংস্ত্বপ্রযুক্তকামিনীবাঞ্ছাভাবাদিত্যর্থঃ। তেন ইতি। তে ক্ষুৎপিপাসে ন স্ত ইত্যর্থঃ। নন্থ তে বিনা ভোগ্যেষু কথমভিরুচিস্তত্রাহ তস্মাদিত্যাদি। ভক্তেচ্ছয়ৈবেতি। ভোক্তৃত্বশক্তিং বিদ্বান্ ভক্তঃ যদা ভোগ্যান্যর্পয়িতুমিচ্ছতি তদৈব তে স্যাতামিত্যর্থঃ। অত্র প্রমাণং স্বেচ্ছেতি শ্রীদশমে ব্রহ্মবাক্যম্। স্বকীয়ানাং ভক্তানাং যা ইচ্ছা তন্ময়স্য তদধীনস্যেত্যর্থঃ। প্রাচুর্য্যে ময়ট্। নন্থ তাভ্যাং বিরহিতস্য তস্য ভক্তেচ্ছয়ৈব তে কথং ভবেতাং তত্রাহ ভক্তেচ্ছেতি। প্রীতিব্যবহারে লোকেঽপ্যনুভূতমেতদিত্যাহ লোক ইতি। ভক্ত ইতি হরিপ্রদীপে ॥৬১॥

যদি বল, কোন কোন শ্রুতিতে শ্রীভগবান্‌কে ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব নিত্যতৃপ্ত শ্রীভগবানের রসগন্ধাদি প্রদানরূপ সেবা সাদরে গ্রহণযোগ্য হয় না, একথাও অসঙ্গত। কারণ, চিন্ময় ভগবদ্বিগ্রহে বায়ুবিকাররূপ প্রাণের অভাবহেতু তৎকার্য্যভূত ক্ষুৎপিপাসাই শ্রুতিতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাঁহার ভোক্তৃত্বশক্তির প্রতিষেধ হয় নাই। তাঁহার তাদৃশী ভোক্তৃত্বশক্তি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" প্রভৃতি শ্রুতিতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব ও ভীষ্ম প্রভৃতির যেরূপ পুরুষত্ব সত্ত্বেও কন্দর্পবিকার এবং তজ্জন্য কামিনীবাঞ্ছা এই উভয়েরই অভাব দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি থাকিলেও ভোগ্যবাসনার অভাব আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ভোক্তা ভগবানের বায়ুবিকাররূপ প্রাণের অভাবহেতু তৎকার্য্যভূত ক্ষুৎপিপাসার অভাবই শ্রুতির অভিপ্রেত; অতএব নিত্যতৃপ্ত শ্রীভগবানের ভক্তেচ্ছাধীন ক্ষুৎপিপাসার উদয় স্বীকার করিতে হইবে। স্বেচ্ছাময় ভগবানের ভক্তেচ্ছাধীন ইচ্ছা স্মৃতিতে প্রসিদ্ধই আছে। ভক্ত শ্রীভগবানের ভোক্তৃত্বশক্তি বিদিত হইয়া, যখনই তদুদ্দেশে ভোগ্যবস্তু অর্পণ করেন, তখনই তাঁহার ক্ষুৎপিপাসাদির উদয় হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। তাঁহার ঐ ভোগ্যগ্রহণের ইচ্ছা, বিলীনকন্দর্পবিকার পুরুষের বনিতাকটাক্ষে

তদীয়ানি তু ভোজ্যাণি স্বরূপশক্তিরসাত্মকান্যেব, "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্। কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখি চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ" ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং, "দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥ গন্ধরূপং স্বাদরূপং দ্রব্যপুষ্পাদিকঞ্চ যৎ। হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চ তৎ॥ ত্বগ্‌বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ ভবেৎ। সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ং হি তৎ॥ রসবৎ ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকম্" ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে তথৈব প্রতীতেঃ॥৬২॥

নন্বু ভগবতো বাস্তবীং ভোক্তৃত্বশক্তিং জানদ্ভির্ভক্তৈঃ প্রীত্যার্পিতানি অন্নাদীনি প্রীত্যৈব ভুঞ্জানে তস্মিন্ হেয়াংশভাবনা লোকবৎ প্রাপ্নোতি যুক্তা সা। তানি ভুঞ্জানে তদংশসম্ভবাৎ। জ্ঞানমূর্ত্তৌ নারায়ণাদৌ রসালং ভুঞ্জানেঽপি তদংশো ন স্যাৎ। মনুষ্যমূর্ত্তৌ কৃষ্ণাদৌ তু স্যাদেব সঃ। এবং ধার্ষ্ট্যান্ন্যশতীত্যাদিনা তত্র তত্নক্তেশ্চেত্যাশঙ্কায়াং তদ্ভোগ্যানামলৌকিকত্বং প্রদর্শয়ন্নাহ তদীয়ানি ত্বিত্যাদিনা। শ্রিয় ইতি। কান্তাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ শ্রিয় এব লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেবামানমিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। অতএব কান্তাস্তা ব্রজদেব্যঃ অবগতাঃ। তাসাং সর্ব্বাসাং কান্তঃ পতিঃ পরমপুরুষঃ গোপাললীলঃ কৃষ্ণ এব অবগতঃ। কল্পতরুত্বাৎ তত্র দ্রুমাঃ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা বিদিতাঃ। চিদানন্দং পরং বস্তু এব যত্র

প্রকাশিত বিকারের সদৃশই জানিতে হইবে। এ বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে। অতিতৃপ্ত ব্যক্তি প্রীতিসহকারে প্রদত্তবস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব ভক্ত ইচ্ছা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে যে দ্রব্য অর্পণ করেন, শ্রীভগবান্‌ও তাহাই গ্রহণ করেন ও তাহাতেই সন্তুষ্ট হন অধিক অভিলাষ করেন না। এ বিষয়ে প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, শ্রীবিষ্ণু ভক্তের উৎসবেই আনন্দাতিশয্য প্রকাশ করেন। নিজ গৃহে ভগবানের স্মরণ, সেবা ও স্বীয় ভোগ্যের অর্পণ এবং দান, এই সকল কার্য্যের যাহা ফল, তাহা ইন্দ্রাদিদেবগণেরও দুর্লভ॥৬১॥

যিনি ভগবানের যথার্থ ভোক্তৃত্বশক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাদৃশ ভক্তকর্ত্তৃক প্রীত্যার্পিত অন্নাদির ভোক্তা ভগবানে হেয়াংশের প্রসক্তি

এবমেব স্বীকৃতং তজ্‌জ্ঞৈঃ—"শ্রূয়তে পরিমলে মল শব্দো মেখলাদিষু খলাভ্যভিযোগঃ। চন্দনাদিরস এব হি পঙ্কো নীবিকেশরসনাদিষু বন্ধঃ" ইতি ॥৬৩॥

জ্যোতিঃ চন্দ্রসূর্য্যাদি। তদাস্বাদ্যং তাসাং তস্য চ ভোগ্যং রসগন্ধাদিকমপি চিদানন্দমেব তৎস্বরূপশক্তিবিভবত্বাৎ। দ্রব্যতত্ত্বমিতি বিকসিতার্থঃ। নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমূর্ত্তির্জগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যৈশ্বর্য্যসুখানুভূঃ" ইতি বৃহদ্বৈষ্ণবে চৈবম্। নিত্যত্বাদেব তানি ভোগ্যানি ভোক্তৃকায়েষু প্রসাদকরাণি নিমজ্জন্ত্যেব ন তু জীর্য্যন্তি। পুষ্পাণি বাসাংসি চোত্তীর্ণানি পুনঃ স্বাধারং ভজন্তি ন তু পর্য্যুষিতানি নশ্যন্তি বা। "পূর্ণসংবৎসরে দেবি পুষ্পমেতৎ তবান্তিকাৎ। নির্ব্বৎস্যতে তরুবরং সময়েন প্রযাস্যতি" ইতি পারিজাতপুষ্পে তথাত্বলিঙ্গাৎ। শ্রীহরিবংশে পারিজাতকুসুমং সর্ব্বান্ মনোরথান্ দদাতি এতদ্বর্ষানন্তরং পারিজাততরুমেব প্রযাস্যতীতি নারদেন ভৈষ্মীং প্রত্যুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥৬২॥

ননু ভোগ্যানাং রসস্বরূপত্বে চর্ব্যচোষ্যাদিভাবস্তেষাং ন স্যাৎ তত্রাহ রসানামিতি। ভক্ষ্যাকারত্বং মোদকব্যঞ্জনাদিরূপত্বম্। তাদৃশানি রসাত্মকানি তানি ভক্ষ্যাণি। রূপাদিবদিতি। ন হি রূপস্পর্শাদীনাং শুক্লানাং হেয়াংশঃ সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ। ন চেতি। নৃলিঙ্গং মনুষ্যাকৃতিং কৃষ্ণাদিং ভজতাং নন্দাদীনাং কাচিৎ শঙ্কা অসদ্ভুঞ্জানস্য কৃষ্ণাদের্লোকবৎ হেয়াংশপ্রতীতিরিতি বিতর্কো ন ভবতীত্যর্থঃ। "শঙ্কা ত্রাসে বিতর্কে চেতি বিশ্বঃ"। তেষামপীতি। তেষাং নন্দাদীনাং চিদানন্দবিগ্রহাণাং

হইতে পারে। জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণাদিতে হেয়াংশভাবনা অযুক্ত হইলেও মনুষ্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণাদিতে উহা সম্ভব হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ঐরূপ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কায় ভগবদ্ভোগ্য বস্তুর অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ভগবদ্ভোগ্য বিষয়সকল স্বরূপশক্তিরসাত্মক। ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে—"কান্তা ব্রজদেবিগণ লক্ষ্মীরূপা, কান্ত পরমপুরুষ গোপাললীল শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষসকল কল্পবৃক্ষ, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, বারি অমৃতরূপা, কথা গানস্বরূপ, গমন নাট্যস্বরূপ, বংশী প্রিয়সখি, চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কসকল চিদানন্দময় এবং তদীয় ভোগ্যবস্তুসকলও তাদৃশ। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেও বলিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠাদি ধামে ভগবদ্ভোগ্য বস্তুসকল রসরূপ, উহাদের ত্বগ্‌বীজাদি হেয়াংশ নাই, উহারা অভৌতিক চিন্ময় দ্রব্য, ভৌতিক দ্রব্যের ন্যায় রসবিশিষ্ট নহে, **পরন্তু** রসস্বরূপ ॥৬২॥

"এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে" ইত্যত্র বাস্তৌ মেহনাদীনি জলসেকপাংশুপ্রক্ষেপাদীনি ধার্ষ্ট্যানি কুরুতে ইত্যেবার্থঃ, যদ্বা অমেতি সহার্থে অব্যয়ম্। অমা সহ বসতোঽস্যাং" চন্দ্রার্কাবিত্যমাবস্যাপদব্যুৎপত্তৌ দৃষ্টত্বাৎ "অমা সহ সমীপে চ" ইতি নানার্থবর্গাচ্চ। স্তেয়োপায়ৈরমা সহ ধার্ষ্ট্যানি কুরুতে। কীদৃংশি নাদীনি কণ্ঠাদিনাদবন্তি ইত্যর্থঃ ॥৬৪॥

রসাত্মকানি ভোগ্যানি ভুঞ্জানানাং তাদৃশত্বেন হেয়াংশযোগিত্বেন তদনুদয়াৎ কৃষ্ণাদৌ তস্যাঃ শঙ্কায়াঃ অসম্ভবাদিত্যর্থঃ। অত্র বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি এবমেবেতি। তজ্জ্ঞৈঃ কবিকর্ণপূরৈর্মহানুভাবৈরিত্যর্থঃ। শ্রূয়তে ইতি নন্দনৃপরাজধান্যামিতি বোধ্যম্। স্ফুটার্থং পদ্যম্। কৃষ্ণাদেশ্চিন্মূর্ত্তিত্বং সর্ব্বদেবাভ্যর্চ্চত্বং সর্ব্বাভিমতম্। দেবেষ্বপি হেয়াংশাভাবাৎ তাদৃশে তত্র ক তদংশঃ। তথাপি তস্মিংস্তৎসম্ভাবনা তৎস্বরূপাবিজ্ঞানাদ্বিদ্বেষাদ্বেতি স্থিতম্। তথাচ হেয়াংশাভাবাৎ চ নির্ম্মলং সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদমিতি বৈষ্ণবোক্তং স্বরূপং কৃষ্ণাদেঃ সিদ্ধম্ ॥৬৩॥

নন্বু তস্মিন্ হেয়াংশযোগং প্রত্যায়য়দ্বাক্যং দৃষ্টং তস্য কা গতিরিতি চেৎ। তত্রাহ এবমিতি। হে উশতি কমনীয়ে যশোদে রাজ্ঞি তব সুতঃ অস্মদ্বাস্তৌ এবং ধার্ষ্ট্যানি কুরুতে। কানি চেৎ তত্রাহ মেহনাদীনি অম্বুনিষেকধূলিনিক্ষেপাদীনি ইত্যর্থঃ। অম্বুনিষেকমেব প্রবৃত্তিনিমিত্তং কৃত্বা মিহধাতোর্মেঘশব্দনিষ্পত্তেরিতিভাবঃ। ন চাপ্রযুক্তত্বং দোষঃ সাহিত্যরীতিকৃপাম্বুনোঽত্র বেদান্তব্যুৎপত্তি-

---

হেয়াংশ থাকেনা। যদি বল, যাঁহারা মনুষ্যলিঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারা তাঁহাকে বারংবার ভোজনাদি করাইয়া তদীয় ভুক্তান্নাদির হেয়াংশ আশঙ্কা করিতে পারেন, ইহাও অসম্ভব। কারণ, চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীমন্নন্দযশোদাদির ভোগ্যবস্তুসকলই যখন অভৌতিক এবং তাঁহাদের তত্তদ্বস্তুতে প্রতীতিও তাদৃশী, তখন উক্ত হেয়াংশের আশঙ্কাই সম্ভব হয় না। মহানুভব কবিকর্ণপূরও ঐরূপই স্বীকার করিয়াছেন,—"গোপরাজের রাজধানীতে "পরিমল" ভিন্ন অন্যত্র 'মলশব্দ' এবং "নীবিবন্ধ" ও 'কেশবন্ধ' ভিন্ন অন্যত্র 'বন্ধ' শব্দ শ্রুত হয় না। মলাদির অভাববশতঃ তত্রত্য সকলপদার্থেরই অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥৬৩॥

এবম্ভূষভে ভগবতি যা হেয়াংশযোগোক্তিঃ সা ত্বজ্ঞপ্রতীতানুবাদ এব,—তৎপ্রত্যেতৃৃণাং দেবমায়াবিমোহিতা ইতি বিশেষণাৎ। "ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং তত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ। পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরাদতো হি মামৃষভং প্রাহুরার্য্যা" ইতি তন্মূর্ত্তেঃ পরতত্ত্বরূপত্বং তেনৈব কণ্ঠতোঽভিহিতম্। নহি তাদৃশে তস্মিন্নসৌ সম্ভবেৎ। তৎসেবিনাং জীবানাং চ সিদ্ধানামতদ্‌যোগঃ স্মর্য্যতে —"জগজ্জনমলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতিকীর্ত্তনা। মলমূত্রাদিরহিতা পুণ্য-শ্লোকা ইতি স্মৃতা" ইতি ॥৬৫॥

পীযূষসিদ্ধাবনাদরণীয়ত্বাৎ। কীদৃশঃ স্তেয়োপায়ৈঃ পীঠকোলূখলাদিযোজনৈর্বিরচিতকৃতিঃ প্রকাশিতচৌর্য্যপাণ্ডিত্যঃ অধুনা ত্বদগ্রে সুপ্রতীকঃ সাধুর্যথা আস্তে। ব্যাখ্যান্তরমাহ যদ্বেতি। অমেতি। অমাবস্যাম্ন্যতরস্যামিতি সূত্রে অমাশব্দস্য সহার্থপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। এবং পদানি ত্যক্ত্বা বাক্যান্বয়ং যোজয়তি স্তেয়োপায়ৈরিতি। নাদীনি ইতি মিত্রাণি আক্রুষ্টুং কোকিলময়ূরধ্বনিবন্তীত্যর্থঃ। ইদং ব্যাখ্যানং বৈষ্ণবতোষণ্যাং দৃষ্টম্ ॥৬৪॥

নন্বেবমিত্যাদিবাক্যস্য সাহিত্যচাতুর্য্যেণ পদভঙ্গেনান্যথা ব্যাখ্যানং ন চারু। ঋষভচরিতস্য তৎপ্রতীতার্থোজ্জীবকত্বাদিতি চেৎ তত্রাপি তথা প্রতীতির্ভ্রান্তিরিতি নিয়োজয়তি এবমিত্যাদিনা। তত্র তাবৎ তদ্বিগ্রহস্য পরবস্তুত্বমাহ ইদমিতি। দুর্বিভাব্যং মনসাপ্যতর্ক্যং যৎ তত্ত্বং পরমাত্মবস্তু তন্মমেদং শরীরমেব। মে হৃদয়মিতি। ঋষভং শ্রেষ্ঠম্। বেদোক্তধর্ম্মপালনাৎ তদ্বিরোধিনিরাকরণাচ্চ ঋষভনামাহমিত্যর্থঃ। ঋষভঃ শ্রেষ্ঠবৃষয়োরিতি শ্রীধরঃ। অসৌ হেয়াংশযোগঃ। অত্র কৈমুত্যং দর্শয়ন্নাহ তৎসেবিনামিতি। পুণ্যশ্লোকাঃ শুকাদয়ঃ ॥৬৫॥

তবে যে "এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মলমূত্রাদি হেয়াংশ প্রতীত হইতেছে, তাহাও সামঞ্জস্যরক্ষার্থ অর্থান্তরদ্বারা সঙ্গমিত করিতে হইবে। ঐ স্থলে মেহনাদির অর্থ জলসেক ও ধূলিপ্রক্ষেপাদি। মিহ্ ধাতুর সেচনার্থ মেঘশব্দেই প্রসিদ্ধ আছে। অথবা "অমা ইহ নাদীনি" এই প্রকার পদবিচ্ছেদ করিয়া অর্থ করিলেও চলিতে পারে ॥৬৪॥

এইরূপ ঋষভদেবে যে হেয়াংশ কথিত হইয়াছে, তাহাও অজ্ঞ ব্যক্তির যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, তাহারই অনুবাদমাত্রই জানিতে হইবে। অন্যথা চিন্ময় দেহে তাদৃশ হেয়াংশ অসম্ভব হয়। ঐ স্থলে

তস্মাদেবমত্র ব্যাখ্যেয়ম্,—প্রাণিকর্ম্মানুরূপফলপ্রদো ভগবান্ "নায়ং দেহো দেহভাজাম্" ইত্যাদিস্বোক্ত্যুপদিষ্টধর্ম্মনিষ্ঠান্ শিষ্যান্ প্রতি পরতঃ মূর্ত্তিত্বেনাবগতঃ প্রযচ্ছতি তেভ্যস্তদভীষ্টানি। তদুপদিষ্ট-ধর্ম্মভ্রষ্টান্ পামরান্ প্রতি তু হেয়াংশযোগিতয়া প্রতীতস্তাংস্তান্ ক্রিয়ানুগুণং নরকং প্রাপয়তীতি মৎকর্ম্মবিমুখা মামীদৃশং প্রতি-য়ন্ত্বাচরন্তু চ তথেতি তৎকামে সতি তন্মায়ৈব তথা ভাসয়তি ॥৬৬॥

হেয়স্যাপ্যহেয়তয়াবভানং তাদৃশাচারজিগ্রহিষয়ৈবেতি মন্তব্যম্। ইতরথা স্বধর্ম্মদেশিকত্বেন তস্মিন্নাস্থা নস্যাৎ। যো হ্যধর্ম্মো ভগবতা পৃষ্ঠে কৃতঃ স বৈষ দেবদ্বিজান্তবজ্ঞাময়ঃ বৈদিকশৌচাদি-বিরহিতৈ র্গৃহীতঃ। মুনিঃ স্ফুটয়তি,—"যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্কবেঙ্ককুটকানাং রাজার্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম্মঃ" ইত্যাদিনা। তস্মাদার্হতান্ পাষণ্ডিনঃ প্রতি মায়য়েদং হেয়াংশভাসনং ন চ পরমাপ্তে ভগবতি বৈষম্যম্,—কর্ম্মানুসারিণি তস্মিংস্তদসম্ভবাৎ ॥৬৭॥

অস্মাদিতি ঋষভস্য পরবস্তুত্বাদিত্যর্থঃ। পামরানর্হৎপ্রভৃতীন্। ক্রিয়েতি। মলিনাচরণানুরূপম্। তৎকামে সতি ভগবদিচ্ছায়াং জাতায়ামিত্যর্থঃ ॥৬৬॥

"দেবমায়াবিমোহিতাঃ" এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করুণাময় ঋষি অজ্ঞপ্রতীতি স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছেন। "ইদং শরীরং মম তুর্বিভাব্যং" এই উক্তি দ্বারা স্বয়ং ঋষভদেবও তাহাই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ তৎসেবক সিদ্ধজীবেরেই যখন হেয়াংশযোগের অভাব উক্ত আছে, তখন তাঁহার কথা ত বলিতেই পারা যায় না। স্মৃতিতে উক্ত আছে, 'যে ভগবদ্ভক্তের শ্রবণকীর্ত্তন জগজ্জনের মলধ্বংস করে, যাঁহারা মলমূত্রাদিরহিত, তাঁহারাই পুণ্যশ্লোক বলিয়া উক্ত হয়েন' ॥৬৫॥

অতএব এস্থলে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতে হইবে—প্রাণি-কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদানকারী ভগবান্ স্বোপদিষ্টাচারপরায়ণ শিষ্যগণের সম্বন্ধে পরতঃ মূর্ত্তিস্বরূপে অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে অভীষ্ট দান করিয়াছিলেন এবং নিজোপদিষ্ট ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট পামরগণের সম্বন্ধে তাদৃশ দেহের হেয়াংশ প্রতীত করাইয়া তাহাদিগের কর্ম্মানুরূপ নরক প্রদান করিয়াছিলেন। সদ্ধর্ম্মবিমুখ জনগণ আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য-রূপেই অবগত হউক এবং তদনুরূপ মলিন আচরণ করুক, ভগবানের এই ইচ্ছা হইলে, তাঁহার মায়াই তৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন ॥৬৬॥

এবং সতি (ভাঃ ৫।৬।৮) "তেন সহ দাবানলস্তদ্বনং দদাহ" ইত্যত্র তু কর্ত্তৃসাহিত্যমেব ন কর্ম্মসাহিত্যং স্বীকর্ত্তব্যম্,--দাবানলঃ বনং দদাহ, ঋষভস্তু তদ্বনবাসিনামবিজ্ঞামিতি। যত্তু ঋষভস্য বিষ্ণোরেব-মনুশাস্ত্বাত্মজানিত্যাদিভিঃ পরমহংসধর্ম্মানুষ্ঠানমুক্তং তৎ খলু তদনু-করণরূপমেব তথৈব প্রতীতেঃ। সাম্পরায়বিধিরপি প্রাতীতিক্যেব তাবতৈব তদাবেশপরিক্ষয়াৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং হেয়াংশযোগো-ক্তিরজ্ঞপ্রতীতানুবাদ এবেতি। তস্মাৎ স্বজ্ঞানপূর্ব্বকং ভগবজ্

পুরীষমুৎসৃজ্যাতিসুগন্ধিনি তস্মিন্ পশুবদৃষভো ব্যচেষ্টতেতি যদর্হদাদিষু তস্য চেষ্টাবভানং তৎ কিমর্থমিতি চেৎ তত্রাহ হেয়স্যাপীতি। পার্থিবাদিরূপং ভক্ষ্যং পুরীষাদিরূপেণ পরিণমতে ন হি তয়োঃ কিঞ্চিদন্তরমিতি। তত্র তত্র সমদৃষ্টিঃ সোঽস্মত্তুপজীব্য ঋষভোঽভূদিতি হেয়স্যাপ্যহেয়তয়াবভাসনং তৎপুরীষং বহুযোজনানি সুরভীণি ব্যধাদিতি তস্মিন্ সৌরভ্যাবভাসনঞ্চেত্যর্থঃ। তাদৃশা-চারেতি। নরকনিপাতহেতুর্যস্তত্র সমদৃষ্টিত্ববিধানলক্ষণঋষভচরিতভ্রমাদাচারস্তং গ্রাহয়িতুমিত্যর্থঃ। ইতরথেতি। ঋষভস্য তত্র তত্র উপাদেয়হেয়ভাবত্যাগেন সমদৃষ্টিত্বাভাবে তস্য পুরীষে তাদৃশসৌরভ্যভরে চানবভাতে সতীত্যর্থঃ। আস্থা দৃঢ়বিশ্বাসঃ। তৈরর্হদাদিভিঃ। মুনিঃ শ্রীশুকঃ। যস্যেতি পঞ্চমে। যস্য ঋষভস্য। উপাকর্ণ্য শ্রুত্বা এব ন তু বীক্ষ্য। তস্মাদার্হতানিতি। শ্রুতিবাহ্যলিঙ্গধারণং পাষণ্ডং তদ্বিদ্যতে যেষাং তে পাষণ্ডিন ইতি মিতাক্ষরায়াম ॥৬৭॥

আবার নিজ পুরীষাদি হেয় বস্তুসকলকেও যে উপাদেয়রূপে জানাইয়াছিলেন, তাহাও অসদাচারীদিগের তাদৃশ আচারের পোষ-কতা নিমিত্তই জানিতে হইবে। অন্যথা অর্হতেরা তাঁহাকে স্বধর্ম্মোপ-দেষ্টা জানিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিতে পারিত না। ভগবান্ যে অধর্ম্মকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিলেন, বৈদিকাচারভ্রষ্ট ব্যক্তি সকল তাহা-কেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। ভগবান্ শুকদেব বলিয়াছেন যে, ঋষভদেবের চরিত্র শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক, বেঙ্ক ও কুটক দেশের রাজা অর্হৎ কলিযুগে অধর্ম্মমার্গ অর্থাৎ বেদবাহ্য-চিহ্নধারী পাষণ্ডসম্প্রদায়-পদ্ধতি স্থাপন করিবেন। বস্তুতঃ এই নিমিত্তই ভগবানের নিজমায়া-দ্বারা স্বরূপের অন্যথা প্রত্যায়ন হইয়া থাকে। ইহাতে পরমাপ্ত ভগবানে বৈষম্যদোষও ঘটিতেছে না। কারণ, ভগবান্ জীবকে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥৬৭॥

জ্ঞানমেবাত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তিসুখপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং ভবতি, নাপরং কিঞ্চিদস্তি ॥৬৮॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে পরমপুমর্থ নির্ণয়ঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥১॥

ভ্রমান্তরং নিরস্যন্নাহ এবমিতি। ঋষভস্য পরতত্ত্বে নিন্দিতে সতীত্যর্থঃ। কর্তৃসাহিত্যং দাহে কর্ত্রানলেন সহভাবঃ। ন হি কর্ম্মসাহিত্যমিতি। কর্ম্মণা বনেন সহভাবো ন স্বীকার্য্যঃ পরতত্ত্বস্যাদাহ্যত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বৃষভঃ কিং তত্র দদাহ তত্রাহ ঋষভস্ত্বিতি যত্ত্বিতি। তদনুকরণরূপং লোকশিক্ষার্থমিত্যর্থঃ। তথৈব তৎপ্রকরণে অবগমাৎ। সাম্পরায়বিধির্দেহত্যাগপ্রকারঃ। তাবতৈবেতি। প্রাতীতিকেন তাদৃশানাং দেহত্যাগেন শুশ্রূষূণাং নৃণাং দেহাবেশত্যাগাদিত্যর্থঃ। প্রকরণমুপসংহরতি তস্মাদিতি। পঞ্চমস্কন্ধে ঋষভপ্রকরণং বীক্ষ্যেদং বিমৃশ্যম্॥৬৮॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যশ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাং প্রথমঃ পাঞ্চজন্যপাদো-ব্যাখ্যাতঃ ॥১॥

এইরূপে ঋষভদেবের চিন্ময় দেহে হেয়াংশের অভাব প্রদর্শন-দ্বারা, শ্রীমদ্ভাগবতের “তেন সহ দাবানলস্তদ্বনং দদাহ” এই স্থলের সঙ্গতি করিতেছেন। যথাশ্রুতার্থে ঐ স্থলে ঋষভদেবের দেহদাহ প্রতীত হয়, কিন্তু উহার অন্য অর্থ আছে। “তেনসহ” এই স্থলে তৃতীয়া কর্ত্তৃসাহিত্যে অর্থাৎ কর্ত্তা দাবানল তাঁহার সহিত অর্থাৎ ঋষভদেবকে সহায় করিয়া বনকে দহন করিয়াছিল। এতদ্দ্বারা এই প্রতীতি হইতেছে যে, কেবল দাবানল বন দহন করে নাই, ঋষভদেবও করিয়াছিলেন। দাবানল বন দগ্ধ করিয়াছিল, ঋষভদেব বনবাসীদিগের অবিদ্যা দগ্ধ করিরাছিলেন। ঋষভদেব পুত্রগণকে অনুশাসন করিয়া বিষ্ণুর পরমহংসধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইরূপ যে উক্তি আছে, তাহা কেবল তদ্ধর্ম্মের অনুকরণের প্রতীতি মাত্র। এবং তাঁহার দেহত্যাগপ্রকার, যাহা উক্ত আছে, তাহাও তৎসেবক ব্যক্তিবর্গের দেহাসক্তি ত্যাগ করাইবার নিমিত্তই জানিতে হইবে। এই সকল বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দ্রষ্টব্য। অতএব হেয়াংশ-যোগোক্তিকে যে অজ্ঞপ্রতীতির অনুবাদ বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইতেছে। অতএব স্বজ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের জ্ঞানই যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির অনন্যসাধন, ইহা স্থির হইল ॥৬৮॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে পুরুষার্থ নির্ণয় নামক প্রথম পাদ ॥১॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

—:*:(*):*:—

অথৈশ্বর্য্যরূপা মাধুর্য্যরূপা চেতি ভগবত্তায়া দ্বৈবিধ্যাত্তদ্বিধয়োর্জ্ঞানভক্ত্যোর্দ্বৈবিধ্যং প্রদর্শ্যতে। তত্রৈশ্বর্য্যং নরলীলামনপেক্ষ্য পারমৈশ্বর্য্যাবির্ভাবঃ। যথা পিতরৌ প্রত্যৈশ্বর্য্যং প্রদর্শ্য (ভাঃ ১০।৩।৪৪) "এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্ম স্মরণায় মে। নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে" ইতি। যথা (গীতা ১১।৮) চার্জ্জুনং প্রতি "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইতি। মাধুর্য্যন্তু পারমৈশ্বর্য্যস্য প্রকাশে চাপ্রকাশে চ নরলীলানতিক্রমঃ; যথা পুতনাপ্রাণহন্তৃত্বে স্তনচূষণরূপনরবালকচেষ্টৃত্বম্; চাতিকঠোরশকটোৎপাতনেঽপ্যতিকোমলাঙ্ঘ্রিদল ইতি সিদ্ধত্বম্। অতিদীর্ঘদামাশক্যবন্ধেঽপি মাতৃভীতি বৈক্লব্যম্। ব্রহ্মাদিমোহনেঽপ্যতিসারজ্ঞেঽপি বৎসচারণলীলত্বম্। পারমৈশ্বর্য্যে সত্যপি তস্যাপ্রকাশনেন দধিপয়ঃস্তেয়ব্রজস্ত্রীজনলোলুপত্বাদি ॥১॥

অথ ভগবৎপ্রাপ্তৌ সাক্ষাৎ সাধনভাবেনোক্তয়োর্জ্ঞানভক্ত্যোরৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিষয়তয়া দ্বৈবিধ্যং বক্তুমারভতে অথেত্যাদিনা। নানাশঙ্কাশ্মসংচূর্ণনাদস্য পাদস্য কৌমোদকীতি সংজ্ঞা সদ্ভিরুচ্যতে। এতদ্বামিতি শ্রীদশমে ভগবদ্বাক্যমেতচ্চতুর্ভুজমৈশ্বরম্। মদ্ভবং পূর্ব্বদৃষ্টমদ্বিষয়ম্। মর্ত্ত্যলিঙ্গেন মনুষ্য সংনিবেশনরূপেণ ইতি শব্দানন্তরমুক্তমিতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি ॥১॥

প্রথমপাদে জ্ঞান ও ভক্তির সাধনদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। নানাশঙ্কারূপ প্রস্তরকে সিদ্ধান্ত-কৌমোদকী (গদা) দ্বারা সংচূর্ণিত করিয়া সজ্জনগণ এই পাদের কৌমোদকী সংজ্ঞা দিয়াছেন। এখন ভগবত্তার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বৈবিধ্য প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্যলীলার অপেক্ষা না করিয়াই যে পারমৈশ্বর্য্যের আবির্ভাব হয়, তাহাই ঐশ্বর্য্য নামে কথিত হয়। যথা, পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর নিকট নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশদ্বারা শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—"আমার পূর্ব্বজন্মস্মরণের জন্যই তোমাদিগকে এই চতুর্ভুজ-রূপ প্রদর্শন করিলাম। অন্যথা (এই উপায় ব্যতীত) মনুষ্যোচিত-লক্ষণ-দ্বারা বিষ্ণু-আবির্ভাব-জ্ঞান হইতে পারে না।" পুনরায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়

অথৈশ্বর্য্যজ্ঞানং পারমৈশ্বর্য্যানুসন্ধৌ সতি হৃৎকম্পহেতুনা সম্ভ্রমেণ স্বভাবশৈথিল্যকৃদ্ধর্ম্মবিশেষঃ ; যথা (ভাঃ ১০।৮৫।১৮) "যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ" ইতি যথা চ (গীঃ ১১।৪১-৪২) "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি। অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ যচ্চা-বহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু। একোঽথবা-প্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্" ইতি। ইহ বাৎসল্য-সখ্যাত্মকস্বভাবশৈথিল্যম্। মাধুর্য্যজ্ঞানন্তু পারমৈশ্বর্য্যানুসন্ধানেঽপি হৃৎকম্পহেতু সম্ভ্রমহেতুলবস্যাপ্যনুদয়াৎ স্বভাবাতিস্থৈর্য্যকৃদ্ধর্ম্ম-বিশেষঃ ; যথা (ভাঃ ১০।৮।৪৫) "ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ-সাত্বতৈঃ। উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥" (ভাঃ ১০।-৩৫।২১-২২) "বন্দিতস্তমুপদেবগণা যে গীতবাদ্যবলিভিঃ পরিবব্রুঃ। বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ" ইত্যাদীহ পারমৈশ্বর্য্যানুসন্ধানেঽপি বাৎসল্যোজ্জ্বলাখ্যস্বভাবাশৈথিল্যম্ ॥২॥

জ্ঞেয়মুক্ত্বা জ্ঞানমাহ। অথেতি। যুবামিতি শ্রীদশমে বসুদেববাক্যম্। যুবাং রামকৃষ্ণৌ ভ্রাতরৌ। সখেতি শ্রীগীতাসু অর্জ্জুনবাক্যম্। প্রসভং হটাৎ ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি। ইহেতি। যুবাং ন ন ইত্যত্র পিতুর্বাৎসল্যশৈথিল্যম্। সখেতীত্য-ত্রার্জ্জুনস্য সখ্যুঃ সখ্যশৈথিল্যং। ত্রয্যেতি। শ্রীদশমে শুকবাক্যম্। সা শ্রীযশোদা।

অর্জ্জুনকেও বলিয়াছেন,—"আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর।" পার-মৈশ্বর্য্যের প্রকাশে ও অপ্রকাশে মনুষ্যলীলার অনতিক্রমকেই মাধুর্য্য বলে। যথা,—পুতনার প্রাণনাশকালে স্তন্যপানরূপ নরবালকচেষ্টা সুকোমল পদাঘাতে অতীব কঠোর শকটপাতন ; অতিদীর্ঘ রজ্জুদ্বারা-বন্ধনের অসমর্থ হইলেও মাতার ভয়ে কাতরতা ; অতিসারজ্ঞ বৎসচারণ-লীলায় ব্রহ্মমোহনাদি। আবার কোথাও পারমৈশ্বর্য্য থাকিলেও উহা অপ্রকাশে কেবল প্রাকৃত বালসুলভ আচরণ যথা, দধি দুগ্ধাদিচৌর্য্য ও ব্রজবধূলোলুপতা প্রভৃতি ॥১॥

পারমৈশ্বর্য্যের অনুসন্ধান হইলে হৃৎকম্পহেতু সাদর সম্ভ্রমের উদয় হয়। ঐ সম্ভ্রমদ্বারা স্বভাবশৈথিল্যকারী ধর্ম্মবিশেষকেই 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞান' বলা হয়। মহাভাগ্যবান্ বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা আমাদের পুত্র নহ, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর।" আবার

মাধুর্য্যনিষ্ঠানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ত্রিবেণ্যাং সারস্বতপ্রবাহবদেগৌণ-ত্বয়াস্তি। হৃৎকম্পহেতোঃ সাদরসম্ভ্রমস্যাভাবাৎ। ন চ তদ্ভাব-সঙ্কোচকৃৎ প্রত্যুত তৎপোষ্যেব। মৎসুতো মৎসখো মৎপ্রিয়ো বা সর্ব্বেশ্বর ইত্যুল্লাসসম্ভবাৎ লোকেঽপি যথা স্বপুত্রস্য স্বসখস্য স্বকান্তস্য বা পৃথিবীশ্বরত্বে সতি তস্মিন্ বাৎসল্যাদেঃ পুষ্টির্ভবেৎ তথেতি দ্রষ্টব্যম্। বিস্ময়ে বিরহে বিপদি চ তস্যোদয়ঃ পর্ব্বণি সারস্বতস্যেব প্রবাহস্য ॥৩॥

বন্দিত ইত্যাদিকং তত্রৈব শ্রীযশোদাং প্রতি শ্রীব্রজদেবীনাং বাক্যম্। বৃদ্ধৈ-র্ব্রহ্মাদিভিঃ। ইহেতি। কৃষ্ণৈশ্বর্য্যং বিলোক্যাপি তত্র শ্রীযশোদায়া বাৎসল্যং শিথিলং নাভূদপি তু দৃঢ়মেব জাতং কান্তস্যৈশ্বর্য্যং বিজ্ঞায়াপি তাসাং তত্র কান্তভাবো ন শিথিলোঽপি তু দৃঢ় এবাসীদিত্যর্থঃ ॥২॥

ভগবদ্ভক্তেষ্ববরা ব্রজস্থাঃ ভগবত্তত্ত্বাজ্ঞানাৎ তথাপি বহ্নিস্পর্শেন দাহ ইব বস্তুমহিম্না তেষাং মোক্ষস্ত্বভূদিতি কেচিদজ্ঞা মন্যন্তে তন্নিরস্যন্নাহ মাধুর্য্যেতি। ননু মাধুর্য্যনিষ্ঠানাং ব্রজস্থানাং যদ্যেষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং স্বীকৃতং তর্হি তন্মাধুর্য্যভাবম-

---

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,— 'তোমার এই বিশ্বরূপ-সম্বন্ধীয় মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদহেতু অথবা প্রণয়বশতঃ তোমাকে সখাজ্ঞানে হঠভাবসহকারে 'হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইত্যাদি সম্বোধন করিয়াছি। হে অচ্যুত! বিহার, শয়ন, আসন ও ভোজনাদি ব্যাপারে একাকী অবস্থানকালে অথবা বন্ধুজনসমক্ষে পরিহাসের সহিত তোমার যে অসৎকার করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, বিরাট পুরুষ! সেই অপরাধের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই উভয়স্থলে যথাক্রমে বাৎসল্য ও সখ্য-স্বভাবের শৈথিল্য দৃষ্ট হয়। আর যখন পারমৈশ্বর্য্যের অনুসন্ধান থাকিলেও হৃৎকম্প-হেতু সম্ভ্রমের লবমাত্রেরও অনুদয় হয়, তখন স্বভাবাতিস্থৈর্য্যকারী ধর্ম্ম-বিশেষকেই 'মাধুর্য্যজ্ঞান' বলা যায়। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—"বেদ উপনিষদ, সাংখ্যযোগ ও ভক্তবৃন্দকর্ত্তৃক উপগীয়মানমাহাত্ম্য শ্রীহরিকেও মাতা যশোদা পুত্রবুদ্ধি করিতেন।" "ব্রজদেবিগণ দেববন্দ্যমানচরণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্ত জ্ঞান করিতেন।" এই দুই স্থলে পারমৈশ্বর্য্যের অনুসন্ধানেও মাতা যশোদার বাৎসল্যস্বভাব এবং ব্রজদেবিগণের উজ্জ্বল স্বভাবের শৈথিল্য হয় নাই ॥২॥

ঐশ্বর্য্যবন্মাধুর্য্যস্যাপি ব্রহ্মধর্ম্মত্বাৎ তদ্বিষয়কমপি জ্ঞানং 'ব্রহ্মজ্ঞানমেব'। সহস্রশীর্ষত্বাদিবৎ দ্বিভুজত্বাদেরপি ব্রহ্মধর্ম্মত্বং শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ সিদ্ধম্। (গোঃ পূঃ উঃ) "সৎ পুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।

পনেষ্যতীতি চেত্তত্রাহ ন চ তদিতি। তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্। ননু কৈষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং দৃষ্টং তত্রাহ বিস্ময় ইত্যাদি। যথা কৃষ্ণাস্যদৃষ্টবিশ্বায়া ব্রজেশ্বর্য্যা বিস্ময়ে স্বভাবসিদ্ধেদৃশমহিমাশালী পরেশোঽয়মিতি জ্ঞানমভূৎ যথা চ বরুণকৃতায়াং পূজায়াং শ্রুতায়াময়ং পরমেশ্বর ইতি ব্রজৌকসাং জ্ঞানমুদগাৎ। বিরহেতি "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ। বাচোঽভিধায়িনী র্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু" ইতি তেষামেব তদৈশ্বর্য্যবোধকং বচনম্। মৃগয়ুরিবেত্যাদি চ শ্রীরাধাদীনাং তাদৃশং বচনম্। বিপদি চেতি। ইন্দ্রাদিহেতুকায়াং বিপত্তৌ সর্ব্বেষাং তদৈশ্বর্য্যবোধিকা বাক্ প্রসিদ্ধেতি শ্রীদশমে দ্রষ্টব্যমেতৎ ॥৩॥

নন্বৈশ্বর্য্যং ভগবতো বাস্তবমীশ্বরস্বরূপানুবন্ধিত্বাৎ ; মাধুর্য্যন্তু ন বাস্তবং মনুষ্যানুগ্রহায় মায়য়া দেহতচ্চেষ্টয়োর্ধারণাৎ। অত উক্তং "মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব

ত্রিবেণীস্থ সরস্বতীপ্রবাহের ন্যায় মাধুর্য্যনিষ্ঠাবন্তের মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান গৌণভাবে অবস্থিত আছে জানিতে হইবে ; কারণ ঐস্থলে হৃৎকম্পজনিত সাদর-সম্ভ্রম অর্থাৎ গৌরববুদ্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। আবার মাধুর্য্যনিষ্ঠাবানের মধ্যে যতটুকু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তাহা মাধুর্য্যভাবকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না, বরং পরিপুষ্ট করিয়া থাকে ; মৎপুত্র, মৎসখ, মৎপ্রিয় সর্ব্বেশ্বর এইরূপ উল্লাসের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। লৌকিক জগতেও তাদৃশ দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়, যথা—নিজ পুত্রের সখার বা কান্তের পৃথিবীর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলে যেমন বাৎসল্যাদির পুষ্টি হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভক্তেরও সেইরূপ জানিতে হইবে। বিস্ময়ে, বিরহে ও বিপদে যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের আবির্ভাব দেখা যায়, তাহা পূর্ণিমাদি পর্ব্বদিনে ত্রিবেণীস্থ সরস্বতীপ্রবাহবৃদ্ধির ন্যায় গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মুখগহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনে জননী যশোদার ; বরুণদেবালয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদর্শনে বিপদে পিতা নন্দের এবং বিরহে ব্রজগোপিগণের সেইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল ॥৩॥

স্বরূপানুবন্ধিত্বহেতু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান উত্তম (শ্রেষ্ঠ), মায়িক মনুষ্যবিগ্রহবিষয়ক মাধুর্য্যজ্ঞান অধম (অপকৃষ্ট) তাহাও বলা যায় না।

দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্।" (ভাঃ ৯।২৩।১৯-২০) "যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।" (ভাঃ ৭।১৫।৭৫) "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ইত্যাদিভ্যঃ। এবঞ্চোভয়জ্ঞানসত্ত্বাদ্ব্রহ্মোদ্ধবাদিবন্দ্যপদরজস্ত্বং মাধুর্য্যজ্ঞানবতাং স্মর্য্যতে ॥৪॥

বিদ্বন্" "লীলামানুষবিগ্রহঃ" ইত্যাদি। তস্মান্মাধুর্য্যজ্ঞানবতামবরত্বমিতি চেত্তত্রাহ ঐশ্বর্য্যবদিতি। তদ্বিষয়কং মাধুর্য্যসম্বন্ধি। "সৎ পুণ্ডরীক" ইতি শ্রীগোপালপূর্ব্বতাপন্যাম্। অত্র কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যমীশ্বরত্বেঽপি সতি মনুষ্যসন্নিবেশবিচেষ্টয়োরুক্তেঃ প্রতীতম্। যদোরিতি শ্রীভাগবতে। গূঢ়মিতি শ্রীভাগবতে। ব্রহ্মোদ্ধবাদীতি। "তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্। যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবন্মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব" ইতি ব্রহ্মণো বাক্যম্। "আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্" ইত্যাদিকমুদ্ধবস্য চ। "মায়ামনুষ্যস্য" ইত্যত্র মায়য়া পরাখ্যয়া স্বরূপশক্ত্যা মনুস্যস্য নিত্যং মনুস্যসংনিবেশিন ইত্যর্থঃ। "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্" ইতি শ্রুতেঃ। ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ তথা চিচ্ছক্তিরেব চ মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধেশ্চ। মায়াবয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্টুকোষাচ্চ। নহি মনুষ্যাকারঃ স্বর্ণপিণ্ডো মনুষ্যঃ। অন্যথা সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বশ্রুতিঃ ব্যাকুপ্যেত। এতেনৈব লীলেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥৪॥

কারণ, ঐশ্বর্য্যের ন্যায় মাধুর্য্যেরও ব্রহ্মধর্ম্মত্বহেতু তদ্বিষয়ক জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। সহস্রশীর্ষত্বাদির ন্যায় দ্বিভুজত্বাদিরও ব্রহ্মধর্ম্মত্ব শ্রুতিস্মৃতিদ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। "সৎপুণ্ডরীকনয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাযুক্ত, বনমালী শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর।" "যদুবংশবিবরণ শ্রবণ করিলে মানব সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। কারণ ঐ বংশে নররূপী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন।" "পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নরাকারে গূঢ়রূপে বিরাজিত।" এই সকল প্রমাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব দর্শিত হওয়ায় তদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানরূপে সিদ্ধ হইতেছে। এই কারণে ব্রহ্মা ও উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণ মাধুর্য্যভক্তের পদরজঃ প্রার্থনা করিয়াছেন ॥৪॥

যত্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যত্বাদেষাং রাগপ্রধানং ভবদুপজীব্যৈরভিহিতং তৎকিল হৃৎকম্পহেতুসাদরসম্ভ্রমাজনকত্বাদিতি বোধ্যম্—ন ত্বৈশ্বর্য্য-জ্ঞানমাত্রাভাবাৎ, তজ্জ্ঞানস্য দর্শিতত্বাৎ ॥৫॥

নন্বেবং ব্রজৌকসামুভয়জ্ঞানবত্ত্বেঽপি চেদ্ভক্তবর্য্যত্বং সিদ্ধং তর্হি ভবদুপজীব্যৈঃ শ্রীরূপচরণৈস্তেষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং কুতো নিষিদ্ধম্ অত আহ যত্ত্বিতি। হৃৎকম্পেতি। তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্যেতি বোধ্যম্। অয়মর্থঃ—ব্রজৌকসাং রাগাত্মিকা ভক্তিঃ। তল্লক্ষণঞ্চ তৈরুক্তম্— "ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা" ইতি। অস্যার্থঃ—ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে বস্তুনি স্বারসিকী স্বাভাবিকী যা পরমাবিষ্টতা তস্যাঃ হেতুঃ পিতৃত্বাদিসম্বন্ধপ্রধানা প্রেমময়ী তৃষ্ণা স রাগো ভবেৎ। তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তি রায়ুর্ঘৃত-মিতিবদ্বোধ্যা। তন্ময়ী তদেকপ্রবর্ত্তিতা ভক্তিরত্র রাগাত্মিকা কথ্যতে। তৎ প্রকৃতবচনে ময়ট্ ইতি। অস্যাং সত্যাং তৎসেবায়াং নিঃসম্ভ্রমা প্রবৃত্তিঃ। যা ব্রজৌকসাং শ্রীদশমাদৌ দৃশ্যতে। তত্র সেবাদয়ো নিঃসঙ্কোচাঃ প্রবৃত্তাঃ। প্রভুরয়মিতিজ্ঞানাচ্চেতসাং সাদরঃ কম্পঃ সংভ্রমঃ কথ্যতে। সর্ব্বেশ্বরোঽয়ং কৃষ্ণ ইতি জ্ঞানং বিদ্যমানমপি তাদৃশ্যা রাগানুগায়াস্তন্নিগীর্ণত্বাৎ প্রভবিতুমশক্নুবৎ সম্ভ্রমং ন জনয়তীতি তদজনকত্বাদেব তন্নাস্তীতি তৈর্নিষিদ্ধং ন তু সর্ব্বথা নাসীদিত্যভিমতম্। কৃষ্ণবিষয়কস্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্য শ্রীদশমাদিষু বর্ণিতত্বাদিতি। মথুরাদ্যোকসাং তু তাদৃশ্যাস্তস্যা অভাবেনৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্যাল্পত্বাৎ কম্পং জনয়তীতি গৌণী তেষাং রাগাত্মিকেতি ব্যাখ্যাতারঃ ॥৫॥

তবে যদি বল, তোমাদিগের পরমপূজ্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ "শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যতাবশতঃ ব্রজবাসিগণের ভক্তিকে রাগপ্রধান" বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নিষেধ করিলেন কেন? ব্রজবাসিগণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয় জ্ঞানের বর্ত্তমানত্বহেতু যখন তাঁহাদিগের ভক্তবর্য্যত্ব অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহা-দিগের উক্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নিষেধে কি দোষ ঘটিতেছে না? তাহার উত্তর এই—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে তাঁহাদিগের হৃৎকম্পহেতু সাদর-সম্ভ্রমের অভাব দৃষ্ট হইত। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর এরূপ জ্ঞান থাকিলেও রাগানুগা ভক্তির আধিক্যে উহা আচ্ছাদিত থাকায় উহার প্রভুত্ব প্রকাশ পাইত না। এই মতানুসারে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নিষেধ করিয়া-ছেন; তাঁহাদের ঐ জ্ঞান যে ছিল না, এরূপ কথা বলেন নাই, বরং তিনি নিজেই তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥৫॥

উক্ত (ভাঃ ১০।৮।৪০) "অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ", (ভাঃ ১০।৩৪।৬) "সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয়।" (ভাঃ ১০।১৯।৯) "দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্তত্তুমর্হথঃ॥" (ভাঃ ১০।৪৭।১৭) মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্যস্তদলমসিতসখ্যৈ র্দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ॥"

ব্রজৌকসামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং প্রমাণয়তি অথো ইত্যাদিনা। শ্রীদশমস্যাষ্টমে হরের্মৃদ্ভক্ষণচরিত্রং বর্ণিতং তত্রৈকদেত্যাদিভিস্তৎসখৈস্তন্মৃদ্ভক্ষণং তন্মাতরি সূচিতং। তয়া চ গৃহীতকরং স উপালব্ধঃ তস্য মাতৃতো ভয়ং সখিবচসাং মিথ্যাত্বোক্তিপূর্ব্বকং স্বমুখব্যাদানং মাত্রাহং তাড্যমানঃ স্যামিতি তদ্বিস্ময়ায় স্বসঙ্কল্পানুগয়া স্বৈশ্বর্য্যশক্ত্যা স্বাস্যে বিশ্বদর্শনং। তত্রবহিঃস্থিতমেব বিশ্বং পতিপুত্রসহিতমাত্মানং ব্রজঞ্চ তদাস্যমধ্যে পশ্যন্ত্যা মাতুঃ কথমেতৎ সম্ভবেদিতি সংশয়রূপা শঙ্কা। তস্যাঃ 'কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ' ইত্যর্দ্ধকেন প্রতিপাদনম্। "অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ" ইত্যর্দ্ধকেন তু মৎপুত্রস্য পরেশত্বাৎ তস্যৈবায়ং স্বাভাবিকোধর্ম্ম ইদানীং মৎপ্রত্যক্ষোঽভূদিতি স্থাপনম্। মাধুর্য্যানুবন্ধিনো হরের্ধর্ম্মা ব্রজৌকসাং সদৈব প্রত্যক্ষা ঐশ্বর্য্যানুবন্ধিনস্তু তে তস্মিন্ সত্ত্বেন জ্ঞাতা এব কদাচিদেব প্রত্যক্ষী ভবন্তীতি তত্ত্ববিদাং রাদ্ধান্তঃ। "অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং চেতো-

---

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকাভক্ষণ করিলে, তাঁহার সখা গোপবালকগণ ঐ কথা মাতা যশোদার নিকট বলেন। সেজন্য শ্রীযশোদা দেবী শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন মাতৃভয়ে ভীত প্রায় হইয়া সখাগণের বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এবং নিজের নির্দ্দোষত্ব প্রমাণার্থে মুখব্যাদান করেন। জননী মুখগহ্বরে বিশ্বদর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলেন,—"আমার পুত্রের বুঝি ইহা কোন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইবে।" এই স্থলে মাতা যশোদার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কথিত হইয়াছে। অন্যস্থলে পিতানন্দেরও তাদৃশ জ্ঞান উক্ত আছে। একদা শিবরাত্রি উপলক্ষে গোপগণ শকটারোহণে অম্বিকাবনে গমন ও তথায় সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া বিবিধ উপহারে অম্বিকাদেবীর অর্চ্চন করেন।

(ভাঃ ১০।২৯।৩৩) "বরদেশ্বর মাস্ম চ্ছিন্দ্যাঃ" ইত্যাদিতদ্বাক্যাৎ। কিন্তু তত্তজ্জ্ঞানানি ক্রমেণোদয়ন্তে যুগপৎ সর্ব্বাযোগাৎ তথৈব রসপোষাচ্চ। নাপ্যনুদিতমসৎ (ব্রঃ সূঃ) "পুংস্ত্বাদিবৎ তস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ" ইতি ন্যায়াৎ। ভগবতোঽপি মিহিরপ্রকাশন্যায়েন নিরন্তরপ্রকাশিতজ্ঞানস্য মনুষ্যলীলাযোগিসংমুগ্ধত্বং-বীক্ষ্যতে। "তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ। প্রশ্রয়া-

---

মনঃকর্ম্মবচোভিরঞ্জসা" ইত্যর্দ্ধকেন মদর্ভকস্য নারায়ণাখ্যস্বাংশপুরুষদ্বারায়-মাশ্চর্য্যদর্শনলক্ষণোঽবিতর্ক্যো ধর্ম্মঃ প্রত্যক্ষ ইতি নিরূপণম্। ততো যদা-শ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদমিত্যর্দ্ধকেন। চেতঃ-প্রভৃতিভির্ব্বিতর্কগোচরং ন ভবতি। যদাশ্চর্য্যদর্শনং যদাশ্রয়ং যদধিষ্ঠানকং যত ইতিপদস্যোৎপত্তিহেতুঃ যেনেতি পদস্য প্রতীতিহেতুস্তৎপদং পুরুষাংশরূপং বস্তু তস্মিন্ ধর্ম্মে সংশয়ং নিরাচিকীর্ষুরহং প্রণতাস্মি। কৃষ্ণো মৎপুত্রো মে লালনীয়-স্তৎস্বাংশপুরুষস্তু পূজ্য ইত্যস্মদ্ভক্তিপদ্ধতিঃ। যঃ স্বাংশিনঃ কৃষ্ণস্য মৎপুত্রস্য মত্তো ভয়মপনিনীষুস্তদাস্যে তাদৃশং বিশ্বং প্রদর্শ্য মাং বিস্মায়য়তে স প্রসীদন্মে তদ্ধর্ম্মে শঙ্কামপনয়তাদিত্যর্থঃ। (ভাঃ ১০।৮।৪২) "অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী। গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ যে" ইতি ত্রিপাদেন সশ্রদ্ধপ্রণামপূর্ব্বকং নিজভাবদার্ঢ্যদর্শনম্। "যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ" ইতি চতুর্থপাদেন তু যস্য যৎপুত্রস্বাংশস্য পুরুষস্য মায়য়া মমেত্থং কিং স্বপ্ন

তাঁহারা উপবাসে থাকিয়া সেই খানেই রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। নিশাকালে সকলে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে একটা ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া গোপরাজ নন্দকে গ্রাস করিতে লাগিল। তখন নন্দ মহারাজ বলিতে লাগিলেন, 'তাত কৃষ্ণ! এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করিল। আমি তোমার প্রপন্ন, আমাকে পরিমুক্ত কর।' গোপগণের সম্বন্ধেও ঐ প্রকার শুনা যায়। একদিন বনে গোচারণকালে দাবাগ্নিকর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া গোপগণ বলিয়াছিলেন,—'আমারা দাবাগ্নিতে দহ্যমান হইয়া তোমার শরণাগত হইতেছি, কৃষ্ণ আমাদিগকে মুক্ত কর।' গোপী-দিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উল্লেখ আছে। যখন মহাভাগ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন শ্রীমতী তাঁহার সমক্ষেই এক মধুকরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বকথাসকল স্মরণ করিয়া আমরা অতিশয় ভীত হইতেছি।

বনতোঽপৃচ্ছদ্‌বৃদ্ধাম্নন্দপুরোগমান্।" "ততো বৎসান্" ইত্যাদৌ। তচ্চ স্বচিচ্ছক্তিসাররূপলীলানন্দাত্মকং স্বরূপানতিরেকি মন্তব্যম্। ইতরস্তু তস্মিন্নভাবাৎ, "অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী" ইতি স্মৃতেঃ। মহাদোষাশ্চ

ইত্যাত্মুক্তা সংশয়রূপা কুমতিঃ স মে গতিস্তাদৃশসংশয়তরণে সমাশ্রয়োঽস্ত্বিতি পুনস্তদনুদয়াভ্যর্থনম্। (ভাঃ ১০।৮।৪৩) "ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপীকায়াং স ঈশ্বরঃ। বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ" ইত্যেকেন তু মৎস্বরূপং বিজ্ঞায় মন্মাতা মে লালনে শিথিলা মাভূদিতি মাধুর্য্যানুযোগিকৃপাবর্ণনম্। (ভাঃ ১০।৮।৪৪) "সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্। প্রবৃদ্ধস্নেহ-কলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা" ইত্যেকেন তু বিস্ময়দর্শনানুসন্ধেঃ স্মৃতেস্তিরো-ধানাত্মা নাশস্ততঃ পুত্রলালনমিতি। এবমন্যচ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। এবং যশোদায়াঃ কৃষ্ণৈশ্বর্য্যজ্ঞানং প্রদর্শ্য শ্রীরাধায়াস্তদ্দর্শয়তি মৃগয়ুরিতি শ্রীদশমে। ভ্রমর-মুদ্দিশ্য তস্যা বাক্যম্। হে-মধুপ, স শ্রীকৃষ্ণঃ পুরাপি রামঃ সন্মৃগয়ুর্ব্যাধ ইব কপীন্দ্রং বালিনং বিব্যধে মারিতবান্। অলুব্ধধর্ম্মা ব্যাধধর্ম্মেণ রহিতঃ নহি ব্যাধঃ কপিং হন্যাৎ তন্মাংসাভক্ষণীয়ত্বাৎ। স্বয়ং স্ত্রীজিতঃ সীতানুরক্তোঽপি কামযানাং স্পৃহাবতীং স্ত্রিয়ং শূর্পনখাং বিরূপাং ছিন্ননাসাকর্ণামকৃত। পুরা বামনঃ সন্ বলিনা দত্তং বলিং ত্রৈলোক্যোপহারমত্ত্বা গৃহীত্বাপি বলিমবেষ্টয়দ্ধবন্ধ ধ্বাঙ্ক্ষবদিতি কাকো যথা বলিমত্ত্বাপি তদ্দাতারং বেষ্টয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। তস্মাদসিতস্য শ্যামস্য সখ্যৈরলম্। তর্হি তূষ্ণীমাস্স্বেতি চেত্তত্রাহ তৎকথা-রূপোঽর্থস্তু দুস্ত্যজ ইতি। ইহ শ্রীযশোদায়াঃ শ্রীরাধায়াশ্চৈশ্বর্য্যজ্ঞানং বিস্ফুটম্।

তিনি এতাদৃশ ক্রূর স্বভাব যে, শ্রীরামাবতারে দাশরথি হইয়া ব্যাধের ন্যায় বালিরাজকে বাণে বিদ্ধ করেন; স্ত্রী সীতাদেবীর বশীভূত হইয়া শূর্পনখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করেন; সেই কামিনী কামা-তুরা হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিল, এইমাত্র তাহার অপ-রাধ। আবার বামনাবতারে বলিরাজ প্রদত্ত পূজোপহার গ্রহণানন্তর কাকবৎ তাঁহাকেই বন্ধন করেন। অতএব এই শ্যামের সখ্যে আমা-দের কোন প্রয়োজন নাই, এরূপ মনে করি; কিন্তু তাঁহার কথা-রূপ অর্থ দুস্ত্যজ, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। অন্যান্য গোপিগণও রাসস্থলীতে বলিয়াছিলেন, 'হে বরদেশ্বর! তোমাতে আমরা চিরকাল যে আশা পোষণ করিতেছি, তাহা ছেদন করিও

—"মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদপরিশ্রমৌ॥ অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ" ইতি ॥৬॥

বরদেতি। সর্ব্বাসাং প্রেয়সীনাম্। "অত্র ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে" ইতি গ্রাহ্যম্। ব্রহ্মাদিবন্দ্যত্বেন তজ্জ্ঞানন্তু সর্ব্বেষাং ব্রজৌকসাং তুল্যম্। কিন্ত্বিতি। তত্তজ্জ্ঞানান্যৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিষয়াণি। যুগপদিতি। একদানেকজ্ঞানাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। নন্থ অত্যবধানিনাং যুগপদনেকজ্ঞানং প্রতীতং তত্রাহ তথৈবেতি। ক্রমেণ চ তজ্জ্ঞানোদয়ে সতীত্যর্থঃ। অবধানেঽপ্যন্তরালেঽতিসূক্ষ্মকালোঽস্ত্যেব তদপ্রতীতিস্ত্বতিসৌক্ষ্ম্যাদিত্যাহুঃ। নন্থ মাধুর্য্যকালে তেষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং ধ্বস্তমিতি চেত্তত্রাহ নাপীতি। পুংস্ত্বাদিবদিতি ব্রহ্মসূত্রম্। সুষুপ্তৌ সত এব জ্ঞানস্য জাগরেঽভিব্যক্তিঃ যথা বাল্যে সত এব পুংস্ত্বাদেঃ কৈশোরেঽভিব্যক্তিস্তদ্বৎ। অন্যথা ক্লীবে তদাপত্তিঃ। মাধুর্য্যস্য ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিত্বাৎ তদ্বিষয়কং জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানমিত্যুক্তম্। অথ মাধুর্য্যাঙ্গভূতং মৌগ্ধ্যাদি তস্মিন্নোপপদ্যতে ভগবতো-

---

না।' কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও মাধুর্য্যজ্ঞান কাহারও সম্বন্ধে এককালে উদিত হয় না; উহাদের ক্রমান্বয়েই উদয় হইয়া থাকে। যদি বল, অত্যন্ত অবহিত ব্যক্তির এককালে অনেক জ্ঞান প্রতীত হয়, তাহা সত্য নহে; জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরের ব্যবধানকাল অতি সূক্ষ্ম বলিয়াই উহার প্রতীতি হয় না, তন্নিমিত্তই এককালিকত্ব ভ্রান্তি ঘটে ক্ষণিকত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া মাধুর্য্যজ্ঞানকালে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নাশও কল্পনা করা যায় না; কারণ, তদবস্থায় উহার নাশ স্বীকার্য্য নহে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তৎকালে অপ্রকট অবস্থায় থাকে। সেই কারণে তৎকালে উহার প্রকাশ দেখা যায় না। যেরূপ সুষুপ্তিকালে জ্ঞান না থাকিলে নিদ্রাভঙ্গে স্মরণ অনুপপন্ন হয়, তদ্রূপ, তৎকালে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকিলে উহার স্মরণ অসম্ভব হয়। যদি বাল্যে অপ্রকট পুরুষত্ব স্বীকার না করা যায়, তবে যৌবনে উহার আবির্ভাব কি প্রকারে হইবে? উৎপত্তি স্বীকার করিলেও নিস্তার নাই। বিনষ্ট পৌরুষ নপুংসকেও সময়ে পুরুষত্ব আবির্ভূত না হইবার কারণ কি? কে উহার আবির্ভাবের প্রতিবন্ধক হইবে? সূর্য্যের ন্যায় নিরন্তর

হপীত্যাদিনা। সংমুগ্ধত্বমসর্ব্বজ্ঞত্বম্। তদিতি শ্রীদশমে শুকবাক্যম্। তদভিজ্ঞঃ শক্রপূজাবিদিতি প্রকাশিতজ্ঞানত্বম্, প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদিতিসংমুগ্ধত্বম্। নন্বেতৎ সংমুগ্ধত্বানুকরণে ন তু সংমুগ্ধত্বে প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ ততো বৎসানিত্যাদি। তচ্চেতি সংমুগ্ধত্বম্। ন চাস্য স্বরূপানতিরেকিত্বে স্বীকৃতে ব্রহ্মস্বরূপমজ্ঞানশবলং স্বীকৃতমিতি ভ্রমিতব্যম্। নখরচিকুরাদ্যঙ্গবদ্বৈলক্ষণ্যেনাভাসমানস্যাপি তস্য জ্ঞানত্বাবিরহাৎ। ইদমেব সমর্থয়ন্নাহ ইতরস্যেতি। তমোবৃত্তেরজ্ঞানস্য ব্রহ্মস্বরূপেঽসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমষ্টাদশেতি বৈষ্ণবতন্ত্রে। "ন যত্র মায়া কিমুতাপরে" ইতি "মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা" ইত্যাদিকং চাত্রানুচিন্ত্যম্। মোহস্তন্দ্রেতি বিষ্ণুযামলে। খেদঃ ক্লেশঃ। পরিশ্রম ইন্দ্রিয়শৈথিল্যম্ ॥৬॥

প্রকাশিত জ্ঞানস্বরূপ শ্রীভগবানে নরলীলোপযোগী মুগ্ধভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে শ্রীমন্নন্দাদি গোপগণ ইন্দ্রযাগে উদ্যত হইয়াছেন, জানিয়াও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবান্ অজ্ঞাত মুগ্ধের ন্যায় নন্দাদিবৃদ্ধগোপগণকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐরূপ ব্রহ্মা যখন মায়ামুগ্ধ হইয়া গোবৎসসকলকে ও বৎসপালকগণকে হরণ করেন, তখনও তিনি মুগ্ধের মত তাহাদিগকে বনে বনে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এই সকলস্থলে স্বপ্রকাশ, জ্ঞানঘন শ্রীভগবানের যে মুগ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিজ চিচ্ছক্তির সাররূপ যে লীলানন্দ তদাত্মকই জানিতে হইবে; কারণ, উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে। যদি বল, শ্রীভগবানের স্বরূপ হইতে উক্ত মুগ্ধত্বাদিকে অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহাতে অজ্ঞানের সত্তা স্বীকার করা হয়, তাহা ঠিক নহে। যেরূপ ভগবানের নখরচিকুরাদি অঙ্গসকলের পৃথক্ প্রতীতি হইলেও উহাদের জ্ঞানরূপত্বের অভাব স্বীকার করা যায় না, তদ্রূপ মুগ্ধত্বাদিরও জ্ঞানরূপতার অস্বীকার করা যায় না। কারণ, ব্রহ্মস্বরূপে তমোগুণকার্য্য যে অজ্ঞান, তাহার সত্তা স্বীকার করা যায় না। অতএব তাদৃশ মুগ্ধত্বাদি যে লীলানন্দাত্মক, ইহা সিদ্ধ হইল। তন্ত্রে বলিয়াছেন, "শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষরহিত। ঐ বিগ্রহ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী এবং সত্যবিজ্ঞানানন্দরূপিণী"। অষ্টাদশ মহাদোষ যথা,—"মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষরসতা, উল্বণকাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, বিশ্ববিভ্রম, বিষমত্ব ও পরাপেক্ষা ॥৬॥

নন্বু "ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ॥" ইত্যত্র মোহঃ; "ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ" ইত্যত্র তন্দ্রাখেদশ্রমাঃ; "তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মম্" ইত্যাদৌ "মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তিমাত্রোঃ" ইতি ভ্রমঃ; "বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ" ইত্যাদৌ লোলতা; মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী" ইত্যাদৌ মদঃ; লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ" ইত্যাদৌ মাৎসর্য্যম্; হিংসা চ পূতনাদিবধঃ; "নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ" ইত্যত্র জরাসন্ধচ্ছলাদৌ চাসত্যম্; ক্রোধোঽপি তত্র তত্র প্রসিদ্ধ এব ॥৭॥

নিরস্তান্ দোষানাপাদ্য পুনঃ পরিহরতি নন্বিত্যাদিনা। "ততো বৎসান্" ইত্যাদীনি "ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তঃ" ইত্যন্তানি শ্রীদশমবাক্যানি। বিচিকায় মৃগয়ামাস। তাবিতি "তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্যসরীসৃপন্তৌ ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু। তন্নাদহৃষ্টমনসামনুসৃত্য লোকং মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তিমাত্রোঃ" ইতি কৃৎস্নবাক্যম্। অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিলক্ষণো ভ্রমঃ। "কশ্চিদাবাং গ্রহীতুমায়াতি" ইত্যেবংলক্ষণঃ লোকং জনমনুসৃত্য বীক্ষ্য। লোলতা চাপল্যম্। মাৎসর্য্যং পরোৎকর্ষাসহনম্। নাহমিত্যত্র হরেরন্ন ভক্ষণং নাস্তি মৃদঃ পৃথিব্যাঃ গর্ভে প্রাণেঽবস্থিতিরিতি যে ব্যাচক্ষতে তে স্বপূর্ব্বরসিকা এব মাগধচ্ছলে খণ্ডিতায়াং চ প্রেয়স্যাং ব্যভিচারাৎ ॥৭॥

এই মতের উপর পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবানের মোহাদি স্পষ্টই প্রতীত হয়। ব্রহ্মা যখন পুলিন হইতে বৎসবালকাদি অপহরণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ মূঢ়ের ন্যায় বনমধ্যে উহাদিগের অন্বেষণ করিয়াছিলেন; এই স্থলে তাঁহার মোহের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া বনে গোপবালকগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন; এই স্থলে খেদ ও শ্রম অর্থাৎ ক্লান্তির প্রকাশ। বাল্যলীলায় পদদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া মুগ্ধ ও ভীতের ন্যায় শ্রীমতী যশোদা ও শ্রীমতী রোহিণীর নিকট গমন করিলেন; এই স্থলে ভ্রম অর্থাৎ ভ্রান্তির প্রকাশ। গোপিগণের গৃহে অসময়ে বৎসসকলের গলার রজ্জু মোচন করিয়া দিতেন এবং তাহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে হাস্য করিতেন; এই স্থলে লোলতা

"তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ। গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্॥" ইত্যত্র আকাঙ্ক্ষা ; "ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ। সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ" ইত্যত্র আশঙ্কা ; "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদৌ জগদাবেশরূপো বিশ্ববিভ্রমঃ ; (গীঃ ৯।২৯) "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে

তামিতি। আকাঙ্ক্ষা ক্ষুধিতস্য স্তন্যপানস্পৃহা। ক্বাপীতি। আশঙ্কা বিতর্কঃ। **স ইতি** তৈত্তিরীয়কে। স পরমাত্মা। সমোঽহমিতি শ্রীগীতাসু। অহমিতি। পরাপেক্ষা অন্যাশ্রয়ণম্। তানিতি সংমুগ্ধত্বাদীন্ বিনা। মুগ্ধতাশঙ্কাভ্যামৈশ্বর্য্য-সেবিনাং বিতর্কবিস্ময়রসোদয়ঃ মাধুর্য্যসেবিনাং তু বাৎসল্যাদিরসোদয়ঃ।

অর্থাৎ চঞ্চলতার প্রকাশ। গোপিগণ বলিয়াছিলেন যে. বনমালী মদে ঘূর্ণিতনেত্র হইয়াছেন ; এই স্থলে মদ অর্থাৎ গর্ব্বের প্রকাশ। গোবর্দ্ধন-ধারণকালে শ্রীকৃষ্ণ মৎসরান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি লোকপালাভিমানী গর্ব্বিত ইন্দ্রের গর্ব্ব হরণ করিব ; এই স্থলে মাৎসর্য্য অর্থাৎ 'পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ। পূতনাবধে হিংসার প্রকাশ। মৃদ্ভক্ষণলীলায় 'আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই,' এই উক্তিতে ও জরাসন্ধ-বধাদিলীলায় ছলনাহেতু অসত্য অর্থাৎ মিথ্যার প্রকাশ। ক্রোধও ঐ সকল লীলার মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়া থাকে॥৭॥

স্তন্যপিপাসু হইয়া দধিমন্থনকারিণী জননী শ্রীযশোদার সমীপে গমনপূর্ব্বক স্তন্যপানার্থ মন্থনদণ্ড ধারণকরতঃ তাঁহার মন্থনকার্য্য নিষেধ করিয়াছিলেন ; এই স্থলে আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বাসনার প্রকাশ। বনমধ্যে কোনস্থানেই যখন বৎস ও বৎসপালকগণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ সহসা উহা ব্রহ্মাকৃত বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন ; এই স্থলে আশঙ্কা অর্থাৎ বিতর্কের প্রকাশ। সৃষ্টিলীলায় শ্রীভগবানের যে বহু হইবার সঙ্কল্প, তাহাতে জগদাবেশরূপ বিশ্ববিভ্রম অর্থাৎ বিশ্ব-ভ্রান্তির প্রকাশ। আবার তিনি যে শ্রীমদর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, আমার দ্বেষ্যও নাই এবং আমার প্রিয়ও কেহ নাই ; কিন্তু যাহারা আমার ভজন করে, আমি তাদৃশ ভক্তে অবস্থান করি এবং তাহারাও আমাতেই অবস্থান করে ; এই স্থলে বৈষম্য

তেষু চাপ্যহম্" ইত্যাদৌ বৈষম্যম্; "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইত্যাদৌ পরাপেক্ষা চাবগম্যতে। রুক্ষরসতা প্রেমসম্বন্ধাদৃতে রাগঃ; উল্বণো দুঃখহেতুঃ কামঃ; তাবেতৌ মাস্তাম্। ততশ্চ "মোহাদীনাং ষোড়শানাং প্রমাণসিদ্ধত্বান্নির্দোষতনুত্বং", কথমিতি চেন্ন, ভক্তানন্দ-বৈচিত্র্যপোষকলীলাবিলাসভক্তসংরক্ষণভক্তবাৎসল্যাদিসিদ্ধয়ে প্রাকৃতগন্ধাস্পৃষ্টাঃ স্বরূপধর্ম্মা এবৈতে উদয়ন্তে তান্ বিনা লীলাস্ত-

---

লোলতামদাভ্যাং সবয়সাং নিযুদ্ধাদিক্রীড়া সুভ্রুবাং তু স্মরাহত ইব বুদ্ধিঃ। তত্র খেদাদয়ঃ ভৃত্যানাং সেবানন্দবিবর্দ্ধনাস্তদিচ্ছাবিশেষাঃ। মাৎসর্য্যক্রোধহিংসাভি-রসতাং বিনাশাত্তাভিঃ সদ্রক্ষা এব। ভ্রমলোলতাভ্যাং পিতৃবর্গকৌতুকাভিবৃদ্ধিঃ।

(অর্থাৎ অসমতার) প্রকাশ। ভক্ত-পরাধীনতার স্থলে তাঁহার পরাপেক্ষা অর্থাৎ অন্যাশ্রয়ণেরও প্রকাশ পায়। রুক্ষরসতা অর্থাৎ প্রেমসম্বন্ধ-শূন্যরাগ এবং দুঃখহেতুক যে কাম, তাহা নাই থাকুক, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ষোলটি দোষের অন্যথা নাই। যদি তাহাই হইল, তবে আর শ্রীবিগ্রহ-কে নির্দ্দোষ বলা যায় কিরূপে? ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবানে উক্ত যে ষোড়শ দোষ দেখা যাইতেছে, উহা মনুষ্যের সম্বন্ধেই দোষাবহ, শ্রীভগবানের সম্বন্ধে নহে। কারণ ঐগুলি ভক্তগণের হৃদ্গত আনন্দের বৈচিত্র্যকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ভক্তসংরক্ষণ ও ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতির সিদ্ধিনিমিত্ত লীলাবিলাসরূপে উহারা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হয়, জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের ঐ ভাবগুলিতে প্রকৃতিগন্ধের সংশ্রব নাই। উহারা তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম বিশেষ। ঐ গুলির অস্বীকারে শ্রীভগবানের লীলাদিকার্য্য অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। লীলার অসিদ্ধিতে তাঁহার পূর্ণত্বেরও ব্যাঘাত ঘটে। পক্ষান্তরে ঐগুলির স্বীকারে লীলার মাধুর্য্য বৃদ্ধি পায়।

ভগবদ্গত মুগ্ধত্ব ও আশঙ্কাদ্বারা ঐশ্বর্য্যভক্তের বিতর্ক জন্য বিস্ময়-রসের এবং মাধুর্য্যভক্তের বাৎসল্যাদিরসের উদয় হয়। লোলতা ও মদদ্বারা সমবয়স্ক গোপবালকগণের বাহুযুদ্ধাদি ক্রীড়ারসের এবং গোপীদিগের উজ্জ্বলরসের উদয় হয়। খেদ ও পরিশ্রমদ্বারা ভক্তগণের সেবানন্দের বৃদ্ধিতে সেবাভিলাষের উদ্গম হয়। মাৎসর্য্য, ক্রোধ ও হিংসাদ্বারা অসাধুবিনাশেও সাধুসংরক্ষণ হয়। ভ্রম ও লোলতাদ্বারা

সিদ্ধেঃ। তদসিদ্ধৌ চ পূর্ণত্বানুপপত্তিঃ। ইতরেষু চ সর্ব্বেষু গুণেষু রুচ্যভাবাত্তদ্ভক্ত্যনুপপত্তিঃ। ততশ্চ "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি" ইত্যাদি শ্রুতিব্যাকোপাপত্তিরিতি। তেষাং গুণত্বাদেব নির্দ্দোষ-পূর্ণগুণেত্যাদিস্মৃতিঃ সংগচ্ছতে ॥৮॥

তত্র তে মৌগ্ধ্যাদয়ঃ স্বরূপশক্তিসারভূতলীলানন্দাত্মকপ্রেম-স্বরূপানতিরেকিনখরকুন্তলাদিকবত্তস্মিন্মন্তব্যাঃ। (ভাঃ ১০।৭।৩১) "ক্ক শোকমোহৌ ক্রোধো বা ভয়ং যে অঙ্গসম্ভবাঃ। ক্ক চাখণ্ডিত-

---

অসত্যেন ন ক্কচিৎ সবয়সাং সুভ্রুবাঞ্চ কোপোদয়েন তত্তদ্রসাভিবৃদ্ধিঃ। বিশ্ব-বিভ্রমেণ প্রকৃতিলীনজীবমাত্রানুগ্রহঃ। বিষমত্বপরাপেক্ষাকাঙ্ক্ষাভিঃ সর্ব্বভক্তানু-গ্রহ ইতি ভাব্যম্। ইতরেষু সার্ব্বজ্ঞ্যাদিষু গুণেষু। তেষাং সংমুগ্ধত্বাদীনাম্ ॥৮॥

দার্ঢ্যায়োক্তমর্থং বিশদয়তি তত্র ত ইতি। ক্কেতি শ্রীদশমে শ্রীশুকবাক্যম্। বিজ্ঞেঽপি মোহঃ ক্ক দৃষ্ট ইতি পৃচ্ছায়াং তেষু তং দর্শয়তি।

বাৎসল্যাদিরসের ভক্তগণের কৌতুকোৎকর্ষ হয়। অসত্যদ্বারা সখা ও সখীদিগের কোপোদয়ে তত্তদ্রসের আধিক্য হয়। জগদাবেশরূপ বিশ্ব-বিভ্রমদ্বারা প্রকৃতিলীন জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা হয়। বিষমত্ব, পরাপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ভক্তমাত্রের প্রতি কৃপা সূচিত হয়। ভক্তপক্ষপাতে বৈষম্য, ভক্তাধীনত্বে পরাপেক্ষা এবং ভক্ত-বাৎসল্যে আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া ভক্তগণ শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে অভিলাষী হন। অতএব এইগুলিকে দোষ বিবেচনায় যদি কেহ শ্রীভগবানে রুচিবিহীন হন, তবে তাঁহার সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণেও রুচি হইতে পারে না। কারণ, সার্ব্বজ্ঞ্যাদির সামঞ্জস্যই হয় না। এরূপ হইলে শ্রীভগবানে ভক্তিই অসিদ্ধ হইয়া উঠে। ভক্তির অসিদ্ধিতে "শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা শ্রীভগবানকে অবগত হও" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের বাধা হয়, এবং তাহা হইলে শ্রীভগবান্ নির্দ্দোষগুণপূর্ণ শ্রীবিগ্রহবিশিষ্ট ইত্যাদি যে সকল স্মৃতি আছে, উহাদেরও অসঙ্গতি হয়। অতএব মুগ্ধত্বাদি ভাব সকল, শ্রীভগবানের "স্বরূপশক্তির সারভূত যে লীলানন্দ," তদাত্মক প্রেমস্বরূপ হইতে অভিন্ন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইল ॥৮॥

ঐ অভেদও শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের অংশভূত নখরকুন্তলাদির ন্যায় জানিতে হইবে। বিগ্রহাংশ, বিগ্রহ ও শ্রীভগবান্ সকলই এক-

বিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ স্বরেড়িতঃ,” ইত্যত্র যে অঙ্গসম্ভবাস্তে চেত্যুক্তে-র্বুদ্ধিসম্ভবাস্তে ন সন্তীতি মন্তব্যাৎ। “তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়াঃ” ইত্যাদৌ বিধ্বস্ততমসাং শ্রীশুকাদীনাং চ ভগবৎপ্রেম-মোহো দৃষ্টঃ ॥৯॥

(ভাঃ ১।৮।৩১) গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্ যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসংভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥” (ভাঃ ৩।৪।১৭) “মন্ত্রেষু মাং বা উপহূয় যত্ত্বমকুণ্ঠিতাখণ্ডসদাত্মবোধঃ। পৃচ্ছেঃ প্রভো মুগ্ধ-

---

তদিতি শ্রীদশমে সূতোক্তিঃ। তেন পরীক্ষিতা স্মারিতো যোঽনন্তঃ শ্রীকৃষ্ণস্তেন হৃতান্যখিলানীন্দ্রিয়াণি যস্য স শ্রীশুকস্তৎপ্রেমসংমুগ্ধ ইত্যর্থঃ ॥৯॥

গোপ্যাদদ ইতি প্রথমে কুন্তীবাক্যম্। গোপী ব্রজেশ্বরী তন্মাতা। বক্ত্রং নিনীয় অধঃ কৃত্বা মামিয়ং তাড়য়েদিতি ভয়ভাবনয়াস্থিতস্য তবেতি। অন্যৎ প্রকটার্থম্। মন্ত্রেম্বিত্যুদ্ধবোক্তিস্তৃতীয়ে। মামুপহূয় আকার্য্য। ইহেবশব্দৌ নিশ্চয়ার্থৌ কিমিব নিরাগসি ময়ি কুপ্যসীত্যাদিবৎ ন চ মুগ্ধ ইব নতু

বস্তু। সকলই চিন্ময়, জড়াত্মক নহে। শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে, “অখণ্ডিত-বিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্য ও নিখিলদেবতাস্তুত শ্রীভগবানে দেহ-সম্ভব শোক, মোহ, ক্রোধ ও ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? তবে যে তাঁহাতে ঐ সকল ভাব দেখা যায়, সে তাঁহার ইচ্ছাধীন। মনুষ্যের ক্রোধাদি শারীরিক, শ্রীভগবানের কেবল মানসিক। “অখিলেন্দ্রিয়-হরণকারী অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক স্মারিত” ইত্যাদি উক্তিদ্বারা শ্রীশুকদেবাদি তমোগুণরহিত মুক্তপুরুষগণেরও শ্রীভগবদ্বিষয়ক প্রেম-মোহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৯॥

“আহা! তুমি মনুষ্যের কি ‘চমৎকার অনুকরণ’ই করিয়াছ! হে দামোদর! দধিভাণ্ড-ছিদ্রীকরণাপরাধে মাতা যশোদা যখন তোমাকে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু গ্রহণ করিলেন, তখনই মহাকালেরও ভয়-স্বরূপ তুমি নেত্রাঞ্জনবিমিশ্র-অশ্রুপ্লুতনয়নে নতমুখে মাতৃতাড়নভয়ে ভীত হইয়াছিলে, তোমার তাৎকালিক অবস্থাস্মরণে আমি এখনও বিমুগ্ধ হইতেছি।” কুন্তীদেবীর এই বাক্যানুসারে এবং “হে দেব! কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত, কালাদিদ্বারা অখণ্ডিত, সংশয়শূন্য আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট

ইবাপ্রমত্তস্তন্মে মনো মোহয়তীব দেব” ইত্যাদিষু তত্ত্ববিদামপি শ্রীশুক-উদ্ধবাদীনাং মোহদর্শনাম্নানুকৃতিরূপাস্তে শ্রীশুকাদিভিরাবিশ্যোক্তত্বাচ্চ। লোকবিড়ম্বনাদিশব্দস্তত্রাপি দিব্যলীলয়া লোকাচারাতিক্রমাৎ সংগচ্ছতে ॥১০॥

তদেবং মৌগ্ধ্যসার্ব্বজ্ঞয়োর্গুণয়োঃ সহাবির্ভাবাৎ স্বসেবকার্ত্তিস্তুতিপরিচর্য্যাত্ববধানমপি সিদ্ধম্। এবঞ্চোক্তমনুভবিতৃভিঃ—“সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ। নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে” ইতি। বিরুদ্ধানাং গুণানাং সহাবস্থিতিঃ

মুগ্ধঃ মোহয়তীব ন তু মোহয়তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। তথা সতি বিরোধাভাবাৎ কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবেহভিলপ্যত ইত্যাদিষু বিরুদ্ধেষু তদ্বাক্যোপাদানবৈয়র্থ্যাৎ কুন্তীবাক্যে ইবশব্দাভাবাচ্চ। তে মোহাদয়ঃ ষোড়শ। লোকাচারেতি। লোকাচরিতন্যক্কারাদিত্যর্থঃ ॥১০॥

ননু হরের্ম্মৌগ্ধ্যেন তত্ত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ কিন্তু দীনাভ্যর্থনানবধানেন তেন মহতী বিক্ষতিরিতি চেত্তত্রাহ তদেবমিতি। মৌগ্ধ্যকাল এব সার্ব্বজ্ঞ্যমস্তীতি ন ক্ষতিলেশ ইতিভাবঃ। বিজ্ঞানুভবং প্রমাণয়তি এবঞ্চোক্তমিতি। অনুভবিতৃভিস্তস্য মৌগ্ধ্যসার্ব্বজ্ঞ্যো বিজানদ্ভির্লীলাশুকৈঃ। সর্ব্বজ্ঞত্বে চেতি। সর্ব্বাসু ভূমিষু বিদিতং

হইয়াও যে মন্ত্রণার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া অজ্ঞসদৃশ অবহিত হইয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিত্তকে যেন মুগ্ধ করিতেছে।” উদ্ধবের এই বচনানুসারে তত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব ও শ্রীউদ্ধবাদির মোহদর্শন ও আবেশোক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসমূহ যে কেবল মনুষ্যলীলানুকরণ নহে, ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। লোকবিড়ম্বনাদিশব্দ ভগবান্ অপ্রাকৃত লীলাদ্বারা যে লোকাচারকে অতিক্রম করিয়াছেন ইহা জ্ঞাত করায়। অতএব “শ্রীভগবান্ লোককে বিড়ম্বিত করিয়াছেন” ইত্যাদি উক্তিও সঙ্গত হইতেছে ॥১০॥

যদি বল, শ্রীভগবানের মুগ্ধতার সময়ে দীন ভক্তজনের অভ্যর্থনাতে অনবধান হেতু মহতী ক্ষতি হয়, তাহার উত্তর এই ;—শ্রীভগবানের মৌগ্ধ্যও সার্ব্বজ্ঞ্যগুণের সহাবির্ভাবহেতু, অর্থাৎ তাঁহার মুগ্ধতার কালেও সার্ব্বজ্ঞ্যের অস্তিত্ববশতঃ স্বসেবকের আর্ত্তি, স্তুতি বা পরিচর্য্যাদিতে অবধানই হইয়া থাকে, অনবধান ঘটে না। অতএব কোন ক্ষতিও হয়

স্মর্য্যতে—"ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে। তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন গুণবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ" ইতি। তদিদমভিহিতং ভগবতা সূত্রকারেণ (ব্রঃ সূঃ) "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" ইতি। পরমেশ্বরঃ খলু শব্দৈকনির্ণেয়-যাথাত্ম্যো ভবতি ন তু তর্কৈস্তত্র প্রতিবিধানং যুজ্যত ইতি চোক্তম্—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইতি ॥১১॥

সার্ব্বভৌমম্। তদুভয়ধর্ম্মশালিত্বেন সর্ব্বত্র খ্যাতমিত্যর্থঃ। মহঃ স্বপ্রকাশরূপং কৃষ্ণাখ্যং বস্তু নির্ব্বাণপদং মোক্ষস্থানং গোকুলাখ্যমশ্নুতে স্বভোগ্যত্বেনানুভবতি তৎস্বামি তদিত্যর্থঃ। স্বরূপশাবল্যাপত্তিস্তু পূর্ব্বোক্তৈর্নিরস্যা আর্ষং প্রমাণমাহ ঐশ্বর্য্যেতি কৌর্ম্মে। অচিন্ত্যশক্তিত ইতি তদর্থঃ। এবং শ্রীব্যাসনির্ণয়মাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং বিভুত্বমধ্যমত্বাদীনাং মিথোবিরুদ্ধানাং গুণানাং ব্রহ্মণ্যুপপত্তেঃ সিদ্ধেরবিষমেঽপি তস্মিন্ ভক্তপক্ষপাতলক্ষণং বৈষম্যং মন্তব্যমিতি প্রাকরণিকোঽর্থঃ। নন্বেবং স্যাদ্বাদাপত্তিঃ। নৈবম্। তদ্বাদে সর্ব্বেঽর্থাঃ কথঞ্চিত্ত্বেনানিশ্চিতরূপা ইহ তু নিশ্চিতরূপা ইত্যতিবিশেষসত্ত্বাৎ ॥১১॥

না। শ্রীভগবদ্‌গুণানুভবকারী শ্রীলীলাশুক প্রভৃতিও এইরূপ বলিয়া থাকেন। "শ্রীভগবানের সর্ব্বজ্ঞতায় বা মুগ্ধতায় সর্ব্বব্যাপক এই তেজ নয়নে প্রবেশ করিলে তিনি গোকুলাখ্য মোক্ষপদকে নিজ ভোগ্যস্বরূপে অনুভব করেন।" ইহাই লীলাশুকের উক্তি। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ-সকলের সহাবস্থিতি শ্রীভগবানে স্বীকৃত হইয়া থাকে। কূর্ম্মপুরাণে বলিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যের যোগহেতু শ্রীভগবান্‌কে বিরুদ্ধার্থই বলা হয়। সেই পরমেশ্বরে কোনরূপেই দোষারোপ করা যাইতে পারে না। তাঁহাতে বিরুদ্ধ গুণসকলের সামঞ্জস্য হয়। ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরে বিভুত্ব ও মধ্যমত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ গুণসকলের উপপত্তি হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের ঈদৃশস্বরূপ কেবল শাস্ত্রদ্বারাই নির্ণেয়, তর্কদ্বারা উহা নির্ণয় করা যায় না। এই নিমিত্তই সূত্রকার বলিয়াছেন, "পরমেশ্বরসম্বন্ধে লোকদৃষ্ট কোন দোষই সঙ্গত হয় না। কারণ, পরমে-শ্বরের স্বরূপ শ্রুতিনির্ণেয়। অবিচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ" অতএব পরমেশ্বর অবিষম হইলেও তাঁহাতে ভক্তপক্ষপাতরূপ বৈষম্য মন্তব্য হইয়াছে, ইহাই এই প্রকরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥১১॥

অন্যে ত্বেবমাহুঃ;—মৌগ্ধ্যাদয়ঃ প্রপঞ্চধর্ম্মা ভগবতানুক্রিয়ন্তে স্বজনানন্দায়,— (ভাঃ ১০।১৪।৩৭) "প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। তথাপি তত্ত্ববিদাং স্বস্য চ তৈ রসোদয়ঃ স্যাৎ লবণাকরনিপাতন্যায়াৎ তৎকৃতত্বেন তেষ্বচিন্ত্যত্বপ্রাপ্তেঃ। শ্রীবল-প্রদ্যুম্নাদিরূপেণ শিষ্যত্বভৃত্যত্বাদ্যনুকারো হি দৃষ্টঃ। দেবর্ষিরূপেণ ভক্তত্বাদ্যনুকারশ্চেতি ॥১২॥

তদেবমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিষয়ত্বেন ভগবতো জ্ঞানং দ্বিধা দর্শিতম্। তেন তদ্দ্বারিকায়া ভক্তেশ্চ দ্বৈবিধ্যেন ভাব্যম্। তত্রাদ্যা বিধি-ভক্তিঃ; তয়া সিদ্ধাঃ স্বনিষ্ঠাদয়শ্চার্চ্চিরাদিবর্ত্মনা পরং পদং লভন্তে। "তেঽর্চ্চিষম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যে ত্বার্ত্তাস্তদধিককৃপা-পাত্রাস্তে খলু ভগবতৈব তার্ক্ষ্যবাহনেন তদ্বিশন্তীতি মন্তব্যং বারাহচরমাৎ। যথাহ ভূদেবীং প্রতি ভগবান্ বরাহদেবঃ—"সোঽহ-

---

সঙ্গত্যন্তরমাহ অন্যে ত্বিতি। প্রপঞ্চমিতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রীদশমে। বিড়ম্বয়স্যনুকরোষি। প্রপন্নেতি। অস্য জনতায়া অসঙ্কোচে মৎসেবনে সুখবৃদ্ধিঃ স্যাদিতি ভাবেনেতি ভাবঃ। তেষ্বিতি। মৌগ্ধ্যাদয়ঃ সর্ব্বে স্বরূপনিষ্ঠধর্ম্মা অপ্যচিন্ত্যাঃ স্যুরিতি ভাবঃ। শ্রীতি। শ্রীশ্চ বলশ্চ প্রদ্যুম্নশ্চ তদাদিরূপত্বে-নেত্যর্থঃ। শিষ্যত্বাদৌ ক্রমো বোধ্যঃ ॥১২॥

এইরূপ অন্য কেহ কেহ বলেন, শ্রীভগবান্ ভূতলে নিজ-ভক্তগণের আনন্দবিধানহেতু মৌগ্ধ্যাদি প্রাপঞ্চিক ধর্ম্মের অনুকরণ করিয়া থাকেন। স্মৃতিতেও উক্ত আছে, "হে প্রভো! আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশিবর্দ্ধনহেতু প্রাপঞ্চিকলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন।" তথাপি উহাতে কি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের, কি স্বয়ং ভগবানেরও রসোদয় হইয়া থাকে। লবণ সমুদ্রে যেমন কোন দ্রব্য পতিত হইলে তাহা লবণাক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানেও সকলই আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মুগ্ধত্বাদি সকল ধর্ম্মেরই অচিন্ত্যত্ব স্বীকার করা হয়। তিনি কখন শ্রীবলদেবাদিরূপে নিজের শিষ্যত্ব, কখন নারদাদিরূপে ভক্তত্ব প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া থাকেন ॥১২॥

মাশ্রিতমন্ত্রাত্মা স্মরামি চ তদাশ্রয়ম্। জ্ঞানবৈরাগ্যভক্ত্যাদিক্রিয়ারূপপ্রকাশনাৎ। নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদি গতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেষ্টমনিবারিতঃ॥" ইতি। এতানুদিশ্যাহ পার্থসারথিঃ (গীঃ ১২।৬-৭)"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ইতি॥১৩॥

প্রকরণার্থং যোজয়তি তদেবমিতি। এতানিতি। হরিং বিনা ক্ষণমাত্রং স্থাতুমশক্তানার্ত্তানিত্যর্থঃ। যে ত্বিতি শ্রীগীতাসু। ময়ি মদর্থমিত্যর্থঃ। উপাসতে কীর্ত্তনাদিভিঃ অনুকূলয়ন্তি। ন চিরাৎ ত্বরয়ৈব সমুদ্ধর্ত্তাহং ভবামি॥১৩॥

এই প্রকরণে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য বিষয়ভেদে শ্রীভগবানের জ্ঞান দুই প্রকার দেখান হইয়াছে। তদ্ধেতু ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যভেদে ভক্তিরও দ্বৈবিধ্য হইতেছে। ঐশ্বর্য্যবিষয়িণী প্রথমা ভক্তির নাম বিধিভক্তি। ঐ বৈধী ভক্তিদ্বারা সিদ্ধ স্বনিষ্ঠাদি ভক্তসকল অর্চ্চিরাদিমার্গে পরমপদ প্রাপ্ত হন। শ্রুতিতেও তাঁহাদিগের অর্চ্চিরাদি পথে গতির উল্লেখ আছে। যাঁহারা আর্ত্ত অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তিহেতু ব্যাকুল, তাঁহারা শ্রীভগবানের অপেক্ষাকৃত অধিক দয়াপাত্র বলিয়া গরুড়োপরি আরূঢ় হইয়া শ্রীবৈকুণ্ঠধামে নীত হন। বরাহপুরাণের শেষাংশে এইরূপ কথিত আছে,—ভগবান্ বরাহদেব ভূদেবীকে বলিয়াছেন, "আমি এই মন্ত্রময় শরীর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি। আমার নিত্যধামসকল সর্ব্বদা আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে। জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুক্ত ভক্তির ও তদঙ্গীভূত ক্রিয়াসকলের প্রচারই আমার কার্য্য। যাঁহারা তদনুসারে আমাকে পাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত হন, আমি তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে গরুড়বাহনে অর্চ্চিরাদিমার্গ ব্যতীত অবিলম্বে আমার ধামে আনয়ন করিয়া থাকি। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছিলেন, "হে পার্থ, যাঁহারা আমাতে সমস্তকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-ভক্তিযোগদ্বারা আমাকে ধ্যানকরতঃ উপাসনা করেন, আমাতে আবিষ্ট-চিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে অচিরে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি" ॥১৩॥

অন্তিমা রুচিভক্তিরূপা তয়া সিদ্ধাস্তু স্বয়ং ভগবতৈব তদ্বিশন্তীতি তচ্চ রমাদিলব্ধকৈমুত্যাদভ্যুপেয়ম্—"নায়ং সুখাপঃ" ইত্যাদেশ্চ। এতে তু তস্যাতিপ্রেষ্ঠাঃ; তদ্ভাবেষু তদ্রুচিনির্ভরাৎ; যথাহ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাতিবিস্মিতৈর্গোপৈর্দেবাদিভাবেনাশঙ্কিতো। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—"মৎ সম্বন্ধেন বো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে। শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্। যদি বোঽস্মি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি॥ নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ রাক্ষসঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোঽন্যথা।" ইতি। ন চাত্র হৃৎকম্পহেতোঃ সম্ভ্রমস্যোদয়াম্মাধুর্য্যভাবক্ষতিঃ,—"দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা। কিম্বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তুতে॥" ইতি বন্ধুভাবস্যৈব তৈঃ স্থাপনাৎ। তস্মাত্তদ্ভাবং তন্মুখাৎ শ্রোতুং তেষাং তথাশঙ্কোত্থাপনমিতি জ্ঞায়তে॥১৪॥

অন্তিমেতি। এতে রুচিভক্তাঃ। আশঙ্কিতঃ বিতর্কিতঃ। শঙ্কা চেয়ং হরেরিব গোপালস্যাপ্যাত্মধর্ম্মত্বান্নাজ্ঞত্বং প্রসঞ্জয়তি। বক্ষ্যতি চৈবং তস্মাৎ তদ্ভাবমিত্যাদি। মদিতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। হে গোপাঃ প্রীতিঃ পুত্রত্বাদিপ্রকারিকা। আত্মবন্ধুসদৃশীতি স্বপুত্রাদিষু যথা বুদ্ধিস্তথা ময়ি ক্রিয়তাম্। বান্ধবঃ জ্ঞাতিঃ। সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধুস্বস্বজনাঃ সমা ইত্যমরঃ। শ্রীহরিবংশেঽপ্যেব মস্তি। "দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব চ। অস্মাকং বান্ধবো জাতো যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে" ইতি গোপানাং বাক্যম্। "মন্যন্তে মাং যথা সর্ব্বে ভবন্তো ভীমবিক্রমাঃ। তথাহং নাবমন্তব্যঃ স্বজাতীয়োঽস্মি বান্ধবঃ" ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য চ। তস্মাদিতি। তন্মুখাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখাৎ। অত্র স্বয়ং তদ্বন্ধুভাবাভ্যর্থনাৎ গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদিদর্শনেন বিস্মিতেষু গোপেষু স্বজাতীয়েষু শ্রীমন্নন্দাত্মজস্যাভিরুচিঃ প্রসাদশ্চ গম্যতে॥১৪॥

অন্তিমা অর্থাৎ শেষোক্তা অন্যরূপা ভক্তির নাম রুচিভক্তি। তদ্দ্বারা সিদ্ধভক্তসকল শ্রীভগবানের সহিত তদীয়ধামে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্টা গতি। কারণ, শ্রীরমা (লক্ষ্মী) দেবীও এই গতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে, "গোপীকাসুত ভগবান্ রুচিভক্তের যেরূপ সুখলভ্য, অন্য কাহারও সম্বন্ধে সেরূপ

নন্নু কৃষ্ণস্য ভগবতো যশোদৌরসপুত্রত্বে তস্মিন্ বল্লবানাং গোত্রত্বলক্ষণো বন্ধুভাবঃ স্যান্ন চাসৌ তদৌরসস্তথানুক্তেঃ। ভাববন্ধুস্তু ভবেৎ. "যে যথা মাম্" ইত্যাদি তদ্বাক্যাৎ। "নন্দাত্মজঃ গোপিকাসুতঃ" ইত্যাদিবাক্যং তু উপগুহ্যাত্মজামিত্যাদিবদৌপচারিকাত্মজত্বপরং ভাবীতি চেন্নৈবমেতৎ। (ভাঃ ১০।৩।৮) "নিশীথে তম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ॥ আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ" ইত্যত্র (ভাঃ ১০।৩।৫৩) "যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত। ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ" ইত্যত্র চ শ্রীশুকেনৈব তদৌরসত্বস্যোক্তেঃ। যশোদাপি দেবকীত্যুচ্যতে—"দ্বে নাম্নী

ব্রজৌকসাং বন্ধুভাবোদ্ভাবিতা কৃষ্ণে যা ভক্তিঃ সা রাগাত্মিকেত্যভিধীয়তে যত্র তস্য রুচিনির্ভর উক্তঃ। তত্র শঙ্কতে নন্বিতি। অসৌ কৃষ্ণঃ। তর্হি নন্দাত্মজাদিপদানি কথমর্থবন্তি স্যুস্তত্রাহ উপগুহ্যেতি। যশোদাত্মজায়াং দেব্যাং যথা দেবক্যাত্মজত্বমৌপচারিকমুক্তং তথা ভবিষ্যতি। তস্মাজ্জন্মপ্রকরণে

সুখলভ্য নহেন। তাঁহার অঙ্কশায়িনী শ্রীলক্ষ্মীও তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই।" এই রুচিভক্তসমূহ তাঁহার অতীব প্রিয়তম, যেহেতু সেই ভাবেই রুচি নির্ভর করিতেছে। শ্রীভগবানের গোবর্দ্ধনধারণ দর্শন করিয়া বিস্মিত গোপগণ যখন তাঁহার দেবভাবের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছিলেন,—"আমি দেবতা নহি, আমি যে তোমাদিগের বান্ধব, তাহার অন্যথা নাই। অতএব তোমরা কোন চিন্তা করিও না।" এই কথা শুনিয়া গোপগণ বলিয়াছিলেন,—"তুমি দেবতা হও, দানবই হও, যক্ষই হও, বা গন্ধর্ব্বই হও, আমাদিগের সে বিচারে প্রয়োজন কি? আমরা তোমাকে বান্ধব বলিয়াই নমস্কার করি।" এই স্থলে ভগবদৈশ্বর্য্য দর্শনে গোপগণের হৃৎকম্পহেতু সম্ভ্রমের উদয়ে মাধুর্য্যভাবের ক্ষতি বা শিথিলতা হয় নাই। কারণ, তাঁহারা তদবস্থাতেও তাঁহাতে বান্ধবত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তবে যে তাঁহারা দেবভাবের আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে উক্ত বন্ধুভাব শ্রবণ করিবার নিমিত্তই জানিতে হইবে ॥১৪॥

নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ" ইত্যাদি পুরাণবচনাৎ। দেবরূপিণ্যামিত্যুক্তেস্তদ্‌গর্ভসম্বন্ধোঽপি ন দোষাবহঃ। বসুদেব-পত্নীবন্নন্দপত্নী চ পরং পরেশমেব স্বগর্ভাজ্জাতমবুধ্যত। তস্য বসুদেবাগমাদের্লিঙ্গং চিহ্নং নাবুধ্যত যতঃ পরীত্যাদি। "নন্দ-

---

যশোদৌরসত্বং নোপলভ্যত ইতি চেন্নৈবম্। তৎপ্রকরণেঽপি তত্ত্বং পঠিতমিতি হেতুভাবেনাহ নিশীথেত্যাদি। তম উদ্ভূতেঽন্ধকারব্যাপ্তে নিশীথে জনার্দ্দনে লীলাপুরুষোত্তমে দেব্যাং যশোদায়াং জায়মানে সতি দেবক্যাং দেবকসুতায়াং বিষ্ণুরাবিরাসীদিতি যোজ্যম্ তদ্‌গর্ভেতি। ন হি সুরতিরত্নমন্দিরে স্থিতো নৃপতিরপুরুষার্থী স্যাদিতি ভাবঃ। ইত্থঞ্চেত্যাদি। উপগুহ্যাত্মজামিতি মুনিনা তূক্তম্। স্বপুত্রং গোপায়িতুম্ সুতৈব মেঽভুন্ন তু সুত ইতি দেবক্যা উক্তম্।

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—যদি বল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপগণের বন্ধুভাব স্থাপিত হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যদি যশোদার গর্ভজাত সন্তান হইতেন, তবে স্বজাতীয় বলিয়া তাঁহাতে বন্ধু-ভাব স্থাপনের সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উক্ত হয় নাই। অতএব তাঁহাতে গোপগণের তদ্ভাবও স্থাপিত হইতে পারিতেছে না। তবে পরস্পর ভাবের ঐক্যবশতঃ তিনি তাহাদিগের প্রণয়ভাজন বন্ধু হইতে পারেন; কারণ, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, "আমাকে যে যেরূপে ভজন করে, আমিও তদ্রূপেই ভজন করিয়া থাকি।" তবে যে কোথাও কোথাও 'নন্দাত্মজ, গোপিকাসুত' প্রভৃতি আত্মজত্ববোধক বাক্যসকল দেখা যায়, তাহা ঔপচারিক, অনাত্মজ পরাত্মজে আত্মজত্ববুদ্ধিমাত্র। পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ অকিঞ্চিৎকর। অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথকালে জনার্দ্দন অর্থাৎ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দেবকীতে (যশোদাতে) জায়মান হইলে (জন্ম-গ্রহণ করিবেন, এরূপ ইচ্ছা করিলে), দেবককন্যা দেবকীদেবীতে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ দেবকী ও বসুদেব দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে শ্রীবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলেন)।" এই স্থলে এবং "বসুদেবপত্নীর ন্যায় নন্দপত্নীও স্বগর্ভ হইতে পরেশ জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহা বুঝিলেন, কিন্তু বসুদেবের আগমনের চিহ্নও বুঝিতে পারিলেন না; যেহেতু তিনি তৎকালে অত্যন্ত পরিশ্রান্তা এবং ভগবন্মায়ারূপিণী

গোপগৃহে জাতো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ" ইত্যাদিপুরাণে স্ফুটমুক্তেশ্চ। ইত্থঞ্চ নন্দাত্মজগোপিকাসুতাদিশব্দৈর্মুখ্যার্থৈর্ভাব্যম্। ননু স্ফুটার্থ-প্রত্যয়ো বিরুদ্ধঃ স্যাৎ, নৈবম্। যশোদাসুতেন সহ দেবকীসুত-স্যৈক্যাত্তদেকস্য তস্য মথুরাদিষু গমনাদন্তরান্তরা ব্রজে কুরুক্ষেত্রে চাগতেঃ স্ফুটার্থস্যাপ্যভঙ্গাৎ। তথা চোভয়থাপি তদ্বন্ধুঃ সঃ ॥১৫॥

উভয়থেতি সগোত্রত্বেন ভাবেন চ স কৃষ্ণস্তদ্বন্ধুঃ। প্রপঞ্চান্তর্গতে ধাম্নি যশোদা-দিভিঃ সার্দ্ধমেষ মাতৃপুত্রাদিভাবো লোকবৎ পূর্ব্বোত্তরভাবেনৈব স্থিতঃ। প্রপঞ্চা-তীতে তস্মিংস্তু ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়েত্যাদিকে গোপগোপীগবাবীতমিত্যা-দিকে চ মন্ত্রে যস্তদ্ভাবঃ পঠ্যতে সত্বলৌকিকশ্চন্দ্রকাদিগতনানাবর্ণবদনাদিতো যুগপৎ সিদ্ধঃ পদ্মকোরকগতক্ষুদ্রবৃহৎপত্রবদ্বোধ্যঃ ॥১৫॥

নিদ্রাদ্বারা তাঁহার স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছিল।" এইরূপ অপরাপর স্থানসকলে শ্রীশুকদেবও শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার গর্ভজ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। দেবকীশব্দে যশোদাকেও বুঝায়। আদি-পুরাণে উল্লিখিত আছে—"নন্দপত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুইটি নাম।" দেবরূপিণী এই বিশেষণদ্বারা দেবকীশব্দে যশোদাকে বুঝাইতে পারিলেও যদি উহা বসুদেব পত্নীকেই বুঝাইতেছে, নন্দপত্নীকে নহে, এইরূপ বলা হয়, তাহাতে কোন দোষ সম্ভবে না। বসুদেবপত্নীর গর্ভের সহিত সম্বন্ধেও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যের কোনরূপ হানি দেখা যায় না। সুরতরত্ন মন্দিরে থাকিলেও যেরূপ নৃপতির পৌরুষের হানি হয় না, শ্রীভগবানের সম্বন্ধেও তদ্রূপই জানিতে হইবে। তবে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মথুরাতে তাঁহার আবির্ভাবমাত্রই হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্তিত কথা। আদি-পুরাণে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিলেন।" এই সমস্ত প্রমাণপরম্পরায় নন্দাত্মজ বা গোপিকা-সুত প্রভৃতি শব্দের মুখ্যার্থই গ্রহণীয় হইতেছে। তাহাতে দেবকীপুত্র-রূপে যে স্ফুটার্থবোধ, তাহার সহিতও কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। কারণ, যশোদাসুতের সহিত দেবকীসুতের ঐক্যহেতু, তাঁহার মথুরাদিতে গমন এবং মধ্যে মধ্যে ব্রজে ও কুরুক্ষেত্রে গমনাগমন বলিলে স্ফুটার্থের

তদেবং দ্বিবিধজ্ঞানভক্তিগোচরঃ কৃষ্ণাভিধানঃ পুরুষোত্তমঃ কৃৎস্নশক্তিব্যঞ্জী স্বয়ং ভগবানুচ্যতে। অকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জী দ্ব্যেকতদ্ব্যঞ্জী চ বিলাসোঽংশঃ কলা চেতি—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্", "অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল" ইত্যাদি স্মৃতেঃ। ননু যস্য পুংসো মৎস্যাদয়োঽংশকলাঃ সঃ পুমানেব কৃৎস্নশক্তিপ্রকাশী কৃষ্ণ ইত্যর্থপ্রত্যয়ান্নোক্তব্যবস্থেতি চেৎ, মৈবং; ভিন্নোপক্রমার্থকাত্তুশব্দাৎ, ব্রহ্মসংহিতায়াং কৃষ্ণরূপং প্রকৃত্য ত্রয়াণাং পুরুষাণাং রামাদীনাঞ্চ তদবতারত্বোক্তেশ্চ। তথাহি

তত্র যশোদৌরসস্যাস্য কৃষ্ণস্য সর্ব্বতদাবির্ভাবমূলত্বরূপং স্বয়ং ভগবত্ত্বং বক্তুং প্রকরণমারভতে তদেবমিতি। এবমুক্তবিধয়া। অকৃৎস্নতদিতি। তচ্ছব্দেন শক্তিঃ পরামৃশ্যতে। এতে চেতি প্রথমে সূতবাক্যম্। পুংসো গর্ভোদকশায়িনঃ প্রদ্যুম্নস্য সহস্রশীর্ষ্ণঃ। কৃষ্ণস্ত্বিতি তুশব্দঃ পৃথগুপক্রমার্থঃ। তু স্যাদ্ভেদেঽবধারণে ইত্যমরঃ। গর্ভোদশয়াদাবির্ভবৎসু মৎস্যাদিষু মধ্যে কৃষ্ণঃ পঠিতস্তথাপি ন স তদবতারঃ কিন্তু তদাদিসর্ব্বমূলভূত ইত্যর্থঃ। অষ্টমস্ত্বিতি নবমে। তয়োর্দ্দেবকীবসুদেবয়োঃ স্বয়মেব হরিরাসীৎ। নন্বিতি যস্য গর্ভোদকশয়স্য পুংসঃ। ঈশ্বর ইতি কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যম্। স কীদৃশঃ। পরম ঈশ্বরঃ স্বয়ং ভগবান্ অতোঽনাদিঃ স্বেতরেষাং বিরিঞ্চাদীনাম্ আদিঃ। ন ত্বন্যেষাং প্রধানা-

ব্যাঘাত হইতেছে না। অতএব (দুই প্রকারেই) স্বগোত্র ও ভাবনিবন্ধন সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বন্ধু হইতেছেন ॥১৫॥

উক্ত প্রকারে দ্বিবিধ জ্ঞানের ও ভক্তির গোচর শ্রীকৃষ্ণাভিধেয় পুরুষোত্তম, সমুদয়শক্তিপ্রকাশী স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কথিত হইতেছেন। যাঁহাতে সমুদয় শক্তির প্রকাশ নাই, তিনি শ্রীভগবানের বিলাস এবং যাঁহাতে দুইটি বা একটি শক্তির প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তিনি তাঁহার অংশ বা কলা হইতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন, গর্ব্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্নাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের অবতারসকলের মধ্যে কেহ অংশ, কেহ কলা; কিন্তু কৃষ্ণ যিনি, তিনি স্বয়ং ভগবান্। বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম সন্তান স্বয়ং হরি। যদি বল, অবতার-প্রকরণে মৎস্যাদি অবতারসকলকে যে পুরুষের অংশ বা কলা বলা হইয়াছে, সেই পুরুষই সমুদয় শক্তিপ্রকাশী শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ অর্থের বোধহেতু প্রাগুক্ত ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে না তাহা ঠিক নহে। কারণ, "কৃষ্ণস্তু" এই স্থলে 'তু' শব্দ ভিন্নোপক্রমার্থ।

—(ব্রঃ সং: ৫।১-২) **"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্। সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্" ইত্যাদিকমুক্ত্বা "যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ। আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্ত্তিং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" "যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য**

দীনাঞ্চ কারণত্বং পঠ্যতে, অত আহ সর্ব্বেতি। সহস্রেতি। অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশেন সম্ভবঃ সর্ব্বদাবির্ভাবঃ যস্য তৎ। তত্ত্বেন অনন্তঃ শেষোঽংশঃ যস্য সোঽনন্তাংশো বলভদ্রস্তস্য সম্ভবো নিবাসো যত্র তৎ কৃষ্ণস্যৈব কারণোদশায়িত্বমাহ য ইতি। যঃ কৃষ্ণঃ কারণার্ণবজলে আধারশক্তিময়ীং পরামুৎকৃষ্টাং স্বমূর্ত্তিং শেষাখ্যমেবাবলম্ব্য যোগনিদ্রাং ভজতি। যত্র বাংশেন প্রকৃত্যন্তর্যামী সহস্রশীর্ষা সঙ্কর্ষণ ইত্যর্থঃ। কীদৃশো যঃ অনন্তজগদণ্ডসহিতা রোমকূপা যস্য সঃ সহশব্দস্য পূর্ব্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। তং ভজামীত্যন্বয়ঃ। কীদৃশমিত্যাহ গোবিন্দং গবামিন্দ্রমিত্যর্থঃ। অথ গর্ভোদশায়িতামাহ যস্যেতি। যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জগদণ্ডনাথা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা জীবন্তি তত্তদধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি স মহাবিষ্ণুর্যস্য কৃষ্ণস্য কলাবিশেষো ভবতি। যোঽংশেন সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী ব্রহ্মণঃ পিতা প্রদ্যুম্নো ভবতীত্যর্থঃ। অথ ক্ষীরোদশায়িতামাহ দীপার্চ্চিরেবেতি।

অর্থাৎ ঐ 'তু' শব্দদ্বারা পুরুষাবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভেদই উপলব্ধ হইতেছে। ব্রহ্ম-সংহিতায় কৃষ্ণরূপকেই অবতারী করিয়া তিনি পুরুষাবতারকে ও রামাদিকে তাঁহার অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর, অতএব অনাদি এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও আদি। শ্রীগোবিন্দই সর্ব্বকারণকারণ। সহস্রদল কমলসদৃশ শ্রীগোকুলাখ্য মহৎপদ এবং তৎকর্ণিকারস্থ শ্রীগোবিন্দের ধাম প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি শ্রীবলদেবের অংশ হইতে সম্ভূত। যে শ্রীকৃষ্ণ কারণার্ণববারি মধ্যে আধারশক্তিময়ী শেষাখ্যা স্বীয়া উৎকৃষ্টা মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া যোগনিদ্রা ভজন করেন, যাঁহার লোমকূপের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্রহ্মাণ্ড যাতায়াত করে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। যাঁহার এক নিঃশ্বাসকালকে আশ্রয় করিয়া লোমবিলজাত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিসকল জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।

জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলা-বিশেষো গোবিন্দমাদি" ইত্যাদি; "দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা। যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দম্" ইত্যাদি চ; "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদি" ইত্যাদি চ ॥১৬॥

নন্বস্তু কৃষ্ণঃ পুরুষাদ্যবতারাণামবতারী; তদবতারী তু পরমব্যোমাধিপতিরস্তু। তস্য কুত্রাপ্যবতারত্বানুক্তেশ্চেতিচেৎ, নৈবমেতৎ; তস্যামেব "গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু। তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন গোবিন্দম্" ইতি তস্যাপি কৃষ্ণাবির্ভাবত্বাভিধানাৎ, (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচনম্) "সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি" ইতি ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বোর্দ্ধ-

---

মহাদীপো যথা দশান্তরমন্যাং বর্ত্তিমুপেত্য দীপায়তে ইতি নির্ম্মলসূক্ষ্মদীপত্বেনাবির্ভবতি। কীদৃশঃ বিবৃতঃ প্রকটিতঃ হেতুসমানঃ মহাদীপবৎ প্রকাশলক্ষণো ধর্ম্মো যেন সঃ। যো গোবিন্দস্তাদৃগেব বিষ্ণুতয়াবভাতি যোহংশেন ক্ষীরাব্ধিপতিরনিরুদ্ধঃ জগৎপালক ইত্যর্থঃ। অথ কৃষ্ণস্যৈব রঘুনাথাদিরূপতামাহ রামাদীতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাংপ্রকটনেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকটয়ন্ ভুবনেষু নানাবতারমকরোৎ স এব চ স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ সন্ সমভবদবাতরত্তমিত্যাদিপ্রাগ্বৎ। এবমুক্তং দেবৈঃ। "মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারস্ত্বং পাসি ন স্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে" ইতি শ্রীদশমে ॥১৬॥

একটি দীপাগ্নিশিখা যেমন দশান্তরকে আশ্রয় করিয়া সমোজ্জ্বল দীপের ন্যায় প্রকাশ পায়, তেমনই যে শ্রীগোবিন্দ বিষ্ণুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি। যে কৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষ কলানিয়মদ্বারা অর্থাৎ নিয়তশক্তির প্রভাবদ্বারা এই ভূতলে রামাদি মূর্ত্তি প্রভৃতির নানা অবতার প্রকাশ করিতেছেন, এবং স্বয়ং যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥১৬॥

নামমাহাত্ম্যাচ্চ কৃষ্ণস্যৈব সর্ব্বাবতারিত্বমত এব, (ভাঃ ১০।১৬।৩৬) "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা" ইতি তন্মহিষ্যাঃ শ্রীদেব্যা নিত্যানুভূতস্বপতিকায়া অপি কৃষ্ণরূপস্পৃহোক্তা সংগচ্ছতে ॥১৭॥

উক্তমর্থং স্বীকৃত্যাশঙ্কতে নন্বিতি। তস্য পরমব্যোমাধিপতেঃ। কুত্রাপীতি বেদে পুরাণে চেত্যর্থঃ। তস্যামিতি ব্রহ্মসংহিতায়ামেব। প্রপঞ্চগতং মহিমানমুক্ত্বাথ নিজধামগতং তমাহ গোলোকেতি। দেবীমহেশেত্যাদিগণনং ব্যুৎক্রমেণ বোধ্যম্। দেব্যাদীনাং যথোত্তরমূর্দ্ধোর্দ্ধত্বেন প্রভাবত্বাৎ। অধোধঃ স্থিতেষু হরিমহেশদেবীধামস্বিত্যর্থঃ। তথা চ কৃষ্ণ এব নারায়ণঃ সন্ পরমে ব্যোম্নি সর্ব্বদা দীব্যতীতি স তস্যাবির্ভাব ইতি স্ফুটমেবোক্তম্। সহস্রেতি। বৈশম্পায়নোক্তানাং সহস্রনাম্নাং ত্রিরাবৃত্ত্যা যৎ ফলং তৎ কৃষ্ণস্যৈকং নাম। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্বর্ত্ত্যষ্টোত্তরশতনামগতং কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধ্যেকমেব নামৈকবৃত্ত্যা প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। তেষু সর্ব্বেষ্বাবির্ভাবত্ববিশিষ্টস্য কৃষ্ণস্য নামান্যুক্তানীহ তু কৃষ্ণত্বেনৈব বিশিষ্টস্যেতি বিশেষঃ। তদ্গতাদেতদ্গতং তদেব নাম বহুফলং ভগবদ্বাক্যাদ্ভগবদ্গীতাবদিত্যাহুঃ। অতএবেতি অধিকগুণত্বাদেবেত্যর্থঃ। যদিতি কালিয়স্ত্রীবাক্যম্। যস্য তব ত্বদঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শস্য বাঞ্ছয়া শ্রীঃ পরমব্যোমাধীশ্বরী। এবমেব পুরাণে কথাস্তীতি সংক্ষিপ্তভাগবতামৃতে দ্রষ্টব্যম্। অত্র পরব্যোমাধীশাবতারিত্বাভিধানাৎ কৃষ্ণস্য বাসুদেবব্যূহাবতারত্বং স্বয়মেব নিরস্তমতস্তন্ন পরীক্ষিতমিতি বেদিতব্যম্ ॥১৭॥

যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষাদি অবতারের অবতারী হউন, কিন্তু তিনিও অবতার, তাঁহারও অবতারী আছেন, পরব্যোমাধিপতিই তাঁহার অবতারী। পরব্যোমাধিপতি কোন স্থানেই অবতার বলিয়া উক্ত হন না, এরূপ কুতর্কের উত্থাপন উপযুক্ত নহে। ব্রহ্মসংহিতায় "গোলোক নামক নিজধামে, এবং তাহার তলে অধোহধঃস্থিত হরিধামে, মহেশধামে এবং দেবীধামে সেই সেই প্রভাবসকল যাঁহা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, সেই গোবিন্দকে আমি ভজন করি" এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণরূপে পরব্যোমে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন এবং পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণ তাঁহারই আবির্ভাব, ইহা স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, বৈশম্পায়নোক্ত সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, "কৃষ্ণ" এই নাম একবার উচ্চারণে সেই ফল লাভ হয়।

ইদন্তু বোধ্যম্—গোলোকে নিবসন্ কৃষ্ণস্তদাবির্ভাবে পরব্যোম্নি তদধিপতিঃ শ্রীনিবাসঃ পুরুষাভিধানো রামাদিশ্চানাদিত এবাবির্ভূতো দীব্যতি পুরুষাদিপ্রপঞ্চসম্বন্ধেন কদা কদাচিৎ আবির্ভবেত্তদধিপতিস্তু তৎসম্বন্ধেন ন কদাচিদপীতি। তস্য তস্য চাবতারত্বানবতারত্বব্যপদেশঃ তৎ সম্বন্ধাদেব কৃষ্ণস্যাপি তদুক্তিরিতি। পুরুষাবতারাণাং পরব্যোমনিলয়ত্বন্তু "বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যং নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ। অবতারাঃ সদা তত্র মৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ" ইতি পাদ্মাৎ। তদেবং কৃৎস্নশক্তিপ্রকাশাদনন্যাপেক্ষিরূপত্বাচ্চ কৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বমিতি শ্রীভাগবতব্রহ্মসংহিতাদিশাস্ত্রদৃষ্ট্যা নির্ণীতম্। এতৎ সর্ব্বমূলে শ্রীগোপালোপনিষদি চৈবমেব পরিদৃষ্টম্। তত্র হি "পরমদেবঃ" ইত্যাদিনা সর্ব্বদুঃখহরং সর্ব্বহেতুঃ পরদৈবতং কিমিতি মুনিভিঃ পৃষ্টো ব্রহ্মা কৃষ্ণস্যৈব তথা তথা ভাবমভিধায় পরমাধীশকারণোদশায্যাদেশ্চ তদভিধানাৎ কথং কৃষ্ণস্যৈব ইত্যাশঙ্কায়াম্ "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি তস্যৈব তদধীশাদিভাবমন্বধাৎ। শ্রীগীতাসু চ (গীঃ ৭।৭) "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ" ইতি॥১৮॥

উক্তেঽর্থে কিঞ্চিদ্বিশেষমাহ ইদন্তু বোধ্যমিত্যাদিনা। পুরুষাদীত্যত্রাদিপদাদ্রামাদিগ্রাহ্যঃ। তস্য তস্য চেতি তস্য পুরুষাদেঃ তস্য চ পরব্যোমাধিপতেরিত্যর্থঃ। তৎসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চে সমাগমাৎ স্বয়ংরূপস্যাপি কৃষ্ণস্য তদুক্তিরবতারত্বভণিতিরিত্যর্থঃ। অপ্রাকৃতাল্লোকাৎ প্রাকৃতে লোকেঽবতরন্ হ্যবতারঃ। তদেবমিতি কৃৎস্নশক্তিপ্রকাশঃ পরব্যোমাধিপেঽস্তীতি অত আহ অনন্যেতি। এতৎ সর্ব্বমূলে ইতি। তথা তথা ভাবং সর্ব্বদুঃখহরত্বাদিধর্ম্মম্। তদভিধানাৎ শাস্ত্রে সর্ব্বদুঃখহরত্বাদিধর্ম্মকীর্ত্তনাৎ। তদধীশাদিভাবং পরব্যোমাধিপত্বাদিধর্ম্মম্। আদিনা পুরুষত্বাদিগ্রাহ্যঃ॥১৮॥

এই প্রকারে কৃষ্ণনামের সার্ব্বোর্দ্ধমাহাত্ম্যনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণই যে সকলের অবতারী তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এই নিমিত্তই নারায়ণের মহিষী শ্রীলক্ষ্মী দেবী পরব্যোমাধিশ্বরী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, "যে পদরেণু লাভের আশায় ললনা শ্রীলক্ষ্মী দেবী অন্য বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুচিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যানিরতা ছিলেন" শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম হইলেই তাহা সঙ্গত হয়, অন্যথা অসম্ভব॥১৭॥

যত্তু "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ইতি শ্রুত্যা "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।" পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্ব-

---

এস্থলে এই তত্ত্ব জ্ঞাপিত হইতেছে—গোলোকনিবাসী শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের আবির্ভাবের সঙ্গে পরব্যোমেও তদধিপতি পুরুষাভিধান শ্রীনিবাসরূপে ও শ্রীরামাদিরূপে অনাদি কাল হইতে আবির্ভূত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। পুরুষাদি প্রপঞ্চসম্বন্ধে তিনিই কখন কখন আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু পরব্যোমাধিপতি কখনই তৎসম্বন্ধে আবির্ভূত হন না। পুরুষাদির অবতারত্ব এবং পরব্যোমাধিপতির অনবতারত্বই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে অবতারত্বোক্তি, তাহা তৎসম্বন্ধবশতঃই অর্থাৎ প্রপঞ্চে সমাগমনহেতুই শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব জানিতে হইবে। কারণ, অপ্রাকৃত লোক হইতে প্রাকৃত লোকে অবতরণের নামই অবতার। পুরুষাদি অবতারের যে পরব্যোমেই বাস, তাহা পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে; যথা "মৎস্য-কূর্ম্মাদি সমস্ত অবতারই মহোজ্জ্বলভাবে নিত্য শ্রীবৈকুণ্ঠ-ভুবনে বাস করিয়া থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণে সমগ্র শক্তির বিদ্যমানতা ও অনন্যাপেক্ষীরূপত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, এবং অপর সকলেই তাঁহার অংশাদি, ইহা সিদ্ধ হইতেছে, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রানুমোদিত। তিনি অবতার স্বীকার করিলেও তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি-প্রকাশত্বাদির কোন ক্ষতি হয় না, পরব্যোমাধিপতিরও সর্ব্বশক্তি-প্রকাশত্ব আছে, সত্য, কিন্তু তাঁহাতে অনন্যাপেক্ষিরূপত্ব নাই। ব্রহ্মসংহিতাদি সকলশাস্ত্রের মূলীভূতা শ্রীগোপালোপনিষদেই শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব দৃষ্ট হয়। যথা, মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বদুঃখহর সর্ব্বহেতু পরম দেবতা কে"? ব্রহ্মা তদুত্তরে "শ্রীকৃষ্ণেরই সেই সেই গুণ" বলিয়া লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও কারণোদশায়ী পুরুষাদিরও সেই সেই গুণ অভিহিত হইয়া থাকে, এই আশঙ্কায় "শ্রীকৃষ্ণই এক হইয়াও বহুধা অবভাত হন" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাঁহারই লক্ষ্মীপতিত্ব ও পুরুষাদিত্ব অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলিয়াছেন, (গীঃ ৭।৭) "আমা হইতে পরতরতত্ত্ব আর কেহই নাই" ॥১৮॥

দোষবিবর্জিতাঃ॥" ইতি মহাবারাহোক্ত্যা চ। সর্ব্বেষাং স্বরূপাণাং পূর্ণত্বপ্রত্যয়াৎ কতমদনন্যাপেক্ষি স্বয়ং রূপমিতি ন শক্যং নিশ্চেতুমিতি কশ্চিদাহ। তদপেশলম্—স্বরূপভেদে সত্যস্যাঃ শঙ্কায়াঃ প্রবৃত্তেঃ। ন চাত্র তদ্ভেদঃ। এক এব কৃষ্ণঃ পরেশো বৈদূর্য্যবদাত্মনি নানারূপাণি ব্যঞ্জী।—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। যথৈকস্যৈব ষট্ শাস্ত্রাঙ্গস্য বিদুষঃ ক্বচিৎ কৃৎস্নশাস্ত্রোদ্গ্রাহিণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রতীয়তে ক্বচিদকৃৎস্নতদ্গ্রাহিণঃ দ্ব্যেকতদ্গ্রাহিণশ্চ সর্ব্বজ্ঞকল্পত্বং চেত্যেবমেকস্য বহ্বল্পশক্তিব্যক্তিসব্যপেক্ষণোঽংশিত্বাংশত্বাদীনি। এবমেবোক্তং বৃদ্ধৈঃ—"একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তমচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ॥ শক্তের্ব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্" ইতি। স্বেচ্ছয়া নানাশক্তিপ্রকাশিত্বমংশিত্বং তস্যৈব সর্ব্বদাল্পশক্তিপ্রকাশিত্বমংশত্বম্॥১৯॥

সংশয়ান্তরং নিরস্যন্ উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি যত্ত্বিত্যাদিনা। পূর্ণমদ ইতি বৃহদারণ্যকে। অদো মূলরূপং ইদং প্রকাশরূপম্ উভয়ং পূর্ণং প্রকাশরূপং উদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। পূর্ণস্য তস্য পূর্ণং রূপমাদায় স্বস্মিন্ অন্তর্ভাব্য পূর্ণং মূলরূপমবশিষ্যতে তিষ্ঠতি। সর্ব্ব ইতি নিত্যাঃ সনাতনাঃ শাশ্বতা জগতি পুনঃ পুনরাবির্ভাবিনঃ। স্বনির্ণীতে স্বপূর্ব্বেষাং সম্মতিমাহ এবমেবেতি। বৃদ্ধৈঃ শ্রীরূপচরণৈঃ। তস্মিন্নিতি একস্মিন্নেব তস্মিন্ কৃষ্ণে। স্ফুটমন্যৎ॥১৯॥

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, পূর্ণ এই অবতারী রূপ ও পূর্ণ এই অবতাররূপ উভয়ই পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু লীলাবিস্তারার্থ পূর্ণ অবতারীরূপ হইতে পূর্ণ অবতাররূপ প্রাদুর্ভূত হন, এবং লীলাপ্রকটনার্থ প্রাদুর্ভূত যে পূর্ণ অবতার তাঁহার পূর্ণস্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ণ যে অবতারীরূপ, তিনিই অবশেষস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন।" এই শ্রুতিপ্রমাণে এবং —"সেই ভগবানের লীলার্থ প্রপঞ্চে আবির্ভূত সকল দেহই শাশ্বত, উহার কোনটি প্রাকৃত নহে, অতএব সকলগুলিই হানোপাদানবর্জ্জিত, জ্ঞানময়, পরমানন্দসন্দোহ, সর্ব্বগুণপূর্ণ ও সর্ব্বদোষরহিত"—এই বরাহপুরাণের প্রমাণে শ্রীভগবানের সকল স্বরূপেরই পূর্ণত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র অনন্যাপেক্ষী স্বয়ং রূপ, তাহার নিশ্চয়তা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন,—উক্ত পূর্ব্বপক্ষ যথোপযুক্ত নহে।

এতেন পরমব্যোমাধিপাদিরূপোঽপি সন্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বান্ গুণান্ প্রকাশয়েৎ, তত্রাপি গুণপূর্ণত্বাদিতি নিরস্তম্। যত্ত্বথর্ব্বশিরসি পুরুষাবতারাৎ "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত" ইত্যাদিনা বিশ্বসৃষ্টিমুক্ত্বা "ব্রহ্মণো দেবকীপুত্রঃ" ইতি তস্যৈব কৃষ্ণত্বমুক্ত্বা কশ্চিদ্ভ্রাম্য তচ্চ প্রত্যুক্তং তৎকেশত্বন্তু সুদূরাপাস্তম্,—উক্তনির্ণয়াৎ "নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ" ইতি স্মৃতেশ্চ। কিন্তু কৃষ্ণস্যৈব পুরুষাবতারিত্বং তত্রোক্তমিতি স্ফুটম্,—অন্যথোক্তার্থবৈপরীত্যাপত্তেঃ ॥২০॥

উক্তেনৈবার্থেন সন্দেহান্তরাণাঞ্চ চ্ছেদোঽভূদিত্যাহ এতেনেতি। যত্ত্বথর্ব্বেতি। পুরুষাবতারাদ্ গর্ভোদশয়াৎ। তথা চ স পুরুষঃ কৃষ্ণ এবোত্তরত্র ব্যক্তেঃ। ততো ব্রহ্মাদিজনিস্তদভেদেনৈব মন্তব্যান্যথা স্মৃত্যর্থবিরোধাপত্তিঃ ক্ষীরাব্ধিপতেঃ কৃষ্ণত্বোক্তিস্তু রভসাদেবেত্যাহ তৎকেশত্বন্ত্বিতি। দেবৈঃ প্রার্থিতঃ ক্ষীরাব্ধিপতিঃ শুক্লকৃষ্ণকেশাবুদ্ববর্হে তাবেব বলকেশবৌ ভূত্বা ভূভারমপজহ্রতুরিতি ভারতবাক্যার্থং যৎ কেচিদূচুস্তৎ প্রমাদাদেব উক্তনির্ণয়াৎ কিন্ত্বেবং তদর্থঃ কেশশব্দস্তত্রাংশুবাচী "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ

কারণ, স্বরূপের ভেদ থাকিলেই উক্ত প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে। এস্থলে স্বরূপের ভেদ স্বীকার করা হয় না। এক শ্রীকৃষ্ণই বৈদূর্য্যমণির ন্যায় আপনাকে বিবিধ রূপের প্রকাশ করিয়া থাকেন,—'এক হইয়াও যিনি বহু প্রকারে প্রকাশিত হন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারাই তদ্বিষয় প্রমাণিত আছে। যেমন একই ষট্‌শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতের সর্ব্বশাস্ত্রগ্রাহিত্বে সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং কচিৎ অসর্ব্বশাস্ত্রগ্রাহিত্বে ও দুই 'এক শাস্ত্রগ্রাহিত্বে সর্ব্বজ্ঞকল্পত্ব প্রতীত হয়, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণের বহুশক্তির ও অল্পশক্তির প্রকাশানুসারে কখন অংশিত্ব, কখন বা অংশত্ব প্রতীত হইয়া থাকে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদও এই কথাই বলিয়াছেন—"একত্ব ও পৃথকত্ব এবং অংশত্ব ও অংশিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল একই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যানন্তশক্তিবশতঃ তাঁহাতে বিদ্যমান থাকা সম্ভব একথা বলা অযুক্ত হয় না। যেহেতু, শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশই তারতম্যের একমাত্র কারণ। "স্বেচ্ছানুসারে নানাশক্তির প্রকাশককে অংশী কহে"। তিনিই আবার যখন অল্পশক্তির প্রকাশক হন, তখন তাঁহাকে অংশ বলা হয় ॥১৯॥

যচ্চ তস্মিন্নেব "যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্, যে মৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽবতারাস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ" ইতি সীতাপতের্মৎস্যাদ্যবতারিত্বমুক্তং তৎ কিল যুক্তমেব, তস্য পরব্যোমাধিপতিরূপত্বাৎ। যচ্চ "ব্রহ্মাণামপি লোকানামাদিকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ" ইতি শ্রীরামায়ণে, "অধিকসাম্যবিমুক্তধাম্নঃ" ইতি ভাগবতে চ তস্য স্বয়ংপদবোধ্যত্ব-

---

কেশবং তস্মান্নামাহুর্ম্মুনিসত্তমা" ইতি নারায়ণীয়ে কৃষ্ণবাক্যাৎ। নানাবর্ণানাং তদংশূনাং তত্র নারদেন দৃষ্টত্বাচ্চ। অতস্তত্র সর্ব্বত্র কেশশব্দ এব প্রযুক্তঃ। তথা চ স্বয়ং ভগবতি কৃষ্ণে বলদেবে চ তদ্ব্যূহে স তদা স্বাংশুভ্যামনুজগামেতি স্বয়ং ভগবত্যবতরতি সর্ব্বে তদ্বিলাসব্যূহস্বাংশাস্তমংশৈরনুগচ্ছন্তীত্যুক্তং তৃতীয়ে— "স্বশান্তরূপেষ্বিতরৈঃ স্বরূপৈরভ্যর্দ্যমানেষ্বনুকম্পিতাত্মা। পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ" ইতি। ন চাদরৈরভ্যর্থিতঃ পুরুষঃ "অহমেব কৃষ্ণো ভবিষ্যামি" ইত্যুক্তবানপি তু "ঈশ্বরেশ্বরঃ পরঃ পুরুষো জনিষ্যতে" ইত্যবোচদিতি শ্রীদশমস্কন্ধাচ্চ। 'নারায়ণোঽঙ্গম্' ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রীদশমে। হে শ্রীকৃষ্ণ নরভূজ্জলায়নাৎ কারণার্ণবপ্রকটো যো নারায়ণো মৎপিতা গর্ভোদশয়ঃ স তবাঙ্গমংশ ইতি তদর্থঃ। কশ্চিত্তু নরং সমাধত্তে। প্রতীতো বার্থোঽস্তু। তত্র ফেনসৃষ্টাববনিরিব তৎকুন্তলে স্বয়ং হরিঃ প্রবিষ্টঃ। অন্যথা কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ংমিতি ব্যাকুপ্যেদিতি। অন্যথেতি। নির্ণীতার্থাস্বীকারে শাস্ত্রোক্তানামর্থানাং বৈপরীত্যং স্যাৎ। কৃষ্ণাবির্ভাবপরব্যোমনাথে কৃৎস্নকৃষ্ণগুণ প্রাকট্যোঽঙ্গীকৃতে তৎপত্ন্যাঃ শ্রীদেব্যাঃ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণুস্পৃহা ভাগবতোক্তা ত্রিষু পুরুষেষু তৎপ্রাকট্যোঽঙ্গীকৃতে তেষাং কৃষ্ণাংশতা ব্রহ্মসংহিতোক্তা শ্রীদাশরথৌ তৎপ্রাকট্যোঽঙ্গীকৃতে দৃষ্টদাশরথীনাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাং মহর্ষীণাং কৃষ্ণস্পৃহা পাদ্মোক্তা দাশরথ্যাদিষু কলানিয়মেন স্থিতিশ্চ ব্রহ্মসংহিতোক্তা ব্যাকুপ্যেৎ। ইত্থমেব বাসুদেবে সঙ্কর্ষণস্য স্বধিষ্ণ্যত্বধীর্বহুমানশ্চ শ্রীকৃষ্ণে বলদেবস্য স্বভর্ত্তৃত্বধীঃ প্রদ্যুম্নাদীনাং পিতৃত্বাদিধীরত্যাদরশ্চ ভাগবতোক্তাঃ, শ্রীরামে লক্ষ্মণাদীনাং স্বামিত্বধী রামায়ণোক্তাঃ। শ্বেতদ্বীপপতৌ নরনারায়ণয়োঃ স্বপ্রকৃতিত্বধীর্ভক্তিশ্চ নারায়ণীয়োক্তাঃ সংগচ্ছেরন্নন্যথা, তস্মাদংশিনাংশো ব্যজ্যো ন ত্বংশেনাংশীতি স্থিতম্ ॥২০॥

এতদ্দ্বারা, "শ্রীকৃষ্ণ পরব্যোমনাথাদিরূপ হইয়া সকল গুণ প্রকাশ করেন এবং পরব্যোমাধিপতি সর্ব্বগুণপূর্ণ" এই যে মত, তাহা নিরস্ত হইল। অথর্ব্বশিরোপনিষদে যে "গর্ভোদকশায়ী পুরুষাবতার হইতে নারায়ণ বিশ্বসৃষ্টি কামনা করিয়াছিলেন." ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিশ্বসৃষ্টির

মুক্তং তদপি মৎস্যাদ্যংশিত্বাভিপ্রায়েণৈব নেয়ম্। কৃষ্ণাদবিশেষে স্বীকৃতে তু "রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্" ইত্যুক্তিঃ দৃষ্টরামা-

---

কথা বলিয়া, পরে "ঐ নারায়ণই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ," ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক, কেহ কেহ ভ্রান্তি ঘটাইয়া দেন, তাহাও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির বলে নিরাকৃত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে যে কোথাও কোথাও পুরুষাবতারের কেশ বলিয়া বর্ণনা করিতে দেখা যায়, তাহাও সুদূরপরাহত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশত্ব বর্ণনা যথা, মহাভারতে— "দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ক্ষীরাব্ধিপতি নিজের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটি কেশ উৎপাটনপূর্ব্বক উহারাই বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিবেন, এই কথা বলেন।" ইহাতে বোধ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরাব্ধিপতির অংশ। কিন্তু উহা ভ্রমাত্মক, যেহেতু ঐস্থলে কেশ শব্দে চুল নহে; উহা অংশুবাচী। নারায়ণীয়ে কেশ শব্দে অংশুই বলিয়াছেন। "আমার যে সকল অংশু প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে কেশ বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই কারণেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিসকল আমাকে কেশব বলিয়া থাকেন।" শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও এরূপ উক্ত আছে— "শ্রীভগবানের অবতারকালে তাঁহার বিলাস, ব্যূহ ও স্বাংশ প্রভৃতি সকলেই অংশদ্বারা তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। অতএব কেশাবতার-স্থলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যে, ক্ষীরাব্ধিশায়ী অংশুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীবলদেবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব যে ক্ষীরাব্ধিপতির কেশ বা অংশ নহেন, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল।

এইরূপ শাস্ত্রার্থ স্বীকার না করিলে বিপরীত হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাবভূত পরব্যোমনাথে সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণ অঙ্গীকারে তৎপত্নী লক্ষ্মী দেবীর শ্রীকৃষ্ণচরণরেণুস্পৃহা অসঙ্গত হইয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রে সকলগুণের প্রাকট্য অঙ্গীকারে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা অসম্ভব হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণশক্তি স্বীকার করিলে বাসুদেবে সঙ্কর্ষণের নিজের কারণ বলিয়া জ্ঞান, তজ্জন্য বহুমান এবং শ্রীকৃষ্ণে বলদেবের প্রভুত্ব বুদ্ধি ও অত্যাদর প্রভৃতি শ্রীভাগবতের উক্তি; শ্রীরামে-লক্ষ্মণাদির স্বামিত্ববুদ্ধি প্রভৃতি রামায়ণের উক্তি; শ্বেতদ্বীপ-পতিতে নরনারায়ণের স্বকারণবুদ্ধি ও ভক্তি প্রভৃতি নারায়ণীয়োক্তি-

ণামপি দণ্ডকারণ্যনিবাসিনাং মহর্ষীণাং কৃষ্ণস্পৃহোক্তিশ্চ ব্যাকুপ্যেত। "পূর্ণমদঃ" ইত্যাদীনি বাক্যানি স্বরূপসংসর্ব্বগুণানি সর্ব্বাণি ইত্যাহুর্ন ত্বভিব্যক্তসর্ব্বগুণানীতি। তস্মাৎ সর্ব্বদাভিব্যক্তসর্ব্বশক্তিত্বাৎ কৃষ্ণস্যৈব স্বয়ংরূপত্বং সিদ্ধম্ ॥২১॥

নন্বু শ্রীরামতাপন্যাং সীতাপতেশ্চ মৎস্যাদ্যবতারিত্বশ্রবণাৎ শ্রীরামায়ণাদৌ স্বয়ংপদবাচ্যত্বস্মরণাচ্চ কৃষ্ণস্যৈব তত্তদিত্যাগ্রহঃ কস্মাদিতি চেত্তত্রাহ যচ্চেতি তস্মিন্নথর্ব্বশিরস্যেব। তস্য পরব্যোমেতি। পাদ্মে খলু পরব্যোমাধিপ এব সীতাপতিরভূৎ। শেষচক্রশঙ্খাস্ত লক্ষ্মণভরতশত্রুঘ্না অভূবন্নিতি বর্ণিতম্। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তু বাসুদেবাদয়শ্চত্বারো ব্যূহাঃ। এবমাদয়ো বভূবুরিতি সংক্ষিপ্তভাগবতামৃতে দর্শ্যতে। তথা শ্রীরঘুবর্য্যস্য মৎস্যাদ্যবতারিত্বং সাম্প্রতমেব। নন্বু কৃষ্ণস্য রামস্য চাবতারিত্বে প্রকীর্ত্তনাত্তস্মাৎ তস্য তিলমাত্রমপি বিশেষো মাস্তু তত্রাহ কৃষ্ণাদবিশেষেতি বৈলক্ষণ্যলেশেঽপ্যনঙ্গীকৃতে ইত্যর্থঃ। দৃষ্টরামাণামপীতি। "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ" ইতি পাদ্মে ॥২১॥

সকল সঙ্গত হয়, ও ইহার অন্যথা হয় না। অতএব অংশীদ্বারা অংশের প্রকাশ এবং অংশদ্বারা অংশীর প্রকাশ নহে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥২০॥

শ্রীরামতাপনীতে উক্ত হইয়াছে—"যিনি রামচন্দ্র, তিনিই ভগবান্, তিনিই মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।" এই শ্রুতিদ্বারা জানকীনাথ মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী, এই অর্থ বোধগম্য হয়। তবে মৎস্যাদি শ্রীকৃষ্ণের অবতার, এই কথা বলিবার কারণ কি? যদি এই প্রকার প্রশ্ন করা হয়, তদুত্তরে বলিতেছি। শ্রীরামচন্দ্রের পরব্যোমাধিপতিরূপত্ব স্থিরীকৃত আছে। আর রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের আদিকর্ত্তৃত্ব ও শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীরামচন্দ্রের স্বয়ংপদবোধ্যত্ব উক্ত আছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, তিনি মৎস্যাদি অবতারের অংশী; শ্রীরামচন্দ্রকে অংশীরূপে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে তাঁহার প্রাধান্যপ্রতিপাদক শব্দসকল ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ সমাধান করিলেই চলিতে পারে। অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরামের অবিশেষ স্বীকার করিলে, অর্থাৎ কিঞ্চিন্মাত্রও বৈলক্ষণ্য স্বীকার না করিলে, "শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রাদিমূর্ত্তিতে কলানিয়মদ্বারা অবস্থিত"

শ্রীকৃষ্ণে হি রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ সর্ব্বাতিশয়িপ্রেমপূর্ণপার্ষদত্ব-ব্রহ্মাদিতত্ত্বজ্ঞবিস্মাপকস্থিরচরবিমোহকবেণুনাদমাধুর্য্যস্বপর্য্যন্তসর্ব্ব-বিস্মাপকরূপমাধুর্য্যনিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো গুণাঃ শ্রীশুকাদিভি-রনুভূতাঃ সর্ব্বদাবির্ভবন্তি, ন ত্বন্যত্র। "পুরুষবোধিন্যামথর্ব্বোপ-নিষদি" শ্রূয়তে—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্র-দলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" ইতি "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ" ইতি অগ্রে চ "তস্যাদ্যা প্রকৃতী রাধিকা নিত্যনির্গুণসর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষলাবণ্যসুন্দরী" ইত্যাদি। ঋক্পরিশিষ্টে চ—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষু" ইতি ॥২২॥

পরমব্যোমাধিপাদিষ্বনভিব্যক্তাৎ কৃষ্ণ এব সর্ব্বদাভিব্যক্তান্ বিশেষান্ দর্শয়তি শ্রীকৃষ্ণে হীতি। উক্তং প্রমাণয়তি পুরুষবোধিন্যামিত্যাদিনা পিপ্পলাদ-শাখায়াং স্থিতেয়ম্। নির্গুণঃ প্রকৃতিগুণৈরস্পৃষ্টঃ সগুণঃ স্বরূপানুবন্ধিষাড়্গুণ্যঃ নিরাকারং প্রাকৃতাকাররহিতঃ সাকারঃ স্বরূপানুবন্ধিমনুষ্যাকৃতিকঃ নিরীহঃ প্রাকৃতচেষ্টারহিতঃ সমুদ্রতরঙ্গন্যায়েন স্বোল্লাসাত্মকনিত্যচেষ্টিতঃ। দ্বে পার্শ্বে ইতি শ্রীরাধায়া বামপার্শ্বে স্থিতির্ব্বোধ্যা। "বামাঙ্গসম্মিতা দেবী রাধা-বৃন্দাবনেশ্বরী" ইতি কৃষ্ণোপনিষদ্বাক্যাৎ। তেন তস্যাস্তৎপ্রেয়সীবৃন্দমুখ্যত্বম্। এতদেবাহ যস্যা ইতি। যস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া অংশো লক্ষ্মীঃ বৈকুণ্ঠেশ্বরী রমা দুর্গা মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রীতি সন্দর্ভাদবগন্তব্যম্ নিত্যনির্গুণা মায়াগন্ধেনাস্পৃষ্টাঃ স্বরূপানু-বন্ধিভির্গুণৈস্তু বিশিষ্টেত্যাহ অগ্রে চেতি। রাধয়েতি। বিভ্রাজন্ত ইতি বহুত্বং ছান্দসম্। জনেষু ব্রজৌকস্সু ॥২২॥

ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার উক্তি এবং "শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়াও দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের শ্রীকৃষ্ণস্পৃহা, এই পদ্মপুরাণের উক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তির অভিব্যক্তিপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপত্ব সিদ্ধ হইল। পরব্যোমনাথ প্রভৃতিতে যে সকল গুণ নাই, শ্রীকৃষ্ণে সেই সকল গুণ সর্ব্বদাই প্রকাশিত আছে ॥২১॥

শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধাদি পূর্ণশক্তি সর্ব্বাতিশয়প্রেমপূর্ণ পার্ষদবৃন্দ ব্রহ্মাদি-তত্ত্বজ্ঞদিগের বিস্ময়জনক স্থাবরজঙ্গমবিমোহকর বেণুনাদমাধুর্য্য স্বপর্য্যন্ত

গৌতমীয়ে তন্ত্রে চৈবং স্মর্য্যতে—"সত্ত্বং তত্ত্বং পরত্বঞ্চ তত্ত্বত্রয়মহং কিল। ত্রিতত্ত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা॥ প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা" ইতি। ইহ কৃষ্ণময়ী পরেত্যনেনেদমুক্তম্. "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে

শ্রুত্যর্থং স্মৃত্যোপবৃংহয়তি বৃহদ্‌গৌতমীয়ে বলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। সত্ত্বং কার্য্যত্বং তত্ত্বং কারণত্বং ততোঽপি পরত্বঞ্চেতি যত্তত্ত্বত্রয়ং তদহং সা রাধিকাপি তত্ত্বত্রয়রূপা। এতৎ সার্দ্ধকাত্বেঽন্যৎ সার্দ্ধকমস্তি—"সাত্ত্বিকং রূপমাস্থায় পূর্ণোঽয়ং ব্রহ্ম চিৎ পরম্। ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি যুগে যুগে। তয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সার্দ্ধং নাশায় দেবতাদ্রুহাম্" ইতি যদ্‌বস্ত্বহং তদেব রাধেতি

সর্ব্ববিস্ময়কর রূপমাধুর্য্য এবং নিরতিশয় কারুণ্য প্রভৃতি শ্রীশুকাদি কর্ত্তৃক অনুভূত গুণসকল সর্ব্বদা আবির্ভূত হয়, অন্যত্র হয় না। অথর্ব্বোপনিষদে পুরুষবোধিনী শ্রুতির পিপ্পলাদ-শাখায় উক্ত হইয়াছে —"মথুরামণ্ডলস্থ শ্রীগোকুলাখ্য বৃন্দাবনমধ্যে কল্পতরুর মূলে সহস্রদল-পদ্মের মধ্যে অষ্টদলকেশরে শ্যামবর্ণ শ্রীগোবিন্দ অবস্থান করিতেছেন। তিনি পীতবসন, দ্বিভুজ, শিখিচূড়াধারী, বেত্র ও মুরলীধররূপে বিরাজিত। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের অতীত এবং সগুণ অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিষড়্‌গুণ বিশিষ্ট। তিনি নিরাকার অর্থাৎ প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত এবং সাকার অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিমনুষ্যাকার, তিনি নিরীহ অর্থাৎ প্রাকৃত চেষ্টাশূন্য এবং সচেষ্ট অর্থাৎ সমুদ্রতরঙ্গন্যায়ে স্বকীয় উল্লাসাত্মক নিত্যচেষ্টাযুক্ত। তাঁহার উভয়পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী, বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীলক্ষ্মী এবং মন্ত্ররাজাধিষ্ঠাত্রী—শ্রীদুর্গা প্রভৃতি শক্তিসমূহ শ্রীমতী রাধারাণীরই অংশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি শ্রীরাধা, নিত্যনির্গুণা অর্থাৎ মায়াগন্ধবিহীনা, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা, প্রসন্না এবং অশেষলাবণ্যময়ী।" ঋক্‌পরিশিষ্টে উক্ত আছে —ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শোভায় এবং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শোভায় সমলঙ্কৃত হন ॥২২॥

গৌতমীয় তন্ত্রেও কথিত আছে—"কার্য্যত্ব, কারণত্ব এবং তদ্‌দ্বয়াতীতত্ব, এই ত্রিতত্ত্বই আমি। মদীয় প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকাও

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুত্যা, "যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা। জ্ঞানবিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্" ইতি স্মৃত্যা চ। যা ভগবদভিন্নাভিহিতা যা চ হ্লাদিনীত্যাদিনা বিশেষিতা, সা পরৈব রাধিকেশ্বরীতি, তথা চ হ্লাদিনীসম্বিৎ-সারাংশপ্রেমাত্মিকা সেতি "কামাত্তধিকরণভাষ্যে" স্ফুটমেতৎ ॥২৩॥

নিষ্কর্ষঃ। কারণাভেদস্তু ব্যাপ্যস্য ব্যাপকানতিরেকস্মরণান্নেয়ঃ। দেবীতি। তত্রৈব তন্মন্ত্রকথনে রাধিকা পরেতান্বয়ঃ। দেবী দেবস্য কৃষ্ণস্য পট্টমহিষী। ভেদং প্রাপ্তং নিবারয়িতুমাহ কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণানন্যা সত্ত্বং তত্ত্বমিত্যাদেঃ এবমপি পর-দেবতা কৃষ্ণো সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বাসাং লক্ষ্মীনামংশিনী যস্যা অংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদিকা শক্তিরিত্যুক্তেঃ। সর্ব্বাসাং তাসাং কান্তিরর্চ্যত্ববাঞ্ছা যস্যাং সা কান্তিরাভা বা তাসু সর্ব্বাসু যস্যাঃ সেত্যেকে। সম্মোহিনী কৃষ্ণানুরঞ্জিকা।

াস্যেতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি। অস্য পরেশস্য বিবিধাংশাংশঃ। স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী। জ্ঞানেতি। জ্ঞানং সম্বিৎ বলং সন্ধিনী ক্রিয়া হ্লাদিনী-রূপো ধাত্বর্থস্তদ্ভূতা। যাতীতি শ্রীবৈষ্ণবে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্। যা বাচাং মনসাং চাতীতগোচরা অতিক্রান্তো গোচরঃ বিষয়তা যস্যা অবিশেষণা বচোভিশ্চ মনোভিশ্চ গুণকর্ম্মভ্যাং বিশেষ্টুমশক্যেত্যর্থঃ। 'যতো বাচঃ' ইত্যনেন যা নিরূপ্যতে সৈবেয়ং সম্বিদিতি ভগবদভিন্নতা দর্শিতা। কিং তর্হি সংবিৎ সেত্য-ত্রাহ জ্ঞানীতি। জ্ঞানিনাং তদুপাসকানাং চ জ্ঞানেন পরিচ্ছেদ্যা স্বানুবন্ধ্যানন্ত-গুণত্বেন যাথাত্ম্যেন গম্যেত্যর্থঃ। তাং পরাং বন্দে ঈশ্বরীমীশ্বরস্যাত্মভূতাং পট্ট-মহিষীমিত্যর্থঃ। পরাস্যেত্যাদেঃ। তথাচেত্যাদি প্রকটার্থম্ ॥২৩॥

ত্রিতত্ত্বরূপিণী। আমি প্রকৃতির অতীত; শ্রীরাধিকা আমার শক্তি-রূপিণী। "শ্রীরাধিকাই পরাশক্তি। তিনিই দেবী অর্থাৎ তাঁহার পট্ট-মহিষী রূপে দ্যোতমানা। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীরাধায় ভেদ নাই। তিনি কৃষ্ণময়ী পরদেবতা। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়ী অর্থাৎ লক্ষ্মী সকলের অংশিনী। তিনি সর্ব্বকান্তি অর্থাৎ লক্ষ্মীগণের কান্তিরূপা এবং তিনি সম্মোহিনী অর্থাৎ কৃষ্ণমনোমোহিনী। এই স্থলে কৃষ্ণময়ী পরা, এই শব্দদ্বারা শ্রুতিসিদ্ধা পরাশক্তিরূপা শ্রীরাধারাণী ইহাই স্থির হইল। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে —"অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের জ্ঞানরূপা, বলরূপা ও ক্রিয়ারূপা স্বাভাবিকী তিনটি শক্তি। ঐ তিনটি শক্তি একই। একই শক্তি ত্রিবিধ আকারে শোভমানা হইয়া হ্লাদিনী,

এবং সতি যত্তু স্কান্দে কাচিন্নর্ত্তকী শ্রীমূর্ত্তে র্মাধুরীং দৃষ্ট্বা তদগ্রে প্রবোধনীজাগরনৃত্যাদ্রাধাভূদিত্যুক্তং তত্র কিল "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইত্যাদি বত্তৎসাদৃশ্যমগমদিত্যেব মন্তব্যম্ ॥২৪॥

দুর্ধিয়াং শঙ্কামপাকর্ত্তুমাহ এবং সতীতি শ্রীরাধায়া ভগবৎস্বরূপানুবন্ধিপরাশক্তিসারমহালক্ষ্মীত্বে সিদ্ধে সতীত্যর্থঃ। ব্রহ্মৈবেতি। ব্রহ্মধ্যায়ী জীবো ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতিবদিত্যর্থঃ। এবৌপম্যেঽবধারণে ইতি বিশ্বঃ। মোক্ষে জীবস্য ব্রহ্মসাদৃশ্যমুক্তম্। "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি শ্রুত্যা, "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" ইতি স্মৃত্যা চ। রাধাধ্যায়িনী সা নর্ত্তকী রাধাসাদৃশ্যমগমদিত্যেবার্থঃ। অন্যথোক্তাঃ শ্রুতিস্মৃতয়ো নির্ব্বিষয়াঃ স্যুরিতি ভাবঃ। যত্তু কুশধ্বজস্য ব্রহ্মর্ষে-র্বাঙ্ময়ী কন্যা বেদবতী পরমসুন্দরী বিষ্ণুপতিকামনয়া তপস্বিনী রাবণেন দুরাত্মনা ধর্ষিতা দগ্ধদেহা তদ্বধায় জানক্যভূদিত্যুত্তরকাণ্ডে শ্রীরামং প্রতি অগস্ত্যেনোক্তং তত্রাপ্যেবং জ্ঞেয়ম্। জানক্যাং প্রবিশ্য সা তদ্বধে নিমিত্তং বভূবেতি। লক্ষ্মীত্বাদনাদিসিদ্ধা রামাত্মা জানকী, তস্যা নৈবং তাদৃশতা সম্ভবেৎ ॥২৪॥

সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই তিনটি নাম ধারণ করেন। শ্রীমতী রাধারাণীই একা শক্তি। যেহেতু তিনি শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্না বলিয়া উক্ত হন।" স্মৃতিতেও উক্ত আছে—যিনি বাক্য ও মনের অতীত, অথচ যিনি জ্ঞানীভক্তের জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয় হন, ঈশ্বর হইতে অভিন্না সেই পরাশক্তিকে বন্দনা করি।" অতএব শ্রীমতী রাধিকাই যে হ্লাদিন্যাদিরূপে বিশেষিতা পরা ঈশ্বরী, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এতদ্দ্বারা হ্লাদিনী ও সম্বিতের সারভূতা প্রেমাত্মিকা ইহাও প্রদর্শিত হইল। কামাদিশাস্ত্রের অধিকরণভাষ্যে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে ॥২৩॥

এই প্রকারে শ্রীরাধার ভগবৎস্বরূপানুবন্ধি-পরাশক্তিসার-মহাশক্তিরূপত্ব সিদ্ধ হইলে স্কন্দ-পুরাণের একটি উপাখ্যানের অসঙ্গতি হইয়া উঠে। ঐ উপাখ্যানটি এই;—কোন এক নর্ত্তকী শ্রীমূর্ত্তির মাধুরী সন্দর্শনপূর্ব্বক তদগ্রে প্রবোধনী অর্থাৎ উত্থান একাদশীর রাত্রিতে নৃত্য করিয়া রাধা হইয়াছিলেন।" উহার সিদ্ধান্ত এইরূপ;—যেরূপে ব্রহ্মধ্যায়ী জীব ব্রহ্মকে চিন্তা করিতে করিতে তৎসদৃশ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ ঐ নর্ত্তকীও শ্রীরাধার সাদৃশ্য লাভ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে বা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই প্রকার সিদ্ধান্তে আর কোন দোষ হইতেছে না ॥২৪॥

তদেবং মহালক্ষ্মীত্বাদেব শ্রীরাধায়াঃ পূর্ণত্বং নির্ব্বাধম্। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়স্যঃ খলু সর্ব্বা লক্ষ্ম্য এব তন্মুখ্যত্বাৎ, সা তু মহালক্ষ্মীরিতি সুশ্লিষ্টম্—(ব্রঃ সং ৫।২৯) "চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দম্" ইত্যাদেঃ, (ব্রঃ সং ৫।৫৬) "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" ইত্যাদেশ্চ "গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্" ইত্যাদেশ্চ, "যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা" ইতি পাদ্মাৎ, "ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা তত্র বৃন্দাবনং পুরী। তত্রাপি গোপীকাঃ পার্থ তত্র রাধাভিধা মম" ইত্যাদি পুরাণাচ্চ। তস্যা অংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদিকা শক্তিরিতি শ্রুতিস্তু দর্শিতৈব ॥২৫॥

তদেবমিত্যুক্তপ্রকারেণেত্যর্থঃ। চিন্তামণীতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। অভীতি। চারণগোষ্ঠানয়নাদিপ্রকারেণ সর্ব্বতোভাবেন পালয়ন্তম্। কদাচিদ্রহসি গোপাঙ্গ-নাভির্বিহারমাদি লক্ষ্মীতি। গোপ্য ইতি শ্রীদশমে। গোপ্যঃ শ্রিয় ইত্যন্বয়ঃ। শ্রীরাধায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ যথেতি। ত্রৈলোক্য ইত্যেতদর্জ্জুনং প্রতি কৃষ্ণবাক্যম্। ধন্যা শ্রেষ্ঠা। নন্বেবং স্মৃতিপ্রমাণস্য মূলং শ্রুতিপ্রমাণং দেয়মিতি চেত্তত্রাহ যস্যা ইতি ॥২৫॥

অতএব মহালক্ষ্মীত্বহেতু শ্রীরাধার পূর্ণত্বে কোন বাধা হইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সিগণ সকলেই লক্ষ্মীরূপা, তন্মধ্যে মুখ্যা বলিয়া শ্রীরাধা মহালক্ষ্মী হইতেছেন, ইহাই সমীচীন মত। ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন,—"গোলোকে লক্ষ লক্ষ কল্পতরুমণ্ডিত-চিন্তামণিসমূহ-বিরচিত গৃহে যিনি সুরভিগণকে পালন করিতেছেন, এবং অসংখ্য গোপিগণ যাঁহাকে সসম্ভ্রমে সেবা করিতেছেন, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজন করি।" "যেখানে লক্ষ্মীসকল কান্তারূপিণী এবং কান্ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ"। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"গোপীসকল লক্ষ্মীর একান্তবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" পদ্ম-পুরাণেও উক্ত আছে—"শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়। সর্ব্বগোপীর মধ্যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তবল্লভা।" আদি-পুরাণেও দেখা যায়—"ত্রৈলোক্য ভিতরে পৃথিবী ধন্যা, যেহেতু ঐ পৃথিবীতেই

শ্রীকৃষ্ণপরিকরাণামসমাভ্যধিকপ্রেমত্বং তদর্থজ্বলদ্বিষহ্রদপ্রবেশ-ধাবনাদিতঃ প্রতীয়তে যস্মাৎ ভগবতোঽপি গাঢ়বশ্যতেতি নিবেদিতং ব্রহ্মণা—(ভাঃ ১০।১৪।৩৫) "এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি। সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থসুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে" ইতি ॥২৬॥

অথ সর্ব্বাতিশয়প্রেমপূর্ণপার্ষদত্বমুদাহরতি শ্রীকৃষ্ণেতি। এষামিতি শ্রীদশমে ব্রহ্মবাক্যম্। হে দেব, শ্রীনন্দসূনো ভগবন্ এষাং তদ্বিনিযুক্তধামাদীনাং ঘোষ-নিবাসিনাং ভবান্ কিং রাতা কিং ফলং দাস্যতীতি বিশ্বফলান্নিখিলফলরূপাত্ত্ব-ত্তোঽপরং ফলং কুত্রাপ্যয়মিত্যবসন্নচেতা বিমুহ্যতি কিং দত্ত্বায়মনৃণঃ স্যাদিতি মোহমেতীত্যর্থঃ। নন্বেভ্য এতদীয়েভ্যো বায়মাত্মানং দত্ত্বানৃণঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ। সদ্বেষাদিবেত্যাদি। সকুলা বকাদিভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং সহিতা। যদিতি স্ফুটম্ ॥২৬॥

শ্রীবৃন্দাবনপুরী বিরাজমানা। ঐ বৃন্দাবনে গোপীদের অবস্থিতি আছে বলিয়াই উহার এত মাহাত্ম্য। আবার শ্রীরাধাকে লইয়াই গোপীদিগের যত কিছু মহিমা।" "যাঁহার অংশে লক্ষ্মী-দুর্গাদি শক্তি," এই শ্রুতি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিচরবর্গের অসমোর্দ্ধ প্রেমত্ববিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পার্ষদগণ তাঁহার জন্য প্রচণ্ড বিষাক্ত কালীয় হ্রদের মধ্যে প্রবেশের জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন। ঐ সকলস্থলে ঐ প্রেম প্রসিদ্ধ আছে। যে প্রেমের বশে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছিলেন, ইহা ব্রহ্মার উক্তি হইতেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! তুমি গোকুলবাসী-দিগকে বিশ্বফলস্বরূপ তোমা হইতে অপর কি ফল প্রদান করিবে, এই ভাবিয়া আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতেছে। যদি বল, মাতৃবেশধারিণী পূতনা নিজকুলের সহিত যেরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, গোকুলবাসী-দিগকেও সেইরূপ ধন্য করিব, ইহা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যথেষ্ট নহে; কারণ, ঐ ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, পুত্র, প্রাণ ও আশয় প্রভৃতি সকলই তোমাকে সমর্পণ করিয়াছে" ॥২৬॥

দ্রুহিণাদিতত্ত্ববিদ্বিস্মাপকস্থিরচরবিমোহকবেণুনাদমাধুর্য্যন্তু (ভাঃ ১০।৩৫।১৫) "সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥" (ভাঃ ১০।২৯।৪০) "কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্" ইত্যাদিভ্যঃ স্থিরচরবিমোহক-রূপমাধুর্য্যঞ্চোক্তম্ ॥২৭॥

(ভাঃ ৩।২।১২) "যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্" ইত্যাদিভ্যস্তু স্বপর্য্যন্তসর্ব্ববিস্মাপকরূপমাধুর্য্যম্ ॥২৮॥

সবনশ ইতি। তত্রৈব ব্রজদেবীনাং বাক্যম্। কবয়ঃ সর্ব্বজ্ঞা অপি সুরেশাস্তত্তাঃ স্বরজাতীঃ সবনশো মন্দ্রমধ্যতারভেদেনোক্তমবধার্য্য সমাকর্ণ্য অনিশ্চিততত্ত্বা অজ্ঞাততৎস্বরূপাঃ সন্তঃ কেবলং কশ্মলং মোহং যযুঃ। কীদৃশাস্তে যতো গীতধ্বনিরায়াতি ততঃ আনতাঃ কন্ধরাশ্চিত্তানি চ যেষাং তে। কাস্ত্রীতি তত্রৈব কৃষ্ণং প্রতি তাসাং বাক্যম্। ননু পরে পুংসি ময়ি কিমিতি নিরতাঃ স্থ তত্রাহ অঙ্গ, হে কৃষ্ণ, তে কলপদামৃতবেণুগীতেন সম্মোহিতা সতী কা স্ত্রী আর্য্যচরিতান্নিজধর্ম্মান্ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুংসোঽপি বিমুহ্যন্তীতি ভাবঃ। ত্রৈলোক্যেতি স্ফুটার্থম্। যদ্ যতঃ। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। ত্বদ্গীতকশব্দাদেব ধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্ত্বদনুভবাদিতি ভাবঃ ॥২৭॥

"সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাদি দেবতাসকল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি উচ্চ, মধ্যে ও গম্ভীরভেদে শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে ও অবহিতচিত্তে তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ! তোমার কলপদামৃতবেণু গীতদ্বারা সম্যগ্ মোহিত হইয়া, এই ত্রৈলোক্য মধ্যে কোন্ স্ত্রী নিজধর্ম্ম হইতে চালিত না হয়? তোমার ঐ বেণুগীত শ্রবণ করিয়া পুরুষ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে।" এই দুই শ্লোকে ব্রহ্মাদি তত্ত্বজ্ঞের বিস্ময়োৎপাদনকারী বেণুমাধুর্য্যের অভিব্যক্তি আছে। এবং "তোমার ত্রৈলোক্যসৌভগ রূপ দর্শন করিয়া পক্ষী, বৃক্ষ ও মৃগ প্রভৃতিও পুলকিত হইয়া থাকে।" ইত্যাদি শ্লোকে স্থাবর-জঙ্গম-সম্মোহক রূপমাধুর্য্য প্রকাশিত আছে ॥২৭॥

(ভাঃ ৩।২।২৩) "অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী। লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম" ইত্যাদিভ্যস্তু নিরতিশয়কারুণ্যম্ ॥২৯॥

প্রেমাদীনাং হ্লাদিনীসম্বিৎসারাণামানন্দচিদাত্মকব্রহ্মস্বরূপ-চিন্তনসমনুযায়িত্বান্মুখ্যত্বং বোধ্যম্। তস্মাৎ সর্ব্বধর্ম্মাবিষ্কারাৎ

যন্মর্ত্ত্যেত্যাদিদ্বয়মুদ্ধববাক্যং তৃতীয়ে। যদ্বিম্বং শ্রীমূর্ত্তিং স্বযোগমায়ায়াঃ পরাখ্যশক্তেঃ প্রভাবং দর্শয়তা ত্বয়া গৃহীতং জগতি প্রকটিতমিত্যর্থঃ। মর্ত্ত্যেষু যা লীলা তস্যামৌপয়িকং তৎসদৃশলীলোচিতদ্বিভুজাদিত্বাদতিমনোজ্ঞমিত্যর্থঃ ॥২৮॥

অহো ইতি কারুণ্যস্যাসমোর্দ্ধত্বাদাশ্চর্য্যং তদিত্যর্থঃ। বকী পূতনা হন্তু-মিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সম্ভূতং কালকূটং বিষং যমপায়য়ৎ অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্র্যা উপমাতুর্যশোদাসখ্যা অম্বিকায়াঃ কিলিম্বায়াশ্চেতি তাং গতিং লেভে। ধাত্রী-বেশমাত্রেণ যস্তাদৃশ্যৈ সদ্গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ। ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং যামেত্যর্থঃ। ইত্যন্যেষু ভগবদবতারেষ্বপি নেদৃশং কারুণ্যং প্রকটমস্তীতি ভাবঃ ॥২৯॥

নন্বু কিমেবং চিত্তবিকারঃ প্রেমা স্তূয়তে জ্ঞানন্তু স্তুত্যং "মৃগৈর্মৃগাণাং গ্রহণং পক্ষিণাং পক্ষিভির্যথা। গজানাঞ্চ গজৈরেবং জ্ঞেয়ং জ্ঞানেন গৃহ্যতে" ইতি মোক্ষধর্ম্মে তস্যৈব ব্রহ্মপ্রলম্ভকত্বস্মরণাদিতি চেত্তত্রাহ প্রেমাদীনামিতি।

"ভগবানের সেই মূর্ত্তি অতীব বিস্ময়জনক ছিল। তিনি আপনার যোগমায়ার বল প্রদর্শনের নিমিত্ত উহা ধারণ করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত এবং সৌভাগ্যাতিশয়ের চরম নিদর্শন। ঐ মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল এরূপ শোভনীয় ছিল যে, ভূষণসকল-কেই ভূষিত করিত। উহা যাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহাকেও মুগ্ধ করিত।" এই প্রকার উদ্ধবের উক্তিদ্বারা স্বপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-বিস্মাপক রূপমাধুর্য্য প্রকাশিত হয় ॥২৮॥

আবার "অহো, কি আশ্চর্য্যের কথা! অসাধ্বী পূতনা তাঁহার প্রাণ নাশহেতু নিজের স্তনদ্বয়ে বিষ লেপন করিয়া তাঁহাকে পান করাইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে ধাত্রীতুল্য গতিলাভ করে। অতএব তাঁহা হইতে আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইব?" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা নিরতিশয় কারুণ্যও প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥২৯॥

কৃষ্ণস্য স্বয়ংরূপত্বং তস্যৈবানাবিষ্কৃতসর্ব্বধর্ম্মস্য পরব্যোমাধিপত্বম্। তত্তদ্ধর্ম্মাবিষ্কারতারতম্যাদেব কৃষ্ণেঽপি পূর্ণতমত্বাদ্যবস্থাঃ কীর্ত্তিতাঃ ॥৩০॥

আদিশব্দাৎ প্রণয়স্নেহরাগমানানুরাগমহাভাবাস্তস্যৈবোত্তরোত্তরোৎকর্ষাদবস্থা গৃহ্যন্তে। জ্ঞানং খলু তত্ত্বম্পদার্থানুসন্ধিরূপং নির্নিমেষবীক্ষণবদতিবিচিত্রম্। প্রেমাদিকন্তু বিচিত্রমপাঙ্গবীক্ষণবদিতি পূর্ব্বোক্তং স্মর্ত্তব্যম্। ন চিত্তবিকারঃ। সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রবণাৎ। কিন্তু সম্বিদাহ্লাদসারাংশরূপা সেতি পূর্ব্বৈব নির্ণীতম্। প্রকরণার্থং যোজয়তি তস্মাদিতি প্রকটার্থম্। কৃষ্ণস্বরূপশ্রদ্ধাজাড্যাদপি তু বস্তুস্থিত্যৈব তথোচ্যতে। যৎ কৃষ্ণরূপ এব তারতম্যং বর্ণ্যতে ইত্যাহ তত্তদ্ধর্ম্মেতি। হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধেতি শ্রীরূপচরণৈরুক্তম্ ॥৩০॥

পূর্ব্বপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন, "চিত্তবিকারভূত প্রেম" জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। মোক্ষধর্ম্মে কথিত আছে, "মৃগ, পক্ষী ও গজদ্বারাই মৃগ, পক্ষী ও গজকে ধরিতে পারা যায়। পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানই তাঁহার প্রাপক", অতএব জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইতেছে। এই পূর্ব্বপক্ষীয় মত অসঙ্গত। কারণ, প্রেম কি পদার্থ তাহা বিচার করিয়া দেখিলেই উহা তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়। প্রেম হ্লাদিনী ও সম্বিতের সারাংশ অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দের ঘনাবস্থাই প্রেম। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দাত্মক। কেবল জ্ঞান তাঁহার প্রাপক হইতে পারে না। প্রেমই তচ্চিন্তনের অনুযায়ী, তদ্দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। অতএব প্রেমেরই প্রধানত্ব হইতেছে। প্রেম অবস্থাভেদে প্রণয়, স্নেহ, রাগ, মান, অনুরাগ, ও মহাভাব প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। উহাদের উত্তরোত্তর উৎকর্ষও আছে। জ্ঞান তত্ত্বম্পদার্থানুসন্ধানাত্মক বলিয়া নিমেষরহিত দৃষ্টির ন্যায় বৈচিত্র্যবিহীন। প্রেম সেরূপ নহে। উহা অপাঙ্গবীক্ষণের ন্যায় অতি বিচিত্র। বিশেষতঃ ভগবদ্বিষয়ক প্রেম চিত্তবিকারই নহে। অপ্রাকৃত ব্রহ্মের প্রাপক বস্তু কখনই প্রাকৃত চিত্তের বিকার হইতে পারে না। প্রেম যদি চিত্তবিকার হয়, তবে জ্ঞানকেও তদ্রূপই বলা যাইতে পারে। প্রেম যে শ্রীভগবানের প্রাপক, তাহা স্মৃতিতেই উক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, সর্ব্বধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা

স এষ ভগবান্ স্বরূপশক্তিসিদ্ধেঽতিবিচিত্রে ধাম্নি স্বসদৃশৈঃ পার্ষদৈর্বিশিষ্টো নিত্যং লীলায়তে—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি, "স্বে মহিম্নি" ইতি, "দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি, "তাং বাং বাস্তুন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভুরিশৃঙ্গা অয়াসঃ" অত্রাহুঃ—"তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইতি চ শ্রবণাৎ। ন খলু স্বমহিমপুরপ্রতিষ্ঠা স্বসদৃশান্ পার্ষদান্ বিনা সম্ভবতি। ন চ তাসাং শুভাবহবিধিরূপাণাং গবাঞ্চ লীলয়া বিনা স্যাদুপযোগঃ। "তাম্" ইত্যাদৌ—তাং তানি বাং যুবয়ো রাধিকাকৃষ্ণয়োর্ব্বাস্তূনি ধামানি গমধ্যৈ লব্ধুমুশ্মসি কাময়ামহে; ভূরিশৃঙ্গাঃ প্রশস্তবিষাণাঃ; বৃষ্ণঃ স্বজনাভিলাষবর্ষিণ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। রাধয়েত্যাদৌ লট্ প্রয়োগেণ তৈঃ সহ তয়োর্নিত্যসাহিত্যাবেদনাল্লীলা নিত্যেতি সূচিতম্। "যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা শক্তিঃ" ইত্যেতদ্বাক্যানন্তরং পশ্চিমাদিক্রমেণ সর্ব্বেষাং পশ্চিমে সম্মুখে ললিতেত্যাদিভির্নির্দিষ্টনাম্নাং পরিকরাণাং কৃষ্ণমভিতঃ স্থিতির্দর্শিতা সেবা চেতি প্রতিজ্ঞাতং বিস্ফুটম্॥৩১॥

এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহো ধর্ম্মী ভগবান্ অবিচিন্ত্যশক্তিরিত্যাপাদিতম্। অথ পরিকরিণস্তস্য লীলা বর্ণনীয়া ন হি নিস্তরঙ্গার্ণববল্লীলা পরিকরশূন্যস্য স্বীকার্য্যা তদসম্ভবাৎ শ্রুতিবাধাচ্চ। তথাহি দ্বেধা পরিকরশ্রুতির্ব্ব্যাকুপ্যেৎ। তস্মান্নিত্যধামপরিকরলীল ইতি প্রতিপাদয়িতুমুপক্রমতে। স এষ ইত্যাদিনা। স ইতি ছান্দোগ্যে। দিব্য ইতি মুণ্ডকে। তামিতি ঋক্ষু। অয়াস ইত্যত্র বিপ্রাস ইতি বদসুকচ্ছান্দসঃ। অয়ঃ শুভাবহো বিধিরিত্যমরঃ। ভূরিশৃঙ্গা ইত্যত্র ভূরিশব্দঃ প্রাশস্ত্যলাক্ষণিকঃ। এষু বাক্যেষু পরিকরলীলয়োঃ স্পষ্টমপ্রত্যয়াৎ প্রত্যায়য়ন্ ব্যাচষ্টে ন খল্বিত্যাদিনা। রাধয়েত্যাদিবাক্যে তু তে দ্বে স্ফুট ইতি যোজয়তি রাধয়েত্যাদিনা। এবং গোপগোপীগবাবীতমিত্যাদিকমত্র স্মর্ত্তব্যম্। প্রতিজ্ঞাতমিতি। স্বসদৃশৈঃ পার্ষদৈ র্বিশিষ্টঃ স্বধাম্নি নিত্যং লীলায়ত ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ শ্রুত্যা প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। তিনিই আবার অনাবিষ্কৃতসর্ব্বধর্ম্ম হইয়া পরব্যোমাধিপতি হন। তত্তদ্ধর্ম্মের আবিষ্কারের তারতম্যহেতু তাঁহার স্বয়ংরূপেও পূর্ণতমত্ব, পূর্ণতরত্ব এবং পূর্ণত্ব এই তিনটি অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে॥৩০॥

ইদমত্র তত্ত্বম্। অনন্তবিজ্ঞানানন্দবপুষো ভগবতঃ স্বচিচ্ছক্তি-বিলাসময়ং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যমপরিচ্ছিন্নং স্বমহিমসংব্যোমশব্দিতং পুরমতিবিস্তীর্ণবহুভূমপ্রাসাদোপমঞ্চকাস্তি। যত্র নানাবির্ভাবপরিকরপরিচ্ছদস্বচ্ছন্দসমাবেশোচিতান্যতিবিশালনীরন্ধ্রচয়মম্নানি নিরুপমশক্রনীলকুরুবিন্দচন্দ্রকান্তাদিকান্তানি বিচিত্রপ্রাচীরচত্বর-প্রাসাদাদিমহাবাসানি মণিচিত্রতটিকপীযূষপূর্ণসরিৎসরোবাপী-কূপানি কর্পূরপূরায়মাণরজাংসি প্রতিক্ষণসমুল্লসত্তরুবল্লীগুল্মানি রম্যবিহঙ্গাদিসত্ত্বসন্দোহানি কমনীয়বিমানাবলিবিয়ন্তি ধামানি স্ফুরন্তি। যেষু পরমালৌকিকরূপগুণসম্পন্নামুক্তা নিত্যমুক্তাশ্চ সর্ব্বাভ্যর্হিতয়া শ্রীদেব্যা সহ বিবিধবিনোদবন্তং ভগবন্তং নানা-বিধৈরুপচারৈরনুকূলয়ন্তীতি ॥৩২॥

উক্তমর্থং বর্ত্তুলয়ন্নাহ অনন্তেত্যাদি। যত্র নানাবির্ভাবেতি। "বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ" ইত্যাদি পাদ্মাৎ। অনুকূলয়ন্তি অভিরুচিতাং সেবাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥৩২॥

সেই শ্রীভগবান্ স্বরূপশক্তিসিদ্ধ বিচিত্রধামে স্বসদৃশ পার্ষদগণে পরিবৃত হইয়া নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যে উল্লিখিত আছে, "সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?"—"স্বীয় অসাধারণ মহিমাপুরে।" মুণ্ডকে বলিয়াছেন, "আত্মাস্বরূপ সেই ভগবান্ দ্যোতনাত্মক স্বীয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন।" ঋঙ্মন্ত্রে দৃষ্ট হয় "তোমা-দিগের সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি, যেখানে গাভীসকল প্রশস্তশৃঙ্গবিশিষ্ট ও শুভাবহ বধিরূপ।" "ভক্তেচ্ছাবর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে দীপ্ত হইতেছে।" মহিমাপুরে অবস্থিতি স্বসদৃশ পার্ষদ ব্যতীত সম্ভব হয় না এবং শুভাবহবিধিস্বরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতফলপ্রদ কামধেনু সকলেরও লীলা ব্যতিরেকে সঙ্গতি হয় না। ঋক্পরিশিষ্টেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা সূচিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদীয় প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় নির্দ্দিষ্ট পরিকরগণের অবস্থান এবং সেবাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩১॥

এইস্থলে তত্ত্বার্থ এই—অনন্তবিজ্ঞানানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের স্বীয় চিচ্ছক্তিবিলাসময়, প্রকৃতিস্পর্শশূন্য সংব্যোমাখ্যপুর অতি বিস্তীর্ণ

এবমেবোক্তং জিতন্তস্তোত্রে—"লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষাড়্গুণ্যসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্॥ নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ। সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্॥ বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্। অপ্রাকৃতসুরৈর্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভম্॥ প্রকৃষ্টসত্ত্বশক্তিং ত্বাং কদা দ্রক্ষ্যামি চক্ষুষা। ক্রীড়ন্তং রময়া সার্দ্ধং লীলাভূমিষু কেশবম্" ইত্যাদি ॥৩৩॥

অত্র স্মৃতিমুদাহরতি লোকমিত্যাদি। গুণত্রয়বিবর্জ্জিতমপ্রাকৃতমিতি বৈকুণ্ঠলোকস্য বিশেষণান্মায়াগন্ধাস্পৃষ্টত্বং তস্য বিস্পষ্টং স্বতস্তু তত্রত্যানাং বস্তূনাং ভগবৎস্বরূপশক্তিবিলাসত্বমেবায়াতমিতি বোধ্যম্। তন্ময়ৈস্তদাবিষ্টৈঃ পাঞ্চকালিকৈরিতি। অভিগমনোপাদানেজ্যাধ্যয়নসমাধয়ঃ পঞ্চকলাস্তেষু ভবৈস্তদনুষ্ঠানবিশেষৈরিত্যর্থঃ। প্রকৃষ্টসত্ত্বশক্তিমিতি সচ্চিদানন্দস্বরূপমহাপুরুষমিত্যর্থঃ। প্রকৃষ্টসত্ত্বং রজসা তমসা চামিশ্রম্ মায়িকং সত্ত্বমেবেতি ন ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং পরস্পরসংসর্গস্য স্মৃতত্বাৎ। জ্ঞানাত্মকমমায়িকমচেতনং তদিতি চ ন অদ্ভুতস্য ভগবদ্বিগ্রহস্য পরমাত্মত্বোক্তিব্যাকোপাৎ। তস্মাদ্ভগবদভিন্না চিদানন্দসদ্রূপা পরাশক্তিস্তদিতি তত্ত্ববাদিনঃ ॥৩৩॥

বহু ভূমিসমন্বিত প্রাসাদসদৃশ দীপ্তি পাইতেছে। যে-প্রাসাদে শ্রীভগবানের বিবিধ আবির্ভাব, পরিকর, পরিচ্ছদ ও নীলকান্তাদিময় বিচিত্রপ্রাচীরচত্বারাদিবিশিষ্ট বাসস্থান, মণিময়তটান্বিত অমৃতপূর্ণনদনদী ও সরোবর এবং কর্পূরবাসিত জলকূপ, কর্পূরসদৃশ ধূলি, প্রফুল্লিত তরুলতা, মনোহর বিহঙ্গাদি ও অপরাপর জন্তুসকল, কমনীয় বিমানরাজি বেষ্টিত শূন্যস্থ গৃহসমূহ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এই সকলই শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস, অর্থাৎ স্বরূপ হইতে আবিষ্কৃত। এই ধামে পরমালৌকিকরূপগুণসম্পন্ন মুক্ত ও নিত্যমুক্ত জীবগণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবিধবিনোদবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে নানোপচারে সেবা করিতেছেন ॥৩২॥

এইরূপ বর্ণনা জিতন্তস্তোত্রেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠলোক অপ্রাকৃত ষড়্গুণসম্পন্ন, অবৈষ্ণবজনের অপ্রাপ্য, প্রাকৃতগুণত্রয়শূন্য, নিত্যসিদ্ধগণযুক্ত অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন ও সমাধি এই

ভগবান্ সূত্রকারশ্চৈবমাহ— "অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ" ইত্যস্মিন্নধিকরণে ॥৩৪॥

তদেতৎ স্বমহিমাদিশব্দিতং তদ্ধাম বৈকুণ্ঠদ্বার্ব্বত্যাদি যথোর্দ্ধং স্ফুরতীতি, তদ্গতাবির্ভাবেষু তত্তদভিমানেষু বিশেষশ্চেতি বিশিষ্টাগমানাং বিদুষাং নিশ্চয়ঃ ॥৩৫॥

অত্র পরমর্ষিনির্ণয়োঽপ্যেবমস্তীত্যাহ ভগবানিতি। "দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি বাক্যে কিমাকাশ এব হরের্লোক উতাকাশবদ্ব্যাপকো বিচিত্রপ্রাকারপ্রাসাদাদিরূপ ইতি সন্দেহে আকাশঃ স্যাদ্বাচনিকত্বাৎ। পুরত্বং তস্য রূপকেণোচ্যতে ইতি প্রাপ্তে অন্তরেতি। স্বাত্মকসংব্যোমভূতস্য পুরস্যান্তরা মধ্যে স্থিতং প্রাকারাদিবস্তু স্বাত্মনো ভূতগ্রামবৎ স্ফুরতি। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। স্বানুগ্রহভাজনস্য জীবস্য ভূম্যাদিনির্ম্মিতবদ্বিভাতি। বচ্ছন্দেন ভূতগ্রামত্বং তস্য নিরস্তম্। তত্রৈব তস্য ব্রহ্মাত্মকত্বমুক্তং "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধ্বং প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্" ইতি মুণ্ডকে। স্বে মহিম্নীত্যনেনাপ্যেবং বোধ্যতে ॥৩৪॥

পঞ্চকলা হইতে উত্থিত অনুষ্ঠানদ্বারা যুক্ত সভাপ্রাসাদশোভিত, বন ও উপবনমণ্ডিত দীর্ঘিকা, কূপ, সরোবর ও বৃক্ষসমূহে বিভূষিত লীলাস্থলে অপ্রাকৃত-সুরগণবন্দিত, শুদ্ধসত্ত্বশক্তি, সূর্য্যসমকান্তি তোমাকে লক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে কবে দর্শন করিব ॥৩৩॥

ভগবান্ সূত্রকারও এইরূপই বলিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৬ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—"পরমেশ্বর অপ্রাকৃতবস্তু, তাঁহার নিজ মহিমা ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠান অসম্ভব। তথাপি শ্রীভগবানের নিজ মহিমাত্মক সংব্যোম-নামক অধিষ্ঠান ও তন্মধ্য বস্তুজাত তদীয় ভক্তসকলের দৃষ্টিতে প্রাকৃত ভূতনিবাসের সদৃশই প্রতীত হইয়া থাকে। ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের ও তদীয় অধিষ্ঠানাদির মধুররূপ প্রাকৃতরূপে প্রকাশ শ্রুতিতেও ব্যক্ত আছে। স্বরূপতঃ ঐ সকলই অপ্রাকৃত স্বাত্মক বস্তু ভগবদৈশ্বর্য্যাত্মক। যেরূপ জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের পাণিপাদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবৈচিত্র্য স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ স্বাত্মক তদীয় লোকেও ভূমিজলাদির প্রতীতি হইয়া থাকে ॥৩৪॥

যান্যেব ধামানি তত্তল্লীলার্থমজাণ্ডেঽপ্যাবিঃস্যুরিতি স্কান্দে-স্মর্য্যতে—"যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পুর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তাস্তথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ" ইতি। আসু দিব্যত্বাস্ফূর্ত্তিস্তু-সংস্কৃতদৃশামেব ভগবতি নরদাররূপত্বাদিবৎ। তথাপি তদ্দৃষ্ট্যা শুভলোকপ্রাপ্তিস্তাদৃশভগবদ্দৃষ্ট্যৈবেতি—"ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধে-র্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ" ইতি সূত্রাত্তদ্ভাবাচ্চ। তস্মাত্তত্র তৈঃ সহাসৌ নিত্যং লীলায়তে বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরসম্বন্ধাস্তা লীলা নিত্যা বিভান্তীতি সিদ্ধম্ ॥৩৬॥

অথ সন্নিবেশবিশেষং তস্য ধাম্নোঽবগময়তি তদেতদিত্যাদিনা। বৈকুণ্ঠোপরি দ্বার্ব্বতী তদুপরি মধুপুরী তদুপরি গোকুলমিতি ঊর্দ্ধোর্দ্ধং বিভাতীত্যর্থঃ। বিমৃষ্টাগমানামিতি স্বায়ম্ভুবাগমাদিষু বৈকুণ্ঠোপরি কৃষ্ণলোকো বর্ণিতঃ। ব্রহ্ম-সংহিতাবৃহদ্বামনহরিবংশেষু তু সর্ব্বোপরি গোলোকঃ গোকুলাভিধানঃ স্বতন্ত্রঃ কৃষ্ণলোকঃ নিরূপ্যতে। স চ পরিকরলীলাভেদেনাংশভেদাৎ দ্বার্ব্বত্যাদিত্রিরূপো বাচ্যঃ। যা যথা ভুবীত্যাদি স্কান্দোক্তেশ্চ। যত্তু পাদ্মোত্তরখণ্ডে মহাবৈকুণ্ঠ-স্যাবরণতয়া তস্য পূর্ব্বাদিষু দিক্ষু দশাবতারস্থানানি ক্রমাদ্গণয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য নবমত্বেন তৎস্থানস্য ব্রহ্মদিগাবরণত্বমুক্তম্। তত্রাপি তস্য সর্ব্বোর্দ্ধত্বমেবাভিমতঃ। তস্য তথাভূতস্যাপি তদাবরণত্বেনোক্তেস্তস্য গ্রন্থস্য তৎপরত্বমেব গম্যতে। অন্যথা স্বায়ম্ভুবাগমাদিবহুগ্রন্থব্যাকোপাপত্তিঃ। বিশেষস্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দ্রষ্টব্যঃ ॥৩৫॥

মৎস্যাদ্যবতারাণাং যানি স্থানানি পরব্যোম্নি সন্তি তানি প্রপঞ্চেঽপি তদ্বদাবির্ভবন্তি। অতঃ তান্যপ্রাকৃতানীতি প্রতিপাদয়তি যান্যেবেতি। যা যথেতি। আদৃতা ব্রহ্মাদিবন্দিতাঃ। আস্বিতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতাসু পুর্ষ্বিত্যর্থঃ।

ভগবন্মহিমাদিশব্দিত সেই ধাম বৈকুণ্ঠাদিরূপে ঊর্দ্ধোর্দ্ধে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠের উপরি দ্বারকা, তদুপরি মথুরা, তদুপরি গোলোক অবস্থিত। সেই সেই স্থানগত ভগবদাবির্ভাবের তত্তদভিমানে বিশেষত্বও আছে। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞানীর ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩৫॥

পরব্যোমে যে যে ধাম আছে, সেই সেই ধামই এই প্রপঞ্চে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রপঞ্চে আবিষ্কার দ্বারা অপ্রাপঞ্চিক ধাম নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। স্কন্দ পুরাণেও উল্লেখ আছে—"ভগবানের যে যে প্রিয়তমা

অত্রাহুঃ—তদ্দেশতৎকালতৎপরিকরাবিচ্ছেদে সত্যেব তাসাং নিত্যত্বং স্যান্ন চৈবং সম্ভবতি, দেশাদিভেদাদেকস্য পরিকরস্য

অসংস্কৃতেতি ভক্তিসংস্কারশূন্যধিয়ামিত্যর্থঃ। নরদারকেতি মায়িকনৃবালকত্বাদিবদিত্যর্থঃ। তাদৃশেতি নরদারকতয়া প্রতীতস্যাপি ভগবতো দর্শনেনেত্যর্থঃ। ন সামান্যাদিতি ব্রহ্মসূত্রস্যার্থঃ। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ইতিশ্রুতৌ "এতদন্তো নৃণাং ক্লেশো যদ্ভবানক্ষিগোচরঃ" ইতি স্মৃতৌ চ ভগবদ্দর্শনান্মুক্তিরিত্যুক্তং তন্ন যুক্তম্। অবতারসময়ে তদ্দৃষ্টিমতামপি মুক্তেরপ্রত্যয়াদিতিচেদাহ নেতি। অপিরবধারণে। সামান্যাদিতি টাবিভক্তেরাৎ সুলুগিত্যাদি পাণিনিসূত্রাৎ। সামান্যেন সর্ব্বসাধারণ্যেন মায়াযবনিকাচ্ছন্নভগবদ্বিষয়তয়া যোপলব্ধির্দৃষ্টিস্ততো ন মুক্তিঃ মৃত্যুবন্মরণমাত্রাদ্ যথা সা ন স্যাৎ। তর্হি সামান্যোপলব্ধিরপার্থঃ স্যাত্তত্রাহ। নহীতি। ন সাপার্থেত্যর্থঃ। তৎফলং কিমিতিচেত্তত্রাহ লোকেতি। স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিস্তৎফলমিত্যর্থঃ। সামান্যদর্শনাল্লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাদিতি স্মরণাৎ। যোগ্যেতি। পরমপ্রেমাস্পদচিদ্বিগ্রহত্বেন তদ্বীক্ষণান্মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥৩৬॥

পুরী প্রপঞ্চে বিদ্যমান আছে, পরব্যোমেও তল্লীলার্থ সেই সেই ব্রহ্মাদিবন্দিত পুরী রহিয়াছে।" ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ঐ সকল পুরীতেও অপ্রাকৃত ধামসকলের সম্বন্ধ নাই এরূপ নহে। ব্রহ্মাত্মক চিদানন্দময় ধামসকল এই প্রাপঞ্চিক ধামসমূহে সূক্ষ্মভাবে একীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। তবে যাঁহাদিগের জ্ঞান ভক্তিসংস্কারশূন্য, তাঁহারা প্রাপঞ্চিক ধামের মধ্যে অপ্রাপঞ্চিকত্ব অনুভব করিতে পারেন না। অভক্তসকল শ্রীভগবান্‌কে যেরূপ মনুষ্য বলিয়াই দর্শন করেন, তদ্রূপ তাঁহার ধামসকলকেও পার্থিব বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। অবতারকালে সকলেই যদি শ্রীভগবান্‌কে অবিশেষে শ্রীভগবান্ বলিয়াই দর্শন করিতেন, তাহা হইলে সকলেরই মুক্তি হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। না হইবার কারণই তাঁহাকে মনুষ্যদৃষ্টিতে দর্শন করা। তবে ঐ দর্শনও নিষ্ফল হয় না। তদ্দর্শনে মুক্তি না হইলেও স্বর্গাদি শুভলোক লাভ হইয়া থাকে। একথা সূত্রকারও বলিয়াছেন—"সামান্য দর্শনে মুক্তি হয় না। মৃত্যু হইলে যেরূপ মুক্তি হয় না, সামান্য দর্শনেও সেইরূপই। তবে কি সামান্য দর্শনের কিছুই ফল নাই?—তাহা নহে। সামান্য

পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তিত্বেনানেকলীলাসম্বন্ধস্মরণাচ্চ। পূর্ব্বস্যা লীলায়া নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনঃ পরিকরস্যাপি সম্বন্ধস্তত্রনিত্যং স্যাৎ। তথা সত্যুত্তরস্যাং তস্য সম্বন্ধো দুর্ঘটঃ। স্বীকৃতে চ তস্মিন্ পূর্ব্বস্যা অনিত্যত্বম্। নিত্যত্বে চোত্তরসম্বন্ধিনস্তস্যান্যত্বং ভবেৎ। তস্মাদ্বিয়ৎপুষ্পায়মানং ভবতাং লীলানিত্যত্বমিতি চেৎ ॥৩৭॥

অত্রাহুরিতি। অত্র লীলা নিত্যেত্যাদিবিষয়ে শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্বং বদন্তস্তার্কিকাঃ পূর্ব্বপক্ষং রচয়ন্তীত্যর্থঃ। দেশাদিভেদাদিতি। ন হ্যেকস্মিন্ দেশে কালে বা ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরস্তৎপরিকরো বাস্তি। নিকেতভোজনগোচারণরাস-নৃত্যাদীনাং লীলানাং দেশভেদেন কালভেদেন পরিকরভেদেন চ সম্ভবঃ প্রতীয়তে। বাল্যপৌগণ্ডলীলায়াং চোত্তরস্যাং স এব লালনকর্ত্তা পিত্রাদিঃ পরিকরঃ। গোচারণাদিলীলাসু পূর্ব্বোত্তরেষু স এব বয়স্যগণঃ সম্ভোগবিপ্রলম্ভয়োঃ পূর্ব্বোত্তরয়োঃ স এব কিঙ্করিগণঃ সখিগণশ্চেতি বিভাবনীয়ম্। এবং শ্রীদাশরথ্যাদি-লীলাসু চ সুধীভিরনুসন্ধেয়ম্। ইত্থঞ্চৈকস্য পরিকরস্য পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তিত্বেন লীলাসু পরিকরাবিচ্ছেদে সিদ্ধে তেন ক্ষতিং দর্শয়তি পূর্ব্বস্যা ইত্যাদিনা। তৎসম্বন্ধিনঃ পূর্ব্বলীলাঙ্গস্য পিত্রাদেঃ। তথা সতি তস্য পূর্ব্বলীলায়াং নিত্যসম্বন্ধে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। তস্য পূর্ব্বলীলাঙ্গস্য পিত্রাদেঃ। স্বীকৃতে চেতি উত্তরলীলায়াং তস্য পিত্রাদেঃ সম্বন্ধেঽঙ্গীকৃতে সম্বন্ধঘটিতায়াঃ পূর্ব্বলীলায়া নিত্যত্বাভাবঃ। নিত্যত্বে চেতি তৎসম্বন্ধঘটিতপূর্ব্বলীলায়া নিত্যত্বে বা স্বীকৃতে সত্যুত্তরলীলায়ামন্যঃ পিত্রাদিঃ স্যান্ন চৈবং স্মর্য্যতে। তথাচ প্রাগুত্তরং চানন্যলীলোদয়াৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্বাসাং বিনাশাদনিত্যা লীলেতি ভাবঃ ॥৩৭॥

দর্শনে সুদর্শন বিদ্যাধর ও নৃগরাজার ন্যায় স্বর্গাদি লাভ হইয়া থাকে। সামান্যদর্শনে বিষয়তত্ত্ব আবৃত থাকে। বিশেষদর্শনে পরম শ্রেষ্ঠত্ব এবং চিৎসুখবিগ্রহত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্টরূপে অনাবৃত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হয়। তদ্দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কোন কোন অসুরেরও ঐরূপ হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত সংগ্রামে তদীয় চক্রাদির স্পর্শে দৃষ্টির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন তাহাদিগের মোক্ষও সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানের নিত্যধামে নিত্যপার্ষদ-গণের সহিত বাল্যাদিনিত্যলীলা সিদ্ধ হইল ॥৩৬॥

এই স্থলে কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন যে, "সেই দেশ সেই কাল এবং সেই পরিকরের বিচ্ছেদ না হইলে তবে সেই সকল

অত্রোচ্যতে,—অনভিজ্ঞো ভবান্ অচিন্ত্যস্য ভগবত্তত্ত্বস্য যদৌপনিষদং তৎ। তথাহি ছান্দোগ্যে "ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব জিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইতি ভূমানমুদ্দিশ্য তস্য লক্ষণমুচ্যতে, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" ইতি। অত্র ভূমানং প্রাপ্তস্য

পূর্ব্বপক্ষং নিরাকুর্ব্বন্নাহ অত্রোচ্যতে ইতি। ভূমৈবেতি নারদং প্রতি সনৎকুমারস্য বচনম্। বৈপুল্যধর্ম্মা সুখরূপঃ সর্ব্বেশ্বরো জিজ্ঞাস্য ইত্যর্থঃ। যত্রেতি।

লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভবই হয় না। সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের ও তাঁহার পরিকরবর্গের একই দেশে এবং একই কালে অবস্থান অসম্ভব। গৃহমধ্যে ভোজন, বনমধ্যে গোচারণ এবং রাসে নৃত্য প্রভৃতি দেশের, কালের ও পরিকরের ভেদই প্রদর্শন করিয়া থাকে। ঐ ভেদ স্বীকার না করিলে লীলাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। পূর্ব্বকালিক বাল্যলীলাতে, তৎপরকালিক পৌগণ্ডলীলাতে এবং তদুত্তরকালিক কৈশোরলীলাতে সেই একই লালনকর্ত্তা পিতা ও মাতা প্রভৃতি এবং পূর্ব্বোত্তরকালিক গোচারণলীলা ও বনভোজনাদিলীলাতে সেই একই বয়স্যগণ আর পূর্ব্বোত্তরকালিক সম্ভোগলীলা ও বিপ্রলম্ভলীলাতে সেই একই কিঙ্করিগণ ও একই সখিগণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। এইরূপে পরিকরবর্গের পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত লীলাসকলে উহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে এবং তাহাতে বিশেষ হানিও হইতেছে। কারণ, পূর্ব্বলীলা যদি নিত্য হয়, তবে পূর্ব্বলীলার পরিকরগণ অবশ্য পূর্ব্বলীলাতে নিত্যসম্বন্ধযুক্ত হইবেন। এইরূপ হইলে, তাঁহাদের উত্তরলীলাতে পুনঃ সম্বন্ধ অসম্ভব হইল। পূর্ব্বলীলাতে অনিত্য না বলিলে আর তাঁহাদের উত্তরলীলাতে সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বলীলাকে নিত্য বলিলে উত্তরলীলাকে ভিন্নলীলা বলিতে হয় এবং ঐ লীলার পরিকরবর্গকেও ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে পূর্ব্বোত্তরে পৃথক পৃথক লীলার প্রকাশহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলার বিকাশে উত্তরোত্তর লীলার উৎপত্তি এবং ঐ সকল লীলার অনিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। অতএব লীলার নিত্যত্ব আকাশ-কুসুমতুল্য হইয়া পড়িতেছে" ॥৩৭॥

তদিতরদর্শনাদি প্রতিষিধ্যতে অনন্তরং তু মৃত্যাদিহেয়দর্শনং নিষিধ্য পুনস্তস্য সর্ব্বদর্শনমুচ্যতে। "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখিতাম্। সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" ইতি। অত্র সর্ব্বশব্দেন বিবিধবৈচিত্র্যবত্যো বাল্যাদি-সম্বন্ধাস্তস্য লীলাঃ কথ্যন্তে। তাঃ পশ্যঃ পশ্যতি তস্য তৎপরিকর-ত্বেন তদঙ্গত্বাদাপ্নোতি চ যথাধিকারমিতি। ইহ বাল্যাদিসম্বন্ধানাং তাসাং মিথো বৈলক্ষণ্যাৎ কৈশোরসম্বন্ধানাং সংযোগবিয়োগাত্মনা স্ফুটদ্বৈবিধ্যত্বাচ্চ বৈবিধ্যবৈচিত্র্যে স্তব্যক্তে॥৩৮॥

যত্র ভূম্ন্যনুভূয়মানে সতি ভূমাতোঽন্যন্ন পশ্যতি জলধিনিমগ্নো যথা জলরাশে-রন্যন্ন পশ্যতি তদ্বদিত্যর্থঃ। অনন্তরমিতি তস্য ভূমোপাসকস্য ন পশ্য ইতি তত্রৈব তং প্রতি তদ্বাক্যম্। পশ্যো ধ্যায়ী ভক্তঃ। মৃত্যুরোগদুঃখিতসংসার-ধর্ম্মান্ন পশ্যতি কিন্তু ভূমানমাপদ্য তস্য সর্ব্বং বিশেষং পশ্যতীত্যর্থঃ। অত্র ভূম্নো নির্ব্বিশেষত্বে সর্ব্বশব্দোপাদানং নিরর্থকং স্যাদতঃ সর্ব্বশব্দেন তস্য গুণচরিতানি বোধ্যন্তে। এতদেব ব্যাখ্যাতি সর্ব্বশব্দেনেতি। স্ফুটদ্বৈবিধ্যত্বাৎ প্রকটদ্বৈবিধ্যত্বাদিত্যর্থঃ। ধাপ্রত্যয়স্য দ্বিত্র্যোশ্চধমুঞিতি ধমুঞাদেশঃ ধমুঞন্তাৎ স্বার্থে উদর্শনমিতি উপ্রত্যয়ঃ। ততো দ্বৈবিধ্যত্বাদিতি সিধ্যতি।৩৮॥

উহার উত্তর যথা—"যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাঁহাকে ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলা যাইতে পারে। ভগবত্তত্ত্ব অচিন্ত্য, উহাতে পূর্ব্বোক্তপ্রকার তর্ক উত্থাপিত হইতেই পারে না। তর্কদ্বারা ভগবত্তত্ত্বকে জানা যায় না। উপনিষদ হইতে যে-জ্ঞান জন্মে তদ্দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়।" ছান্দোগ্য উপনিষদে বলিয়াছেন, ভূমা অর্থাৎ বিপুল সুখস্বরূপ শ্রীহরিই জিজ্ঞাস্য।" ঐ ভূমা পুরুষের লক্ষণ কথিত হইতেছে যথা,—"যিনি অনুভূত হইলে অনুভবকারী ব্যক্তি তদন্য কিছুই দেখেন না, শুনেন না, জানেন না, তিনিই ভূমা।" এইস্থলে যিনি ভূমাকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার তদন্যদর্শনাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরে তদ্দর্শীর মৃত্যু প্রভৃতি হেয় দর্শন নিষেধ করিয়া তাঁহার সর্ব্বদর্শকতা বলিতেছেন, "যিনি ভূমাকে দেখিয়াছেন, তিনি মৃত্যু, রোগ ও দুঃখ প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম দেখেন না। তিনি সকলই দেখেন এবং সকলই প্রাপ্ত হন।" এখানে

অথ মিথো বিলক্ষণাস্থ দেশকালভেদেন জায়মানাস্থ বহ্বীষু তাস্থ একস্য পরিকরস্য যুগপৎসান্নিধ্যাসম্ভবাৎ কথং সর্ব্বপ্রকারকদর্শনপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতি তদসম্ভবে বা কথং তাসাং তদ্দেযাগঘটিতানাং নিত্যবিশঙ্কায়াং তদনন্তরমিদং পঠ্যতে—"স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ। শতঞ্চ দশ চৈকঞ্চসহস্রাণি চ বিংশতিঃ" ইতি। অত্র সিদ্ধিঘনাদ্বহূনি রূপাণি তস্য লীলাপ্রেপ্সোরাবির্ভবন্তি। তৈরসৌ তত্র তত্র সংনিদধ্যাদিতি তস্য সর্ব্বত্রৈক্যাত্তদবিচ্ছেদসিদ্ধিরতো ন কাচিদনুপপত্তিঃ ॥৩৯॥

ভগবতি লীলাঃ সাধিতাঃ। অথ তদঙ্গভূতানাং দেশকালপরিকরাণামবিচ্ছেদঃ সাধ্যতে অথেত্যাদিনা। তাসু লীলাসু তদসম্ভবে বেতি তস্য পরিকরস্য তত্তদ্দেশতত্তৎকালসম্বন্ধেন জায়মানাসু লীলাসু যুগপৎ সান্নিধ্যাসম্ভবে-বেত্যর্থঃ। তাসাং তদ্দেযাগঘটিতানামিতি তত্তদ্দেশতত্তৎকালতত্তৎপরিকরসম্বন্ধানামিত্যর্থঃ। তত্র তাবদেকস্য পরিকরস্য যুগপত্তাসু সন্নিধিং প্রতিপাদয়তি। স ইতি। তত্রৈব তদ্বাক্যং স মুক্তো ভূমভক্তঃ। অত্রেতি। সিদ্ধিঃ সত্যসঙ্কল্পতা। লীলাপ্রেপ্সোঃ সর্ব্বা লীলাঃ সাক্ষাচ্চিকীর্ষোঃ। সর্ব্বত্র সর্ব্বাসু লীলাসু। তদবিচ্ছেদসিদ্ধির্নাখিললীলাসু সান্নিধ্যানুপপত্তিঃ। যদ্যপি স এক এবেতি বাক্যং সাধনমুক্তপরং প্রকরণাৎ তথাপ্যুপলক্ষণতয়া কৈমুত্যেন বা নিত্যমুক্তানাং জীবানাং পরাবতারাণাঞ্চ পার্ষদানাং গ্রহণায় ভাবীতি বোধ্যম্ ॥৩৯॥

'সর্ব্ব' শব্দদ্বারা বিবিধ-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট বাল্যাদি-সম্বন্ধীয় লীলাসকল উক্ত হইয়াছে। ঐ লীলা কে দর্শন করে? লীলাঙ্গপরিকর সকলই দর্শন করে। তাঁহারাই যথাধিকার অর্থাৎ স্ব স্ব অধিকারানুসারে ঐ লীলা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থলে বাল্যাদিসম্বন্ধবিশিষ্ট লীলাসকলের পরস্পর বৈলক্ষণ্যহেতু এবং কৈশোরসম্বন্ধবিশিষ্ট লীলাসকলের সংযোগ ও বিয়োগরূপ দ্বৈবিধ্যহেতু লীলার বৈবিধ্য ও বৈচিত্র্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ॥৩৮॥

এইরূপে ভগবানের লীলা সাধিত হইল। অনন্তর লীলাঙ্গভূত দেশ, কাল ও পরিকরগণের অবিচ্ছেদ সাধিত হইতেছে। পরস্পর বিলক্ষণ দেশ ও কালভেদে জায়মান বহুপ্রকার সেই সকল লীলাতে

ঈদৃশলীলাবিশিষ্টমেব স্বরূপং রসশব্দিতং তদবাপ্তস্যৈব পরমানন্দং শ্রুতিরাহ,—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি। সংযোগস্যেব বিয়োগস্যাপি রসত্বেন ভগবদ্রূপত্বাত্তজ্জ্ঞানমপি তদনুভব এবেতি তস্য সার্ব্বদিকসাক্ষাৎকারসিদ্ধিস্তেন তেন চ বিশিষ্টা খলু লীলা নিত্যা। তত্রাদ্যে বহিরন্তে তু হৃদ্যেব সাক্ষাৎকৃতিঃ। ইত্থঞ্চ সার্ব্বদিকসাহিত্যসত্ত্বেঽপি সায়ংবীক্ষাপ্রতিজ্ঞা সাম্প্রতং পরিষ্বঙ্গাভ্যর্থনাদয়ো ব্যবহারাঃ সিদ্ধ্যেয়ুরিতি শ্রুতিতাৎপর্য্যসহায়বানেষ নির্ণয়ঃ। ধাম্নঃ সময়স্য চ ভগবদাত্মকস্য সর্ব্বত্র সান্নিধ্যং বক্ষ্যতে। অলৌকিকেঽচিন্ত্যবস্তুনি তর্কানবতারো ন দূষণমপি তু ভূষণমেব মহিমোন্নাহাৎ ॥৪০॥

রস ইতি তৈত্তিরীয়কে ভগবান্ রসঃ পঞ্চবিধরসাত্মা। অয়ং তদুপাসকঃ। ননু গোচারণাদৌ প্রবৃত্তে ভগবতি নিকেতস্থানাং ভক্তানাং তৎসাক্ষাৎকারাভাব ইতি চেত্তত্র সমাদধদাহ সংযোগস্যেবেতি। তজ্জ্ঞানং বিয়োগজ্ঞানম্। তস্যেতি ভগবতঃ। তেন তেন চেতি সংযোগেন চেত্যর্থঃ। সায়মিতি গোচারণায় গচ্ছতো ভগবতঃ সায়মাগত্য ত্বামহং দ্রক্ষ্যামি দেহি মে সাম্প্রতং পরিষ্বঙ্গমিত্যাবাসস্থিতৈর্ভক্তজনৈঃ সহ ব্যবহারঃ সিধ্যেৎ। সংযোগবিয়োগাত্মনো রসস্যোদয়ঃ মানসে স্যাদিতি ভাবঃ।

সেই সেই পরিকরের একসময়ে সন্নিধানের অসম্ভাবনাহেতু সর্ব্বপ্রকার দর্শন এবং প্রাপ্তিও অসম্ভব হইতেছে। উহা যদি অসম্ভব হইল, তবে তত্তদ্দেশ, তত্তৎকাল ও তত্তৎপরিকরঘটিত লীলার নিত্যত্বেরও অসম্ভাবনা ঘটিবে। ফলতঃ এই আশঙ্কাতেই পরবর্ত্তী শ্রুতিতে বলিতেছেন, "সেই ভগবান্ এক দুই ও তিন ইত্যাদিক্রমে বিংশতিসহস্র অর্থাৎ অসংখ্য রূপ ধারণ করিতে পারেন।" অতএব লীলাভিলাষী ভগবানের সত্যসঙ্কল্পতাজন্য সর্ব্বলীলাদর্শনেচ্ছায় বহুরূপের আবির্ভাব হয় এবং সেই সকলরূপদ্বারা সেই সকল পরিকরসহিত সেই সেই স্থানে স্থিতি হয়। এইরূপ শ্রীভগবানের সকল লীলাতে ঐক্যহেতু সেই সেই পরিকরের সহিত অবিচ্ছেদ অর্থাৎ নিখিল লীলাতেই নৈকট্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহাতে আর কোন অসম্ভাবনা থাকিতেছে না ॥৩৯॥

অত্রাহুঃ,—ননু লীলায়াঃ ক্রিয়াত্বাৎ প্রত্যংশমপ্যারম্ভসমাপ্তিভ্যাং তস্যাঃ সিদ্ধির্বাচ্যাঃ তাভ্যাং বিনা তৎস্বরূপনাশাপত্তিরতঃ কথমসৌ নিত্যেতি চেৎ ॥৪১॥

ননু সন্তু ভগবতি বিচিত্রা লীলাস্তদ্দেশাদিসম্বন্ধাঃ নিত্যাস্তু তা ন স্যুরারম্ভসমাপ্তিমত্ত্বাদিতি তার্কিকাঃ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে নন্বিত্যাদিনা। বিকসিতার্থমেতৎ ॥৪১॥

ঈদৃশ-লীলাবিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপই রসশব্দবাচ্য হন। সেই রসের প্রাপ্তিতে পরমানন্দ জন্মে। শ্রুতিতে ঐ প্রকারই বলিয়াছেন, যথা—"শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ। রসস্বরূপ সেই ভগবান্কে পাইয়াই জীব আনন্দানুভব করেন।" কেহ কেহ ইহার উপরও আবার পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, ভগবান্ গোচারণে প্রবৃত্ত হইলে, নিকেতনস্থিত ভক্তগণের তদ্দর্শনের অভাব শ্রবণ করা যায়, অতএব তাঁহার সর্ব্বত্র সান্নিধ্য কিরূপে স্বীকৃত হইবে? তদুত্তরে এই প্রকার সমাধান করা হয় যে, সংযোগের ন্যায় বিয়োগেরও রসত্ব স্বীকৃত হয়, অতএব বিয়োগও ভগবদ্রূপই। বিয়োগ যদি ভগবদ্রূপই হইল, তবে ঐ বিয়োগের জ্ঞানও শ্রীভগবদনুভবই হইল; বিয়োগে ভগবদনুভব থাকাতেই শ্রীভগবানের সার্ব্বকালিক সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইতেছে। সংযোগবিশিষ্ট এবং বিয়োগবিশিষ্ট লীলায় একই ভগবানের অনুভবদ্বারা উভয় লীলাকে ধরিয়া লীলার নিত্যত্বও সিদ্ধ হইতেছে। বিয়োগে ভগবদনুভব অনুভবসিদ্ধ। সংযোগে বাহ্যসাক্ষাৎকার এবং বিয়োগে আন্তর সাক্ষাৎকার এইমাত্র প্রভেদ। অতএব সার্ব্বকালিক সান্নিধ্যসত্ত্বেও গোচারণার্থ গমনকালে শ্রীভগবান্ যে গোপীদিগকে "আমি এখন চলিলাম, সায়ংকালে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকার হইবে, সম্প্রতি আলিঙ্গন প্রদান কর," ইত্যাদি বলিতেন, তাহাও সঙ্গত হইতেছে। ভগবল্লীলায় ধাম এবং সময় প্রভৃতি সকলই ভগবদাত্মক। অতএব উহাদের সর্ব্বত্র সান্নিধ্য কোনরূপেই অসম্ভব হইতে পারে না। একই বস্তুর সর্ব্বরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে; কারণ ভগবদ্দর্শনও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। অলৌকিক ও অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের অবতারণা হইতেই পারে না। উহা তাঁহার পক্ষে দোষেরও নহে, কারণ তদ্দ্বারা তাঁহার মহিমাই উপলক্ষিত হয় ॥৪০॥

অত্রোচ্যতে,—ভগবতি সদৈবাকারানন্ত্যাৎ প্রকাশানন্ত্যাল্লীলানন্ত্যাদনন্তব্রহ্মাণ্ডানন্তবৈকুণ্ঠগতানাং তত্তল্লীলাস্থানানাং তত্তৎপার্ষদানাঞ্চ ব্যক্তিপ্রকাশানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বং তস্যাঃ। তত্তদাকারপ্রকাশগতয়োস্তত্তদারম্ভসমাপ্ত্যোঃ সত্যোরপ্যেকত্রৈকত্র তত্তৎক্রিয়াংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রাপ্যারব্ধাঃ স্যুরিত্যেবং তস্মিংস্তদবিচ্ছেদাম্নিত্যৈব সেতি তত্র ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যেন ক্বচিদৈক্যরূপ্যেণারম্ভঃ বিশেষণানাং ভেদাসংভেদাচ্চ ॥৪২॥

সমাদধাতি ভগবতীত্যাদিনা ভগবত্যাকারানন্ত্যম্ একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাত্যেকানেকস্বরূপায়েত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। "লীলানন্ত্যম্" "জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মে হি সহস্রশঃ। ন শক্যন্তে নু সংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। "ব্রহ্মাণ্ডানন্ত্যম্" অণ্ডানান্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ। তাদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটি শতানি চ" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ (বিষ্ণু পুরাণে ২।২৭)। "বৈকুণ্ঠানন্ত্যঞ্চ", "তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি" ইতি শ্রুতেঃ। "পার্ষদানন্ত্যঞ্চ, "স একশ্চ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এবং ভগবদ্রূপাদীনামানন্ত্যমাপাদ্য লীলানিত্যত্বার্থমবিচ্ছেদং তস্যাঃ সমর্থয়তি তত্তদাকারেতি। একত্রৈকত্রেত্যেকৈকস্মিন্ প্রকাশে অন্যত্রান্যত্রেত্যন্যস্মিন্ প্রকাশে ইত্যর্থঃ। তদবিচ্ছেদাৎ ক্রিয়াবিচ্ছেদবিরহাদিত্যর্থঃ। ক্বচিদিতি ক্বচিন্মাতুরঙ্কে স্থিতিঃ ক্বচিত্তু স্বর্ণপীঠে নিবিষ্টো হৈয়ঙ্গবীনমত্তি হসতি চেতি বিশেষণয়োর্ভেদো ভাব্যঃ ॥৪২॥

পূর্ব্বপক্ষী কিন্তু ইহাতেও নিরস্ত হন না। তাঁহারা বলেন, ভগবানে বিচিত্র লীলা সাধিত হইতে পারিলেও আরম্ভ ও সমাপ্তিদ্বারা উহার নিত্যত্ব সাধিত হইতে পারে না। লীলা ক্রিয়াবিশেষ। ক্রিয়ামাত্রেরই আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে। আরম্ভ ও সমাপ্তি ব্যতীত লীলাই সিদ্ধ হইতে পারে না, এবং তজ্জন্য তৎস্বীকারে লীলার নিত্যতা অসিদ্ধ হইয়া উঠে ॥৪১॥

তদুত্তরে এইপ্রকার সমাধান করা হইয়া থাকে,—শ্রীভগবানের আকারের আনন্ত্য, প্রকাশের আনন্ত্য, লীলার আনন্ত্য, অনন্ত বৈকুণ্ঠগত ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত, লীলাস্থানের আনন্ত্য এবং সেই সেই লীলার অঙ্গভূত পার্ষদগণের আনন্ত্যহেতুও লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই আকার ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ এবং সমাপ্তিসত্ত্বেও এক এক প্রকাশভেদে আরব্ধ লীলার সমাপ্তি হইতে হইতেই অন্যত্র তদ্রূপ লীলার আরম্ভ হয় বলিয়াই লীলার অবিচ্ছেদ

নন্বস্ত্ববিচ্ছেদঃ কথং সা বর্ত্তত ইত্যুচ্যতে পৃথগারম্ভাদিবৈরসেতি চেৎ? উচ্যতে,—কালভেদেনোদিতানামপি তুল্যরূপাণাং ক্রিয়াণামৈক্যং, যথা পরেষামপি দ্বির্গোশব্দোঽয়মুচ্চারিতো, ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতিনিশ্চিতং শব্দৈকত্বং, যথা দ্বিঃ পাকোঽনেন কৃতো, নতু দ্বৌ পাকাবিতি ক্রিয়ৈক্যঞ্চ তথৈতৎ প্রত্যেতব্যম্। অতএবমাহ শ্রুতিঃ, "যদ্‌গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইতি, "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদয়ান্তরাত্মা" ইতি চ, স্মৃতিশ্চ (গীঃ ৪।৯) "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন" ইতি। ঈদৃশাবগতিস্ত্বতিরহস্যা ভগবদনুগ্রহৈকসাধ্যেতি, (ভাঃ ২।৯।৩১) "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ" ইতি তদুক্তেঃ ॥৪৩॥

লীলাঙ্গানাং দেশকালপরিকরাণামৈক্যং প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। অথ সমানরূপাণাং তাসাং পৃথগুদিতমপ্যৈক্যং প্রতিপাদ্যতে। আশঙ্কতে নন্বস্ত্বিতি। অত্র শাব্দিকসম্মতং দৃষ্টান্তযুগলমাহ যথেতি। পরেষাং মায়িনাম্। তে হি শব্দ ইতি সূত্রে উপচর্য্যমাণেনৈবং বিমমৃশুঃ। যদ্‌গতমিতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে। ব্রহ্মনিষ্ঠং গুণকর্ম্মলক্ষণমর্থজাতং নিত্যং গতভবদ্ভবিষ্যচ্ছব্দৈস্তস্য ত্রৈকালিকস্থিতিনিবেদনাৎ। এক ইতি পিপ্পলাদশাখায়ামাথর্ব্বণিকাঃ পঠন্তি। জন্মেতি শ্রীগীতাসু। দিব্যমপ্রাকৃতং মৎস্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ তদ্বেত্তুর্মোক্ষোক্তেঃ। ঈদৃশাবগতিঃ কর্ম্মণামপি ভগবত্ত্ববোধঃ। যাবানিতি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মাণং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্। যাবান্ যৎপরিমাণঃ মধ্যমত্বেঽপি বিভুত্বলক্ষণঃ। যথাভাবো যাদৃশসত্তাকঃ যাদৃশস্বভাবো যাদৃশপার্ষদশ্চ 'ভাবঃ সত্তা স্বভাব ইত্যাদিমেদিনীকরকোষাৎ।' স্ফুটমন্যৎ ॥৪৩॥

ঘটিতেছে। লীলা ক্রিয়া হইলেও ঐ ক্রিয়ার বিচ্ছেদ নাই। যাহার বিচ্ছেদ নাই, তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব হয় না। কোথাও বা একরূপেই লীলা আরম্ভ হয়, কোথাও বা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যই হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ। বিশেষণের ভেদাভেদেই ক্রিয়ারও প্রকারভেদ বা প্রকারাভেদ ঘটে ॥৪২॥

পূর্ব্বপক্ষী বলেন, লীলার অবিচ্ছেদ সিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বাপর উভয় লীলার একত্ব থাকে কিরূপে? পৃথক্

কিঞ্চ "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি" ইত্যত্রৈকস্যৈব পার্ষদস্য যুগপৎ সর্ব্বলীলাকর্ম্মকদর্শনপ্রাপ্ত্যোঃ প্রতিপাদনাৎ ভগবদ্রূপস্তত্র কালস্তদ্রূপরবিচন্দ্রাদ্যুদয়াস্তমনসিদ্ধদিবারাত্রিমাত্রতয়া তদিষ্টতত্তল্লীলানুগুণ্যবান্ প্রচকাস্তি ন ত্বয়নবৎসরাদিরূপতাং ভজতি তাবতৈব তত্তল্লীলারসনিষ্পত্তের্যুগপৎ সর্ব্বর্ত্তূদয়সত্ত্বাচ্চ। তদনুগুণভেদৈরেব তদংশাবির্ভাবতিরোভাবৌ স্যাতাম্। এবমভিপ্রেত্যৈব

ধাম্নঃ সময়স্য চ ভগবদাত্মকস্য সর্ব্বত্রাসান্নিধ্যং বক্ষ্যতি ইতি যৎ পূর্ব্বমুক্তং তদিদানীং প্রতিপাদয়তি। কিঞ্চ ন পশ্য ইত্যাদিনা।। ভগবন্নিত্যধামস্থো

আরম্ভ প্রভৃতি দ্বারা লীলারও পার্থক্য উক্ত হউক। উত্তরপক্ষ এইরূপ —যেরূপ কালভেদে কথিত হইলেও তুল্যরূপ ক্রিয়াসমূহের একত্ব স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ লীলাসমূহের একত্ব জানিতে হইবে; অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এক গোশব্দ দুইবার গোঃ গোঃ বলিয়া উচ্চারণ করিলে, দুইবার গোশব্দ উচ্চারিত হইল বলা ভিন্ন কেহই দুইটি 'গো' শব্দ উচ্চারিত হইল এইরূপ বলেন না, যেহেতু ঐস্থানে দুইটি উচ্চারণে দুইটি গোঃ গোঃ শব্দের একত্ব নিশ্চিত হইতেছে। এইরূপে ঐ ব্যক্তি দুই পাক করিয়াছে, বলিলে, একই পাকক্রিয়ার বারদ্বয় করণ ভিন্ন পাকদ্বয় বোধিত হয় না, যেহেতু ঐ স্থানে পাকক্রিয়ার একত্ব নিশ্চিত হইতেছে। এই কারণে শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, "ব্রহ্মগত গুণরূপ ও কর্ম্মরূপ সমস্ত বিষয়ই নিত্য, কারণ, উহারা ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালেই আছে।" "একমাত্র সেই ভগবান্ নিত্যলীলানুরক্ত, ভক্তব্যাপক ও ভক্তগণের হৃদয়ে সাক্ষাৎ বিরাজ করিয়া থাকেন।" স্মৃতিতেও বলিয়া থাকেন, "আমার জন্ম ও কর্ম্মসকল অলৌকিক, ইহা যিনি স্থির জানেন, তিনি দেহত্যাগের পর আমাকে লাভ করেন।" ঈশ্বরের গতি অতীব রহস্যভূত, অতএব তাঁহারই অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহই উহা বুঝিতে পারেন না। ভগবান্ স্বয়ংই এইরূপ কথা বলিয়াছেন,—"আমার পরিমাণ যেরূপ, স্বভাব যাদৃশ এবং পার্ষদসকল যে প্রকার, তাহার যথার্থ তত্ত্ব আমার অনুগ্রহভিন্ন কেহই জানিতে সমর্থ হন না। অতএব আমার অনুগ্রহে তোমার ঐ জ্ঞান লাভ হউক" ॥৪৩॥

স্মর্য্যতে—(ব্রঃ সংঃ ৫।৫৬) "স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি-বিরলচারাঃ কতিপয়ে" ইতি। এবং ধাম্নোঽপি তদ্রূপস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। তদুক্তং বৃদ্ধৈঃ- "অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বান্নাত্র কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটম্" ইতি। প্রাকৃতে-ভ্যোঽন্যে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ "লীলাস্থৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব" ইতি চ ॥৪৪॥

ভগবদ্রূপঃ কালো জড়াৎ কালাদ্ভিন্নঃ। যুগপৎ ক্রমিকবহুক্রিয়ানিবর্ত্তকত্বাদ্-ভগবদ্বৎ। জড়াত্মা কালঃ খলু ক্রমাদেকস্য বহুক্রিয়া নিবর্ত্তয়তি ভগবদ্রূপঃ কালস্তু যুগপদিতি তদ্ভিন্নঃ স ইত্যর্থঃ। তদ্রূপেতি ভগবদ্রূপেত্যর্থঃ। তদিচ্ছেতি ভগবদীপ্সিততৎক্রিয়ানিবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। তাবতেতি। দিবসরাত্রিমাত্রেণ কালে-নেত্যর্থঃ। তদনুগুণতয়েতি লীলানুকূলতয়ৈব কালাবয়বানামাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। স যত্রেতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। নিমেষার্দ্ধেতি। প্রভাতসঙ্গবমধ্যাহ্নাদীনাং কালাবয়বেষু স্থিতত্বাদিতি ভাবঃ। শ্বেতদ্বীপেতি মায়ামালিন্যবিরহাৎ শ্বেতম-ত্যুজ্জ্বলম্। অত্যুচ্চস্থিতত্বাত্তু দ্বীপম্। নত্বনিরুদ্ধদেবস্য ক্ষীরাব্ধিগতং ধাম ইহেত্যাত্যুক্তেঃ। এবমিতি। তদ্রূপস্য ভগবদাত্মকস্য। যদিতি। বৃদ্ধৈঃ শ্রীরূপ-চরণৈঃ। লীলাস্থৈঃ প্রকটলীলাবর্ত্তিভিঃ। প্রাকৃতা ইব প্রসিদ্ধচন্দ্রাদিতুল্যা ইব ন তু প্রাকৃতা ইত্যর্থঃ ॥৪৪॥

আরও পূর্ব্বত্র "লীলাদিদর্শন কর্ত্তার মৃত্যু হয় না" ইত্যাদি স্থলে একই পার্ষদের এককালীন সকল লীলা দর্শন ও তৎপ্রাপ্তির প্রতি-পাদনদ্বারা শ্রীভগবানের নিত্যধামস্থ কাল, ভগবদ্রূপ অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপভূত, প্রাকৃত কাল নহে, ইহাই বলা হইয়াছে, কারণ এক কালে ক্রমপ্রাপ্ত বহুক্রিয়ার নিষ্পত্তি প্রাকৃত কাল দ্বারা হইতে পারে না। প্রাকৃত কাল ক্রমান্বয়ে পর পর বহুক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। ভগবদ্রূপ অপ্রাকৃত কাল যুগপৎ বহুক্রিয়া সম্পন্ন করে। অতএব প্রাকৃত কাল ও নিত্যধামের কাল ভিন্ন। সেখানকার চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি যাঁহাদের উদয়াস্ত দ্বারা কালের নির্ণয় হয়, তাঁহারা শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীভগবান্ নিজ লীলার আনুকূল্য বিধানার্থ নিজেই তত্তদ্রূপ ধারণপূর্ব্বক কালের বিভাগ করিয়া থাকেন। এইরূপে

অতএব দেবর্ষিণা বহুভিরহোভির্ভাব্যলীলা একেনৈবাহ্না দৃষ্ট ইতি শুকো নিরূপয়ামাস,—"নরকং নিহতং শ্রুত্বা তথোদ্বাহঞ্চ যোষিতাম্" ইত্যাদিনা। ন চ বহুভিরহোভিস্তেন তা দৃষ্টা ইতি বাচ্যম্, তথা সতি যোগমায়ামহোদয়েক্ষণহেতুতদ্বিস্ময়ানুপপত্তেঃ ॥৪৫॥

উক্তং পুষ্ণন্নাহ অত এবেতি। ভগবদাত্মককালসাচিব্যাদেবেত্যর্থঃ। একেনৈবেতি প্রভাতসঙ্গবাদিবপুষাবিভূ'তেন কালেন তত্তৎকালিক্যো লীলা দিবসেনৈবৈকেন দৃষ্টা ইত্যর্থঃ ॥৪৫॥

কাল বিভাগ হইলেও সেখানে কালের অয়নবৎসরাদিরূপতা নাই। কারণ, তথায় দিবা-রাত্রিরূপ কালে ভগবদিচ্ছানুসারে এক কালেই সকল ঋতুর আবির্ভাব হয়, এবং তদনুরূপ লীলা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঐরূপ তথায় লীলানুগুণ কালাংশের আবির্ভাব এবং তিরোভাবও ঘটিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—"যেখানে সুরভিগণের স্তননিঃসৃত ক্ষীর হইতে ক্ষীরসমুদ্র পূরিত হইতেছে, যেখানে নিমেষার্দ্ধ কালও গমন করিতে পারে না, তত্রত্য মায়াস্পর্শপরিশূন্য অত্যল্প ব্যক্তির নিকট গোলোক বলিয়া বিখ্যাত শ্বেতদ্বীপকে আশ্রয় করি।" কালের ন্যায় ধামাদিও ভগবদ্রূপই। তদ্বিষয়ে বৃদ্ধসম্মতিও দৃষ্ট হয়, যথা—শ্রীভগবানের প্রিয়বর্গের ধামসকলেরও তত্তৎস্থলীয় কালাদির প্রভাব অচিন্ত্য, অতএব তদ্বিষয়ে কিছুই দুর্ঘট নহে। ভগবদ্ধামে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহসকল অপ্রাকৃত হইয়াও লীলাস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রাকৃতের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে।৪৪॥

এই নিমিত্তই দেবর্ষি নারদ বহুদিবসসাধ্যলীলা এক দিনেই দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রভাতসঙ্গব ও মধ্যাহ্নাদিরূপ কালাবয়বদ্বারা করণীয় সেই সেই লীলা এক দিবসেই দেখিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, নরকাসুরের মৃত্যুর পর তৎকর্ত্তৃক আনীতা ষোড়শ সহস্র কন্যা শ্রীভগবান্ বিবাহ করিবেন শুনিয়া দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় আগমন করেন এবং এক শ্রীকৃষ্ণ প্রতিগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হন। দেবর্ষি বহুদিনেই ঐ লীলা দর্শন করিয়াছিলেন, এরূপও বলা যায় না, যেহেতু যোগমায়ার

প্রাকৃতাঃ সূর্য্যাদয়ো জড়াত্মা কালশ্চ তত্র ন সন্তি—"ন তত্র চন্দ্রার্কবপুঃ প্রকাশতে ন বান্তি বাতা ন চ যান্তি দেবতাঃ। যত্র দেবঃ ক্রতুভির্ভূতভাবনঃ স্বয়ং বিভূত্যা বিরজঃ প্রকাশতে।" "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ," "মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্যাবেদ যত্র সঃ" (ভাঃ ২।২।১৭) "ন যত্র কালোঽনিমিষাংপরঃ প্রভুঃ। কুতোঽন্নু দেবা জগতাং য ঈশিরে"॥ "কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। অতএব ন তত্রত্যানাং কালিকো বিশেষঃ॥৪৬॥

নন্ জড়াৎ কালাদন্যো ভগবদাত্মা কালঃ নিত্যধাম্নি লীলাসিদ্ধিকৃদস্তীতি নাঙ্গীকর্ত্তুং শক্যতে প্রমাণাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ প্রাকৃতা ইত্যাদি। ন তত্রেতি শ্রুতৌ। তত্র নিত্যধাম্নি দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ পরমাত্মা ক্রতুভিঃ সংকল্পৈরেব ভূতভাবনঃ। স্বাত্মককালসিদ্ধাভির্ব্বিচিত্রাভির্লীলাভিঃ স্বভক্তানাং পালক ইত্যর্থঃ। ন তত্রেত্যগূঢ়ার্থম্। মৃত্যুর্যস্যেতি কঠবল্ল্যাম্। মৃত্যুঃ সর্ব্বগ্রাসী কালাংশঃ যস্য বিশ্বোদনভক্ষকস্যোপসেচনং দধ্যাদিত্যর্থঃ। ন যত্রেতি শ্রীভাগবতে। অনিমিষাং ব্রহ্মাদিদেবানাং পরো নিয়ন্তা কালো যত্র ন প্রভুস্তত্রনিয়ন্তৃনিয়ম্যা দেবাঃ কুতঃ প্রভব ইত্যর্থঃ। কালেতি শ্রীবৈষ্ণবে। অত এবেতি। তত্রত্যানাং তল্লোকনিবাসিনাং কালিকো বিশেষো জরামরণাদি-লক্ষণাবস্থা নাস্তি। বিশেষঃ কালিকোঽবস্থা ইত্যমরঃ। নিত্য ধাম্নি জড় এব কালঃ কিন্তু তস্য প্রভাবো নাস্তি। ন যত্রেত্যাদিস্থলে চৈবমেবার্থবগমাৎ। ততোঽস্মিন্ প্রমাণালাভাচ্চেত্যোকে বদন্তি॥৪৬॥

প্রভাব দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি অসঙ্গত হইয়া পড়ে॥৪৫॥

নিত্যধামে প্রাকৃত কাল নাই, ইহার প্রমাণও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, "সেই ভগবদ্ধামে প্রাকৃত চন্দ্র-সূর্য্যের প্রকাশ নাই, প্রাকৃত বায়ু বহন করে না, প্রাকৃত দেবতাদিগের গতি-বিধি নাই। সেখানে শ্রীভগবান্ নির্ম্মলরূপে নিজ বিভূতিসহ প্রকাশিত আছেন।" অতএব ভগবদ্ধামবাসীদিগের কালকৃত জরা-মরণাদিও কখনও থাকা সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—ব্রহ্মাদি দেবতারও নিয়ন্তা কাল যেখানে নিজ প্রতাপ প্রকাশ করিতে পারে না, সেখানে অন্য দেবতা কি করিবেন?॥৪৬॥

তদেবং বাল্যাদীনি হরের্নিত্যানি তৈঃ সম্বন্ধাস্তাস্তা লীলা নিত্যাঃ সর্ব্বৈঃ পার্ষদৈর্যথাধিকারং সর্ব্বাশ্চানুভাব্যা ইতি। তদিদং চোক্তং সূত্রাভ্যাম্ "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্," "সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে" ইতি। তথৈব ভাষিতঞ্চ ॥৪৭॥

ইদন্তু বোধ্যম্‌।—"স্বরূপেণ চিচ্ছক্ত্যা চ কৃতা লীলা সনাতনী। তেন প্রকৃতিকালাভ্যাং চ কৃতা তু কাদাচিৎকী॥" সা চ সর্গাদি-

---

প্রকরণার্থং নিগময়তি তদেবমিতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণেত্যর্থঃ। অত্র পরমর্ষিনির্ণয়মাহ তদিদঞ্চোক্তমিতি। ব্যাপ্তেশ্চেত্যস্যার্থঃ। শ্রীগোপালোপনিষদি শ্রীরামোপনিষদি চ ভগবতো বাল্যাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রুতাস্তে ধ্যেয়া ন বেতি সন্দেহে তে বিগ্রহে ভগবতি ন্যূনাধিকভাবাপত্তেরৈকরস্যবাক্যব্যাকোপাত্তৈর্ধ্যেয়া নেতি প্রাপ্তে বাল্যাদিধর্ম্মিণস্তস্য ব্যাপ্তের্বিভুত্বাত্তৈস্তত্র তদ্ভাবাভাবাচ্চ তেষাং ধ্যানং সমঞ্জসমেবেত্যর্থঃ। নন্থ বাল্যাদিকর্ম্মাণ্যারম্ভসমাপ্তিমত্ত্বেনানিত্যানি বিদিতানি অতঃ কিং তেষাং ধ্যানেনেতি চেত্তত্রাহ। যে হরিতজ্জনাস্তৎকর্ম্মাংশা বা পূর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি কালে বা অভূবন্ তত্র বা ইমে অন্যত্র উত্তরস্মিন্ কর্ম্মণি কালে বা ভবেয়ুরিত্যঙ্গীকার্য্যং কুতঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বোত্তরকর্ম্মবর্ত্তিনাং হরিতজ্জনানাং পূর্ব্বোত্তরকালবর্ত্তিনাং তৎকর্ম্মাংশানাঞ্চ ভেদবিরহাদিত্যর্থঃ। তথাচ তেষাং তেষাং পূর্ব্বোত্তরস্থিতত্ত্বেন নিত্যত্বাৎ সমঞ্জসং ধ্যানমিতি। বিশেষস্তু ভাষ্যে দৃশ্যম ॥৪৭॥

এইরূপে শ্রীহরির বাল্যাদিধর্ম্ম সকল নিত্য, ঐ সকল ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট তত্তল্লীলাও নিত্য, এবং সমুদয় পার্ষদকর্ত্তৃক অধিকারানুসারে ঐ সকল লীলা অনুভবযোগ্য, ইহা উক্ত হইল। ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্তসূত্রেও এই প্রকারই বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম বিভু বস্তু। তিনি বাল্যাদিধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও ব্যাপক। তাঁহার বাল্যাদিভাবেও ন্যূনাধিক্য ভাবপ্রকাশ পায় না। অতএব সকলেরই সামঞ্জস্য হইতেছে, অর্থাৎ শ্রীভগবানের বাল্যে কৈশোরধর্ম্ম এবং কৈশোরে বাল্যধর্ম্ম প্রভৃতি ব্যাপ্তিহেতু সর্ব্বত্রই ভগবদ্ধর্ম্মগণের সামঞ্জস্য হইতেছে।" যে হরি, তৎপরিকর বা তৎকর্ম্মাংশসকল পূর্ব্বকর্ম্মে বা পূর্ব্বকালে থাকেন, তাঁহারাই উত্তরকর্ম্মে বা উত্তরকালেও থাকেন। কারণ, তাঁহাদের ভেদ নাই" ॥৪৭॥

দৈত্যবধাদিরূপৈব স্যাৎ। ইতরথা প্রাকৃতিকলয়োক্তিব্যাকোপঃ। নন্নু তল্লয়ে প্রপঞ্চমাত্রবিনাশাত্তদ্গোচরায়াঃ প্রকটায়া নিত্যত্বং কথমিতি চেন্ন, তদ্গোচরতায়া বিনাশেঽপি তদ্ব্যক্তেরবিনাশাৎ। "শিখী ধ্বস্ত" ইতিবৎ। সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি হি ন্যায়বিদাং স্থিতিঃ ॥৪৮॥

তদেবমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যৌদার্য্যাদিগুণরত্নাকরস্য নিত্যধামাদেঃ পুরুষোত্তমস্য পূর্ণাবির্ভাবে স্বয়ং ভগবচ্ছব্দিতস্যাপূর্ণাবির্ভাবে তু

লীলাসু কঞ্চিদ্বিশেষমাহ ইদন্ত্বিতি। কৃতেতি নিত্যে ধাম্নীতি বোধ্যম্। তেনেতি স্বরূপেণ। কৃতা ত্বিতি প্রপঞ্চে ইতি জ্ঞেয়ম্। কাদাচিৎক্যনিত্যা। ইতরথা সর্গাদিলীলানাং নিত্যত্বাঙ্গীকারে। নন্নু তল্লয়ে ইতি। "অনন্তানি তবোক্তানি ব্রহ্মাণ্ডানি ময়া পুরা সর্ব্বাণি তানি সংহৃত্য সমকালং জগৎপতিঃ। প্রকৃতৌ তিষ্ঠতি তদা সা রাত্রিস্তস্য কীর্ত্তিতা" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মাৎ। তদ্গোচরায়াঃ প্রপঞ্চগতায়াঃ। তদ্গোচরতায়া ইতি প্রপঞ্চবর্ত্তিতস্য বিশেষণঞ্চেত্যর্থঃ। তদ্ব্যক্তেঃ লীলারূপস্য বিশেষ্যস্যেত্যর্থঃ। শিখীতি শিখায়াং ধ্বস্তায়াং যথা বিপ্রস্য ন ধ্বংসস্তদ্বৎ। বিদ্বন্নির্ণয়োঽত্র প্রমাণমিত্যাহ সবিশেষণ ইতি ॥৪৮॥

এক্ষণে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ স্বীয় বিভূতিদ্বারা নিত্যধামে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। আর তিনি প্রকৃতি-শক্তি এবং প্রাকৃত কালশক্তিদ্বারা প্রপঞ্চে যে লীলা করেন, তাহা অনিত্য। সৃষ্টিলীলা ও দৈত্যবধাদিলীলাকেও ঐরূপ জানিতে হইবে। প্রাপঞ্চিক লীলার নিত্যত্ব স্বীকার করিলে প্রপঞ্চের প্রাকৃতিক লয় অসম্ভব হইয়া উঠে। ব্রহ্মাণ্ডের লয় সর্ব্বত্রই উক্ত আছে। যদি বল, প্রপঞ্চগত দৈত্যবধাদি ভিন্ন প্রকট লীলার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রপঞ্চের লয় স্বীকার করিলে, ঐ প্রকটলীলার নিত্যত্ব কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহার উত্তর এই,- প্রপঞ্চ বিশেষণযুক্ত লীলার নাশ স্বীকার করিলেও লীলারূপ বিশেষ্যের নাশ হয় না, বিশেষণেরই নাশ হয়, অর্থাৎ প্রপঞ্চ সম্বন্ধেরই নাশ হয়, কিন্তু লীলার নাশ হয় না। শিখাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে শিখী বলা হয়। ঐ শিখারূপ বিশেষণের নাশে শিখী ব্রাহ্মণের নাশ হয় না। বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুতে যে বিধি ও নিষেধ তাহা বিশেষণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, বিশেষ্যকে আশ্রয় করে না, ইহাই ন্যায়বিদ্গণের সিদ্ধান্ত ॥৪৮॥

বিলাসাংশাদিশব্দবোধ্যস্ত তত্তৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবিষয়তয়া দ্বিবিধেন জ্ঞানেন জায়মানা বিধিপ্রবৃত্তা রুচিপ্রবৃত্তা চেতি দ্বিধাভক্তিঃ সাধনরূপা সাধ্যরূপা চ সৈবাত্যন্তিকয়োস্তয়োঃ সিদ্ধিহেতুঃ। তদিচ্ছয়ৈব তস্যাং তস্যাং তে তে জীবাঃ প্রবর্ত্তন্তে তেষূত্তরে শ্রেষ্ঠা

মহাপ্রকরণমুপসংহরতি তদেবমিতি প্রকটার্থম্। তয়োরিতি সুখপ্রাপ্তি-দুঃখপরিহারয়োরাত্যন্তিকয়োরিত্যর্থঃ। তদিচ্ছয়া পুরুষোত্তমেচ্ছয়া। উত্তরে রুচিভক্তাঃ। ছন্দত ইত্যস্যার্থঃ। বিধিভক্তিশ্চ রুচিভক্তিশ্চাত্র ভগবৎপ্রাপিকা শ্রূয়তে। তত্র কা তৎপ্রাপ্তিকরীত্যনিশ্চয়াত্তত্র তত্র প্রবৃত্তেরসম্ভব ইতি প্রাপ্তে ছন্দত ইতি। পূর্ব্বতো নেত্যনুবর্ত্ততে। ছন্দতস্তাদৃশসৎসঙ্গানুযায়িভগবৎ-সঙ্কল্পাদুভয়োর্ভক্ত্যোস্তৎসঙ্গিনাং তৎসঙ্কল্পানুগতা প্রবৃত্তিঃ স্যাদেবেতি ন প্রবৃত্ত্য-সম্ভবঃ। কুতঃ। উভয়বিধশ্রুত্যনুরোধাদিত্যর্থঃ। গতেরিতি। এবং স্বীকারে গতেস্তৎ প্রাপ্তেরুভয়থার্থবত্ত্বে সতি। বিধিভক্তিস্ফুরিততদৈশ্চর্য্যেণ রুচিভক্তি-

---

অতঃপর মহাপ্রকরণার্থের উপসংহার করিতেছেন। ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি-গুণরত্নাকর নিত্যধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তমের পূর্ণাবির্ভাবে স্বয়ং ভগবানের এবং অপূর্ণাবির্ভাবে বিলাসের ও অংশাদির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যবিষয়ক দ্বিবিধ জ্ঞানদ্বারা জায়মানা সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা বিধিভক্তি এবং রুচিভক্তিই আত্যন্তিক দুঃখপরিহার ও আত্যন্তিক সুখলাভের উপায়। শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের ইচ্ছানুসারে জীবসমূহ এই দুই ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তন্মধ্যে রুচিভক্তি যে শ্রেষ্ঠা ইহা দর্শিত হইল। ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন— "শ্রীভগবানের ইচ্ছাবশতঃ উভয় প্রকার বিধানই হইয়াছে। জীবগণের বিধিভক্তি ও রুচিভক্তি উভয়েই বিশ্বাস থাকায় প্রবৃত্তির অসম্ভাবনা নাই। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়বিধ ভক্তিরই পোষক প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তদনুরোধে উভয়বিধ ভক্তিরই প্রবৃত্তি। অনাদিসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য এই উভয়বিধ ভগবদ্গুণের উপাসনা ভগবন্নিত্যপার্যদবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বদ্ধসাধক পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। এই কারণে ভক্তিরসিক শ্রীহরি জাগতিক জীবগণের যাদৃচ্ছিক সৎ-প্রসঙ্গ হইলে গুরূপদেশানুরূপ উপাসনায় নিজগুণে ঐ সকল জীবকে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারাও উপদিষ্ট পথানুসারে তাঁহার

ইতি দর্শিতং ভগবতা সূত্রকারেণ— "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ", "গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ," "উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ" ইত্যত্র। এবমেব চ নিরূপিতং ভাষ্যে। তথাচ পূর্ব্বোদিতং সর্ব্বং সুস্থিরম্ ॥৪৯॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে ভগবদৈশ্বর্য্যনির্ণয়ো নাম দ্বিতীয়পাদঃ ॥২॥

স্ফুরিততন্মাধুর্য্যেণ চ ফলিতমিত্যর্থঃ। অন্যথা বিধিরুচিভক্তিপ্রতিপাদিকয়োঃ শ্রুত্যোর্বিরোধে মিথো ব্যাঘাতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। উপপন্ন ইতি। বিধিভক্ত্যনুষ্ঠায়ী শ্রেষ্ঠো রুচিভক্ত্যনুষ্ঠায়ী বেতি সংশয়ে বিধিনিরতত্বাদাদ্যঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রাপ্তে অন্ত্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুপপন্নঃ। কুতঃ তত্তাদৃশস্বভক্তনিরতত্বং লক্ষণং যস্য স চাসাবর্থশ্চ

ইচ্ছার অনুকূলে কার্য্য করিয়া থাকেন। ভক্তানুগ্রহানুসারেই প্রবৃত্তি হয় বলিয়া ভগবানে বৈষম্যাদির অপ্রসঙ্গ বুঝিতে হইবে॥" উক্ত উভয়বিধ ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উভয়বিধ ভক্তিরই সিদ্ধি হইতেছে। তারতম্য থাকিলেও প্রাপ্তির সম্বন্ধে ঐরূপই বুঝিতে হইবে। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই শ্রীভগবানের গুণ। বিধিভক্তিদ্বারা ঐশ্বর্য্যাত্মক ভগবানের প্রাপ্তি এবং রুচিভক্তির সাহায্যে মাধুর্য্যাত্মক ভগবান্ লব্ধ হন। উভয় প্রাপ্তিতেই ভগবৎ-কর্ম্মতা থাকে বলিয়া উভয়ই সার্থক হইতেছে।" ইহার অস্বীকারে উভয়বিধ শাস্ত্রবাক্যের ব্যর্থতা ঘটে॥" "কিন্তু রুচিমার্গে হরিভজন-কারী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ; কারণ, মাধুর্য্য গুণকরুচিভক্তৈকরতত্বলক্ষণ স্বয়ং পুরুষোত্তমই উক্ত ভক্তির গ্রাহ্য। উক্ত ভক্তিদ্বারা তাদৃশ পুরুষোত্তম স্বাধীনভাবে প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে লৌকিক প্রমাণও দৃষ্ট হয়। তদেকহিতনিপুণ ব্যক্তি স্বজনানুবৃত্তিরসিক রাজাকে স্ববশে আনয়ন করিয়া যেরূপ প্রশংসার পাত্র হন, রুচিভক্তও তদ্রূপ শ্রীভগবানের-অনুবর্ত্তন দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়া প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরের এই পারতন্ত্র্য দোষাবহ নহে। ভক্তের প্রতি স্নেহ তাঁহার একটি প্রধান গুণ। পুরুষোত্তম স্বয়ং প্রীতিরসিক। তিনি স্বেচ্ছায় স্বানুরক্তভক্তসকলে স্বমাধুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক তদ্দত্ত উপহার স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের প্রীতিদ্বারা পরিক্রীত হইয়া স্বানুভবনিমিত্ত

রুচিভক্তিবিষয়ো যশোদাত্মজো ভগবান্ তস্যোপলব্ধেঃ স্বাধীনত্বেন লাভাদিত্যর্থঃ। লোকবৎ লোকে যথা নৃপানুবৃত্তিনিপুণস্তং বশয়ন্ প্রশস্যতে তদ্বৎ ॥৪৯॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্য শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাং
দ্বিতীয়ঃ কৌমোদকীপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥২॥

তাঁহাদিগকে প্রাধান্য প্রদান করেন। অন্যথা তাঁহারা তাঁহাকে তদ্রূপে **অনুভব** করিতে **সমর্থ** হইতেন না। অতএব রুচিমার্গানুসরণকারী ভক্তই শ্রেষ্ঠ॥" অতএব ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সমস্তই সুস্থির হইল ॥৪৯॥

ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে ভগবদৈশ্বর্য্যনির্ণায়ক কৌমোদকী
নামক দ্বিতীয় পাদ ॥২॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ

—:*:(*):*:—

অথ স এষ ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তমোঽসমাভ্যধিকঃ পরাবান্ জন্মাদিষড়্ভাববিকারশূন্যো দেবতাবিশেষো ভবতীতি প্রতিপত্তব্যম্—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥", "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥", "ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ॥১॥

নিত্যানন্দবিজ্ঞানমূর্ত্তির্নিত্যধামপার্ষদলীলঃ সর্ব্বেশ্বরো জ্ঞানভক্তিভ্যাং প্রসন্নঃ স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং স্বভক্তায় দদাতীতি পাদাভ্যাং সাধিতোঽর্থস্তদা শৈথিল্যমাসীদেতদ্বাক্যে তদ্বিরোধিনঃ সর্ব্বদেবতৈক্যাদিবাদিনো নিবর্ত্তেরন্নিতি তন্নিবর্ত্তকস্তৃতীয়শ্চক্রপাদোঽয়মারভ্যতে অথেত্যাদিনা। স পূর্ব্ববর্ণিত এষোঽনুভবপদবীমারূঢ়ঃ। পরাবান্ –পরাখ্যস্বরূপশক্ত্যা নিত্যমুপেতঃ, ষড়িতি—জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি ভাববিকারাঃ ষট্। দেবতাবিশেষঃ স্বাংশনিখিলদেবারাধ্যা দেবতা। ন তস্যেতি। কার্য্যং করণং জন্যমিন্দ্রিয়ম্। নৈবেতি। যেনানুমিতেরুৎপদ্যতে তল্লিঙ্গং তস্য নাস্তীতি শ্রুত্যেকগম্যঃ সঃ। জনিতেতি। জনিতামন্ত্রে ইতি সূত্রেণ সিদ্ধং জনয়িতেত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ॥১॥

অনন্তর সেই এই ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম অসমোর্দ্ধ, পরাখ্যশক্তিযুক্ত জন্মাদিষড়্ভাববিকারশূন্য দেবতাবিশেষ, ইহা জানিতে হইবে। শ্রুতিতে উক্ত আছে "ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও পরমেশ্বর, ইন্দ্রাদিদেবতাবৃন্দের পরমদেবতা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পরমপতি, পর হইতে পরতম, জগতের একমাত্র ঈশ্বর ও পূজ্য সেই দেবতাকে জানিব।" তাঁহার শরীর নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাহাকেও দেখা যায় না। তাঁহার স্বাভাবিকী বিবিধা শক্তি শ্রবণ করা যায়, বহ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায়

স এষ সর্ব্বকারণভূতো ভগবান্ সর্ব্বেষাং মুমুক্ষূণামুপাস্যো ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ – "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ", "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ; স্মরন্তি চেত্থং মুনয়ঃ – "ঈশ্বরো ভগবান্ বিষ্ণুঃ পরমাত্মা সনাতনঃ। এষ শাস্তা চ কর্ত্তা চ যতীনাং পরমা গতিঃ॥ ধ্যায়তেঽর্চ্চয়তে নিত্যং বিষ্ণুলিঙ্গং-সমাস্থিতঃ। কল্পকোটিশতেনাপি ন গতিস্তস্য বিদ্যতে" ইতি। "তমেকং বহুধাত্মানং প্রাদুর্ভূতমধোক্ষজম্। নান্যভক্তাঃ ক্রিয়াবন্তো যজন্তে সর্ব্বকামদম্" ইতি. "তমেব চার্চ্চয়ন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্। ধ্যায়ন্ স্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ॥ অনাদি-নিধনং বিষ্ণুং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্। লোকাধ্যক্ষং স্তুবন্নিত্যং সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ। এষ মে সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽধিকতমো মতঃ" ইতি ॥২॥

উক্তং দেবতাবিশেষত্বং মোক্ষদাতৃত্বেন ধর্ম্মেণ দ্রঢ়য়তি। স এষ ইতি। ন ত্বন্যঃ রুদ্রাদিঃ তমেবেতি পুরুষসূক্তে। তং বিষ্ণুমেব বিদিত্বা জ্ঞাত্বোপাস্য চ। তমেবৈকমিতি মুণ্ডকে। তং পরমাত্মানমেবৈকং সর্ব্বাধ্যক্ষং জানথ বিষ্ণুং ধ্যায়ত চ যূয়ম্। অন্যাস্তদন্যদেবতাবিষয়া বাচঃ বিমুঞ্চথ যদেষোঽমৃতস্য মোক্ষস্য সেতুরাশ্রয়ভূত ইত্যর্থঃ। ঈশ্বর ইত্যাদি ভারতে। বিষ্ণুলিঙ্গং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ বৈষ্ণবচিহ্নং সমাস্থিতঃ সংশ্রিতঃ গৃহীতবৈষ্ণবদীক্ষ ইত্যর্থঃ। কল্পকোটীত্যনাদরোপাসনায়াং মহাপরাধাপত্তেঃ। কদাচিদপি তস্য ন গতিরিত্যর্থঃ। তমেকমিতি। নান্যভক্তাঃ অনন্যভক্তা একান্তিনঃ ক্রিয়াবন্তঃ বৈষ্ণবাচারবিশিষ্টাঃ। তমেব চেতি। সর্ব্বদুঃখাতিগো লিঙ্গপর্য্যন্তক্লেশমুক্তঃ। এবৈবৈকশব্দাভ্যাং মোক্ষায় তস্যৈবোপাস্যতা তস্যৈব মোক্ষদাতৃতা চ দৃঢ়া ॥২॥

তাঁহার জ্ঞানরূপা, বলরূপা ও ক্রিয়ারূপা স্বরূপানুবন্ধিনী তিনটি শক্তি আছে॥" "জগতে তাঁহার কোন পতি অর্থাৎ নিয়ন্তা নাই; বশীকারকও নাই; অনুমানের সাধন কোন 'চিহ্নও' নাই। তিনি সকলের কারণ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতাদিগের অধিপতি; তাঁহার কোন জনয়িতা বা অধিপতি নাই ॥১॥

সেই এই ভগবান্ সকলের কারণভূত। তিনিই মুমুক্ষুসকলের উপাস্য। তিনি ভিন্ন আর কেহই উপাস্য হইতে পারেন না। শ্রুতিতে

এবমেব স্বয়মুপদিশতি,—(গীঃ ১২।৮) "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ (গীঃ ৭।১৪) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" ইত্যাদি। "চতুর্ব্বিধা মম জনা ভক্তা এব হি তে স্মৃতাঃ। তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ চানন্য-দেবতাঃ॥ অহমেকান্তিনান্তেষাং নিরাশীঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। যে তু শিষ্টাস্ত্রয়ো ভক্তাঃ ফলকামা হি তে মতাঃ॥ সর্ব্বে চ্যবনধর্ম্মাণঃ

এবমেবেতি। যথা শ্রুত্যা মুনিভিশ্চোক্তং তথা সর্ব্বেশ্বরোঽপ্যাহ ইত্যর্থঃ। ময্যেবেতি শ্রীগীতাসু। ময্যেব নিবসিষ্যসি মৎসামীপ্যং গমিষ্যসীত্যর্থঃ। চতুর্ব্বিধা ইতি নারায়ণীয়ে। একান্তিনঃ মদেকপুরুষার্থাঃ। নিরাশীংষি নিষ্কাম-তয়া কর্ত্তব্যানি সর্ব্বাণি স্ববিহিতকর্ম্মাণি যেষাং তেষামিতি লোকসংগ্রহায় যে গৌণকালে কূর্ব্বন্তি মদ্ভক্তিন্তু তাৎপর্য্যেণেতি ভাবঃ। যে ত্বিতি। ত্রয় আর্ত্তাদয়ঃ। চ্যবনধর্ম্মাণো বিনাশ্যুপাসনোপলব্ধফলাঃ। প্রতিবুদ্ধো মদেকান্তি-স্বরূপকঃ। অন্যা গণেশাদ্যাঃ। পার্থ হে অর্জ্জুন। সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুরেবেতি।

উল্লিখিত আছে, "তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। তিনি ভিন্ন আশ্রয়ের অন্য পথ নাই" "সেই এক আত্মাকেই জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। তিনিই অমৃতের বা মোক্ষের সেতু"। স্মৃতিতেও অনুরূপ উক্তি দেখা যায়—"ভগবান্ বিষ্ণুই সনাতন ঈশ্বর, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই শাস্তা ও কর্ত্তা, তিনিই যতিদিগের পরমাগতি। গৃহীতবৈষ্ণবদীক্ষ ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান এবং অর্চ্চন করিয়া থাকেন। ইঁহাকে যিনি অনাদর করেন, শতকোটি কল্পেও তাঁহার সুগতি হয় না।" "সেই অধোক্ষজ ভগবান্ই বহুরূপে প্রাদুর্ভূত হন। অনন্যভক্ত-সকল আচারপরায়ণ হইয়া সর্ব্বকামদ সেই ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।" "যিনি ভক্তিসহকারে সেই অব্যয় অনাদিনিধন সর্ব্বলোক-মহেশ্বর লোকাধ্যক্ষ পুরুষকে নিত্য অর্চ্চন, পূজন, স্তব ও ধ্যান করেন, তাঁহার সকল দুঃখের অন্ত হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জানিবে" ॥২॥

শ্রীভগবান্ স্বয়ংও এইরূপই উপদেশ করিয়াছেন— "আমার শ্যামসুন্দর আকারেই মন স্থির করিয়া স্মরণ কর, আমাতেই বুদ্ধি

প্রতিবুদ্ধস্তু মোক্ষভাক্। ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠঞ্চ যা চান্যা দেবতাঃ স্মৃতাঃ॥ প্রতিবুদ্ধা ন সেবন্তে মামেবৈষ্যন্তি যৎপরম্। ভক্তং প্রতি বিশেষস্তে এষ পার্থানুকীর্ত্তিতঃ॥" ইতি চ। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুরেব মুমুক্ষুভির্ধ্যেয় ইতি॥৩॥

পরে তু নাবমন্তব্যাঃ- "হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন" ইতি স্মৃতেঃ॥৪॥

মুক্তিদাতা চ সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয় ইতি হরিবংশে ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবোক্তেঃ। ননু শিবাদীনাঞ্চ মুক্তিদত্বং ক্বচিৎ স্মর্য্যতে সত্যম্। তে হি লিঙ্গান্যাৎ ক্লেশাৎ মোক্ষং প্রযচ্ছন্ত্যেব বিষ্ণুস্তু লিঙ্গাদপি মোচয়তীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। অন্যথোক্তং শিববচনং পীড্যেত। মায়া খলু বিষ্ণোরেব শক্তিঃ। স হি স্বপ্রপন্নেষু প্রসন্নস্তেভ্যস্তামপসারয়তি ন ত্বন্যেষাং তত্র শক্তিঃ দৈবীত্যাদিতদ্বাক্যাৎ॥৩॥

নন্বেবং বিষ্ণুরেব চেৎ সর্ব্বোত্তমো মুক্তিদস্তর্হি তদুপাসকৈস্তদন্যা দেবতা অনাদরণীয়াঃ। নৃপপার্ষদৈরিব তদমাত্যাদয় ইতি চেৎ তত্রাহ পরে ত্বিতি। পরে ব্রহ্মরুদ্রাদয়ঃ নাবমন্তব্যাঃ কিন্তু তদীয়ত্বেন সংকার্য্যা এবেতিভাবঃ। হরিরেবেতি পাদ্মে॥৪॥

নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে এই দেহাবসানে আমার নিকটেই বাস করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই" "আমার এই অলৌকিকী গুণময়ী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন॥" আমার ভক্ত চতুর্ব্বিধ, তন্মধ্যে যাঁহারা অনন্যদেবতা সেই একান্তী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। যে সকল একান্তী ভক্ত নিষ্কামভাবেই স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আমি তাহাদিগেরই। অবশিষ্ট ত্রিবিধ ভক্তই সকাম। অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই পুনঃ পুনঃ জন্মাদি লাভ করিয়া থাকে। কেবল-জ্ঞানীই মুক্তি পান। জ্ঞানী ব্যক্তি, কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি অন্যান্য দেবতাকে সেবা করেন না, তাঁহারা আমারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভক্তের ইহাই বৈশিষ্ট্য তোমার নিকট কীর্ত্তিত হইল।" অতএব সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুই মুমুক্ষু ব্যক্তিকর্ত্তৃক ধ্যেয়॥৩॥

অত্র কেদিচাহুঃ,—সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুস্ত দেবতাবিশেষ ইতি নোপযুক্তম্—"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ, তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎ সূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ। অগ্নিঃ সর্ব্বদেবতা" ইত্যাদিশ্রুতিষু, (গীঃ ৯।২৩-২৪) "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ইত্যাদিস্মৃতিষু চ সর্ব্বকর্ম্মসমারাধ্যানাং সর্ব্বাসাং দেবতানামেকত্বাবগমাৎ, তাসাং সর্ব্বাসাং পারম্যশ্রুতেশ্চ। তস্মাদেকৈব দেবতা কর্ম্মভেদৈরারাধ্যা নামভেদং ধত্তে ইত্যতো বিষ্ণোরেব পারম্যমিতি রিক্তং বচঃ॥৫॥

এবং বিষ্ণোরেব পারমৈশ্বর্য্যাদি সাধিতম্। অথ তৎপ্রতিপক্ষং সর্ব্বদেবতৈক্যবাদং নিরাকর্ত্তুং তন্মতং তাবদনুবদতি অত্র কেচিদিতি। ইষ্টেতি। বহুধা জায়মানমিষ্টাপূর্ত্তং যদ্ব্রহ্ম বিভর্ত্তি পালয়তি। ইষ্টং জ্যোতিষ্টোমাদি আপূর্ত্তং কূপারামাদি বিশ্বং সর্ব্বঞ্চ যদ্বিভর্ত্তি ধত্তে। যতো ভুবনস্য নাভিরাশ্রভূতম্। কিংরূপং তদ্ব্রহ্মেত্যপেক্ষায়াং তদেবাগ্নিরিতি স্ফুটম্। ব্রহ্মৈবাগ্নিরেব চ সর্ব্বদেবতা ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বদৈবমিতি মননাবগতম্। সিদ্ধান্তে তু স্বশক্তিদ্বারা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বদেবতারূপত্বং পূর্ব্ববৎ নিখিলদেবতামুখ্যত্বাদগ্নেঃ সর্ব্বদেবতাত্বং পরত্রোপচরিতমিতি বোধ্যম। যেঽপীতি শ্রীগীতাবাক্যম্। পারম্যশ্রুতেশ্চেতি তত্তৎপ্রকরণেষ্বিতি দ্রষ্টব্যম। তস্মাদ্বিষ্ণোরেব তদিতি নিরস্তম্॥৫॥

কিন্তু তাই বলিয়া অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। স্মৃতিতে বলিয়াছেন—"সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরি সর্ব্বদা আরাধ্য। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতাসকলেরও কখনও অবজ্ঞা করিবে না" ॥৪॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর" এইস্থলে সাধারণতঃ এক পরমেশ্বরকে বুঝায়, বিশেষ কোন দেবতাকে বুঝায়, একথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। "যিনি বহুধা জায়মান ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম-সকলের সহিত বিশ্বকে পালন করিতেছেন, যিনি ভুবনের নাভিস্বরূপ, তিনিই বিষ্ণু। ঐ বিষ্ণুই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র। ঐ বিষ্ণুই অগ্নি, উনিই সকল দেবতা।" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "যাঁহারা অন্য দেবতার ভক্ত এবং শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল দেবতার অর্চ্চন করেন, হে কৌন্তেয়, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক হইলেও আমাকেই

মৈবম্,—"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত॥" "নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিষু, "ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কশ্চন্দ্রমাশ্চ শতক্রতুঃ। এবমাদ্য স্তথৈবান্যে যুক্তা বৈষ্ণবতেজসা॥ জগৎকার্য্যাবসানে তু বিযুজ্যন্তে চ তেজসা। বিতেজসশ্চ তে সর্ব্বে পঞ্চত্বমুপযান্তি তে" ইত্যাদিস্মৃতিষু চ সর্ব্বাসাং দেবতানাং পরস্য চ মিথো ভেদদর্শনাত্তাভ্যস্তস্য পরত্বস্যাবগমাচ্চ। সর্ব্বদেবতাসামানাধিকরণ্যং তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদুপচর্য্যতে। ইতরথা "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইত্যাদিশ্রুতীনাং (গীঃ ৯।২৫) "দেবান্ দেবযজো যান্তি পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥" ইতি ফলভেদস্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাপত্তিঃ। এবং সতি সর্ব্বাসাং পারম্যশ্রবণমাপেক্ষিকং স্তুতিপরং বা ভবিষ্যতীতি ॥৬॥

চন্দ্রমা ইতি পুরুষসূক্তে। চক্ষোরিতি চক্ষুষঃ। নারায়ণাদিতি আথর্ব্বণিকানাং নারায়ণোপনিষদি। ব্রহ্মা শম্ভুরিতি "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে"। পঞ্চত্বং মরণম্। সর্ব্বাসামিতাদি। স্থানবিশেষোৎপত্তিকত্বাদিনা দেবতানাং মিথো ভেদঃ। নারায়ণত্বেন পরেশস্য তাভ্যো ভেদঃ, তেনৈব পারম্যঞ্চ। ইতরথেতি। তদায়ত্তবৃত্তিকত্বেন তদ্ব্যাপ্যত্বেন শক্তিমতস্তস্মাদনতিরেকেণ চ সামানাধিকরণ্যানঙ্গীকারে মুখ্যাদ্বৈতহানিরিত্যর্থঃ। দেবানিতি শ্রীগীতাসু। এবমিতি আপেক্ষিকং তত্তদন্যতরাপেক্ষমিত্যর্থঃ ॥৬॥

অর্চ্চন করিয়া থাকেন। আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু"। ইত্যাদি স্মৃতিতে সর্ব্বকর্ম্মসমারাধ্য সকলদেবতার একত্ব অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের সকলেরই পরমত্বও শ্রবণ করা যায়। অতএব একই দেবতা কর্ম্মভেদে আরাধ্য এবং নামভেদ ধারণ করেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। কেবল এক বিষ্ণুই পরতম, এরূপ কথা অসঙ্গত ॥৫॥

পূর্ব্বপক্ষীয় এই প্রকার মত সঙ্গত নহে। যেহেতু, "নারায়ণের মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতেই বায়ু ও প্রাণ, তাঁহা

অপরে ত্বাহুঃ মাস্তু সর্ব্বদেবৈক্যং, ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং ত্রয়াণামৈক্যন্তু বর্ত্ততে "যো বৈ বিষ্ণুঃ স রুদ্রো, যো রুদ্রঃ স পিতামহঃ। একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা রুদ্রবিষ্ণুপিতামহাঃ॥ বরদা লোককর্ত্তারো লোকনাথাঃ স্বয়ম্ভুবঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরাস্তে তু ব্রতং তীব্রং সমাস্থিতাঃ॥", "ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা। প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ॥ ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ রুদ্ররূপধরোঽব্যয়ঃ। ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽসৌ ভূত্বা সর্ব্বহরো হরিঃ।

সর্ব্বদেববাদিনি নিরস্তে ত্রিদেবৈক্যবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে। মাস্ত্ব ইত্যাদিনা। যো বৈ ইতি হরিবংশে (২।১২৫।৩১-৩২) স্বয়ম্ভুবোঽজাখ্যত্বাৎ ব্রহ্মা নারায়ণেত্যাদি

হইতেই প্রজাপতি ইন্দ্র, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য উৎপন্ন হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য্য চন্দ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাসকল বিষ্ণুর তেজেই তেজস্বী এবং জগৎকার্য্যের অবসানে তাঁহারা ঐ তেজ হইতে বিযুক্ত হন, ঐ তেজোহীন দেবতাসকল মৃত্যুমুখে পতিত হন।" ইত্যাদি স্মৃতিতে সকল দেবতার ও পরেশ বিষ্ণুর ভেদ দৃষ্ট হয় এবং ঐ সকল দেবতা হইতে শ্রীবিষ্ণুর পরত্বও বোধগম্য হয়। তবে যে কোন কোনস্থলে শ্রীবিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার সামানাধিকরণ্য দেখা যায়, সে ঐ সকল দেবতা তদায়ত্তবৃত্তি অর্থাৎ উহাদের সামর্থ্য বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সকলের সকল তেজই বিষ্ণুতেজ বলিয়া সকল দেবতাকে বিষ্ণুর সহিত এক করিয়া বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা "তিনি ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বর।" ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "দেবযাজীসকল দেবতাদিগকে, পিতৃব্রতসকল পিতৃগণকে, ভূতযাজীসকল ভূতগণকে প্রাপ্ত হন, কিন্তু মদ্‌যাজী আমাকেই প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি স্মৃতিতে যে ক্রিয়াফলের ভেদ উক্ত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হইয়া উঠে। এইরূপে দেবতাসকলের পারম্য আপেক্ষিক বা স্তুতিপর বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে॥৬॥

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন সকলদেবতার ঐক্য না হউক্, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতার ঐক্য আছে। যিনি বিষ্ণু তিনিই রুদ্র এবং তিনিই পিতামহ। একই মূর্ত্তি, একই দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন মূর্ত্তিতে তিন দেবতা হইয়াছেন। ইঁহারা

সর্গস্থিত্যন্তকরণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ॥" ইত্যাদিস্মৃতিপ্রামাণ্যাৎ। আহ চৈবং মার্কণ্ডেয়ং প্রতি রুদ্রঃ, "ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ। একান্তভক্তা অস্মাস্থ নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥ সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চ্চন্ত্যুপাসতে। অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ। ন তে মষ্যচ্যুতেঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে" ইতি তস্মাত্রয়াণামৈক্যমাস্থেয়মিতি চেৎ ।৭॥

নৈবম্—(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮) "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি। "নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে" ইত্যাদি, "যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্" ইতি চৈবমাদি শ্রবণাৎ। স্মৃতিশ্চ—"প্রাহুরাদিত্যবর্ণং তং পুরুষং তমসঃ পরম্। বৃহন্তং সর্ব্বগং দেবমীশানং বরদং প্রভুম্" ইত্যুপক্রম্য

শ্রীবৈষ্ণবে দৃষ্টম্। ব্রাহ্মণা ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে (ভাঃ ১২।১০।২০-২২) অস্মাসু ত্রিষু দেবেষু। অহঞ্চেতি। অহঞ্চ ব্রহ্মা চ স্বয়ং হরিশ্চ বয়ং তান্ বন্দামহে উপাস্মহ অর্চ্চয়াম ইত্যর্থঃ। ন তে ইতি। ময়ি রুদ্রে অচ্যুতে বিষ্ণৌ অজে চতুর্মুখে ভিদামণ্বীমপি ন চক্ষতে পশ্যন্তি। তস্মাদুক্তবচনকদম্বাদ্ধেতোঃ। আস্থেয়ং স্বীকার্য্যম্ ॥৭॥

সকলেই বরদাতা, লোককর্ত্তা, লোকনাথ ও স্বয়ম্ভূ। ইঁহারা সকলেই অর্দ্ধনারীশ্বর অর্থাৎ শক্তিসমন্বিত এবং তীব্রব্রতধারী। ব্রহ্মা নারায়ণাত্মক অর্থাৎ নারায়ণই। ভগবান্ নারায়ণই কল্পের আদিতে ব্রহ্মা নাম ধারণ করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই রুদ্ররূপ ধারণ করেন। হরিই কাল, অগ্নি ও রুদ্রের রূপ ধারণপূর্ব্বক সকলেরসংহার করিয়া থাকেন। এক ভগবান্ জনার্দ্দনই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ধারণ করেন।" এইরূপ স্মৃতিসকলই উক্ত মতের সমর্থক। ভগবান্ রুদ্র মার্কণ্ডেয়কে বলিয়াছিলেন, "শান্ত, নিঃসঙ্গ, ভূতবৎসল সাধু ব্রাহ্মণসকল আমাদিগের একান্ত ভক্ত। তাঁহাদিগের কাহারও প্রতি দ্বেষ নাই, তিনজনকেই সমান দেখিয়া থাকেন। লোকপালগণের সহিত সকল লোকই আমাদিগকে বন্দন, অর্চ্চন ও উপাসনা করিয়া থাকে। আমি, ব্রহ্মা ও ঈশ্বর হরি অভিন্ন। ঐ সকল লোক আমাদিগের মধ্যে অণুমাত্রও ভেদ দেখে না।" অতএব উক্ত তিন দেবতার ঐক্যই স্বীকার করা কর্ত্তব্য ॥৭॥

"ততো ব্রহ্মা সমভবৎ স তস্যৈব প্রসাদজঃ। ক্রোধাবিষ্টস্য সংজজ্ঞে রুদ্রঃ সংহারকারকঃ॥ এতৌ তৌ বিবুধশ্রেষ্ঠৌ প্রসাদক্রোধজৌ স্মৃতৌ। তয়াদর্শিতপন্থানৌ সৃষ্টিসংহারকৌ। নিমিত্তমাত্রং তাবত্র সর্ব্বপ্রাণিপ্রবর্ত্তকৌ॥ সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবা মহর্ষিভিঃ। অর্চ্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্॥ যদ্‌ব্রহ্মঋষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ। হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং প্রযুঞ্জতে॥ কৃৎস্নঞ্চ তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতি। ভবিষ্যতাং বর্ত্ততাঞ্চ ভূতানাঞ্চৈব ভারত। সর্ব্বেষামগ্রণী বিষ্ণুঃ সেব্যঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ"॥ ইত্যাদ্যা। শিবোঽপি "স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ" ইতি হরেরেব সর্ব্বেশ্বরত্বমদর্শয়ৎ॥৮॥

প্রত্যাচস্টে নৈবমিত্যাদিনা। যো ব্রহ্মাণমিত্যাদি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। প্রহিণোতি মনস্যেব পাঠয়তি। যমিতি ঋষিং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্। যং জীবমহং কাময়ে ইচ্ছামি তমুগ্রং রুদ্রং কৃণোমি। স্ফুটমন্যৎ। প্রাহুরিত্যাদিকং নারায়ণীয়ে। এষু বাক্যেষু বিষ্ণোঃ পারমৈশ্বর্য্যং বিস্পষ্টং ব্রহ্মরুদ্রয়োস্তদুপাসকত্বঞ্চ॥৮॥

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমীচীন নহে। কারণ, "সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলেন, যিনি তাঁহাকে বেদ প্রদান করিলেন, সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক ভগবানের শরণাপন্ন হই।" "নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।", "আমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই রুদ্র, ব্রহ্মা, ঋষি বা জ্ঞানী, করিয়া থাকি।", "সেই নারায়ণকে আদিত্যবর্ণ মায়াতীত বৃহৎ সর্ব্বগত প্রকাশস্বরূপ নিয়ন্তা বরদ প্রভু বলিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মার উৎপত্তি। তাঁহারই প্রসাদ হইতে ব্রহ্মার এবং ক্রোধ হইতে সংহারকারক রুদ্রের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা এবং রুদ্র তাঁহারই প্রসাদজ ও ক্রোধজ বলিয়া উক্ত হন। তাঁহারই আদেশ-ক্রমে তাঁহারা সৃষ্টি ও সংহারকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। সর্ব্ব-প্রাণিপ্রবর্ত্তক ঐ দুই দেবতা নিমিত্তমাত্র, তিনিই কর্ত্তা। ব্রহ্মা, রুদ্র ও মহর্ষিগণের সহিত ইন্দ্রাদি দেবতাসকল সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ হরিকে অর্চ্চন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, ঋষিসকল ও স্বয়ং পশুপতি যে বিধি-যুক্ত হব্য ও কব্য প্রয়োগ করেন, সে সকলই সেই নারায়ণের চরণে সমুপস্থিত হয়। অগ্রণী বিষ্ণু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নিখিল জীবের

(ভাঃ ১।১৮।২১) "অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চো-পহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ" ইতি স্মৃত্যা তু নির্ণীতং তৎ। অভেদোক্তয়স্তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভিঃ সঙ্গচ্ছন্তে। (ভাঃ ২।৬।৩২) "সৃজামি তন্নি-যুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" "ব্রহ্মা শম্ভুস্তথৈবার্কঃ" ইত্যাদি স্মৃত্যানুগুণ্যাৎ। তস্মাৎ বিষ্ণুরেব সর্ব্বেশ্বর ইতি সিদ্ধম্॥৯॥

কেচিত্ত্বেবং সমাদধতে,—সাক্ষাদ্বিষ্ণুরেব চতুর্ম্মুখত্বমুগ্রত্বঞ্চাঙ্গীকৃত্য ক্বচিৎ সৃজতি সংহরতি চেতি পুরাণেষু নিরূপ্যতে। তদ্দৃষ্ট্যা বা তদভেদোক্তয়ঃ প্রবর্ত্তেরন্, তথাপি তস্য তস্য চোপাসনং বুদ্ধ-

---

ন চায়মাধুনিকো নির্ণয়োঽপি তু পুরাতন এবেত্যাহ। অথাপীতি প্রথম-স্কন্ধে। সেশং সশিবং জগৎ। অন্যৎ প্রকটার্থম্। তর্হ্যভেদবচসাং কা গতিস্তত্রাহ অভেদোক্তয়স্ত্বিতি। সৃজামীতি দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যম্। তন্নিযুক্তো বিষ্ণুনা প্রবর্ত্তিতঃ॥৯॥

সঙ্গত্যান্তরমাহ কেচিত্ত্বিতি। পুরাণেষু বৈষ্ণবাদিষু। অথাপীতি। তস্য চতুর্ম্মুখস্য তস্য রুদ্রস্য চেত্যর্থঃ। বুদ্ধবদিত্যস্যায়ং ভাবঃ। যদা হরিরেব ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ ভবতি তদাপি তদ্বেশস্য তৎস্বভাবস্যোপাসনা ন মোক্ষকরী। তদ্বেশোপাসকা

নিত্যই সেব্য ও পূজ্য।" এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হয়। শিব স্বয়ংও বলিয়াছেন, "শ্রীহরিই সর্ব্বেশ্বর"॥৮॥

"যাঁহার পদনখরনিঃসৃত সলিল আব্রহ্মধরিত্রী পবিত্র করে, সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য কে ভগবৎশব্দবাচ্য হইতে পারেন?" ইত্যাদি স্মৃতিতেও শ্রীহরির সর্ব্বেশ্বরত্ব নির্ণীত হইয়াছে। তবে যে কোথাও কোথাও অভেদোক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব প্রভৃতি দ্বারা সঙ্গত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "আমি শ্রীহরির নিয়োগানু-সারেই সৃষ্টি করি এবং হরও তাঁহারই নিয়োগবশতঃ সংহার করিয়া থাকেন। ত্রিশক্তিধারী সেই শ্রীহরিই পুরুষরূপে বিশ্বের পালন করেন।" "ব্রহ্মাদি দেবতাসকল সেই বিষ্ণুর তেজেই তেজোযুক্ত।" ইত্যাদি স্মৃতিসকল ঐ মতেরই পোষকতা করে। অতএব শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে॥৯॥

বন্মুমুক্ষুভির্ন বিধেয়ম্—"তমেব বিদিত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। ইত্থঞ্চ হরিবংশোক্তং হরিহরস্তোত্রমপি ব্যাখ্যাতমিতি ॥১০॥

অপরে ত্বাহুঃ,—মাস্তু ত্রয়াণামৈক্যং কিন্তূভয়োর্হরিহরয়োস্তদ্বর্ত্ততে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি হররুদ্রাদিশব্দবাচ্যস্য সহস্রশীর্ষাদিশব্দৈরভিধানাৎ, "শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ। যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ॥ যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে

হি বিষ্ণুবিদ্বেষীণো জগদুদ্বেজকাঃ স্বোপাস্যোদ্বেজকাশ্চ দৃষ্টাঃ। বিষ্ণুবেশোপাসকাস্তু ব্রহ্মাদিসৎকারিণো জগদন্তরঙ্গাশ্চ। এতদভিপ্রেত্যোক্তম্। "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু́ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ" ইতি। এবমুক্তম্ সৌহার্দ্দভরেণৈব শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজেন "প্রহ্লাদধ্রুববরাবণানুজবলিব্যাসাম্বরীষাদয়ো বিষ্ণূপাসনয়ৈব তেঽপি চ ভবাদীনাং প্রিয়া জজ্ঞিরে। যেঽন্যে রাবণবাণপৌণ্ড্রকবৃকক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা জনাঃ তদ্ভৃত্যা ন চ তৎপ্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ। শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজনোঽপি শৈবঃ স্বয়ং তথা সদৃশমস্তু বা বিধিহরাদিমূর্ত্তিত্রয়ম্। বিলোক্য ভববেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ সৃতা ইতি। তথাচাভেদপক্ষেঽপি বিষ্ণুবেশস্যৈবোপাসনা মুক্তিদেতি ॥১০॥

এবং ত্রিদেবৈক্যবাদিনি নিরস্তে হরিহরৈক্যবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে মাস্ত্বিত্যাদিনা। হররুদ্রাদিশব্দবাচ্যস্য বস্তুনঃ। শিবস্যেতি "ভারতে"। অন্তরং ভেদম্। এবমিতি

কেহ কেহ এই প্রকার সমাধান করেন—"সাক্ষাৎ বিষ্ণুই চতুর্ম্মুখত্ব এবং রুদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া কখন সৃষ্টি বা কখন সংহার করিয়া থাকেন" পুরাণে এই প্রকার উক্তিও দেখা যায়, তদনুসারে উঁহাদের অভেদভাব স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি উঁহাদের পৃথক উপাসনার প্রয়োজন হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তিসকল বুদ্ধাবতারের ন্যায় ব্রহ্মা বা শিবেরও ধ্যান করিবেন না, কেবল শ্রীহরির ধ্যান করিলেই হইবে। "তাঁহাকে জানিয়া" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিসকলেও ঐরূপই উক্ত হয়। এই প্রকারে হরিবংশোক্ত হরিহরস্তোত্রেরও ব্যাখ্যা হইল ॥১০॥

আবার কেহ কেহ বলেন,— তিনের ঐক্য না থাকুক, কিন্তু হরি ও হরের পরস্পর ঐক্য আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে হররুদ্রাদি-

স্বস্তি বায়ুষি" ইতি স্মৃতেশ্চ। এবং হরিহরস্তোত্রাচ্চ তদৈক্যং নিশ্চিতম্। "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ সখলু হরিনামাহিতকরঃ" ইতি তদ্ভেদর্শিনো নামাপরাধরূপ-মহাদোষশ্চ তত্রৈব স্মৃতঃ। সকলমিতি হরিহরস্তোত্রোক্তং চক্র-ত্রিশূলাদি গ্রাহ্যম্। তদপি ধিয়া ভিন্নং যঃ পশ্যেদিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিষ্ণু-শিবয়োরদ্বৈতমিতি চেন্নৈতৎ সমীচীনং পূর্ব্বোক্তশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ যত্তু হররুদ্রাদিশব্দবাচ্যস্য সহস্রশীর্ষাদিশব্দৈরভিধানাত্তয়োরৈক্য-মিত্যুক্তং তন্ন,—তস্যাং হরাদিশব্দৈর্বিষ্ণোরেবাভিধানাৎ ॥১১॥

সহস্রনামস্তোত্রে সর্ব্বশিবশম্ভুরুদ্রাদিশব্দা বিষ্ণুনামানি পঠ্যন্তে তেষাং প্রবৃত্তনিমিত্তানি চোক্তানি ব্রহ্মাণ্ডে—"রুজং দ্রাবয়তে

হরিহরস্তোত্রং শ্রীহরিবংশে প্রসিদ্ধম। তত্র তয়োঃ সপরিকরয়োরদ্বৈতং কণ্ঠতঃ পঠিতম্। শিবস্য শ্রীবিষ্ণোরিতি পাদ্মে সনৎকুমারবাক্যম্। অত ইতি অভিন্নয়ো-স্তয়োর্ভেদদর্শনাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। যত্ত্বিতি। সহস্রশীর্ষাদিবিষ্ণুরর্জ্জুনাদি-প্রত্যক্ষশ্চ হরশ্চ ত্রিনেত্রবৃষভধ্বজো দুর্গাপতিঃ খ্যাতঃ। যচ্চ ক্বচিৎ সহস্রশীর্ষা হরোঽপি পঠ্যতে তৎ খলু তদন্তর্যামিবিষ্ণুপরতয়ৈব নেয়ম ॥১১॥

শব্দবাচ্য শ্রীভগবান্‌কেই সহস্রশীর্ষা প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "শিবের হৃদয় বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয় শিব। বিষ্ণু যেমন শিবময়, শিবও তেমনি বিষ্ণুময়। আমি যেন তদুভয়ের ভেদ দর্শন করি না, অভেদদৃষ্টিতে আমার জীবনের শান্তি হউক।" হরিহরস্তোত্রেও তদুভয়ের ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে। "যিনি শিবের ও শ্রীবিষ্ণুর গুণনামাদি সকলকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ভিন্ন দেখেন, তিনি হরিনামের অপরাধী।" এই স্থলে তদুভয়ের ভেদদর্শীর নামাপরাধরূপ মহান্ দোষ কথিত হইয়াছে। গুণনামাদিসকল বলিতে চক্রত্রিশূলাদি গৃহীত হয়। উহাদিগকেও যিনি ভিন্ন দর্শন করেন, এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে। অতএব বিষ্ণু ও শিবের ঐক্যই নির্দ্দিষ্ট হউক। পূর্ব্বপক্ষীয় এই প্রকার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি এবং স্মৃতিই তাহার পোষক প্রমাণ। হররুদ্রাদিশব্দবাচ্য শ্রীভগবান্‌কেই সহস্রশীর্ষাদি শব্দদ্বারা বলা হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের ঐক্য হউক, এরূপও বলা যায় না, যেহেতু ঐসকল স্থলে হরাদি শব্দদ্বারা শ্রীবিষ্ণুই অভিহিত হন ॥১১॥

যস্মাদ্রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥ পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥ শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্। কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহণাদ্ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ" ইতি॥১২॥

"নারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি স্বনামানি দ্রুহিণাদিভ্যো দদৌ" ইতি চোক্তং স্কান্দে। "ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্" ইতি, ব্রাহ্মে চ—"চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো

উক্তং হেতুমুপপাদয়তি সহস্রেতি। বৈশম্পায়নোক্তে ইতি বোধ্যম্। তেষাং তত্রেতি। রুদ্রপিনাকি-কৃত্তিবাসঃ শব্দানাং যেন নিমিত্তেন শিতিকণ্ঠে প্রবৃত্তিস্ততোঽন্যেন তু বিষ্ণৌ প্রায়েণোভয়ত্র যোগরূঢ়িরিয়ম্। ঈশান-মহাদেব-শিব-হর-ব্রহ্মেন্দ্রশব্দাঃ শিতিকণ্ঠাদিষু যোগেন বিষ্ণৌ তু মহাযোগেন প্রবর্ত্তন্তে মণ্ডলাধিপেষু সার্ব্বভৌমেষু চ যথা ভূপাদিশব্দস্তেন তেনেতি বোধ্যম্। রুজমিতি। রুজং সংসারব্যথাং দ্রাবয়তে অপনয়তি নাকং পরমানন্দং পিবন্তি অনুভবন্তি কৃত্যাত্মকং চর্ম্মচয়ং বস্তে আচ্ছাদয়তি বিরেচনাৎ প্রধানাদিতত্ত্বানাং তমঃশব্দিতায়া মূলপ্রকৃতেঃ প্রকটনাদিত্যর্থঃ॥১২॥

সহস্রনামস্তোত্রে সর্ব্ব, শিব, শম্ভু, রুদ্র প্রভৃতি শব্দসকল বিষ্ণুর নাম বলিয়া পঠিত হয়। সকল নামের প্রবৃত্তিনিমিত্ত অর্থাৎ প্রয়োগের কারণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত হয়; যথা,—রুদ্রকে দ্রাবিত করেন বলিয়া জনার্দ্দনকে রুদ্র বলা হয়। নিয়মনহেতু তাঁহাকে ঈশান বলা হয়; মহত্ত্বপ্রযুক্ত মহাদেব বলা হয়; যে সকল মনুষ্য সংসার সমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গভোগ করেন, তাঁহাদিগের নাম পিনাক। ঐ পিনাক সকলের আধার বলিয়া বিষ্ণুকে পিনাকী বলা হয়। তিনি সুখাত্মক বলিয়া শিবনামে, সকলের সংহারহেতু হর নামে, কার্য্যাত্মক বিশ্বের প্রবর্ত্তনহেতু কৃত্তিবাস নামে, বিরেচন অর্থাৎ সৃষ্টিহেতু বিরিঞ্চি নামে বৃংহণহেতু ব্রহ্ম নামে এবং ঐশ্বর্য্যহেতু ইন্দ্র নামে উক্ত হন। এক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু নানা নামে বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন॥১২॥

ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ। বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ" ইতি। স্বকীয়ানি রুদ্রবিরিঞ্চ্যাদীনি ॥১৩॥

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যুপক্রান্তং ব্রহ্মৈব তৈঃ শব্দৈঃ তস্যামভিধীয়তে। ইতরথা "যা তে রুদ্রশিবা তনুরঘোরা পাপনাশিনী," "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ" ইত্যাদি বিশেষোক্তিব্যাকোপঃ। কপালিনস্তু শিবস্য ঘোররূপতা মুমুক্ষুহেয়তা চ স্মৃতা - (ভাঃ ১।২।২৬) "মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ" ইত্যাদৌ ॥১৪॥

রাজেবেতি নৃপো যথা স্ববাসং বিনান্যাণি নগরানি স্বামাত্যেভ্যো দদাতি তদ্বৎ ॥১৩॥

তস্যাং হরাদিশব্দৈর্বিষ্ণোরেবাভিধানাদিতি পূর্ব্বোক্তমিদানীং প্রতিপাদয়তি ব্রহ্মেত্যাদিনা। ব্রহ্মোপক্রমাত্তে শব্দা ব্রহ্মাভিধায়িন ইত্যর্থঃ। বিপক্ষে উপপত্তিমাহ ইতরথেতি। বিশেষোক্তীতি। অঘোরতনুত্বসত্ত্বপ্রবর্ত্তকত্বশান্তীশানত্বরূপবৈষ্ণবধর্ম্মাবেদকবাক্যবাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ননু রুদ্রেঽপি তে ধর্ম্মা নেয়া ইতি চেত্তত্রাহ কপালিনস্ত্বিতি। মুমুক্ষব ইতি প্রথম স্কন্ধে প্রকটার্থম্ ॥১৪॥

স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে,—শ্রীবিষ্ণু, নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন স্বকীয় নামসকল ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দকে প্রদান করিয়াছেন। যথা, "রাজা যেমন নিজ পুর ভিন্ন অন্য নগরসকল অমাত্যভৃত্যদিগকে বাসার্থ প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ স্বকীয় বিশেষ কয়েকটি নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।" ব্রাহ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—"কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি এবং শিবকে রুদ্র প্রভৃতি স্বকীয় নামসকল প্রদান করিয়াছেন ॥১৩॥

ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন—"হরাদি শব্দদ্বারা তত্তৎস্থলে উপক্রান্ত ব্রহ্মই উক্ত হন। অন্যথা,— "হে রুদ্র! তোমার যে শিবদায়িনী অঘোরা পাপনাশিনী তনু", "এই মহান্ প্রভু সত্ত্বগুণের প্রবর্ত্তক," "অব্যয় জ্যোতিস্বরূপ ঈশানই এই সুনির্ম্মলা শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বিশেষোক্তির হানি হয়, অর্থাৎ অঘোরতনুত্ব, সত্ত্বপ্রবর্ত্তকত্ব, শান্তিদায়কত্ব ও ঈশানত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মা-

"শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদিষু তু তয়োরীশ্বরত্বেনৈক্যং বেদ্যতে, ন তু স্বরূপাভেদঃ প্রাগুক্তশ্রুত্যাদিভ্যঃ। "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" ইত্যাদৌ তু তস্য স্বতন্ত্রদেবতাত্বদৃষ্টির্নিষিদ্ধা। তদ্দত্তাধিপত্যাভিধানত্বেন তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাত্তদ্রূপত্বং বেতি ন কাপি ক্ষতিঃ। অপরে ত্বাহুঃ,—"নামাদি সকলম্" ইত্যাদিনা স্বরূপঞ্চ তদ্ভিন্নং যঃ পশ্যেদিত্যর্থঃ। "ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠঞ্চ" ইত্যাদি-পূর্ব্বোক্তাৎ 'যস্তু নারায়ণং দেবম্" ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাচ্চ। তস্মাৎ স্বরূপৈক্যং তয়োর্নাস্তীতি সিদ্ধং বিষ্ণুরেব পারম্যম্ ॥১৫॥

শিবস্যেতি। তয়োঃ হরিহরয়োঃ ব্যাখ্যান্তরেণ বিরোধং ভনক্তি। অপরে ত্বিতি। শ্রীবৈষ্ণব ইতি বোধ্যম্। অগ্রে ধর্ম্মব্রতেত্যাদৌ শিবনামাপরাধ ইতি মঙ্গলরূপস্য নাম্নোঽপরাধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা শিবস্য মঙ্গলরূপস্য বিষ্ণোর্নামাদি যো ধিয়াপি ভিন্নং পশ্যেৎ স নামাহিতকরস্তন্নামাদেঃ স্বরূপাভিন্নত্বাদিতি তথাচ ন কাচিচ্ছঙ্কেতি। যত্তু ক্বচিৎ পুরাণে রুদ্রস্য পারম্যং সহেতুকমুক্তং তদুপেক্ষ্যং তস্য তামসত্বাৎ সাত্ত্বিকপুরাণেন বাধিতত্বাচ্চেতি মাৎস্যাদাববগতং নির্ণীতং চৈতদ্বেদান্তস্যমন্তকাদৌ ভারতীয়ং ত্বগ্রে নিরসনীয়ম্ ॥১৫॥

বেদক বাক্যসকলের বাধ হয়। ঐ সকল ধর্ম্ম রুদ্রে স্বীকৃত হইতে পারে না; কারণ, মহাদেবের ঘোররূপত্ব এবং মুমুক্ষুহেয়ত্ব প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৬) উক্ত হইয়াছে, "অসূয়াশূন্য মুমুক্ষু-সকল ঘোররূপ ভূতপতিসকলকে ত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণের শান্ত কলাসকল ভজন করিয়া থাকেন ॥১৪॥

"শিবের হৃদয় বিষ্ণু" ইত্যাদি স্থলে শিবের ও বিষ্ণুর ঈশ্বরত্বহেতু ঐক্য বোধিত হইতেছে, কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ কথিত হয় নাই, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। "শিবের ও বিষ্ণুর গুণ-নামাদি যিনি অত্যন্ত ভিন্ন বোধ করেন" ইত্যাদি স্থলে যে তাঁহা-দিগকে স্বতন্ত্রদেবতা বিবেচনা করা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা শ্রীবিষ্ণু-দত্ত আধিপত্যের উক্তিবশতঃ বা তদায়ত্তবৃত্তিকত্বহেতু তৎস্বরূপত্বপ্রযুক্ত, অতএব তাহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না। বৈষ্ণবগণ বলেন, "শিবের ও শ্রীবিষ্ণুর গুণ, নাম ও স্বরূপকে যিনি শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখেন," ইহাই ঐ স্থলের অর্থ; যেহেতু তদ্বিষয়ে "ব্রহ্মাণং শিতি-

অন্যে ত্বাহুঃ,— মাস্তু ত্রয়াণামভেদো, দ্বয়োর্ব্বা ; কিন্তু ত্রয়ো দেবাঃ সমা ইত্যঙ্গীকার্য্যম্— "যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবর্ষি-পিতৃদানবান্। মনুষ্যতির্য্যগ্‌যক্ষাদীন্ ভূব্যোমসলিলৌকসঃ ॥ যদ্‌-গুণং যৎস্বভাবঞ্চ যদ্রূপঞ্চ জগদ্দ্বিজ। স্বর্গাদৌ সৃতবান্ ব্রহ্মা তন্ম-মাচক্ষ বিস্তরাৎ ॥ চরাচরস্য সর্ব্বস্য রুদ্রঃ সংহারকারকঃ। ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽসৌ সংহরত্যখিলং জগৎ ॥ ন হি পালনসামর্থ্য-মৃতে সর্ব্বেশ্বরং হরিম্" ইত্যাদিস্মৃতিষু কার্য্যত্রয়ে ত্রয়াণাং নিরপেক্ষহেতুত্বপ্রতীতেঃ। ততশ্চ বিষ্ণোরেব পারমৈশ্বর্য্যনির্ণয়ো নোপযুক্ত ইতি নৈতচ্চতুরস্রং পূর্ব্বোক্তশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥১৬॥

ত্রিদেবীসাম্যং নিরাকর্ত্তুং তদাদাবুপন্যস্যতি অন্যে ত্বিত্যাদিনা। যথা সসর্জ্জেত্যাদিকং শ্রীবৈষ্ণবে দৃষ্টং প্রস্ফুটার্থম্। কার্য্যত্রয়ে সৃষ্টিসংহারপালন-লক্ষণে। নিরাকরোতি নৈতদিতি। ন তস্যেতি। চতুরস্রং পুর্ণমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

কণ্ঠঞ্চ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত এবং "যস্ত নারায়ণং দেবং" ইত্যাদি বক্ষ্য-মান বচনসকল প্রমাণ রহিয়াছে। অথবা "শিবের গুণ, নাম ও স্বরূপকে যিনি শ্রীবিষ্ণুর গুণ, নাম, স্বরূপ হইতে অভিন্ন দর্শন করেন" এই প্রকার অর্থ করিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। অতএব তাঁহা-দের স্বরূপতঃ অনৈক্য সিদ্ধ হইতেছে। ঐ অনৈক্যও শ্রীবিষ্ণুর পারম্যবশতঃই জানিতে হইবে ॥১৫॥

অন্য কেহ কেহ বলেন— তিন বা দুই দেবতার অভেদ না হউক, কিন্তু তিনকেই সমান বলিয়া স্বীকার করা উচিৎ। কারণ, "ঐ ব্রহ্মা যেরূপে দেবতা, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য, পশুপক্ষী, যক্ষাদি, ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন এবং উহাদের যাদৃশ রূপ, গুণ ও স্বভাব, তাহা আমাকে সবিস্তারে বলুন।" "নিখিল চরাচরের সংহারকর্ত্তা রুদ্র যেরূপে উহাদের সংহার করেন, তাহাও বলুন।" "সর্ব্বেশ্বর হরি ব্যতীত আর কেহই সমর্থ নহেন।" এইরূপ স্মৃতিসকলে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যত্রয়ে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের নিরপেক্ষকারণত্ব প্রতীত হয়। অতএব কেবল বিষ্ণুই পরম দেবতা, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। এই মত মনোজ্ঞ হইতেছে না, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা উহা নিরাকৃতই হইতেছে ॥১৬॥

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" "ন তস্য প্রতিমা হস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ", "ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ", "স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ" "নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভুতং স্থাবর-জঙ্গমম্। ঋতে তমেকং পুরুষং বাসুদেবং সনাতনম্" ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিষু সাম্যপ্রতিষেধাচ্চ ॥১৭॥

সর্ব্বেশ্বরো হরিরেব সৃষ্টিসংহারৌ করোতি চতুর্ম্মুখকপালিনৌ তু তদ্বশ্যৌ তয়োর্নিমিত্তমাত্রমেব,— "নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গ-নিরোধয়োঃ। হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব॥ ব্রহ্মাণ-মিন্দ্রং রুদ্রঞ্চ স্বয়ং বরুণমেব চ। নিগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধ-রিরিহোচ্যতে॥" ইত্যাদিস্মরণাৎ ॥১৮॥

ন তদিতি ন তস্যেতি চ শ্বেতাশ্বতরাণাং শ্রুতিঃ। ন তদিতি শ্রীগীতা-স্বর্জ্জুনবাক্যম্। স্বয়মিতি তৃতীয়স্কন্ধে উদ্ধববাক্যম্। নিত্যং হীতি নারা-য়ণীয়ে। বিধিরুদ্রাদিপ্রধানং জগদনিত্যং তত্রৈকো বাসুদেবো বিষ্ণুস্তু নিত্য ইত্যর্থঃ। অত উক্তং ব্রাহ্মে ব্রহ্মণা "নাহং শিবো ন চান্যে চ তচ্ছক্ত্যো-কাংশভাগিনঃ। বালঃ ক্রীড়নকৈর্যদ্বৎ ক্রীড়তে স্বাভিরুচ্যতে" ইতি ॥১৭॥

স্বস্বকার্য্যে নৈরপেক্ষ্যং ব্রহ্মশিবয়োর্নিরাকরোতি সর্ব্বেশ্বর ইতি। নিমিত্তমিতি শ্রীদশমে উদ্ধবোক্তিঃ। ব্রহ্মাণমিতি পাদ্মোত্তরে। হরতি স্বাভিমতে কার্য্যে নিযোজয়তি। নিগৃহ্য নিয়ম্য। আদিনা নিমিত্তমাত্রমিত্যাদি নারায়ণীয়বাক্যং গৃহ্যতে ॥১৮॥

বিশেষতঃ, "তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা অধিক দেখা যায় না, "যাঁহার নাম মহৎযশ, তাঁহার প্রতিমা নাই", তাঁহার সমানই নাই তাঁহার অধিক অন্য কোথায়? তিনি স্বয়ং সাম্য ও আতিশয্যের অতীত, তিনি মায়াধীশ", "এক সনাতন পুরুষ বাসুদেব ভিন্ন এজগতে আর কোন স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ নিত্য নহে" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিষ্ণুর সাম্য নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥১৭॥

সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিই সৃষ্টি এবং লয় করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা এবং রুদ্র তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী। উঁহারা সৃষ্টি ও সংহারের নিমিত্ত মাত্র। "হে ভগবন্! কালস্বরূপ রূপবিহীন তুমি সৃষ্টি এবং সংহারকার্য্য যথাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র দ্বারা সাধন করিয়া থাক। তুমি কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি রুদ্র, কি বরুণ সকলকেই নিগ্রহ করিয়া হরণ কর বলিয়াই

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপ্যেতদভিপ্রেত্যাহ শ্রীমান্ পরাশরঃ,—"জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ। ব্রহ্মা ভূত্বাথ জগতো বিসৃষ্টৌ সংপ্রবর্ত্ততে॥ সৃষ্টঞ্চ যাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা। সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষ্ণুরপ্রমেয় পরাক্রমঃ। তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ। মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ" ইতি॥১৯॥

তত্রৈব রৈবতং প্রতি ব্রহ্মা চৈবমাহ,—"যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী। ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্তাৎ॥ মদ্রূপমাস্থায় সৃজত্যজো যঃ স্থিতৌ চ যোঽসৌ পুরুষস্বরূপী। রুদ্রস্য রূপেণ

জুষন্নিতি। অত্যুগ্রপুণ্যবান্ জীবঃ রজোগুণং জুষন্ ব্রহ্মাণং তমাবিশ্য ব্রহ্মাভূদিতি তথা তাদৃশেন তেন তেন দ্বারা তমোদ্রেকী রুদ্রো রূপং যস্য স রুদ্ররূপী রুদ্রং তমাবিশ্যেতি চ ব্যাখ্যেয়ম্। ভক্ষয়তি সংহরতীত্যর্থঃ॥১৯॥

উক্তমর্থং ব্রহ্মবাক্যেন পুষ্ণাতি তত্রৈবেত্যাদিনা। যস্য সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ। প্রকটার্থমন্যৎ। সাক্ষাৎ বিষ্ণুরেব কদাচিদ্ ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ ভবতি যদি যোগ্যো জীবো ন লভ্যতে। যোগ্যজীবলাভে তু তং তমাবিশ্য স চ স চ ভবতীতি বিষ্ণুপুরাণে সিদ্ধান্তঃ। অত্র প্রথমঃ পক্ষঃ ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসাবিত্যাদিনা দর্শিতঃ দ্বিতীয়স্তু জুষন্ রজোগুণং তত্রেত্যাদিনা। এবমেব সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃতে

শাস্ত্রে তোমাকে হরি বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।" এই সকল স্মৃতিপ্রমাণই পূর্ব্বোক্ত মতের পোষক॥১৮॥

এই মতানুসারেই বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষি বলিয়াছেন—"বিশ্বেশ্বর হরি স্বয়ং রজোগুণ স্বীকারদ্বারা ব্রহ্মারূপ সৃষ্টিকার্য্য এবং তমোগুণ অঙ্গীকার করিয়া হররূপে সংহারকার্য্য ও সত্ত্বগুণে বিষ্ণুরূপে পালনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন"॥১৯॥

ঐস্থলেই ব্রহ্মা রৈবতকে বলিয়াছিলেন— "যে অচ্যুতের প্রসাদে আমি ব্রহ্মা হইয়া প্রজাবর্গের সৃষ্টি করি এবং যাঁহার ক্রোধ হইতে হর সমুদ্ভূত হইয়া উঁহাদের সংহার করেন; যিনি স্বয়ং পালন করিয়া থাকেন; যিনি আমার রূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি করেন, রুদ্রের রূপ ধারণ করিয়া সংহার করেন এবং অনন্তের রূপ স্বীকার করিয়া

চ যোঽত্তি বিশ্বং ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্” ইত্যাদিনা। তদেবং সমাভ্যধিকশূন্যত্বাৎ পারমৈশ্বর্য্যং শ্রীবিষ্ণৌ সিদ্ধম্। তৎসাম্যদর্শিনস্তু দোষঃ স্মর্য্যতে,— “যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্-ইতি ॥২০॥

যত্তু ভারতান্তর্গতৌপমন্যবাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণেন জাম্ববতীপুত্রার্থং তপসা রুদ্রঃ সমারাধিতঃ রুদ্রাঙ্গেভ্যঃ সবিষ্ণূনাং দেবানামুৎপত্তি-রিতি পারমৈশ্বর্য্যং রুদ্রস্য দুর্নিবারমিত্যজ্ঞাঃ কল্পয়ন্তি, তদতীব স্থূলম্।

শ্রীরূপচরণৈর্নির্ণীতম্। “যুগকোটি সহস্রাণি বিষ্ণুমারাধ্য পদ্মভূঃ। পুন-স্ত্রৈলোক্যধাতৃত্বং প্রাপ্তবানিতি শুশ্রুমঃ॥ ময়া সৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মদ্‌যজ্ঞমযজৎ স্বয়ম্। ততস্তস্য বরান্ প্রীতো দদাবহমনুত্তমান্॥ মৎপুত্রত্বঞ্চ কল্পাদৌ লোকাধ্যক্ষত্বমেব চ। বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্ব্বমেধে মহাক্রতৌ। জুহাব সর্ব্বভূতানি স্বয়মাত্মানমাত্মনা। মহাদেবঃ সর্ব্বমেধে মহাত্মা হুত্বাত্মানং দেব-দেবো বভূব। বিশ্বাল্লোঁকান্ ব্যাপ্য বিষ্টভ্য কীর্ত্ত্যা বিরাজতে দ্যুতিমান্ কৃত্তিবাসা” ইত্যেভির্মহাভারতবাক্যৈঃ কর্ম্মলব্ধৈশ্বর্য্যকীর্ত্তনাচ্চ তয়োর্জীবত্বম্। বিপক্ষে দোষমাহ যস্ত্বিতি। পাষণ্ডী বেদবাহ্যঃ। এবং পঞ্চরাত্রে চ—“যো মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ। সাধারণং সকৃদ্‌ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্য-জোঽন্ত্যজঃ” ইতি। হীনেন বিষ্ণ্বপেক্ষয়া নিকৃষ্টেন ॥২০॥

ননু রুদ্রোঽপি বিষ্ণুনা নিয়ম্য ইতি ন সম্ভবতি। রুদ্রপারমৈশ্বর্য্যসাধনে কৃষ্ণবক্তৃকস্যৌপমন্যবাখ্যানস্য জাগরূকত্বাৎ। শ্রীহরিবংশেঽপি শক্রেণ সহ যুদ্ধার্থী কৃষ্ণো রুদ্রমেবং তুষ্টাব॥ অহং ব্রহ্মা কপিলোঽথাপ্যনন্তঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণ-

---

বিশ্বসংসার ধারণ করেন, সেই পুরুষই আদিতে মধ্যে ও অবসানে বর্ত্তমান থাকেন।” অতএব তুল্যাধিকরাহিত্যপ্রযুক্ত শ্রীবিষ্ণুরই পারমৈশ্বর্য্য সিদ্ধ হইতেছে। তথাপি যাঁহারা উঁহাদের সাম্যদর্শন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দোষ উক্ত হইয়া থাকে। “যিনি শ্রীনারা-য়ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হন”॥২০॥

মহাভারতের অন্তর্গত ঔপমন্যবাখ্যানে লিখিত আছে,— শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যা দ্বারা রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন

পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্য এব। রুদ্রঃ খলু বাণযুদ্ধে ভগবতা পরাভূতস্তুষ্টাব চ মূলভূতং তং মোহিতশ্চ মোহিনীবেষেণ তেন মোহিতশ্চ বৃকক্লেশাদিতো ব্রহ্মবধপাতকাচ্চেতি স্মরণাচ্চ ॥২১॥

তস্মাৎ স্বেতরেষু সর্ব্বেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাস্বেম্নে স্বকীয়স্য তস্য তথারাধনং খ্যাপয়ংস্তদন্তর্যামিনমাত্মানমসৌ সৎকরোতীতি মন্তব্যম্। "অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। ময়া কৃতং

শ্চাতিধীরাঃ। ত্বত্তঃ সর্ব্বে দেবদেব প্রসূতা এবং সর্ব্বেশঃ কারণাত্মা ত্বমীড্যঃ" ইতি। তস্মাদুভয়োরভেদেন তৌল্যেন বা ভাব্যম্। রুদ্রস্যৈব পারমৈশ্বর্য্যন্তু সাম্প্রতমিতি চেত্তত্রাহ যত্ত্বিতি। নিরস্যতি তদতীব স্থূলমিতি। তত্র হেতুঃ পূর্ব্বোক্তেতি। বাণেতি। বাণযুদ্ধপরাভবাদিকং শ্রীভাগবতাদৌ খ্যাতম্। বৃকঃ শকুনেঃ পুত্রঃ আদিপদাত্ত্রিপুরযুদ্ধে রুদ্ররথস্য পতনং তস্য বৃষভবপুষা ভগবতা পুনরুত্থাপনং রুদ্রে বলার্পণঞ্চ কৃতমিতি হরিবংশে বিদিতম। ব্রহ্মবধেতি। "রুদ্রো ব্রহ্মণঃ পিতুঃ শিরশ্চিচ্ছেদ। তৎকপালং রুদ্রস্য লগ্নং বহুতীর্থস্নানেনাপি ন পপাত বিষ্ণুপ্রসাদাত্তু স্ফুটিততৎকপালঃ স বিশুদ্ধিমবাপ" ইতি মাৎস্যপ্রসিদ্ধম্। কর্ম্মাধীনৈশ্বর্য্যঞ্চ ভারতোক্তং তস্য জীবত্বেলিঙ্গং পূর্ব্বোক্তম্। বরায়ত্তং ভূতপতিত্বমনপহতপাপ্মত্বঞ্চ তত্ত্বে লিঙ্গং বক্ষ্যামঃ ॥২১॥

নন্থ বিষ্ণুরেব চেৎ সর্ব্বেশ্বরস্তদোপমন্যবাখ্যানং কথং সঙ্গতং যত্র বিষ্ণো রুদ্রারাধকতা সমধিগতেতি তত্রাহ তস্মাদিতি। স্বকীয়স্য স্বভক্তস্য যথোগ্রসেনাদেঃ সৎকারস্তৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ তথৈষু দ্রষ্টব্যঃ। অহমিত্যর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্। আত্মা প্রবর্ত্তকঃ অন্তর্যামীত্যর্থঃ। আত্মানং রুদ্রমিতি রুদ্রাবেশিনং

এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে এই কথা বলিয়াছিলেন। অতএব রুদ্রেরই পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কেহ কেহ এই প্রকার কল্পনা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ কল্পনা স্থূল। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি এবং স্মৃতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ। বিশেষতঃ রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে ভগবান্ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে মূলদেবতাজ্ঞানে স্তব করিয়াছিলেন, এবং মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে পরিত্রাত ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হইতে মোচিত হইয়াছিলেন, এবই সকল স্পষ্টই লিখিত আছে ॥২১॥

প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে। প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্। ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ। অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্" ইতি নারায়ণীয়ে ভগবদ্বাক্যাদেব ॥২২॥

অত্র বিশ্বেষামন্তর্যাম্যহমতস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনং মদংশমহং পূজয়ামি। রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যা ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং তদন্যথা ব্যাকুপ্যেত্তদর্থমহং তান্ পূজয়ামি স্বোৎকৃষ্টস্যাভাবাদেব তদ্বুদ্ধ্যাহং ন কিঞ্চিদ্ভজামি কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বিস্ফুটম্। ব্রহ্মরুদ্রাদিসর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব

স্বমিত্যর্থঃ। নন্বহমিত্যাদিপদ্যত্রয়ান্তরালে যোঽসৌ রুদ্রঃ সোঽহমস্মীত্যাদিনা রুদ্রস্যাভেদ উক্তঃ স কথং সঙ্গচ্ছতে ইতি চেৎ "দেবতাবান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ" ইত্যাদিবৎ প্রেমনিমিত্তকঃ স ইতি গৃহাণ। সাধুমাত্রেষু চেত্তস্য তন্নিমিত্তকঃ স কিমুত সাধুশিরোমণৌ রুদ্রে ইতি সন্তোষ্টব্যম। অন্যথৈতৌ বিবুধশ্রেষ্ঠাবিত্যাদিপূর্ব্ববাক্যে তবান্তরাত্মেত্যাদ্যন্তিমবাক্যে চ তস্য তন্নিয়ম্যত্বোক্তিঃ ব্যাকুপ্যেৎ। ময়া কৃতং প্রমাণং হীত্যুত্তরত্র লেখিষ্যামঃ। ন হি বিষ্ণুরিতি। "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥২২॥

বাক্যার্থং সঙ্গময়তি অত্রেতি। বিষ্ণোরুদ্রাদ্যন্তর্যামিত্বং চরমবাক্যেন প্রস্ফুটয়তি তবান্তরাত্মেতি। এতেনৈব "ন তে গিরিশাখিললোকপাল-

---

অতএব স্বভক্ত ভিন্ন সকাম জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনার দৃঢ়তা স্থাপনের জন্য ভগবান্ স্বয়ং স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনা করেন, এই বিষয়টি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে রুদ্রেরও অন্তর্যামী পরমাত্মাকে অঙ্গীকার বা সৎকার করিয়াছিলেন, ইহাই রুদ্রোপাসনার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট আছে, যথা, "হে অর্জ্জুন! আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা করি, সে আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি, লোক সকল তাহার অনুবর্ত্তন করে। প্রমাণই পূজ্য। এই নিমিত্তই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি" ॥২২॥

রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা— "ভবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ" ॥২৩॥

তস্মাৎ স্বভক্তরুদ্রস্য সকামেষূপাসনাদৃঢ়তায়ৈ তৎসৎকৃতিস্তদর্থিতা তেন কৃতেতি ন তস্য পারমৈশ্বর্য্যম্ ॥২৪॥

বিরিঞ্চিবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম। জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্ত্বং ন যদ্ব্রহ্মনিরস্তভেদম্" ইত্যষ্টমবাক্যঞ্চ ব্যাখ্যাতম্। ত্বং হৃদি পরং জ্যোতির্ব্রহ্ম চিন্তিতবানস্যতো বিষাপনয়ং শক্নোষি কর্ত্তুমিতি। অন্যথা "বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি" ইত্যাদিনবমস্থগিরিশবাক্যবিরোধঃ। তচ্চ জ্যোতির্বৈকুণ্ঠস্যাপ্যগম্যমিতি নাযুক্তং "দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি" ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥২৩॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। তৎসৎকৃতিস্তদর্থিতেতি দেবৈঃ স্বপূজাযাচিতো বিষ্ণুস্তান্ পূজ্যান্ করোতীত্যাদিবারাহে কথাস্তি। বরাহ উবাচ— "এবং সৃষ্ট্বা জগৎ সর্ব্বং ভগবান্ ভূতভাবনঃ। বিররাম ততঃ সৃষ্টির্ব্যবর্দ্ধত ধরে তদা। বৃদ্ধায়ামথ সৃষ্টৌ তু সর্ব্বে দেবা সবাসবাঃ। সত্রৈর্মহদ্ভিঃ সর্ব্বেঽত্র যজন্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তোষয়ামাসুরত্যর্থং স্বং পূজ্যং কর্ত্তুমীপ্সবঃ। এবং তোষয়তাং তেষাং বহুবর্ষসহস্রকে। কালে দেবস্তদা তুষ্টঃ প্রত্যক্ষত্বং জগাম হ। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রো মহাগিরেঃ শৃঙ্গমিবোল্লিখংস্তদা। উবাচ কিং কার্য্যমথো সুরেশা ব্রূতাথ মাং দেববরা বরং বঃ। দেবা উচুঃ। জয়োঽস্তু গোবিন্দ মহানুভাব ত্বয়া বয়ং নাথ বরেণ দেবাঃ। মনুষ্যলোকেঽপি ভবন্তমাদ্যং

আমি বিশ্বের অন্তর্যামী, তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি, "রুদ্র প্রভৃতি দেবতা সকল পূজ্য" এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্রকে পূজা না করি, তবে ঐ প্রমাণ ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব আমি তাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকি। আমা হইতে উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই, অতএব উৎকৃষ্ট বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না, আমার অংশ বলিয়াই আমি রুদ্রাদি দেবতার পূজা করি। ব্রহ্মা ঐ স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন যে, বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্যামী; যথা, "বিষ্ণু তোমার আমার ও অন্য দেহীসকলের অন্তর্যামী। তাঁহাকে কেহ কোনরূপে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না" ॥২৩॥

যত্র সামান্যবিশেষাভ্যাং প্রশ্নোত্তরে ভবেতাং তত্রৈব তন্নিশ্চীয়তে। যত্র বিশেষেণৈব তে স্যাতাং তত্র তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়মিতি, যথা ভারতে— "কিমেকং দৈবতং লোকে কিং বাপ্যেকং পরায়ণম্। স্তুবন্তঃ কং কমর্চ্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ শুভম্। কো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ। কং জপন্মুচ্যতে

বিহায় নাস্মান্ ভজতীহ কশ্চিৎ। চন্দ্রাদিত্যৌ বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বে দেবা বিশ্বনাথং বদন্তি। সর্ব্বে ভবন্তং শরণং গতাঃ স্ম কুরুষ্ব পূজ্যানিহ বিশ্বমূর্ত্তে এবমুক্তস্তথা তৈস্তু মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। করোমি সর্ব্বান্ বঃ পূজ্যানিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত। দেবা অপি নিজৌকাংসি গতবন্তঃ সনাতনম্। স্তুবন্তঃ পরমেশোঽপি ত্রিবিধং ভাবমাস্থিতঃ। এবং ত্রিধা জগদ্ধাতা ভূত্বা দেবান্মহেশ্বরঃ আরাধ্য সাত্ত্বিকং রাজস-তামসত্বং ত্রিধা স্থিতম্। সাত্ত্বিকেন পঠেদ্বেদান্ যজেৎ যজ্ঞেন দেবতাঃ। আত্মনোঽবয়বো ভূত্বা রাজসেনাপি কেশবঃ। স কালরূপিণং রৌদ্রং প্রকৃত্যা শূলপাণিনম্। আত্মনো রাজসীং মূর্ত্তিং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ। তামসেনাপি ভাবেন অসুরেষু ব্যবস্থিতঃ। এবং ত্রিধা জগদ্ধাতা ভূত্বা দেবান্মহেশ্বরঃ। আরাধয়ামাস ততো লোকোঽপি বিবিধোঽভবৎ" ইতি। তত্রৈব প্রজাঃ সৃজেতি ব্রহ্মণোক্তঃ সর্ব্বেশং বিষ্ণুং বহু স্তুত্বা রুদ্র উবাচ—ব্রহ্মণাহং নিযুক্তস্তু প্রজাঃ সৃজ ইতি প্রভো। তত্র জ্ঞানং প্রযচ্ছস্ব ত্রিবিধং ভূতভাবন। বিষ্ণুরুবাচ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং ন সন্দেহো জ্ঞানশক্তিঃ সনাতনঃ। দেবানাঞ্চ পরং পূজ্যঃ সর্ব্বদা ত্বং ভবিষ্যসি। এবমুক্তঃ পুনর্বাক্যমুবাচোমাপতির্মুদা। অন্যং দেহী বরং দেব প্রসিদ্ধং সর্ব্বজন্তুসু। মূর্ত্তো ভূত্বা ভবানেব মামারাধয় কেশব মাং বহস্ব স্বদেহেন বরং মত্তো গৃহাণ চ। যেনাহং সর্ব্বদেবানাং পূজ্যঃ পূজ্যতরোঽভবম্। বিষ্ণুরুবাচ— দেবকার্য্যাবতারেষু মানুষত্বমুপাগতঃ। ত্বামেবারাধয়িষ্যামি ত্বমেব মে বরদো ভব। যত্ত্বয়োক্তং বহস্বেতি দেবদেব উমাপতে। সোঽহং বহামি ত্বাং দেবং মেঘো ভূত্বা শতং সমাঃ। এবমুক্ত্বা হরির্মেঘঃ স্বয়ং ভূত্বা মহেশ্বরম্। উজ্জহার যস্তস্মাদ্বাক্যঞ্চেদমুবাচ হেত্যাদি। এবমন্যচ্চান্যত্র দ্রষ্টব্যম্ ॥২৪॥

অতএব সকাম জীব সকলে নিজ ভক্ত রুদ্রের উপাসনা দৃঢ় **করিবার নিমিত্তই ভগবান্ রুদ্রের তাদৃশ সৎকার করিয়া থাকেন, ইহাই স্থির। তদ্দ্বারা রুদ্রের পারমৈশ্বর্য্য বোধিত হইতে পারে না ॥২৪॥**

জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ" ইতি। যুধিষ্ঠিরেণ সামান্যতঃ পরতত্ত্বং পৃষ্টো ভীষ্মো বিশেষেণোত্তরয়তি— "জগৎ প্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্। স্তুবন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ স ততোত্থিতঃ" ইত্যাদিভিরিহ হি বিষ্ণুরেব পরমং তত্ত্বং তদ্ভক্ত্যা সংসারনিবৃত্তিরিতি বিশিষ্যোত্তরিতম্। এবং তত্রৈবান্যত্র বহুত্র সামান্যবিশেষরূপপ্রশ্নোত্তরাভ্যাং ভগবতো বিষ্ণোরেব পরতমত্বং নির্ণীতং দৃশ্যতে। শাস্ত্রবিস্তরভিয়া নাত্র তন্নির্দ্দিষ্টম্ ॥২৫॥

ঔপমন্যবাখ্যানে তু বিশেষেণৈব প্রশ্নোত্তরয়োঃ সত্ত্বাত্তত্র তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়ম্। তচ্চ দর্শিতমেব। ইতরথা সমুদ্রস্যাপীশ্বরতাপত্তিঃ, শ্রীরামেণ তৎ পূজায়া বিধানাৎ ॥২৬॥

পারতম্যনির্ণায়কাঃ সামান্যবিশেষরূপপ্রশ্নোত্তরময়ীং যুক্তিং স্বীকুর্ব্বন্তি, তস্যা বিষ্ণুপক্ষে এব দৃষ্টত্বাত্তত্রৈব তারতম্যমিতি যোজয়তি। যত্রেতি। তদিতি পারমৈশ্বর্য্যম্। প্রকটার্থমন্যৎ। অন্যত্র নারায়ণীয়াদৌ। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে— "যন্ময়ঞ্চ জগদ্ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্। লীনমাসীৎ যথা যত্র লয়মেষ্যতি তত্র চ" ইতি মৈত্রেয়েণ সামান্যতঃ পরতত্ত্বং পৃষ্টঃ পরাশরঃ "বিষ্ণোঃ সকাশাৎ উদ্ভূতং জগত্তত্রৈব চ স্থিতম্। স্থিতিসংযমকর্ত্তাস্য জগতস্তু জগচ্চ যঃ" ইতি বিশেষেণোত্তরয়তি। এবমেব গোপালতাপন্যাঞ্চ দৃষ্টম্ ॥২৫॥

ঔপমন্যবেতি। মোক্ষধর্ম্মে শিবমহিমানং ব্রূহীতি যুধিষ্ঠিরেণ পৃষ্টো ভীষ্মস্তং পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীকৃষ্ণো বক্ষ্যতীত্যবোচৎ। কৃষ্ণস্তু সবিস্তরং তমভাষীদিতি

যে স্থলে সামান্য ও বিশেষ প্রশ্ন এবং উত্তর হয়, সেই স্থলেই পারম্য নিশ্চিত হয়। যেখানে বিশেষভাবে প্রশ্ন ও উত্তর হয়, সেখানে তাৎপর্য্যান্তর কল্পনা করা কর্ত্তব্য। যথা মহাভারতে দৃষ্ট হয়,— "এই লোকে একমাত্র দেবতা কে ? একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কি ? মানব সকল কাঁহার স্তব ও কাঁহার অর্চ্চন করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ? সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ? কাঁহার জপে জীব জন্ম ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ? রাজা যুধিষ্ঠির এই সামান্য প্রশ্নদ্বারা পরতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম বিশেষভাবে তাহার উত্তর দিলেন, "জগৎ প্রভু দেবদেব অনন্ত পুরুষোত্তমকে সহস্রনামদ্বারা স্তব করিলেই লোক সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন," ইত্যাদি। ঐ মহাভারতের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপে বিষ্ণুর পরতমত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থ বিস্তৃতিভয়ে সে সকল আর এখানে উদ্ধৃত হইল না ॥২৫॥

এবং ক্বচিদ্ভগবৎপার্ষদানাং দৈবতান্তরারাধনমপি তদারাধ্যতা-ব্যাখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব ন হি তৎ সিদ্ধান্তকক্ষামারোক্ষ্যতি ॥২৭॥

মহেশাদিসমাখ্যা তু মহেন্দ্রাদিসমাখ্যাবন্নিষ্ফলৈব বোধ্যা। দ্রোণপর্ব্বান্তে রুদ্রস্য যচ্ছতরুদ্রীয়ার্থত্বমুক্তং তদ্ধি তদন্তর্য্যামিপরম্—অন্যথাসঙ্গতেঃ। (মঃ ভাঃ সৌপ্তিক পর্ব্ব ৬।৮) যশ্চান্তে দ্রৌণিনা যুধ্যমানস্য রুদ্রস্য তেজোমরীচিভ্যঃ কেশবানাং বহূনাং প্রাদুর্ভাবঃ স্মর্য্যতে, সোঽপি নাযুক্তস্তদন্তঃস্থিতস্য তস্য তৎসাহায্যাতুরস্য তথাবির্ভাবাৎ তস্মাদ্বিষ্ণুরেব সর্ব্বারাধ্যঃ রুদ্রস্তু তদারাধকো জগদারাধ্যশ্চেতি বিষ্ণোরেব তন্নিশ্চিতম্ ॥২৮॥

বিশেষেণ তে দ্বে স্থিতে। ইতরথেতি। কৃষ্ণেনার্চ্চিতস্য রুদ্রস্য কৃষ্ণাদুৎকর্ষে মন্যতে সমুদ্রস্যাপীতি লঙ্কামার্গার্থী শ্রীরামঃ সিন্ধুমানর্চ্চ অদত্তমার্গং তং তিরশ্চকারেতি শ্রীরামায়ণে কথাস্তি ॥২৬॥

এবমিতি যথা ভগবতস্তথেত্যর্থঃ। নন্দাদিভিরম্বিকাবনে সাত্ত্বিকশিবোঽভ্যর্চ্চিতঃ গোপকন্যাভিঃ কাত্যায়নী শ্রীরাধাদিনা তু রবিরিতি তদন্তর্যামী কৃষ্ণ এব তৈস্তাভিশ্চাভ্যর্চ্চ্যত তন্মতমনুসৃত্য তদীয়ত্বেন তত্তদারাধনং বেতি ন তত্র তত্র পারতম্যং শ্রদ্ধাতব্যম্ ॥২৭॥

যত্তু মহেশমহাদেবসমাখ্যয়া রুদ্রস্য পারমৈশ্বর্য্যং শৈব্যাঃ কল্পয়ন্তি তৎ প্রত্যাচষ্টে মহেশাদীতি। ইন্দ্রশব্দঃ খলু স্বার্থস্য পারমৈশ্বর্য্যং ব্রূতে ইতি ধাত্বর্থানুসারাদেব স পুনর্ম্মহচ্ছব্দেন বিশেষিতো নাতিশয়ং তত্র প্রত্যায়য়েত্তদভাবাদেব। শতাশ্বমেধযাজিনো জীবস্য ইন্দ্রত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতম্। তস্মান্মহেন্দ্রসমাখ্যা যথা ব্যর্থা তথা মহেশসমাখ্যাপি। পূর্ব্বোক্তেঃ শ্রুত্যাদিভিস্তস্য জীবত্ববিনিশ্চয়ান্ন সা মুক্তপ্রগ্রহতা বৃত্ত্যা তস্য পারমৈশ্বর্য্যং শক্নুয়াদভিধাতুং

ঔপমন্যবাখ্যানে বিশেষভাবেই প্রশ্ন ও উত্তর আছে, অতএব সেখানে তাৎপর্য্যান্তর কল্পনীয় হইতেছে। সেই তাৎপর্য্য কি, তাহা দেখান হইয়াছে। তাৎপর্য্যান্তর অস্বীকার করিলে শ্রীরাম সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও পরমেশ্বর বলিতে হয় ॥২৬॥

এইরূপে ভগবৎপার্ষদসকল কোথাও কোথাও যে দেবতান্তরের আরাধনা করিয়াছেন, সেখানেও সেই সেই দেবতার আরাধ্যতাপ্রচারার্থই বুঝিতে হইবে। উহা শ্রীভগবানের পার্ষদগণের লীলামাত্র। উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় আরোহণ করিতে পারেনা ॥২৭॥

ইহ কশ্চিদেবং মন্যতে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা যৎকার্য্যানি ভবন্তি, তৎ সদাশিবাখ্যং মূলং তত্ত্বং ভবেৎ। কৈবল্যোপনিষদি— "অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য। হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে শিবদং বিশোকম্॥ অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্। তদাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম॥ উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। ধ্যাত্বা মুনি-

---

কিন্ত্বন্যদেবাপেক্ষয়া তদৈশ্বর্য্যমহত্ত্বং ব্রূয়াদেবেতি ভাবঃ। শতরুদ্রীয়ার্থত্বমিতি। জগজ্জন্মাদিহেতু ব্রহ্মৈব তদর্থত্বেনোক্তং তদ্ধেতুত্বে রুদ্রস্যাপি স্বীকৃতে ব্রহ্মাদ্বয়াপত্তিলক্ষণো বিরোধঃ স্যাত্তস্মাৎ তদন্তর্যামিপরং তদিতি সুষ্ঠু। যশ্চান্তে ইতি তত্রৈবমস্তি। 'তস্যাস্যনাসিকাভ্যাঞ্চশ্রবণাভ্যাঞ্চ সর্ব্বশঃ। তেভ্যশ্চাক্ষিসহস্রেভ্যঃ প্রাদুরাসন্মহার্চ্চিষঃ। তথা তেজোমরীচিভ্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ। প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। তদত্যদ্ভুতমালোক্য ভূতং লোকভয়ঙ্করম্। দ্রৌণিরব্যথিতো দিব্যৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ' ইতি। অত্র রুদ্রাঙ্গাদ্বিষ্ণোঃ প্রাকট্যং স্তম্ভাদিব নৃসিংহস্য ব্রহ্মনাসাতো বরাহস্য ইবেতি বোধ্যম্। প্রকরণং যোজয়তি তস্মাদিতি বিস্পষ্টার্থম্ ॥২৮॥

অথ মহাশৈবং নিরাকর্ত্তুং তন্মতমুপন্যস্যতি। ইহ কশ্চিদিত্যাদিনা। অত্যাশ্রমে প্রশস্তে সন্ন্যাসে স্থিতো বিরক্ত ইত্যর্থঃ। (অতিশব্দ প্রশংসায়ামিতি বিশ্বঃ)। হৃৎপুণ্ডরীকং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য বিষয়স্পৃহামলাপকরণেন নির্ম্মলং বিধায়েত্যর্থঃ। তন্মধ্যে শিবং ধ্যাত্বেত্যন্বয়ঃ। কীদৃশং শিবদং শুভ্রং মায়া-

---

মহেশাদি সংজ্ঞা সকল ইন্দ্রাদি সংজ্ঞার ন্যায় নিষ্ফলই বুঝিতে হইবে। দ্রোণপর্ব্বের শেষভাগে রুদ্রকে জগজ্জন্মাদিকারণ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশও ঐরূপই ; অর্থাৎ উহাও অন্তর্যামী পরমাত্মার উদ্দেশে কথিত হইয়াছে, এইরূপ জানিতে হইবে। উহাকে অন্তর্যামিপর না বলিলে, ব্রহ্মদ্বয়াপত্তিরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। উহারই শেষে যে রুদ্রের তেজ হইতে অসংখ্য বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহাও অযুক্ত হইতেছে না। (কারণ অন্তর্যামী পরমাত্মা বহুরূপে রুদ্রের সাহায্যার্থে তাঁহার মধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন, ইহাতে আর বিরোধ কি ?) অতএব শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বারাধ্য, রুদ্র তাঁহার আরাধক, ইহাই নিশ্চিত হইল ॥২৮॥

র্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ" স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্। স এব বিষ্ণুঃ স প্রাণঃ স কালোঽগ্নিঃ স চন্দ্রমাঃ॥ স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্। জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে" ইত্যাদি শ্রবণাৎ। উপরিষ্টাচ্চ— "ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ" ইতি। অন্যত্র চ "শিবমদ্বৈতঞ্চতুর্থং" মন্যন্তে ইতি॥২৯॥

গন্ধাস্পৃষ্টম্। বিকশিতার্থমন্যৎ। মায়য়া তু স্বশক্ত্যা স এব সর্ব্বাত্মেত্যাহ স ব্রহ্মেতি। সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি স্বাবস্থাতো ন চ্যবত ইত্যাহ সোঽক্ষর ইতি। সর্ব্বং বর্ত্তমানং ব্রহ্মাদি ভূতং পুরা যদ্ভূতং ভব্যং যদাগামিসৃষ্ট্যা ভবিষ্যৎ তৎ সর্ব্বং মায়য়া স এবেত্যর্থঃ। তং সনাতনং জ্ঞাত্বেত্যন্বয়ঃ। উপরিষ্টা-দিত্যগ্রিমগ্রন্থে ইত্যর্থঃ। ধামসু লোকেষু ভোক্তা ব্রহ্মাদিপ্রাণিনিকরঃ। তেভ্যো ভোগ্য-ভোক্তৃভোগেভ্যঃ। অন্যত্রেতি মাণ্ডুক্যোপনিষদি। চতুর্থং তুরীয়ং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞভিন্নং সদাশিবং চিদেকরসমিত্যর্থঃ॥২৯॥

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, যাঁহার কার্য্য সেইমূল তত্ত্বের নাম সদাশিব, তিনিই পরমেশ্বর। কৈবল্যোপনিষদে উক্ত আছে,— "সন্ন্যাসাশ্রমীসকল ইন্দ্রিয়নিরোধ-পূর্ব্বক্ ভক্তিসহকারে নিজ গুরুকে প্রণাম করিয়া বিরজ বিশুদ্ধ হৃৎপদ্মমধ্যে শিবদ, বিশোক, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, প্রশান্ত, অমৃত, ব্রহ্মযোনি শ্রীসদাশিবকে চিন্তা করিবেন। তিনি আদিমধ্যান্ত-হীন, অদ্বিতীয়, বিভু, চিদানন্দ, অরূপ, অদ্ভুত, উমাসহায়, ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ, প্রশান্ত সেই প্রভু পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া মুনিগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি সকলের সাক্ষী ও মায়াতীত। তিনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, অক্ষর, স্বরাট্ পরমেশ্বর। তিনিই বিষ্ণু, তিনিই প্রাণ, কাল, অগ্নি ও চন্দ্র। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই। তিনি সনাতন, তাঁহাকে অবগত হইলেই জীব বিমুক্তি লাভ করেন। মুক্তির আর অন্য পথ নাই॥" "ধামত্রয়ে যাহা কিছু ভোগ্য, ভোক্তা এবং ভোগ আছে, তিনি সে সকল হইতে বিলক্ষণ, সাক্ষী ও চিন্ময় সদাশিব।" অন্যত্র বলিয়াছেন— "শিবই অদ্বিতীয় তুরীয় তত্ত্ব॥২৯॥

তস্মাৎ সদাশিবো মূলকারণং ব্রহ্মাদয়স্তু তস্য কার্য্যাণি "ব্রহ্মা-বিষ্ণুরুপেন্দ্রস্তে সর্ব্বে প্রসূয়ন্তে" ইতিশ্রুত্যন্তরাচ্চ। বিজ্ঞানানন্দরূপাৎ বিশুদ্ধাত্তস্মাদচিন্ত্যশক্তিযোগাদ্ব্রহ্মাদিসৃষ্টিস্তদুপাসনয়া বিমুক্তিঃ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চৈষ এব হররুদ্রাদিশব্দৈরভিধীয়তে ॥৩০॥

অত্রোচ্যতে সদাশিবোঽসৌ বিষ্ণুরেব তস্যৈব সকলদোষশূন্যস্য সর্ব্বদেবমঙ্গলাত্মকত্বাৎ, স্মৃতিশ্চ— "এবং প্রকারমমলং নিত্যমব্যাখ্যমক্ষয়ম্। সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্" ইতি, "পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। দৈবতং দৈবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা" ইতি চ। উদধিমন্থনোদ্ভূতয়া শ্রীদেব্যাপি স এব সুমঙ্গলরূপো নির্ণীতঃ ॥৩১॥

নিগময়তি তস্মাদিতি। ব্রহ্মাদীনাং সদাশিবকার্য্যত্বে নিঃসন্দেহং প্রমাণমাহ ব্রহ্মেতি। তস্মাৎ শিবাৎ ॥৩০॥

পরিহরতি অত্রোচ্যতে ইতি। এবমিতি শ্রীবৈষ্ণবে। ইতঃ পূর্ব্বমস্তি নির্ব্ব্যাপারমনাখ্যেয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনোপমম্ আত্মসম্বোধবিষয়ং সত্তামাত্রমলক্ষণম্। প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধং দুর্ব্বিভাব্যমসংশ্রিতম্। বিষ্ণোর্জ্ঞানময়স্যোক্তং তজ্‌জ্ঞানং পরমং পদমিত্যেবংপ্রকারম্। অস্যার্থঃ। নির্ব্ব্যাপারমক্রিয়ম্। অনাখ্যেয়ং কার্ৎস্ন্যেন বাচামগ্রাহ্যম্। আত্মসংবোধবিষয়ং স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশমানম্। সত্তামাত্রমস্তীত্যেবোপলব্ধব্যম্। অলক্ষণমননুমেয়ং শ্রুত্যেকগম্যম্। তত্রৈব ব্রহ্মরুদ্রাদ্যগম্যং বিষ্ণোরেব স্বরূপমিত্যুক্তম্। যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ। জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি। শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ। ভবন্ত্যভূতপূর্ব্বস্য তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি চ। ন ভূতঃ কশ্চিৎ পূর্ব্বঃ যস্মাত্তস্যানাদেরিত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ ব্রহ্মাদ্যগম্যসদাশিবস্য স্বরূপমিতি ভ্রান্তিরপাস্তা। পবিত্রাণামিতি ভারতে।

অতএব সদাশিবই মূলকারণ, ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁহার কার্য্যভূত। শ্রুত্যন্তরে বলিয়াছেন,— "ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও উপেন্দ্র প্রভৃতি তাঁহা হইতেই প্রসূত হন।" বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ সেই বিশুদ্ধ সদাশিব অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মাদির উৎপত্তি। তাঁহার উপাসনাতেই মুক্তি হয়। শ্বেতাশ্বতরেও উক্ত আছে, তিনিই হর-রুদ্রাদিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন" ॥৩০॥

সুবলোপনিষদি চ—"অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যো যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যুপক্রম্য "স এব সর্ব্বভূতান্তরাত্মা-পহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইত্যপহতপাপ্মতয়া সুমঙ্গলত্বং নারায়ণস্য বিষ্ণোরেবাভিহিতম্। নারায়ণোপনিষদি চ "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি নারায়ণা দ্ব্রহ্মা জায়তে" ইত্যাদিনা নারায়ণশব্দিতাদ্দেবকীপুত্রাদ্বিষ্ণো র্ব্রহ্মরুদ্রাদিসৃষ্টির্জায়তে স চ সমস্তহেয়-রাহিত্যাৎ সুমঙ্গলো ভবতি, তদুপাসনয়া বিমুক্তিরিতি চোর্দ্ধমুপদিশ্যতে, "অথ নিত্যো নিষ্কলঙ্কো নিরাখ্যাতো নির্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ শুদ্ধো দেব একো

পবিত্রাণাং গঙ্গাদীনাং পবিত্রং পবিত্রশক্তিপ্রদম্। মঙ্গলানাং বিঘ্নহর্ত্তৄণাং গণেশাদীনাং মঙ্গলং তদ্বর্ত্তিত্বশক্তিপ্রদম্। দেবতানামারাধ্যানামিন্দ্রাদীনাং দৈবতমারাধ্যত্বশক্তিপ্রদম্। উদধীতি অষ্টমস্কন্ধে দ্রষ্টব্যমেতৎ ॥৩১॥

উক্তেঽর্থে শ্রুতিসম্মতিমুদাহরতি সুবালেত্যাদিনা। গুহায়াং হৃৎপুণ্ডরীকে। দেবকীতি। 'ব্রহ্মণ্যো দেবকী পুত্রঃ' ইতি তত্রৈবোক্তঃ। নিষ্কলঙ্কো নির্দ্দোষঃ নিরাখ্যাতঃ সর্ব্ববেদবাচ্যঃ নির্ব্বিকল্পো দ্বৈরূপ্যশূন্যঃ। গতিসামান্যাদিতি সূত্রাৎ নিরঞ্জনঃ প্রকৃতিলেপরহিতঃ অতএব শুদ্ধঃ। দ্বিতীয়ঃ কোঽপি নাস্তীত্য-দ্বিতীয়ঃ ন তৎসমশ্চেতি শ্রবণাৎ। যস্তমেবং বেত্তি জানাতি উপাস্তে চ স বিষ্ণুরেব ভবতি। নির্ম্মায়ত্বেনাংশেন বিষ্ণুতুল্যো ভবতি। 'এবৌপম্যেঽবধারণে' ইতি বিশ্বঃ। অন্যত্রেতি মহোপনিষদাদিষ্বিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৩২॥

উহার উত্তর এই— ঐ সদাশিব শব্দে শ্রীবিষ্ণুই বোধিত হন। যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বদোষশূন্য এবং সর্ব্বমঙ্গলাত্মক। স্মৃতিতে বলেন— "বিষ্ণুনামক পরমতত্ত্ব নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাখ্যানাযোগ্য, অক্ষয়, সমস্তহেয়বর্জ্জিত। তিনি পবিত্রেরও পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, দেবতার দেবতা, ভূতের অব্যয় পিতা।" সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত শ্রীদেবীর সহিত তিনিই সুমঙ্গলরূপে নির্ণীত হইয়াছেন ॥৩১॥

সুবালোপনিষদে ব্যক্ত আছে,—শরীরমধ্যস্থ হৃদয়াকাশে যিনি নিহিত আছেন, তিনি অজ, অদ্বিতীয় এবং নিত্য। পৃথিবী তাঁহার শরীর। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অপহতপাপ, দিব্যদেব নারায়ণ।" পাপশূন্যতাহেতু নারায়ণ বিষ্ণুই সুমঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তিত হন। নারায়ণোপনিষদও বলেন— "পুরুষোত্তম নারায়ণই প্রজা-

নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি" ইত্যাদিনা। অন্যত্র চ শ্রূয়তে, "একো হ বৈ দেবো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানঃ। একো হবৈ দেবো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ। তত্র এতে ব্যজায়ন্ত বিশ্বে হিরণ্যগর্ভাগ্নিযমবরুণরুদ্রেন্দ্রাঃ" ইত্যাদি ॥৩২॥

তৈত্তিরীয়কে চ শিবশব্দো নারায়ণশব্দসামানাধিকরণ্যে-নোপদিষ্টঃ শ্রূয়তে— "সহস্রশীর্ষং ভং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বশম্ভুবম্। বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্ ॥ বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্। বিশ্বমেবেদং পুরুষং তদ্বিশ্বমুপজীবতি পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥ নারায়ণঃ পরজ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরম্। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্ ॥ নারায়ণঃ পরো ধ্যাতা ধ্যানং নারায়ণঃ পরম্। যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে

শিবনারায়ণশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যাচ্চ শিবো বিষ্ণুরেবেতি স্বীকার্য্য-মিত্যাহ তৈত্তিরীয়কে চেতি। তদ্গতায়াং বৃহন্নারায়ণোপনিষদি চেত্যর্থঃ। বিশ্বমক্ষোতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বাক্ষম্। বিশ্বস্য শং কল্যাণং ভাবয়ত্যুৎপাদয়-তীতি বিশ্বশংভুবম্। স্বশক্ত্যা বিশ্বং জগদাকারং এবমগ্রেঽপি পুনঃপুনরুক্তি-র্দৃঢ়তার্থা। পুরুষ এবেদং বিশ্বমিত্যন্বয়ঃ। বিশ্বং কর্ত্তৃতৎপুরুষরূপং বস্তু উপজীবতি সমাশ্রয়তি। যতো বিশ্বস্য পতিং পালকম্। আত্মনাং ব্রহ্মাদিজীবানামীশ্বরং নিয়ামকম। জ্ঞেয়েষু তত্ত্বেষু মধ্যে মহানিতি মহাজ্ঞেয়স্তং

সৃষ্টির কামনা করিলেন। নারায়ণ হইতেই ব্রহ্মা জন্মিলেন।" নারা-য়ণশব্দিত দেবকীনন্দন শ্রীবিষ্ণু হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা-সকলের সৃষ্টি হইল। সর্ব্বহেয়শূন্য বলিয়াই তিনি সুমঙ্গল হন। তাঁহার উপাসনাতেই মুক্তি হয়, ইহা পরে উপদিষ্ট হইতেছে।" "নিত্য, নিষ্কলঙ্ক, সর্ব্ববেদবাচ্য, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, শুদ্ধ দেব নারায়ণ, অদ্বিতীয়। তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই, যিনি ইহা বিদিত হন, তিনি বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।" অন্যত্র বলিয়াছেন— "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক দেবতা নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা বা ঈশান ছিলেন না। তিনি মুনি হইয়া চিন্তা করিলেন। তাঁহার সেই সঙ্কল্পাত্মক আলোচনা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ উৎপন্ন হইলেন" ॥৩২॥

শ্রূয়তেঽপি বা॥ অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইত্যাদিনা। অত এবমুক্তং নারায়ণীয়ে- "তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্ব্বতোমুখৈঃ। তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ" ইতি ॥৩৩॥

নারায়ণশব্দঃ খলু লক্ষ্মীপতেঃ সংজ্ঞা, তস্যামেব ণত্ববিধানাৎ। তদাহ ভগবান্ পাণিনিঃ– "পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ" ইতি। পূর্ব্বপদস্থান্নিমিত্তাৎ পরস্য নস্য ণঃ স্যাৎ সংজ্ঞায়াং, ন তু গকারব্যব-

---

মুমুক্ষুধ্যেয়মিত্যর্থঃ। ধ্যাতা তদুপাসকগণো ধ্যানঞ্চ তদুভয়ং নারায়ণ এব। অয়মভেদব্যপদেশো ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্যাদনতিরিক্তমিতি ভাবেনৈব ন তু স্বরূপেণেত্যেতৎ স্ফুটয়তি যচ্চেতি। যৎকিঞ্চিৎ জগতি দৃশ্যতে রাজাদি শ্রূয়তে চেন্দ্রাদি তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতোঽস্তীতি ব্যাপকাদ্বৈত-ভাবনয়া ধ্যাতৃধ্যানয়োর্ধ্যেয়াদভেদ ইত্যর্থঃ। "ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ শব্দয়োরেকস্মিন্নর্থে বৃত্তির্হি সামানাধিকরণ্যম্।" নারায়ণশব্দোঽপি বিষ্ণোরেবেতি ভারতবাক্যেনাহ তত্ত্বমিতি স্ফুটার্থম্॥৩৩॥

"আপো নারা" ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং যস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি। নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে শিবশব্দ নারায়ণশব্দের সহিত সামানাধিকরণ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে— "সহস্রশীর্ষা, বিশ্বব্যাপক, বিশ্বমঙ্গল, বিশ্বোৎপত্তিকারণ, বিশ্বাত্মক, অক্ষয়, পরমপদ, বিশ্ব হইতে পরম নিত্য, বিশ্বরূপ নারায়ণ হরিকে বিশ্বরূপী জানিয়া জীব বিশ্বকর্ত্তা সেই পরম পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কারণ, তিনিই বিশ্বের পালক, ব্রহ্মাদি জীবের ঈশ্বর, শাশ্বত, অচ্যুত, শিব নারায়ণ। তিনিই জ্ঞেয়বস্তুর মধ্যে মহান্ ও পরম অয়ন। নারায়ণই পরম জ্যোতিঃ। নারায়ণই পরমাত্মা ও ব্রহ্ম। নারায়ণই পরতত্ত্ব। নারায়ণই ধ্যাতা ও ধ্যান। এই জগতে যাহা কিছু দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, নারায়ণ সেই সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।" এই নিমিত্তই নারায়ণীয়ে বলিয়াছেন— "সর্ব্বতোমুখ হেতুসকলদ্বারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিসকলের সম্বন্ধে তুমিই অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তুমি মহাযোগী নারায়ণ হরি" ॥৩৩॥

ধানে ইতি তদর্থঃ। নারায়ণঃ অগঃ কিং ঋগয়নমিতি। তস্মা-দ্বিষ্ণুরেব সদাশিবশব্দিতঃ, ইতরথা সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিব্যাকোপঃ তত্রৈব চ ব্রহ্মবিত্তাত্মত্বব্যপদেশপরমাত্মশব্দা বিরুধ্যেরন্ তৌ শব্দৌ কিল বিষ্ণোরেবাভিধায়কৌ প্রসিদ্ধৌ। শিবাদিশব্দাস্তত্রৈব প্রবর্ত্তন্তে প্রাগুক্তম্॥৩৪॥

ননূমাসহায়ত্রিলোচননীলকণ্ঠশব্দাঃ কথমত্র প্রবর্ত্তেরন্নি-মিত্তবিরহাদিতি চেন্মন্দমেতৎ তেষামর্থান্তরসত্ত্বাৎ। তথাহি,— "উমা কীর্ত্তিঃ উমা সতী হৈমবতী হরিদ্রাকীর্ত্তিকান্তিষু" ইতি বিশ্ব-প্রকাশাৎ। সা সর্গাদৌ সহায়া যস্য তম্। ত্রিনেত্রং ত্রীণি ভূত-বর্ত্তমানভবিষ্যদ্বিষয়াণি জ্ঞানানি যস্য তং ত্রিকালজ্ঞমিত্যর্থঃ,— (গীঃ ৭।২৬) "বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন" ইতি স্মৃতেঃ। নীলো মণিবিশেষঃ

তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ইতি চ স্মৃতেঃ। পুরুষাজ্জাতানাং কারণানাং তত্ত্বানাং বা সমাশ্রয়তালক্ষণেন যোগেন নারায়ণশব্দো বিষ্ণোরেব সমাখ্যেত্যেতৎ পাণিনিসূত্রাদপ্যবগতমিত্যাহ নারায়ণ ইত্যাদিনা। ইতরথেতি বিষ্ণোরপি কারণং সদাশিবোঽন্যোঽস্তীতি স্বীকারে ইত্যর্থঃ। তত্রৈবেতি কৈবল্যোপনিষদি। তাবিতি ব্রহ্মপরমাত্মশব্দৌ প্রসিদ্ধৌ শ্রীগীতাদিষু॥৩৪॥

নন্বিতি। অত্র বিষ্ণুপক্ষে। নিমিত্তেতি। পার্ব্বতীপতীত্যাদিকং প্রবৃত্তি-নিমিত্তং তদভাবাদিত্যর্থঃ। সা কীর্ত্তিঃ প্রবৃত্তিহেতুতয়া যস্য সহায়া ভবতী-

---

নারায়ণশব্দ লক্ষ্মীপতিরই সংজ্ঞা। কারণ, সংজ্ঞাতেই ণত্বের বিধান। ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন, "পূর্ব্বপদস্থ নিমিত্তের পর ন ণ হয়, সংজ্ঞার্থে, গ কার ব্যবধানে হয় না। নারায়ণই উহার দৃষ্টান্ত। গ কার ব্যবধান থাকায় ঋগয়নের ণত্ব হইল না।" অতএব বিষ্ণুই সদাশিব শব্দে বোধিত হইতেছেন। অন্যথা সকল শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হয়। কৈবল্যোপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞে আত্মত্বব্যপদেশে যে পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দসকলের ব্যবহার হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মশব্দ এবং পরমাত্মশব্দ যে বিষ্ণুবোধক, তাহা শ্রীগীতাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। শিবাদিশব্দ ঐ বিষ্ণুতেই প্রবৃত্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে॥৩৪॥

স্ববর্ণসাদৃশ্যাতিপ্রিয়ত্বাৎ কণ্ঠে যস্য তমিন্দ্রনীলমণিহারিণমিত্যর্থঃ। নিধিবিশেষো বা নীলঃ কণ্ঠে যস্য স তথা। পরোক্ষবাদেন বিদ্যোপদেশপ্রবৃত্তেরত্র ন শব্দস্বারস্যভঙ্গো দোষঃ ॥৩৫॥

তদভিমতে সদাশিবে হ্যেতে শব্দা ন প্রবর্ত্তেরন্, পার্ব্বতীপতিত্বাদীনাং নিমিত্তানাং তত্রাভাবাৎ,— "কার্য্যে কপালিন্যেব তেষাং ভাবাৎ" ॥৩৬॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চ পরব্রহ্মভূতো বিষ্ণুরেবোপদিষ্টঃ, "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি"ইত্যুপক্রান্তস্য ব্রহ্মশব্দস্যাপূর্ত্তেরভ্যাসাৎ সর্ব্ব-

---

ত্যর্থঃ। নিধিবিশেষো বেতি নিধ্যন্তরাণামুপলক্ষণম্। যদাশীর্ব্বাদাৎ সকামভক্তানাং সর্ব্বে নিধয়ো ভবন্তীতি ভাবঃ। নন্বু শ্রুতিরেবং কথমুপদিশতীত্যত্রাহ পরোক্ষেতি ॥৩৫॥

স্বমতানুপপাদ্যে পরমতেঽনুপপত্তিমাহ তদিতি। তত্রেতি। চিদেকরসে অদ্বিতীয়ে সর্ব্বকারণে সদাশিবে ইত্যর্থঃ। কার্য্যে ইতি ব্রহ্মসূত্রে। কপালিনি রুদ্রে ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥

যদি বল, প্রবৃত্তিনিমিত্তের অভাববশতঃ উমাসহায়, ত্রিলোচন ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শব্দসকল শ্রীবিষ্ণুতে কিরূপে প্রবৃত্ত হইবে? তাহা বলিতে পার না; কারণ, ঐ সকল শব্দের অর্থান্তর আছে। বিশ্বকোষে উমা শব্দের কীর্ত্তি প্রভৃতি নানা প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উমা সহায় শব্দের অর্থ উমা অর্থাৎ কীর্ত্তি প্রভৃতি হইয়াছেন সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সহায় যাঁর। ত্রিনেত্র—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ক তিনটি জ্ঞান হইয়াছে নেত্র যাঁর; অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞ। গীতাতে উক্ত হইয়াছে—"আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূতসকলকে জানি, আর কেহই জানে না। নীলকণ্ঠ—ইন্দ্রনীলমণিময়-হার-বিশিষ্ট। পরোক্ষবাদেই বিদ্যোপদেশের প্রবৃত্তি। অতএব তদ্বিষয়ে শব্দস্বারস্যভঙ্গে দোষ হয় না ॥৩৫॥

পূর্ব্বপক্ষীর অভিমত চিদেকরস অদ্বিতীয় সর্ব্বকারণকারণ সদাশিবেও ঐসকল উমাসহায় প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তি ঘটে না; কারণ, পার্ব্বতীপতিত্ব প্রভৃতি নিমিত্ত তাঁহাতে দেখা যায় না। তৎকার্যভূত কপালী শিবেই ঐ সকল নিমিত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৩৬॥

ব্যাপী ভগবান্। এবং "স দেবো ভগবান্ বরেণ্যঃ" ইতি ভগবচ্ছব্দোঽপ্যভ্যস্তঃ। স চ বিষ্ণৌ মুখ্যঃ। বিষ্ণুপ্রমেয়ং হি পুরাণং "ভাগবতমিত্যাখ্যায়তে। সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা"ইত্যাদিনা তস্মিন্নেবামুং ব্যুৎপাদ্য পুনর্নিগময়তি— "এবমেষ মহাশব্দো মৈত্রেয় ভগবানিতি। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে। তস্মাদ্বিষ্ণুপরৈবেয়মুপনিষৎ। যদি সদাশিবোঽপি ব্রহ্মশব্দিতত্বাদিধর্ম্মৈর্ভিবাচ্যং তর্হি সংজ্ঞামাত্র এব বিসম্বাদো ন তু সংজ্ঞিনীতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥৩৭॥

শ্বেতাশ্বতরৈশ্চ হরাদিশব্দানুল্লিখিরদ্ভিঃ স্বোপনিষদি সদাশিব এবাসৌ বর্ণিত ইতি যৎ প্রোক্তং তদপ্যনুপপন্নমিত্যাহ শ্বেতেত্যাদিনা। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ বিষ্ণাবেবামুং ভগবচ্ছব্দং ব্যুৎপাদ্য পরাশরো মহর্ষিঃ। তস্মাদিতি। ইয়ং শ্বেতাশ্বতরৈঃ পরিপঠিতা ষড়ধ্যায়ী। যদীতি সদাশিবো যো ময়া নিরূপ্যতে, স এব পরং ব্রহ্ম স এব ভগবানিতি চেন্মহাশৈবো ব্রূতে তদা নামমাত্রে ভেদো নামী তু এক এবাবয়োরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। অন্তশ্চিহ্নং ত্বয়া ধৃতমেব চ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রতুলস্যাদিকেষু বহিশ্চিহ্নেষু তে ন কোঽপি তদ্দ্বেষঃ। ননু সূতসংহিতায়া নিন্দিতত্বাত্তন্ন ধ্রিয়তে। তস্মাত্তির্য্যক্পুণ্ড্রাদিকং তু স্তুতত্বাৎ ধ্রিয়তে ইতি চেদ্ঘ্রাণবিজৃম্ভিতয়াসূয়য়া তন্নিন্দা কেনচিৎ কৃতেত্যবগচ্ছ। ন খলু ব্যাসাশ্রিতঃ সূতস্তথা ব্রুবন্ পাদ্মাদৌ শঙ্খচক্রাদিধারণং স্তুবতা স্বপ্রভুনা শক্নুয়াদ্বিরোদ্ধুম্। ন চ তথা বদন্ শ্লাঘ্যবাগ্ভবেদিতি কাশীখণ্ডযোগবাশিষ্ঠাষ্টাবক্রাদিবৎ কল্পিতৈব সা। এষু সমতাংশোক্তিস্ত্বন্যাকর্ষণার্থেতি বদন্তি ॥৩৭॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও শ্রীবিষ্ণুকেই পরব্রহ্ম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন।" এইরূপে উপক্রম করিয়া শেষ পর্য্যন্তই বার বার ব্রহ্ম শব্দ বলিয়াছেন। ঐ স্থলে ব্রহ্মশব্দে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ই বুঝাইতেছেন। ঐ প্রকার ভগবৎশব্দও অভ্যস্ত হইয়াছে। ভগবৎশব্দ শ্রীবিষ্ণুতেই মুখ্য। বিষ্ণুবিষয়ক পুরাণের নামই ভাগবত কথিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে ভগবৎশব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া পরব্রহ্ম বাসুদেবেই উহার প্রবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত উপনিষৎ যে বিষ্ণুপর, ইহা স্থির হইতেছে। সদাশিবই ব্রহ্মশব্দিতত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট, ইহাই যদি বলা হয়, তাহা হইলে সংজ্ঞামাত্রেই

নন্বু ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে বিষ্ণুরুৎপত্তিমান্ — "ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাস্তে সর্ব্বে প্রসূয়ন্তে" ইতি শ্রবণাৎ গর্ভোদকশায়িনঃ পুরুষাদ্ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাস্ত্রয়ো গুণাবতারা ভবন্তীতি ভাগবতপ্রক্রিয়াদর্শনা-চ্চেতি চেৎ? সত্যং; ব্রহ্মরুদ্রয়োর্জীবত্বাদেব কর্ম্মবশ্যোৎ-পত্ত্যাদিপ্রকীর্ত্তনম্। বিষ্ণোস্তু "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি" "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্" "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইত্যাদিষু কর্ম্মবশ্যোৎপত্ত্যাদিনিরাসাদপ্রচ্যুতস্বরূপশক্তিস্বভাবস্য

এবং মহাশৈবেঽপি নিরস্তে কপাল্যেকান্তী তজ্জন্মাদি শ্রুত্বাতিখিন্নঃ ক্রোধতাম্রনেত্রো বৈতণ্ডিকতয়া সত্ত্বাধিষ্ঠাতুর্বিষ্ণোর্জগৎপালকস্যানিত্যতাং বক্তুং প্রতিবর্ত্ততে। নন্বিতি। নৈবাত্র বিপ্রতিপত্তব্যম্। ভবতামপি সম্মতিঃ যদস্তীত্যাহ গর্ভোদকেত্যাদি। অয়ং খলু শূকরাদিযোনিজাতত্বশস্ত্রক্ষতিশ্যাম-ত্বানি বিষ্ণোরপকর্ষে কারণানি রুদ্রস্য তস্মাদুৎকর্ষেঽজাতত্বশস্ত্রাক্ষতিশুক্লত্বানি কারণানি স্বগোষ্ঠ্যাং জল্পতি দ্বিজত্বাদ্বেদমাশ্রয়ন্নপি বিষ্ণুবিদ্বেষাদস্ফুরিততদর্থঃ সন্। সমাধত্তে সত্যমিত্যাদিনা। কর্ম্মবশ্যোৎপত্ত্যাদীতি। আদিনা মৃত্যুঃ যুগকোটীত্যাদেঃ বিশ্বরূপ ইত্যাদেব্র্ঽহ্মাংশভূরিত্যাদেশ্চ পূর্ব্বোক্তস্মৃতের্বোধ্যম্। একং সন্তমিতি। অজায়মান ইতি পুরুষসূক্তৌ। কর্ম্মবশ্যোৎপত্ত্যাদিনিরাসা-দিত্যত্রাদিপদাৎ কর্ম্মবশ্যো নাশস্তস্য নাস্তি কিন্ত্বিচ্ছয়া নিরোধ এব ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মিত্যাদৌ বর্ণ্যতে ইত্যর্থঃ। অপ্রচ্যুতেতি ভাবঃ। শীলং স্বভাবঃ প্রকৃতিঃ শীলমিতি ধনঞ্জয়কোষাৎ স্বেচ্ছেতি আত্মেচ্ছয়া নিজলোকাৎ প্রপঞ্চেঽ-বতরণং স্বেচ্ছাবতারঃ। অতএবেতি। শ্রীবৈষ্ণবেঽপি ত্রীন্ ব্রহ্মাদীন্ পর-

---

বিবাদ থাকিয়া গেল, সংজ্ঞীতে আর কোন বিবাদ নাই। যিনি ব্রহ্মা, সদাশিব তাঁহারই নাম, ইহাতে আর বিবাদ কি? ।৩৭॥

যদি বল, ত্রিমূর্ত্তির মধ্যস্থিত বিষ্ণুর উৎপত্তি আছে। "ব্রহ্মা-বিষ্ণু, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতির উৎপত্তি হয়", এই সকল প্রমাণদর্শনে বিষ্ণুর উৎপত্তি স্বীকার্য্য। গর্ভোদকশায়ী পুরুষ হইতে ব্রহ্মাদি গুণাবতারত্রয়ের উৎপত্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতেই বলিয়াছেন। ইহা সত্য, তবে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা জীব বলিয়া তাঁহাদিগের কর্ম্মাধীন উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু "যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হন, যিনি এক হইয়াও বহুধা দৃশ্যমান হন, যিনি অজায়মান হইয়াও বহুধা জন্ম গ্রহণ করেন" ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মাধীন উৎপত্তির

তস্য সৃষ্টিপালনায় ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে স্বেচ্ছাবতারাবির্ভাবাদিপর্য্যায়াভিব্যক্তিরিতি। অতএব "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহমি"ইত্যাদৌ "বিষ্ণুঃ পুরুষরূপেণ পরিপাতি"ইত্যুক্তম্, ন তু তদ্বশ্যতা তস্যোচ্যতে ॥৩৮॥

সুবালোপনিষদি চ তমঃশব্দিতসূক্ষ্মশক্তিকাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মাণ্ডং জাতং তস্মিন্ সহস্রশীর্ষাখ্যপুরুষবপুষা স এবাবির্ভূতস্তস্মাদ্‌ব্রহ্মরুদ্রাদিসৃষ্টিরভূদিতি শ্রূয়তে তদাহুঃ— "কিং তদাসীত্তস্মৈ স হোবাচ, ন সন্নাসন্ন সদসদিতি। তস্মাত্তমঃ সংজায়তে তমসো ভূতাদির্ভূতাদেরাকাশমাকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী তদণ্ডং সমভবৎ। তৎসম্বৎসরমুষিত্বা দ্বিধাকরোৎ— অধস্তাদ্ভূমিরুপরিষ্টাদাকাশং, মধ্যে পুরুষো দিব্যঃ, সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ সহস্রবাহুরিতি। সোঽগ্রে ভূতানাং

ব্রহ্মণঃ শক্তিরুক্ত্বা তেষু বিষ্ণোঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মত্বমুক্তবান্ পরাশরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ। সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ পরম। স পরঃ সর্ব্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরম্। মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্বব্রহ্মময়ো হরিরিতি ব্রহ্মণঃ শক্তীনাং ব্রহ্মাদীনাং মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। যতঃ সমনন্তরপ্রণষ্টভেদঃ যতো মূর্ত্তং ব্রহ্ম সান্দ্রজ্ঞানানন্দরাশিঃ। নৈবং ব্রহ্মা শিবশ্চ। সর্ব্বব্রহ্মময়শ্চ কৃৎস্নব্রহ্মস্বরূপস্তৎস্বাংশ ইত্যর্থঃ। তৌ তু তদ্বিভিন্নাংশৌ জীবাবিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

সত্ত্বাধিষ্ঠাতুর্বিষ্ণোঃ পরব্রহ্মত্বাদেবাবির্ভাবতিরোভাবৌ স্যাতাং ন ত্বিতরয়োরিব জনি বিনাশৌ। অত শ্রুতিষু তাভ্যাং সহ তস্যোৎপত্তির্নোদীর্যত ইতি ভাবেন তামুদাহর্ত্তুমবতারয়তি সুবালেত্যাদিনা। তদাহুরিতি। তং গুরুং শিষ্যাঃ পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ প্রষ্টব্যমাহ কিমিতি। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমবিনাশি বস্তু কিং তদাসীদিতি। এবং পৃষ্টঃ স্বগুরুস্তস্মৈ শিষ্যবৃন্দায় হোবাচ ন সদিত্যাদি। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং যদ্বস্ত্বাসীৎ তন্ন সৎ তেজোঽবন্নরূপং স্থূলমিত্যর্থঃ। নাপ্যসৎ প্রধানমহদাদিরূপং সূক্ষ্মং নেত্যর্থঃ। ন চ সদসৎ বিয়দ্বায়ুরূপং স্থূলসূক্ষ্মঞ্চ নাসী-

---

নিরাশহেতু অপ্রচ্যুত স্বরূপ অপ্রচ্যুতশক্তি ও অপ্রচ্যুতস্বভাব শ্রীবিষ্ণু স্বসৃষ্ট বিশ্বের পালনার্থ ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভূত হন, ইহাই বলিতে হইবে। ফলতঃ এই কারণেই পুরাণে ব্রহ্মাদির বশ্যতা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর সম্বন্ধে তাহা বলা হয় নাই ॥৩৮॥

মৃত্যুমসৃজৎ ত্র্যক্ষং ত্রিশিরস্কং ত্রিপাদং খণ্ডপরশুং তস্য ব্রহ্মা-বিভেৎ। সোঽয়ং ব্রহ্মাণমাবিবেশ। স মানসান্ সহ পুত্রান-সৃজৎ। "তে হ বিরাজঃ সপ্ত মানসানসৃজৎ"। তে হ প্রজাপতয়ঃ। ব্রহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥ চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ সূর্য্যো-অজায়ত। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ হৃদয়াৎ সর্ব্বমিদমজায়ত। অপানাৎ নিষাদা যক্ষরক্ষগন্ধর্ব্বা অস্থিভ্যঃ পর্ব্বতা লোমেভ্যঃ ওষধিবনস্পতয়ো, ললাটাৎ ক্রোধজো রুদ্রোঽজায়ত। তস্যৈ-তস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা॥৩৭॥

দিত্যর্থঃ। তর্হি কিমাসীদিতি চেত্তত্তদ্বিলক্ষণং তমঃশক্তিকং ব্রহ্মৈবাসী-দিত্যুক্তম্ বোধ্যম্। তস্মাৎ স্ববিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুভুক্ষাভ্যুদিতানুকম্পাদীক্ষিত-তমসো ব্রহ্মণস্তমঃ সংজায়তে প্রধানশরীরকাক্ষরব্যঞ্জনাভিমুখমভবৎ। তমসো-ঽক্ষরশব্দিতোঽব্যক্তশরীরকঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ তস্মাদভিব্যক্তত্রিগুণমব্যক্তম্। ততঃ ত্রিবিধো মহান্ ততস্তাদৃশোঽহং তাদৃশোঽহঙ্কারঃ তস্মাৎ সাত্ত্বিকাদিন্দ্রিয়-দেবতা মনশ্চ রাজসাপীন্দ্রিয়াণি দশ তামসাৎ তু ভূতাদিসংজ্ঞাত্তন্মাত্রদ্বারা খাদীনি পঞ্চেত্যগ্রিমপ্রলয়শ্রুত্যনুসারেণেদং ব্যাখ্যাতং বোধ্যম্। সসূক্ষ্মে ভাষ্যেঽপ্যেবমেব নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্। সোঽগ্রে ইতি অগ্রে প্রথমং স সহস্রশীর্ষা বিষ্ণুর্ভূতানাং প্রাণিনাং মৃত্যুং সংহারকং রুদ্রমসৃজদিতি বিষ্ণুপুত্রো রুদ্রঃ। তস্যেতি তস্মাদ্রুদ্রাৎ। সোঽয়ং রুদ্রঃ ব্রহ্মাণমাবিবেশেতি পুনর্ব্রহ্মণশ্চ তদুৎপত্তিঃ। স বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতো ব্রহ্মা সহ যুগপদেব মানসান্ সনকাদীং-শ্চতুরঃ পুত্রানসৃজৎ। তে হ বিরাজো বিশিষ্টদীপ্তয়ো বভূবুঃ। সপ্ত মরীচ্যাদী-ন্মানসান্ স ব্রহ্মাসৃজৎ। এবমুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে। বৈবস্বতে স চ ইতি বারুণে বিততে ক্রতৌ। জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে। পূর্ব্বং যত্র তু সপ্তর্ষীনুৎপন্নান্ সপ্ত মানসানিতি। তে সপ্ত প্রজাপতয়ো বভূবুঃ। ব্রহ্ম-ণোঽস্যেতি অস্য হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য বিষ্ণোঃ। ললাটাৎ ইতি যো ব্রহ্মাণ-মাবিবেশ স রুদ্রস্তস্য ললাটাদাবির্ভূত ইত্যর্থঃ॥৩৭॥

সুবালোপনিষদে বলিয়াছেন,— তমঃ এই শব্দের অভিহিত সূক্ষ্ম-শক্তিসমন্বিত পুরুষ হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ব্রহ্মাণ্ডেই আবার তিনি নিজেই সহস্রশীর্ষা পুরুষরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। যথা "সৃষ্টির পূর্ব্বে

শতপথে চ শ্রূয়তে—"ভূতানং পতিঃ সংবৎসরে উষসি রেতোঽসিঞ্চৎ তৎ সংবৎসরে কুমারোঽজায়ত সোঽরোদীত্তং প্রজাপতিরব্রবীৎ। কুমার কিং রোদিষি?—যৎ পশো বিজাতোঽসীতি সোঽব্রবীদনপহতপাপ্মা বা অহমস্মি, নাম মে ধেহি পাপ্মনোঽপহত্যা ইতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তস্য তন্নামাকরোদগ্নিস্তদ্রূপমভবৎ। অগ্নির্বৈ রুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাদ্রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অহমস্মি দেহ্যেবং নামেতি। তং প্রজাপতিরব্রবীদ্ভবোঽসীতি শর্ব্বোঽসীতি ঈশানোঽসীতি পশুপতিরসীতি উগ্রোঽসীতি ভীমোঽসীতি মহাদেবোঽসীতি। প্রজাপতির্দেবানসৃজত্তে পাপ্মনা সংবীতা অজায়ন্ত। বিরূপাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায়মাঘোঘায় কর্ম্মাধিপতয়ে—সোঽব্রবীদ্ বরং বৃণীষ্ব। অহমেব পশূনামধিপতিরসানীতি তস্মাৎ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিরিতি" ॥৪০॥

শতপথে চেতি যজুর্ব্বেদশতপথে ষষ্ঠে কাণ্ডে তৃতীয়ে ব্রাহ্মণে বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্যেদং বাক্যং স্থিতং বোধ্যম্। ভূতানামিতি সর্ব্বেশ্বরাৎ বিষ্ণোরুৎপন্নো রুদ্রো ব্রহ্মাণমাবিশ্য স্থিতঃ। অথ ভূতানাং পতিঃ ব্রহ্মা রুদ্রাত্মকং রেত উষসি যোনাবসিঞ্চৎ। অনপহতপাপ্মা নিষ্পাপো নাহং নামকরণাদ্বিনাস্মি অতো নাম ধেহি। নামান্তরাণ্যাকাঙ্ক্ষন্নাহ জ্যায়ানিতি। জ্যেষ্ঠপুত্রোঽহমস্মি এবং নাম মে দেহি যেন মে জ্যেষ্ঠত্বং খ্যাতং স্যাদিত্যর্থঃ। এবং রুদ্রমুৎপাদ্য নামানি চ তস্য কৃত্বা সোঽন্যান্ পুত্রানসৃজদিত্যাহ প্রজাপতিরিতি। তে দেবা অকৃতনামানঃ পাপ্মনা সংবীতা ব্যাপ্তা এব সন্তোঽজায়ন্ত জাতাঃ। অথ কৃতনামানস্তে নিষ্পাপ্মানো জ্যেষ্ঠস্য রুদ্রস্যানুযায়িনো

কি ছিল?" শিষ্যগুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরু বলিলেন,—"তৎকালে স্থূল, সূক্ষ্ম বা স্থূলসূক্ষ্ম কিছু ছিল না; কেবল তমঃশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম ছিলেন। তাঁহা হইতে অনভিব্যক্তগুণা প্রকৃতি ক্ষুভিত হইল। উহা হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহা হইতে অভিব্যক্তগুণা প্রকৃতি, তাহা হইতে মহান্, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে দেবতা মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি উৎপন্ন হইল। ভূতাদি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। এই সমুদয়ের নাম ব্রহ্মাণ্ড। ঐ অণ্ডে

ইহ হি পরস্য ভগবতঃ পরমকরুণত্বং তস্মাৎ ব্রহ্মরুদ্রয়োরুৎপত্তিঃ। রুদ্রাৎ ব্রহ্মণো ভীতিঃ; রুদ্রস্যানপহতপাপ্মত্বঞ্চাবগম্যতে।

বভূবুরিত্যাহ বিরূপাক্ষায়েত্যাদি। ক্রিয়ার্থোপপদস্যেত্যাদিসূত্রাচ্চতুর্থী। তমনুকূলয়ন্তীত্যর্থঃ। জ্যেষ্ঠায়াতিশ্লাঘ্যায় অমোঘায় সকলায় ফলদাত্রে চেত্যর্থঃ। ধর্ম্মাধিপতয়ে বৈদিককর্ম্মপ্রবর্ত্তকায়। স ব্রহ্মা রুদ্রমব্রবীৎ বরং বৃণীষ্বেতি। স রুদ্রো বব্রে অহমেবেতি। পশূনাং জীবানাম্ ॥৪০॥

ব্রহ্মা সহস্র বৎসর বাস করিলেন। পরে উহা দ্বিধা বিভক্ত হইল। অধোভাগে ভূমি এবং উপরে আকাশ হইল, মধ্যে পুরুষ রহিলেন। উনিই সহস্রশীর্ষা বিরাট্ পুরুষ। তিনি অগ্রে সংহারক রুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। তদ্দর্শনে পুরুষ হইতে অনন্তরোৎপন্ন ব্রহ্মা ভীত হইলেন। রুদ্র ব্রহ্মাতেই প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রহ্মা মানসপুত্রগণের সৃষ্টি করিলেন। উঁহারাই প্রজাপতি হইলেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইল। এইরূপে আকাশাদিক্রমে ভূতসকলের উৎপত্তি হইল। ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার ললাট হইতে রুদ্রের আবির্ভাব হইল। ঐ ব্রহ্মার নিঃশ্বাস হইতে ঋগাদি বেদসকল উৎপন্ন হইল" ॥৩৯॥

শতপথব্রাহ্মণে বলিয়াছেন—"ভূতপতি ব্রহ্ম সংবৎসরাখ্য যোনিতে রুদ্রাত্মক বীর্য্য আধান করিলেন। তাহাতে কুমারের উৎপত্তি হইল। তিনি উৎপন্ন হইয়া ক্রন্দন করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন,—তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন? কুমার বলিলেন, আমি নামকরণ ব্যতিরেকে নিষ্পাপ হইতে পারিতেছিনা, অতএব ক্রন্দন করিতেছি। প্রজাপতি বলিলেন, তুমি রোদন করিতেছ, অতএব তোমার নাম 'রুদ্র' হইল। তিনি বলিলেন, আমি সকলের জ্যেষ্ঠ, অতএব আমার তদনুসারে অন্য নাম হউক্। প্রজাপতি বলিলেন,—শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব এইগুলি তোমার নাম হইল। তদনন্তর প্রজাপতি দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন।

ন চৈবং বিষ্ণোঃ শ্রূয়তে। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুশ্চৌরেষু মিলিতো রাজেব জগৎকার্য্যায় দেবেষু প্রবিষ্টস্তস্য স্বেচ্ছাভিব্যক্তি-র্জন্মেত্যভিধীয়তে। "যচ্চ দিব্যমিতি জ্ঞানাম্নৃণাং জন্মনির্ব্বৃত্তিঃ"-ইতি শ্রীভগবতাভিহিতম্; "জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্" ইত্যাদি। তস্মাৎ ত্রিমূর্ত্তিমধ্যেঽবতীর্ণো বিষ্ণুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর ইতি সিদ্ধং তস্য দেবতাবিশেষত্বম্ ॥৪১॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিষ্ণোঃ পারম্যনির্ণয়-স্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩॥

এবং শ্রুতিশৈলীমুদাহৃত্য তদর্থং যোজয়তি ইহেতি। সুবালোপনিষদি শতপথব্রাহ্মণে চেত্যর্থঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মরুদ্রয়োরুৎপত্তিরিতি। তস্মাদ্বিষ্ণোরুৎ-পত্তির্নোক্তা যদসৌ স্বয়মেব বিষ্ণুরিতি ভাবঃ। তয়োরুৎপত্তিভয়ানামত্ব-হেতুকপাপত্বানি জীবত্বে লিঙ্গানি ন চৈবং বিষ্ণোরিতি নিত্যবিগ্রহত্বাৎ সর্ব্বেশত্বাদবিধ্বংসিস্বাত্মকনামত্বাচ্চ স্বপ্নেঽপি নামূনি সম্ভবন্তি। "অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে। সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে। পাপে গুরুণি গুরূণি স্বল্পে স্বল্পানি তদ্‌বিদঃ প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভু-বাদিষু। প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্ম্মাত্মকানি বৈ। যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্। কৃতে পাপে তু তদ্ভাবো যস্য পুংসঃ প্রজায়তে। প্রায়শ্চিত্তং তদেবাস্য হরিসংস্মরণং পরমিত্যাদি বৈষ্ণবাৎ। যদ্যেবং তর্হি "ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রাস্তে সর্ব্বে প্রসূয়ন্তে" ইতি শ্রুতিঃ কথং সঙ্গতা তত্রাহ

অকৃতনাম সেই দেবতাসকল পাপযুক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ রুদ্রের অনুযায়ী হইলেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্রকে বলিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। রুদ্র বলিলেন,— "আমি পশুগণের অর্থাৎ জীবগণের পতি হইব। ব্রহ্মা বলিলেন, তাহাই হউক, তদনুসারে রুদ্র পশুপতি হইলেন" ॥৪০॥

এই সকল স্থলে দেখা যায় যে, পরদেবতা ভগবানই পরম কারণ। তাঁহা হইতেই ব্রহ্মা ও রুদ্রের উৎপত্তি, রুদ্র হইতে ব্রহ্মার ভয় এবং রুদ্রের অনপহতপাপ্মত্ব। বিষ্ণুর কিন্তু তদ্রূপত্ব শ্রবণ করা যায় না। অতএব বিষ্ণুই সর্ব্বেশ্বর। তিনি চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য দেবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহার স্বেচ্ছানুসারে আবির্ভাবকেই জন্ম বলা হয়। সেই ভগবানের

তস্মাদিতি। ন হি নরপতিশ্চৌরবেশেন চৌরেষু মিলিতশ্চৌরঃ শক্যতে বক্তুমপি তু তেষাং নিয়ন্তৈব স বাচ্য ইত্যর্থঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥৪১॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাং তৃতীয়ঃ সুদর্শনপাদঃ ব্যাখ্যাতঃ ॥৩॥

জন্মকর্ম্মাদিকে দিব্য বলিয়া অবগত হইলে জীবের জন্মাদির নিবৃত্তি হয়, ইহা ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন। অতএব ত্রিমূর্ত্তিমধ্যে অবতীর্ণ বিষ্ণু যে সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর, ইহা সিদ্ধ হইল। বিষ্ণু দেবতা হইয়াও 'বিশেষ দেবতা' ॥৪১॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিষ্ণুর পারম্যনির্ণয়
নামক তৃতীয় পাদ ॥৩॥

চতুর্থঃ পাদঃ

—ঃ*ঃ(*)ঃ*ঃ—

তত্রাহুঃ—দ্বিবিধানি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে সগুণবিষয়াণি নির্গুণ-বিষয়াণি চ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ", "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" ইত্যাদীনি সগুণব্রহ্মপরাণি; "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ", "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তু নির্গুণব্রহ্মপরাণি ॥১॥

তৃতীয়েন পাদেন দেবতৈক্যাদিবাদিনঃ শৈবাংশ্চ নিরস্য প্রথমাদিপাদাভ্যাং সিদ্ধে দিব্যগুণকর্ম্মণি বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহে সর্ব্বেশে পরব্রহ্মণি স্থিরীকৃতে তমসহমানাঃ সাংখ্যসৌগতচ্ছায়াবলম্বিনঃ কেবলাত্মৈক্যবাদিনঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে দ্বিবিধানীত্যাদিনা। তার্ক্ষ্যপাদোঽয়ং তৎপূর্ব্বপক্ষদন্দশূকানাং ভক্ষকত্বাদিতি বদন্তি য ইতি। সর্ব্ববিৎ নিত্যোপলব্ধসর্ব্বসম্পৎ। তপ আলোচনম্। এক ইতি কাঠকে। একো দ্বিতীয়ভেদাসহঃ। দেবো দ্যোতমানশ্চিদেকধাতুঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু খাদিষু গূঢ়ঃ। "চতুর্ব্বিধেষু জীবেষু পৃথিব্যাদিষু পঞ্চসু। অতীতে দেবযোনৌ চ ভূতশব্দং প্রযুঞ্জতে" ইতি হলায়ুধঃ। সর্ব্বাণি তানি বহিরন্তশ্চ ব্যাপ্নুবন্ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বেষাং ভূতানাং বহ্নিস্ফুলিঙ্গন্যায়েন স্বস্মান্মায়য়া বিচ্ছিন্নানাং চিৎপরমানূনাং চতুর্ব্বিধানাং জীবানামন্তর্যাময়ন্ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ব্যবহর্ত্তৄণাং তেষাং কর্ম্মফলান্যর্পয়ন্ কর্ম্মাধ্যক্ষঃ তেষ্বন্তঃ-স্থিতেঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ তেষাং শুভাশুভয়োঃ সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃত্বাৎ সাক্ষী তেষু জ্ঞানান্যর্পয়ন্ চেতাঃ চেতয়িতা কেবলো বিশুদ্ধঃ যতো নির্গুণ ইতি পূর্ব্বপক্ষার্থঃ। সিদ্ধান্তার্থোঽপ্যেবং বোধ্যম্। একঃ সর্ব্বমুখ্যঃ একে মুখ্যান্যকেবল ইত্যমরঃ। দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু জীবেষু গূঢ়স্তেষাং হৃদ্বর্ত্তী। প্রাপ্তং পরিচ্ছেদং নিরস্যতি সর্ব্বব্যাপীতি। বিয়দ্বত্তাটস্থ্যং নিরস্যতি সর্ব্বভূতান্তরাত্মেতি। দয়ালুতামাহ কর্ম্মাধ্যক্ষ ইতি। তেভ্যঃ কর্ম্মফলানাং দাতেত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং তেষাং ভূতানামধিবাসঃ পরমাশ্রয়ঃ। এবমপি নির্লেপ ইত্যাহ সাক্ষীতি। ঔদাসীন্যেন তত্র তত্রস্থিত ইত্যর্থঃ। চেতাঃ চিৎস্বভাবঃ যতো নির্গুণঃ মায়য়ানাঘ্রাত ইতি ১॥

বেদে সগুণ এবং নির্গুণবিষয়ক বাক্যভেদে দুই প্রকার বাক্য দেখা যায়। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ 'সামান্যতঃ' সকল বিষয় জানেন,

অত্র সগুণবাক্যানাং ন গুণবিধানে তাৎপর্য্যং তদনুবাদমাত্রেণৈব চরিতার্থাৎ নির্গুণ বাক্যাবিরোধায় তদেকার্থতায়া যুক্তেশ্চ। তস্মাৎ সর্ব্বৈর্বেদৈর্নির্গুণমেব লক্ষ্যং, ন তু সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুরেব তেষামর্থ ইতি ॥২॥

মন্দমিদং, গুণানাং মানান্তরাপ্রাপ্যানুবাদাসম্ভবাৎ। তৎ-প্রাপ্তস্য হি কীর্ত্তনমনুবাদঃ। ন চ তে গুণাঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্তাঃ

যদ্যেবং তর্হি দ্বিরূপং ব্রহ্মাস্তু নেত্যাহ। তত্র সগুণেতি। গুণবিধানে তাৎপর্য্যং ন। তদনুবাদেতি। দেবেষু মহর্ষিষু পার্থিবেষু চোগ্রপুণ্যেষু দৃষ্টা যেঽপহতপাপ্মত্বাদয়ো গুণাস্তান্ ব্রহ্মণি নির্গুণেঽপি হৃৎপ্রবেশায় বেদো নিগদতীত্যেতাবতৈব তস্যোপক্ষীণত্বাৎ। তদেকেতি। নির্গুণবাক্যাবিরুদ্ধ-তয়া প্রত্যাচষ্টে ॥২॥

মন্দমিতি। তৎপ্রাপ্তস্য মানান্তরলব্ধস্য। ননু দেবেষু মহর্ষিষ্বিত্যাদি-যুক্ত্যা গুণানাং প্রত্যক্ষাদিপ্রাপ্তিঃ বক্তব্যেতি চেত্তত্রাহ ন চ ত ইতি। ননূপনিষচ্চ কল্পিতান্ গুণান্ ব্রূতে তত্রাহ পারমার্থিকাশ্চেতি। ইমে চেতি।

সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ 'বিশেষতঃ' সকল বিষয় জানেন, যাঁহার আলোচনা জ্ঞানময়"। যে পরমাত্মা পাপরহিত, জরা-মৃত্যুহীন এইরূপ বাক্য-সকল সগুণবিষয়ক। আর, "ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, চিন্ময়, সর্ব্বভূতে গূঢ়-ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সাক্ষী, চেতয়িতা, বিশুদ্ধ ও নির্গুণ।" "ব্রহ্ম সত্য ও জ্ঞান-স্বরূপ এবং অনন্ত।" এইরূপ বাক্যসকল নির্গুণবিষয়ক ॥১॥

নির্গুণ ও সগুণ দুই প্রকার বাক্য থাকিলেও ব্রহ্ম দুই প্রকার নহেন। কারণ, সগুণ বাক্যসকলের গুণবিধানে তাৎপর্য্য নহে। গুণের অনুবাদমাত্রেই সগুণ বাক্যের তাৎপর্য্য। লোকদৃষ্ট পাপ-রাহিত্যাদি গুণপ্রদর্শনদ্বারা নির্গুণব্রহ্মে লোকসকলকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্রহ্মকে তাদৃশগুণযুক্তরূপে বর্ণন করাই সগুণবাক্য-সকলের উদ্দেশ্য। সগুণবাক্যসকল যদি নির্গুণবাক্যসকলের সহিত একার্থবোধক না হয়, তবে পরস্পর বিরোধ ঘটে বলিয়া উহাদের একার্থতা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব নির্গুণব্রহ্মই সকল বেদের লক্ষ্য। সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু উহাদের প্রতিপাদ্য নহেন ॥২॥

কিন্তৌপনিষদা এব পারমার্থিকাশ্চ তে, "পরাস্যশক্তিঃ"ইত্যাদৌ "স্বাভাবিকী" শ্রবণাৎ. "ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ" ইতি নিত্যত্বস্মরণাচ্চ। অতএব দহরবাক্যে তস্মিন্ যদন্তঃ, "তদন্বেষ্টব্যম্" ইতি মুমুক্ষুম্মৃগ্যত্বং তেষামুক্তম্ ॥৩॥

যত্ত্বাহ— "বাচং ধেনুমুপাসীত" ইত্যাদিবৎ সগুণবাক্যান্যুপাসনার্থানি উপাসনয়া বিমৃষ্টা হৃদ্বৃত্তির্নির্গুণং সূক্ষ্মং প্রবেক্ষ্য-

প্রথমস্কন্ধে ধর্ম্মদেবতাং প্রতি পৃথিবীদেব্যা বচনম্। ভগবন্ হে ধর্ম্ম যত্র শ্রীকৃষ্ণে ইমে সত্যাদয়ঃ কথিতা অন্যে চাকথিতা নিত্যা মহাগুণাঃ কর্হিচিৎ অপি ন বিয়ন্তি ন ক্ষীয়ন্তে। তস্মিন্নিতি দহরে ব্রহ্মণি যদ্গুণাষ্টকম্ অন্তঃ স্বরূপভূততয়াস্তি তদন্বেষ্টব্যং মৃগ্যমিত্যর্থঃ। কল্পিতত্বে মোক্ষার্থিভির্ম্মৃগ্যং তন্ন-স্যাদিতি ভাবঃ ॥৩॥

যুক্ত্যন্তরাণি নিরাকরোতি যত্ত্বিত্যাদিনা। অধেনৌ বাচি যথা ধেনুত্বং তথা নির্গুণে ব্রহ্মণি সগুণত্বমুপাসনার্থং কল্পনীয়মিত্যর্থঃ। প্রবেক্ষ্যতি শাখাচন্দ্র-

পূর্ব্বপক্ষীর উক্তপ্রকার যুক্তি সঙ্গত হয় না। যাহা অগ্রে প্রমাণান্তরদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার পশ্চাৎ কথনের নামই 'অনুবাদ'। সগুণবাক্যের অন্তর্গত গুণসকল প্রমাণান্তর হইতে প্রাপ্ত নহে, অতএব উহাদের অনুবাদও সম্ভব হয় না। পুণ্যশালী দেবতা ও মহর্ষি প্রভৃতিতে দৃষ্ট গুণসকলই যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মে অনূদিত হইয়াছে, এরূপও বলা যায় না; কারণ ঐ সকল গুণ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে প্রাপ্ত নহে। বেদে ঐ সকল গুণ প্রতিপাদিত আছে। বেদ কখনই কল্পিত গুণ প্রতিপাদন করেন নাই। উহাতে যে সকল গুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে সকলই সত্য গুণ। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে— "ব্রহ্মের পরাশক্তি বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিকী।" স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,— "এই সকল মহাগুণ ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ, ইহাদের কখনই বিয়োগ হয় না। যিনি নিজের মহত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তিনি এই সকল গুণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।" এই নিমিত্তই বেদে দহর বাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণাষ্টক মুমুক্ষু কর্ত্তৃক অন্বেষণীয়, এইরূপ বলিয়াছেন ॥৩॥

তীতি। ইতরথোপাসনায়াঃ কার্য্যত্বে গুণেষু তাৎপর্য্যে চ বাক্যভেদাপত্তিরিতি। তদিদমবিচারিতাভিধানম্, তেষু বাক্যেষূ-পাসনাপদাদর্শনাৎ তৎপদবিরহিণাং তেষাং তদর্থত্বকল্পনায়াম্- "আত্মেতি চৈবোপাসীত" ইত্যাদিনামপি তদর্থাপত্তেঃ। কিঞ্চ, "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" "ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হি" ইতরবদিত্য-ত্রানন্দাদের্জীবেশাভেদস্য চোপাস্যত্বেঽপি তাত্ত্বিকত্বং পরৈরুক্তং তদ্বৎসার্ব্বজ্ঞ্যাদেরপি তৎ কিং ন স্যাৎ ॥৪॥

ন্যায়েন। ইতরথোপাসনার্থত্বাভাবঃ। তেষু যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদিবাক্যেষু। তৎপদবিরহিণামুপাসনাপদশূন্যানাং তদর্থত্বাপত্তেরুপাসনার্থত্ব প্রসঙ্গাৎ আত্ম-ত্বাদিধর্ম্মাণামুপাসনার্থত্বেন কল্পিতত্বাদ্ ব্রহ্মণো নাত্মতাপত্তিরিতি ভাবঃ। যদুপাস্যং তৎ কল্পিতমিতি ভবতাপি ন শক্যং বক্তুং স্বোক্তিব্যাঘাতাদিত্যাহ কিঞ্চেত্যাদি। আনন্দাদয়ঃ ইত্যাদিকং ব্রহ্মসূত্রদ্বয়ম্। অপ্রধানস্য ব্রহ্মণঃ আনন্দরূপত্বাদয়ো ধর্ম্মা উপাস্যা ইতি পূর্ব্বসূত্রার্থঃ। ত্বং বা অহমস্মি ভগ.বা দেব তে অহং বৈ ত্বমসি তত্ত্বমসীত্যাদীনি বাক্যানি জীবভাবেন ব্রহ্ম বিশিং-ষন্তি ব্রহ্মভাবেন জীবঞ্চেতি ব্যতিহারস্তয়োঃ পরস্পরাভেদঃ সিদ্ধ ইতি পরসূত্রস্যার্থঃ শঙ্করেণ ভাষিতঃ। তত্র আনন্দাদেঃ জীবব্রহ্মাভেদস্য চোপাস্য-ত্বেঽপি তাত্ত্বিকত্বং যথা কেনাদ্বৈতবাদে স্বীক্রিয়তে তথা সার্ব্বজ্ঞ্যাদেরপি তৎ স্বীকার্য্যমিতি কুতঃ শঙ্কসে ইতি ভাবঃ ॥৪॥

নির্গুণবাদীর অপর যুক্তি এই— "বেদবাক্যে" "বাক্যরূপ ধেনুকে উপাসনা করিবে" ইত্যাদি স্থলে, ধেনু হইতে ভিন্ন যে বাক্য তাহাতে ধেনুত্ব আরোপ করা অর্থাৎ বাক্যকে ধেনুস্বরূপ বলা, যেরূপ, তদ্রূপ সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যসকল নির্গুণ ব্রহ্মে আরোপিত হয়। উপাসনাদ্বারা মার্জ্জিত হইয়া চিত্ত নির্গুণ সূক্ষ্ম ব্রহ্মে প্রবেশ করে। অব্যুৎপন্ন বালককে আকাশস্থ চন্দ্রদর্শন করাইবার জন্য প্রাচীন ব্যক্তি যেরূপ প্রথমতঃ বৃক্ষশাখায় চন্দ্রদর্শন করাইয়া থাকেন, ব্রহ্মকেও সেইরূপ সগুণরূপে দেখান হইয়া থাকে। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার্থ স্বীকার না করিয়া, উপাসনার কার্য্যত্বে গুণেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে, বাক্যভেদাপত্তি ঘটে এবং তাহা হইলে সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ব্রহ্মের আপত্তি হয়।" এই যুক্তি বিচারসঙ্গত বলা যায় না। কারণ, "যিনি সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যে উপাসনা-

ন চোভয়বিধবাক্যাদ্বিকল্পঃ—কদাচিৎ সগুণং ব্রহ্ম, কদাচিন্নির্গুণমিতি বাচ্যং, সিদ্ধে বস্তুনি বিকল্পাভাবাৎ, ন হি বহ্নিরুষ্ণঃ কদাচিত্তু শীতল ইতি শক্যমভিধাতুম্। অনুষ্ঠানে তু সাধ্যে স স্যাৎ। ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণাভ্যামতিরাত্রবৎ উদিতানুদিতহোমবচ্চ ॥৫॥

অথ ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যং নিরস্যতি ন চেত্যাদিনা। সিদ্ধে পরে নিষ্পন্নে ব্রহ্মণি অনুষ্ঠানে যাগহোমাদৌ কর্ম্মণি সাধ্যে কৃতিনিষ্পাদ্যে ইত্যর্থঃ। স বিকল্পঃ। তমুদাহরতি ষোড়শীতি। ষোড়শী যজ্ঞীয়পাত্র বিশেষঃ। "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি" ইতি শ্রবণাৎ। ষোড়শিযোগাযোগাভ্যামতিরাত্রং দ্বিরূপম্। অনুদিতহোমনিন্দয়োদিতহোম উদিতহোমনিন্দয়ানুদিতহোমশ্চ শ্রুত্যা বিহিত ইত্যুদিতানুদিতকালযোগেন দ্বিরূপো হোমঃ ॥৫॥

পদ দৃষ্ট হয় না। উপাসনাপদশূন্য সগুণবাক্যে যদি উপাসনার্থ কল্পিত হয়, তবে "আত্মাকেই উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বাক্যে যে আত্মার উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে আত্মত্বাদি ধর্ম্মসকল অর্থাৎ আত্মার গুণসকল উপাসনার জন্য কল্পনা করিতে হয়; যেহেতু "নির্গুণবাদীর মতে উপাসনাবিষয়ে গুণ অবশ্য স্বীকার্য্য।" গুণ স্বীকার ব্যতিরেকে উপাসনই সম্ভব হয় না। অতএব উক্ত স্থলে উপাসনার নিমিত্ত আত্মার গুণ স্বীকারে ব্রহ্মের অনাত্মত্বের আপত্তি ঘটে। যিনি উপাস্য, তিনিই কল্পিত, এইরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ, তাহা হইলে নির্গুণবাদীর নিজ মতের ব্যাঘাত হয়। নির্গুণবাদী বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দ্বাদশ ও অষ্টত্রিংশৎ সূত্রে জীবব্রহ্মাভেদের উপাস্যত্বসত্ত্বেও তাত্ত্বিকত্ব স্বীকার করিতেছেন, যথা,— "ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম্ম উপাস্য।" "যে তুমি, সেই আমি, যে আমি, সেই তুমি, ইত্যাদি বাক্যে জীবভাবে ব্রহ্মকে এবং ব্রহ্মভাবে জীবকে বিশেষিত করিতেছেন। অতএব জীবব্রহ্মের পরস্পর অভেদ সিদ্ধ হইতেছে।" জীব ব্রহ্মাভেদের উপাস্যত্বে সত্যত্ব যদি স্বীকৃত হইল, তবে পরমেশ্বরের সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণের সত্যত্ব স্বীকারে ক্ষতি কি? ॥৪॥

সগুণ ও নির্গুণ উভয়ের প্রতিপাদক বেদবাক্যদ্বয়ই সত্য হইলে ব্রহ্ম দুইটি হইয়া উঠেন, এরূপও বলা যায় না। কারণ, সগুণ ও

যত্তু সগুণবাক্যানাং ব্যবহারিকগুণবিধায়িত্বং নির্গুণবাক্যানান্তু পারমার্থিকগুণাভাববোধকত্বমিত্যাহুস্তদতীব মন্দং, ব্যবহারিকত্ব-বাচিপদাভাবাদ্‌গুণানাং মৃষাত্বেন তদ্বিধায়িনাং তেষামপ্রামাণ্যাপত্তেঃ, ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োস্তু তদাপত্ত্যা পূর্ব্বতন্ত্রবিরোধাপত্তেশ্চ, "সদেব সৌম্য" ইতি শ্রুত্যুক্তস্য মৃষাত্বেন ব্রহ্মণঃ শূন্য-ভাবাপত্তেশ্চ। "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" ইত্যত্রাসদ্বাদিনং নিন্দিত্বা সদ্বাদী প্রস্তূয়তে তচ্চ পীড্যেত ॥৬॥

যত্বিতি স্ফুটার্থম্। গুণানামিতি। তন্মতে গুণাঃ সর্ব্বে কল্পিতত্বাৎ মৃষাভূতা এব। অতস্তদ্বাচিনাং বেদবচসামেষ বন্ধ্যাসুতো ভাতীত্যাদিবদ-প্রামাণ্যাপত্তেস্তব নাস্তিকতাপত্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠে পাদেঽস্য বিস্তারঃ স্যাৎ। তদাপত্ত্যেতি ষোড়শিযোগঃ ব্যবহারিকস্তদযোগস্তু পারমার্থিক ইতি প্রসক্ত্যা পূর্ব্বমীমাংসাবিরোধপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। ন হি জৈমিনিনৈবমঙ্গীকৃতমিতি ভাবঃ। শ্রুত্যুক্তস্যেতি। শ্রুত্যুক্তস্য সত্তালক্ষণস্য ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। স্ফুটমন্যৎ। গুণ-মিথ্যাত্ববাদিনি দোষদ্বয়মেতদ্দুষ্পরিহরম্ ॥৬॥

নির্গুণ উভয়বিধ বেদবাক্যদ্বারা বিকল্প ঘটে না; অর্থাৎ ব্রহ্ম কখন নির্গুণ কখন সগুণ এরূপ অর্থ হয় না, ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, তাঁহাতে বিকল্পের সম্ভাবনা নাই। অগ্নি কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল হইতে পারে না। অনুষ্ঠানসাধ্য কর্ম্মে বিকল্প ঘটাতেই উহাদের দ্বিরূপতা হয়। বেদে কোথাও বলিয়াছেন,— সূর্য্যের অনুদয়ে হোম করিবে; আবার কোথাও বলিয়াছেন, উদয়ে হোম করিবে। উদয় ও অনুদয় এই দুইটি কালের যোগহেতু হোমও দুই প্রকার হইতেছে; অর্থাৎ এক প্রকার হোমের উদয়ে এবং অন্য প্রকার হোমের অনুদয়ে বিধান হইতেছে। ঐরূপ অতিরাত্রে ষোড়শীর অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষের গ্রহণ এবং অগ্রহণ বলাতে অতিরাত্র দুই প্রকার হইতেছে ॥৫॥

আবার সগুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যের ব্যবহারিক গুণবোধকত্ব এবং নির্গুণপ্রতিপাদক বেদবাক্যের পারমার্থিকগুণাভাববোধকত্ব বলাও সমীচীন হয় না। কারণ, ব্রহ্মের গুণপ্রতিপাদক বাক্যের মধ্যে 'ব্যবহারিক' এইরূপ একটি কথা দেখা যায় না, বিশেষতঃ

তস্মাৎ সগুণবাক্যানি মানান্তরাপ্রাপ্তানলৌকিকান্ বিদধুরেব। নির্গুণবাক্যানি তু প্রাকৃতাংস্তান্ নিষেধুরিতি ব্যবস্থা। (ভাঃ-১১।১৩।৪০) "মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্। সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ॥ "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু" ইতি স্মরণাৎ। "স সর্ব্বভূতপ্রকৃতির্বিকারগুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত" ইতি বিকারাত্মকান্ গুণান্ নিষেধতা পুনরনন্তকল্যাণ-গুণোঽসাবিতি, স্বরূপানুবন্ধিনঃ কল্যাণগুণান্ স্বীকুর্ব্বতা শ্রীপরাশরেন স্ফুটীকৃতাসৌ ॥৭॥

উক্তমর্থং যোজয়তি তস্মাদিতি। বিদধুস্তাৎপর্য্যেণ প্রতিযযুঃ। মামিত্যেকাদশে। গুণাঃ সত্ত্বাদিগুণাঃ বিকারা ন সম্ভবন্ত্যপি তু স্বরূপানুবন্ধিন এব তে ইত্যর্থঃ। সত্ত্বাদয় ইতি শ্রীবৈষ্ণবে। প্রাকৃতা ন সন্তি ইত্যুক্তের-প্রাকৃতাঃ সন্তীত্যাগতম্। তে চ শুদ্ধত্বাদয়ো বোধ্যাঃ। উক্তব্যবস্থাং প্রকটয়তি স সর্ব্বেতি। অসৌ ব্যবস্থা ॥৭॥

নির্গুণবাদীর মতে গুণসকল কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, অতএব "সেই মিথ্যাভূত গুণের প্রতিপাদক বেদবাক্যের বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে" এবং তন্নিমিত্ত নির্গুণবাদীরও নাস্তিকতাপত্তি ঘটে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে ষোড়শীর যোগ ব্যবহারিক এবং উহার অযোগ পারমার্থিক এই প্রকার অর্থ হওয়াতে পূর্ব্বমীমাংসার সহিতও বিরোধ ঘটে। অধিকন্তু "সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎই ছিলেন" ইত্যাদি শ্রুতির উক্তি মিথ্যা হওয়াতে 'ব্রহ্মের' সত্তার অভাবে শূন্যভাবাপত্তি হয়। "তিনি অসৎই ছিলেন" ইত্যাদি বেদ-বাক্যের অনুসরণকারী অসদ্বাদীর নিন্দা করিয়া সদ্বাদী যে প্রস্তাব করেন, তাহাও নষ্ট হইয়া যায় ॥৬॥

কিন্তু আমাদিগের মতে সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ বেদবাক্যই সত্য। সগুণবাক্য মানান্তরপ্রাপ্ত অলৌকিক অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ-বিধান করেন এবং নির্গুণবাক্য প্রাকৃত গুণসকলের নিষেধ করিয়া থাকেন, ইহাই ব্যবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন— "নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণরহিত আমাকে অপ্রাকৃত গুণসকল

নির্গুণবাক্যেঽপি সাক্ষিত্বাদয়ো ধর্ম্মা নির্দ্দিষ্টাঃ। ইতরথা সাক্ষ্যাদিশব্দাস্তস্মিন্ন প্রবর্ত্তেরন্, সমন্বয়াধ্যায়শ্চ পীড্যেত। তত্র খলু গুণানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বং স্বীচকার ভগবান্ সূত্রকারঃ, "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ," "অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ," "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ," "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ"ইতি ॥৮॥

ননু নৈর্গুণ্যবোধকানামপি বচসাং জাগরূকত্বাৎ ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্যং দুষ্পরিহরমিতি চেত্তত্রাহ নির্গুণেতি। ইতরথা ধর্ম্মাভাবে। নিমিত্তমন্তরা ধর্ম্মং বিনা। তস্মিন্ ব্রহ্মণি, অন্তরিত্যস্যার্থঃ। যত্র যোঽন্তরিত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে আদিত্যান্তঃস্থঃ হরিরেব বোধ্যঃ। কুতঃ হিরণ্ময়ত্বপুণ্ডরীকাক্ষত্বাপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মোক্তেরিতি। অন্তর্যামীত্যস্যার্থঃ। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নিত্যাদিবৃহদারণ্যকবাক্যেঽধিদৈবাদিপদোপেতেষু বাক্যেষু শ্রুতোঽন্তর্যামী হরির্বোধ্যঃ। কুতঃ পৃথিব্যাদিসর্ব্ববিকারনিয়মনামৃতত্বাদিতদ্ধর্ম্মোক্তেরিতি। অদৃশ্যেত্যস্যার্থঃ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যং দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ ইতি মুণ্ডকবাক্যে অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা হরির্বোধ্যঃ। কুতঃ যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি তদ্ধর্ম্মকথনাদিতি ॥৮॥

আশ্রয় করে।" অন্যথা গুণহীনে গুণভজন অসম্ভব হয়। বিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, প্রকৃতিবিকারভূত গুণসকল পরমেশ্বরে নাই, কিন্তু তাঁহাতে স্বরূপানুবন্ধী অনন্ত কল্যাণগুণ আছে ॥৭॥-

নির্গুণবাক্যে পরমেশ্বরে সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মের ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে তাঁহাতে সাক্ষী প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তি হয় না। আবার ধর্ম্ম স্বীকারে সাক্ষিত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের সগুণত্ব অনিবার্য্য হয়। এই নিমিত্ত ধর্ম্ম অস্বীকার করিলে সমন্বয়াধ্যায়ের অসঙ্গতি হইয়া উঠে। ঐ সমন্বয়াধ্যায়ে ভগবান্ সূত্রকার গুণসকলের প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যথা— "সূর্য্যের বা অক্ষির অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ জীব নহেন, কিন্তু পরমাত্মা; কারণ এই প্রকরণে ঐ অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের উদ্দেশেই 'অপহতপাপত্ব' অর্থাৎ কর্ম্মবশ্যতারাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। জীব কর্ম্মবশ, সুতরাং তাঁহাতে কর্ম্মবশ্যতারাহিত্য প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্ভব হয় না। দেবতা-

সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতীত্যুদিতং প্রাক্। চিন্মাত্রাদিশব্দস্য পুনর্লক্ষণয়া লক্ষ্যস্যাচৈতন্যত্বং ভাগত্যাগলক্ষণা ত্বত্র ন সম্ভবেদ্বিরুদ্ধভাগাসম্ভবাদিতি তুচ্ছমেতৎ। ইত্থঞ্চ নির্গুণ ইত্যনেন গুণনিষেধায় সাক্ষিত্বাদি ধর্ম্মানুক্তিরিতি বিফলজল্পিতমপি দূরাপাস্তম্। শ্রুতিপ্রাপ্তস্য সাক্ষিত্বাদেঃ শ্রুত্যানুবাদো ন সম্ভবতীত্যুক্তং প্রাক্। তস্মাদপ্রাকৃতানন্তগুণরত্নাকরো হরিঃ সর্ব্ববেদবাচ্যঃ ॥৯॥

নন্‌ সাক্ষিত্বাদিগুণযোগেন চিন্মাত্রং লক্ষ্যমিতি তত্রাহ সর্ব্বেতি। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র লক্ষ্যং পিণ্ডমাত্রশব্দেন বাচ্যং দৃষ্টং তদ্বৎ তবাপি সাক্ষ্যাদিশব্দলক্ষ্যচিন্মাত্রশব্দেন বাচ্যত্বমেব স্যাৎ। ত্বয়া খলু শব্দাবাচ্যং শুদ্ধং স্বীক্রিয়তে কথমধুনা তাদৃশে লক্ষণামাশ্রয়সীতি ভাবঃ। নন্‌ চিন্মাত্রশব্দস্য চেৎ

দিগেরও যে লোকেশ্বরত্বাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও তাঁহাদিগের স্বাভাবিক নহে, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনালব্ধ। তাঁহাদিগের ফলদাতৃত্বও স্বাধীন নহে, পরন্তু ঈশ্বরাধীন। তাঁহারা উপাস্য বলিয়াও শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাদিগের উপাস্যতাও ঈশ্বরের স্বরূপে নহে। দেহসম্বন্ধ প্রতীতিবশতঃ ও ঐ অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষকে জীব বলা যায় না; কারণ, "আমি এই মহান্ পরমাত্মাকে আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞানান্ধকারনাশক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক দেহবিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া জানি" ইত্যাদি পুরুষসূক্ত মন্ত্রাদিতে তাঁহার অপ্রাকৃত দিব্যদেহ কথিত হইয়াছে।" "সর্ব্বান্তঃস্থত্ব, তদ্‌বেদ্যত্ব, তন্নিয়ন্তৃত্ব, বিভুবিজ্ঞানানন্দত্ব ও অমৃতত্বাদি ধর্ম্মের অভিধানহেতু অধিদৈবাদিবাক্যে যে পরমাত্মা অন্তর্য্যামীরূপে উক্ত হইয়াছেন, তিনিই এই স্থলে পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী বলিয়া জানিতে হইবে।" "যিনি সামান্যতঃ সর্ব্ববিষয়ক-জ্ঞানবান্, যিনি বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, যাঁহার তপস্যাই জ্ঞানময়, যাঁহা হইতে প্রধানেরও উৎপত্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে চেতনধর্ম্মের উক্তিহেতু অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মা পরমাত্মাই পরাবিদ্যার বিষয়।" "বিশেষতঃ অচিন্ত্যানন্তগুণস্বরূপ পরমেশ্বরে বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ সকল ধর্ম্মই উপপন্ন হয়" ॥৮॥

সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে **লক্ষণাও** সম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। **লক্ষণা** দ্বারা চিন্মাত্র প্রভৃতি শব্দের লক্ষ্যবস্তুর

"নিগু‍র্ণচিন্মাত্রং ত্বলীকমেব," "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে," "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (গীঃ ৭।৭) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। গুণবানেবানুরাগবিষয়ো ন ত্বগুণস্তৌচ্ছ্যাৎ। মোক্ষশ্চ সগুণজ্ঞানাদেব— "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুঃ ৩।১।৩)॥ "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি" (গীঃ ৫।২৯) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥১০॥

পিণ্ডমাত্রশব্দবদ্ব্যক্তিং ব্রূষে তর্হি তস্যাপি বা লক্ষণা কার্য্যেতি চেত্তত্রাহ চিন্মাত্রাদীতি। চিন্মাত্রে সা লক্ষণৈব ন সম্ভবতি ইত্যাহ ভাগেতি। নির্দ্দিষ্টং দর্শয়তি শ্রুতীতি। একেনোক্তস্যার্থস্য ততোঽন্যেন কীর্ত্তনমনুবাদঃ। তস্মাদিতি। গুণবান্ হরির্ব্বেদবাচ্য ইত্যর্থঃ ॥৯॥

অথ শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাদেব প্রবৃত্তিনিমিত্তানি লক্ষণাঞ্চ বিনা সাক্ষ্যাদিশব্দাশ্চিন্মাত্রং প্রকাশয়েয়ুরিতি চেত্তত্রাহ নিগু‍র্ণেতি। অলীকং মৃষা ন তদিত্যাদিবাক্যৈঃ সগুণাদন্যস্য চিন্মাত্রস্যোৎকৃষ্টস্য প্রতিষেধাৎ। ত্বয়া কুসৃষ্ট্যাং সগোষ্ঠ্যাং সাধিতোঽপি নিগু‍র্ণো ন তে পুরুষার্থ ইত্যাহ গুণবানিতি। দুঃখহরঃ সুখার্পকশ্চানুরাগযোগ্যঃ ন তু তদ্বিলক্ষণঃ। ততোঽপার্থস্তে শ্রম ইতি ভাবঃ। সগুণস্য পুরুষার্থত্বং দর্শয়তি মোক্ষশ্চেতি। যদেতি মুণ্ডকে। ভোক্তারমিতি শ্রীগীতাসু ॥১০॥

অচৈতনত্বই ঘটিবে। তজ্জন্য ভাগলক্ষণা স্বীকারও অসম্ভব হয়; যেহেতু বিরুদ্ধ ভাগই সম্ভব হয় না। অতএব সাক্ষিত্বাদি গুণত্যাগ করিয়া কেবল চিন্মাত্র শুদ্ধ ব্রহ্মই ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য, এরূপ বলা যায় না। কারণ, কেবল শুদ্ধ যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে শব্দের শক্তি-লক্ষণা যাইতে পারে না। এই রূপে নিগু‍র্ণ শব্দদ্বারা গুণনিষেধের জন্য সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অনুক্তি, এই বিফল জল্পনা নিরস্ত হইতেছে। শ্রুতিপ্রাপ্ত সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের আবার শ্রুতি দ্বারা অনুবাদ সম্ভব হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব অপ্রাকৃত-অনন্ত-গুণরত্নাকর হরি সর্ব্ববেদবাচ্য, ইহাই স্থির ॥৯॥

নিগু‍র্ণ চিন্মাত্র ব্রহ্ম মিথ্যা। "তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক দৃষ্ট হয় না।" "ধনঞ্জয়, আমা হইতে পরতর আর কেহই

ননু বিষ্ণোরেব তদ্‌বাচ্যত্বে তু— "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে," "যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ। অহং চান্যে ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ"॥ ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কা গতিরিতি চেন্ন। সাকল্যাবাচ্যতয়া তদ্‌গতের্দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। সর্ব্বজ্ঞাদয়ঃ শব্দাঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিনা নিমিত্তেন ভগবতি প্রবর্ত্তন্তে নির্গুণাদয়স্তু নৈর্গুণ্যাদিনেতি কৃৎস্নস্য বেদস্য ভগবৎপরত্বম্। ইত্থঞ্চ "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃত্য-বিরোধঃ ॥১১॥

বিষ্ণোঃ সর্ব্ববেদবাচ্যত্বমাক্ষিপতি নন্বিতি। যত ইতি তৈত্তিরীয়কে যতো ব্রহ্মণো বাঙ্‌মনশ্চ নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদিতি কেনোপনিষদি। যদ্‌ব্রহ্ম বাচাভ্যুদিতং প্রোক্তং নেত্যর্থঃ। অভ্যুদ্যতে প্রকাশ্যতে। নেদমিতি। ইদং মনঃ প্রভৃতি ব্রহ্ম নেত্যর্থঃ। যদিতি। ন শৃণোতি ন শ্রূয়তে। যত ইতি তৃতীয়ে মৈত্রেয়বচনম্। কা গতিরিতি। এষু বাচ্যত্বপ্রতিষেধাৎ লক্ষ্যতা তু ভবেদিতিভাবঃ। ততশ্চ সর্ব্ববেদবাচ্যত্বক্ষতিরিতি। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥১১॥

নাই।" এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। বিশেষতঃ গুণবানই অনুরাগের বিষয় হন, নির্গুণবস্তু তাহা হইতে পারে না; যেহেতু উহা অতি তুচ্ছ। সগুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইতেই মোক্ষরূপ পুরুষার্থ হয়। "দ্রষ্টা জীব যখন রুক্মবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় জগৎ-কর্ত্তা ব্রহ্মযোনি পরমপুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া বন্ধনের মূলীভূত পুণ্যপাপকর্ম্ম সমূলে পরিত্যাগ করতঃ নিরঞ্জন অবস্থায় পরমেশ্বরের সাম্য লাভ করিয়া থাকেন।" "যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের মহেশ্বর ও সুহৃৎ আমাকে জানিয়া জীব মোক্ষলাভ করে।" এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিতে পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা দৃষ্ট হয় ॥১০॥

যদি বল, বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবাচ্যত্ব বলিলে "যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়।" "যাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা

তদিদং শুদ্ধস্য পূর্ণস্য বিষ্ণোর্বেদাবাচ্যত্বং ভগবতা সূত্রকারেণোক্তম্ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইত্যস্মিন্নধিকরণে, বেদেষু বাচ্যত্বদর্শনাদশব্দং ব্রহ্ম ন ভবতি কিন্তু শব্দবাচ্যমেব ভবতীতি ভাষিতঞ্চ। যত্ত্বশব্দমিতি প্রধানং ব্যচষ্টতন্ন, তস্যাপ্যজামেকামিত্যাদিশব্দবাচ্যত্বাৎ ॥১২॥

কিঞ্চ, জ্ঞানকাণ্ডং সাক্ষাদেব ব্রহ্ম প্রাহু— "তত্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইতিশ্রুতেঃ। কর্ম্মকাণ্ডন্তু জ্ঞানাঙ্গকর্ম্মপ্রতিপাদনাৎ পরম্পরয়েতি— "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা

উক্তে হ্যর্থে ব্যাসসম্মতিমাহ তদিদমিতি। ব্যাখ্যান্তরং নিরাকরোতি যত্ত্বিতি ব্যচষ্ট কেবলাদ্বৈতী। তস্যাপি প্রধানস্যাপীত্যর্থঃ। অজামেকামিত্যাদিমন্ত্রে অজাশব্দেন প্রধানমুচ্যতে ॥১২॥

যায় না, যিনি বাক্যকে প্রকাশ করেন; তিনিই ব্রহ্ম।" "যাঁহাকে শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, যিনি শ্রোত্রের শ্রবণসামর্থ্য প্রকাশ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, অন্য দেবতাসকল ও আমি যাঁহাকে জানিতে পারি নাই" ইত্যাদি স্মৃতির কি গতি হইবে? তাহার উত্তর এই; বিষ্ণুর গুণ অনন্ত; যাহা অনন্ত, তাহা সাকল্যে জানা যায় না; তাঁহাকে অবাচ্য বলা যাইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি শব্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি নিমিত্ত দ্বারা এবং নির্গুণত্বাদি নিমিত্তদ্বারা শ্রীভগবানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব অপ্রাকৃত সর্ব্বগুণযুক্তত্ব এবং প্রাকৃত সর্ব্বগুণরাহিত্য প্রতিপাদন দ্বারা সমস্ত বেদই শ্রীভগবানকে নির্দ্দেশ করিতেছেন, এই প্রকার অর্থ করিলে, আর কোন দোষই ঘটিতেছে না। এই প্রকারে "সকল বেদ যে ভগবান্‌কে প্রতিপাদন করেন" ইত্যাদি শ্রুতিরও অবিরোধ হইল ॥১১॥

শুদ্ধ পরিপূর্ণ বিষ্ণুর বেদবাচ্যত্ব ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন —"বেদবাচ্যত্ব দর্শনহেতু ব্রহ্ম অশব্দ, অর্থাৎ বেদের অপ্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু বেদবাচ্যই হন। অশব্দ পদে প্রকৃতিকে বুঝাইতে পারে না; যেহেতু "অজামেকাং" প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রকৃতির বেদবাচ্যত্বই উক্ত হইয়া থাকে" ॥১২॥

বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইতিশ্রুতেঃ, "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানবঃ" (গীঃ ১৮।৪৬) ইতিস্মৃতেশ্চ ॥১৩॥

নন্বু বৃষ্টিপুত্রসর্গাদিফলকানি কর্ম্মাণি বিদধানোঽসৌ প্রতীয়তে? নৈবং; তথা তদ্বিধানস্য প্ররোচনাজনকত্বাৎ কারীর্য্যাদিফলস্য বৃষ্ট্যাদের্দৃষ্টত্বেন বেদে সশ্রদ্ধস্য তদভিরুচ্যা তদর্থং সম্যগ্বিচারয়তো "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইত্যব্রহ্মজ্ঞস্য দৈন্যং "তমেতং বেদানুবচনেন"

নন্বু জ্ঞানকাণ্ডে বিষ্ণোর্বাচ্যতা শক্যা বক্তুং কর্ম্মকাণ্ডে তু ন সা শক্যতে বক্তুম্। তত্র হি সাঙ্গস্যেতিকর্ত্তব্যতাকং কর্ম্ম এব প্রতিপাদ্যতে ইতি চেত্তত্রাহ কিঞ্চ জ্ঞানেতি। তমিতি বৃহদারণ্যকে। উপনিষদা প্রতিপাদ্যতে ঔপনিষদঃ শৈষিকোঽঅন্। তমেতমিতি তমেতং পরমাত্মানম্। অত্র বেদানুবচনাদীনাং কর্ম্মণাং বিবিদিষাঙ্গত্বং বিস্ফুটম্। যত ইতি শ্রীগীতাসু। সিদ্ধিং স্বপরাত্মজ্ঞানলক্ষণাম্ ॥১৩॥

অত্র শঙ্কতে নন্বিতি। কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকাম ইত্যাদিকো বেদো বৃষ্ট্যাদিফলকানি কর্ম্মাণি বিধত্তে ন তু বিষ্ণুফলকং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। জ্ঞানকাণ্ডমপি কর্ম্মকর্ত্তৃদেবতাঙ্গপ্রতিপাদনাৎ কর্ম্মপরমেবেতি ভাবঃ। নিরস্যতে নৈবমিতি। তথেতি বৃষ্ট্যাদিফলকতয়েত্যর্থঃ। প্ররোচনা রুচিঃ। তজ্জনকতাপ্রকারমাহ কারীর্য্যাদীতি। যো বা ইতি বৃহদারণ্যকে। অক্ষরং ব্রহ্ম।

আরও জ্ঞানকাণ্ড যে সাক্ষাৎসম্বন্ধেই ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, "উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি" ইত্যাদি শ্রুতিই উহার প্রমাণ এবং কর্ম্মকাণ্ডসকল জ্ঞানাঙ্গভূত কর্ম্মের প্রতিপাদন দ্বারা পরম্পরা-সম্বন্ধে ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, "সেই পরমাত্মাকে বেদানুবচনদ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসকল জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুতিই উহার প্রমাণ। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "যাঁহা হইতে ভূতসকলের প্রবৃত্তি, যিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহাকে নিজ-কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চন করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন" ॥১৩॥

কর্ম্মকাণ্ডসকল বৃষ্টি-পুত্রাদি-ফলক কর্ম্মসকলের বিধান করে, ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করে না, এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ,

ইত্যাদিনা কর্ম্মণাং তজ্‌জ্ঞানাজনকতাঞ্চ বিজানতো নিষ্কামাণি তান্যনুতিষ্ঠতো ব্রহ্মধিষণামসৌ জনয়তীতি সিদ্ধং তস্য সর্ব্বস্য তৎপরত্বম্ ॥১৪॥

যদুক্তং "পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্ম-মোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফল-শ্রুতিঃ"ইতি। কামিতত্বেব স্বর্গাদেঃ ফলত্বেন প্রতীতেরকামিতো-ঽসৌ ন ভবেৎ, কিন্তু চিত্তশুদ্ধিরেব জ্ঞানোদয়ার্থা ভবেদিতি ॥১৫॥

প্রেতি পরলোকং যাতি ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তানি কর্ম্মাণি। অনুতিষ্ঠতঃ কুর্ব্বতঃ। অসৌ বেদঃ ॥১৪॥

উক্তব্যবস্থাং প্রমাণয়তি যদুক্তমিত্যাদিনা। পরোক্ষেত্যেকাদশে। বেদঃ কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে ন তু বৃষ্টিপুত্রাদ্যর্থম্। যদয়ং পরোক্ষবাদঃ আবৃতার্থবক্তা। বালানামনুশাসনং যথা ভবতি তথা। তত্র দৃষ্টান্তোঽগদং যথেতি। কটুকমৌষধং পায়য়ন্ পিতা ফলিতেন প্রলোভয়ন্ পায়য়তি দত্তে চ ন চৌষধপানস্য ফলিতলাভঃ ফলং কিন্তু আরোগ্যমেব। তথা বৃষ্ট্যাদি-ফলৈঃ প্রলোভয়ন্ বেদঃ কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে। তস্মাদ্বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো ন তু তন্নিষিদ্ধম্। ননু কর্ম্মাণি কর্ত্তুঃ প্রতি তৎফলং তু স্যাদেব ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিরিতি চেত্তত্রাহ নিঃসঙ্গঃ অভিনিবেশশূন্যঃ ঈশ্বরেঽ-র্পিতং ন তু ফলোদ্দেশেন। ননু শ্রুতত্বাৎ ফলং স্যাদেবেতি চেত্তত্রাহ রোচ-নার্থেতি। ঔষধপানে ফলিতদর্শনবদিত্যর্থঃ ॥১৫॥

পুত্রাদিফলক কর্ম্মসকলের বিধান কেবল জীবের প্ররোচনার জন্য। লোকে কারীরী প্রভৃতি যজ্ঞের বৃষ্টি প্রভৃতি ফল দেখিয়া বেদে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন। একবার বেদে শ্রদ্ধা জন্মিলে, পরে ঐ সকল লোকের বেদার্থের সম্যক্ বিচারে প্রবৃত্তি হইবে। তখন তাঁহারা "পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে অতি দুর্ভাগা" জ্ঞানকাণ্ডগত অব্রহ্মজ্ঞের এইরূপ নিন্দা শ্রবণ করিয়া "তাঁহাকে বেদানুবচনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিসকল জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের অনুসরণে ব্রহ্মজ্ঞানজনক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। এই অভিপ্রায়েই কর্ম্মকাণ্ডসকলের কর্ম্মবিধান বুঝিতে হইবে। ফলতঃ কর্ম্মকাণ্ডসকলও পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপাদন করেন, ইহাই স্থির। অতএব নিখিল বেদই ব্রহ্মপর জানিতে হইবে ॥১৪॥

এতেনেদঞ্চ নিরস্তম্। তথাহি নবীনাঃ কল্পয়ন্তি— আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাদিতি বিধিকাণ্ডে কৃৎস্নস্য ক্রিয়াপরত্বনিরূপণান্ন তস্য বিষ্ণুপরত্বম্। তত্র কর্ম্মকাণ্ডং সাক্ষাদেব ক্রিয়াং নিরূপয়তি জ্ঞানকাণ্ডন্তু তদঙ্গভূতকর্ত্তৃদেবতাপ্রকাশনদ্বারা চেতি ॥১৬॥

এতেনেতি। সর্ব্বস্য বেদস্য বিষ্ণুপরত্বনিরূপণেন ইদং বক্ষ্যমাণং সর্ব্বস্য বেদস্য ক্রিয়াপরত্বম্। নবীনাঃ প্রাভাকরাদয়ঃ। বিধিকাণ্ডে কর্ম্মমীমাংসায়াম্। ক্রিয়ামগ্নিহোত্রাদিকাম্। জ্ঞানকাণ্ডে ত্বিতি। তত্র যজ্জীবপ্রতিপাদনং তৎ কর্ম্মকর্ত্তুর্যজমানস্য যচ্চ বিষ্ণোস্তৎকর্ম্মাঙ্গায়া দেবতায়া ইতি কর্ম্মাঙ্গয়োরুভয়োঃ প্রতিপাদনমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

এই নিমিত্তই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন, "এই বেদ প্রচ্ছন্নবক্তা। পিতা যেমন ঔষধরূপ নিম্ব ভক্ষণ করাইবার জন্য বালককে লড্ডুক দান করেন, বালকও লড্ডুকের প্রলোভনে ঔষধ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাতে অভিলষিত আরোগ্য লাভ হয়। তদ্রূপ এই প্রচ্ছন্নবক্তা বেদ পুত্রাদি ফলদ্বারা লোকসকলকে প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্মমোক্ষের নিমিত্ত কর্ম্ম সকলের বিধান করিয়া থাকেন। বেদোক্ত কর্ম্ম করিতে করিতেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। ফলশ্রুতি রোচনার্থা। কামিত স্বর্গাদি যজ্ঞাদির ফল। যিনি স্বর্গাদি ফলের কামনায় যজ্ঞাদি করেন, তাহারই স্বর্গাদি লাভ হয়। অকামিত হইলে কখনই স্বর্গাদি ফল লাভ হয় না। ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ফল না হইয়া উহা অনুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। চিত্তশুদ্ধি হইলেই জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে ॥১৫॥

এতদ্দ্বারা মীমাংসকও নিরস্ত হইয়াছেন। মীমাংসক বলেন,— "বেদের কর্ম্মপরতাহেতু অক্রিয়াপর বেদবাক্যসকলের আনর্থক্য এবং তজ্জন্য অনিত্যত্ব হইতেছে বটে, কিন্তু ক্রিয়াপর বেদবাক্যের সহিত অক্রিয়াপর বেদবাক্যের একবাক্যতারূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহাদেরও সাফল্য এবং নিত্যত্ব বুঝিতে হইবে। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের সকলবাক্যই ক্রিয়াপররূপে নিরূপণ করা হয়, উহাদের কোনটিই বিষ্ণুপর নহে। কর্ম্মকাণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়াকে নিরূপণ

যত্তু প্রকরণভেদাৎ "তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"ইত্যাদিনা ক্রিয়াফলবিগানাচ্চ ন জ্ঞানকাণ্ডং ক্রিয়াপরং কিন্তু ব্রহ্মপরমেবেতি বদন্তি তন্ন, – ভূতার্থবিষয়ত্বে নৈরর্থক্যপ্রাপ্তেঃ। "স্বর্গকামো যজেত", তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" ইত্যাদীনি প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধকান্যেব বাক্যান্যর্থবন্তি বীক্ষ্যতে, ন তু "সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা" ইত্যাদীনি ভূতবস্তুপরাণি। তস্মাৎ কৃৎস্নস্য তস্য ক্রিয়াপরত্বমিতি ॥১৭॥

তদিদং করকৃতত্যমণিপিধানবদুপহাসাস্পদং কুবুদ্ধিবিজৃম্ভিতম্। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ—

সিদ্ধান্তযুক্তিং শ্লথয়তি যত্ত্বিতি। প্রকরণেতি। কর্ম্মকাণ্ডাজ্ জ্ঞানকাণ্ডস্য ভিন্নত্বাদ্ভিন্নবিষয়ত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ননু কর্ম্মাঙ্গকর্তৃদেবতাপ্রতিপাদকত্বাজ্ জ্ঞানকাণ্ডস্য কর্ম্মকাণ্ডানুগতির্ভবিষ্যতি ইতি চেজ্ জ্ঞানকাণ্ডে কর্ম্মফলনিন্দনান্ন ভবিষ্যতীত্যাহ। তদ্‌যথেতি ছান্দোগ্যে। কর্ম্মজিতো ভূর্গাদিঃ। পুণ্যজিতঃ স্বর্গাদিঃ। ভূতার্থেতি। জ্ঞানকাণ্ডস্যানাদিজীবেশপ্রতিপাদকত্বে নিষ্ফলত্বপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ॥ ক্রিয়াপরস্য গ্রন্থস্য সফলত্বং সিদ্ধবস্তুপরস্য তু নিষ্ফলত্বং দর্শয়তি সর্গেত্যাদিনা প্রকটার্থম্ ॥১৭॥

করে এবং জ্ঞানকাণ্ড উহার অঙ্গীভূত কর্ত্তা ও দেবতার প্রকাশনদ্বারা ক্রিয়াপর হইয়া থাকে। জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ডেরই অনুগত" ॥১৬॥

"প্রকরণের ভেদ ধরিয়া, "যেমন এই পৃথিবীতে কর্ম্মজন্য লোকের ক্ষয় হয়, তেমনি পরলোকেও পুণ্যজন্য লোকের ক্ষয় হইয়া থাকে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে কর্ম্মফলের নিন্দাশ্রবণে জ্ঞানকাণ্ডকে কর্ম্মপর নয়, কিন্তু উহা ব্রহ্মপর এরূপও বলা যায় না; কারণ, তন্মতে জ্ঞানকাণ্ড অনাদি জীবেশ্বরের প্রতিপাদক হইয়া নিষ্ফল হইতেছেন। ক্রিয়াপর গ্রন্থই সফল, সিদ্ধবস্তুপর গ্রন্থ কখনই সফল হইতে পারে না। "স্বর্গকামীই যজ্ঞ করিবেন।" "অতএব ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না।" এইরূপ বেদবাক্যসকল কর্ম্ম বিধানের হেতু প্রদর্শন করিয়াই সফল হন, দেখা যায়; কিন্তু "সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা" প্রভৃতি সিদ্ধবস্তুপর বাক্যসকলের সার্থকতা দৃষ্ট হয় না। অতএব সমস্ত বেদকেই ক্রিয়াপর বলিতে হইবে ॥১৭॥

ঈদৃশজৈমিন্যুক্তদর্শনাচ্চ। আম্নায়স্যেত্যেনেন কৃৎস্নস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য ক্রিয়াপরত্বে সংশ্রিতে তদন্তর্গতানাং "সোঽরোদীৎ"ইত্যাদীনাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং তদেকবাক্যত্বায় "তদ্ভূতানাম্"ইতি—সমর্থনম্ ॥১৮॥

তথাহি— "আম্নায়স্য"ইতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রঃ; অস্যার্থঃ- "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইত্যুপক্রমাৎ, "তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ" ইতি মধ্যে পরামর্শাৎ, "তদ্ভূতানাম্"ইত্যুপসংহারাচ্চাম্নায়ঃ ক্রিয়ার্থ ইত্যবগম্যতে। ততশ্চাম্নায়স্য বেদস্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্যজ্ঞাদিক্রিয়াপরত্বাদতদর্থানাং পুরুষানধীনার্থত্বেন বিধৌ পর্য্যবসায়িতুমশক্যানাং "সোঽরোদীৎ" "রুদ্রস্য রুদ্রত্বং" "প্রজাপতিরাত্মনো বপ্যমুদখিদৎ" "দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রজানন্" ইত্যেবমাদীনাঞ্চ

প্রত্যাচষ্টে তদিদমিত্যাদিনা; সর্ব্বে বেদা ইতি আদিশব্দাদ্বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইত্যাদি গ্রাহ্যম্। ঈদৃশেতি। এতদর্থকজৈমিনিবাক্যালাভাচ্চেত্যর্থঃ। ননু তদ্ভূতানামিতি জৈমিনিবাক্যং দৃশ্যতে চেত্তত্রাহ আম্নায়স্যেত্যাদি ॥১৮॥

তথাহীতি কর্ম্মকাণ্ডস্যৈব জৈমিনিমতে ক্রিয়াপরত্বং ন তু জ্ঞানকাণ্ডস্যাপীতি পূর্ব্বোক্তমর্থং দর্শয়তীত্যর্থঃ। চোদনেত্যাদীনি জৈমিনিসূত্রানি বোধ্যানি।

মীমাংসকের এই মত হস্তদ্বারা সূর্য্যাচ্ছাদনের ন্যায় উপহাসাস্পদ এবং অজ্ঞতাসূচক হইয়া তুচ্ছ হইতেছে। "সকল বেদ যাঁহাকে প্রচার করিয়া থাকেন।" এইপ্রকার বেদবাক্যসকলই পূর্ব্বোক্ত মতের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদন করিতেছে। জৈমিনির নিজের কথাতেও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদের ব্রহ্মপরতা দেখা গিয়া থাকে। জৈমিনিকর্ত্তৃক উক্ত আম্নায়স্য (বেদের) এই কথাদ্বারা সমগ্র কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়াপরত্ব স্বীকার করিলে তদন্তর্গত 'সোঽরোদীৎ' (তিনি ক্রন্দন করিলেন) ইত্যাদি বাক্যসকলেরও ক্রিয়াপর বাক্যসকলের সহিত একবাক্যতা হইতে পারে। ফলতঃ এই নিমিত্তই, 'তদ্ভূতানাং' (তাদৃশ অক্রিয়াপর বাক্যসকলের) সমর্থন হইবে ॥১৮॥

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যত্বমুচ্যতে তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" এইটি জৈমিনির

বেদবাক্যানামানর্থক্যং ধর্ম্মপ্রমিতিরূপার্থপ্রতিপাদকত্ববিরহঃ তস্মাদেবং জাতীয়কং বাক্যজাতমনিত্যমুচ্যতে। অনিত্যমিব ন ত্বনিত্যমেব অপৌরুষেয়ত্বান্নিত্যত্বাভ্যুপগতিবিরোধাচ্চ। রোদনবপোৎখাতদিগজ্ঞানাদিরূপসিদ্ধার্থবোধকত্বাৎ তস্যাক্রিয়ার্থত্বম্॥১৯॥

'তদ্ভূতানাম্' ইতি সিদ্ধান্তসূত্রম্। তস্যায়মর্থঃ—তেষু পদার্থেষু রোদনাদিষু ভূতানাং বর্ত্তমানানাং পদানাং 'সোঽরোদীৎ' ইত্যাদীনাং ক্রিয়ার্থেন পদেন 'যজেত' ইত্যাদিনা সমাম্নায়ঃ সমুচ্চারণং সম্বন্ধ ইতি যাবৎ। কুতঃ? —অর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ। অর্থঃ পদার্থস্তস্য তন্নিমিত্তত্বাদ্বাক্যার্থপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ। পদানি তাবৎ স্বার্থানভিদধতি। পশ্চাত্তে পদার্থা আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-সন্নিধি বাচি-

অতদর্থানামক্রিয়ার্থানাং বাক্যানামিত্যন্বয়ঃ। নিত্যেতি। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ ইতি জৈমিনিনা বেদস্য তদর্থস্যোভয়োঃ সম্বন্ধস্য চ নিত্যত্বং স্বীকৃতং তস্য স্বীকারস্য বিরোধাপত্তেশ্চেত্যর্থঃ॥১৯॥

তদ্ভূতানামিত্যাদিকং প্রায়ঃ প্রকটার্থম্। ঔৎপত্তিকস্ত্বিতি জৈমিনিসূত্রখণ্ডঃ বেদশব্দস্য তদর্থেনাকৃতিরূপেণৌৎপত্তিকঃ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। সর্ব্বে-

সূত্র। ইহার অর্থ এইরূপ; — চোদনাই (প্রেরণা) ধর্ম্মের লক্ষণ, এই উপক্রমহেতু, উহাদেরই, এই প্রকার উপসংহারহেতু, আম্নায়-শব্দে ক্রিয়াপর বাক্যই বোধিত হয়, অতএব আম্নায়ের (বেদের) ক্রিয়ার্থত্ব (যজ্ঞাদিক্রিয়াপরত্ব) হেতু, পুরুষার্থের অনুপযোগী বলিয়া বিধিমধ্যে নিবেশের অযোগ্য 'তিনি ক্রন্দন করিলেন' 'রুদ্রের রুদ্রত্ব' 'প্রজাপতি নিজের বপনীয় বস্তুর উৎখাত করিলেন' 'দেবতা সকল দেবযজনে গমন করিবার পথ জানিলেন না' এই প্রকার অতদর্থ (অক্রিয়াপর) বাক্য সকলের আনর্থক্য অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রতিপাদকত্বের অভাব হয়। অতএব এই জাতীয় বাক্যসমূহের অনিত্যত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। উহারা অনিত্যের সদৃশই হয়, প্রকৃতপক্ষে উহাদিগকে অনিত্য বলা যায় না; যেহেতু ঐ সকল বাক্য অপৌরুষের বলিয়া নিত্যই হয়। রোদন, বপনীয় বস্তুর উৎখাত ও দিকের অজ্ঞান প্রভৃতি সিদ্ধ অর্থের বোধকত্বপ্রযুক্ত ঐসকল বাক্যের অক্রিয়াপরত্ব বুঝিতে হইবে॥১৯॥

বাক্যার্থমববোধয়ন্তীতি। তস্মাদাকাঙ্ক্ষাদিমহিম্না 'সোঽরোদীৎ'-ইত্যাদিবাক্যানাং কথঞ্চিদ্বিধ্যেকবাক্যতা কল্প্যেতি, তে ক্রিয়ায়াং তথা তথাবিষ্টা বভূবুস্তস্মাদন্যৈরপ্যাবেশনং কার্য্যমিতি। ন চ জৈমিনিনা তেষাং বাক্যানাং স্বার্থে প্রামাণ্যং ত্যক্তম্ "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" ইতি শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বস্বীকারবিরোধাৎ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং স্ববিষয়াবগতিপর্য্যবসায়িত্বাচ্চ ॥ ২০ ॥

ন চ জ্ঞানকাণ্ডস্যাপি কর্ম্মকাণ্ডৈকবাক্যতা শক্যা বক্তুং প্রকরণভেদাৎ, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনপ্রসঙ্গাৎ, প্রত্যুত কর্ম্মতৎ-ফলয়োস্তুচ্ছতয়া প্রতিপাদনাচ্চ ॥ ২১ ॥

ষামিতি। প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি স্ববিষয়াণাং ঘটাদীনামবগতিষু জ্ঞানেষু পর্য্যবস্যন্ত্যন্যথা তেষাং প্রমাণত্বং হীয়েত। প্রমাজনকং খলু প্রমাণ-মুচ্যতে ॥২০॥

যত্তূক্তং জ্ঞানকাণ্ডমপি কর্ম্মাঙ্গকর্ত্রাদিপ্রতিপাদনেন কর্ম্মকাণ্ডানুগামীতি তদিদানীং নিরাকরোতি—ন চ জ্ঞানেতি। শ্রুতেতি। জ্ঞানকাণ্ডস্যাত্মপরত্বং শ্রুতং হীয়েত অশ্রুতং কর্ম্মপরত্বং কল্প্যং স্যাদিত্যর্থঃ। প্রত্যুতেতি। প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা ইতি কর্ম্ম তদ্ যথেহেতি কর্ম্মফলং স্বর্গশ্চ জ্ঞান-কাণ্ডেন নিন্দ্যতে তস্য কথং কর্ম্মকাণ্ডানুসারিত্বমিত্যর্থঃ ॥২১॥

ঐ সকল 'রোদনাদি' পদার্থে বর্ত্তমান পদসকলের 'যজ্ঞ করিবে' ইত্যাদি ক্রিয়াপর পদসকলের সহিত সম্বন্ধ। কারণ পদসকল বাক্যার্থপ্রত্যয়ের নিমিত্তভূত। পদমাত্রই স্বার্থ ব্যক্ত করিয়া থাকে। পরে ঐ সকল অর্থ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি প্রভৃতি বাক্যার্থ বোধ করাইয়া থাকে। অতএব আকাঙ্ক্ষাদির বলে 'তিনি ক্রন্দন করিলেন' প্রভৃতি বাক্যসকলের কথঞ্চিৎ বিধির সহিত একবাক্যতা কল্পনা করা যায় বলিয়া ঐসকল বাক্য ক্রিয়াতে তদ্রূপেই আবিষ্ট হইতে পারে। সুতরাং অন্য বাক্যগুলিরও তদ্রূপেই আবেশ স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ জৈমিনিও বাক্যসকলের স্বার্থে প্রামাণ্য ত্যাগ করেন নাই। অর্থের সহিত শব্দের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। স্বার্থে প্রামাণ্য ত্যাগ করিলে উহার বিরোধ হয়। আরও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণসকল স্ববিষয়ক ঘটাদিজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। তদস্বীকারে তাহাদিগের প্রামাণ্যই থাকে না ॥২০॥

ন চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরতাবিরহিণো ভূতাত্মবস্তুবিষয়স্য জ্ঞানকাণ্ডস্য 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা' ইত্যাদিবাক্যবদানর্থক্যম্; তস্য ব্রহ্মাস্তিত্ব-বোধনেনৈবার্থবত্ত্বাৎ নিধিসত্তাবাচিবাক্যবৎ, যথা ত্বদ্গৃহে নিধিরস্তি' ইত্যাপ্তবাক্যাৎ পুংসো হর্ষরূপোঽর্থো ভবেত্তথা পরমানন্দরূপং মদংশি ব্রহ্মাস্তীতি তৎসত্ত্বাবগমাৎ স ইতি,নানর্থক্যপ্রাপ্তিস্ততস্তদর্থ-প্রবৃত্তিশ্চ। 'পুত্রস্তে জাতো' 'নায়ং সর্পঃ' ইতি স্বরূপপরেষ্বপি বাক্যেষু হর্ষভয়নিবৃত্তিরূপোঽর্থো দৃষ্টঃ। তস্মাদানর্থক্যবাদঃ পুমর্থানুপযোগ্যুপাখ্যানাদিভূতার্থবিষয়ো বোধ্যঃ। ইতরথা প্রতিষেধকানামপি তৎপ্রাপ্তিরক্রিয়ার্থত্বাৎ। 'ন সুরাং পিবেৎ' ইতি হি নিবৃত্তিরুপদিষ্টা; ন তু সা ক্রিয়া কিন্তু প্রসক্তক্রিয়া-নিবৃত্ত্যৌদাসীন্যমেবেতি ॥ ২২ ॥

যচ্চোক্তং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিক্রিয়াবোধকানি বাক্যানি ফলবন্তি ন তু সিদ্ধবস্তু-বোধকানি তথেতি তন্নিরস্যতি। ন চ প্রবৃত্তীতি। ভূতাত্মেতি। পূর্ব্ব-সিদ্ধজীবব্রহ্মপ্রতিপাদকস্যেত্যর্থঃ। আনর্থক্যং ফলবত্ত্বাভাবঃ। তস্যেতি জ্ঞানকাণ্ডস্য। অর্থবত্ত্বাৎ ফলবত্ত্বাৎ। তৎসত্ত্বাবগমাদ্ব্রহ্মাস্তিত্বজ্ঞানাৎ। সঃ পরমানন্দরূপোঽর্থঃ। তদর্থপ্রবৃত্তিস্তৎপ্রাপিকা শ্রবণমননাদিঃ। লৌকিকার্থং দৃষ্টান্তয়তি পুত্রস্তে ইতি। নন্বু তর্হ্যাম্নায়স্যেতিসূত্রোক্তঃ আনর্থক্যবাদঃ ক নেয়স্তত্রাহ তস্মাদিতি। ইতরথেতি। ক্রিয়ার্থভিন্নানাং সর্ব্বেষাং বাক্যানাম্ আনর্থক্যেঽস্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। প্রতিষেধকানাং ন সুরামিত্যাদীনাম্ ॥২২॥

জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের একবাক্যতা স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। কারণ, জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন। উহাদের একবাক্যতা স্বীকারে শ্রুত আত্মপরত্বের হানি ও অশ্রুত কর্ম্ম-পরত্বের কল্পনা ঘটে। প্রত্যুত জ্ঞানকাণ্ডে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের তুচ্ছতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥২১॥

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরতাশূন্য ভূতাত্মবিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডের 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় আনর্থক্যও বলা যায় না। যেহেতু ব্রহ্মাস্তিত্ব বোধনদ্বারাই গৃহে নিধি সত্ত্বেও বিস্মরণ কালে 'নিধি আছে' এইরূপ বাক্যের ন্যায় উহার সার্থকতা দৃষ্ট হয়। 'তোমার গৃহে নিধি আছে' এই আপ্তবাক্য শ্রবণে পুরুষের যেরূপ হর্ষরূপ ফল দেখা যায়, তদ্রূপ পরমানন্দময় মদংশী ব্রহ্ম আছেন বলিলেও হর্ষরূপ ফল

কিঞ্চ দ্বিরূপং ব্রহ্মেতি জৈমিনেরভিমতম্ অনুষ্ঠেয়ং ক্রিয়া-রূপং প্রাপ্যং চিৎসুখরূপঞ্চেতি। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"ইতি, "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" তদেষাভ্যুক্তা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্ম"ইতি চৈবমাদিশ্রুতেঃ। তত্র পূর্ব্বানুষ্ঠানমন্তরা পরপ্রাপ্তির্ন স্যাদিতি তত্রৈব তত্তরঃ,— ব্রহ্মনিষ্ঠা তু তস্য বাদরায়ণভগবৎ-শিষ্যত্বাৎ, তেন তন্মতোপন্যাসাচ্চ। তস্মাৎ ব্রহ্মৈব বেদবাচ্য-মিতি নির্ণীতম্ ॥২৩॥

জৈমিনের্হরিভক্তত্বং প্রতিপাদয়তি কিঞ্চেতি। অনুষ্ঠেয়মিতি। ব্রহ্মণঃ ক্রিয়াপরত্বং বেদরাশিত্ববৎ বাচনিকং বোধ্যম্। তদেষেতি। তদ্ব্রহ্মাভি-মুখীকৃত্যেষা ঋক্ প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। পূর্ব্বেতি। যজ্ঞাদিকরণং বিনেত্যর্থঃ। পরপ্রাপ্তিশ্চিৎসুখব্রহ্মলাভঃ। তত্রৈবেতি যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানে তত্তরো জৈমিনে-র্বাঙ্নিবেশ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মনিষ্ঠেতি। তস্য জৈমিনেঃ। তেন বাদরায়ণেন তস্য জৈমিনের্মতস্য স্বপুস্তকেষূপন্যাসাৎ ॥২৩॥

দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণমননাদিতেও প্রবৃত্তি জন্মে। 'তোমার পুত্র জন্মিয়াছে' 'এটি সর্প নহে' ইত্যাদি লৌকিক বাক্যেও হর্ষপ্রবৃত্তিরূপ ও ভয়নিবৃত্তিরূপ অর্থ দেখা যায়। অতএব জ্ঞানকাণ্ডে আনর্থক্য নাই। তবে ঐ আনর্থক্যবাদ বেদমধ্যে পুরু-ষার্থের অনুপযোগী সিদ্ধ, উপাখ্যানাদি সম্বন্ধেই জানিতে হইবে। অন্যথা অক্রিয়াপর বাক্যসকলের আনর্থক্য স্বীকারে 'ব্রাহ্মণ সুরাপান করিবেন না' ইত্যাদি নিষেধপর বাক্যসকলেরও আনর্থক্য ঘটে। কারণ, নিবৃত্তি কিছু ক্রিয়া নহে; উহা প্রসক্তক্রিয়াতে নিবৃত্তিরূপ ঔদাসীন্য ॥২২॥

অধিকন্ত জৈমিনির মতে "ব্রহ্ম দ্বিরূপ", অর্থাৎ 'ক্রিয়ারূপ' ও 'তৎপ্রাপ্য চিৎসুখরূপ'। 'যজ্ঞই বিষ্ণু' 'ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। পূর্ব্বে অনুষ্ঠান না করিলে পরমেশ্বরকে পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানেই প্রাপ্তি। জৈমিনি বেদব্যাসের শিষ্য এবং ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ছিলেন। বেদব্যাসের গ্রন্থে জৈমিনির মতই উপন্যস্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্ব স্থির হইল ॥২৩॥

ননু "সর্ব্বে বেদা যং পদমামনন্তি", "যদ্বাচানভ্যুদিতম্" ইত্যাদিষু বাচ্যত্বাবাচ্যত্বয়োঃ শ্রবণাদেবং প্রতীয়তে। মায়োপাধিরীশ্বরো বেদবাচ্যো নির্ব্বিশেষঃ শুদ্ধস্তু লক্ষ্য এব ভবেৎ। ন চ শুদ্ধে শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তং নামজাত্যাদি কিঞ্চিদস্তি অনামরূপত্বস্মরণাদিতি? মৈবং; বেদবাচ্যস্যৈবেশ্বরস্য শুদ্ধত্বাৎ "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ, তস্য নির্ব্বিশেষত্বং তু ন পূর্ব্বত্র স্বরূপানুবন্ধিগুণস্মরণাৎ। ন বা ডিত্থাদিবৎ কল্পিতং নামাদি। তস্য স্বরূপানুবন্ধি দিব্যন্তু তদস্তীতি ॥২৪॥

তস্মাদেবমত্র বোধ্যম্, স ভগবান্ স্বয়মেব বেদরূপঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৎসিদ্ধৈর্নামভির্গোচরীভবতীতি। "নমো বেদাদিরূপায় ওঁকারায় নমো নমঃ", তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য

এবং পূর্ব্বপক্ষিষু নিরস্তেষু পুরা নিরস্তোঽপি নির্ব্বিশেষচিদৈক্যবাদী নিস্ত্রপঃ পুনঃ শঙ্কতে নন্বিতি। ন চেতি। নাম সংজ্ঞা। তস্যেতি বেদবাচ্যস্য শুদ্ধস্য। পূর্ব্বত্র গ্রন্থে। তদিতি নামাদীত্যর্থঃ ॥২৪॥

সকল বেদ যে ভগবান্‌কে প্রতিপন্ন করেন এবং যে ভগবান্‌কে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না' এই দুই প্রকার শ্রুতিরই সদ্ভাবহেতু ভগবান্ বেদবাচ্য ও বেদাবাচ্য দুইরূপই প্রতীতি হইতেছে। অতএব এই স্থলে এই প্রকার সঙ্গতি করিতে হইবে যে, মায়োপাধি ঈশ্বর বেদবাচ্য এবং মায়াতীত নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম উহার লক্ষ্য। শুদ্ধ ব্রহ্ম শব্দের প্রবৃত্তিই হয় না, কারণ, প্রমাণ হইতে নামরূপাদির অভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে এরূপও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু শুদ্ধ ব্রহ্মের বেদবাচ্যত্ব উক্ত হইয়া থাকে। স্মৃতিতে বলিয়াছেন —"ঈশ্বরে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণসকল দৃষ্ট হয় না। আবার পরমেশ্বর নির্ব্বিশেষ তত্ত্বই হইতে পারেন না; যেহেতু পূর্ব্বত্র তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী গুণসকল উক্ত হইয়াছে এবং কাষ্ঠময় হস্তীর 'ডিত্থ' এইনাম ও কাষ্ঠময় মৃগের 'ডবিত্থ' এই নামের ন্যায় ব্রহ্মে নামাদি কল্পিতও নহে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী নামাদি আছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে ॥২৪॥

নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদি শ্রবণাৎ॥ "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুমঃ"ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। অত ঔপনিষদ ইতি পরমাত্মনঃ সমাখ্যা॥২৫॥

বেদস্য সত্যত্বং ভগবতা সূত্রকারেণাভিহিতম্— "অতএব চ নিত্যত্বম্"ইতি ন চ বর্ণমাত্রস্য তস্য সা স্তুতিরিতিবাচ্যম্। আবির্ভাবান্তরবদ্বর্ণাত্মকোঽয়ং পরস্যাবির্ভাব ইতি। তেনৈব শ্রুত্যাদিবলেন গৃহীতেন তদভেদেন তত্তৎ সম্ভবেৎ॥২৬॥

শুদ্ধস্য বেদবাচ্যত্বং বক্তুং প্রবর্ত্ততে তস্মাদেবমিতি। অত্র বেদান্তশাস্ত্রে ত্বয়াপ্যেবমেব মন্তব্যম্। কথমিতি চেত্তত্রাহ স ভগবানিত্যাদি। তৎসিদ্ধৈঃ বেদাত্মকৈঃ নামভির্গোচরীভবতীতি বাচ্যোঽস্তি। নম ইতি শ্রীরামোপনিষদি। তস্যেতি বৃহদারণ্যকে। ইহ ভগবৎপ্রাণত্বং বেদস্যোক্তম। বেদ ইতি ষষ্ঠে। অতঃ স্বাত্মকবেদবাচ্যত্বাৎ। সমাখ্যা যৌগিকঃ শব্দঃ॥২৫॥

ননু শব্দস্য বেদরাশিত্বেন তৃতীয়ক্ষণধ্বংসপ্রতিযোগিত্বাদনিত্যত্বমিতি চেত্তত্রাহ বেদস্যেতি। অতএবেতি ব্রহ্মসূত্রম্। নিত্যেন্দ্রাদ্যাকৃতিবাচিত্বাৎ কর্ত্তুরস্মরণাচ্চ। বেদস্য নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। তস্যাবির্ভাবতিরোভাবৌ স্তঃ তাবজ্ঞৈরুৎপত্তিবিনাশৌ কথ্যেতে ইতি ভাবঃ। ন চেতি। তস্য বেদস্য। সা ভগবদাত্মকতা নিত্যতা চ। স্তুতিঃ প্রশংসেত্যর্থঃ। আবির্ভাবেতি। যথা দেবাকারস্য হরের্হংসমৎস্যাদিবিজাতীয়াকারাবির্ভাবস্তথা বর্ণরাশির্বেদোঽপি তস্যাবির্ভাব ইতি। নমো বেদাদিরূপায়েত্যাদিশ্রুত্যাদিবলেনৈব গৃহীতেন লব্ধেন তদভেদেন ভগবদৈক্যেন বর্ণরাশের্বেদস্যাপি নিত্যত্বং চিদ্রূপত্বাদি চ সম্ভবেদিত্যর্থঃ॥২৬॥

অতএব এইস্থানে এইরূপ বোধ হইতেছে যে, ভগবান্ স্বয়ং বেদরূপ এবং তিনি বেদসিদ্ধ স্বরূপানুবন্ধিনামসকল দ্বারাই গোচরীভূত হন। উপনিষদে কথিত হইয়াছে— "বেদাদিরূপ ওঁকারকে নমস্কার। সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাসই এই ঋগ্‌বেদাদি। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন— "বেদস্বয়ম্ভূ ও সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতএব স্বস্বরূপ বেদের বাচ্য বলিয়া উপনিষৎ প্রতিপাদ্য এই যোগার্থদ্বারা পরমাত্মার ঔপনিষদ একটি নাম হইয়াছে॥২৫॥

বেদ শব্দরাশি। শব্দের প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয় ক্ষণে নাশ শ্রবণ করা যায়। অতএব বেদের অনিত্যত্ব

অতএব তদ্ভূতানাং নাম্নাং চিদ্রূপতা মোচকতা কার্ৎস্ন্যাগোচরতা চ স্বরূপবদেব নিরূপিতা দৃশ্যতে— "তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন" "অস্য জানন্তো নামচিদ্বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে" ওঁ তৎ সৎ" ইতি ঋক্ শ্রুতৌ. (পঃ পুঃ উঃ খঃ ৪৬ অঃ) "সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি"ইত্যাদৌ, "নামকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে। যস্যাখিলপ্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ভগস্তব"ইত্যাদৌ চ স্মৃতৌ॥২৭॥

আর্থিকং চিদ্রূপত্বাদি বাচনিকং কর্ত্তুং প্রযততে অত ইতি। ভগবদ্রূপত্বাদেবেত্যর্থঃ। তদ্ভূতানাং বেদাত্মকানাম্। তমিতি। উ সম্বোধনে হে বিষ্ণো যথাবিদো যথার্থজ্ঞা বয়ং পূর্ব্বমনাদিম্ ঋতস্য সত্যস্য পরব্যোম্নো গর্ভং গর্ভবৎ তস্মিন্ নিহিতং ত্বাং স্তোতারঃ স্তুবন্তঃ জনুষা জন্মচরিতেন পিপর্ত্তন্ ত্বাং পূরয়ন্তঃ অস্য তে নাম আ ঈষজ্জানন্তো বিবক্তন্ কেবলং তদ্ব্রুবাণাঃ সুমতিং ত্বদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে। কীদৃশং নাম চিদ্বিজ্ঞানস্বরূপমতো মহঃ স্বপ্রকাশম্। তন্নামকিঞ্চিন্নির্দিশতি ওমিতি। এবমুক্তং শ্রীগীতাসু। "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ"ইতি (গীঃ ১৭।২৩)। "ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম"ইতি "তত্ত্বমসি"ইতি "সদেব সৌম্য"ইতি চ শ্রুতেরোঙ্কারাদীনি পরাত্মনো নামানি সন্তবন্তি। কৃষ্ণাদিনাম্নামুপলক্ষণমেতৎ। মোচকতামুদাহরতি সকৃদিতি ভারতেঽনুস্মৃতো দৃষ্টঃ॥ কার্ৎস্ন্যেনাগোচরতামুদাহরতি নামকর্ম্মেতি শ্রীবৈষ্ণবে। অত্র স্বরূপস্যৈব নামকর্ম্মণোশ্চ কার্ৎস্ন্যেন প্রমাণাবিষয়তোক্তা ॥২৭॥

আপতিত হইতে পারে। কিন্তু সূত্রকার বেদকে সত্যই বলিয়াছেন। প্রতি সৃষ্টিতে পূর্ব্ব আকৃতির অন্যথা না করিয়াই সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ নিত্য আকৃতির প্রতিপাদক বলিয়াই বেদকেও নিত্য বলা হয়। বেদের আবির্ভাবই উহার উৎপত্তি এবং তিরোভাবই উহার নাশ। বেদের ভগবৎ-স্বরূপতা ও নিত্যতাকে স্তুতি মাত্রও বলা যায় না। দেবাকার শ্রীহরির হংস-মৎস্যাদি বিজাতীয় আকারের আবির্ভাবের ন্যায় বর্ণরাশ্যাত্মক বেদাকারেরও আবির্ভাব হইতে পারে। "বেদাদিরূপ ব্রহ্মকে নমস্কার" ইত্যাদি শ্রুতির সাহায্যে শ্রীভগবানের সহিত বেদের অভেদ বশতঃ বর্ণরাশ্যাত্মক বেদের নিত্যত্ব ও চিদ্রূপত্ব প্রমাণের সম্ভব হইতেছে ॥২৬॥

এবং সতি যদনামত্বং ক্বচিদুচ্যতে তত্তু "অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ। অনামা ত্বপ্রসিদ্ধত্বাদরূপো ভূতবর্জ্জনাৎ"ইত্যাদি স্মৃত্যা সমাধেয়ম্। অপ্রসিদ্ধিশ্চ প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যেনাগ্রহাৎ কার্ৎস্ন্যেনাবিদিততয়া বা ॥২৮॥

নন্নু "অনামরূপ এবায়ং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ত্তেতি চ যো বেদৈঃ স্মৃতিভিশ্চাভিধীয়তে" ইত্যাদীনি পাদ্মাদিবাক্যানি কথং সঙ্গতমন্তীতি চেত্তত্রাহ এবং সতীতি। স্বরূপানুবন্ধিনামরূপত্বে নির্ণীতে সতীত্যর্থঃ। অপ্রসিদ্ধেরিতি বাসুদেবাধ্যাত্মে। এতদর্দ্ধকানন্তরম্ অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোঽসাবুদীর্য্যতে। সম্বন্ধেন প্রধানস্য হরের্নাস্ত্যেব কর্ত্তৃতা। অকর্ত্তারমতঃ প্রাহুঃ পুরাণং তং পুরাবিদঃ" ইতি সার্দ্ধকং বোধ্যম্। অনামা ইতি ব্রাহ্মে। প্রাকৃতেতি দেবমানবাদিসামান্যেনাগ্রহণাদিত্যর্থঃ। "ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ। মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনা দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপিহি" ইতি (ভাঃ ১০।২।৩৬) শ্রীদশমবাক্যে তু 'হে দেব সাক্ষিণস্তব গুণাদিভির্যে নামরূপে তে হ্যপ্রসিদ্ধের্নিরূপিতব্যে বিদুষামপি যাথাত্ম্যেনানুভবিতুং শক্যে, ন ভবতস্তথাপি ক্রিয়ায়াং শুদ্ধভক্তৌ সত্যাং ভক্তাস্তে প্রতিযন্তি যাথাত্ম্যেনানুভবন্ত্যেব। এষামনুভবস্ত্বনুমানেন জ্ঞায়ত' ইত্যাহ মন ইতি। 'নিবৃত্তিমতা মনসা কীর্ত্তনবতা বচসা চ, লিঙ্গেনানুমেয়ং বর্ত্ম প্রেমপদ্ধতির্যস্য তব'ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। সর্ব্বথা নামরূপাভাবে তু তন্নিরূপকানি বচাংসি ব্যাকুপ্যেয়ুঃ। "ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম-

---

অতএব বেদাত্মক নামসকলের ভগবৎস্বরূপের ন্যায় চিদ্রূপতা দেখা যাইতেছে। চিদ্রূপতা যথা, ঋক্ শ্রুতিতে "হে বিষ্ণো! যথার্থজ্ঞানসম্পন্ন আমরা অনাদি সত্যভূত পরব্যোমের গর্ভসদৃশ তন্মধ্যে নিহিত তোমাকে জন্মচরিত্র দ্বারা শ্রবণ ও স্তব করিতে করিতে এই তোমার নামের মহিমা জ্ঞাত হইয়া কেবল নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবদ্বিষয়িণী বিদ্যাকে ভজন করিব। এই নাম বিজ্ঞানস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ" মোচকতা যথা, ভারতে— "যিনি একবার মাত্র 'হরি' অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করেন, তিনি মোক্ষের জন্য বদ্ধপরিকর হন।" সাকল্যে অগোচরতা যথা স্মৃতিতে— "যাঁহার নাম কর্ম্ম ও স্বরূপসকল নিখিল প্রমাণদ্বারা পরিচ্ছেদের গোচর হয় না, সেই বিষ্ণু তোমার গর্ত্তগত" ॥২৭॥

তথা "ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ। তদ্ ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ॥ ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো-যতঃ। অতঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুনামভিরীড্যসে" ইত্যুত্তরোক্তৌ স্ফুটার্থোঽপি নিরস্তঃ॥২৯॥

অত্র কল্পনাশব্দো ব্যর্থঃ, নামজাত্যাদয়ো নেত্যনেনৈবেষ্ট-সিদ্ধেঃ স্বয়মেব তত্রৈব তদ্ ব্রহ্ম পরমং নিত্যমিতি পরত্র চ রূপং

কর্ম্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা। তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তাননুকালমৃচ্ছতি"(ভাঃ ৮।৩।৮) ইত্যষ্টমবাক্যে তু 'যস্য প্রাকৃতানি জন্মাদীনি ন সন্তি তথাপি যো লোকাপ্যয়সম্ভবায় জগৎসংহারসর্গার্থমনুকালং তত্তদবসরে স্বমায়য়া কপর্দ্দিপদ্মভূরূপধরঃ সংস্তানৃচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি ব্যাখ্যানাৎ ন কোঽপি সন্দেহগন্ধঃ। অত্র লোকস্থিতয়ে বিষ্ণুরূপধরঃ সন্ জন্মাদীনৃচ্ছতীতি নোক্তং তজ্জন্মাদীনামমায়িকত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্॥২৮॥

তথেতি। অপ্রসিদ্ধেস্তদ্‌গুণানামিত্যাদিস্মৃতিদৃষ্ট্যা যথা অনামরূপ এবায়-মিত্যাদিবাক্যানাং প্রাতীতিকোঽর্থো নিরস্তস্তথানুপপত্তিদর্শনেন ন যত্র নাথেত্যাদি বৈষ্ণববাক্যয়োঃ প্রাতীতিকোঽর্থো নিরসনীয় ইত্যর্থঃ॥২৯॥

যদি বল, বেদ ও স্মৃতিতে বলিতেছেন, "এই ঈশ্বর হরি নাম-রহিত, রূপ রহিত ও অকর্ত্তা," অতএব এই সকল বাক্যের সহিত পূর্ব্বাপর সঙ্গতি হয় কিরূপে? তাহার সমাধান এই— ভগবদ্‌গুণাদির অপ্রসিদ্ধিহেতুই তাঁহাকে অনামা এবং তাঁহার দেহ ভৌতিক নয় বলিয়াই তাঁহাকে অরূপ বলা হয়। প্রাকৃত হইতে বৈলক্ষণ্য-হেতু গ্রহণ করা যায় না বলিয়াই বা সামগ্রিক ভাবে জ্ঞানের গোচরী-ভূত হয় না বলিয়াই তাঁহার গুণাদির অপ্রসিদ্ধি জানিতে হইবে॥২৮॥

আরও "হে নাথ! যাঁহাতে নাম ও জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই, তুমি সেই নিত্য নির্ব্বিকার জন্মরহিত পরব্রহ্ম। নামাদি কল্পনা ব্যতীত কোন বিষয়েরই প্রতীতি হয় না বলিয়া তোমাকে হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে অনন্ত ইত্যাদি বিষ্ণুনামে অর্থাৎ ব্যাপকনামে স্তব করা হয়॥" এইস্থানে পূর্ব্বশ্লোকে নামজাত্যাদি কল্পনা নিরস্ত করিয়া আবার পরশ্লোকে নামের কল্পনা করাতে কল্পনা শব্দের সাধারণ অর্থেরও নিরাস হইতেছে॥২৯॥

পরং সদিতি বাচকমক্ষরং যদিতি ব্রহ্মাজসচ্ছব্দানাং পারমার্থিক-নামতয়া স্বীকারাচ্চ। "অজামেকাম্"ইত্যাদিষজত্বলক্ষণা জাতিশ্চ প্রতীতা। তথা নামাদি কল্পনাং নিষিধ্য পুনঃ কৃষ্ণাদিনামকল্পনোক্তির্বিরুদ্ধা। ন চ কল্পনয়া তস্যেড্যভাবঃ। নাপি কৃষ্ণাদিনাম-নিয়মস্তস্যাম্ অনিয়মাত্মকত্বাৎ॥৩০॥

তস্মাদয়মেব তদর্থঃ। যত্র নাম্নাং কৃষ্ণাদিশব্দানাং জাতীনাং দেবত্ব-মনুষত্বাদীনামাদিপদাৎ কর্ম্মণাঞ্চ কল্পনা ন, কিন্তু (ভাঃ ১০।৩৭।২২) "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্। স্বতেজসা নিত্যনিরস্তমায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি"ইত্যুক্তদিশা স্বরূপশক্তিবিলাসাত্মকান্যেব তানি সন্তি। তদ্ব্রহ্ম নিত্যমিত্যন্বয়ঃ। প্রপঞ্চবৈলক্ষণ্যাত্তথেত্যাহ,— নেতি। সর্ব্বস্যার্থস্য মনুষ্যপশ্বাদি-

---

মুখ্যার্থানুপপত্তিং তাবদাহ অত্রেত্যাদিনা। ইষ্টসিদ্ধিরনামত্বম্। অজামিতি প্রকৃতিজীবেশ্বরা অজাস্তেষ্বজত্বং জাতির্নিত্যত্বে সত্যনেকসমবেতত্বাৎ। ন চেতি। তস্য সর্ব্বেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য। ঈড্যভাবঃ স্তুত্যতা। তস্যাং কল্পনায়াম্। অনিয়মাত্মকত্বাদিতি। কল্পনায়াং নিয়মো নাস্তি মনুষ্যপশ্বাদিষু দেবদত্তাদিডিত্থাদিনাম্নাং যথেচ্ছং কল্পনীয়ত্বদর্শনাৎ। ন চেয়ং প্রকৃতে শক্যতে বক্তুং তত্র নামসহস্রস্য নিয়মেনোক্তেঃ॥৩০॥

পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থ রক্ষা করিতে হইলে, পরশ্লোকে কল্পনা পদের প্রয়োগ ব্যর্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ পূর্ব্বশ্লোকে নাম-জাত্যাদি নিষেধ করাতেই ইষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। স্বয়ংই প্রথমে "সেই ব্রহ্ম পরম ও নিত্য" এবং পরে "পর ও সৎরূপ" "যে অক্ষর-বাচক" "ব্রহ্ম অজ" প্রভৃতি শব্দ সকলকেই তাঁহার পারমার্থিক নাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "অজা একা" ইত্যাদি স্থলে অজত্বলক্ষণা জাতিও প্রতীত হইয়াছে। অতএব নামাদি কল্পনা নিষেধ করিয়া আবার নামাদি কল্পনা করা বিরুদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ কল্পনাদ্বারা কিছু ভগবান্ স্তবনীয় হইতে পারেন না। সেই কল্পনাতে কৃষ্ণাদি নামও নিয়মিত হইতে পারে না। যেহেতু কল্পনাতে কোন নিয়মই থাকে না। মনুষ্যাদিতে নাম ইচ্ছামত কল্পিত হইতে দেখা যায়॥৩০॥

দৃষ্টবস্তুনঃ কল্পনাং নামাদিঘটনাং বিনা নাধিগমো ব্যবহারিক-বোধো ন স্যাৎ— কল্পিতৈরেব নামাদিভিস্তস্যাসৌ ভবেদিত্যর্থঃ। অতস্তদ্বিলক্ষণস্ত্বং তদ্বিলক্ষণৈরেব বিষ্ণুনামভিবিষ্ণ্বাত্মকৈর্নামভি-র্ব্যাপকনামাভিন্নৈরিতি যাবং ঈড্যসে স্তূয়সে— ব্যক্তমাহাত্মী-ক্রিয়সে ইত্যর্থঃ— তাদৃশৈরেব তৈস্তব মহিমা ব্যক্তীভবতীত্যর্থঃ। নাম্নাং তাদৃক্ত্বং তু "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ॥ পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ" ইতিস্মৃতেঃ। কৃষ্ণা-দিত্রিকং সম্বুদ্ধ্যন্তম্ ॥৩১॥

তস্মাৎ পূর্ণঃ শুদ্ধো হরিরেব বেদবাচ্যঃ। স চ বেদঃ কৃষ্ণাদি-শব্দৈরাশ্রয়ভূতং শুদ্ধং বিভুচৈতন্যং প্রতিপাদয়তি। জীবপ্রকৃতি-কালাদিশব্দৈস্তু চিজ্জড়াত্মকমাশ্রিতমিতিসিদ্ধং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বমিথ-

---

পূর্ব্বপক্ষব্যাখ্যাং দূষয়িত্বা সিদ্ধান্তব্যাখ্যামাহ তস্মাদিতি। পূর্ব্বপক্ষি-ব্যাখ্যায়া নিরস্তত্বাদিত্যর্থঃ। কল্পনা আরোপঃ। বিশুদ্ধবিজ্ঞানেতি শ্রীদশমে-নারদবাক্যম্। স্বসংস্থয়া স্বানুবন্ধিন্যা পরাখ্যয়া শক্ত্যা সম্যগাপ্তাঃ সর্ব্বে নাম-গুণবিভূতিরূপাঃ অর্থা যেন তম্ নামাদীনাং মায়িকত্বং নিরাকুর্ব্বন্ বিশিনষ্টি স্বতেজসেতি। পরাত্মকেন প্রভাবেনেত্যর্থঃ। তস্যেতি। মনুষ্যপশ্বাদের্দৃষ্ট-বস্তুনঃ। অসাবধিগমঃ। তদ্বিলক্ষণঃ প্রপঞ্চবিজাতীয়ঃ। তাদৃকত্বং বিষ্ণ্বা-ত্মকত্বম্। নামেতি পাদ্মে। কৃষ্ণাদীতি। হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে অনন্তেতি সম্বোধনবিভক্ত্যন্তমিত্যর্থঃ ॥৩১॥

অতএব ঐস্থলের অর্থ এইরূপ—পরমেশ্বরে কৃষ্ণাদি শব্দ, রূপ, নাম, দেবত্ব মনুষ্যত্বাদি জাতি এবং কর্ম্মসকল কল্পনা নহে, কিন্তু ঐগুলি তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে— "বিশুদ্ধেত্যাদি।" এ সংসারে নামাদির ঘটনা ভিন্ন কোন ব্যবহারিক বস্তুরই বোধ হয় না বলিয়া যেমন তাঁহাদিগের নামাদিকল্পনা করা হয়, তোমার নামাদি তদ্রূপ নহে। তুমি প্রপঞ্চবিলক্ষণ এবং ব্যাপক। ঐসকল ব্যাপক নামদ্বারাই তোমার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হয়, কল্পিত নামদ্বারা নহে। তোমার নামের তাদৃশত্ব শাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে। তোমার নাম ও তুমি অভিন্ন। তুমি চৈতন্য-রসবিগ্রহ, তোমার কৃষ্ণাদি নামও তদ্রূপ। উঁহারা তোমারই ন্যায় পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত ॥৩১॥

ঞ্চানামাদিশব্দাঃ সর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতাঃ। যস্তু তেষাং স্ফুটার্থং, জল্পতি, স এবং প্রষ্টব্যঃ, তৈর্ব্রহ্মণো বোধঃ স্যান্নবেতি? আদ্যে তেঽপি তন্নাখ্যাঃ; অন্ত্যে তদারম্ভবৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। সর্ব্বশব্দা-বাচ্যে লক্ষণা তু ন সম্ভবতি ॥৩২॥

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে", "যদ্বাচানভ্যুদিতম্"ইত্যাদিষু তু সাকল্যেন বাচ্যত্বং তস্য নিষিধ্যতে, ন তু সর্ব্বথৈবাবাচ্যত্বমুচ্যতে, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"ইত্যাদি-শ্রুতি-স্মৃতি-নির্ব্বিষয়াপত্তে-র্যৎপদামনন-নির্দ্দেশানুপপত্তেশ্চ। অতস্তত্র "তত্রৈবানন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্"ইতি, "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি"ইতি চ পুনস্তস্য গোচরত্বমুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রকরণার্থং সঙ্গময়তি তস্মাদিতি বিকসিতার্থম্। ইত্থমিতি। অপ্রসিদ্ধ-গুণতয়া নামশব্দঃ অভৌতিকমূর্ত্তিতয়া রূপশব্দশ্চ ব্যাকৃত ইত্যর্থঃ। তেষা-মিত্যনামাদিশব্দানাম্। স্ফুটার্থং নামরূপশূন্যতারূপম্। তৈরিত্যনামাদি-শব্দৈঃ। আদ্যে বোধঃ স্যাদিতি পক্ষেঽন্ত্যো বোধো ন স্যাদিতিপক্ষে। যত্তনামাদি-শব্দেষ্বপি লক্ষণা ক্রিয়তে তর্হি সাপি তন্মতে ন সম্ভবেদিত্যাহ সর্ব্বেতি পূর্ব্বমভানীত্যেতৎ ॥৩২॥

অনামাদিত্বে যাং দুর্ধিয়ঃ শ্রুতিমুদাহরন্তি ন তয়া তত্ত্বং লব্ধুং শক্যমিত্যাহুঃ যত ইত্যাদিনা। যত ইত্যপাদানে। 'গঙ্গাতোনিবৃত্তো বিপ্রঃ' ইত্যত্র গঙ্গাদর্শনং কিঞ্চিদায়াত্যোবেতিভাবঃ। তত্র তত্রৈব তত্তদ্বাক্যান্ত এবেত্যর্থঃ। তস্য ব্রহ্মণো গোচরত্বং বাগবিষয়ত্বমুক্তম ॥৩৩॥

অতএব পূর্ণ শুদ্ধ হরিই বেদবাচ্য এবং সেই বেদ কৃষ্ণাদিশব্দ-দ্বারা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ বিভুচৈতন্যকেই প্রতিপাদন করেন। জীব প্রকৃতি বা কালাদিশব্দদ্বারা চিজ্জড়াত্মক আশ্রিত তত্ত্বই বোধিত হইয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব এবং অনামাদিশব্দ ব্যাখ্যাত হইল। যাঁহারা অনামাদিশব্দের সাধারণ অর্থ কল্পনা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, অনামাদি শব্দদ্বারা ব্রহ্মের বোধ হয় কিনা? যদি বল, হয়, তবে অনামাদি তাঁহার নাম। আর যদি বল হয় না, তবে বেদে অনামাদিশব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ। সকল শব্দের অবাচ্য ব্রহ্মে লক্ষণাও সম্ভবপর হয় না ॥৩২॥

এবমেব কেনোপনিষদি জ্ঞাতত্বাজ্ঞাতত্বে দৃশ্যেতে— "যদি মন্যসে সুবেদেতি দহরমেবাপি নূনং। ত্বং বেৎস্থস্য ব্রহ্মণো রূপং যদস্য ত্বং যদস্য দেবেম্বথ মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং। নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যস্যামতং মতং তস্য মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্" ইতি। ইহ হি কাৎর্স্ন্যেন জ্ঞাতত্বঞ্চ নাস্তি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞাতত্বমস্ত্যেবেতি নির্ণীয়তে। এবং হি স্মরন্তি— "কাৎর্স্ন্যেন নাজ্ঞোহপ্যভিধাতুমীশ" ইতি, "অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যং তদ্বাচ্যং সর্ব্বাগমোক্তিতঃ। অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং স্মৃতম্" ইতি। অপ্রসিদ্ধিঃ কাৎর্স্ন্যেনাবাচ্যতাদিঃ ॥ ৩৪ ॥

স্বশক্ত্যনুসারেণ ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদনং ন তু সামস্ত্যেন ইত্যুক্তাং ব্যবস্থাং দ্রঢ়য়তি এবমিতি। অস্মদুক্তপ্রকারেণেত্যর্থঃ। শিষ্যে জ্ঞানাভিমানমালক্ষ্য গুরুরাহ যদিতি। হে শিষ্য অহং ব্রহ্ম সুবেদ সুষ্ঠু বেদ্মীতি, যদি মন্যসে তর্হি তব তজ্‌জ্ঞানং নূনং দহরমল্পমেব। তদেবাক্ষিপন্ পুনরাহ, হে শিষ্য অস্য ব্রহ্মণঃ যদ্রূপং তৎ ত্বং বেৎসি জানাসি যদস্য দেবেষু নিয়ন্তৃতয়া স্থিতং রূপং তৎ ত্বং ন বেৎসীতি ন বেদ্মীতিচেত্তত্রাহ তদ্রূপং মীমাংস্যমেব সতীর্থৈঃ সহ-বিচার্য্যমেবেত্যর্থঃ। গুরোরাশয়মালক্ষ্য শিষ্য আহ মন্যে ইতি। হে গুরো, তদ্‌ব্রহ্মাহমধুনা বিদিতং জ্ঞাতং মন্যে॥ কথমিত্যত্রাহ। তদ্‌ব্রহ্মাহং সুবেদ সম্যগ্‌বেদ্মীতি, ন সম্যগ্‌ বেদ ন বেদ্মীতি চ নো মন্যে কিন্তু কথঞ্চিৎ তদ্বেদ চ বেদৈবেত্যর্থঃ। এবং স্বজ্ঞানে দর্শিতাং বিধামন্যেষামাহ য ইতি। নোহস্মাকং সতীর্থানাং মধ্যে যস্তদ্‌ব্রহ্ম বেদ স এবং বেদেতি বিধাং দর্শয়তি নো নেতি ন বেদেতি চ নো নাস্তি কিন্তু কথঞ্চিদ্বেদেত্যর্থঃ। এতদেব পুন-

---

আমাদিগের মতে "যাঁহা হইতে বাক্যসকল নিবৃত্ত হয়, "যাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না." ইত্যাদিস্থলে তাঁহার সাকল্যে বাচ্যত্বই নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু "সর্ব্বথা অবাচ্যত্ব" উক্ত হয় না, অন্যথা "সকল বেদই যাঁহার পদ ব্যক্ত করে" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতির নির্ব্বিষয়-তাপত্তি ঘটে, এবং ঐসকলস্থলে "যাঁহার পদ ব্যক্ত করে" এরূপ নির্দ্দেশই অনুপপন্ন হয়। এই কারণেই সেই সেই স্থলে "ব্রহ্মানন্দ জানিয়া" "সেই ব্রহ্মাকে তুমি জান" ঐসকল বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞান-বিষয়ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৩৩॥

ননু কার্ৎস্ন্যেনাবাচ্যত্বাদিকং কুত ইতি চেদানন্ত্যাদিতি গৃহাণ ; যদুক্তম্ "জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপিহি" ইতি, (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ। খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ" ইতি চ। যস্য কার্ৎস্ন্যেনাধিপগমো ন স্যাৎ তদ-

---

র্দ্রঢ়য়তি যস্যেতি। বিজানতাং বিজ্ঞানাভিমানশূন্যানাম্। উক্তমর্থং স্মৃত্যা স্ফুটয়তি এবং হীতি। কার্ৎস্ন্যেনেতি। অজো ব্রহ্মাপীতি। অপ্রসিদ্ধেরিতি গারুড়ে। সর্ব্বত্র তৎপদং যোজ্যম্। তৎ ব্রহ্মতত্ত্বম্ ॥৩৪॥

কার্ৎস্ন্যেনাবাচ্যত্বে হেতুং পৃচ্ছতি নন্বিতি। জন্মেতি শ্রীদশমে মুচুকুন্দং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্। দ্যুপতয় এবেতি তত্রৈব ভগবন্তং প্রতি শ্রুতিবাক্যম্। ননু হে ভগবন্ সর্ব্বেশ্বর দ্যুপতয়ো ব্রহ্মাদয়োঽপি তবান্তং পারং ন যযুঃ ত্বমপি তবান্তং ন যাসি। কুত ইত্যাহুরনন্ততয়েতি। স্বরূপগুণবিভূতীনামন্তাভাবেনেত্যর্থঃ। ন চৈবং তব সার্ব্বজ্ঞ্যহানির্ন খলু খপুষ্পাদ্যজ্ঞানেন পণ্ডিতস্যাজ্ঞত্বমিতিভাবঃ। অনন্ততামাহুঃ। যস্য তবান্তরা মধ্যে সাবরণা অণ্ডনিচয়া বান্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ। তত্র দৃষ্টান্তঃ — খে বিয়তি রজাংসীবেতি। সহ যুগপন্ন তু ক্রমাদিত্যর্থঃ। যৎ এবং তস্মাৎ ত্বয়ি শ্রুতয়ঃ ফলন্তি

এই নিমিত্তই কেনোপনিষদে ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব এবং অজ্ঞাতত্ব উভয়ই বলিতেছেন। যথা— "যদি মনে কর, ব্রহ্মকে উত্তমরূপ জানিয়াছ, তবে তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয়ই অল্প জানিয়াছ।" এই স্থলে ব্রহ্মের সাকল্যে জ্ঞাতত্ব না থাকিলেও কিঞ্চিজ্‌জ্ঞাতত্ব আছে, ইহা স্পষ্টরূপেই বলিলেন। স্মৃতিতেও এইরূপই বলিয়া থাকেন— "ব্রহ্মাও যাঁহাকে সাকল্যে বলিতে পারেন না।" অনন্ত গুণাদি হেতু ব্রহ্ম সাকল্যে বাচ্য নহেন, কিন্তু কিঞ্চিৎ বাচ্য বটে। তিনি সাকল্যে তর্কের অগোচর হইয়াও কিঞ্চিৎ তর্কের গোচর এবং সাকল্যে জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও কিঞ্চিৎ জ্ঞানের বিষয় হন এইরূপে অপ্রসিদ্ধি ও সাকল্যে অবাচ্যত্বাদি ব্যাখ্যাত হইল ॥৩৪॥

যদি বল, ব্রহ্ম সাকল্যে বাচ্য হন না কেন? আনন্ত্যই উহার কারণ। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "আমার জন্ম, কর্ম্ম ও নাম

জ্ঞাতমিতি ব্যবহ্রিয়সে। "ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং ন চ তর্ক্যতে। পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি মেরোরূপং বিপশ্চিতঃ" ইতি। তস্মাদ্বেদবাচ্যমেব পরং ব্রহ্ম। তদেব জীবজড়াত্মকাৎ প্রপঞ্চাদ্ভিন্নং জ্ঞাতং ধ্যাতঞ্চ সদবিদ্যাং নিবারয়তি দদাতি চ পরমানন্দং স্বপদমিতি সর্ব্বেষাং তত্ত্ববিদাং সিদ্ধান্তঃ॥ ৩৫॥

স্বশক্ত্যনুসারেণ ত্বাং বিষয়ং বিধায় সফলা ভবন্তীত্যর্থঃ। ন তু কার্ৎস্ন্যেন ত্বাং নিরূপয়িতুং প্রভবন্তীত্যাহ অতদিতি। সমাসেন ত্বাং ধর্ম্মিণং নিরূপ্য ব্যাসেন নিরূপয়িতুং প্রবৃত্ত অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা যদ্ভবন্তীতি। মণিক্ষেত্রাৎ পাষাণাদীনামপসারণেন যথা মণিলাভস্তথা প্রকৃত্যাদীনামতদ্বস্তূনাং নিরসনেন ব্রহ্মলাভ ইত্যনন্তানি তান্যব্রহ্মত্বেন নিরস্যন্তীনাং নঃ সমাগতেন প্রলয়েন ভবতি ত্বয়ি নিধনং বিলয়ো ভবতীতি কথং সঃ পরো লাভ ইত্যর্থঃ। ন তদিতি তদ্ব্রহ্ম। ঈদৃগিতি। পরিমিতস্বরূপগুণবিভূতীতি ন জ্ঞেয়ং, কিন্তু অপরিমিতস্বরূপাদিকং তদিত্যর্থঃ। তথাচাজ্ঞাতং ব্রহ্মোচ্যতে দৃষ্টমেরুরপি পুমান্ কার্ৎস্ন্যেনাদর্শনাদদৃষ্টমেরুর্যথা। এবমুক্তং শ্রীভাগবতে। "নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ" ইতি। সর্ব্বেষাং পরাশরাদীনাম্॥ ৩৫॥

সহস্র সহস্রই আছে, অনন্ত বলিয়া আমি নিজেও উহাদের সংখ্যা করিতে পারিনা।" স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতেও বলিয়াছেন— "হে ভগবন্। আপনি অচিন্ত্য, কারণ, শুদ্ধ, অবিক্রিয়, অপ্রাকৃত-গুণশালী, সত্যজ্ঞানানন্দবিগ্রহ ও অনন্ত; অতএব দেবগণও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হন না। আপনার অংশস্বরূপ কারণার্ণবশায়ী পুরুষের একৈক রোমকূপমধ্যে আবরণসহিত ব্রহ্মাণ্ডসকল আকাশে কালচক্রের সহিত ধূলিকণার ন্যায় ভ্রমণ করে। এইরূপ স্বরূপানুবাদপূর্ব্বক শ্রুতিসকলও পর্য্যবসানুরূপে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী হয়।" যাহাকে সাকল্যে জানা যায় না, তাহাকেই অজ্ঞাত বলা হয়। ব্রহ্ম কিন্তু সেরূপ নহেন। ব্রহ্মকে ঈদৃশ বলিয়া জানা যায় না। ব্রহ্ম বাক্যদ্বারা বলা যায় না, ব্রহ্ম তর্কের বিষয় হন না। জ্ঞানী ব্যক্তিসকল যেরূপ মেরুকে দেখিয়াও দেখেন না, তদ্রূপ ব্রহ্মাকে জানিয়াও জানেন না। অতএব পরব্রহ্ম বেদবাচ্য। তিনি জীব ও

এবমেব শ্রীগীতাসু ভগবতা পঙ্কজাক্ষেণ নিগদিতম্ (গীঃ ১৫।১৫-২০) "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্," "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স

পরাশরাদয়শ্চ তে ভগবন্মতং বিজ্ঞায়ৈব তথা তথানিন্যুরিতি তন্মতমাহ এবমেবেতি। বেদৈশ্চেতি। বেদান্তকৃদ্বাদরায়ণবপুষা চতুর্লক্ষণ্যা বেদার্থকর্ত্তাহমেবেত্যর্থঃ বেদবিদেব স্বরতো বর্ণতশ্চাহমেব বেদজ্ঞ ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ বেদার্থস্তত্রাহ দ্বাবিতি। লোকে বেদে লোক্যতে তত্ত্বমনেনেতি নিরুক্তেঃ। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ। তৌ কাবিত্যাহ ক্ষরশ্চেতি দেহক্ষরণাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধজীববর্গঃ অচিৎসংসর্গৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। অক্ষরস্তৎসম্বন্ধাভাবাদেকাবস্থো মুক্তজীববর্গঃ অচিদ্বিয়োগৈকধর্ম্মাভিসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। তৌ বিশদয়তি ক্ষর ইতি। ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ কূটস্থঃ সর্ব্বদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ পূর্ব্বোক্তযুক্তেরেকত্বনির্দ্দেশো বোধ্যঃ। মদর্থং দ্বৌ নিরূপিতৌ তমাহ উত্তম ইতি। অন্যঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্ ভিন্নো ন তু তয়োরেকঃ স কল্পনীয় ইতি ভাবঃ। উত্তমতাপ্রয়োজকং তস্য ধর্ম্মমাহ য ইতি। ন চ জগদ্বিধারণপালিনলক্ষণং কর্ম্ম বদ্ধজীবস্যাসম্ভবাৎ। ন চ মুক্তজীবস্য জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি নিষেধাৎ। ন ব্যেতি জগদ্বিভরণাদিত্যব্যয়ঃ। কথং তমহং পরিচিনুয়ামিতি চেন্মামেবং বিদ্ধীত্যাহ যস্মাদিতি। লোকে স্মৃতিশাস্ত্রে লোক্যতে বেদার্থোঽনেনেতি নিরুক্তেঃ। প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ,

---

জড় প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন। তিনিই জ্ঞাত ও ধ্যাত হইয়া জীবের অবিদ্যা বিনাশ করেন, তাঁহাকে পরমানন্দস্বরূপ নিজপদ প্রদান করেন, ইহাই তত্ত্ববেত্তাদের সিদ্ধান্ত॥৩৫॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও কমললোচন শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন—"সকল বেদদ্বারা আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিৎ। বেদে দুই পুরুষ নিরূপিত হইয়াছেন, এক ক্ষর, অপর অক্ষর। দেহের ক্ষরণহেতু অনেকাবস্থ বদ্ধ জীবকেই ক্ষর বলা হয়। আর জড় সম্বন্ধাভাবহেতু একাবস্থ মুক্ত পুরুষই অক্ষর। উত্তম পুরুষ

সর্ব্ববিৎ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত॥ ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্র-মিদমুক্তং ময়ানঘ। এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইতি এবমন্যত্রাপি ॥ ৩৬ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিষ্ণোঃ সর্ব্ববেদ-বেদ্যত্ব-নির্ণয়শ্চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

"জগৎপ্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্। স্তুবন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোত্থিত" ইত্যাদি স্মৃতৌ "এষ সংপ্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ চাহমেব পুরুষো-ত্তমত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যদ্যোতনায় পুরুষোত্তমত্বহেতুঃ। ফলমাহ যো মামিতি। এবং মৎকৃতনিরুক্তেন ন তু মহাবৃক্ষাদিবৎ সংজ্ঞামাত্রত্বেনেত্যর্থঃ। অসংমূঢ়ো মম পুরুষোত্তমত্বে নিঃসন্দেহঃ সন্ স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বস্য বেদস্য ত্রিশ্লোক্যর্থেন তাৎপর্য্যাৎ স এব মাং সর্ব্বভাবেন ভজত্যববোধয়তি। তত্ত্বে সন্দিহানস্তু সর্ব্ববেদজ্ঞোঽপ্যজ্ঞঃ ষোড়শোপচারাং পূজাং মে কুর্ব্বাণোঽপি অভক্ত ইতি ভাবঃ। ন চৈতৎ অপাত্রেষু প্রকাশ্যমিতি ভাবেনাহ ইতীতি। বুদ্ধিমান্ অপরোক্ষজ্ঞানী কৃতকৃত্যঃ পরোক্ষজ্ঞানী চ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাং চতুর্থস্তাক্ষ্যপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪ ॥

পরমাত্মা এতদুভয় হইতে ভিন্ন। তিনি ত্রিভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ ধারণ ও পালন করিয়া থাকেন। এইজন্যই তিনি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত আছেন। হে ভারত! যিনি অসম্মূঢ় হইয়া আমাকে এইরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন এবং আমাকে সর্ব্বভাবে ভজন করেন। হে নিষ্পাপ! আমি এই গুহ্যতম শাস্ত্র তোমাকে বলিলাম। হে ভারত! তুমি ইহা জানিয়া বুদ্ধিমান ও কৃতকৃত্য হইবে। অন্যত্রও এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥৩৬॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব নামক চতুর্থ পাদ ॥৪॥

পঞ্চমঃ পাদঃ

তত্রাহ,—স্বতঃ পরব্রহ্মভূতস্যৈব জীবস্যাজ্ঞানহেতুঃ প্রপঞ্চঃ। স পুনরদ্বৈতজ্ঞানমাত্রনিবর্ত্তনীয় ইত্যতোঽস্যানর্থবীজস্য বিনাশায় পরাবরাত্মনোরদ্বৈতমেবেহ বিজিজ্ঞাস্যং, তত্রৈব শাস্ত্রতাৎ-পর্য্যমিতি ॥১॥

ইদমসৎ, অদ্বৈতাসিদ্ধেঃ। তথাহি—তদদ্বৈতং ব্রহ্মাতিরিক্তং ব্রহ্মাত্মকং বা; নাদ্যঃ, অদ্বৈতহানাৎ, তদরিক্তস্য মিথ্যাত্বেন শাস্ত্রস্যাতত্ত্বাবেদকত্বাপাতাচ্চ, সত্যত্বাচ ভেদস্য মিথোবিরুদ্ধয়োরন্য-

---

অর্থান্ স্বাভীষ্টান্নিরূপয়তাচার্য্যেণান্তরাপতিতঃ কেবলাদ্বৈতী নিরস্তঃ মধুররসালং ভুঞ্জানেনাগতঃশ্চৌর ইব লোষ্ট্রং বিনিক্ষিপতা। অথ কৃৎস্নবলভৃৎ-প্রতিপ্রবৃত্তস্তদ্বাদী বিভগ্নমুখতয়া নিরস্যঃ। তদর্থং বামনত্রিবিক্রমাখ্যৌ পঞ্চম-ষষ্ঠৌ পাদৌ প্রবর্ত্তেতে। যুক্তিচ্ছলপ্রাচুর্য্যাদাদ্যো বামনঃ শ্রুতিভিরতি দীর্ঘত্বাৎ পরস্ত্রিবিক্রমঃ। তত্রাহুরিতি। অত্র বিজ্ঞানানন্দাত্মমূর্ত্তির্নিত্যধামা-দিকঃ সর্ব্বাবতারী মায়াদিস্বেতরনিয়ন্তা পুরুষোত্তমঃ জ্ঞাতঃ ধ্যাতশ্চসন্ সর্ব্বদুঃখহর স্বপর্য্যন্তসর্ব্বার্থপ্রদশ্চেতি স্বনিরূপিতেঽর্থে কেবলাদ্বৈতিনস্তমসহমানাঃ স্বসিদ্ধান্তং দর্শয়ন্তীত্যর্থঃ। অজ্ঞানেতি। রজ্জুজ্ঞানেন যথা সর্পাদিসর্গ ইত্যর্থঃ। স পুনরদ্বৈতেতী রজ্জুমাত্রজ্ঞানেন যথা সর্পাদিসর্গবিনাশ ইত্যর্থঃ। অস্যেতি অনর্থবীজস্য ব্রহ্মভূতস্বাজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ। পরাবরাত্মনোরদ্বৈতমিতি। বিজিজ্ঞাস্যং তত্ত্ব মস্যাদিবাক্যৈর্জ্ঞাতুমেষ্টব্যম্। ননু দ্বা সুপর্ণেত্যাদিবচসাং কা গতিঃ তত্রাহ তত্রৈবেতি ॥ ১ ॥

নিরস্যতি ইদমসদিতি। তদাতিরিক্তস্যেতি। ব্রহ্মভিন্নার্থমাত্রস্যমিথ্যাত্বেন তদতিরিক্তস্যাদ্বৈতস্যাপি মিথ্যাত্বং ততস্তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্রং মিথ্যার্থাবেদকং

এইস্থলে অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বপক্ষ করেন—রজ্জুর অজ্ঞানে সর্পাদির ন্যায় পরব্রহ্মস্বরূপ জীবের অজ্ঞানহেতু সংসার এবং রজ্জুজ্ঞানে সর্প-ভ্রমের ন্যায় অদ্বৈতজ্ঞানে জীবের সংসারনিবৃত্তি। অতএব সংসাররূপ অনর্থের বীজস্বরূপ যে অজ্ঞান, তাহার বিনাশের নিমিত্ত "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অদ্বৈতই জিজ্ঞাসার বিষয় এবং অদ্বৈতেই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য স্বীকার করা হউক ॥১॥

তরনিষেধস্যান্যতরবিধিব্যাপ্তত্বাৎ। নাপ্যন্ত্যঃ আত্মনঃ স্বপ্রকাশ-ত্বেন নিত্যসিদ্ধত্বাচ্ছাস্ত্রস্য সিদ্ধসাধনতাপত্তেঃ ॥২॥

ননু তত্ত্বেন তস্য নিত্যসিদ্ধত্বেঽপ্যদ্বৈতাদিবিশেষাকারেণান-ধিগতে ন তস্য তদ্দূষণং, যথা তব গুণগুণিনোরদ্বৈতেঽপি গুণিনঃ স্পর্শেনোপলব্ধেঽপি গুণস্য নাধিগতিরেবমিতি চেৎ, মন্দমেতৎ। আত্মনো নির্ব্বিশেষত্বাদনধিগতবিশেষাভাবাৎ অত-এব গুণিদৃষ্টান্তোঽপি নিরস্তঃ। যতো রূপং ঘটাভিন্নমপি তদ্বিশেষতয়া মতং, ন তু তন্মাত্রম্ ॥৩॥

স্যাদিত্যর্থঃ। সত্যতা চ ভেদস্যেতি। ভাবাভাব রূপত্বাত্তেজস্তমোবন্মিথো-বিরূদ্ধে দ্বৈতাদ্বৈতে। ব্রহ্মাতিরিক্তেঽদ্বৈতে মৃষাভূতে সতি তদ্বাধিতং দ্বৈত-মুপজীবেদিত্যর্থঃ। নাপ্যন্ত্য ইতি। ব্রহ্মত্মকশ্চেদদ্বৈতং তর্হি স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধং ব্রহ্ম সাধয়চ্ছাস্ত্রং সিদ্ধসাধনং নিরর্থকং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

চিদদ্বৈতী পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে নন্বিতি। তত্ত্বেন স্বপ্রকাশত্বেন। তস্যা-ত্মনো ব্রহ্মণঃ। তস্যেতি শাস্ত্রস্য। তৎ সিদ্ধসাধনত্বং দূষণং নেত্যর্থঃ। যথেতি তব দ্বৈতিনঃ। গুণগুণিনো রূপঘটয়োঃ। যথা তন্মতে ত্বগিন্দ্রিয়েণ ঘটে সাক্ষাৎকৃতেঽপি তদভিন্নরূপসাক্ষাৎকারায় প্রবৃত্তং ত্বগিন্দ্রিয়ং ন ব্যর্থং তথা প্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধেঽপি ব্রহ্মাত্মনোরদ্বৈতনিত্যশুদ্ধমুক্তস্বরূপত্বং বিশেষং

অদ্বৈতবাদীয় উক্ত পূর্ব্বপক্ষ অসঙ্গত; কারণ অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। অদ্বৈতবাদীর যে অদ্বৈত, উহা ব্রহ্ম হইতে কি অতিরিক্ত, না ব্রহ্মাত্মক? উহাকে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতের হানি হয় এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অদ্বৈত ভিন্ন বস্তু হওয়ায় ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রের মিথ্যাত্বহেতু তৎপ্রতিপাদক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শাস্ত্রের অযথার্থ-প্রতিপাদকত্ব ঘটে। দ্বৈত ও অদ্বৈত পরস্পর বিরুদ্ধ। উহাদের একের নিষেধ অন্যতরের বিধিকে ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া ভেদের সত্যতাই সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না। কারণ, অদ্বৈত যদি ব্রহ্মাত্মক হয়, তবে জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব স্বপ্রকাশস্বরূপ; অতএব নিত্যসিদ্ধ জীবাদ্বৈত ব্রহ্মের সাধনে শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতারূপ আপত্তি বা দোষ ঘটে ॥২॥

ননু স্যাদিদং দূষণং শাস্ত্রঞ্চেৎ সদদ্বৈতমাহ ইতি ব্রূমঃ। কিং তর্হি আবরণরূপমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তি। নিবৃত্তে ত্বাবরণে অদ্বৈতং স্বত এব সিদ্ধম্ ইতি চেৎ, নৈতচ্চতুরস্রম্,—ন হ্যজ্ঞানং কস্যচিদাবরকং স্বপ্রকাশত্বেন নিত্যত্বাৎ স্বরূপস্য বিশেষাভাবাচ্চ ॥৪॥

বোধয়চ্ছাস্ত্রং ন ব্যর্থমিত্যর্থঃ। পরিহরতি মন্দমিতি ভ্রান্তমিত্যর্থঃ। অতএবেতি দার্ষ্টান্তিকস্যাত্মনো নির্ব্বিশেষত্বাদেবেত্যর্থঃ। গুণী খলু দৃষ্টান্তঃ স তু বিশেষ এবেতি ॥ ৩ ॥

বিষমদৃষ্টান্তিতয়া দূষিতশ্চিদদ্বৈতী পুনর্বিধান্তরেণ প্রত্যবতিষ্ঠতে নন্বিতি। ইদং সিদ্ধসাধনত্বরূপম্। কিন্তর্হীতি মায়াবিদ্যাদিপর্য্যায়ং যদনির্ব্বচনীয়ম্ আত্মন্যদ্বৈতাদিকমাবৃত্য তত্রেশ্বরত্বজীবত্বাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাসয়তি তদজ্ঞানরূপমাবরণং নিবর্ত্তয়তি শাস্ত্রে আবরণনিবৃত্তেঃ পূর্ব্বমসত্ত্বান্ন সিদ্ধসাধনং তদিত্যর্থঃ। এবং তর্হি অদ্বৈতং কুতো লভ্যং তত্রাহ নিবৃত্তে ত্বিতি। পরিহরতি নৈতাদিতি চতুরস্রং চতুষ্কোণম্। অস্রঃ স্যাৎ কেশকোণয়োরিতি শ্রীধরঃ। নৈতৎ সর্ব্বসমাধানমিতি। কস্যচিদিতি স্বরূপস্য বিশেষস্য বেত্যর্থঃ। স্বরূপস্যেত্যুভয়ত্রান্বেতি ॥ ৪ ॥

যদি বল, স্বরূপতঃ ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধত্ব থাকিলেও অদ্বৈতাদি বিশেষরূপে অজ্ঞাত হওয়ায় শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতা হয় না; কারণ মতান্তরে গুণ ও গুণীর অভেদসত্ত্বেও গুণবিশিষ্ট বস্তুর স্পর্শদ্বারা উপলব্ধিকালে গুণের অনুপলব্ধির ন্যায় বিশেষের অনবগতি স্বীকৃত হইতে পারে। এই উক্তি অযৌক্তিক। যেহেতু পূর্ব্বপক্ষীর মতে আত্মা নির্ব্বিশেষ বলিয়া বিশেষের অনবগতি স্বীকার করা যায় না। অতএব গুণ ও গুণীর দৃষ্টান্ত নিরস্ত হইল। কারণ রূপ ঘট হইতে ভিন্ন না হইলেও উহা ঘটের বিশেষণরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে, রূপমাত্রস্বরূপে প্রতীত হয় না ॥৩॥

যদি বল, সিদ্ধ ব্রহ্মের প্রতিপাদনে শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতা দোষ হয়, হউক, কিন্তু শাস্ত্র যদি অদ্বৈতকে সৎ বলেন, তবেই উক্ত দোষ স্বীকার করিব, নতুবা উহা স্বীকার করিব না। তাহার উত্তর এই ;—অজ্ঞান আত্মগত অদ্বৈতাদিকে আবৃত করিয়া সেই আত্মাতে

তথাহি—আবরণং হ্যাব্রিয়মাণেন ব্যাপ্তম্। ন চ জ্ঞানস্য তদস্তি। তদ্ধি কিমাবৃণোতি স্বরূপং তদ্বিশেষং বা? নাদ্যঃ,—তস্য নিত্যসিদ্ধপ্রকাশত্বাৎ, নচেতরঃ,—অস্বীকারাৎ। তথাচ ব্যাপকাভাবাদ্ব্যাপ্যমাবরণমপ্যসম্ভবাদিতি ন তন্নিবর্ত্তকতয়া শাস্ত্রমদোষম্ ॥৫॥

তথাহীতি উক্তমর্থং বিশদ্য দর্শয়তীত্যর্থঃ। আবরণং হীতি যত্রান্ধকারাদিরূপমাবরণং তত্রাস্যৈব ভূম্যাদিরূপমাব্রিয়মাণমিতি চেন্ন তৎ ব্যাপ্তং নিয়তসাহচর্য্যমিত্যর্থঃ। ন চেতি। তদিত্যাবরণম্। অস্তীতি ব্রুবন্তং পৃচ্ছতি তদ্ধীতি। তদজ্ঞানরূপমাবরণম্। নাদ্য ইতি। ব্রহ্মস্বরূপমাবৃণোতীতি পক্ষো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তস্যেতি ব্রহ্মস্বরূপস্য। ন চেতর ইতি। ব্রহ্মনিষ্ঠং বিশেষং গুণবিভূত্যাদিকমাবৃণোতীতি পক্ষোঽপি নেত্যর্থঃ। কুত ইত্যত্রাহ অস্বীকারাদিতি। কেবলাদ্বৈতবাদে বিশেষানঙ্গীকারাদিত্যর্থঃ। সাধিতমর্থং দর্শয়তি তথাচেতি। বহ্নিবদধিকদেশত্বাদাব্রিয়মাণং ব্রহ্মস্বরূপং তন্নির্বিশেষো বা ব্যাপকং ধূমবদল্পদেশত্বাদাবরণরূপং ব্যাপ্যমুচ্যতে। অতো ব্যাপকস্য স্বরূপতন্নির্বিশেষান্যতরস্য পক্ষদ্বয়নিরাকৃতত্বেনাব্রিয়মানতয়াসদ্রূপত্বাদজ্ঞানং পুনঃ কস্যাবরণং ভবতি স্বকার্য্যং মায়া তন্নিবর্ত্তকং তয়া শাস্ত্রসিদ্ধসাধনং বদসীত্যর্থঃ ॥৫॥

ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব প্রভৃতি প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রদ্বারা ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণের নিবৃত্তি হয়। অতএব আবরণের নিবৃত্তির পূর্ব্বে অদ্বৈতজ্ঞানের অভাবহেতু শাস্ত্রের সিদ্ধসাধনতা দোষ ঘটে না। আবরণের নিবৃত্তিতে অদ্বৈত আপনা হইতেই সিদ্ধ হন। এই সমাধান সম্পূর্ণ হইতেছে না; কারণ অজ্ঞান কাহারও আবরক হইতে পারে না, যেহেতু আত্মার স্বপ্রকাশত্বরূপে নিত্যত্বই আছে এবং তাঁহার ঐ স্বরূপের বিশেষও নাই ॥৪॥

সত্য বটে, অন্ধকারাদি-আবরণ-আবৃত ভূমি প্রভৃতি বস্তুমাত্রকেই ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু ঐ নিয়মের নিয়তসাহচর্য্য নাই। অজ্ঞানের সম্বন্ধে ঐ নিয়ম প্রয়োগ করিতে পারা যায় না। জিজ্ঞাসা করি, ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণ ব্রহ্মের স্বরূপকে আবরণ করে বা ব্রহ্মনিষ্ঠ গুণবিভূতি প্রভৃতিকে আবরণ করে? এই দুইটি পক্ষের কোনটিই সঙ্গত হয় না। আত্মা নিত্যসিদ্ধপ্রকাশবিশিষ্ঠ বলিয়া প্রথম পক্ষ

এবঞ্চ সতি সিদ্ধসাধনত্বেঽনুপাদেয়তাপ্রামাণ্যঞ্চ। শাস্ত্রং খলু পরার্থং তস্য চ পরসিদ্ধবোধনেঽনুপাদেয়তা, "অনধিগতার্থগন্তৃ প্রামাণ্যম্" ইতি হি লক্ষণং তদভাবাদপ্রামাণ্যঞ্চেতি ॥৬॥

এবমজ্ঞানাসম্ভবাদ্বিষয়াদ্যপি ন সম্ভবতি। অজ্ঞাতো হি বিষয়ঃ,—অন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ। প্রয়োজনঞ্চ মোক্ষঃ স চাজ্ঞান-

---

এবঞ্চেতি উক্তরীত্যা অজ্ঞানস্যাবরণত্বনিরাকরণেন তত্ত্বেন সদ্রূপত্বে সত্যাবরণনিবর্ত্তকত্বেনাসিদ্ধসাধনতয়োক্তস্য শাস্ত্রস্য পুনঃ সিদ্ধসাধনত্বে স্থিতে সতি তস্যানুপাদেয়ত্বং স্যাদপ্রামাণ্যঞ্চাধিকমাগতমিত্যর্থঃ। অনুপাদেয়তাং গ্রাহয়তি শাস্ত্রমিতি। পরার্থকং পরস্যাত্মজিজ্ঞাসোরজ্ঞাতাত্মস্বরূপজ্ঞানার্থম্। তস্যেতি শাস্ত্রস্য। পরসিদ্ধেতি। পরস্যাত্মজিজ্ঞাসোর্নিত্যস্বপ্রকাশতয়া সিদ্ধো যো ব্রহ্মভূত আত্মা তদ্বোধনেঽনুপাদেয়তা অগ্রাহ্যতা ইত্যর্থঃ। অপ্রামাণ্যং কথং তত্রাহ অনধীতি। অনধিগতমর্থং যদ্গময়তি তৎ 'প্রমাণম্' আত্মা হি নিত্যমধিগতঃ "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম"ইতি শ্রুতেঃ। ততশ্চাধিগতাত্মগন্তৃত্বাচ্ছাস্ত্রং ন প্রমাণমিতি। যত্তু হতহননবন্নিবৃত্তমেব নিবর্ত্ততে বিস্মৃতকণ্ঠমণিবৎ প্রাপ্তমেব প্রাপ্যতে ইতি ন সিদ্ধসাধনতেত্যাহ তদ্রভসাদেব তথা প্রবৃত্তাহ্নমত্ততাপত্তেঃ তথা প্রাপ্তাদ্বৈতভঙ্গাচ্চেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥ ৬ ॥

স্বীকার করা যায় না। আবার আত্মার বিশেষের অস্বীকার হেতু দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যায় না। অতএব ব্রহ্ম হইতে ব্যাপক বস্তুর অভাবহেতু ব্যাপ্য অজ্ঞানরূপ আবরণই অসম্ভব হইতেছে। সুতরাং সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা হেতু শাস্ত্রের নির্দ্দোষত্ব সম্ভব হয় না ॥৫॥

এইরূপে সিদ্ধসাধনত্বে শাস্ত্রের অনুপাদেয়তা ও অপ্রামাণ্যদোষ ঘটিতেছে। শাস্ত্র পরার্থ, অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অজ্ঞাত আত্মার জ্ঞান উৎপাদন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন। আত্মা যদি স্বপ্রকাশই হইলেন, তবে ঐ আত্মার জ্ঞানে শাস্ত্রের অগ্রাহ্যতা ঘটিল। তারপর, অনধিগত অর্থের বোধনেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। এস্থলে নিত্য অধিগত আত্মার বোধনই অসম্ভব, সুতরাং শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যই হইতেছে ॥৬॥

নিবৃত্তিরূপঃ। যত্তুক্তম্ —"অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষঃ সা সংসার উদাহৃতঃ"ইতি। ন চাজ্ঞানাসম্ভবে তন্নিবৃত্তিরুপপদ্যতে। যচ্চ জ্ঞানহানেরাত্মরূপত্বমিষ্টং তদসৎ,—আত্মনঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বেনাজ্ঞানহানেরসিদ্ধতাপত্তেঃ। ন চ জ্ঞাত আত্মৈবাজ্ঞানহানির্নাত্মমাত্রমিতি বাচ্যং,—জ্ঞানকর্ম্মতানঙ্গীকারাৎ ॥৭॥

যা চ সত্ত্বাদিপক্ষত্রয়ে দোষমাশঙ্ক্য চতুর্থপ্রকারতামজ্ঞানস্য প্রকল্প্য তন্নাশস্য পুনঃ পঞ্চমপ্রকারতা স্বীকৃতা, সাপ্যজ্ঞানাসম্ভবেনৈব নিরস্তা ॥৮॥

অজ্ঞানস্যাবরণত্বং নিরস্য তন্নিমিত্তকং বিষয়ত্বং প্রয়োজনত্বঞ্চ নিরস্যতি এবমিতি। উক্তযুক্ত্যাবরণত্বেনাজ্ঞানস্যাসম্ভবাচ্ছাস্ত্রবিষয়ঃ প্রয়োজনঞ্চ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ কথং তদসম্ভবস্তত্রাহ অজ্ঞানতো হীতি। অন্যথা জ্ঞানস্যাপি শাস্ত্রবিষয়ত্বে চাক্ষুষেঽপি ঘটে শাস্ত্রমপেক্ষ্যতেতি ভাবঃ। ন চাজ্ঞানেতি। আবরণত্বেনাজ্ঞানস্যাসম্ভবে সতি ন তস্যাজ্ঞানাবরণস্য নিবৃত্তিঃ শক্যাভিধাতুম্ ন হি অসতি প্রচ্ছদে তদপসারণং স্যাদিত্যর্থঃ নন্বজ্ঞাননিবৃত্তিরাত্মৈব। অস্য সত্ত্বাৎ প্রযোজনসিদ্ধিরিতি চেত্তত্রাহ যচ্চেতি বিকসিতার্থম্। জ্ঞানকর্ম্মেতি "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

এবং অজ্ঞানের অসম্ভবতাহেতু শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন উভয়ই অসম্ভব হইতেছে। অজ্ঞানরূপ বিষয় অজ্ঞাত। অজ্ঞাত অজ্ঞান যদি শাস্ত্রের বিষয় হয়, তবে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ ঘটবিষয়েও শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। আবার আবরণত্বরূপে অজ্ঞানের অসম্ভবে উহার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের প্রয়োজনতাও বলিতে পারা যায় না। "অবিদ্যার নাশে মোক্ষ; ঐ অবিদ্যাই আবার সংসারের হেতু" এই যে উক্তি তাহাও অজ্ঞানের অসম্ভবে উপপন্ন হয় না। যদি বল, অজ্ঞানের অসম্ভব হয় হউক, কিন্তু অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ আত্মবস্তুর সত্তাবশতঃ শাস্ত্রের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকার পক্ষও অসৎ। কারণ, আত্মার পূর্ব্বসিদ্ধত্ব দ্বারা অজ্ঞানহানির অসিদ্ধতাপত্তি হয়। যদি বল, অজ্ঞাত আত্মাই অজ্ঞানহানি, কেবল আত্মা অজ্ঞানহানি নহে, সেকথা সঙ্গত হয় না; কারণ জ্ঞানকর্ম্মতাই অঙ্গীকৃত হয় না ॥৭॥

এবং হি পরৈরঙ্গীকৃতমজ্ঞানস্য ন সত্ত্বম্,—অদ্বৈতহানাৎ। নাপ্যসত্ত্বং,—প্রতীতিবৈপরীত্যাৎ। ন চ সদসত্ত্বং,—বিরোধাৎ। অথ চতুর্থপ্রকারোঽনির্ব্বচনীয়ত্বং স্বীকার্য্যং। ন চ তন্নাশোঽপি তাদৃক্ প্রতিযোগী তন্নিবৃত্তৌ বৈলক্ষণ্যস্যাবশ্যকত্বাদিতি পঞ্চমপ্রকারতাঙ্গীকার্য্যা। যদাহ,— "ন সন্নাসন্ন সদসন্না নির্বাচ্যশ্চ তৎক্ষয়ঃ। যস্তান্নুরূপো বলিরিত্যাচার্য্যাঃ প্রত্যপীপদন্" ইতি। ইদমপ্যপেশলম্। উক্তরীত্যাজ্ঞানাসম্ভবাত্তেন কল্প্যমানায়াস্তস্যাঃ খপুষ্পতৌল্যাৎ ॥৯॥

অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ মোক্ষঃ ইত্যাদয়ঃ ত্রয়ঃ পক্ষা দূষিতাঃ। অথ বিধান্তরেণাজ্ঞাননিবৃত্তের্মোক্ষত্বং কেবলাদ্বৈতিনা সাধিতং দূষয়তি যা চেতি। তন্নাশস্যাজ্ঞানপ্রধ্বংসস্য। অজ্ঞানেতি আবরণতয়াজ্ঞানস্য সত্ত্বাভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উক্তমর্থমুদ্ঘাটয়তি এবং হীতি। পরৈঃ কৈশ্চিচ্চিদদ্বৈতিভিঃ। নাপ্যসত্ত্বমিতি অজ্ঞানাভাবে হ্যহমভিজ্ঞ ইতি প্রত্যয়ো ন স্যাদিত্যর্থঃ। ন চ সদসত্ত্বমিতি শৈত্যোষ্ণবদেকত্র সত্ত্বাসত্ত্বয়োর্বিরোধাদিত্যর্থঃ। অতোঽজ্ঞানস্য সদসদ্বিলক্ষণত্বং চতুর্থপ্রকারঃ স্বীকার্যমিত্যর্থঃ। ন চেতি। তন্নাশোঽজ্ঞাননাশোঽপি তাদৃক্ চতুর্থ প্রকারঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ প্রতিযোগীতি। অজ্ঞাননিবৃত্তেঃ প্রতিযোগী হি অজ্ঞানং তয়োর্বিলক্ষণমাবশ্যকম্। যথা ঘটধ্বংসয়োঃ। তস্মাদজ্ঞাননিবৃত্তেঃ পঞ্চমপ্রকার ইত্যর্থঃ। অত্রাচার্য্যসম্মতিমাহ ন সন্নিতি। ক্ষয়োঽজ্ঞাননাশঃ স ন ভবতি উপলক্ষণত্বস্বীকারাৎ।

'অজ্ঞাননিবৃত্তই মোক্ষ' ইত্যাদি তিনটি পক্ষ দূষিত হওয়াতে কেবলাদ্বৈতীর প্রকারান্তরে সাধিত যে অজ্ঞাননিবৃত্তির মোক্ষত্ব, তাহাতেও দোষারোপ করিতেছেন। অজ্ঞানলক্ষণে সৎ, অসৎ, ও সদসৎ, এই তিনটি পক্ষ করা হয়। উক্ত পক্ষত্রয়ে দোষারোপের আশঙ্কায় অজ্ঞানের চতুর্থপ্রকারতা কল্পনা করিয়া তন্নাশের যে পঞ্চমপ্রকারতা স্বীকৃত হইতেছে, তাহাও অজ্ঞানের অসম্ভাবনা দ্বারাই নিরস্ত হইতেছে ॥৮॥

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষীর অঙ্গীকৃত অজ্ঞানের সত্তাই ঘটে না। দেখুন, অজ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিলে, অদ্বৈতের হানি হয়। উহা অস্বীকার করিলে সাধারণে অজ্ঞানের যে প্রতীতি আছে, তাহার

অথ পঞ্চমপ্রকারাজ্ঞাননিবৃত্তিরাত্মেতরাত্মস্বরূপা বা? আদ্যে-ঽপ্যজ্ঞানকার্য্যং ন বা? ন তাবদাদ্যঃ, তদাপ্যজ্ঞানাবস্থিতেঃ সম্ভবাৎ; ন হ্যুপাদানেন বিনোপাদেয়স্য স্থিতিরস্তি। ন চান্ত্যঃ, আত্মেতরস্যাতৎকার্য্যং নেতরত্বাবশ্যম্ভাবাভ্যুপগমাৎ। নাপি

বিশেষণত্বে নির্বিশেষত্বক্ষতিরিতি ভাবঃ। নাপ্যসৎ শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপোঽহম-স্মীত্যনুভববিরোধাপত্তেঃ। ন চ সদসদ্বিরোধাৎ। নাপ্যনির্ব্বাচ্যশ্চাজ্ঞানস্য তৎক্ষয়ে ততো বৈলক্ষণ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাৎ সদসদ্বিলক্ষণস্তৎক্ষয় ইতি পরি-হরতি ইদমধীতি অসুন্দরমিত্যর্থঃ। 'পেশলো রুচিরো দক্ষ ইতি' বিশ্বঃ। উক্তরীত্যা ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যমাবরণং ন সম্ভবেদিত্যেবংরূপয়া। তেনেত্য-জ্ঞানেন। তস্যাঃ পঞ্চমপ্রকারতায়াঃ ॥ ৯ ॥

বৈপরীত্য ঘটে। আবার বিরোধহেতু উহার সত্তা এবং অসত্তা এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম স্বীকার করাও সঙ্গত হয় না। যদি বল, অজ্ঞানের সদসদ্বিলক্ষণত্বরূপ চতুর্থপ্রকারতাই স্বীকার করা হউক, তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, অজ্ঞানের নাশকেই ত এরূপ বলা হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাতে অজ্ঞানের নাশরূপ অভাব এবং তৎপ্রতিযোগী অজ্ঞান এক হইয়া পড়ে। অভাব ও তৎপ্রতিযোগী ভিন্ন হওয়াই উচিত। অতএব অজ্ঞানের পঞ্চমপ্রকারতাই অঙ্গীকার্য্য হইতেছে। উক্ত আছে—অজ্ঞানের নাশ সত্য নহে, যেহেতু অজ্ঞানের সত্যতা স্বীকৃত হয় না। উহাকে অসত্যও বলা যায় না, যেহেতু আচার্য্যের সাহায্যে তত্ত্বম্পদার্থের শোধনের অনন্তর, আমি শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ হইয়াছি, এই যে অনুভব, তাহার বিরোধ ঘটে। একই বস্তু সৎ ও অসৎ উভয়ই হইতে পারে না, এবং উহাকে অনির্ব্বচনীয়ও বলা যায় না; অতএব অজ্ঞান অজ্ঞাননাশের বৈলক্ষণ্যের আবশ্যকতা হেতু সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ অজ্ঞাননাশ স্বীকার করিতে হইবে। "যক্ষের অনুরূপ বলি"। ইহাই আচার্য্যের মত। এই মতও সুচারু নহে। কারণ, উক্ত রীতি অনুসারে অজ্ঞানের অসম্ভাবনা হেতু তদনুসারে কল্প্যমান যে পঞ্চমপ্রকার, তাহা আকাশকুসুমতুল্য হইতেছে ॥৯॥

দ্বিতীয়ঃ, দর্শিতদোষাপত্তেঃ। এবমজ্ঞাননিবৃত্তেরুভয়থাপ্যসম্ভবেন স্বরূপাভাবাৎ সা পুনঃ সুদূরাপাস্তেতি ॥১০॥

প্রকারান্তরেণ তাং দূষয়তি অথেতি। আত্মেঽপ্যাত্মেতরেতি পক্ষে অজ্ঞাননিবৃত্তিরজ্ঞানকার্য্যং ভবতীত্যর্থঃ। ন তাবদাদ্য ইতি। আত্মেতরা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ অজ্ঞানকার্য্যমিতি প্রথমঃ পক্ষো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তদাপ্যজ্ঞাননিবৃত্তিকালেঽপীত্যর্থঃ। বিশদয়তি ন হ্যুপাদানেনেতি। ব্রহ্মাকারয়া চিত্তবৃত্ত্যা অজ্ঞাননিবৃত্তির্জন্যতে। সা চিত্তবৃত্তিস্তন্নিবৃত্তেরুপাদানম। স্বোপাদেয়ে তন্নিবৃত্তিরংশেনানুবর্ত্ততে এব ততশ্চাজ্ঞানাংশসত্ত্বান্ন মোক্ষত্বমিত্যর্থঃ। ন চান্ত্য ইতি। আত্মেতরা অজ্ঞাননিবৃত্তিরজ্ঞানকার্য্যমিতি দ্বিতীয়ঃ পক্ষোঽপি নাখ্যাতুং শক্য ইত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ আত্মেতরস্যেতি। যৎ খল্বাত্মনো ভিন্নং তদজ্ঞানং স্যাৎ জ্ঞানকার্য্যং চ স্যাদিতি দ্বয়াস্বীকৃতত্বাদেবেত্যর্থঃ। নাপি দ্বিতীয় ইতি পঞ্চমপ্রকারাজ্ঞাননিবৃত্তিরাত্মস্বরূপৈবেতি প্রথমবিকল্পস্য দ্বিতীয়ঃ পক্ষোঽপি ন শক্যো ভবিতুমিত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ দর্শিতেতি। আত্মনঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বেন তদ্রূপাজ্ঞাননিবৃত্তেরসাধ্যতাপত্তেরিত্যর্থঃ। এবমিতি। উভয়থাপীতি। আত্মেতরত্বেনাত্মস্বরূপত্বেন বাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ নিরূপণাসম্ভবাত্তস্যাঃ পঞ্চমপ্রকারতাতিদূরে নিক্ষিপ্তেত্যর্থ ॥ ১০ ॥

পঞ্চমপ্রকার যে অজ্ঞাননিবৃত্তি, তাহা আত্মেতর বা আত্মস্বরূপ? আবার আত্মেতর ঐ অজ্ঞাননিবৃত্তি অজ্ঞানের কার্য্য কি না? আত্মা হইতে পৃথক্ অজ্ঞান-কার্য্য যে অজ্ঞাননিবৃত্তি, তাহা সম্ভব হয় না; যেহেতু অজ্ঞাননিবৃত্তিকালেও অজ্ঞানের অবস্থিতি আছে। শেষপক্ষও সঙ্গত হয় না; কারণ, আত্মেতর যে অজ্ঞাননিবৃত্তি, তাহা যদি অজ্ঞানকার্য্য না হয়, তবে উহা অবশ্য জ্ঞানকার্য্য হইবে; কিন্তু জ্ঞানকার্য্য আত্মেতর অজ্ঞান অসম্ভব হইতেছে। ফলতঃ অজ্ঞাননিবৃত্তিকালে যে ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই চিত্তবৃত্তি সেই অজ্ঞাননিবৃত্তির উপাদান। অজ্ঞাননিবৃত্তি স্বীয় উপাদানভূত সেই চিত্তবৃত্তিতে অবস্থান করে। এইরূপে অজ্ঞানাংশের অস্তিত্বহেতু মোক্ষ অসিদ্ধ হইয়া উঠে। সুতরাং প্রথমপক্ষ সঙ্গত হয় না। দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কারণ, আত্মার পূর্ব্বসিদ্ধত্ব দ্বারা তৎস্বরূপাজ্ঞাননিবৃত্তির অসাধ্যতা হয়। এইরূপে অজ্ঞাননিবৃত্তির উভয়

কিঞ্চ, ঘটাদীনাং সত্ত্বং শশশৃঙ্গাদীনামসত্ত্বং ঘটাদীনামেব দেশকালব্যবস্থয়া সদসত্ত্বমিতি প্রকারত্রয়স্যৈবানুভবাচ্চতুর্থ-প্রকার এব নাস্তি,—তদভাবাৎ। পঞ্চমপ্রকারতাপ্যষ্টমরসব-দশক্যসম্ভবাৎ নেতি ॥১১॥

এবঞ্চ বিষয়প্রয়োজনয়োরভাবাদধিকারী তদভাবাৎ সম্বন্ধশ্চ নিরস্তঃ। সতামেব হি সম্বন্ধঃ স চাজ্ঞানাসম্ভবে বিষয়াদের-

---

সদসদ্বিলক্ষণবস্তুনোঽপ্রসিদ্ধেশ্চাজ্ঞানস্য তথাত্বং ন শক্যং বক্তুমিত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। চতুর্থপ্রকারতাজ্ঞানস্য সদসদ্বিলক্ষণত্বম্। পঞ্চমপ্রকারতা অজ্ঞাননিবৃত্তেঃ সদসদ্বিলক্ষণবিলক্ষণত্বম। তত্র দৃষ্টান্তোঽষ্টমেতি। ষড়েব রসাস্তেষু সপ্তমস্যৈবাভাবাদষ্টমো যথা দূরাপাস্তস্তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শাস্ত্রাদজ্ঞাতমর্থং কৃত্রিমজ্ঞাননিবৃত্তিরূপং প্রয়োজনঞ্চ লব্ধং তত্র শমাদ্যু-পেতোঽধিকারী প্রবর্ত্ততে তত্রোক্তরীত্যাহ। জ্ঞানাসম্ভবাদধিকারী চ ত্বন্মতে ন সম্ভবেদিত্যাহ এবঞ্চেতি। তদভাবাদ্বিষয়াদীনামসম্ভবাৎ। সম্বন্ধাভাবং দর্শয়তি সতামিতি। শাস্ত্রস্যাত্মনা সহ বোধ্যবোধকভাবঃ সম্বন্ধঃ। অধিকারিণা সহ ধ্যেয়ধ্যাতৃভাবঃ। আত্মনা মোক্ষেণ চ গ্রাহ্যগ্রাহকভাবঃ। স চৈষ

প্রকারেই অসম্ভাবনাহেতু স্বরূপাভাবে পঞ্চমপ্রকারতা সুদূরাপাস্ত হইতেছে ॥১০॥

আরও ঘটাদির সত্ত্ব, শশবিষাণাদির অসত্ত্ব, আবার কোন কোন দেশে ঘট আছে, কোন কোন দেশে উহা নাই, কোনকালে উহা আছে কোনকালে উহা নাই, এই প্রকার দেশকালব্যবস্থাতে সত্ত্বাসত্ত্ব, এই তিনপ্রকারই অনুভূত হইয়া থাকে, চতুর্থ প্রকার অনুভূত হয় না। চতুর্থ প্রকারই যখন অনুভূত হয় না, তখন অজ্ঞাননিবৃত্তির পঞ্চম-প্রকারতা কিরূপে সম্ভব হইবে? রস ছয়টি, সপ্তম রসই যখন নাই, তখন অষ্টম রস বলাই যেমন অসঙ্গত তদ্রূপ ॥১১॥

এইরূপে বিষয় ও প্রয়োজনের অভাবহেতু অধিকারীর অভাব এবং তদভাবে সম্বন্ধেরও অভাব হইতেছে। সদ্‌বস্তুর সহিতই শাস্ত্রের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধ। অধিকারীর সহিত ধ্যেয়ধ্যাতৃভাব সম্বন্ধ। এই প্রকার বিবিধ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অজ্ঞানের অভাবে কোন সম্বন্ধই সম্ভব হইতেছে না। আবার সন্দিগ্ধ বস্তু সম্বন্ধেরই

ভাবান্নেতি বিচারারম্ভবৈয়র্থ্যঞ্চ। তস্মাদেব তথাবরণরূপমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়চ্ছাস্ত্রমদোষমিতি রিক্তং বচঃ ॥১২॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে কেবলাদ্বৈতনিরাসঃ পঞ্চমঃ পাদঃ ॥৫॥

বিস্তারো জ্ঞানহেতুক অজ্ঞানাভাবে তু নৈতে সম্ভবন্তীতি কস্য কেন সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। বিচারেতি। সন্দিগ্ধে বস্তুনি তত্ত্বনির্ণয়ো হি বিচারঃ। সন্দেহস্ত্বজ্ঞানকৃত এব। তদভাবান্ন বিচারারম্ভ ইত্যর্থঃ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাং পঞ্চমো বামনপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥৫॥

বিচার হয়। ঐ সন্দেহ অজ্ঞানকৃত। সুতরাং অজ্ঞানের অভাবে বিচারারম্ভ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব আবরণরূপ অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতাদ্বারা শাস্ত্রের যে অদোষত্ব বলা হইতেছিল, তাহা মিথ্যা হইল ॥ ১২ ॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে কৈবলাদ্বৈতনিরাস নামক পঞ্চম পাদ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ পাদঃ

অত্রাহুঃ,— ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শ্রুতেস্তাৎপর্য্যাদভেদঃ পরমার্থঃ। অনন্তানন্দব্রহ্মভাবো হি ফলম্। শাস্ত্রৈকগম্যো ব্রহ্মাভেদঃ। তস্মিন্নদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি নানাবিধজ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভেদাদি সর্ব্বং পরিকল্পিতমতো মিথ্যৈবেতি। এবমেবাহ শ্রুতিঃ,—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি", "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি ; তদিতর ইতরং পশ্যতি," "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তত্র কেন কং বিজানীয়াৎ?" "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" "ইতোঽন্যদার্ত্তমেনং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ইত্যাদিকা॥১॥

অথ বিধান্তরে প্রতিপ্রবৃত্তঃ কেবলাদ্বৈতী প্রত্যাখ্যাতব্যস্তদর্থং ত্রিবিক্রমাখ্যঃ ষষ্ঠঃ পাদোঽয়ং প্রবর্ত্ততে। তত্র তাবত্তন্মতমুপন্যস্যতি অত্রাহুরিত্যাদিনা। ফলবতীতি। তাদৃশব্রহ্মতাপত্তির্জীবস্য মুমুক্ষোঃ ফলম্। শাস্ত্রৈকেতি। ন তু প্রত্যক্ষাদিগম্যঃ স ইত্যর্থঃ। পরিকল্পিতমিতি। তাদৃশব্রহ্মজ্ঞানাদিতিভাবঃ। উক্তেঽর্থে ক্রমাৎ প্রমাণমাহ ব্রহ্মবিদিত্যাদিনা। সদিতি। অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ সদেব সত্তামাত্রং ব্রহ্মৈবাসীদিত্যর্থঃ অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি শ্রুতেঃ। "অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ। বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্"ইতি স্মৃতেঃ। তদজ্ঞানাদিদং জগত্তত্র কল্পিতং তজ্জ্ঞানেন তু বিনংক্ষ্যতি তস্মাদেকমেবেতি সজাতীয়স্বগতভেদশূন্যং তদিত্যর্থঃ। নেহেতি। ইহ ব্রহ্মণি নানাজ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিকল্পনা নাস্তীত্যর্থঃ। যত্র হীতি। ব্যবহারকালে অস্য জীবস্যাত্মা ব্রহ্মৈব সর্ব্বমভূৎ অয়ং ব্রহ্মৈবাভূদিত্যর্থঃ। বাচেতি। ঘটাদিকং বিকার ইতি নামধেয়ং বাচারম্ভণং বাঙ্মাত্রেণারব্ধমতো মৃষাভূতং তং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। তথাচ জগদ্বাচারব্ধত্বান্মৃষাভূতং ব্রহ্মৈব সত্যমিত্যর্থঃ। ইত ইতি। ব্রহ্মতোঽন্যজ্জগদার্ত্তং মৃষেত্যর্থঃ। এনমিতি। অনৃতেনাবিদ্যয়া প্রত্যূঢ়া গ্রস্তাঃ অজ্ঞা এনং ব্রহ্মভূতং লোকং ন বিদন্তীত্যবিদ্যয়ৈব তত্র জগদ্ভানমিত্যর্থঃ॥ ১ ॥

অদ্বৈতবাদীরা বলেন,— "মুমুক্ষু জীবের অনন্তানন্দ-ব্রহ্মভাব লাভই ফল। অজ্ঞাতফলযুক্ত অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য্যহেতু জীবব্রহ্মের

এবমেবাহৈকাদশে শ্রীভগবান্—(ভাঃ ১১।১০।৩১-৩৩) **"গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণিগুণোঽনুসৃজতে গুণান্। জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥ যাবৎ স্যাদ্‌গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ। নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি। যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্"ইতি ॥২॥**

এবং শ্রুতিতো নিশ্চিত্য স্মৃতিতো নিশ্চিনোতি এবমেবাহেত্যাদিনা। গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি কর্ম্মাণি সৃজন্তি কুর্ব্বন্তি ন ত্বাত্মা। গুণো মৌর্ব্ব্যাং প্রধানে রূপাদৌ সূদ ইন্দ্রিয়ে ত্যাগে শৌর্য্যাদিসন্ধাদিসত্ত্বাদ্যাবৃত্তরজ্জুষ্বিতি মেদিনিকরঃ। নন্বাত্মৈবেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মাণি কুর্য্যাদিতি চেত্তত্রাহ গুণোঽবিদ্যে বাত্মচ্ছায়য়া চেতনেব গুণানিন্দ্রিয়াণি সৃজতে প্রবর্ত্তয়তি নাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বম্। অথ ভোক্তৃত্বমপ্যাত্মন আবিদ্যকমেব ন তু বাস্তবমিত্যাহ জীবস্ত্বিতি। গুণসংযুক্ত আবিদ্যকেন্দ্রিয়বর্গোপেতো জীবঃ কর্ম্মফলানি সুখদুঃখানি ভুঙ্‌ক্তে ন তু শুদ্ধ ইতি গুণানামেব ভোক্তৃত্বম্। যচ্চাত্মনো নানাত্বং তদপ্যাবিদ্যকমিত্যাহ যাবদিতি। যাবদবিদ্যাকল্পিতায়া মায়ায়া গুণানাং সত্ত্বাদীনাং বৈষম্যমহঙ্কারেন্দ্রিয়ান্তঃকরণরূপং স্যাত্তাবদেব ঘটৈরাকাশস্যেবাহঙ্কারাদিভিরবচ্ছিন্নস্যাত্মনঃ নানাত্বমাত্মযাথার্থজ্ঞানেন নিবৃত্তেষ্ববচ্ছেদকেষ্বেকত্বং সিদ্ধমে-

---

অভেদই পরমার্থ। ঐ জীবব্রহ্মাভেদ শাস্ত্রৈকগম্য। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নানাবিধ 'জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়াদি' ভেদসকল পরিকল্পিত হয় বলিয়া তৎসমুদয় মিথ্যাভূত জানিবে। শ্রুতিতেও এইরূপই বলিয়াছেন—"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।" সৃষ্টির পূর্ব্বে সন্মাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। সেই ব্রহ্ম একই—অদ্বিতীয়, অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য। তাঁহাতে জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি-কল্পনা নাই। ব্যবহারকালে সকলই ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে। যখন এই জীবাত্মা ব্রহ্ম হন, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে বা কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে। বিকারভূত ঘটাদি নামসকল বাক্যমাত্রেই আবদ্ধ, অতএব মিথ্যা; উহাদের কারণভূত মৃত্তিকাই সত্য। ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎ মিথ্যা। অবিদ্যাগ্রস্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত প্রজ্ঞা এই ব্রহ্মভূত লোককে জানেন না। অবিদ্যাতেই জগতের ভান হইয়া থাকে, ইত্যাদি ॥১॥

ইদমত্র রহস্যম্,—কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিধর্ম্মশূন্যশ্চিন্মাত্রোঽদ্বিতীয়ো হ্যাত্মা। স চাত্মন্যবিদ্যয়া গুণময়ীং তদ্বৈষম্যজাং কার্য্যসংহতিং চ কল্পয়ন্নস্মদর্থমেকং যুষ্মদর্থাংশ্চ বহূন্ কল্পয়তি। তত্রাস্মদর্থঃ স্বস্বরূপঃ পুরুষঃ; যুষ্মদর্থাস্ত্রিবিধাঃ—পুরুষান্তরাণি, জড়ানি, সর্ব্বেশ্বরাখ্যঃ পুরুষবিশেষশ্চেতি। "জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি" ইতি শ্রুতিশ্চ। কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ গুণসম্বন্ধাদাত্মন্যস্মদর্থোঽধ্যস্যতে। অথ তস্যামবিদ্যায়াং প্রণষ্টায়াং তৎকার্য্যরূপা মায়া বিনশ্যতি; তন্নাশান্নানাত্বঞ্চ। তদভাবাদীশ্বরতৎপারতন্ত্র্যম্; তদ্ভয়াদীনি সুদূরোৎসারিতানীতি চিন্মাত্রাদ্বিতীয়মাত্মবস্থিতি ॥৩॥

বেতিভাবঃ। নন্বাত্মন একত্বে কথং পারতন্ত্র্যং কথং বা লোকপালানাং ত্বত্তো ভয়মুক্তং তত্রাহ নানাত্বমিতি প্রকটার্থম্ ॥ ২ ॥

গুণাঃ সৃজন্তীত্যাদিবাক্যার্থং স্বাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি ইদমত্রেতি। অবিদ্যয়াজ্ঞানেন। জীবেশাবিতি। অবিদ্যা কর্ত্রী আভাসেন জীবেশৌ করোতি রচয়তি। অন্তঃকরণং ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বেন জীবং করোতি মায়ায়াঃ প্রতিবিম্বেন ত্বীশম্। ননু "বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে"ইতি ভগবতা মায়াবৃত্তিরবিদ্যা পঠিতা কথমবিদ্যাং মায়াং কল্পয়তীত্যুচ্যতে তত্রাহ মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি। তথাচ ভেদকল্পনং তত্র নোক্তমিতিভাবঃ। অথেতি। আত্মযাথাত্ম্যাববোধেন তস্যামবিদ্যায়াং প্রণষ্টায়াং নিবৃত্তায়ামিত্যর্থঃ। তন্নাশাদিতি। নানাত্বং চাত্মনো নশ্যতীত্যর্থঃ। তদভাবাদাত্মনো নানাত্ববিনাশাৎ। অত্র দশমো নাহমস্মীতিবদাত্মন্যবিদ্যা উৎপদ্যতে দশমোঽহমস্মীতিবৎ তস্মিন্ বিদ্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবান্‌ও এইরূপই বলিয়াছেন—"গুণসমূহ কর্ম্ম সকলের সৃষ্টি করে। গুণই গুণ সকলের সৃষ্টি করে। এই জীব গুণসংযুক্ত হইয়াই কর্ম্মফল ভোগ করেন। যে পর্য্যন্ত গুণবৈষম্য, সেই পর্য্যন্তই আত্মার নানাত্ব। যে পর্য্যন্ত আত্মার নানাত্ব, সেইপর্য্যন্তই পারতন্ত্র্য। যে পর্য্যন্ত পারতন্ত্র্য, সেই পর্য্যন্তই ঈশ্বর হইতে ভয়" ॥২॥

উক্ত স্থলের তাৎপর্য্য এইরূপঃ- চিন্মাত্র আত্মা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরহিত। সেই আত্মা স্বীয় অবিদ্যাদ্বারা সত্ত্বাদিগুণময় এবং

অথোত্তরত্র (ভাঃ ১১।২৮।৪-৭) "কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ। এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্। আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরিরীশ্বরঃ॥ তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যো ভাবো নিরূপিতঃ। নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি। ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়য়া কৃতম্" ॥৪॥

অথেতি। উত্তরত্রাষ্টাবিংশেঽধ্যায়ে। কিমিতি অস্য প্রপঞ্চস্য মধ্যে কিয়দ্ভদ্রং কিয়দভদ্রং খপুষ্পারন্তস্যেবেত্যর্থঃ। যথা অবস্তুনো রজ্জুসর্পবন্মৃষাভূতস্য। অবস্তুতামাহ— ছায়েতি। ছায়া প্রতিকৃতিঃ। প্রত্যাহ্বয়ঃ প্রতিধ্বনিঃ। আভাসঃ দ্বিচন্দ্রাদিঃ। যথৈতেঽপ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ এবং দেহাদয়ো ভাবা আমৃত্যুতো ভয়ং যচ্ছন্তি। মৃত্যুর্লয়ঃ। যাবত্তত্ত্বজ্ঞানেনৈতে ন লীয়ন্তে

ঐ গুণের বৈষম্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যসমূহ কল্পনা করিয়া অস্মদর্থ অর্থাৎ অহং (আমি এই) প্রত্যয়ের (বুদ্ধির) গোচর (বিষয়) যে এক এবং যুষ্মদর্থ অর্থাৎ ত্বং (তুমি এই) প্রত্যয়ের গোচর যে বহু, তাহা কল্পনা করেন। তন্মধ্যে স্বস্বরূপ পুরুষই অস্মৎপ্রত্যয়গোচর। আর যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচর ত্রিবিধ ;—জীবসমূহ, জড়সমূহ ও সর্ব্বেশ্বরাখ্য পুরুষবিশেষ। অন্তঃকরণে যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, তাহাই জীব এবং অবিদ্যার কার্য্য মায়াতে যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, তাহাই ঈশ্বর। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, "সেই ব্রহ্মই মায়া এবং তিনিই অবিদ্যা।" অর্থাৎ অবিদ্যাকার্য্য মায়াতে ও অবিদ্যাতে কোন ভেদ নাই। ঈশ্বর ও জীব উভয়েই মায়াসম্বন্ধবিশিষ্ট। গুণের সম্বন্ধহেতু আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এবং অস্মদর্থ অধ্যস্ত হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ অবিদ্যার নাশ হইলেই তৎকার্য্যভূত মায়ার ও আত্মনানাত্বের নাশ হয়। আত্মনানাত্ব নষ্ট হইলে জীবের ঈশ্বরপারতন্ত্র্য ও তাঁহা হইতে ভয় প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে। অতএব চিন্মাত্র অদ্বিতীয় আত্মবস্তু স্থির হইল ॥৩॥

তদনন্তর অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"দ্বৈত বস্তুর মধ্যে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ, কত বস্তু সৎ ও কত বস্তু অসৎ,

"এতদ্বিদ্বান্মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণ্যম্। ন নিন্দন্তি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ॥ প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা। আদ্যন্তবদসজ্জ্ঞাত্ব নিঃসঙ্গো বিচরেদিহ" ইতি ॥৫॥

তাবদ্ভয়ং সংসারং জনয়ন্তোবেত্যর্থঃ। নমু যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ কথং দ্বৈতমনৃতং তত্রাহ আত্মৈবেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মৈব বিশ্বমিত্যন্বয়ঃ। শুক্তিরেব যথা রজতম্। ত্রাণসংহারাণাং কর্ম্মভূতঃ কর্ত্তৃভূতশ্চাত্মৈব অজ্ঞানোপহিতঃ সন্নিত্যর্থঃ। নমু কর্ত্তুরেব কর্ম্মত্বং বিরুদ্ধং তত্রাহ তস্মাদিতি। আত্মনোঽন্যো ভাবোঽর্থঃ যস্মান্ন হি তত্ত্ববিদ্ভির্নিরূপিতঃ কিন্তু আত্মৈব বিশ্বকর্ত্তা কর্ম্মভূতং বিশ্বমিতি নিরূপ্যতে তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি শ্রুত্যর্থঃ। তর্হি বিকারাপত্তির্নেত্যাহ অন্যস্মাদিতি। বিকারাস্পৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি কর্ম্মত্বং কথমুচ্যতে তত্রাহ নিরূপিতেতি। ত্রিবিধা সাত্ত্বিকাদিরূপা ভাতিঃ প্রতীতির্নির্ম্মূলা। ন হি রজতভ্রমে শুক্ত্যজ্ঞানাদন্যন্মূলমস্তি। এতদেবাহ ইদমিতি। অবিদ্যারচিতত্বাৎ মায়াকৃতমিতি। ন চাজ্ঞানমূলত্বান্নির্ম্মূলেতি বিরুদ্ধং জ্ঞানে সতি তস্য বিনাশাৎ ॥ ৪ ॥

এতস্যার্থজাতস্যানিবৃত্ত্যাভ্যুপায়মাহ। এতদিতি। মদুদিতং মদুক্তপ্রকারং নৈপুণ্যং নিষ্ঠাম্। সাধনান্তরমাহ ন নিন্দতীতি। সূর্য্যবৎ সমো ভবন্। জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণ্যলাভোপায়মাহ প্রত্যক্ষেণেতি। ঘটপটাদিকমাদ্যন্তবৎ প্রত্যক্ষেণ

তাহার নির্ণয় হয় না; কেবল বাক্য দ্বারা কথিত বা মনের দ্বারা ধ্যাত মিথ্যা বস্তুর অবস্তুত্ব নিরূপণ হয় মাত্র। যেমন প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও আভাস বস্তুতঃ অসৎ হইয়াও ভয়মোহাদি অর্থ উৎপাদন করে, তদ্রূপ দেহাদি দ্বৈত বস্তুসকল অবস্তু এবং অসৎ হইয়াও মৃত্যু হইতে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রভু পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও সৃষ্ট হন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত হন এবং সংহার করেন ও সংহারপ্রাপ্ত হন। অতএব আত্মা হইতে অন্য পদার্থ নিরূপিত হয় না, কিন্তু আত্মাতে নির্মূল এই অধ্যাত্মাদি ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাবের যে নির্ম্মূলত্ব, তাহা কেবল সত্ত্বাদিত্রিগুণময়ী মায়াকর্ত্তৃক কৃত বলিয়াই জানিবে ॥৪॥

"সাধু ব্যক্তি আমা কর্ত্তৃক এই জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত বাক্য জানিয়া কাহারও নিন্দা বা স্তব করেন না, কেবল সূর্য্যের ন্যায় সমভাবে

তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সনন্দাদয়ঃ—"পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে। তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্॥ যদেতদ্দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্‌জ্ঞানাত্মনস্তব। ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ॥ জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ। অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে॥ যে চাজ্ঞানবিদঃ শুদ্ধাস্তে পশ্যন্ত্যখিলং জগৎ। জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরেমেশ্বর"-ইতি ॥৬॥

তথা শ্রীগীতাসু ভগবান্—"ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাম্ময়া ভূতং চরাচরম্"ইতি ॥৭॥

জ্ঞাত্বা অনুমানেনাদ্যন্তবৎ দৃশ্যং পৃথিব্যাদি নিগমেন বেদেনাদ্যন্তবদদৃশ্যং খাদি আত্মসংবিদা স্বানুভবেন চিদ্ ভিন্নং সর্ব্বং দৃশ্যমাদ্যন্তবদতোঽসন্মৃষেতি জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গঃ বিরক্তঃ সন্ বিচরেৎ ॥ ৫ ॥

তথেতি যথৈকাদশেঽভিহিতং ভগবতা তথা সনন্দাদিভিশ্চ শ্রীবৈষ্ণবেঽপি প্রথমেঽংশে প্রতিপাদিতোঽর্থঃ স্থির ইত্যর্থঃ। তমেব পরমার্থঃ সত্যস্ত্বদন্যৎ সর্ব্বং মৃষেত্যর্থঃ। ত্বৎস্বরূপজ্ঞানে জগত্ত্বয়ি কল্পিতমিত্যাহ। ভ্রান্তীতি। অযোগিনঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মণস্তব জ্ঞানযোগেন রহিতাঃ। স্ফুটার্থমন্যৎ ॥ ৬ ॥

লোকে বিচরণ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতিবাক্য ও স্বীয় অনুভব দ্বারা আদ্যন্তবিশিষ্ট বস্তুকে অসৎ জানিয়া নিঃসঙ্গ হইয়া ইহ লোকে বিচরণ করিবেন" ॥৫॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সনন্দাদিও এইরূপই বলিয়াছেন—"হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমার্থ। আর কিছুই পরমার্থ নহে। তোমার এই মহিমা, যদ্দ্বারা চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে। এ সংসারে যাহা কিছু মূর্ত্ত দৃষ্ট হয়, সে সকলই অযোগীব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তোমার সম্বন্ধে ভ্রান্তিজ্ঞান দ্বারা কল্পিত ও জগদ্রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এই অখিল জগৎই জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞব্যক্তিসকল ইহাকে অর্থস্বরূপই দর্শন করিয়া মোহসংপ্লবে ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! যাঁহারা জ্ঞানী ও শুদ্ধচিত্ত, তাঁহারা এই অখিল জগৎকেই জ্ঞানাত্মক তোমার রূপ বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন" ॥৬॥

মিথ্যাত্বং ত্বধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্মজ্ঞানবাধ্যত্বমেব শুক্ত্যাদ্যধিষ্ঠানে দোষবশাদেব পরিকল্পিতং রজতাদি বিজ্ঞাতে হি তস্মিন্ন বাধ্যতে। দোষশ্চ স্বরূপাবৃতিবিবিধবিক্ষেপকরী সদসদ্বিলক্ষণত্বাদনির্ব্বচনীয়ানাদিরবিদ্যৈব তমোঽজ্ঞানমায়াদিশব্দৈরপি চৈবাভিধীয়তে—"ন সদাসীন্নোঽসদাসীত্তদানীং তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতম্." "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে." "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদৌ ॥৮॥

ক্ষেত্রজ্ঞমিতি অন্তঃকরণেনাবচ্ছিন্নস্তস্মিন্ প্রতিবিম্বিতঃ বা যোঽয়ং জীবঃ মৎস্বরূপবিজ্ঞানেনান্তঃকরণে জাগরণে ইব স্বপ্নে বিলীনে সতি স মত্তো নান্য ইত্যর্থঃ। ন তদিতি। যচ্চরাচরং জগন্ময়াবিনাভূতং তন্নাস্তি মদজ্ঞানেন ময়ি তদজ্ঞৈঃ কল্পিতং শুক্ত্যজ্ঞানেন যথা শুক্তৌ রজতমিতি ॥ ৭ ॥

দ্বৈতমনুমিত্যুক্তং পুরা অথ তস্যাত্মতত্ত্বস্য লক্ষণমুচ্যতে মিথ্যাত্বমিতি। ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং তত্ত্বং বোধ্যম্। দোষবশাদিতি চাক্‌চিক্যাদিসহকৃতাত্তদজ্ঞানাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। তস্মিন্ শুক্ত্যাদ্যধিষ্ঠানে। প্রকৃতে কো দোষশ্চেতি আবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্তা অবিদ্যৈব দোষ ইত্যর্থঃ। সৈবাবিদ্যৈব। তস্যাঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বং প্রমাণয়তি ন সদিতি। তদানীং প্রলয়ে প্রাকৃতং সর্ব্বনিবাসভূতং ব্রহ্ম তমসা গূঢ়ং সমাশ্রিতমাসীৎ। ইন্দ্র ইতি বৃহদারণ্যকে। ইন্দ্রঃ পরমাত্মা মায়াভিরবিদ্যাবৃত্তিভিরন্তঃকরণৈঃ পুরুরূপোঽসংখ্যেয়জীবরূপঃ ঈয়তে ভাসতে। মায়ামিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ ॥ ৮ ॥

গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"হে ভারত! আমাকে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। এই চরাচর বিশ্বে আমা ব্যতীত কোন বস্তুই নাই, জানিবে" ॥৭॥

বিশ্বের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইলেই বিশ্ব বাধিত হয়, এই নিমিত্তই বিশ্বের মিথ্যাত্ব। যেরূপ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে দোষবশতঃ কল্পিত রজতাদি শুক্তিজ্ঞানে বাধিত হয়, বিশ্বও তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানে বাধিত হইয়া থাকে। ঐ দোষ স্বরূপাবরণকারিণী ও বিবিধবিক্ষেপকারিণী, সদসদ্বিলক্ষণত্বহেতু অনির্ব্বচনীয় অনাদি অবিদ্যা। তমঃ, মায়া বা অজ্ঞান প্রভৃতি শব্দসকল ঐ অবিদ্যারই বাচক। "সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না, তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়ে সর্ব্বনিবাসভূত ব্রহ্ম তমোগুণ দ্বারা আবৃত ছিলেন। সেই পরমাত্মা,

ইয়ং পুনর্ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে,— "ন পুনর্মৃত্যবে তদেকং পশ্যতি," "ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি." "তমেব বিদিত্বা-ঽতিমৃত্যুমেতি," "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। অত্র মৃত্যুশব্দো হ্যবিদ্যাভিধায়ী—"প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি, সদাপ্রমাদাদমৃতত্বং ব্রবীমি" ইতি স্মৃতৌ তস্যাং তস্য প্রয়োগাৎ ॥৯॥

নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং খলু ব্রহ্মণঃ স্বরূপং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং," "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," "অথাত আদেশো নেতি নেতি," "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ," "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ

ইয়মিত্যবিদ্যোচ্যতে। ন পুনরিতি। যস্তদেকং ব্রহ্ম পশ্যতি স পুনর্মৃত্যবে-ঽবিদ্যায়ৈ ন পুনস্তাং ন বিন্দতীত্যর্থঃ। পশ্য একত্বদর্শী বিদ্বান্ অতিমৃত্যুম-বিদ্যাতিক্রমং মুক্তিমিত্যর্থঃ। প্রমাদমিতি ভারতে সনৎসুজাতবাক্যম্। প্রমাদমবিদ্যাম্। স্বপ্রমাদাদেকত্বাবিজ্ঞানাৎ। তস্যাং তস্যেতি অবিদ্যায়াং মৃত্যুশব্দস্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মস্বরূপং কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ নির্ব্বিশেষ ইতি। সত্যমিতি। সত্যাদিস্বরূপমিত্যর্থঃ। নেহেতি। ইহ ব্রহ্মণি নানাবিধং জ্ঞেয়জ্ঞানস্বরূপং কিঞ্চ নানা নাস্তীত্যর্থঃ। অথেতি বৃহদারণ্যকে। অথ মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপ-

---

মায়া অর্থাৎ অবিদ্যার বৃত্তি যে অন্তঃকরণ, তদ্দ্বারা অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত হন।" "মায়া প্রকৃতি এবং মায়ী মহেশ্বর" ইত্যাদি শাস্ত্রই উক্ত বিষয়ে প্রমাণ ॥৮॥

এই অবিদ্যা ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানে নিবৃত্ত হন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে —"যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তাঁহাকে আর মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয় না। ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি আর কখনই মৃত্যুমুখে পতিত হন না। তিনি সেই ব্রহ্মকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। যিনি একত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আর মোহ বা শোক কোথায়?" এই স্থলে মৃত্যুশব্দ অবিদ্যাভিধায়ী। "আমি প্রমাদকেই মৃত্যু বলি; যিনি সদা অপ্রমাদী, তাঁহাকেই অমৃত বলি।" ইত্যাদি স্মৃতিতে মৃত্যুশব্দে অবিদ্যাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৯॥

সত্তামাত্রমগোচরম্। বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্। **শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্" ইত্যাদিভিঃ স্মৃতিভিশ্চ সমস্তবিশেষপ্রতিষেধাৎ ॥১০॥**

তদস্য প্রতিপত্ত্যুরুপাসকস্যাত্মৈবেতি মন্তব্যম্,—আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদিশ্রবণাৎ, "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" ইতি শাস্ত্রকৃতাপি স্বীকৃতত্বাচ্চ ॥১১॥

নিরূপণানন্তরং তস্মাৎ জ্ঞানাৎ পরং শ্রেয়ো ন ভবত্যতো নেতি নেত্যাদেশঃ নেতি নেত্যুপদিশ্যমানং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। জড়চেতনয়োর্ব্রহ্মান্যয়োর্নিষেধায় বীপ্সাশ্রুতিরেবাদেশার্থং ব্রবীতি। এতস্মাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যন্ন হ্যস্তীতি নেত্যুচ্যতে। তদন্যৌ জড়চেতনৌ ন স্ত ইতি প্রথমেন নেতিনোক্তং। দ্বিতীয়েন দৃঢ়ীক্রিয়তে। ননু প্রপঞ্চবদ্ ব্রহ্মাপি ন সম্ভবেদিতি চেন্নেত্যাহ অন্যদিতি। দৃশ্যাৎ প্রপঞ্চাদ্ভিন্নং পরং সর্ব্বং ভ্রমাবধিভূতং সন্মাত্রং ব্রহ্মাস্তীতি। প্রত্যস্তেতি বৈষ্ণববাক্যং প্রকটার্থম্। শশ্বদিতি শ্রীভাগবতে। শশ্বন্নিত্যং প্রতিবোধমাত্রং নির্ব্বিশেষবিজ্ঞানবপুরিত্যর্থঃ॥ ১০॥

তদিতি। তন্নির্বিশেষচিদ্রূপং ব্রহ্ম। আত্মেতি বৃহদারণ্যকে। সোঽহয়মিতিভাবেনেত্যর্থঃ। আত্মেতি ত্বিতি ব্রহ্মসূত্রম্। তদ্‌ব্রহ্ম মমাত্মেতি তত্ত্বজ্ঞা উপগাচ্ছন্তি বিদন্তি তথা গ্রাহয়ন্তি চ শিষ্যানিত্যর্থঃ॥ ১১॥

নির্বিবশেষ চিন্মাত্রই ব্রহ্মের স্বরূপ। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন" বলেন। "এই ব্রহ্মে জ্ঞেয়-জ্ঞানস্বরূপ কিছুই নানা নাই।" "মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপ জ্ঞানের পর শ্রেয়ঃ নাই, এইরূপ উপদিশ্যমান ব্রহ্মই জ্ঞেয় বস্তু।" এইরূপ আরও একটি শ্রুতি দেখা যায়। আবার স্মৃতিতেও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মে কোন ভেদই নাই। তিনি সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর। তিনি আত্মসংবেদ্য। তাদৃশ জ্ঞানই ব্রহ্ম।" ব্রহ্ম নিত্য, প্রশান্ত, অভয়, জ্ঞানমাত্র, শুদ্ধ, সম, সৎ ও অসতের অতীত পরমাত্মস্বরূপ তত্ত্ব।" এই সকল শাস্ত্রদ্বারা সমস্ত বিশেষই নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥১০॥

এই চিন্মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই "সোঽহয়ং"—সেই এই, এই রূপে উপদেশকারীর আত্মা জানিতে হইবে। কারণ বৃহদারণ্যকে "আত্মা

ন চ সত্যাদিভিঃ পদৈঃ নির্ব্বিশেষস্যৈবাবগতৌ তেষাং পর্য্যায়তাপত্তিঃ, পর্য্যায়ভূতানাং যুগপদ্বচনে পৌনরুক্ত্যঞ্চ। তস্মাৎ সত্যত্বাদিগুণবিশিষ্টাভিধায়ীনি তানীতি বাচ্যং নির্গুণশ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ ॥১২॥

ততশ্চাসত্যাজ্জড়াৎ পরিচ্ছিন্নাচ্চ ব্যাবৃত্তিং ক্রমাদিমানি গময়ন্তি। ব্যাবৃত্তেস্তু ন ভাবরূপো নাপ্যভাবরূপো ধর্ম্মঃ। কিন্তু সর্ব্বেতরব্যাবৃত্তব্রহ্মাত্মকৈব। যথা শৌক্ল্যাদের্নৈল্যাদিব্যাবৃত্তিঃ

সত্যমিত্যাদিশ্রুতিং বিশিষ্টব্রহ্মপরাং দ্বৈতিনো ব্যাচক্ষতে তান্নিরাকরোতি ন চেতি। তেষাং সত্যাদিপদানাম্ একার্থাভিধায়কত্বং পর্য্যায়ত্বং পৌনরুক্ত্যং চেতি ঘটকলসকুম্ভানানয়েতিবৎ পুনরুক্তিঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ইতি ন চ বাচ্যমিত্যন্বয়ঃ। কুত ইত্যাহ— নির্গুণশ্রুতিরিতি। সত্যত্বাদিগুণবিশিষ্টস্বীকারে সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি বাক্যং বিরুদ্ধং স্যাদিতার্থঃ- এতদুক্তং ভবতি। যথা ভরতাদিভির্বাচকলাক্ষণিকব্যঞ্জকাস্ত্রিবিধাঃ শব্দাস্তেষামভিধালক্ষণাব্যঞ্জনাস্তিস্রো বৃত্তয়স্তাভির্বোধ্যা বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গাস্ত্রয়োঽর্থা ব্যঞ্জনায়াশ্চাসংখ্যাতা ভেদাঃ প্রতীতিবশাৎ স্বীকৃতাঃ প্রতীতাশ্চ সর্ব্বৈস্তথাস্মাভিরপি কল্প্যতে। জাত্যাদীনি প্রবৃত্তিনিমিত্তানি বিনা চ লক্ষণয়া সত্যাদয়ঃ শব্দা নির্ব্বিশেষাং চিতং বোধয়ন্তীতি নির্গুণ শ্রুতিজাতয়া প্রতীত্যা স্বীকার্য্যম্”- ইতি ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তে পক্ষে পুনরুক্তিং বীক্ষ্য নির্ব্বিশেষাং চিতং স্থাপয়িতুং তদ্বাদিনাস্তিকাভ্যুপগতেনানাত্মবাদেন প্রবর্ত্ততে। ততশ্চেতি। তং পূর্ব্বোক্তং পক্ষং

ভাবিয়াই সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে” এইরূপ কথিত হইয়াছে। সূত্রকার বলিয়াছেন— “সেই ব্রহ্ম আমার আত্মা, ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপই বোধ করিয়া থাকেন এবং শিষ্যদিগকেও এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন” ॥১১॥

সত্যাদি পদদ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই বোধ হয়, অতএব ঐ সকল শব্দের পর্য্যায়তাপত্তি হইতেছে এবং পর্য্যায়ভূত শব্দসকলের যুগপৎ উক্তিতে পৌনরুক্ত্য-দোষ ঘটিতেছে, অতএব ঐ সকল সত্যাদি শব্দকে সত্যাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অভিধায়ক বলা হউক, এরূপও বলা যায় না ; কারণ তাহা হইলে নির্গুণ শ্রুতির বিরোধ হয় ॥১২॥

শৌক্ল্যাদিরূপৈর্ন তু ধর্ম্মান্তরম্। এবঞ্চ সতি তেষামৈকার্থ্যমপর্য্যায়তা চেতি ন কাপি ক্ষতিরস্তি ॥১৩॥

যত্তু "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদিষু ভেদবাদোঽবগম্যতে, স খলু ন শাস্ত্রতাৎপর্য্যগোচরঃ প্রসিদ্ধেঃ ফলাভাবাচ্চ, কিন্তু ব্যবহারগোচর এব মৃষাভূতঃ। জীবজড়াত্মকঃ প্রপঞ্চঃ খলু শুক্তৌ রূপ্যমিব ব্রহ্মণ্যধ্যস্তো মিথ্যাভূত স্তেন তদ্ভেদোঽপি তথা ॥১৪॥

বিহায়েত্যর্থঃ। ল্যব্লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী। গোত্বমগোভিন্নত্বমিতিবৎ সত্যত্বমসত্যভিন্নত্বমিত্যাদি ব্যাবৃত্তেঃ স্বরূপম্। এবমিতি। তেষাং সত্যাদিপদানাম্ ॥ ১৩ ॥

ননু জীবেশভেদোঽপি শাস্ত্রেণোচ্যতে তস্য কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহ যত্ত্বিতি। প্রসিদ্ধেরিতি। সর্ব্বৈরপি স্বেতরেভ্যঃ স্বভেদো জ্ঞায়তে এবং ন তত্র শাস্ত্রাপেক্ষাস্তি। ফলাভাবাচ্চেতি। ভেদিনামীশোপাসনয়া বৈকুণ্ঠং গতানামপি তত্রেশমুপাসীনানাং ন পারতন্ত্র্যনিবৃত্তিঃ নৃসেবিনামিব সম্পন্নানামপীতি ন তত্র ফলিত্বমস্তীতি ভাবঃ। নন্বয়মপুরুষার্থো ভেদঃ কুতো জাতস্তত্রাহ জীবজড়াত্মেতি। যথা শুক্তেরজ্ঞানাদেব তত্র রজতং ভাসতে তথা ব্রহ্মণোঽজ্ঞানাদেব তস্মিন্ প্রপঞ্চ ইতি রজতবৎ প্রপঞ্চো মৃষৈব ততশ্চ প্রপঞ্চভেদোঽপি মৃষৈব ॥ ১৪ ॥

অতএব সত্যাদি শব্দসকল ক্রমান্বয়ে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ভেদ বোধ করাইতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ঐ ব্যাবৃত্তি ভাবরূপ ধর্ম্ম বা অভাব রূপ ধর্ম্মও নহে। কিন্তু উহা উক্ত ইতরসকল হইতে ব্যবৃত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ। শৌক্ল্য প্রভৃতি ধর্ম্মসকল যেমন নৈল্যাদি ধর্ম্ম হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া শুক্লত্বাদি রূপ হয়, ধর্ম্মান্তর হয় না, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপই জানিতে হইবে। এইরূপে ঐ সকল সত্যাদি শব্দের একার্থতা ও অপর্য্যায়তা উভয়ই স্থির হইল। অতএব উহাতে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই ॥১৩॥

যদি বল, "দ্বা-সুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতিতে যে জীব-ব্রহ্মের ভেদ উক্ত আছে, তাহার কি গতি হইবে, তাহা বলিতেছি। উক্ত শ্রুতি সকলে যে ভেদবাদ বোধিত হইতেছে, উহা শাস্ত্রতাৎপর্য্যের গোচর নহে। প্রসিদ্ধ বিষয়ের কথনে কোন ফল নাই। শাস্ত্রও কখন

এবং হি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশরোঽপি নিশ্চিনোতি (২।১২।-৩৭-৪১)—"জ্যোতিংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ স এব বিষ্ণুর্বিদিশো দিশশ্চ। সরিৎ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং যদস্তি নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য॥ জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ বিশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূতঃ। ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্ জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি॥ যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্বং কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্। তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ॥ বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্যপর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্। যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো ন তত্তথা তত্র কুতো হি তত্ত্বম্॥ মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা কপালিকাচ্চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ। জনৈঃ স্বকর্ম্মা-স্তমিতাত্মনিশ্চয়ৈরালক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু" ॥১৫॥

পরাশরোঽপি মহর্ষিরেতমর্থমবাদীদিত্যাহ এবমিতি। জোতিংষি বিষ্ণু-রিত্যাদৌ স্থাণুঃ পুরুষ ইত্যাদিবৎ সামানাধিকরণ্যং বোধ্যম্। জ্ঞানেতি যতো ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপো ন তস্যাশেষমূর্ত্তিত্বম্। শৈলাব্ধিধরাদিরূপত্বং দেবমান-বাহ্যাকারত্বঞ্চ মৃষেত্যর্থঃ। ততো জ্ঞানস্বরূপস্য ভগবতোঽশেষমূর্ত্তিত্বমৃষাত্বা-দেব হেতোঃ। শৈলাদিভেদান্ জ্ঞানস্বরূপে তস্মিন্ শুক্ত্যাদৌ রজতাদীনিব-তদজ্ঞানেন বিরুদ্ধেন বিজৃম্ভিতান্ কল্পিতান্ জানীহি। ক্লীবত্বমার্ষম্। নন্বস্য ভ্রমস্য নিবৃত্তিঃ কদা তত্রাহ যদা ত্বিতি। যদা জ্ঞানং নিজরূপি সৎ শুদ্ধং ভবতি। তথাত্বং কদেতি চেত্তত্রাহ যদা সদ্গুরূপদেশলব্ধতত্ত্বজ্ঞানেন সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে সতি অপাস্তদোষং বিনিবৃত্তভেদং ভবতি তদা সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি বস্তুষু

প্রসিদ্ধ বিষয় বলিয়া নিষ্ফল হন না। কিন্তু ব্যবহারিক ভেদের মিথ্যাত্বই উপদেশ করেন। জীবজড়াত্মক প্রপঞ্চ শুক্তিতে রজতের ন্যায় ব্রহ্মে অধ্যস্ত. মিথ্যাভূত, অতএব জীবব্রহ্মের ভেদও মিথ্যা-ভূতই ॥১৪॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পরাশর ঋষিও ঐরূপই বলিয়াছেন—"জ্যোতিষ্ক-সকল, ভুবন সকল, দিক্-বিদিক্ সকল, সরিৎ ও সমুদ্রসকল বিষ্ণুই। হে বিপ্রবর্য্য! যাহাকিছু আছে বা না আছে, সকলই তিনি। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার বস্তুভূত কোন বিশেষ মূর্ত্তি নাই। অতএব শৈলাব্ধিভেদে তাঁহার যে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিসকল উক্ত হয়, তাহা অজ্ঞানকল্পিতই জানিবে। যখন কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞান নিজরূপও শুদ্ধ হয়,

(বিঃ পুঃ ২।১২।৪২-৪৩) **"তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্। বিজ্ঞানমেকং নিজকর্ম্মভেদবিভিন্ন-চিত্তৈর্ব্বহুধাভ্যুপেতম্॥ জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষ-লোভাদিনিরস্তসঙ্গম্। এবং সদৈকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি"** ॥১৬॥

বস্তুভেদা ন ভবন্তি। শুক্ত্যাদিজ্ঞানেন রজতাদয় ইব শৈলাদিভেদা বিনংক্ষ্যন্তী-ত্যর্থঃ। অসত্ত্বাদেব শৈলাদয়ো বস্তুভেদা ন ভবন্তীত্যাহ বস্ত্বস্তীতি। আদি-মধ্যপর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপং বস্তু কিং কুত্রচিদস্তি নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। হে দ্বিজ মৈত্রেয় তচ্চ শৈলাদিকমন্যথাত্বং পরিণামং ভূয়ঃ পুনঃ পুনর্যাতি তত্তথোক্ত-লক্ষণং ন ভবতি। (ভূয়স্তু স্যাৎ পুনঃ পুনরিতি শ্রীধরঃ।) তত্র তত্ত্বং বস্তুত্বং কুতো নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। অন্যথাত্বমভিনয়েনাহ। মহীতি। মহী মৃত্তিকা কুলালেন ব্যাপারিতা ঘটত্বং যাতি স্ফুটিতা ঘটতঃ কপালিকা ভবতি সা চূর্ণীভাবং গতা রজো ভবতি রজসস্ত্বণুঃ পুনঃ পুনঃ পুনরেবমিতি শৈলাদীনাং পরিণামিত্বম্। জনৈরিতি। স্বকর্ম্মস্তব্ধজ্ঞানৈর্জনৈরত্র জগতি মুহুঃ পরিণামি-শৈলধরাদিময়ে কিং বস্তু ব্রহ্মতত্ত্বমালক্ষ্যতে ত্বং ব্রূহীতি নৈবালক্ষ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

বিজ্ঞানাত্মকং ব্রহ্মৈব বস্তু তদজ্ঞানাত্তত্র কল্পিতমন্যৎ সর্ব্বমসদ্বস্ত্বেবেত্যু-ক্তমপি দৃঢ়ার্থং পুনরপ্যাহ। তস্মাদিত্যাদিদ্বাভ্যাম্। বিজ্ঞানাত্মকত্বং বিনান্য-দ্বস্তুজাতং শৈলাদি নাস্তি। ননু প্রতীয়মানং কথমপলপনীয়ং তত্রাহ বিজ্ঞান-মিতি। একমদ্বিতীয়মিত্যর্থঃ। যথা রজ্জুরেব তৎস্বরূপানভিজ্ঞৈর্ভুজঙ্গাদি

তখনই ঐ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। তখনই সঙ্কল্পতরু ফলবান্ হয়। তখনই বস্তুতে বস্তুভেদ অন্তর্হিত হয়। আদি-মধ্যান্তহীন সতত একরূপ বস্তু কি কোথাও আছে ?—না। হে দ্বিজ, যাহার পরিণাম হয় না, এমন বস্তুই নাই, তবে সেই সকল বস্তুকে কিরূপে তত্ত্ব অর্থাৎ সত্যবস্তু বলা হইবে ? প্রথমে মৃত্তিকা, তারপর ঘটত্ব, তারপর কপাল, তারপর চূর্ণরজ, তারপর অণু। নিজকর্ম্মে স্তব্ধজ্ঞান মনুষ্য ইহাদের কোন্‌টিকে বস্তু বলিবেন, বল ?" ॥১৫॥

অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত আর কোন বস্তুই কখন কোথাও নাই। নিজ কর্ম্মভেদে বিভিন্নচিত্ত ব্যক্তিসকল ঐ একই বিজ্ঞানবস্তুকে বহুধা দর্শন করিতেছে। ঐ বিজ্ঞানই আত্মা। উহা বিশুদ্ধ, বিমল,

(বিঃ পুঃ ২।১২।৪৪-৪৬ "সদ্ভাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ। এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে॥ যজ্ঞঃ পশুর্হবিরশেষঋত্বিক্ সোমঃ সুরা স্বর্গময়শ্চ কামঃ। ইত্যাদিকর্ম্মাশ্রিতমার্গদৃষ্টং ভূরাদি-ভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্॥ যচ্চৈতদ্ভুবমবগতং ময়া তবোক্তং সর্ব্বত্র ব্রজতি হি কর্ম্মবশ্য একঃ। জ্ঞাত্বৈতৎ ধ্রুবমচলং সদৈক-রূপং তৎকুর্য্যাদ্বিশতি হি যেন বাসুদেবম্" ইতি॥ ১৭॥

ভাবেনাভ্যুপেয়তে তথাত্মবস্তুেব তৎস্বরূপানভিজ্ঞৈঃ শৈলাদিভাবেনেতি ভুজঙ্গাদি-বত্তন্ম্যৈবেত্যর্থঃ। আত্মবস্তু পরিশোধয়তি জ্ঞানমিতি। বিশুদ্ধং নির্ব্বি-শেষম্। বিমলমিতি দেহযোগেন বিশোকমিতি অন্তর্ব্বহিঃকরণযোগেন চ বর্জ্জিতম। অতোঽশেষেতি। এবমুক্তপ্রকারকমাত্মতত্ত্বং সদৈকমেকরসং বিদ্যোপহিতঃ স এব বাসুদেবঃ পরমঃ শ্রীমান্ যতঃ আত্মতত্ত্বাদন্যন্নাস্তি তদন্যৎ সর্ব্বং মৃষেতি॥ ১৬॥

সদিতি। এবং মদুক্তপ্রকারকঃ সদ্ভাবঃ সমীচীনঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ো ভবত-স্তব ময়োক্তঃ। স কীদৃগিত্যাহ জ্ঞানমাত্মতত্ত্বম্। অন্যৎ শৈলাব্ধিধরাদি। এতদিতি। তত্রাপি সত্যাসত্যার্থোপাখ্যানে ভুবনাশ্রিতং জন্ম যত্তবোক্তং তত্তু সংব্যবহারমূলং স্বাপ্নিকার্থোচ্চয়বন্ন তু পারমার্থিকমিত্যর্থঃ। তদ্দর্শয়তি যজ্ঞ ইতি। তেষাং কর্ম্মণাম। অকর্ম্মফলান্যনিতানীত্যাহ যচ্চেতি। এত-দ্ভোগ্যভোগস্থানজাতং কর্ম্মবশ্যত্বাদেক এব তত্র সর্ব্বত্র পর্য্যায়েণ ব্রজতি। এতৎ কর্ম্মফলজাতমনিত্যং জ্ঞাত্বা জনস্তৎ সাধনং কুর্য্যাৎ যেন বাসুদেবং বিশতি তত্র নীয়তে। ধ্রুবং নিত্যমচলং পূর্ণম॥ ১৭॥

বিশোক, অশেষ-লোভাদি-নিরস্ত-সঙ্গ, সদা একরূপ। ঐ আত্মাই পরমেশ্বর বাসুদেব। বাসুদেব হইতে অন্য কিছুই নাই"॥১৬॥

"উক্ত প্রকার সমীচীন শ্রুতির অভিপ্রায় আমি তোমাকে বলিলাম। জ্ঞানই সত্য বস্তু, আর সকলই অসত্য। সত্যাসত্যো-পাখ্যানে পৃথিবীতে জন্মাশ্রিত এই যে কিছু বলিলাম, সে সকলই স্বাপ্নকার্য্যের ন্যায় ব্যবহারমূলক, পারমার্থিক নহে। যজ্ঞ, পশু, হবি, ঋত্বিক্, সোম, সুরা ও স্বর্গ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্মসকল যাহা কর্ম্মাশ্রিত মার্গে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উহাদের ফল ভূরাদি ভোগ প্রভৃতি সকলই অনিত্য। ঐ সকলের সর্ব্বত্রই কর্ম্মবশ্যতা। সদা

অতএব ভেদগ্রাহিণং শ্রুতিনিন্দতি ভয়ং চ তস্যাভিধত্তে—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে," "যোঽন্যং অসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্" ইতি, "যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইত্যাদিকা। তস্মাৎ পরাপরাত্মনোরভেদ এব পারমার্থিকঃ, ভেদস্তু ব্যবহারিক ইতি সিদ্ধম্॥ ১৮॥

"ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি ভগবো দেবতে", তদ্‌যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্" ইতি "তত্ত্ব-

---

অত এবেতি ভেদস্য মৃষাত্বাদেবেত্যর্থঃ। অথেতি বৃহদারণ্যকে। পরমাত্মদেবতাং স্বস্মাদন্যতয়োপাসীনঃ পশুবৎ ইত্যর্থঃ। যদেবেতি কাঠকে। ইহ জীবরূপে অমুত্র ঈশ্বরস্বরূপে চ চৈতন্যমাত্রমেকং বেদ্যং তত্র নানাত্বদর্শী জন্মমরণপ্রবাহং বিন্দতীত্যর্থঃ। যদা হ্যেবেতি তৈত্তিরীয়কে। এতস্মিন্নানন্দময়ে ব্রহ্মণি উদরমল্পমন্তরং বিশেষং যদেষ কুরুতে ভাবয়তি তদাস্য সংসারঃ ভয়মুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। (অবকাশে বহির্যোগে বিশেষে বসনেঽন্তরম্" ইতি হলায়ুধঃ।) ভেদস্তু ব্যবহারিক ইতি। এতত্তু যৎ সংব্যবহারমূলমিতি স্মৃতেঃ॥ ১৮॥

স্বতঃ প্রতীতিপক্ষেঽপ্যপক্ষে চ স্থূলধিয়াং যদ্যসন্তোষস্তদা লক্ষণয়ৈবাদ্বৈতং সাধয়ামীতি ভাবেনাহ। ত্বং বা ইতি জাবালাঃ। তদ্‌যদোমিতি ঐতরেয়িণঃ। ভাগলক্ষণয়া জহদজহৎস্বার্থয়া। বিরুদ্ধান্ বিভুত্বাণুত্বনিয়ন্তৃত্ব-

---

একরূপ ধ্রুব অচল ব্রহ্মকে জানিয়া জীব ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বাসুদেবের শরণাপন্ন হইবেন" ॥১৭॥

এই নিমিত্তই শ্রুতি ভেদগ্রাহীকে নিন্দা করিতেছেন, এবং তাঁহার ভয়ও বলিতেছেন, যথা,—"যিনি অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তিনি পশু। যাহা কিছু এখানে, পরলোকেও তাহাই; পরলোকে যাহা, তাহা এখানেও। যিনি নানা দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। এই জীব যখন এই আনন্দময় ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদ করেন, তখন তাঁহার ভয় হয়, ইত্যাদি"। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদই পারমার্থিক; ভেদ ব্যবহারিক মাত্র, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥১৮॥

মসি" ইতি চৈবমাদিষ্বপি ভাগলক্ষণয়া বিরুদ্ধান্ গুণাংশান্ বিহায় সংবিদনুভূতিপর্য্যায়ং চৈতন্যমাত্রমেকং তয়োঃ স্বরূপমবগমনীয়ং নির্গুণবাক্যস্যানুরোধাদেব। বলবচ্চ নির্গুণবাক্যং স্বরূপপরত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

যত্তস্য ক্বচিদ্রূপং বর্ণয়ন্তি, তৎ কিল কল্পিতমেব— "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" ইত্যাদি শ্রবণাৎ। কার্য্যঞ্চ তেষামরুন্ধতীদর্শনন্যায়েন ক্রমেণ প্রত্যক্প্রবণচিত্ততৈব ॥ ২০ ॥

নিয়ম্যত্বাদীন্ গুণাংশান্ বিহায় ত্যক্ত্বা। বলবচ্চেতি। সগুণবাক্যন্তু গুণিপরত্বাৎ দুর্ব্বলমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ননু সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরমিত্যাদৌ ব্রহ্মণো রূপিত্বশ্রবণান্নির্গুণত্বং কথং ব্রবীষীতি চেত্তত্রাহ যত্তস্যেতি। ক্বচিৎ শ্রুতিপ্রদেশে স্মৃতিষু চেত্যর্থঃ। চিন্ময়স্যেতি পঞ্চদশ্যাং শ্রীরামোপনিষদি দৃষ্টম্। চিন্ময়স্য বিজ্ঞানময়স্য অদ্বিতীয়স্য দ্বিতীয়ভেদাসহস্য নিষ্কলস্য নিরংশস্য অশরীরিণঃ দেহেন্দ্রিয়প্রাণসম্বন্ধশূন্যস্যেত্যর্থঃ। প্রত্যগিতি। বিজ্ঞানমাত্রব্রহ্মণিরতচিত্ততেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

"তুমিই আমি, আমিই তুমি, যে আমি, সেই তিনি, যে তিনি, সেই আমি। সেই ব্রহ্মই আমি।" ইত্যাদি বাক্যে ভাগলক্ষণা দ্বারা বিরুদ্ধ গুণাংশসকল ত্যাগ করিয়া সম্বিদভূতিপর্য্যায় চৈতন্যমাত্র একজীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ বোধিত হয়। নির্গুণ বাক্যের অনুরোধে দুর্ব্বল সগুণ বাক্য পরিত্যাজ্য। নির্গুণ বাক্যসকল স্বরূপপর হইয়াই বলবৎ হয় ॥১৯॥

ঐ ব্রহ্মের যে কোথাও কোথাও রূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কল্পিতই। "বিজ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, নিরংশ ও দেহেন্দ্রিয়াদিরহিত পরব্রহ্মের রূপকল্পনা উপাসকদিগের কার্য্যের জন্য" ইত্যাদি শাস্ত্র সকলই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। উপাসকের চিত্তকে ক্রমে প্রত্যক্প্রবণ করাই উক্ত কার্য্য। যেমন বরবধূকে সপ্ততারান্তর্গত সূক্ষ্মঅরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইবার জন্য প্রথমতঃ স্থূল সপ্ততারা দেখান হয়, তদ্রূপ প্রত্যক্ ব্রহ্মকে অবগত করাইবার নিমিত্ত উপাসককে স্থূল কল্পিতরূপে অভিনিবিষ্ট করান হইয়া থাকে ॥২০॥

এবঞ্চাসত্যৈরেব শাস্ত্রাদিভিঃ সত্যভূতব্রহ্মভাবাপ্তিরসত্যৈরেব স্বাপ্নিকস্ত্রীসঙ্গশিরশ্ছেদাদিভিঃ সত্যভূতসুখদুঃখাদেরুপালম্ভাৎ অত উক্তম্,— "ছায়াপ্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ" ইতি। তস্মান্নির্বিশেষচিন্মাত্রাদ্বৈতং ব্রহ্মৈব সত্যং, তদন্যৎ সর্ব্বং তত্র পরিকল্পিতং মিথ্যাভূতমিতি ॥ ২১ ॥

অত্রাচক্ষ্মহে,— ন হ্যভেদে ফলমস্তি। অজ্ঞাননিবৃত্তিরানন্দাবাপ্তিশ্চ ফলম্। তত্র নাদ্যঃ, প্রাক্ প্রত্যাখ্যানাৎ, নান্ত্যঃ, নির্ব্বিশেষত্বক্ষতেঃ। ন চাবাপ্তিঃ স্বরূপমেব ধর্ম্ম ইতি বাচ্যম্; তথা সতি সাধনবৈয়র্থ্যাদ্যাপত্তেঃ। নাপি ব্রহ্মতাপত্তৌ সা শ্রুতিঃ প্রমাণভাবমাবহতি,— এবশব্দস্য তত্র সাদৃশ্যার্থকত্বাৎ। "যথা

ননু দ্বিতীয়চিদ্বাদে তদন্যেষাং সর্ব্বেষামর্থানাং কল্পিতত্বেন মৃষাত্বাৎ কথং মৃষাভূতানাং শাস্ত্রাচার্য্যতদুপদিষ্টসাধনানাং ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণ মোক্ষহেতুত্বং স্যাত্তত্রাহ এবঞ্চাসত্যৈরেবেতি। শুক্তিরজতাদিবন্মৃষাভূতৈরেব শাস্ত্রাদিভিঃ সত্যা শুক্তির্ভবতীত্যত্রাস্তি দৃষ্টান্তঃ। মৃষাভূতা অপি স্বাপ্নিকা যোষিদাশ্লেষাদয়ঃ সুখাদীনি সত্যানি জনয়ন্তঃ প্রতীয়ন্তে। তদ্বদেবমুক্তং ভগবতাপীত্যাহ। ছায়েতি ব্যাখ্যাতং প্রাক্। পূর্ব্বপক্ষং সংকলয়তি তস্মাদিতি ॥ ২১ ॥

অত্রেতি। পূর্ব্বপক্ষে পরিহারসমাধানে ব্রূমহে ইত্যর্থঃ। ইহ পূর্ব্বোক্তান্ পূর্ব্বপক্ষান্ হৃদি নিধায় তে দ্বে ভাবনীয়ে। ন হীতি। অভেদে চিন্মাত্রাদ্বৈতে। প্রাক্ পূর্ব্বপাদে বামনাখ্যে। নির্ব্বিশেষত্বেতি আনন্দিত্বপ্রতীতেরিতি ভাবঃ।

অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মভিন্ন সকল বস্তুর কল্পিতত্বহেতু মিথ্যাত্ব হইলেও মিথ্যাভূত বস্তুর উপদেশকারী শাস্ত্র, আচার্য্য ও তদুপদিষ্ট সাধনসকল মিথ্যা হইতেছে না; কারণ, মিথাভূত রজতদ্বারা যেরূপ সত্য শুক্তির জ্ঞান জন্মে, তদ্রূপ মিথ্যাভূত শাস্ত্রাদিদ্বারা সত্যভূত ব্রহ্মের জ্ঞান হইতেছে। স্বাপ্নিক স্ত্রীসঙ্গ ও শিরশ্ছেদাদি অসত্য হইলেও তদ্দ্বারা তৎকালে সত্য সুখ ও দুঃখের লাভ দেখা যায়। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ছায়া, প্রতিধ্বনি ও আভাস প্রভৃতি সত্যবস্তু না হইয়াও সত্যবস্তুর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।" অতএব নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই সত্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্তই মায়াপরিকল্পিত—মিথাভূত ॥২১॥

যথা তথা বৈবং সাম্যে" ইতি হ্যনুশাসনম্। ততশ্চ ব্রহ্মৈব ব্রহ্মসম ইত্যর্থঃ। অতএব ব্রহ্মভাবানন্তরং ব্রহ্মাপ্যয়ঃ সংগচ্ছতে নান্যথা; শ্রুতিশ্চ—"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"ইতি, "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম"ইতি চ, স্মৃতিশ্চ— (গীঃ ১৪।২) "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"ইতি, "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ"ইতি ন্যায়শ্চ॥ ২২॥

ন চেতি অবাপ্তিরানন্দলাভঃ। সা শ্রুতিঃ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতীত্যাদিকা। ববেত্যমরবাক্যম্। অতএবেতি। এবশব্দস্য সাম্যার্থকত্বেন ব্রহ্মতাপত্তেরপলীনত্বাদ্ব্রহ্মভাবেন ব্রহ্মসাম্যভবনস্য ব্যাখ্যাতত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অন্যথা ব্রহ্মতাপত্তিস্বীকারে। নিরঞ্জন ইতি মুণ্ডকে নির্ম্মায় সন্নিত্যর্থঃ। যথোদকমিতি কাঠকে। তাদৃক্ তৎসমম্। মুনের্ব্রহ্মধ্যায়িনো বিজানতো ব্রহ্মানুভবিনঃ জনস্য আত্মা এবমাসিক্তোদকবদ্ব্রহ্মসমঃ ভবতীত্যর্থঃ। সাম্যমত্র নৈরঞ্জন্যাংশেন জ্ঞেয়ম্। ইদমিতি শ্রীগীতাসু। সর্গপ্রলয়য়োর্জন্মব্যথাবিরহান্মুক্তত্বমুক্তম্। ভোগেতি ব্রহ্মসূত্রম্। নেতি পূর্ব্বতোঽনুবর্ত্ততে। পরমং সাম্যমুপৈতি ইতি স্বরূপসামর্থ্যাভ্যাং জীবেশয়োঃ সাম্যং বাক্যার্থেনাঙ্গীকৃতম্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ ইত্যত্র ভোগমাত্রে মুক্তস্য ব্রহ্মসাম্যবচনাল্লিঙ্গাদেবেত্যর্থঃ॥ ২২॥

এই স্থলে বক্তব্য,—অভেদ পক্ষে কোন ফলই দেখা যায় না, ফল দুইটি, অজ্ঞাননিবৃত্তি এবং আনন্দপ্রাপ্তি। তন্মধ্যে অজ্ঞাননিবৃত্তিকে অভেদের ফল বলা যায় না; কারণ তাহা পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আবার আনন্দপ্রাপ্তিকেও উহার ফল বলা সঙ্গত হয় না; কারণ তাহা হইলে নির্ব্বিশেষত্বের ক্ষতি হয়। ঐ আনন্দপ্রাপ্তিকে ব্রহ্মের স্বরূপই বলা হইবে, উহাকে তাহার ধর্ম্ম বলা হইবে না, একথাও বলা যায় না; যেহেতু উহাকে ধর্ম্ম না বলিলে সাধনের বৈয়র্থ্য ঘটে। আবার তোমার প্রদর্শিত "ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন" এই শ্রুতিও ব্রহ্মতাপ্রাপ্তির পক্ষে প্রামাণ্যভাব প্রাপ্ত হয় না; কারণ ঐ শ্রুতির অন্তর্গত 'এব' সাদৃশ্যার্থক। "ব বা যথা তথা বৈব সাম্যে" এইরূপ অনুশাসন দ্বারা "এব" শব্দের সাদৃশ্যার্থও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব "ব্রহ্মৈব" শব্দের অর্থ ব্রহ্মই নহে, পরন্তু

ন চ লোকে অজ্ঞাতো জীবব্রহ্মাভেদঃ শাস্ত্রেণৈব জ্ঞায়তে, অতস্তত্র তস্য তাৎপর্য্যমিতি বাচ্যং,— শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণেতৃভিঃ ষড়্ভিলিঙ্গৈস্তদ্ভেদস্যৈব নির্ণেষ্যমাণত্বাৎ। তদদ্বৈতং ব্রহ্মাতিরিক্তং ব্রহ্মাত্মকং বেত্যাদিভিস্তদস্য পুরা নিরাসাচ্চ তস্মান্নরশৃঙ্গাদিবদসত্ত্বাদেব তথাত্বং তস্য ॥২৩॥

এবঞ্চ "সদেব সৌম্যেদম্" ইত্যাদাবিদং শব্দিতস্য জগতঃ শক্তিমদ্ব্রহ্মৈবোপাদানং নিমিত্তঞ্চেতি বিবক্ষিতমেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ পদেভ্যস্তথাভিধানাচ্চ। ন চৈতদভেদমাত্রে মানম্—একপদেনৈব তৎসিদ্ধৌ পদান্তরবৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। ন চ

যুক্তিমধ্যে শাস্ত্রৈকগম্যো ব্রহ্মাভেদ ইত্যনেন লোকাদজ্ঞাতস্তদভেদ ইত্যুক্তং তন্নিরস্যতি ন চেতি। নন্বু দ্বৈতিভিরদ্বৈতঞ্চ ষড়্ভির্লিঙ্গৈঃ নির্ণীতমস্তীতি চেত্তত্রাহ তদদ্বৈতমিতি। পুরা পঞ্চমে পাদে। তথাত্বমিতি। তস্যাদ্বৈতস্যাজ্ঞাতত্বং মিথ্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবঞ্চেত্যাদি একেতি। যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাদুপাদানত্বম্। পদেভ্যস্তথেতি।

উহার অর্থ ব্রহ্মসম। এই প্রকার অর্থ করিলেই ব্রহ্মভাবানন্তর ব্রহ্মপ্রাপ্তি সঙ্গত হয়। অন্যথা "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" "যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইত্যাদি স্মৃতি ও "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" ইত্যাদি ন্যায়সকলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ॥২২॥

লোকে অজ্ঞাত জীবব্রহ্মের অভেদ শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব অভেদেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, একথা বলা যায় না; কারণ, শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণেতৃগণ উপক্রমাদি ষড়্বিধলিঙ্গ দ্বারা ঐ ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন। ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা অদ্বৈতই নির্ণীত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পারা যায় না, কারণ, তাদৃশ অদ্বৈত ব্রহ্মাতিরিক্ত কি ব্রহ্মাত্মক, ইত্যাদি বিকল্পদ্বারা উহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। অতএব নরশৃঙ্গাদির ন্যায় অসত্ত্বাহেতু অদ্বৈতের অজ্ঞাতত্বও মিথ্যাই হইতেছে ॥২৩॥

সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদনিরাসাৎ পদত্রয়মর্থবদেবেতি বাচ্যমভেদস্য নিরস্তত্বাৎ। তস্মাদেবাদ্বিতীয়পদে তদিতর সর্ব্বাভাবস্তস্য চ নিরূপাখ্যত্বমধিকরণরূপত্বং চেত্যাদিকল্পনং সুদূরোৎসারিতম্। কিঞ্চ, তেন কল্পনেনাপি নাভিমতং সিধ্যতি। অভাবেনৈব সদ্বিতীয়ত্বাপত্তেঃ,—দ্বিতীয়স্য নিরূপাখ্যত্বেঽপি ব্রহ্মণি তদাধারত্বাপত্তেঃ। অভাবস্যাধিকরণরূপত্বে তু ঘটাভাবো ভুবীত্যত্র ভুবি ভুরিত্যাদ্যনুভবাপত্তের্ব্রহ্মণো নিরূপাখ্যতাপত্তেশ্চেত্যন্যে। তস্মাত্তুচ্ছমেতৎ ॥২৪॥

'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি 'তত্তেজোঽসৃজত' ইত্যাদিষু অসৃজতেত্যাদিপদেভ্যো নিমিত্তত্বস্যাভিধানাৎ চেত্যর্থঃ। ন চেতি। এতৎ সদেব সৌম্যেতি বাক্যম্। তৎসিদ্ধাবভেদনিষ্পত্তৌ। পদান্তরয়োরেবাদ্বিতীয়পদয়োর্নিষ্ফলতাপত্তেঃ। ন চ সজাতীয়েতি। ক্ষেত্রজ্ঞেভ্যঃ সজাতীয়ঃ প্রকৃত্যাদিভ্যো বিজাতীয়ঃ স্বগুণেভ্য স্বগতশ্চ ভেদঃ প্রতীয়তে তন্নিবারকতয়া ত্রীণি পদানি সার্থকানীতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। নিরস্তত্বাদ্বামনপাদে। তস্মাদিতি। অভেদস্য পূর্ব্বত্র নিরস্তত্বাদেব হেতোঃ। তস্য চেতি। ব্রহ্মেতরসর্ব্বাভাবস্য খপুষ্পাদিবদবস্তুত্বমিত্যর্থঃ। অধিকরণরূপত্বং ব্রহ্মাত্মকত্বমিত্যর্থঃ। তথা চ সর্ব্বৈরুপায়ৈরদ্বৈতমেব সাধ্যতে। তস্য চ পূর্ব্বং নিরস্তত্বাদুপায়ানাং নিরর্থকত্বমিতি ভাবঃ। কিঞ্চেতি। তেনাদ্বিতীয়পদেন ব্রহ্মণস্তদন্যসর্ব্বাভাবরূপত্বকল্পনং কল্পনমেব সর্ব্বাভাবস্য নিরুপাখ্যত্বকল্পনেন চেত্যর্থঃ। তবাভিমতং নির্বিশেষচিদদ্বৈতং ন সিধ্যতি। দ্বিতীয়স্য তদিতরসর্ব্বাভাবস্য। ব্রহ্মণীতি। অভাবাধিকরণস্য হি ভাবরূপত্বপ্রতীতেরিতিভাবঃ। স্বমতেন দূষণমর্পিতমথ তার্কিকমতেন দূষয়তি অভাবস্যেতি। ভুবি ঘটাভাব ইত্যত্র ভুবি ভূরিত্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাভাবরূপত্বে শূন্যতাপত্তেশ্চেত্যন্যে তার্কিকাস্তস্মিন্ দূষণমর্পয়ন্তি স্বমতে ত্বভাবস্যাধিকরণরূপত্বেঽপি বিশেষবলাদভাববত্ত্বমস্তীতি বোধ্যম্। তস্মাদিতি। এতদদ্বিতীয়পদার্থদ্বয়কল্পনম্ ॥ ২৪ ॥

এইরূপ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতিতে ইদং শব্দপ্রতিপাদ্য জগতের শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মাই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। কারণ, "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতং" প্রভৃতি শ্রুতিতে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা থাকাতে উপাদানকারণত্ব এবং "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যাদি

"নেহ নানা" ইত্যত্র ব্যূহেষু প্রতীতস্য ভেদস্য নিষেধঃ। তেষু নানাত্বেন প্রতীতিরভেদে সত্যেবেতি শ্রুতিরাহ—"একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি"ইতি, "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্"ইতি চ। ধর্ম্মভেদস্য বায়ং প্রতিষেধঃ; শ্রুতিশ্চ— "যথোদকং দুর্গে বৃষ্টম্ ইত্যাদ্যা। ন চাত্র নানাবিধজ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদি প্রতিষেধঃ, তস্য শ্রুতিপ্রতিপাদিতত্বাৎ ॥২৫ ॥

নেহ নানেতি শ্রুতিং ব্যাচষ্টে নেহেত্যাদিনা। ব্যূহেষু বাসুদেবাদিষু চতুর্ষু। ধর্ম্মভেদস্য চেতি। ব্রহ্মধর্ম্মা ব্রহ্মণো ভিন্না ন ভবন্তীতি বা তদর্থং পরাভিমতং বাক্যার্থং দূষয়তি ন চাত্রেতি। তস্য জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভাবস্য। তমাত্মস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাঃ এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থমিত্যাদিশ্রুতি-প্রতিপাদিতস্য শ্রুত্যৈব প্রতিষেধে তস্যা উন্মত্ততাপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিতে অসৃজত ইত্যাদি পদদ্বারা উঁহার নিমিত্তকারণত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব "সদেব সৌম্যেদং" প্রভৃতি বাক্য জীবব্রহ্মের অভেদের প্রমাণ নহে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতিতে 'এক' পদ-দ্বারাই অভেদের নিষ্পত্তি হওয়াতে 'এব' পদ ও অদ্বিতীয় পদের নিষ্ফলতাপত্তি হয়। ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হইতে সজাতীয় ভেদের প্রকৃতি হইতে বিজাতীয় ভেদের এবং স্বীয় গুণ হইতে স্বগত ভেদের নিবারণর্থ 'এক এব অদ্বিতীয়' পদের প্রয়োগ বলিয়া উহাদের সার্থকতা একথাও বলা যায় না; কারণ, অভেদ পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে। অতএব 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' পদদ্বারা ব্রহ্মেতর সকল বস্তুর অভাব এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত ঐ অভাবের আকাশকুসুমের ন্যায় অবস্তুত্ব ও সর্ব্বপদার্থের ব্রহ্মাত্মকত্ব বোধিত হয়, এই প্রকার কল্পনা দূরোৎসারিত হইল। আরও তাদৃশী কল্পনাতে ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। কারণ, অভাবকে লইয়া আবার সদ্বিতীয়তাপত্তি ঘটিতেছে। ব্রহ্মেতর সর্ব্বা-ভাবের অবস্তুত্ব হইলেও ব্রহ্মে অভাবের অধিকরণত্ব ভাবরূপে প্রতীত হওয়াতেই তাঁহার সদ্বিতীয়ত্ব হইতেছে। অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও নিস্তার নাই; কারণ, ভূতলে ঘটাভাব বলিলে—ভূতলে ঘটাভাবের অধিকরণ ভূতল এই প্রকার অনুভবের

"যত্র হি দ্বৈতমিব" ইত্যাদৌ চ ন ভেদস্য প্রতিষেধঃ পারমার্থিকত্বাৎ। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টংস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি," "জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোক" ইতি তজ্‌জ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বশ্রবণাৎ ॥২৬॥

যত্র হীত্যাদিভিরনৃতেন হি প্রত্যূঢ়া ইত্যন্তৈর্ভেদঃ কল্পিতত্বাৎ প্রতিষিদ্ধ ইতি যদুক্তং তত্তাবন্নিরস্যতি যত্র হি দ্বৈতমিত্যাদিনা। পারমার্থিকত্বাদিতি নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ। তত্ত্বে হেতুমাহ পৃথগিতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি। আত্মানং স্বং প্রেরিতারঞ্চ পরেশং পৃথক্ মত্বা প্রের্য্যত্বপ্রেরকত্বাভ্যামণুত্ববিভুত্বাভ্যাং ভৃত্যত্বস্বামিত্বাভ্যাঞ্চ ভেদং তয়োর্বিজ্ঞায় ততস্তদনন্তরং জুষ্টন্ তমুপাসীনস্তেন পার্থক্যতয়া জোষণেনামৃতত্বমিতি। জুষ্টমিতি প্রকটার্থম্। তজ্‌জ্ঞানস্য ভেদজ্ঞানস্য। অত্র জীবেশয়োর্ভেদঃ অণুত্ববিভুত্বাদিনিত্যধর্ম্মকৃতত্বাৎ সত্যস্তস্য জ্ঞানঞ্চ মোচকম্। অন্যথা তজ্‌জ্ঞানস্য মোচকত্বং ন শ্রূয়েত। ন হি শুক্তিরজতজ্ঞানং মোচকং শ্রুতম্। তর্হি শুক্তিকজ্ঞানং সত্যত্বান্মোচকমস্তু নাশ্রুতত্বাৎ। ভেদজ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বমুক্তং যথা ভারতে— যদা নু পশ্যতেঽন্যোঽহমন্য এষ ইতি দ্বিজ। তদা স কেবলীভূতং ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতীতি ॥ ২৬ ॥

আপত্তিবশতঃ ব্রহ্মের সর্ব্বাভাবরূপত্ব অর্থাৎ শূন্যত্ব ঘটে। অতএব এই মত তুচ্ছ হইতেছে ॥২৪॥

"নেহ নানা"—এই ব্রহ্মে নানা নাই—ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের ব্যূহ যে বাসুদেবাদিচতুষ্টয়, তাঁহাদের অভেদ সত্ত্বেও নানাত্বপ্রতীতি শ্রুতিতেই উক্ত আছে—"যিনি এক হইয়াও বহুধা প্রকাশিত হন।" "তিনি এক হইয়াও বহুধা দৃশ্যমান হন।" অথবা উক্ত শ্রুতিসকল ব্রহ্মধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মের ভেদ নিষেধ করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে শ্রুতিও আছে—"যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ 'পৃথক্' পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি।" এই স্থলে নানাবিধ জ্ঞাতৃত্বজ্ঞেয়ত্বাদি ধর্ম্মের নিষেধও বলা যায় না; কারণ, জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদিভাব শ্রুতিতেই প্রতিপাদিত আছে ॥২৫॥

"যত্র হি দ্বৈতমিব" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ভেদের নিষেধ হয় নাই। কারণ, ঐ ভেদ পারমার্থিক। "পৃথগাত্মানং" প্রভৃতি শ্রুতিতে ঐ ভেদজ্ঞানের মোক্ষহেতুত্বই শ্রবণ করা যায় ॥২৬॥

কিন্ত্বয়মেবার্থঃ— ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাদ্ ব্রহ্মাত্মকমিদং জগদ্ব্যপদিশ্যতে। প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ যথা প্রাণাত্মকং বাগাদি ব্যপদিষ্টম্। ছান্দোগ্যে,—"ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে। প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে। প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি" ইতি ॥২৭॥

তথা ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ ব্রহ্মব্যাপ্যত্বাদ্ ব্রহ্মাত্মকং তৎ স্মর্য্যতে— "অন্যশ্চ পরমো রাজন্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ। তৎস্থত্বাদনুপশ্যন্তি হ্যেক এবেতি সাধব" ইতি, সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব" ইতি চ ॥২৮॥

চোদ্যং নিরস্য স্বমতে বাক্যার্থং সপ্রমাণমাহ কিন্ত্বিতি। ন বৈ ইতি। বাগাদীনি ন বাগাদিশব্দব্যপদেশ্যানি কিন্তু প্রাণাধীনবৃত্তিকত্বাৎ প্রাণশব্দব্যপদেশ্যানি প্রাণবাগাদীনি চ তানি যথা তদ্বৎ প্রকৃতেঽপীতি ॥ ২৭ ॥

তথা ইতি গত্যন্তরে প্রাহ অন্যশ্চেতি মোক্ষধর্ম্মে জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে বিশ্বাবসুং গন্ধর্ব্বরাজং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যবাক্যম্। পরমো হরিঃ। পঞ্চবিংশকো জীবঃ। তৎস্থত্বাৎ পরমাধারকত্বাৎ। একঃ পরমাভিন্নঃ। সর্ব্বমিতি শ্রীগীতাস্বর্জ্জুনবাক্যম্। সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। ততঃ সর্ব্বোঽসি সর্ব্বং ত্বদাত্মকমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ঐ সকল শ্রুতির অর্থ এইরূপ— দ্বৈত বস্তুমাত্রই ব্রহ্মাধীন। ব্রহ্মাধীন বলিয়াই জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলা হয়। যেমন প্রাণাধীনবৃত্তিকত্ব প্রযুক্ত বাক্ প্রভৃতি সকলকেই প্রাণাত্মক বলা হয়, তদ্রূপ জগৎকেও ব্রহ্মাত্মক গণ্য করা হয়। যথা ছান্দোগ্যে—"এই সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রাণাধীন বলিয়া প্রাণই হইতেছে ॥২৭॥

এইরূপ জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু তাঁহাকে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়া থাকে। মোক্ষধর্ম্মে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদেও বলিয়াছেন—"হে রাজন্! পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন হইলেও জীবাত্মা পরমাত্মাতেই থাকেন বলিয়া সাধুগণ উভয়কে একই দর্শন করেন।" গীতাতেও বলিয়াছেন—"ভগবান্! তুমি সকলকেই ব্যাপিয়া আছ বলিয়া তোমাকে সকল বলা হয়" ॥২৮॥

তথাচ সংসারদশায়াং তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ স্বতন্ত্রমিব তদজ্ঞস্য ভবতি তত্রেতর ইতরং পশ্যতি স্বতন্ত্রম্ (ইব সন্তং) জানাতীত্যর্থঃ। যদা তু শাস্ত্রাচার্য্যপ্রসাদাদ্বিধ্বস্তাজ্ঞানঃ সততানুচিন্তনেন সঞ্জাত-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তৎস্বরূপশক্ত্যনুগ্রহেণোপলব্ধপার্ষদভাবস্তদা "কেন কং পশ্যেৎ"অপি তু তেনৈব তং পশ্যেদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

শ্রুতিরপ্যেবমাহ,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"ইতি, স্মৃতিশ্চ- "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ" ইতি। "আদত্তে হরিহস্তেন হরিদৃষ্ট্যৈব পশ্যতি।

সঙ্গতিত্রয়ং প্রদর্শ্য যত্র হীতি বাক্যার্থং যোজয়তি তথাচেত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদ্যবোধাদিত্যর্থঃ। যদা ত্বিতি জ্ঞানদশায়াং মোক্ষদশায়াঞ্চেত্যর্থঃ। বিধ্বস্তাজ্ঞানো বিনষ্টস্বাতন্ত্র্যাভিমানঃ স্ফুরিততদায়ত্ত-ত্বাদিধর্ম্ম এষশ্চেত্যর্থঃ। সততচিন্তনেন সর্ব্বদা নিদিধ্যাসনেনেত্যর্থঃ। স্বরূপশক্ত্যনুগ্রহেণ ভক্তভাবানুবিধায়িভগবৎসঙ্কল্পপ্রবৃত্তপরাশক্তিহ্লাদসংবিৎপ্রসা-দেন লব্ধপার্ষদভাবঃ সিদ্ধভগবৎসেবোপযোগিদেহ ইত্যর্থঃ। তদা প্রাকৃত-দেহেন্দ্রিয়াণামভাবাৎ কেনাপ্রাকৃতেন চক্ষুষা কং বান্ধবাদিকং জনং পশ্যেৎ ন কেনচিৎ কঞ্চিদিত্যর্থঃ। অপি তু তেন চক্ষুষা তং ভগবন্তং পশ্যেদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

ভগবত্তনুং সাক্ষাৎকরোতি তৎসঙ্কল্পসিদ্ধং তনুঞ্চ বিন্দতীত্যত্র কঠশ্রুতি-মুদাহরতি। যমেবেতি। যং মুমুক্ষুং সাধনসম্পন্নং জীবং এষ পরমাত্মা বৃণুতে স্বীকরোতি তেনৈব স লভ্যঃ। কথং লভ্যস্তত্রাহ স্বাং তনুং তস্য বৃণুতে দর্শয়তি সঙ্কল্পসিদ্ধাং তনুং দদাতি চেত্যর্থঃ। দদাতীত্যত্র স্মৃতিযুগলমুদাহরতি।

সংসারদশায় তত্ত্বজ্ঞানের অভাবহেতু অজ্ঞ জীবের সম্বন্ধে তদুভয়ের ভেদ অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিতে এই বিষয়ে বলিয়া থাকেন—"সংসারদশায় ইতর জীব ব্রহ্মকেও ইতররূপেই দর্শন করিয়া থাকে। পরে যখন শাস্ত্র ও আচার্য্যের প্রসাদে অজ্ঞান দূর হইলে নিদিধ্যাসন-দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় এবং ভগবানের স্বরূপশক্তির প্রসাদে পার্ষদত্ব লাভ হয়, তখন সেই জীব প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদির অভাববশতঃ অপ্রাকৃত চক্ষুদ্বারা আর কাহাকেও দর্শন করে না, কেবল সেই ভগবানকেই দর্শন করে ॥২৯॥

গচ্ছেচ্চ হরিপাদেন মুক্তস্যৈষা স্থিতির্ভবেৎ”ইতি চ। ইতরথা সর্ব্বপদসঙ্কোচাপত্তিঃ ॥৩০॥

“বাচারম্ভণম্”ইত্যাদৌ কারণাৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যং জগদভিন্নম্ ইত্যেবার্থঃ। আহ চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ—“তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” ইতি। তত্র চ ব্রহ্মবৎ সত্যং জগদিতি প্রতিপন্নম্। ইতরথা সত্যাসত্যয়োরভেদানুপপত্তিঃ ॥৩১॥

প্রযুজ্যমানে ইতি প্রথমে শ্রীনারদবাক্যম্। তাং ভাগবতীং তনুং প্রতি ময়ি প্রযুজ্যমানে নীয়মানে সতি। আদত্ত ইতি। হরিহস্তেনেত্যাদি হরিসঙ্কল্পপ্রবৃত্তঃ পরাশরো ব্রূয়াদিতিভাবঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মবাক্যঞ্চ। ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি। ইতরথেতি। মোক্ষে নির্বিশেষব্রহ্মাভিন্নো ভবতীতি স্বীকারে। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূদিতি সর্ব্বশব্দস্য সঙ্কোচঃ স্যাৎ যত্রায়মাত্মৈবাভূদিত্যেতাবতৈব বিবক্ষিতসিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

বাচেতি। তস্মাৎ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞশক্তিযুক্তাদ্ব্রহ্মণোঽনন্যদ্‌ভিন্নমেব জগৎ কুতঃ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিত্যাদি বাক্যেভ্য ইত্যর্থঃ। ইতরথা শুক্তিরজতবজ্জগতো মিথ্যাত্বস্বীকারে সত্যাসত্যয়োর্ব্রহ্মজগতোঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রুতিতেও অনুরূপ উক্ত আছে—“এই পরমাত্মা যে সাধনসম্পন্ন মুমূর্ষু জীবকে স্বীকার করেন, তাঁহাকে অন্যের অপ্রাপ্য স্বীয় পার্ষদশরীর প্রদান করেন।” স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে—“আমি যখন শুদ্ধ পার্ষদশরীর প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তখন আমার প্রারব্ধের ক্ষয়ে পাঞ্চভৌতিক দেহের নাশ হইয়াছিল।” প্রাপ্তপার্ষদ দেহ ভক্ত শ্রীভগবানের হস্তদ্বারা গ্রহণ, তাঁহার দৃষ্টিদ্বারা দর্শন এবং তাঁহারই চরণদ্বারা গমন করিয়া থাকেন। মুক্ত জীবের স্থিতি এইরূপই হইয়া থাকে।” অন্যথা শ্রুতিতে সর্ব্ব পদের সঙ্কোচ করিতে হয় ॥৩০॥

“বাচারম্ভণং” ইত্যাদি স্থলে, কারণভূত ব্রহ্ম হইতে কার্য্যভূত জগতের অভেদ, অর্থাৎ ঘটাদি নাম বাক্যমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য, এইরূপ

ইতোঽন্যদার্ত্তমিত্যত্রান্যৎ জগদার্ত্তং দুঃখীত্যেবার্থঃ,—"আর্ত্তো-জিজ্ঞাসুরর্থার্থী" ইত্যত্র তথাবগমাৎ। দুঃখি চেদমখিলম্—"তস্মা-দিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্" ইত্যুক্তেঃ। "দ্বৈতম্" ইত্যাদৌ প্রত্যক্‌পরতাবিরোধিকর্কশকপট-রূপমপ্রিয়মসত্যং বাক্যমনৃতমুচ্যতে তেন যস্মাৎ প্রজাঃ প্রত্যূঢ়াঃ, তস্মাদেনং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তীত্যেবমিত্যর্থঃ। ঋতং খলু সুনৃতং বাক্যম্—"ঋতঞ্চ সুনৃতা বাণী" ইতি ভগবদ্ব্যাখ্যানাৎ। তদ্ভিন্নম-নৃতম্ ॥৩২॥

এবঞ্চ "গুণাঃ সৃজন্তী" ইত্যাদাবরবিন্দনেত্রো ভগবান্ জ্ঞানমাত্রা-দ্বৈতবাদমুপদিশতি ইতি ন শক্যং বদিতুম্, স্বস্যাপি পরেশা-ভিমানিনো মিথ্যাভূতত্বোপপাদনেনোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবাৎ পূর্ব্বাপর-

---

তস্মাদিতি শ্রীদশমে ব্রহ্মবাক্যম্ অসৎস্বরূপং পরিণামিবপুঃ পরতন্ত্রং বা —"সত্ত্বং স্বাতন্ত্র্যমুদ্দিষ্টম্" ইত্যাদিস্মৃতেঃ। দ্বৈতমিতি। প্রত্যূঢ়া গ্রস্তাঃ ঋতং খলু সুনৃতমিতি— সুনৃতং প্রিয়ে সত্যে ইত্যমরশ্চ। ঋতং চেত্যেকাদশে ॥ ৩২ ॥

অর্থ করিতে হয়। অন্যথা শুক্তি-রজতের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকারে সত্য ব্রহ্ম ও অসত্য জগতের অভেদের অনুপপত্তি ঘটে ॥৩১॥

"ইতোঽন্যদার্ত্তং" এই স্থানে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগৎ দুঃখযুক্ত, এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায় আর্ত্ত শব্দের এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের "তস্মা-দিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং" এই শ্লোকে নিখিল জগৎকে দুঃখী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "দ্বৈতমনৃতং" প্রভৃতি স্থলে দ্বৈত প্রপঞ্চ মিথ্যা, এরূপ নহে; কিন্তু ঋত অর্থাৎ সত্য প্রিয়বাক্য যে দ্বৈতে নাই, অর্থাৎ প্রত্যক্ পরমেশ্বরের চিন্তাবিষয়ে বিরোধী বলিয়া দ্বৈত প্রপঞ্চ প্রতিকূল কর্কশ কপট বাক্যের ন্যায় প্রিয়বাক্যরহিত, অতএব জগতকে প্রিয়বাক্য বলা যায় না, এই প্রকার অর্থ করিতে হইবে। শ্রুতিতেও "প্রজাসকল মিথ্যাভিভূত বলিয়া এই ব্রহ্মাকে জানে না" এইরূপই অর্থ করিয়াছেন। ঋত শব্দের অর্থ সত্য। শ্রীভগবান্ ঋত শব্দের ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ঋত ভিন্ন যাহা, তাহাই অনৃত ॥ ৩২ ॥

নিজোক্তিবিরোধাচ্চ। পরমার্থরূপপরমেশ্বরবৈমুখ্যাদস্য জীবস্য সংস্থতিস্তৎসাম্মুখ্যাত্তু তদুপরতিরিতি শাস্ত্রেঽস্মিন্নভ্যস্যতে ॥৩৩॥

তস্মাদয়মেবার্থঃ—নশ্বরতয়া বিশ্বং বিপশ্যন্ হৃদয়শুদ্ধিলোক-সংগ্রহেচ্ছয়া নিবৃত্তং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ যথাযথং যমনিয়মান্ ভজন্ মদভিজ্ঞগুরূপসত্তিবিদিততত্ত্বত্রয়ো বিবিচ্য প্রণিহিতসদ্রূপস্তদুপ-সত্তিলব্ধয়াত্মবিদ্যয়া সংসৃতিং বিধুনোতীতি "ময়োদিতেষু" ইত্যাদিভিঃ স্বমতং প্রাগুপদর্শিতম্। অথ তস্য পরিশুদ্ধয়ে প্রতি-পক্ষভূতানি মতান্তরাণি নিরাক্রিয়ন্তে বিংশত্যা ; তেষু "অথৈ-

---

শ্রুতিশৈলাৎ পরস্পরকৃতং পূর্ব্বপক্ষং নিরস্য স্বমতং তত্র প্রদর্শিতম্। অথ স্মৃতিশৈলাৎ স্বমতং দর্শয়িষ্যতা পরকৃতঃ পূর্ব্বপক্ষস্তাবদ্দূষ্যতে এবমিত্যাদিনা। অস্মিন্নেকাদশস্কন্ধে শাস্ত্রে ॥ ৩৩ ॥

সিদ্ধান্তে বাক্যার্থং যোজয়তি তস্মাদিত্যাদিনা। যথাযথং যথার্হং যমান্নিয়মাংশ্চ ভজন্নিতি ন তেষ্বতীবাভিনিবেশঃ কিন্তু ভক্তাবেব স ইতি ভাবঃ। বিদিততত্ত্বত্রয় ইতি ঈশ্বরো জীবঃ প্রকৃতিরিতি তত্ত্বত্রয়ং কালকর্ম্মণোরুপ-লক্ষণমেতৎ। বিবিচ্য প্রকৃত্যাদিতঃ ততশ্চ পৃথক্কৃত্য প্রণিহিতং ধ্যাতং সদ্রূপং যেন সঃ। তদুপসত্তিগু'রূপাসনা। অথেতি। তস্য স্বোপদিষ্টস্য সিদ্ধান্তস্য পরিশুদ্ধয়ে পরিষ্কারায় পরিপক্কজ্ঞানায়েতি যাবৎ। তেষ্বিতি। 'তেষু বিংশতিশ্লোকেষু মধ্যে অথেত্যাদিভিঃ সপ্তদশভিঃ কর্ম্মজড়ানাং মতং স্বয়ং ভগবতৈবোত্থাপ্য স্বযুক্ত্যৈব নিরাকৃতমিত্যর্থঃ। জীবস্যেতি। তদংশঃ কর্ম্মজড়ৈঃ কৃতো মতাংশঃ সাংখ্যমতমাশ্রিত্য ভগবতা দূষিত ইত্যন্বয়ঃ। গুণাঃ সৃজন্তীত্যস্য সাংখ্যমতেনৈবমর্থঃ। গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণো মৌর্ব্যামিত্যাদি-মেদিনীকরকোষাৎ মিথোবৃত্তয়স্তে কর্ম্মাণি সৃজন্তি ন ত্বিন্দ্রিয়াণি কর্ম্মকর্ত্তৄণ্য-নুভূয়ন্তে তত্রাহ গুণোঽহঙ্কারো গুণানিন্দ্রিয়াণি সৃজতীতি স্বকার্য্যাহঙ্কারসৃষ্টানা-

---

এইরূপ একাদশ স্কন্ধে "গুণাঃ সৃজন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে অদ্বৈতবাদ উপদেশ করিয়াছেন, একথাও বলা যায় না ; যেহেতু তিনি স্বয়ং পরেশাভিমানী, তাঁহার মিথ্যাভূত বস্তুর উপপাদন দ্বারা উপদেষ্টৃত্বের অসম্ভাবনা ঘটে। এবং তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বাপর স্বীয় উক্তির বিরোধও উপস্থিত হয়। পরমার্থরূপ পরমেশ্বরের বৈমুখ্যহেতু এই জীবের সংসার এবং তাঁহার সাম্মুখ্যেই ঐ সংসারের উপরতি বা উপশম—ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ৩৩ ॥

ষাম্"ইত্যাদিভিঃ সপ্তদশভিঃ কর্ম্মজড়ানাং মতং স্বয়মুপন্যস্য দূষিতম্। জীবস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরূপমিতিতদংশস্ত "গুণাঃ সৃজন্তি"ইত্যেকেন সাংখ্যমতমাশ্রিত্য নানাভূতাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ পুরুষা ইতি সাংখ্যমতঞ্চ "যাবৎ স্যাৎ" ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন জ্ঞান-মাত্রাদ্বৈতমাশ্রিত্য ইতি। অথ তদিদং মতত্রয়ং কুমতমিতি স্বয়ং প্রত্যাচষ্টে—"য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতা" ইত্যনন্ত-রোক্তবাক্যেনার্দ্ধেনেতি ॥৩৪॥

মিন্দ্রিয়াণাং যৎ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং তদ্গুণানামেব সত্ত্বাদীনামিত্যর্থঃ। নন্বাত্মনো ভোক্তৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বঞ্চ তস্যৈব স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ জীবস্ত্বিতি। গুণৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সংযুক্তো জীবো ন তু শুদ্ধঃ কর্ম্মফলানি ভুঙ্‌ক্তে অনুভবতীতি ভোক্তৃত্বমপি গুণহেতুকত্বাদ্ গুণানামেবেতি সাংখ্যানামেষ সিদ্ধান্তঃ। যাবৎ স্যাদিত্যাদি সার্দ্ধকং তু ব্যাখ্যাতুমেবানুসন্ধেয়ং তেন নির্ব্বিশেষচিদদ্বৈতিনাং সিদ্ধান্তেন নানাভূতাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ পুরুষা ইতি সাংখ্যমতঞ্চ দূষিতং নিরস্তং ভগবতা ইতি সম্বন্ধঃ। অথ স্বয়ং তন্মতত্রয়ং দূষয়তি য ইতি। কর্ম্মজড়ানাং সাংখ্যানাং কেবলাদ্বৈতিনাঞ্চ যন্মতং যে তন্মতাবলম্বিনঃ সমুপাসীরন্ স্বীকুর্ব্বীরন্ তে শুচার্পিতাঃ তত্তন্মতানাং ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতত্বাৎ শোকপ্রেতা মুহ্যন্তি সংসার-সরসি নিমজ্জন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএব তত্তৎস্থলের অর্থ এইরূপ—বিশ্বের নশ্বরতা দর্শনে চিত্ত-শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের অভিপ্রায়ে নিবৃত্ত কর্ম্মের এবং যমনিয়মা-দির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পরতত্ত্বাভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া তদুপদেশে প্রকৃতি, জীব ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয় অবগত হইবে। গুরূপাসনাদ্বারা যে বিদ্যা লাভ হয়, তদ্বারাই সংসারের বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের এই মত, "ময়োদিতেষ্ববহিতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ স্বোপদিষ্ট সিদ্ধান্তের পরিশুদ্ধির জন্য তৎপ্রতিপক্ষভূত মতান্তরসকল বিংশতি শ্লোকদ্বারা নিরাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে "অথৈষাং" প্রভৃতি সপ্তদশ শ্লোক-দ্বারা কর্ম্মজড় লোকদিগের মত স্বয়ং উত্থাপনপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। জীবের স্বতঃকর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই অংশটুকুকে "গুণাঃ সৃজন্তি" এই এক শ্লোকদ্বারা সাংখ্যমতাশ্রয়ে দূষিত করিয়াছেন।

ইত্থং চেদমিত্যাদিনৈকজীববাদরূপং রহস্যকল্পনমপি নিরস্তম্, — "নিত্যো-নিত্যানাঞ্চেতশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতেশ্চ। এবং সতি বিভু-জীবেশাবিতি তর্কশাস্ত্র-কল্পিতাবেব, ন তু শ্রুতিসিদ্ধাবিতি,—তস্যান্তু নিত্যসিদ্ধানাদিগুণ-কমণুচৈতন্যং জীব ইতি নিত্যসিদ্ধানাদিগুণকবিভুচিৎসুখবিগ্রহ-স্বরূপস্ত্বীশ্বর ইতি প্রতিপাদনাৎ ॥৩৫॥

তথা "কিং ভদ্রম্" ইত্যাদাবপ্যসৌ স্বশক্তিময়স্য দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমাহেতি শঙ্কিতুমপ্যনুচিতম্—"য একোবর্ণো বহুধা শক্তি-

---

ইত্থঞ্চেতি এতস্য মতস্য ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতস্য ভগবতা প্রত্যাখ্যাতে সতীত্যর্থঃ। তস্য গুণাঃ সৃজন্তীত্যাদিকস্য সার্দ্ধদ্বয়স্যৈকজীববাদপরত্বরূপরহস্যকল্পনঞ্চ নিরস্ত-মিত্যর্থঃ। নিত্য ইত্যাদি কঠশ্রুতেশ্চৈকজীববাদো নিরস্তঃ। য ঈশ্বরো নিত্য-শ্চেতন একো নিত্যানাং চেতনানাং বহূনাং জীবানাং কামান্ বাঞ্ছিতানি বিদধাতি সম্পাদয়তীত্যর্থঃ। এবং সতীতি। তৌ জীবেশৌ তর্কশাস্ত্রে খলু জীব ঈশশ্চাকাশবদ্বিভুর্জ্জড়ঃ জ্ঞানাধিকরণমিতি স্বীক্রিয়তে। তদিদং শ্রুতিবিরুদ্ধং ভগবন্মায়ামোহিতৈস্তার্কিকৈঃ কল্পিতম্"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ। স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানা দংদ্রম্যমানা পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ইতি শ্রুতেঃ। শ্রুতিসম্মতৌ তৌ দর্শয়তি তস্যামিতি ॥ ৩৫ ॥

পুরুষ নানাভূত ও অস্বতন্ত্র, ইহাই সাঙ্খ্যমত। "যাবৎ স্যাৎ" ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোক দ্বারা জ্ঞানমাত্রাদ্বৈত মত আশ্রয়পূর্ব্বক সাংখ্যের ঐ মতেও দোষ দিয়াছেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত তিনটী মতই কুমত বলিয়া স্বয়ং "য এতৎ সমুপাসীরন্" ইত্যাদি অনন্তরোক্ত অর্দ্ধ শ্লোকদ্বারা প্রত্যা-খ্যান করিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

এইরূপ "ইদং" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা একজীববাদরূপ কল্পিত রহস্যেরও নিরাকরণ করিয়াছেন। "নিত্যো নিত্যানাং" ইত্যাদি শ্রুতিতেও একজীববাদ নিরস্ত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিদ্বারা তার্কিক-দিগের জ্ঞানাধিকরণত্ব-হেতু জীব ও ঈশ্বরের আকাশবৎ বিভুত্ব স্বীকারও নিরস্ত হইল। কারণ উক্তস্থলে নিত্যসিদ্ধ অনাদিগুণ-যুক্ত অণুচৈতন্য জীব ও নিত্যসিদ্ধ অনাদিগুণযুক্ত চিৎসুখবিগ্রহ ঈশ্বর প্রতিপাদিত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

যোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি" ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাৎ, ষড়্‌বিংশতিপক্ষস্য স্বয়মেবাঙ্গীকারাৎ, এতস্মাদুপদেশাৎ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ তস্য স্বাত্মকত্বাপাদানাচ্চ, উপদেষ্টৃত্বাসম্ভবাচ্চ ॥৩৬॥

প্রাগ্‌ যথা—(ভাঃ ১১।২৮।১) "বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ" ইতি। ঊর্দ্ধ্বং যথা—(ভাঃ ১১।২৮।১৮-১৯) "জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানং। আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥ যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য। তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বং" ইতি ॥৩৭॥

তথেতি অসাবরবিন্দনেত্রো ভগবান্ ঈশ্বরঃ স্বশক্ত্যা জগদ্রচয়তীতি শ্বেতাশ্বতরাণাং শ্রুতিরাহ য ইতি। জগতো মিথ্যাত্বে শ্রুতিরেষা ব্যাহতার্থা স্যাৎ। ষড়্‌বিংশতীতি। স্বয়ং ভগবতৈব। তৎপক্ষে জীবেশভেদোঽস্তীতি দ্বৈতং সত্যম্। এতস্মাদিতি কিং ভদ্রমিত্যাদিকাৎ। তস্যেতি দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য উপেতি তদ্বাদেঽভিমতে ভগবতো মিথ্যাত্বেনোপদেষ্টৃত্বানুপপত্তেরিতি মুখ্যোদ্দেশ্যঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রাগ্‌যথেতি। প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সিদ্ধং বিশ্বমেকাত্মকং শক্তিমদীশ্বরাভিন্নং পশ্যন্ য এক ইত্যাদিশ্রুতিতো বিজানন্ পরেষাং স্বভাবান্ শান্তঘোরমূঢ়ান্ কর্ম্মাণি। তাদৃশানি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। বিমিশ্রং

এবং "কিং ভদ্রং" ইত্যাদি শ্লোকে "অবস্তু দ্বৈতের মধ্যে কিছুই ভদ্র বা অভদ্র নাই, যেহেতু বাক্যদ্বারা উক্ত এবং চক্ষু প্রভৃতিদ্বারা উপলব্ধ বস্তু মিথ্যা" ইত্যাদি অর্থ করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়, এইরূপ আশঙ্কা করা যায় না; কারণ, তাহা হইলে, "য একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থের সহিত বিরোধ ঘটে। শ্রীভগবান্ স্বয়ংই ষড়্‌-বিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আবার উক্ত উপদেশের পূর্ব্বে ও পরে দ্বৈত বস্তুর স্বাত্মকত্বই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে স্বাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকেই যদি আবার মিথ্যা বলেন, তবে তাঁহার উপদেষ্টৃত্বই অসম্ভব হইয়া পড়ে ॥ ৩৬ ॥

কিঞ্চ, ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জগদিতি তণ্ডুলপাকবৎ সংযুক্তমেব দ্বৈতমতো নিত্যমবাধিতমিতি শুক্তিরজতবদারোপিতত্বাদসত্যং তদিতি চ অবাস্তবত্বোপদেশান্তে স্বয়মেব নিরাকরিষ্যতে—"এতাবানাত্মসংমোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে। আত্মন্ ঋতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি॥ যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্। ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্" ইতি। বিকল্পো ভ্রমঃ ॥৩৮॥

জগদীশ্বরং বিজ্ঞায় তস্য স্তুতিনিন্দে ত্যজেদিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধং যথেতি। বিবেকো জ্ঞানমিত্যন্বয়ঃ। তস্য সাধনান্যাহ। নিগমঃ বেদোপবেদোক্তকায়ক্লেশঃ প্রত্যক্ষং নিজানুভবঃ ঐতিহ্যং পারম্পরিক উপদেশঃ অনুমানং তর্কঃ। ফলমাহ— অস্য জগতঃ আদ্যন্তয়োর্যদস্তি তদেব মধ্যেঽপীতি কিং তৎ কলয়তি প্রকাশয়তি ইতি কালঃ পরেশঃ হেতুকারণং উপাদানং প্রধানজীবলক্ষণং পরিণামনিমিত্তে কালকর্ম্মণী ইতি বিশ্বং শক্তিমদীশ্বরাভিন্নং ইতি যো বিবেকঃ নিগমাদিসাধনৈরুৎপদ্যতে তজ্জ্ঞানং ফলমিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। সুষ্ঠু কঙ্কণাদিরূপেণ কৃতংর চিতং হিরণ্যং সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য কঙ্কণাদেরুৎপত্তেঃ পুরস্তাৎ বিনাশাচ্চ পশ্চাৎ যদস্তি তদেব মধ্যে নানাপদেশৈঃ কঙ্কণাদীনামিতি ব্যবহার্য্যমাণং ভবতি অস্য জগত আদাবন্তে মধ্যে চাহমেব শক্তিমান্ তত্তদ্ব্যপদেশার্হঃ। অত্রোভয়ত্রোপদেশে শক্তিমদীশ্বরাভিন্নং জগদিত্যুক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

অথ কিং ভদ্রমিত্যাদৌ যো নামৈক্যবাদস্ত্বয়াভিপ্রেয়তে ন স ভগবদভিমতঃ তদ্বাদস্যান্তে নিরাকৃতত্বাদিত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। ভ্রান্তমিতি। যথা ভ্রান্তো রাজপুত্রঃ কৈবর্ত্তস্তথা ভ্রান্তং ব্রহ্ম এব জীব ইতি স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বমিত্যাদিশ্রুত্যর্থাভাসমাশ্রিত্য বর্ণয়ন্তি তদিদং দূষয়তি এতাবানিত্যার্দ্ধকেন। কেবলে চিদেকরসে নির্গুণে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চ ইদমস্মীতি বিকল্পো ভ্রম এতাবানুচ্যতে অজ্ঞানমেতৎ বক্তুমিত্যর্থঃ। ন হি

উক্ত উপদেশের পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"প্রকৃতি পুরুষের সহিত বিশ্বকে এক করিয়াই দেখিতে হইবে।" আবার পরে বলিয়াছেন, "বেদ, তপঃ, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই সকল প্রমাণদ্বারা বিশ্বের আদিতে এবং অন্তে প্রকৃতি-জীবাদির কারণরূপে ঈশ্বরের অবস্থিতি প্রকাশিত হইতেছে। একই সুবর্ণ যেমন তন্নির্ম্মিত বস্তুর আদি, অন্ত ও মধ্যে স্থিত দেখা যায়, বিশ্বকারণও তদ্রূপ বিশ্বে অবস্থান করেন ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদত্রায়মর্থঃ— পূর্ব্বত্র প্রাপ্তিহেতুভূতাস্য ভক্তিরুপদিষ্টা। তৎপ্রতিকূলয়োঃ পরনিন্দাপ্রশংসয়োর্বিনৈব তস্য বিকারিত্বং পারতন্ত্র্যঞ্চোপদর্শয়িতি কিমিতি। অবস্তুনঃ পরিণামিনঃ॥৩৯॥

তাদৃশো ভ্রমঃ শক্যো বক্তুম্। যথা তণ্ডুলপাকে তণ্ডুলবিক্লিত্যামিত্যর্থঃ। সংপৃক্তাস্তথা লোকজীবাঃ প্রকৃত্যা সংশিতাঃ সন্তঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে ভজন্তীতি অজামেকামিত্যাদিশ্রুত্যর্থাভাসমাশ্রিত্য সাংখ্যা বর্ণয়ন্তি তদিদং দূষয়তি আত্মেত্যর্দ্ধকেন। স্বমসাধারণং সত্যসঙ্কল্পাদি শক্তিকং পরেশং বিনাত্মনি জীবে বিষয়ে যস্য প্রপঞ্চাত্মকস্য পরিণামস্যাবলম্বো ন সম্ভবতি জীবচ্ছায়ায়া অচেতন-প্রকৃতিকৃতত্বাত্তস্যা জীববিষয়ত্বম্। ন হি জীবে ছায়াস্তি নৈরূপ্যাৎ ন শক্তিঃ সর্ব্বজ্ঞ অশ্রুতত্বাদিতি তদসম্ভবাৎ শুক্তিস্বরূপানভিজ্ঞৈর্যথা শুক্তৌ রজতমারোপ্যতে তথা ব্রহ্মস্বরূপানভিজ্ঞৈস্তত্র জগদারোপ্যতে ততো রজতবৎ জগন্মিথ্যৈবেতি। রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথেত্যাদিস্মৃত্যর্থাভাসমশ্রিত্যাদ্বৈতৈকদেশিনঃ কল্পয়ন্তি তদিদং দূষয়তি যন্নামেত্যেকেন। নামভিরাকৃতিভিশ্চ রূপৈর্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণং ভূম্যাদিপঞ্চকময়ং দ্বয়ং দ্বৈতং সত্যেশ্বরশক্তিময়ং তদিতি প্রমাণ-প্রমিতত্বাদবাধিতং তত্র জগন্মিথ্যা শুক্তিরজতবদারোপিতত্বাদিতি ব্যর্থেন সৎপ্রতিপক্ষেণানুমানেনাপ্যর্থবাদো মিথ্যেত্যর্থকথনং পণ্ডিতমানিনামেব ন তু পণ্ডিতানামিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

ভ্রান্ত ব্রহ্মই জগৎ। তবে তণ্ডুলপাক অর্থাৎ তণ্ডুলবিকার যেমন তণ্ডুলের সংযোগেই হয়, তদ্রূপ জীব প্রকৃতিসংযোগেই কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়। অতএব ঐ দ্বৈতভ্রম নিত্য ও অবাধিত। কিন্তু উহা শুক্তিতে রজতের ন্যায় আরোপিত বলিয়া অসত্য। এই সকল মত শ্রীভগবান্ জগতের অবস্তুত্ব উপদেশদ্বারা স্বয়ংই নিরাস করিয়াছেন। যথা—"অসাধারণ সত্যসঙ্কল্পাদিযুক্ত পরমেশ্বর ভিন্ন জীবে প্রপঞ্চাত্মক পরিণামের সম্যক্ অবলম্বন নাই! জীবের তাদৃশী শক্তিই নাই যে, জীবকে উহার অবলম্বন বলা হইবে। নাম-দ্বারা, আকৃতিদ্বারা এবং রূপদ্বারা গ্রাহ্য এই ভূম্যাদি পঞ্চভূতাত্মক দ্বৈত সত্য, যেহেতু উহা ঈশ্বরের শক্তি। জগৎ শুক্তিরজতের ন্যায়ে আরোপিত বলিয়া মিথ্যা, এইরূপ অনুমান দূষিত। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিসকল অজ্ঞতাহেতু তদ্বিষয়ে বৃথা বিবাদ করিয়া থাকেন॥৩৮॥

"যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্॥ অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে। তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্" ইতি স্মৃতেঃ। তচ্চ দ্বৈতমনৃতং ন ঋতং সত্যং প্রিয়ং বাক্যং যস্মিন্ তৎ প্রত্যক্‌পরতা-প্রতিকূলকর্কশকপটবাক্যবদিত্যর্থঃ তাদৃশং বাচামগোচরীভূতং সদবগম্যত ইত্যাহ,—বাচেতি। স্ফুটার্থস্তু ন সম্ভবেৎ "যৎ কিঞ্চিৎ মনসা গ্রাহ্যং যদ্ গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ। বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছিন্নং তদ্রূপ-মখিলং তব" ইতি স্মৃতেঃ। তস্মাদলং তৎ প্রশংসয়েতি। অস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বৈতম্। ন তস্মাৎ কিঞ্চিৎ পরমার্থরূপং ফলং কিন্ত্বনুষঙ্গাদপুমর্থং জনয়ত্যেবেত্যাহ—ছায়েতি, অসন্তোঽস্বতন্ত্রাঃ,—"সত্যং স্বাতন্ত্র্য-মুদ্দিষ্টং তচ্চ কৃষ্ণে ন চাপরে অস্বাতন্ত্র্যাত্তদন্যেষামসত্যং বিদ্ধি ভারত" ইতি স্মরণাৎ, তস্মাদলং তন্নিন্দয়েতি ॥৪০॥

এবং চোদ্যং নিরস্য বাক্যার্থং স্বমতেন যোজয়তি তস্মাদিতি। তৎপ্রতি-কূলয়োর্ভক্তিবাধিকয়োঃ। তস্য প্রপঞ্চস্য ॥ ৩৯ ॥

অবস্তুপদস্য পরিণাম্যর্থকত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণবাক্যেন (২।১৩।৯ ও ২।১৪।২৪) ব্যাচষ্টে যত্ত্বিতি। অনাশী পরিণামরূপনামশূন্যঃ। তত্ত্বিতি। কর্ম্মতজ্জন্যং জগচ্চ নাশি পরিণামীত্যর্থঃ। এতাদৃশমনৃতং সত্যপ্রিয়বাক্যরহিত-মিত্যর্থঃ স্ফুটার্থস্ত্বিতি। দ্বৈতং মিথ্যেত্যর্থস্তু ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। অত্র বাধিকাং বৈষ্ণবোক্তিমুদাহরতি যৎ কিঞ্চিদিতি শ্রীবরাহদেবং প্রতি পৃথিবী-বাক্যম্। তস্মাৎ পরিণামিত্বাত্তস্য প্রপঞ্চস্য প্রশংসয়ালং ব্যর্থম্। এবং দ্বৈতস্য বিকারিত্বমাপাদ্য পারতন্ত্র্যমাহ অস্বতন্ত্রঞ্চেতি। ছায়েত্যাদিবাক্যে ছায়াদীনামস্বাতন্ত্র্যং প্রত্যক্ষসিদ্ধম্। তদ্বাক্যে অসচ্ছব্দস্যাস্বাতন্ত্র্যার্থকত্বং ভারতবাক্যেন ব্যাচষ্টে সত্যমিতি। তদন্যেষাং কৃষ্ণভিন্নানাং বস্তুমাত্রা-ণামিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অতএব তত্তৎস্থলের অর্থ অন্যরূপ। এই গ্রন্থে পূর্ব্বে ভগবৎ-প্রাপ্তির হেতুভূতা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভক্তির প্রতিকূল পরনিন্দা ও পরপ্রশংসার প্রয়োজন নাই। তবে অবস্তুরূপে প্রপঞ্চের বিকারিত্ব ও পারতন্ত্র্য যাহা দর্শিত আছে, সেই স্থলে অবস্তু শব্দের অর্থ পরিণামী, ইহাই প্রকৃতার্থ জানিতে হইবে ॥৩৯॥

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত—"যে-বস্তু কালান্তরেও পরিণামাদিকৃত অন্য নাম প্রাপ্ত হয় না, সে বস্তু কি? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিসকল ঐ পরিণামজাত

অস্বাতন্ত্র্যঞ্চ তস্যেশ্বরশক্তিময়ত্বাদিতি যোজয়ত্যাস্যেতি সার্দ্ধেন, প্রভুস্তত্তচ্ছক্তিযোগাৎ সমর্থঃ। তর্হি বিকারাপত্তিঃ স্যাম্মেত্যাহ, অন্যস্মাদিতি। স্রষ্টৃস্বজ্যাদিভাবমাপন্নেঽপি তস্মিন্নবিচিন্ত্যস্বরূপ-মহিম্না কথঞ্চিদপি বিকারো নেত্যন্যত্বং তস্যেত্যর্থঃ। ইদং খলু মদীয়ং মতং যা ত্বভীক্ষ্ণং সাত্ত্বিকাদিরূপাধ্যাত্মাদিরূপা বা ত্রিবিধা ভাতিরাত্মনি জীবে স্বকর্ম্মমাত্রহেতুকৈবাজ্ঞৈর্নিরূপিতা, সা তু নির্ম্মূলৈব ; নাত্র কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ, ঈশ্বরশক্তিময়ত্বং তস্য স্ফুটয়তি, ইদং গুণময়মিতি। এতদ্বিদ্বানিতি, পরস্তুতিনিন্দাভ্যাং

অস্বাতন্ত্র্যঞ্চেতি। তস্য প্রপঞ্চস্য। প্রভুরিতি। তত্তচ্ছক্তিযোগাদিত্যত্র য একো বর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদিত্যাদিশ্রুতিরনুসন্ধেয়া। অবিচিন্ত্যেতি। সার্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পশক্তিকস্য স্বরূপস্য প্রভাবেণেত্যর্থঃ। সঙ্কল্পমাত্রেণ সৃষ্টত্বা-দিতি যাবৎ। যা ত্বিতি। অজ্ঞৈঃ কর্ম্মজড়ৈ র্নিরীশ্বরৈঃ। তে হি স্বকর্ম্ম-

---

'নামরূপরহিত' বস্তুকে পারমার্থিক 'বস্তুই' বলিয়া থাকেন। আর যাহা পরিণামী, তাঁহারা তাহাকে 'অবস্তুই' বলিয়া থাকেন।" ঐ দ্বৈত 'অনৃত' বলিলে, দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বোধিত হয় না, কিন্তু 'সত্য' প্রিয়বাক্য যে-দ্বৈতে নাই, সেই দ্বৈত, ইহাই বোধিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বৈত পরমেশ্বরচিন্তনে প্রতিকূল, কর্কশ, কপট বাক্যের ন্যায় সত্যতারহিত ও প্রিয়তারহিত ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এই নিমিত্তই জগৎকে প্রিয়বাক্য বলা হয় না। ঐ সকল-স্থলে স্ফুটার্থ যে-মিথ্যাত্ব তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ স্মৃতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং যাহা কিছু বুদ্ধির গোচর, সে সকলই তোমার," অতএব পরিণামী প্রপঞ্চের প্রশংসা বৃথা। ঐ দ্বৈত অস্বতন্ত্র, এই বাক্যের অর্থ, দ্বৈত বস্তু কিছুই পরমার্থরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না, কিন্তু আনুষঙ্গিক অপুরুষার্থই উৎপাদন করে। "ছায়া" প্রভৃতি বাক্যে অসৎ শব্দের অর্থ 'অস্বতন্ত্র'। স্মৃতিতে উক্ত আছে,— "সত্য বস্তুই স্বতন্ত্র।" ঐ স্বাতন্ত্র্য শ্রীকৃষ্ণে আছে, অন্যে নাই, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন বস্তুমাত্রই অস্বতন্ত্র ও অসত্য ; অতএব অসত্যের নিন্দাতেও প্রয়োজন নাই ॥ ৪০ ॥

ভক্তিপ্রাবল্যবিক্ষুতের্বিস্ফুটৈব তদভাবাদ্ভক্তিতেজঃ পরিবৃদ্ধেশ্চ সূর্য্যবদিতি। প্রত্যক্ষেণেতি। মদধীনোৎপত্তিভঙ্গমিদং জগদস্বতন্ত্রমিতি প্রত্যক্ষাদিভিরবগত্য তত্রাসক্তশ্চরেদিতি—নৈত্তাদৃশস্য কচিদপি তদ্বিক্ষতিরিত্যর্থঃ। এবঞ্চামূলমেতদিত্যত্রাপ্রাশস্ত্যে নঞ্ অকেশবেণীতিবৎ, ঈশবৈমুখ্যং খলু মনঃ প্রভৃতের্মূলং তচ্চাপ্রশস্তমেব। ইত্থমেব পরোঽপি সন্দর্ভো জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপনিরূপণপরতয়া পরেণ প্রপত্তিহেতুকমোক্ষপরতয়া চ ব্যাখ্যেয়ঃ ॥৪১॥

দ্বারা জীবঃ স্বয়মেব ভোগায়তনং চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং জগদ্রচয়তীতি মন্যন্তে। নাত্রেতি। প্রপঞ্চস্য জীবকর্ম্মমাত্রহেতুকত্বে প্রমাণং নাস্তীত্যর্থঃ। শক্তিমদীশ্বরহেতুকং জগদিতি শ্রুত্যাদিনাহ। এতদেবাহ ইদমিতি। এবঞ্চামূলমিতি এতদ্ব্যাখ্যানং তু মনোরমায়াং দ্রষ্টব্যং গ্রন্থবিস্তারভিয়া নাত্র লিখিতম্ ॥৪১॥

ঐ প্রপঞ্চ পরমেশ্বরের শক্তি বলিয়াই অস্বতন্ত্র। "আত্মৈব তদিদং বিশ্বং" ইত্যাদি শ্লোকে উহা প্রতিপন্ন আছে, প্রভু অর্থাৎ শক্তিযোগহেতু সমর্থ পরমেশ্বরই এই বিশ্ব এবং তিনিই উহার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উহাতে তাঁহার বিকারাপত্তিও হয় না, কারণ পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। তিনি এক শক্তির পরিণামে বিশ্বরূপ হইয়াও স্বরূপতঃ অবিকৃতই থাকেন, তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্ট উভয়ই, অথচ তিনি উহাদের অতীত ও অবিকৃত। পরমেশ্বর প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন এবং সংকল্পমাত্রেই স্রষ্টা। কর্ম্মজড় নিরীশ্বরেরা জীবে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ প্রতীতি বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "জীব নিজ কর্ম্মদ্বারা নিজ ভোগায়তন চতুর্দ্দশভুবনাত্মক জগৎ রচনা করেন।" কিন্তু ঐ উক্তির মূল নাই, এই জগৎ ঈশ্বর-শক্তিময় বলিয়াই ব্যক্ত আছে। মায়াকৃত এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব জ্ঞাত হওয়া উচিত। যিনি ইহা জ্ঞাত হন তিনি কাহারও নিন্দা বা স্তুতি (প্রশংসা) করেন না, পরের নিন্দা ও প্রশংসায় ভক্তি-বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ক্ষতি হয়। যিনি নিন্দাস্তুতিরহিত, তাঁহার ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অতএব সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র অনাসক্ত হইয়া বিচরণ করাই কর্ত্তব্য। এই জগতের উৎপত্তি-লয়াদি শ্রীভগবানের অধীন, সুতরাং ইহাকে প্রত্যক্ষাদি

নন্বু মায়াময়মায়াকৃতাসচ্ছন্দপ্রয়োগাৎ কুহকরচিতবদবস্তু এতজ্জগদিতিচেৎভ্রান্তমিদম্ ; তথাত্বে— "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ "ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যঞ্চৈব প্রজাপতিঃ। সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ॥ তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্। আবির্ভাবতিরোভাবজন্মনাশবিকল্পবৎ" ইতি (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৮) স্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাপত্তিঃ ; কুহকরচিতমপি ন মৃষা কুহকেন দেশান্তরাদানীয় সত্যস্যৈব দর্শিতত্বাৎ কচিত্তদানীং তস্যাপি স্থিতেশ্চ ॥৪২॥

অত্রাশঙ্কতে নন্বিতি। কুহকমিন্দ্রজালম্। কবিরিতি ঈশাবাস্যোপনিষদি। যাথাতথ্যতঃ সত্যতয়া। (ঋতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্ তথ্যং যথাযথমিতি হলায়ুধঃ)। ব্রহ্মসত্যমিতি ভারতে ব্রহ্ম পরেশঃ। তপস্তস্য লোচনম্। সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয় স তপোঽতপ্যত তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজতেতি শ্রুতেঃ। তদেতদিতি বৈষ্ণবে (১।২২।৫৩-৫৪)। পূর্ব্বত্র দ্বে রূপে ব্রহ্মনস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ। ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্বস্থিতে। অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ। একদেশস্থিতস্যাগ্নেরিত্যাদিনা ব্রহ্মশক্তিরূপে জগতি ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশরূপানি পঠিত্বাহ তদেতদিতি। ঈশ্বরজীবপ্রকৃত্যাত্মকং জগন্নিত্যমক্ষয়ঞ্চ। তত্রেশ্বরভাগরূপং নিত্যমেকরসং জীবপ্রকৃতি-ভাগরূপং ত্বক্ষয়ং বিনাশশূন্যং পরিণামীত্যর্থঃ প্রকৃতেমহদাদিরূপেণ জীবস্য চ জ্ঞানবিকাশেন পরিণামঃ। এতদেবাহ আবির্ভাবেতি। ঈশ্বরভাগ আবির্ভাবতিরোভাববান্ জীবাদিভাগস্তু জন্মনাশবিকল্পবানিত্যর্থঃ। অবস্থোদয়ভঙ্গাচ্চাত্র জন্মনাশৌ ভবতঃ। কুহকেনেতি। সত্যস্যৈব ফলাদের্ব্বস্তনঃ। নন্বু মৌহূর্ত্তিকত্বাত্তস্যাসত্যত্বং মন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ কচিদিতি। মরুদেশে দাড়িমবাটিকায়াস্তেন দর্শিতায়া ইদানীমপি বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৪২ ॥

প্রমাণদ্বারা অস্বতন্ত্র জানিয়া ইহাতে আসক্তিরহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে ইহা অমূলশব্দে, অকেশবেণীর অর্থ যেরূপ প্রশস্তবেণীরহিত তদ্রূপ প্রশস্তমূলরহিত অর্থ হইতেছে, পরমেশ্বরে বৈমুখ্যই, জীবের মন প্রভৃতির মূল। ঐ মূল অবশ্যই প্রশস্ত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নহে। এইরূপ পরবর্ত্তী সন্দর্ভও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপনিরূপণপর এবং জীবের পরমেশ্বরপ্রপত্তিহেতুক মোক্ষপর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥৪১॥

সত্যেশ্বরশক্তিময়ত্বাজ্জগৎ সত্যম্। জীবপ্রকৃত্যোশ্চ সত্যত্বমজামন্ত্রাৎ পরস্মাদ্বৈষ্ণববাক্যোচ্চয়াচ্চ ব্যক্তম্। জীবপ্রকৃত্যোরীশ্বরশক্তিত্বন্তু "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"॥ (গীঃ ৭।৪-৫) ইতি স্মৃতেঃ। জগতস্তৎকার্য্যত্বন্তু "য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্," সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো

জগতঃ সত্যত্বমক্ষয়ত্বমুক্তং ততশ্চ সত্যপরেশশক্তিময়ত্বাদিতি প্রতিপাদয়তি সত্যেতি। অজামন্ত্রাদজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণামিত্যাদিকাৎ। অজাবদত্র সত্যত্বম্। তস্য তন্ময়ত্বে প্রমাণমুদাহরতি ভূমিরিতি দ্বয়ং গীতাসু। চতুর্ব্বিংশতিধা প্রকৃতির্ভূম্যাদ্যাত্মনাষ্টধা মে মদীয়া জ্ঞেয়া। ভূম্যাদিষু পঞ্চসু তদ্ধেতুনাং গন্ধাদীনাং পঞ্চানাং তন্মাত্রাণামন্তর্ভাবঃ অহঙ্কারে তৎকার্য্যাণামিন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং বুদ্ধিশব্দেন মহত্তত্ত্বং মনঃশব্দেন মনোগম্যং প্রধানমিতি চতুর্ব্বিংশতিধা সিদ্ধ্যতি ইয়ং প্রকৃতিরপরা জড়ত্বাদ্ভোগ্যাচ্চ নিকৃষ্টেত্যর্থঃ। ইতোঽন্যাং জীবভূতাং প্রকৃতিং পরাং চেতনত্বাদ্ভোক্তৃত্বাচ্চোৎকৃষ্টাং বিদ্ধি মে মদীয়াং যয়া প্রকৃত্যা স্বকর্ম্মদ্বারেদং জগৎ শয্যাদিবদ্ধার্য্যতে ভোগায় গৃহ্যতে। মমেতি চ তত্রৈব মমাণ্ডকোটিস্রষ্টুরীশ্বরস্য মহদ্‌ব্রহ্ম যোনিঃ গর্ভধারণস্থানং তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনিভূতে প্রধানে গর্ভং চিৎপরমাণুগণমমুং দধাম্যুৎপাদয়ামি। স্ফুটমন্যৎ। ক্ষরমক্ষরঞ্চেতি দ্বিরূপং প্রতিজ্ঞায়

এই জগৎ মায়াময়, যেহেতু জগৎকে মায়াকৃত এবং অসৎ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। অতএব ইহা কুহকরচিত অসৎ বস্তু। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ ভ্রান্ত; কারণ জগৎকে কুহকরচিত বলিলে, "পরমেশ্বর সত্যস্বরূপে বস্তুসকল বিধান করিয়াছেন।" ইত্যাদি শ্রুতির এবং "এই জগৎ আবির্ভাব-তিরোভাব, জন্ম ও নাশ প্রভৃতি বিকল্পবিশিষ্ট" ইত্যাদি স্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটে, যাহা কিছু কুহকরচিত তাহাই অসত্য, এরূপও বলা যায় না। কুহকীরা অনেক দ্রব্য দেশান্তর হইতে আনয়নপূর্ব্বক দেখাইয়া থাকে এবং কখন সেই সকল বস্তুকে সেই সেই স্থানে থাকিতেও দেখা যায় ॥৪২॥

ভবতি ভারত", "একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ" (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৪) ইতিস্মৃতেশ্চ। এতেন জন্মভঙ্গান্যথানুপপত্ত্যা জগন্মিথ্যা ব্রহ্মবৎ সত্যত্বেন তদনুপপত্তেরিতি প্রত্যুক্তম্। জন্মাদিকং হ্যনিত্যত্ব-ব্যাপ্যং সত্যত্বং নিত্যানিত্যসাধারণমতঃ সত্যমনিত্যং জগৎ, "অনিত্যমসুখংলোকম্" ইতি ভগবৎকণ্ঠোক্তেশ্চ। ত্রিকালবাধ্যং তু মিথ্যা যথা খপুষ্পাদি ॥ ৪৩ ॥

অক্ষরং পরং ব্রহ্ম ক্ষরন্তু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তং জগদিত্যুক্ত্বা তচ্চ ব্রহ্মশক্তিময়-মিত্যাহ একদেশেতি শ্রীবৈষ্ণবে, প্রাদেশিকস্যাগ্নের্দীপাদের্দ্দাহকস্যাপি যথা বিস্তারিণী জ্যোৎস্নাপ্রভা প্রকাশশক্তিবিস্তারস্তথা ব্রহ্মণো বৈকুণ্ঠনিলয়স্য শক্তিবিস্তার ইদমখিলং জগৎ। এতেনাক্ষরস্য বিলক্ষণং ক্ষরং কথং রূপং স্যাৎ ইতি শঙ্কা নিরস্তা। জ্যোৎস্নাদৃষ্টান্তেন ব্রহ্মাদিজীবানাং তারতম্যম-ভিমতং স্ফুটয়তি। তত্রাপ্যাসন্নত্বদূরত্বাভ্যাং বহুত্বমল্পতা চ যথা জোৎস্নাভিদোঽস্তি তচ্ছক্তেস্তদ্বন্মৈত্রেয় বিদ্যতে ইত্যাদিভিঃ। যথাগ্ন্যাসন্নায়াঃ প্রভায়া বহুত্বং ততো বিদূরায়াঃ স্বল্পত্বমেবং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তায়া ব্রহ্মশক্তেরপীত্যাবৃত্তিতার-তম্যাদ্বাহুল্যাল্পত্বামিত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চৈবম্। তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা। সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ ইতি তচ্ছক্তি-কার্য্যেষু ব্রহ্মাদিষু বিষ্ণুঃ পঠিতঃ সন্ চৌরেষু মিলিতো রাজেব বিশিষ্টো বোধ্যঃ এতেনেত্যাদিকমগূঢ়ার্থম্ ॥ ৪৩ ॥

সত্য ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া জগৎকে সত্য বলা হয়। ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির সত্যত্ব "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" প্রভৃতি মন্ত্র হইতে এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণব বাক্যোচ্চয় হইতে ব্যক্ত হয়। জীব ও প্রকৃতির ঈশ্বরশক্তিত্ব "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ" ইত্যাদি গীতাবাক্য হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। জগতের ঈশ্বরকার্য্যত্ব "য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ" প্রভৃতি শ্রুতি এবং "মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম" প্রভৃতি স্মৃতিও ঐরূপ অর্থ ব্যক্ত করেন। এতদ্দ্বারা সৃষ্টি ও প্রলয়ের অন্যথা অনুপপত্তি হয় বলিয়া জগৎকে মিথ্যা বলা হউক, কারণ ব্রহ্মের ন্যায় জগৎকে সত্য বলিলে, উহার সৃষ্ট্যাদি সম্ভব হয় না। এই যে পূর্ব্বপক্ষ, তাহা নিরস্ত হইল। জন্মাদি অনিত্যত্বব্যাপ্য, সত্যত্ব নিত্যানিত্যসাধারণ, অতএব জগৎ সত্য হইয়াও

"পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি" ইত্যত্র ন কদাচিদনীদৃশং জগদীত্যেবমভিধায়িভিনিত্যস্বতন্ত্রতয়া নিশ্চিতপ্রপঞ্চস্য নিষেধঃ, ন তু ব্রহ্মাত্মকস্যাপি তস্য তদ্‌গ্রহণেনৈব গৃহীতত্বাৎ। ইতরথা জগৎপতিত্বোক্তিব্যাকোপঃ। ব্রহ্মাধীনস্তু ইতি দর্শয়তি—তবেতি। ইতরথা মহিম্নো বাধিতত্বাৎ স্তবনবিরোধাপত্তিঃ। যদেতদিতি—জ্ঞানাত্মকস্য তবৈতজ্জগৎ ত্বৎসম্বন্ধি ত্বচ্ছক্তিময়ত্বাদিত্যর্থঃ। যে ত্বযোগিন এব জ্ঞানযোগশূন্যাঃ, তে দেব মনুষ্যাদি রূপং জগৎ পরতন্ত্রমিদং ন ত্বৎসম্বন্ধীতি ভ্রান্ত্যৈব পশ্যন্তি, ন চ তেষাং

অথ বৈষ্ণববাক্যানি সঙ্গময়তি পরমার্থ ইত্যাদিনা। ন কদাচিদিতি। জগৎ কদাচিদপি অনীদৃশমস্বতন্ত্রমনিত্যঞ্চ ন কিন্ত্বীদৃশং দৃষ্টরূপং স্বতন্ত্রং নিত্যমিত্যভিধায়িভি কর্ম্মজড়ৈরিত্যর্থঃ। তস্যেতি ব্রহ্মাত্মকস্য প্রপঞ্চস্য। ব্রহ্মগ্রহণেনৈবাগতত্বাদিত্যর্থঃ। ইতরথেতি। দৃষ্টস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মানধীনত্বে সতি নিত্যত্বস্বতন্ত্রত্বে এব স্যাতামিত্যর্থঃ। ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মাধীনো ব্রহ্মশক্তিরচিতঃ প্রপঞ্চঃ সত্যস্তথৈব শ্রবণাৎ। ইতরথা চরাচরস্য জগতোঽনীশ্বরত্বেন তদ্ব্যাপ্তেরভাবে সতীত্যর্থঃ। যদেতদিত্যত্র জগদ্রূপং দৃষ্টাকারং স্বতন্ত্রং নিত্যমিত্যর্থঃ।

অনিত্য, ইহাই স্থির হইতেছে। "জগৎ অনিত্যসুখাত্মক" ইহা ভগবান্ স্বয়ংই লিয়াছেন। যাহা ত্রিকালবাধ্য অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে থাকে না, তাহাকে মিথ্যা বলা হয়। আকাশকুসুমাদি মিথ্যার দৃষ্টান্ত ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অর্থাৎ সত্য বস্তু, অন্য কিছুই নাই" এই স্থলে "জগৎ কখন অনীদৃশ নহে, অর্থাৎ অস্বতন্ত্র ও অনিত্য নহে, "কিন্তু ঈদৃশ অর্থাৎ দৃষ্টরূপ এই জগৎ স্বতন্ত্র ও অনিত্য" এই যে মীমাংসকদিগের মত, উহাতে নিত্য ও স্বতন্ত্ররূপে নিশ্চিত প্রপঞ্চেরই নিষেধ হইয়াছে, নতুবা ব্রহ্মাত্মক প্রপঞ্চের নিষেধ হয় নাই ; কারণ ব্রহ্মের গ্রহণেই ব্রহ্মাত্মক প্রপঞ্চের গ্রহণ হয়। অন্যথা ব্রহ্মকে যে জগৎপতি বলা হয়, তাহার ব্যর্থতা ঘটে। প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মাধীন অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিদ্বারা রচিত, তাহা 'তব' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যথা মহিমা বাধিত হয় বলিয়া স্তবনের বিরোধাপত্তি ঘটে। "যদেতৎ" ইত্যাদি বাক্যে

সংসারনিবৃত্তিরিত্যাহ– জ্ঞানস্বরূপমিতি। জ্ঞানং ব্রহ্মৈব স্বরূপং বৃত্তিপ্রদং যস্য তথাভূতমিদং জগৎ পরতন্ত্রমিত্যর্থঃ। তচ্চার্থস্বরূপং ফলরূপং স্বতন্ত্রং নিত্যমিতি যাবৎ। অবুদ্ধয়ঃ–কেচিৎ কর্ম্মজড়া এবং বাদরতা ইত্যর্থঃ। যে ত্বিতি জ্ঞানং শাস্ত্রং তদ্বিদঃ। জ্ঞানং ব্রহ্মৈবাত্মা প্রবৃত্তিকৃদ্ যস্য তৎ। এতদেবাহ— ত্বদ্রূপমিতি রূপপদং খল্বস্বরূপং দৃষ্টং প্রাণসংবাদাদিষু ॥৪৪॥

জ্ঞানেত্যাদ্যৌ স্বরূপমিতি স্বস্মিন্ সৃষ্টিপালনাভ্যাং রূপয়তি দর্শয়তীতি নিরুক্তে-র্বৃত্তিপ্রদমিত্যর্থঃ। অত ত্বদ্রূপমিত্যগ্রে ত্বত্তো রূপং যস্য তৎ অর্থস্বরূপমিতি স্ত্রীপুত্রাদিরিব অন্নরসাদেরৈস্ত্যশ্বাদেশ্চানুভবাদিহ সুখানি সন্তি উপরি সুরাঙ্গনা-সুধাপানাদ্যনুভবাত্তানি মহান্তীতি। ফলরূপত্বং তত্তৎ কারণত্বাচ্চ স্বতন্ত্রং নিত্যং জগৎ। "অর্থঃ প্রকারে বিষয়ে বিত্তকারণবস্তুষু। অভিধেয়েঽপি শব্দানাং নিবৃত্তৌ চ প্রয়োজনে ইতি বিশ্বঃ।" ন হীদৃশস্য জগতঃ কোঽপি কর্ত্তা সম্ভাষ-য়িতুং শক্যত ইতি নিত্যং তৎ। যে ত্বিতি। জ্ঞানবিদঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ জ্ঞানাত্মকং ব্রহ্মহেতুক প্রবৃত্তিকং প্রপশ্যন্তি। এতদেব স্ফুটয়তি ত্বদ্রূপমিতি। অন্যথা ত্বামিব নিত্যং স্বতন্ত্রং প্রপশ্যন্তীতি ব্রূয়ুঃ ॥ ৪৪ ॥

"তুমি জ্ঞানাত্মক; এই জগৎ তোমার অর্থাৎ তোমার শক্তিদ্বারা রচিত, অতএব ত্বদীয়" ইহাই বোধিত হইতেছে। যাঁহারা অযোগী যাঁহাদের ঈদৃশ জ্ঞান নাই, তাঁহারাই এই মনুষ্যাদিরূপ জগৎকে ইহা স্বতন্ত্র. ইহা ত্বদীয় নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐরূপ ধারণা কিন্তু ভ্রমাত্মক। অতএব তাঁহাদের সংসারের নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। জ্ঞানশব্দে ব্রহ্মকেই বোধ করায়। 'স্বরূপ' শব্দের অর্থ 'বৃত্তিপ্রদ'। এই জগৎ জ্ঞান-স্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম এই জগতের বৃত্তিপ্রদ। অতএব জগৎ পরতন্ত্র, এই জগৎ অর্থস্বরূপ অর্থাৎ ফলরূপ। অর্থশব্দের অর্থ প্রয়োজন। অর্থস্বরূপ বলিতে প্রয়োজনসাধক বুঝায়। যাহা ফলরূপ তাহা স্বতন্ত্র ও নিত্য। যাহারা অবুদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মজড়, তাহারাই এইরূপ তর্ক করে। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ তাঁহারা ব্রহ্মকেই বৃত্তিপ্রদ বলেন। ইহাই বলিতেছেন যথা, "ত্বদ্রূপ" ইত্যাদি। এইরূপ অর্থ প্রাণসংবাদাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যথা জগৎকে তোমার ন্যায় স্বতন্ত্র, এই কথাই বলিতেন ॥৪৪॥

যে ত্বন্যথা ব্যাচক্ষতে, তেষাং পূর্ব্বাপরগ্রন্থবিরোধশ্চ। তথাহি পূর্ব্বত্র হি মৈত্রেয়পরাশরয়োরেবং প্রশ্নোত্তরে দৃষ্টে—(বিঃ পুঃ ১।৩।১৩) "নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ। কথং স্বর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে" ইতি প্রশ্নঃ। সত্ত্বাদিগুণযোগিষু কর্ম্মাধীনেষ্বপূর্ণেষূৎপাদনাদিকার্য্যং দৃষ্টং ব্রহ্মণি তু তদ্বিলক্ষণে কথং তদঙ্গীকার্য্যমিতি তস্যার্থঃ। তত্রোত্তরঞ্চ (বিঃ পুঃ ১।৩।২০) "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥ ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা" ইতি। অত্রায়মর্থঃ—সর্ব্বেষাং ভাবানামেবাচিন্ত্যবুদ্ধিবোধ্যা মিথোবিলক্ষণাঃ কার্য্যকল্প্যাঃ শক্তয়ো যস্মাৎ প্রতীয়ন্তে, অতঃ সর্ব্ববৃহত্তমস্য সর্ব্বানুগ্রাহকস্য ব্রহ্মণস্তথাভূতাঃ সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ো ভবন্তীতি ন তস্য তৎকর্ত্তৃত্ববিরোধঃ। তাঃ স্বাভাবিক্য এবেত্যাহ,—পাবকস্য যথেতি। "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদ্যা শ্রুতিশ্চ। তু-শব্দঃ "কৈমুত্যং" দ্যোতয়তি। ইহ বিচিত্রশক্তিমদ্ব্রহ্মেতি সুব্যক্তম্॥ ৪৫॥

যে ত্বিতি কেবলাদ্বৈতিনঃ। অন্যথা প্রতীতার্থপরতয়া। নির্গুণস্যেতি গুণশূন্যস্য। অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছেদ্যস্বরূপগুণবিভূতিকস্য। শুদ্ধস্য কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরহিতস্য। সত্ত্বাদিগুণযোগেন কর্ম্মবশ্যতা অতস্তদ্বিলক্ষণে সত্ত্বাদিগুণযোগরহিতে। সর্ব্বেষামিতি স্ফুটয়তি। তাস্তথাভূতা অচিন্ত্যবুদ্ধিবোধ্যা ইত্যর্থঃ। ভাবশক্তয় ইতি স্বভাবভূতাঃ শক্তয় ইত্যর্থঃ। (ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাত্মজন্মস্বিত্যাদিমেদিনীকরকোষাৎ)। তাসাং স্বাভাবিকত্বং দৃষ্টান্তেন গ্রাহয়তি পাবকস্য যথেতি। কৈমুত্যমিতি। মণ্যোষধীনাং চেদবিচিন্ত্যাঃ শক্তয়ঃ স্বাভাবিক্যশ্চ ভবন্তি তর্হি কিমুত ব্রহ্মণি ইতি॥ ৪৫॥

যাঁহারা অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বাপর গ্রন্থের বিরোধ ঘটে। দেখুন, প্রথমে মৈত্রেয় ও পরাশরের এইরূপ প্রশ্ন ও উত্তর দেখা যায়—"নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ, ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব কিরূপে সঙ্গত হয়? এইটি প্রশ্ন। সত্ত্বাদিগুণযুক্ত কর্ম্মাধীন ও অপূর্ণ জীবেই উৎপাদনাদি কার্য্য দেখা যায়, তদ্বিলক্ষণ ব্রহ্মে তাহা কিরূপে অঙ্গীকার করা হইবে? ইহাই উক্ত প্রশ্নের তাৎপর্য্য। তদ্বিষয়ে উত্তর এই;—সকল ভাবপদার্থের যখন অচিন্ত্য-

এবমেব পরত্রাপি দৃশ্যতে, যথা—(বিঃ পুঃ ৬।৫।৭২-৭৭) "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে। মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥ সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ। নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি, স চ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥ জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তমঃ। পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ॥ তত্র পূজ্যপদার্থোক্তিপরিভাষাসমন্বিতঃ। শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ॥" ইতি॥৪৬॥

পরমাত্মনো ভগবৎশব্দেন বাচ্যত্বং প্রতিজানীতে শুদ্ধে ইতি ষষ্ঠাংশস্য পঞ্চমেঽধ্যায়ে, তেন লক্ষ্যত্বং নিরস্তম্। বিংশত্যধ্যায়ে (বিভূত্যা বিশিষ্টস্য) শুদ্ধত্বোক্তেস্তস্যাশ্চ স্বরূপবদ্বিচিন্ত্যত্বং তস্য চ ব্যস্তসমস্তভূতস্য স বাচ্য ইতি বর্ণয়ন্তি— সংভর্ত্তেতি। সর্ব্বধারণং সর্ব্বপালনঞ্চ ভকারস্যার্থঃ। নেতা স্বধ্যাতৄণাং স্বরূপশুদ্ধিপ্রাপকঃ। গময়িতা বিশুদ্ধানাং তেষাং স্বধামপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বধাম্নি তেষাং বিচিত্রানন্দপ্রকাশকঃ ইতি গকারস্যার্থঃ। অথ সমন্বয়ে (সমস্তয়োঃ) ভকারগকারয়োরর্থমাহ ঐশ্বর্য্যস্যেতি। সমগ্রস্যেতি ষণ্ণাং

জ্ঞানগোচর শক্তি দেখা যায়, তখন ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তি না থাকিবে কেন? হে তপোধন! অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। উহার অর্থ এইরূপ—সকল পদার্থেরই অচিন্ত্যবুদ্ধিবেদ্য পরস্পরবিলক্ষণ কার্য্যকল্প্য শক্তি যখন প্রতীত হয়, তখন সর্ব্ববৃহত্তম সর্ব্বানুগ্রাহক ব্রহ্মের তথাভূত সর্গাদি-ভাবশক্তি স্বীকৃত না হইবে কেন? অতএব ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না। ব্রহ্মের ঐ শক্তিসকল আবার বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিকী শক্তি। তদ্বিষয়ে "ব্রহ্মের পরাখ্যা বিবিধ শক্তি শ্রবণ করা যায়" ইত্যাদি শ্রুতিই প্রমাণ। তুশব্দ দ্বারা 'কৈমুত্য' দ্যোতিত হয়। এইস্থলে, ব্রহ্ম যে বিচিত্র শক্তি-বিশিষ্ট তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে॥৪৫॥

(বি: পুঃ ৬।৫।৮৩-৮৭) "স সর্ব্বভূতপ্রকৃতির্ব্বিকারগুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ। অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে॥ সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্-

---

বিশেষণম্। ঈঙ্গনা সংজ্ঞা। অথ বকারস্যার্থমাহ— বসন্তীতি। ভূতাত্মনি পূর্ব্বসিদ্ধস্বরূপে, নিখিলাত্মনি শক্তিমদ্রূপেণ সর্ব্বোপাদানে। তথাচ সর্ব্বহেতুঃ সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বো হরিরিতি বকারস্যার্থঃ। অথ বর্ণনীয়স্য সমস্তস্যার্থমাহ জ্ঞানেতি। জ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যম্, শক্তিঃ সত্যসঙ্কল্পেনৈব বিচিত্রজগৎকর্ত্তৃতা, বলং তাদৃগ্ জগদ্বিধারণসামর্থ্যম্ ঐশ্বর্য্যমখিলতন্নিয়ামকত্বম্, বীর্য্যমবিকারিত্বং ভক্তজনোদ্ধারসামর্থ্যং বা, তেজো মায়াতিরস্কারীপ্রভাবঃ, অশেষতঃ পূর্ণানীত্যর্থঃ। এতানি ষঠ্ ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি— স্বরূপাভিন্নধর্ম্মত্বাদিতি ভাবঃ। বিনেতি। হেয়ৈঃ প্রকৃতিগুণৈস্তৎকার্য্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ফলৈশ্চ বিনা। এবমিতি প্রকটার্থম্। তত্রেতি পূজ্যস্য পদার্থস্য বিষ্ণোঃ বাচ্যতারূপা যোক্তিস্তৎপরিভাষাসমন্বিতোঽয়ং ভগবচ্ছব্দস্তত্র সংভর্ত্তেত্যাদ্যুক্তলক্ষণে পরমাত্মনি উপচারেণ ন বর্ত্ততে। অন্যত্র মহর্ষিষু নৃপেষু চোপচারেণ প্রযুজ্যতে তেষু তদ্গুণলেশানাং সত্ত্বাৎ। অনিয়মে নিয়মকারিণী হি পরিভাষা॥ ৪৬॥

পরেও এইরূপই দেখা যায়, যথা—ভগবৎশব্দ সর্ব্বকারণকারণ, শুদ্ধ, মহাবিভূতিযুক্ত পরব্রহ্মকে বুঝায়। ভগবৎশব্দের অন্তর্গত ভকারের দুই অর্থ,—সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা। হে মুনে! ঐরূপ ভকারের অর্থ নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। ভগশব্দে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি বুঝায়। ভূতাত্মা অখিলাত্মা যে ব্রহ্মে সমস্ত ভূত বাস করে এবং যিনি এই অশেষ ভূতে বাস করেন, ইহাই বকারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ ইহাই সমস্ত ভগবৎশব্দের অর্থ। হেয়গুণাদি বিনা উপাদেয় সমস্ত গুণাদি ভগবৎশব্দে বোধ করায়। অতএব হে সত্তম! "ভগবৎ-শব্দ মহাশব্দ" উহা পরম ব্রহ্মেরই বাচক; অন্যের বাচক নহে। পূজ্য পদার্থ যে বিষ্ণু, তাঁহারই বাচ্যতারূপ পরিভাষাবিশিষ্টই ভগবৎ-শব্দ। ভগবৎশব্দ পরব্রহ্ম বিষ্ণুতেই মুখ্যরূপে এবং তদ্গুণাংশযুক্ত দেবতা ও ঋষি প্রভৃতিতে গৌণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥৪৬॥

ভূতভুতসর্গঃ। ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসারিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ॥ তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধসুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ। পরম্পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥ স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপোঽব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ। সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ॥ সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষাৎ শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্। সংদৃশ্যতে বাপ্যথ গম্যতে বা তজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্” ইতি চ॥ ৪৭॥

স বাসুদেবঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রকৃতিশ্চিদচিচ্ছক্তিদ্বারোপাদানং বিকারগুণান্ সত্ত্বাদীন্ দোষাংশ্চ খ্যাতান্ ক্রৌর্য্যাদীন্ ব্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৈঃ শূন্য ইত্যর্থঃ। অতীতসর্ব্বাবরণো মায়াবরণরহিতঃ। অখিলাত্মা সর্ব্বপ্রবর্ত্তকঃ। ভুবনান্তরালে যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং তেনাস্তৃতং ব্যাপ্তম্। তস্য বিকারাতিক্রমিত্বাদয়ো গুণাস্তু তদভিন্না ইত্যাহ। সমস্তেতি। স্বরূপানুবন্ধিগুণগণ ইত্যর্থঃ। ভৃতঃ ধৃতঃ। “বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি তদ্বাক্যাৎ। নিষ্কামানাং ভক্তানাং তন্মাত্রবিষয়েচ্ছয়া গৃহীতো বশীকৃতস্তৈঃ স্বরূপাভেদেনাভিমত উরুরুৎকৃষ্টো দেহো বিগ্রহো যস্য সঃ। অহং ভক্তপরাধীনো, বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যেত্যাদিতদ্বাক্যাৎ। সমস্তেত্যুক্তং স্ফুটয়তি তেজোবলেতি। পরাণাং নিত্যমুক্তানামপি পরঃ। যত্র ক্লেশাদয়ঃ সকলাঃ অংশতোঽপি ন সন্তি। পতঞ্জলিনাপ্যেবমুক্তম্। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ইতি। ব্যষ্টিসমষ্টিরূপঃ তদ্‌বৃত্তিপ্রদত্বাদিনা তদ্রূপঃ। স্ববিমুখানাং অব্যক্তস্বরূপঃ। সর্ব্বেশ্বর ইত্যর্দ্ধং স্ফুটার্থম্। যেনোক্তলক্ষণং ভগবৎস্বরূপং সংজ্ঞায়তে মনসা অনুভূয়তে সংদৃশ্যতে ভক্তিভাবিতেন চক্ষুষানুভূয়তে অথ গম্যতে নিজস্বামিত্বেন প্রাপ্যতে। তচ্ছাস্ত্রেণ নিরূপ্যমাণং জ্ঞানং ততোঽন্যত্তদ্বিপরীতং তদৈক্যানুসন্ধিকরমজ্ঞানমিত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

তিনি সর্ব্বভূতের প্রকৃতি। বিকারগুণ যে সত্ত্বাদি তাহা এবং উহাদের দোষসকল তাঁহাতে নাই। তিনি সর্ব্বাবরণের অতীত ও অখিলের আত্মা। সমস্ত ভুবনে যাহা কিছু আছে, তিনি সেই সকলকেই ব্যাপিয়া আছেন। তিনি সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মক। তাঁহার নিজের শক্তির অংশেই এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি সময়ে সময়ে স্বেচ্ছানুসারে অভিমত দেহসকল ধারণ করিয়া

অত্র হি প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রদো নিরস্তসমস্তদোষ ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদিবিশুদ্ধগুণরাশিশ্চিদচিৎপদার্থানাং স্বেতরেষাং বৃত্তিহেতুত্বাদিনা তদ্রূপস্তেষামুৎপত্ত্যাদিকারী শাস্ত্রীয়জ্ঞানগোচরো ভগবানিতি নিরূপণান্ন নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মেতি বিবুধ্যতে। এবমন্যচ্চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৮ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীতি চকারঃ ক্ষেত্রজ্ঞং সমুচ্চিনোতি। অপিরবধারণে। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ মামেব বিদ্ধি মদধীনবৃত্তিকত্বাদিনা মদাত্মকং জানীহীত্যর্থঃ। এবমেবানুক্তম্—"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম" ইতি। তয়োর্ম্মদধীনবৃত্তিকত্বাদি-

---

স সর্ব্বভূতেত্যাদিবাক্যানাং বর্ত্তুলিতার্থমাহ— অত্র হীত্যাদিনা। অভ্যুদয়েতি স্বর্গাদিভোগমোক্ষদাতেত্যর্থঃ। এবমিতি। অন্যচ্চ বিষ্ণুপুরাণদৃষ্টমদ্বৈতপ্রত্যায়কবাক্যজাতমনেন প্রকারেণ ব্যাখ্যাতব্যং গ্রন্থগৌরবভয়ান্নাত্র লিখিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

অথ শ্রীগীতাবাক্যং স্বমতেন ব্যাখ্যাতি ক্ষেত্রজ্ঞমিত্যাদিনা। এবমিতি অনুক্তমনূদিতম্। এতেন ইতি। মায়াবিনাভূতং যচ্চরাচরং চ তন্নাস্তীতি

থাকেন। তাঁহার সংসারও দেহধারণের ন্যায় লীলামাত্র। তিনি জগতের অশেষ হিতকারী। তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, মহ্যববোধ ও বীর্য্য এই সকল শক্তি প্রভৃতি গুণের একমাত্র আশ্রয়, নিত্যমুক্ত জীবেরও পর, যাঁহাতে কোনরূপ ক্লেশাদি নাই, সেই ঈশ্বর ব্যষ্টিসমষ্টিরূপ। তিনি অব্যক্তস্বরূপ, প্রকটস্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। যদ্দ্বারা সেই নির্দ্দোষ, শুদ্ধ, নির্ম্মল একরূপ পরব্রহ্ম মনে অনুভূত, নয়নে দৃষ্ট ও প্রভুরূপে লব্ধ হন, তাহাই জ্ঞান, অন্য যাহা, তাহা অজ্ঞান ॥৪৭॥

এইস্থলে প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও আত্যন্তিক কল্যাণপ্রদ সমস্তদোষশূন্য, ঐশ্বর্য্যবীর্য্যাদি-বিশুদ্ধগুণরাশি, চিদচিৎ স্বেতরপদার্থসকলের বৃত্তিহেতুত্ব প্রভৃতি দ্বারা তদ্রূপ ও তাহাদিগের উৎপত্তিস্থিত্যাদির কারণ, শাস্ত্রীয়জ্ঞানগোচর ভগবান্ এই প্রকার নিরূপণহেতু, নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম, এই যে মত, তাহা বিরুদ্ধ হয়। এইরূপ অন্যত্রও দ্রষ্টব্য ॥৪৮॥

বিষয়তয়া যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং মম মতমিত্যর্থঃ। এতেনৈব "ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাৎ" ইত্যপি ব্যাখ্যাতম্ ॥৪৯॥

ননু কৈবল্যোপনিষদি শ্রূয়তে—"স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎপরিতুষ্টিমেতি ॥ স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিতবিশ্বলোকে। সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥ পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি

রজ্জুসর্পয়োঃ সর্পাদিসত্তাবৎ সত্তা নাস্তীতি নার্থঃ। কিন্তু মদধীনবৃত্তিকতয়া মদ্ব্যাপ্যতয়া চ মদাত্মকং তদিত্যেবার্থঃ। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপীত্যাদিবাক্যানাং ব্যাখ্যানন্তরং শ্রীগীতাভূষণে দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৯ ॥

অত্র নির্ব্বিশেষচিদেকাদ্বৈতৌ প্রতিপদ্যতে নন্বিত্যাদিনা। স পরমাত্মৈব রাজপুত্রকৈবর্ত্তন্যায়েন মায়য়া স্বাবিদ্যয়া পরিমোহিতাত্মা সন্ সত্ত্বপ্রধানং শরীরমাস্থায়েশ্বরো হিরণ্যগর্ভো ভূত্বা সর্ব্বং জগৎ করোতি। স্ত্রিয়ন্নেতি। স পরমাত্মৈব স্বাবিদ্যয়া ব্যষ্টিজীবঃ সন্ জাগ্রদবস্থঃ স্ত্র্যাদিভোগৈস্তুষ্টিমেতি। স এব স্বপ্নে সুখাদিভোক্তা ভবতি। সুষুপ্তৌ তু সকলেন্দ্রিয়েঽহঙ্কারে চ বিলীনে স এব তমসাভিভূতঃ সন্ সুখী ভবতি — "সুখমহমস্বাপ্সং ন চ কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতিশ্রুতেঃ, স এব জীবঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স্বপিতি

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" এইস্থলে চকারদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ সমুচ্চিত হন। অপি শব্দের অর্থ অবধারণ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই আমাকে জানিবে। উভয়ই মদধীনবৃত্তি. অতএব উভয়কেই মদাত্মক জানিবে। এই নিমিত্তই বলিয়াছেন,—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান সেই আমার সম্মত। তদুভয়ের মদধীনবৃত্তিকত্বাদির বিষয়রূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই আমার অভিপ্রেত। এতদ্দ্বারাই "পরমেশ্বরাতিরিক্ত যাহা কিছু, তাহা নাই," এই বাক্যও ব্যাখ্যাত হইল ॥৪৯॥

কৈবল্যোপনিষদে শ্রুত হয়—"সেই পরমাত্মা মায়াদ্বারা পরিমোহিতাত্মা হইয়া শরীর-ধারণপূর্ব্বক সৃষ্ট্যাদি সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনিই জাগ্রদবস্থাতে স্ত্রী ও অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগদ্বারা পরিতুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। তিনিই স্বপ্নাবস্থায় নিজ মায়াদ্বারা কল্পিত বিশ্বলোকে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনিই

প্রবুদ্ধঃ। পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবস্ততস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্। আধারমানন্দমখণ্ডবোধং যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ। সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং সত্যমেব ত্বমেব তৎ॥ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে। তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে" ॥৫০॥

তৎকর্ম্মফলানি শিবিকারোহণাদীনি পুনঃ পুনর্ভজতীত্যর্থঃ। যঃ পরমাত্মা এবং জীবঃ সন্ পুরত্রয়ে লোকত্রয়েঽবস্থাত্রয়ে চ ক্রীড়তি ততো হিরণ্যগর্ভাদীশ্বরাৎ সকলং চরাচরলক্ষণং বিচিত্রমিদং জগৎ। যদা স্বাবিদ্যয়া ঈশ্বরজীবভাবমাপন্নস্তদাপ্যানন্দাদিরূপং ব্রহ্মৈব সঃ। যস্মিন্নেব পুরত্রয়ং প্রলয়ে স্বসাক্ষাৎকারে চ লয়ং যাতি। এতস্মাদিতি হিরণ্যগর্ভাদীস্বরাৎ পরমাত্মনঃ। শ্রুতির্জিজ্ঞাসুমুপদিশতি। যদিতি। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং স্বরূপম্। বিশ্বস্যায়তনমিতি। রজ্জুসত্তয়া সর্পাদিবদ্‌যৎসত্তয়া সর্ব্বং ভাসত ইত্যর্থঃ। জাগ্রদিতি। যদ্‌যৎ প্রকাশতে যৎসত্তয়া ভাসতে ইত্যর্থঃ॥ ৫০॥

আবার সুষুপ্তিকালে সমস্তবিষয় বিলীন হইলে, তমোঽভিভূত হইয়া সুখী হন। তিনিই জীবরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া জন্মান্তরকর্ম্মযোগহেতু নিদ্রিত হন, অর্থাৎ নিজকৃত কর্ম্মফল পুনর্ব্বার ভোগ করিতে থাকেন। যে পরমাত্মা এইরূপে জীব হইয়া লোকত্রয়ে ও জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে ক্রীড়া করেন, সেই হিরণ্যগর্ভ হইতেই এই চরাচর বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি যখন নিজ মায়াদ্বারা ঈশ্বরভাব ও জীবভাব প্রাপ্ত হন, তখনও তাঁহার আনন্দাদিরূপত্বের ক্ষতি হয় না। তিনি সদাই আধারভূত, আনন্দময় ও অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ থাকেন। প্রলয়ে এই পুরত্রয় তাঁহাতেই লয় পায়। ইঁহা হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহা হইতেই বায়ু, তেজ, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবীর উৎপত্তি। তিনিই পরব্রহ্ম এবং তিনিই সর্ব্বাত্মা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ। তিনিই বিশ্বের আয়তন। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, নিত্য ও সত্য। তুমিই সেই তিনি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি প্রপঞ্চ যাঁহাতে প্রকাশ হয়, সেই ব্রহ্ম আমি, ইহা জানিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥৫০॥

তস্মাদিত্থমত্র ব্যাখ্যেয়ম্— পরেশস্যৈব সতোঽবিদ্যয়ৈব ক্ষেত্রজ্ঞভাবঃ। রজ্জোরিব ভুজঙ্গত্বম্ তন্নিবৃত্ত্যর্থমাপ্ততমস্য ভগবতোঽয়মুপদেশঃ — "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি"ইতি। 'রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গঃ' ইত্যাপ্তোপদেশাদ্ভুজঙ্গভ্রান্তিরিব ক্ষেত্রজ্ঞভ্রান্তিরস্মাদ্বাক্যান্নিবর্ত্তেত ইতি চেন্মন্দমেতৎ, উপদেশাসম্ভবাৎ। তথাহি — অয়মুপদেষ্টা ভগবাংস্তত্ত্বজ্ঞো ন বা? আদ্যেঽদ্বিতীয়জ্ঞানমাত্রং বিজানতস্তস্য নার্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টিরিতি ন তান্ প্রত্যুপদেশঃ সম্ভবতি; অন্ত্যেঽপ্যজ্ঞত্বাদেব নাত্মজ্ঞানোপদেশিত্বম্। নাপি সর্ব্বেশ্বরস্যাবিদ্যাস্তি "স এব মায়া" ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্য শক্যং গদিতুম্—"য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "বেদাহং সমতীতানি" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ৫১ ॥

তস্মাদিতি। অত্র ক্ষেত্রজ্ঞবাক্যে। অবিদ্যয়া ভ্রমাত্মকেনাজ্ঞানেন। ক্ষেত্রজ্ঞভাবো জীবত্বম্। স্ফুটার্থমন্যৎ। তথাহীতি। আদ্যে তত্ত্বজ্ঞ ইতি পক্ষে। অন্ত্যে তত্ত্বজ্ঞো নেতি পক্ষে। নাপীতি। অবিদ্যা বিমোহিকা মায়া। বেদাহমিত্যাদিশব্দাৎ। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ" ইতি ব্রহ্মবাক্যং গ্রাহ্যম্। এবঞ্চ বহুশাস্ত্রবিরোধাৎ স এব মায়াপরিমোহিতাত্মেত্যাদি চোদ্যং দূরোৎসারিতম্। মায়া খলু স্বাশ্রয়ং ন বিমোহয়তি ॥ ৫১ ॥

অতএব এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—তিনি পরমেশ্বর হইলেও অবিদ্যাহেতু তাঁহার জীবভাব হয়। ঐ ভাব রজ্জুর সর্পভাবের ন্যায়। ঐ ভাবের নিবৃত্তির জন্যই আপ্ততম ভগবানের এই উপদেশ যে, "আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞও জানিবে।" কিন্তু "ইহা রজ্জু, সর্প নহে," এই প্রকার আপ্তোপদেশ হইতে সর্পভ্রমের ন্যায় ক্ষেত্রজ্ঞভ্রান্তির নিবৃত্তি হইবে, এই যে মত, তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ, তাহাতে উপদেশেরই অসম্ভাবনা ঘটে। উপদেশকে অসম্ভব বলিবার হেতু আছে। জিজ্ঞাসা করি, যিনি ঐরূপ উপদেশ করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞ কিনা? তিনি যদি তত্ত্বজ্ঞ হন, তবে অবশ্য অদ্বিতীয় জ্ঞানমাত্রই তিনি অবগত আছেন। যিনি দ্বিতীয়ের জ্ঞানরহিত, তাঁহার অর্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টি সম্ভব হয় না, এবং ভেদদৃষ্টিমূলক উপদেশও

অথাধিগতাদ্বৈতস্যাপি ভগবতো বাধিতানুবৃত্তিরূপেয়ং ভেদদৃষ্টিরতো নোপদেশানুপপত্তিরিতি চেন্ন, দৃষ্টান্তবিরোধাৎ মরীচিকাবারিবুদ্ধির্বাধিতানুবৃত্তাপি ন বার্য্যাহরণাদৌ প্রবর্ত্তয়ত্যেবমদ্বৈতজ্ঞানবাধিতা ভেদদৃষ্টিরনুবৃত্তাপি মিথ্যার্থাবধারণান্নান্দ্বোপদেশাদৌ প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ বাধিতানুবৃত্তিরপি ন শক্যা বক্তুম্—বাধকেন তাদৃশাত্মজ্ঞানেনাত্মেতরদ্বৈতজ্ঞানহেতোরজ্ঞানাদের্বিনষ্টত্বাৎ। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু চন্দ্রৈকত্বজ্ঞানেন সত্যতমিস্রাদিদোষস্য দ্বিচন্দ্রজ্ঞান-

---

মরুমরীচিকাদৃষ্টান্তেন সাধিতামুপদেশোপপত্তিং দূষয়ত্যথাধীতি। দৃষ্টান্তেতি বিষমদৃষ্টান্তত্বাদিত্যর্থঃ। মৃগতৃষ্ণা মরীচিকেত্যমরঃ ॥ ৫২ ॥

হেত্বভাবাদ্বাধিতানুবৃত্তির্মন্মতে ন সম্ভবতীত্যাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। তাদৃশেতি কেবলাদ্বৈতবিষয়কেনেত্যর্থঃ। এবং চেত্তর্হি স এব মায়েত্যাদিবাক্যার্থঃ কথং সঙ্গচ্ছতে তত্রাহ তস্মাদিতি। জীবস্য ঈশ্বরায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিতস্তদভেদ

সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়পক্ষে অজ্ঞত্বহেতু তাঁহার আত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্ব অসম্ভব। বিশেষতঃ সর্ব্বেশ্বরে অবিদ্যার যোগ নাই। "স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা" এই শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে কখনই অবিদ্যযুক্তা বলা উচিত হয় না। কারণ, "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শ্রুতিতেই তাঁহার অবিদ্যাযোগ প্রভৃতি নিষেধ করিতেছেন। "বেদাহং সমতীতানি" প্রভৃতি স্মৃতিতেও ঐরূপই বলেন ॥ ৫১ ॥

আবার যদি বল, অদ্বৈতজ্ঞানবান্ শ্রীভগবানের উপদেশ্যরূপে যে ভেদদৃষ্টি ; তাহা বাধিতই আছে, তবে উপদেশের সময় উহার অনুবৃত্তি হয়, অর্থাৎ উহার উপস্থিতি হয়, অতএব উপদেশ অসম্ভব হইতেছে না, এরূপ বলাও সঙ্গত হয় না ; কারণ. বাধিতানুবৃত্তির যে দৃষ্টান্ত, তাহার বিরোধ হয়। মরীচিকাতে জলবুদ্ধি বাধিত হইয়া পরে অনুবৃত্ত হইলেও কোন লোকই মরীচিকাতে জল আনয়নের জন্য কাহাকেও প্রেরণ করেন না। এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানদ্বারা বাধিত ভেদদৃষ্টি অনুবৃত্ত হইলেও ঐ দৃষ্টির মিথ্যার্থজ্ঞানহেতু অদ্বৈতজ্ঞানী অন্যকে অন্ধ উপদেশাদিতে প্রবৃত্ত করেন না ॥৫২॥

হেতোরবিনাশাৎ সা যুক্তা। ইহ ত্বদ্বিতীয়জ্ঞানেন দ্বৈতস্য তজ্-জ্ঞানস্য বিনাশস্য চ বিনাশাৎ কথঞ্চিদপি সা ন সম্ভবেদিতি তুচ্ছমেতৎ। তস্মাত্তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভিরীশ্বরাভেদো জীবস্যে-হোপচর্য্যতে। অতএব জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃপরেশগাঢ়সখ্যাবেশাদস্য জীবস্য বিমুক্তিরিতি, তত্রৈবোচ্যতে "যৎ পরং ব্রহ্ম" ইত্যা-দিনা" ॥ ৫৩ ॥

যত্তু শুদ্ধে চৈতন্যেঽবিদ্যাকল্পিতং বিশ্বং বিদ্যয়া নাশ্যমিত্যে-তচ্চৈতেন নিরস্তং,— কল্পকানিরূপণাচ্চ; ন চাস্য ব্রহ্ম কল্পকং, বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ; নাপি জীবঃ, কল্পনাৎ প্রাক্ তস্যৈবাসিদ্ধেঃ; ন চাবিদ্যা জাড্যাৎ ॥ ৫৪ ॥

ইহ গীতাবাক্যে কৈবল্যোপনিষদি চোপচর্য্যত ইত্যেবার্থঃ। অতএবেতি। ঔপচারিকাদভেদান্মুখ্যাভেদাভাবাদিত্যর্থঃ। অস্য জীবস্য ঈশ্বরমায়াবিমোহিত-স্য সখ্যলক্ষণাৎ তদ্ভজনাদেব মুক্তিস্তত্রৈবোচ্যতে যদিত্যাদিনা। গাঢ়সখ্যে সতি ত্বমহমহং ত্বমিতি ভাবঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫৩ ॥

কেবলাদ্বৈতিনাভিমতং স এবেত্যাদিবাক্যার্থং নিরাকর্ত্তুমাহ যত্ত্বিতি। অদ্বিতীয়ে চৈতন্যে তত্ত্বাজ্ঞানাদ্রাজপুত্রধীবরন্যায়েন তত্র জীবত্বাদি কল্প্যতে

বিশেষতঃ বাধিতানুবৃত্তিই বলা যায় না। কারণ, বাধক যে তাদৃশ কেবলাদ্বৈতবিষয়ক আত্মজ্ঞান তদ্দ্বারা আত্মেতর দ্বৈতজ্ঞানের হেতু যে অজ্ঞানাদি উহাদের বিনাশ হইয়া থাকে। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদিস্থলে চন্দ্রৈকত্বজ্ঞানাদিদ্বারা দ্বিচন্দ্রাদিজ্ঞানের হেতু যে সত্য অন্ধকারাদি-দোষ তাহার অবিনাশহেতু বাধিতানুবৃত্তি যুক্ত হয়। এখানে কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ, এস্থলে অদ্বৈতজ্ঞানদ্বারা দ্বৈত যে বাধিতজ্ঞান তাহার এবং তদ্বিনাশের বিনাশহেতু কোনরূপেই উহা সম্ভব হয় না। অতএব ঐ মত তুচ্ছ। সুতরাং তদায়ত্তবৃত্তি-কত্বাদি দ্বারা জীবের ঈশ্বর হইতে ভেদের অভাব উপচরিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। অতএব জগতের জন্মাদিকর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তাঁহার সহিত প্রগাঢ় সখ্য হইতেই জীবের মুক্তি স্বীকার করিতে হইবে। ঐ স্থলেই "যৎ পরং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ঐ কথা বলিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চ, নেয়ং সত্যা বক্তুং শক্যা, অনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ ভেদোপপত্তেশ্চ; নাপ্যসত্যা, প্রতীতিবিরোধাৎ; ন চ সদসদ্বিলক্ষণত্বাদিষ্টসিদ্ধিঃ, তাদৃশি প্রমাণাভাবাৎ; ন চ "ন সদাসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিরত্র প্রমাণং সদসচ্ছব্দবাচ্যে চিদচিদ্ব্যষ্টী তয়োঃ প্রলয়ে পৃথগবস্থিতির্ন স্যাদচিৎসমষ্টৌ তমঃশব্দবাচ্যায়াং তদানীং বিলীনত্বাদিত্যর্থাভিধানাৎ। তমঃশব্দিতা ত্বচিৎসমষ্টিরিতি সুবালোপনিষদি দৃষ্টং — "ভূতাদির্মহতি বিলীয়তে ব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তে-

---

জ্ঞাতে তু তত্ত্বে তজ্জ্ঞানং নশ্যতি ইত্যেতচ্চৈতেন পরমাত্মনো মায়ামোহকৃতজীবত্বনিরাকরণেন নিরস্তম্। ন চাস্যেতি। বৈশিষ্ট্যাপত্তেঃ স্বকর্ম্মকত্বপ্রসঙ্গাৎ। কল্পনাৎ প্রাগিতি। বিশ্বকল্পকত্বে সতি তৎ পূর্ব্বং জীবো বাচ্যঃ। ন চ কল্পনাৎ পূর্ব্বং সোঽস্তীত্যাত্মাশ্রয়তাপত্তিঃ। ন চাবিদ্যেতি। সমনাশ্চেতনঃ কল্পকো দৃষ্টঃ শুক্তিরজতাদৌ। ন চাবিদ্যাচেতনত্বাৎ ॥ ৫৪ ॥

অথ পরাভিমতামবিদ্যাং নিরাকর্ত্তুমাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। অবিদ্যা চেৎ সত্যা তর্হি তস্যা নিবৃত্তি র্ন স্যাদ্ভেদাগমশ্চ। অসত্যা চেৎ অজ্ঞোঽহমিতি প্রতীতি র্ন স্যাৎ। নন্বস্যাঃ সত্যত্বাসত্যত্বে বিচার্য্যে ন কিন্তু কল্পকত্বমুচ্যতে। তত্ত্বং চানির্ব্বাচ্যত্বাৎ সেৎস্যতীতি চেত্তত্রাহ ন চ সদসদিতি। তাদৃশীতি সদসদ্বিলক্ষণায়ামবিদ্যায়ামিত্যর্থঃ। ন চ সদসদিতি। ঘটাদিঃ সন্ খপুষ্পাদিরসন্ ঘটাদিরেব দেশকালব্যবস্থয়া সদসচ্চেতি ত্রিবিধা বুদ্ধির্বিদুষামভূদেতি নাতোঽন্যা বিধাস্তি যা এষা শ্রুতিপ্রামাণ্যমাসীদেবেতি পুরাপ্যেতদ্দর্শিতং স্মর্ত্তব্যম্। স্বমতে শ্রুতেরর্থমাহ সদসদিতি। উক্তেঽর্থে হেতুত্বেন শ্রুত্যাদিবাক্যমাহ ভূতাদিরিতি। ভূতাদিস্তামসাহঙ্কারঃ। নাহ ইতি

কেহ কেহ বলেন, "এই বিশ্ব অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত; ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। বিদ্যাদ্বারা ঐ অবিদ্যার ও অবিদ্যারচিত বিশ্বের নাশ হয়"। উক্ত মতও এতদ্দ্বারাই নিরস্ত হইল। কারণ অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত বিশ্বের কল্পনার কর্ত্তা নির্দ্ধারণ করা যায় না। ব্রহ্মকে ঐ কল্পনার কর্ত্তা বলিলে, তাঁহাতে বৈশিষ্ট্যাপত্তি ঘটে। জীবকেও কল্পক বলা যায় না, যেহেতু কল্পনার পূর্ব্বে জীবের অস্তিত্বই দেখা যায় না। অবিদ্যাকেও উহার কর্ত্তা বলা যায় না; কারণ অবিদ্যা জড়বস্তু ॥ ৫৪ ॥

হ্ক্ষরং তমসি বিলীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্ পরস্মান্ন সদসৎ” ইতি; স্মৃতিশ্চ “নাহো ন রাত্রির্ন তমো ন ভূমির্নাসীত্ত-মোজ্যোতিরভূচ্চ নান্যৎ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং প্রাধা-নিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ”। ইত্যত্র প্রকৃতিব্রহ্মজীবাঃ প্রলয়ে তিষ্ঠন্তীতি বিস্ফুটম্॥ ৫৫॥

নন্বেতস্যাস্তমঃ শব্দিতাচিৎসমষ্টেঃ সূক্ষ্মায়াঃ “মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ” ইতি মায়াশব্দেনোক্তেরনির্ব্বাচ্যত্বং? নৈবং; তস্যা

শ্রীবৈষ্ণবে। তদা প্রলয়েঽহো রাত্রিশ্চ নাসীৎ সূর্য্যাদেরভাবাৎ তমশ্চ নাসীদ্রাত্রেরভাবাৎ জ্যোতিশ্চ নাসীৎ অহ্নোঽভাবাৎ। অন্যচ্চ নভোভূম্যা-দিকং নাসীৎ। তর্হি কিমাসীত্তত্রাহ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যা শব্দাদিজন্যজ্ঞানে-নানুপলভ্যং প্রাধানিকং প্রধানং স্বার্থে ঠক্ ব্রহ্ম পরেশঃ পুমান্ জীবশ্চেতি ত্রয়মাসীদিত্যর্থঃ॥ ৫৫॥

আরও উক্ত অবিদ্যাকে সত্য বলিলে, সত্যবস্তুর অনিবৃত্তিহেতু মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গ এবং অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ; আর অসত্য বলিলে, “আমি অজ্ঞ” ইত্যাদি প্রতীতির বিরোধ ঘটে। এই নিমিত্ত সত্যও অসত্য হইতে বিলক্ষণ বলিয়াও ইষ্টসিদ্ধি করা যায় না; কারণ সদসদ্বিলক্ষণ বস্তুর অস্তিত্বে প্রমাণ নাই। সদসদ্বাচক শ্রুতিসকলকেও উহার প্রমাণ বলা যায় না; কারণ সদসৎ বলিতে চিৎ ও অচিতের ব্যষ্টিকে বুঝায়। সৎ ও অসতের প্রলয়ে পৃথক্ অবস্থিতি নাই। প্রলয়ে উহারা তমঃশব্দবাচ্য অচিৎসমষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব সদসৎ শব্দের অর্থ তমঃশব্দিত অচিৎসমষ্টিই হইতেছে। সুবালোপনিষদে দেখা যায়—“ভূতাদি মহত্তত্ত্বে বিলীন হয়। মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে লয় পায়। অব্যক্ত অক্ষরে লয় হয়। অক্ষর তমে লীন হয়। তমঃ পরব্রহ্মে একীভূত হয়। পরব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সৎ ও অসৎ কিছুই থাকে না”। স্মৃতিতেও উক্ত হয়—“দিন রাত্রি, তমঃ, ভূমি, অন্ধকার বা আলোক অথবা অন্য কিছুই ছিল না। শব্দাদি জ্ঞান-দ্বারা অনুপলভ্য একমাত্র ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও জীব তৎকালে ছিলেন।” এইস্থলে প্রলয়ে প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্মের স্থিতি পরিষ্কার-ভাবেই উক্ত আছে॥৫৫॥

সদসদ্বিলক্ষণার্থত্বাদর্শনাৎ। ন চ তাদৃশঃ ক্বাপ্যর্থোঽস্তি যদ্বাচিনা তেন ভাব্যং; নাপি সর্ব্বত্র তস্য দম্ভবাচকতয়া নানার্থত্বাৎ। তথাহি পঠন্তি—"মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চ" ইতি, "মায়া স্যাচ্ছাম্বরী-বুদ্ধ্যোঃ" ইতি "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" ইতি চ। তদ্বাচ্যস্য মিথ্যাত্বে বেদাপ্রামাণ্যান্নাস্তিকতাপত্তিরিতি বক্ষ্যামঃ। তস্মান্মায়াশব্দেনাত্র বিচিত্রসর্গকরী পারমেশ্বরী শক্তিরুচ্যতে। সা তু সত্যৈব তস্যাস্তথাভূতত্বং শ্রুতির্দর্শয়তি— "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" ইতি ॥ ৫৬ ॥

নন্থ মায়াশব্দাদিনির্ব্বাচ্যত্বমবিদ্যায়া বিবক্ষিতং সেৎস্যতীতি চেন্নৈবং দুরাশা কার্য্যেতিভাবেনাহ নন্বিত্যাদিনা। মায়াশব্দেনোক্তেরিতি কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়েতি ব্রজেশ্বরীকর্ত্তৃকে বিশ্বরূপদর্শনে মায়াশব্দেন তদ্‌দৃষ্টস্যানির্ব্বাচ্যত্বপ্রত্যয়াদিতি ভাবঃ। তস্যেতি মায়াশব্দস্য। ন চেতি। তাদৃশো যুষ্মদ্বিবক্ষিতঃ সদসদ্বিলক্ষণোঽর্থঃ ন ক্বাপি লোকেঽস্তি যদ্বাচিনা তেন মায়াশব্দেন ভাব্যম্। নন্থ মায়াশব্দস্য ছদ্মবাচিত্বাত্তদর্থপ্রত্যয়াদিতি ভাবস্যানির্ব্বাচ্যত্বং সেৎস্যতীতি চেত্তত্রাহ নাপীতি। সর্ব্বত্র শাস্ত্রে। তস্য মায়াশব্দস্য। নানার্থত্বাৎ দম্ভকৃপাবুদ্ধিজ্ঞানরূপার্থত্বাৎ। মায়েতি বিশ্বঃ, মায়া স্যাদিতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, মায়েতি নির্ঘন্টুঃ। তথাচ ক্বচিদনৃতার্থস্থলেঽস্তু নাম তস্য ছদ্মবাচিত্বং ন তু মায়াং ত্বিত্যাদৌ তাত্ত্বিকস্থলে ইতি ভাবঃ। নন্থ ছদ্মবাচিতায়াশ্চ সত্ত্বাৎ মায়াং ত্বিত্যাদাবপি তেন ছদ্মবাচিনা ভবিতব্যমিতি চেত্তত্রাহ তদ্বাচ্যস্যেতি। বৈদিকমায়াশব্দস্যার্থস্যেত্যর্থঃ। স্বমতে তদর্থমাহ তস্মাদিত্যাদিনা। বিচিত্রস্বর্গকরী আশ্চর্য্যবুদ্ধিহেতুকসৃষ্টিকরী। তদ্ধেতুত্বাদ্রুক্মিণ্যাং মায়োপমত্বমুক্তং শ্রীদশমে তাং দেবমায়ামিব মোহিনীমিতি। হরিবংশে চ রত্যাং তদুক্তম্। নাম্না মায়াবতী নাম মায়েব সুরদর্শনেতি। সা তু সত্যৈবেতি। অজামন্ত্রাদিভিস্তৎসত্যতা বোধ্যা। তথাভূতত্বং বিচিত্রস্বর্গকরীত্বম্। অস্মাদিতি প্রধানাদ্ধেতোঃ ॥ ৫৬ ॥

তমঃশব্দবাচ্যা অচিৎসমষ্টি অতি সূক্ষ্মা। ঐ সূক্ষ্মা-শক্তিকে শাস্ত্রে প্রকৃতি ও মায়া-শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মায়া অনির্ব্বাচ্যা। অতএব ঐ শক্তি অনির্ব্বাচ্যাই হইতেছেন। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ দোষাবহ হইতেছে। কারণ, ঐ অনির্ব্বাচ্যত্বের অর্থ সদসদ্বিলক্ষণ নহে। সদসদ্বিলক্ষণ এমন কোন অর্থেই দেখা যায় না, যে অর্থে

যত্তূক্তমিয়ং পুনর্ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে ইতি, তন্মন্দম্। কীদৃশং খলু জ্ঞানং নিবর্ত্তকম্? ন কেবলং চৈতন্যং? তস্য নিত্যত্বেনাবিদ্যায়া নিত্যনিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ততশ্চ তন্মূলকসংসারোপলম্ভানুপপত্তেঃ সর্ব্বশাস্ত্রানারম্ভপ্রসঙ্গোঽনুভববিরোধশ্চ। নাপি বৃত্তিরূপং, তস্য সত্যত্বে দ্বৈতাপত্তিঃ, মিথ্যাত্বে কথমজ্ঞাননিবর্ত্তকতা। সত্যস্য হি রজ্জ্বাদিজ্ঞানস্য ভুজঙ্গাদিভ্রমোপাদানাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বমুপলব্ধম্। ন চ নিরিন্ধনবহ্নিবৎ তস্য স্বরূপবাধকারণত্বমিতি বাচ্যং,— কারণতানির্ব্বাহিকালসত্ত্বেনাদ্বৈতহানাৎ ॥ ৫৭ ॥

ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানাদবিদ্যা বিনিবর্ত্ততে ন তু ব্রহ্মপ্রপত্তেরিতি যদুক্তং তন্নিরাকর্ত্তুমাহ যত্ত্বিতি। জ্ঞানং পৃচ্ছতি কীদৃশমিতি। কেবলং নির্ব্বিশেষম্। তন্মূলকঃ অবিদ্যাহেতুকঃ। অনুভবেতি। জীবোঽহমজ্ঞোঽহং দৈবাধীনোঽহমিতি সর্ব্বেষামনুভবঃ স ন স্যাদিত্যর্থঃ। নাপীতি। বৃত্তিরূপং ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিজন্যমিত্যর্থঃ। নিবর্ত্তকস্য জ্ঞানস্য মিথ্যাত্বং নেত্যাহ সত্যস্যেতি। রজ্জুজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বে ভুজঙ্গভ্রমস্তস্যাং সদৈব স্যাদিত্যর্থঃ। বৃত্তিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বায় পূর্ব্বপক্ষে দৃষ্টান্তদ্বয়ম্। ন চ নিরিন্ধনেতি। বহ্নির্যথা কাষ্ঠং দগ্ধ্বা স্বয়ং বিনশ্যতি তথা বৃত্তিজ্ঞানং প্রপঞ্চভ্রমং নিবর্ত্ত্য স্বয়মেব বিনশ্যতীত্যর্থঃ। এতন্নিরস্যতি কারণতেতি। বৃত্তিজ্ঞানং তদ্ভ্রমনিবৃত্তিকারণম্। তল্লক্ষণঞ্চ নিয়তপূর্ব্ববৃত্তিত্বম্। ততশ্চ কারণতানির্ব্বাহিকালস্থিত্যাদ্বৈতাসিদ্ধিঃ কালমপি প্রপঞ্চান্তঃপাতিত্বান্নিবর্ত্তয়তীতি চেৎ কারণত্বং তস্য ন নির্ব্বহেৎ। কালান্তরস্বীকারে ত্বনবস্থা স্যাৎ। কিঞ্চ নিরিন্ধনস্য বহ্নের্মহাতেজসি

মায়া শব্দের প্রয়োগ বলা যাইবে। মায়া শব্দের সূক্ষ্ম অর্থে অনির্ব্বাচ্যতাও বলিতে পারা যায় না; যেহেতু মায়া শব্দ যে সর্ব্বত্রই তদর্থবাচক তাহা নহে। মায়া শব্দ দম্ভাদি নানা অর্থের বাচক। মায়া শব্দের অর্থ দম্ভ, কৃপা ও শাম্বরীবুদ্ধি এবং জ্ঞান, অভিধানে পাওয়া যায়। অতএব তদ্বাচ্য মায়াশব্দ, বাচ্য বস্তুমাত্রেই মিথ্যা হইলে, বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি বলা যায়। অতএব এস্থলে মায়া শব্দে বিচিত্রসৃষ্টিকরী পরমেশ্বরী শক্তি উক্ত হইতেছে। ঐ শক্তি সত্য। ঐ সত্যভূত মায়াশক্তির সৃষ্টিকরীত্ব শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয়; যথা, “মায়ী পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন” ॥৫৬॥

এবঞ্চ স্বাপ্নিকস্ত্রীসঙ্গাদিব সত্যস্য সত্যসুখাদিজনকত্বদর্শনাদসত্যেনৈব শাস্ত্রাদিনা সত্যমোক্ষসিদ্ধিরিত্যপি নিরস্তং,— তত্র সত্যস্যৈব জ্ঞানস্য তত্তজ্জনকত্বাৎ। ইতরথা মরীচিকাজলাদিভির্হরিণতৃষ্ণাদিনাশাপত্তিঃ। ননু রেখারোপিতবর্ণোঽর্থস্য শঙ্কাবিষং মরণস্য সাধনং দৃষ্টমিতি চেন্ন,— পদস্যার্থে ইব রেখায়া বর্ণে সঙ্কেতিতত্বেন রেখারোপিতবর্ণস্য সত্যস্যৈবার্থবোধকত্বাৎ, শঙ্কাবিষেঽপি শঙ্কানিমিত্তভীজন্যধাতুব্যাকুলত্বস্য সত্যমরণহেতুত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥

সত্ত্বাদিন্ধনভস্মন্যবিদ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যা তু মায়ানিবৃত্তিরুক্তা। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইতি শ্রীভগবতা ॥ ৫৭ ॥

এবঞ্চেতি। মৃষাভূতস্যার্থস্য সত্যকার্যাজনকত্বে নিরস্তে সতীত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য স্ত্রীসঙ্গশিরশ্ছেদাদ্যনুভবস্য ইত্যর্থঃ। ইতরথেতি। মিথ্যাভূতস্যার্থস্য সত্যার্থজনকত্বে সতি। নন্বিত্যাদিকমগূঢ়ার্থম্ ॥ ৫৮ ॥

এই অবিদ্যার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে নিবৃত্তি হয়, এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইতেছে না। কিরূপ জ্ঞানকে ঐ অবিদ্যার নিবর্ত্তক বলা হইবে? কেবল নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের নিত্যত্বহেতু ব্রহ্মে অবিদ্যা নিবৃত্তির নিত্যত্বপ্রসঙ্গ হয়। অবিদ্যানিবৃত্তি নিত্য হইলে, আর তাঁহাতে অবিদ্যামূলক সংসার উপলব্ধ হইতে পারে না। অতএব তদাপত্তিতে সর্ব্বশাস্ত্রারম্ভ ব্যর্থ এবং সংসারানুভব বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অজ্ঞাননিবর্ত্তক জ্ঞানকে ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণের বৃত্তি হইতে উৎপন্ন বলা যায় না; কারণ, অজ্ঞাননাশক বৃত্তিজন্য জ্ঞানের সত্যত্বে দ্বৈতাপত্তি এবং মিথ্যাত্বে অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা ঘটে। সত্য যে রজ্জ্বাদিজ্ঞান তাহারই সর্পাদিভ্রমের উপাদানস্বরূপ অজ্ঞানের নিবর্ত্তকতা দেখা যায়। এই নিমিত্ত ইন্ধনরহিত বহ্নির ন্যায় ঐ জ্ঞানকে স্বরূপবাধের কারণও বলা যায় না, অর্থাৎ কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া কাষ্ঠরহিত অগ্নি যেমন আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞাননাশক জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করিয়া আপনিও নিবৃত্ত হয়, এরূপ বলা যায় না। কারণ, কারণতার নির্ব্বাহক যে কাল, তৎকালে ঐ কালের স্থিতিহেতু অদ্বৈতের হানি হইতেছে। দৃষ্টান্তেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে ॥৫৭॥

যত্তু সত্যমিত্যাদিষু বাক্যেষু প্রবৃত্তিনিমিত্তানি লক্ষণাঞ্চ বিনা শুদ্ধচিদ্‌ব্রহ্ম প্রতীয়তে শব্দশক্তেরবিচিন্ত্যত্বাদতদ্ব্যাবৃত্ত্যৈবেতি মতং, তদতীবমন্দং,— ভাষ্যকারাদিভিরেবমস্বীকারাৎ ॥৫৯॥

জাত্যাদিস্বীকারে ব্রহ্মণঃ সগুণতা লক্ষণাস্বীকারে শব্দান্তরে বাচ্যতা স্যাত্ততো নির্গুণত্বাবাচ্যত্ববাক্যয়োর্ব্যাকোপাপত্তিরতঃ শব্দশক্তেরবিচিন্ত্যতাং গৌরগোভিন্না ইত্যেবমতদ্ব্যাবৃত্তিং বা শব্দার্থমাশ্রিত্য নির্গুণং সত্যাদিস্বরূপং ব্রহ্ম প্রত্যেতব্যমিতি কেবলচিদদ্বৈতিনঃ প্রাহুস্তন্নিরস্যতি যত্ত্বিত্যাদিনা ভাষ্যেতি। ভাষ্যকারো নাগরাজঃ। স হি জাতি গুণক্রিয়াসংজ্ঞারূপাণি চত্বারি শব্দানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তানি মন্যতে। এবং ভরতোঽপ্যাচার্য্যঃ স্বীকরোতি। জাতিশক্তিং মীমাংসকা বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ মন্যন্তে। যৎ সর্ব্বোপজীব্যান্যদেষাং পদ্ধতিরিত্যেবং স্থিতে কেয়ং নবীনা ব্যুৎপত্তিরচিন্ত্যা শব্দশক্তিরিতি। অতদ্ব্যাবৃত্তিঞ্চ নাস্তিকা উরীচক্রুস্তামাশ্রয়ন্তো নাস্তিকান্তঃপাতিনো বিদিতাঃ ॥ ৫৯ ॥

এইরূপ, স্বাপ্নিক অসত্য স্ত্রীসঙ্গাদি যেমন সত্য সুখের জনক, তদ্রূপ অসত্যশাস্ত্রাদি সত্য মোক্ষের জনক, এই যে মত, তাহাও নিরস্ত হইতেছে। কারণ, মিথ্যাভূত অর্থ কখনই সত্যভূত অর্থের জনক হইতে পারে না। স্বাপ্নিক স্ত্রীসঙ্গকালেও জাগ্রৎস্ত্রীসঙ্গানুভবরূপ সত্য জ্ঞানই সত্য-স্ত্রীসঙ্গসুখের জনক হয়। অন্যথা মরীচিকার জলাদি হইতে হরিণতৃষ্ণাদির নিবৃত্তি হইতে পারিত। সত্য বটে, রেখারোপিত বর্ণ অর্থের এবং শঙ্কাবিষ মরণের কারণ হয়, কিন্তু সেখানেও অসত্যের সত্যার্থজনকতা নহে। পদ যেমন অর্থে সঙ্কেতিত হয়, তদ্রূপ রেখাও বর্ণে সঙ্কেতিত হয়। ঐ রেখাদ্বারা সঙ্কেতিত বর্ণই পরে সত্য অর্থ বোধ করায়। এইরূপ শঙ্কাবিষও শঙ্কানিমিত্ত ভয় উৎপাদন করে। পরে তজ্জন্য ধাতুর ব্যাকুলতাই সত্য মরণের হেতু হয় ॥৫৮॥

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তির নিমিত্ত জাত্যাদি এবং লক্ষণাব্যতিরেকে শব্দশক্তির অচিন্ত্যত্বহেতু তন্ন তন্ন রূপ অতদ্ব্যাবৃত্তিদ্বারা অগোভিন্না গোর প্রতীতির ন্যায় শুদ্ধ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীতি হয়, এই যে মত, তাহা অতিমন্দ ; কারণ নাগরাজ প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ উহা স্বীকার করেন না ॥৫৯॥

প্রমাণাবৃত্তেশ্চ নির্ব্বিশেষং তন্ন শ্রদ্ধেয়ম্, তথাহি—ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তত্রপ্রমাণং, রূপাদ্যভাবাৎ, ন চোপমানং, তৎ সাদৃশ্যাভাবাৎ; নাপি শব্দঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবাৎ; ন চ লক্ষণা, সর্ব্বশব্দাবাচ্যত্বাদিত্যুক্তং প্রাক্; ন ত্বর্থাপত্তিঃ, তদ্বিনানুপপদ্যমানাভাবাৎ; ন চানুপলব্ধির্ভাবরূপত্বেন তদগোচরত্বাদিতি ॥৬০॥

প্রমাণাধীনা খলু প্রমেয়সিদ্ধিঃ। প্রমাণাভাবান্নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমাতুমশক্যমিত্যাহ প্রমাণবৃত্তেরিতি। অর্থসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং 'প্রত্যক্ষং' রূপাদিমদ্‌বস্তুগ্রাহি তচ্চ নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি ন প্রমাণং রূপাদিবিরহাৎ। অনুমিতিকরণমনুমানম্। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ বহ্ন্যাদিজ্ঞানমনুমিতিঃ। তৎকরণং ধূমাদিজ্ঞানম্। অত্র যথা বহ্নিব্যাপ্যো ধূমোবহ্নের্লিঙ্গং ন তথা ব্রহ্মব্যাপ্যং লিঙ্গমস্তি তস্যাবিশেষাৎ। যত্র ধূমস্তত্র বহ্নিরিতি হেতুসাধ্যয়োঃ সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তিস্ততো নানুমানং তত্র প্রমাণম্। উপমিতিকরণমুপমানম্। গোসদৃশঃ গবয় ইতি বাক্যে গবয়শব্দগবয়পিণ্ডয়োঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ। অতিদেশবাক্যস্মৃতিসহকৃতসাদৃশ্যবিশিষ্টপিণ্ডজ্ঞানমুপমানং তৎকরণত্বাৎ। অত্র যথা গবয়ে গোসাদৃশ্যজ্ঞানং ব্রহ্মণি গ্রাহকং ন শক্যং ত্বয়া বক্তুমন্যস্যাভাবাদিতি নোপমানং তৎ প্রমাণম্। নাপি শব্দ ইত্যাদি বাখ্যাতার্থম্। অন্যথানুপপত্ত্যা হ্যর্থাপত্তিঃ প্রসূয়তে পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে ইত্যত্র দিবাভুঞ্জানে রাত্রিভোজনং বিনা পীনত্বস্যানুপপত্তিস্তস্য রাত্রিভোজনে প্রমাণং স্যাৎ এবং ব্রহ্ম বিনা কস্যার্থস্যানুপপত্তির্ব্রহ্মণি প্রমাণং স্যাদিতি ব্রহ্মান্যস্যাভাবান্নার্থাপত্তিস্তত্র প্রমাণম্। জগদস্তীতি তে দৃষ্টং ন সমাগতম্। নাস্তীহ ঘট ইতি ঘটোপলব্ধেরভাবো ঘটাভাবে প্রমাণম্। ব্রহ্মণস্তু ভাবরূপত্বেন নাত্রাভাবঃ প্রমাণমিতি ॥ ৬০ ॥

আবার প্রমাণাভাবহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাইতে পারে না; কারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ যে-ইন্দ্রিয়সকল তাহারা রূপাদিরহিত ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে পারে না। ব্যাপ্যলিঙ্গের অভাবহেতু অনুমানও ব্রহ্মের প্রমাণ হইতে পারে না। প্রবৃত্তির নিমিত্ত জাত্যাদির অভাবহেতু শব্দও ব্রহ্মের প্রমাণ হয় না। আবার যাহা সকল শব্দের অবাচ্য, তাহাতে শব্দের শক্তি যে-লক্ষণা তাহাও যাইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভিন্ন বস্তুন্তরের অভাব

"অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইত্যাদৌ রূপগতেয়ত্তা প্রতিষিদ্ধা, ন তু রূপমাত্রং "প্রকৃতৈতাবত্ত্বাং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" ইতি ন্যায়াৎ॥ ৬১॥

ন চাত্মশব্দাৎ প্রতিপত্তৃস্বরূপং ব্রহ্মেতি বাচ্যম্— তস্য পুরুষাকারবিভুচিৎসুখবস্তুপরত্বাৎ ভেদশ্রুতিভ্যশ্চ॥ ৬২॥

ব্রহ্মণো নির্ব্বিশেষত্বে যদথাত ইত্যাদিবাক্যমুদাহৃতং তৎ প্রমাদাদেব ইতি দর্শয়তি অথাত ইত্যাদিনা। তত্র হেতুমাহ প্রকৃতৈতেতি। অস্যার্থঃ হরিরিব চেতনো জীব ইতি স্থিতম্। ননু চিদাভাস এব জীবঃ স্যান্নতু হরিবচ্চেতনঃ। বৃহদারণ্যকে দ্বে বাবেত্যাদিনা পৃথিব্যাদীনি মাহারজনাদীনি ব্রহ্মণো রূপাণি প্রতিপাদ্য পুনঃ ন রথেত্যাদিনা তস্মাদন্যস্য সর্ব্বস্য প্রতিষেধাৎ জীবস্য তদ্বচ্চেতি। ন ত্বেতদন্যমাত্রস্য নিষেধেন ঘটেত। তস্মাত্তদন্যবিশেষাভাবেন শূন্যং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তে প্রকৃতৈতি। ন খল্বেষা শ্রুতিঃ নির্ব্বিশেষচিদদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রুবতী তদন্যনিখিলং নিষেধতি কিন্তু তত্তদ্রূপবিশিষ্টং তদ্‌ব্রুবতী তস্য প্রকৃতৈস্তৈরূপৈরেতাবত্ত্বং প্রমিতত্বং প্রতিষেধতি ন তু প্রকৃতানি তানি রূপাণীত্যর্থঃ। ততঃ প্রতিষেধানন্তরং তস্য ভূয়ঃ প্রচুরং সত্যনামাদিরূপং ব্রবীতি চ হি যস্মাদিত্যর্থঃ। অথেত্যস্যার্থঃ। অথ মূর্ত্তামূর্ত্তাদিরূপনিরূপণানন্তরং যতো পরিমিতরূপং ব্রহ্মো অতো নেতি নেত্যাদেশঃ। ইতি শব্দস্য সমাপ্ত্যর্থত্বাদিতি পূর্ব্বোক্তং মূর্ত্তাদিলক্ষণং পরিমিতং তস্য রূপং ন কিন্তু নেতি সত্যনামাদিকমপরিমিতং রূপমন্যদস্তি ইত্যুপদেশ ইত্যর্থঃ। বিশেষস্তু ভাষ্যে দৃশ্যঃ॥ ৬১॥

ন চেতি। আত্মেতি ত্বেবোপাসীতেতি বাক্যে প্রতিপত্তুরুপাসকস্য স্বরূপমেব ব্রহ্ম ন তু ততোঽন্যদিতি নার্থঃ। তস্যেতি আত্মশব্দস্য। অততি

হেতু অনুপপদ্যমানের অসম্ভাবনাপ্রযুক্ত অর্থাপত্তিও ব্রহ্মের প্রমাণ হয় না। ভাবরূপ ব্রহ্ম অভাবের অগোচর হওয়ায় তাঁহাতে অনুপলব্ধি প্রমাণও যাইতে পারে না॥৬০॥

রূপরহিত ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্ব প্রমাণ করিবার নিমিত্ত "অথাত আদেশো নেতি নেতি" এই বাক্যও উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করা যায় না; কারণ ঐ বাক্যেও রূপগত ইয়ত্তারই নিষেধ হইয়াছে। রূপমাত্রের নিষেধ হয় নাই, "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" ইত্যাদিসূত্রে উহা প্রদর্শিত হইয়াছে॥৬১॥

ন চ নিষ্ফলো লোকজ্ঞাতো বায়ং ভেদঃ,— "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদৌ ভেদ এব ফলশ্রবণাৎ ; বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকস্য তস্য শাস্ত্রমাত্রগোচরত্বাৎ ॥৬৩॥

কিঞ্চ, "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে" ॥ ইত্যত্র যানি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণেতৃৃণি ষড়্বিধানি লিঙ্গানি স্মর্য্যন্তে, তানি চ তত্রৈব বীক্ষ্যন্তে ॥ ৬৪ ॥

ব্যাপ্নোতি অততি প্রকাশতে অত্যতে গম্যতে মুক্তৈরিতি ব্যুৎপত্ত্যা বিভুচিৎসুখবস্তুপরত্বম্। য এষ সংপ্রসাদ ইত্যাদৌ স উত্তমঃ পুরুষ ইতি শ্রুতেঃ। পুরুষাকারঃ পুরুষোত্তমঃ। আনন্দময়স্যাত্মনঃ পুরুষবিধবচনত্বমিত্যেকে ॥ ৬২ ॥

দ্বা সুপর্ণেত্যাদিভেদশ্রুতিভ্যঃ প্রতিপত্ত্যুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম নেত্যুক্তম্। তস্য ভেদস্য নৈষ্ফল্যাল্লোকে জ্ঞাতত্বাচ্চ ন তত্র শাস্ত্রতাৎপর্য্যমিত্যুক্তং পুরা। অথ স্বোক্তস্য তস্য ভেদস্য নৈষ্ফল্যলোকজ্ঞাতত্বে নিরস্য তত্র শাস্ত্রতাৎপর্য্যং দর্শয়তি ন চেতি। ফলশ্রবণাদিতি। অমৃতলক্ষণস্য শ্রুত্যোক্তত্বাদিত্যর্থঃ। বিরুদ্ধৈরণুত্ববিভুত্বাদিধর্ম্মৈরবচ্ছিন্নৌ তাদৃশধর্ম্মবিশিষ্টৌ জীবেশরূপৌ প্রতিযোগিনৌ যস্য ভেদস্য ইত্যর্থঃ। ন হেতাদৃশো ভেদঃ লোকৈর্জ্ঞাতঃ কিন্তু দেহাদিকৃত এব স তৈর্জ্ঞায়তে ॥ ৬৩ ॥

অথ ষড়্ভির্লিঙ্গৈর্ভেদে তত্তাৎপর্য্যং দর্শয়তি কিঞ্চেতি। উপক্রমেতি বাক্যং বৃহৎসংহিতায়াম্। উপক্রমোপসংহারয়োরৈকরূপ্যমিত্যেকং লিঙ্গম্। আরম্ভে সমাপ্তৌ চ ভেদোক্তিরিত্যর্থঃ। অবিশেষা পুনঃ পুনঃ শ্রুতিরভ্যাসঃ।

আবার 'আত্মা ইতি ত্বেবোপাসীত' এই বাক্যে ব্রহ্ম উপাসকের স্বরূপ, তিনি উপাসক হইতে অন্য নহেন, এরূপ অর্থ ব্যক্ত করা যায় না ; কারণ, আত্মশব্দের ব্যাপক-অর্থ ও প্রকাশ-অর্থদ্বারা বিভুচিৎসুখবস্তুপরত্বই ব্যক্ত হয়। বিশেষতঃ উপাসক ও উপাস্যের ভেদবোধক শ্রুতিও দেখা যায় ॥৬২॥

লোকবিদিত ঐ ভেদ নিষ্ফল, এ কথাও বলা যায় না, কারণ, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদি শ্রুতির ফলশ্রুতিতে ভেদই দেখা যায়। অধিকন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইয়াছে যে-ভেদের প্রতিযোগী, সেই ভেদ লোকগোচর নহে, শাস্ত্রমাত্রগোচর ॥৬৩॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি—"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে" ইত্যাদ্যুপক্রমঃ, "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ" ইত্যুপসংহারঃ; "দ্বা সুপর্ণা"—তয়োরন্যোঽনশ্নন্নন্যঃ" ইত্যভ্যাসঃ; তাদৃশস্য ভেদস্য বেদান্তাদ্বিনা লোকাদপ্রতীতেরপূর্ব্বতা, "বীতশোকঃ" ইতি ফলম্; "অস্য মহিমানমেতি" ইত্যর্থবাদঃ; "অত্ত্যনশ্নন্" ইত্যুপপত্তিরিতি। এবমন্যানি চ "পৃথগাত্মানম্" ইত্যাদীনি তস্যামেব দ্রষ্টব্যানি ॥৬৫॥

মুণ্ডকোপনিষদি চ "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যুপক্রমঃ; "পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যুপসংহারঃ; "তয়োরন্যোন্যমীশম্" ইত্যভ্যাসঃ; "কাল-

---

বেদান্তৈকগম্যত্বমপূর্ব্বতা। ফলং পুমর্থঃ। অর্থবাদঃ প্রশংসা যুক্তিপ্রদর্শনমুপপত্তিঃ ॥ ৬৪ ॥

তথাহীতি। তাদৃশস্যেতি। "অণুত্ববিভুত্বাদিনিত্যধর্ম্মহেতুকস্যেত্যর্থঃ" ॥৬৫॥

আবার উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি, এই যে তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গ, ইহারা ভেদপক্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৬৪॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি যে শ্রুতি কথিত হইয়াছে, উহাতে এক জন্মরহিত জীব মায়াযুক্ত হইয়া অনুশয়ী হন, এই অংশটি উপক্রম। জীব যখন ঈশ্বরকে আপনা হইতে অন্য অর্থাৎ মায়ারহিত দর্শন করেন, তখন শোকবিহীন হইয়া তদীয় মহিমা জ্ঞাত হন, ইহাই 'উপসংহার'। পরমাত্মা হইতে অন্য জীব কর্ম্মফল ভোগ করেন; জীব হইতে অন্য পরমাত্মা ভোগশূন্য হইয়া প্রকাশ পান; এই দুইটি 'অভ্যাসের' স্থল। এই প্রকার জীবাত্মার ও পরমাত্মার ভেদ শাস্ত্রভিন্ন প্রতীত হয় না বলিয়াই 'অপূর্ব্বতা'। তাদৃশ ভেদের দর্শনে শোকশূন্যতাই পুরুষার্থ অর্থাৎ 'ফল'। ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞাত হওয়ার কথাই 'অর্থবাদ'। জীবাত্মা হইতে অন্য পরমাত্মার কর্ম্মফলভোগের নিষেধ যুক্তিদ্বারা দর্শিত হইয়াছে বলিয়া উহাই 'উপপত্তি'। এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গদ্বারা ভেদ স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইয়াছে, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" প্রভৃতি স্থলেও এইরূপই দেখা যাইবে ॥৬৫॥

ত্রয়বোধ্যস্য ভেদস্যান্যতোঽপ্রতিপত্তেঃ" "অপূর্ব্বতা" ; "পুণ্যপাপে-র্ব্বিধূয়" ইত্যাদি ফলম্ ; "অস্য মহিমানমেতি" ইত্যর্থবাদঃ ; "অনশ্নন্" ত্বুপপত্তিশ্চ। এবমন্যাসু চোপনিষৎসু তানি দৃশ্যানি ॥৬৬॥

যস্তু প্রপঞ্চস্যাধ্যস্তত্বান্মিথ্যাত্বং সাধয়তি, তস্য বেদাপ্রামাণ্যা-পত্তিঃ—"যতো বা ইমানি"ইত্যাদেরগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মপরস্য চ বাক্য-জাতস্য তদ্বিষয়তয়া প্রামাণ্যাৎ ; বিষয়াভাবে "এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি" ইত্যাদিবাক্যসামান্যাৎ। ততশ্চ নাস্তিকত্তাপত্তিঃ ॥৬৭॥

অন্যাসু চোপনিষৎসু এতানি লিঙ্গানি সন্তীত্যাহ মুণ্ডকেতি প্রকটার্থম্। অন্যতো লোকতঃ ॥ ৬৬ ॥

অথাধ্যাসবাদিনাং নাস্তিকতাপত্তিং দর্শয়িতুমারভতে যস্ত্বিত্যাদিনা। তদ্বিষয়তয়া প্রপঞ্চবিষয়তয়া। বিষয়স্য প্রপঞ্চস্যাভাবেঽপি মিথ্যাত্বে সতি কূর্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ। এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুষ্পকৃত-শেখরঃ॥ ইতি বাক্যস্য যথা ব্যর্থত্বাদপ্রামাণ্যং তথা যতো বা ইত্যাদের্বেদ-বাক্যস্যেতি ॥ ৬৭ ॥

মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে দুই সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী এইটি "উপক্রম"। পরব্রহ্মের সাম্য লাভ করেন, এইটি "উপসংহার"। তদুভয়ের একটি জীবরূপ পক্ষী, আর অপর ঈশ্বররূপ পক্ষী. প্রভৃতি বাক্যসকল "অভ্যাসের" স্থল। কালত্রয়বোধ্য ভেদের অন্য হইতে অপ্রতিপত্তি হেতু "অপূর্ব্বতা"। 'পুণ্যপাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক' প্রভৃতি বাক্যসকল "ফল" ব্যক্ত করিতেছে। ইঁহার এই মহিমাকে দর্শন করেন, এইটি "অর্থবাদ"। অনশনে থাকিয়া কেবল সাক্ষিরূপে তাহা দর্শন করেন, এইটি "উপপত্তি"। অপরাপর উপনিষদেও এইরূপই দেখা যায় ॥৬৬॥

প্রপঞ্চকে অধ্যস্ত বলিয়া উহার মিথ্যাত্বসাধনে বেদের অপ্রামাণ্যা-পত্তি হয়। "যতো বা ইমানি" প্রভৃতি শ্রুতিতে 'প্রপঞ্চের সত্যত্বই' দর্শিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মপর বেদবাক্যসকল প্রপঞ্চকে আশ্রয় করিয়াই কথিত হইয়াছে। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বস্বীকারে ঐ সকল বাক্য নির্ব্বিষয় হইয়া অপ্রমাণ হয়। নির্ব্বিষয় বাক্য বন্ধ্যা-পুত্রের ন্যায় মিথ্যা হয়, অতএব প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববাদীর নাস্তি-কতাপত্তি ঘটে ॥৬৭॥

ননু ন বয়ং খপুষ্পবত্তস্য মিথ্যাত্বং ব্রূমঃ, ব্যবহারিকসত্তা-স্বীকারাৎ; তেন ন বেদাপ্রামাণ্যং, নাপি নাস্তিকতাপত্তিরিতি-চেন্ন, অনবধানাৎ। তথাহি দ্বিবিধং খলু সত্যং পারমার্থিকম-পারমার্থিকঞ্চ। তত্রান্ত্যং দ্বিবিধং—ব্যবহারিকং, প্রাতীতিকঞ্চ। তদেতৎ সত্যাসত্যচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ ব্রহ্মপ্রপঞ্চশুক্তিরূপ্যেষু বর্ত্ততে। তত্র ব্যবহারিকসত্তাস্য প্রপঞ্চে অঙ্গীকারাৎ ন তদ্বোধি-বেদাপ্রামাণ্যম্। পারমার্থিকসত্যত্বাভাবাৎ তু তস্য মিথ্যাত্বমিতি হি মতম্। তদেতদযুক্তম্, বাধ্যার্থবোধকতয়া বেদাপ্রামাণ্যা-নুদ্ধারাৎ। বাধ্যো হি প্রপঞ্চঃ, যদুক্তম্— "তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থ-সম্যগ্ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি" ইতি ॥ ৬৮ ॥

যুক্ত্যাভাসেন মায়ী পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে নন্বিতি। তস্যেতি প্রপঞ্চস্য। ব্যবহারিকেতি। অর্থাৎ ইতি বোধ্যম্। তেনেতি ব্যবহারিকসত্ত্বাঙ্গীকারেণ প্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্বে তদ্বোধকবেদস্যৈষ বন্ধ্যা ইত্যাদিবাক্যবদপ্রামাণ্যং ন ততো নাস্তিকতাপত্তির্ণেত্যর্থঃ দ্বিবিধং খলু সত্যমিতি মায়িনস্তব মতে-বোধ্যম্। বাধ্যার্থেতি। ভানকালেঽপি বস্তুনোঽসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। তত্র যুক্তবেণীকারিকাং প্রমাণয়তি তত্ত্বমসীতি। তদ্বাক্যার্থাৎ নির্ব্বিশেষচৈতন্য-মেকং বাস্তবমিত্যনুভবোদয়েনেত্যর্থঃ। কার্য্যেণ প্রপঞ্চেন সহ কালত্রয়েঽপ্য-বিদ্যা তাবন্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

আমরা প্রপঞ্চকে আকাশকুসুমের ন্যায় মিথ্যা বলি না। কেন না, উহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিয়া থাকি, অতএব বেদের অপ্রামাণ্যাপত্তি বা আমাদিগেরও নাস্তিকতাপত্তি ঘটিতেছে না, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, তাহাতেও তোমাদের অনবধানতাই প্রকাশ পাইতেছে, দোষের উদ্ধার হইতেছে না। দেখ, তোমাদের মতে সত্য দুই প্রকার যথা,—"পারমার্থিক সত্য" ও "অপারমার্থিক সত্য"। অন্যটি আবার দুই প্রকার যথা—"ব্যবহারিক সত্য" ও "প্রাতীতিক সত্য", ঐ সত্যাসত্যচতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে ব্রহ্ম, প্রপঞ্চ, শুক্তি, ও রজতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অপারমার্থিক বা ব্যবহারিক সত্যত্বই প্রপঞ্চে অঙ্গীকৃত হয়। অতএব ব্যবহারিক সত্য প্রপঞ্চের বোধক বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য হইতেছে না, আবার পারমার্থিক

নাপি সত্যদ্বৈবিধ্যস্বীকৃত্যা বাহ্যেভ্যো বৈলক্ষণ্যম্,—তৈরপি তস্যাঙ্গীকারাৎ; যদুক্তম্—"সত্ত্বন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং—সাংবৃতং, পারমার্থিকম্। সাংবৃতং ব্যবহার্য্যং স্যান্নিবৃত্তৌ পারমার্থিকম্॥ দ্বে সত্ত্বে সমুপাশ্রিত্য বৌদ্ধানাং ধর্ম্মচোদনা। লোকে সাংবৃতং সত্যত্বং সত্যঞ্চ পারমার্থিকম্॥ বিচার্য্যমাণে নাসত্ত্বং সত্ত্বঞ্চাপি প্রতীয়তে। যস্য তৎ সাংবৃতং সত্যং ব্যবহারপদং চ তৎ॥" ইতি। তস্মান্ন ভেভ্যস্তৎ—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" ইত্যাদিস্মরণাচ্চ ॥৬৯॥

যত্তু বৌদ্ধতাপত্তির্লাঞ্ছনাস্তীতি মায়িনা তল্লাঞ্ছননিবৃত্তয়ে সত্ত্বদ্বয়ং স্বীকৃতং তেনাপি ন তল্লাঞ্ছনান্নিস্তার ইত্যাহ নাপীতি। তৈরপি বৌদ্ধৈঃ। তস্য সত্ত্বস্যেতি প্রকটার্থম্। তেভ্যস্তদিতি। বাহ্যেভ্যো মায়িনাং বৈলক্ষণ্যং নেত্যর্থঃ। মায়াবাদমিতি পাদ্মে রুদ্রবাক্যম্। ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণেতি বাক্যশেষঃ নারসিংহে। চৈবং যমবাক্যম্। বিষধরকণভক্ষশঙ্করোক্তির্দ্ধশবদনপঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্মহদপি বিচার্য্য লোকতন্ত্রং ভগবদুপাস্তিমৃতে ন সিদ্ধিরস্তীত্যেতৎ ॥ ৬৯ ॥

সত্যত্বের অভাবহেতু প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বও স্থিরই আছে। ইহাই তোমাদের মত। এই মত কিন্তু অযুক্তই হইতেছে। কারণ বাধিত যে ব্যবহারিক সত্য প্রপঞ্চ, তাহার বোধক যে বেদবাক্য, তাহার অপ্রামাণ্যের উদ্ধার নাই। প্রপঞ্চের বাধ্যত্ব উক্তই আছে, যথা—"তৎ ত্বম্ অসি" প্রভৃতি বাক্যের অর্থ সম্যক্ অবগত হইলে কার্য্যভূত প্রপঞ্চের সহিত কারণভূতা অবিদ্যা বিলুপ্ত হয় ॥৬৮॥

সত্যের দ্বৈবিধ্য স্বীকারে বাহ্য অর্থাৎ বৌদ্ধমত হইতে মায়াবাদের কোন বৈলক্ষণ্যও হইতে পারে না; কারণ, বৌদ্ধেরাও তাহাই স্বীকার করিয়া থাকেন। তৎসম্বন্ধে উক্তি যথা—"সত্য দ্বিবিধ, সাংবৃত ও পারমার্থিক, সাংবৃত শব্দের অর্থ ব্যবহার্য্য। নিবৃত্তিপক্ষেই পারমার্থিক। এই দুই মতকে আশ্রয় করিয়াই বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মচোদনা। সাংবৃত সত্য লৌকিক। পারমার্থিক সত্যের বিচারে সত্যের সত্যরূপেই প্রতীত হয়। যাহার ঐ সত্য আবৃত থাকে, তাহার সম্বন্ধেই সত্যের ব্যবহারিকতা। অতএব বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে

অপি চ সত্ত্বশব্দো। ন নানার্থঃ, সত্ত্বভেদে প্রমাণাভাবাৎ। যদি সত্ত্বশব্দস্য মিথ্যাপরমার্থবাচ্যতয়ার্থভেদঃ স্যাত্তদা সদাকারানুগতপ্রত্যয়ানুপপত্তিঃ,—নানার্থ সৈন্ধবাদিপদে তদদর্শনাৎ। 'মৃষা সদিতি' বদতো ব্যাঘাতাচ্চ। তস্মাৎ সাংবৃতশব্দবন্মৃষার্থকো ব্যবহারিকশব্দো লালাবক্ত্রাসবাদিশব্দবৎ প্রতারণায় প্রযুক্ত ইতি সত্যসামান্যে ব্যবস্থা নোপপন্না ॥৭০॥

স্যাদেতৎ ব্রহ্মসত্তয়ৈব প্রপঞ্চসত্তা, তেন ন বেদাপ্রামাণ্যম্,—তদন্যসত্তাভাবাচ্চ মৃষাত্বোক্তির্ন তু নিঃস্বরূপত্বাৎ। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতিশ্রুতিরপি তদন্যসত্তানিষেধপরা। ন চাতি

অথ সত্ত্বশব্দস্য নানার্থতাং নিরাকরোতি অপি চেত্যাদিনা। সত্ত্বভেদ ইতি। সর্ব্বেষু মতেষু একমেব সত্ত্বং সামান্যনামকং নিত্যত্বে সত্যনেকসমবেতত্বম্। নানার্থেতি। সৈন্ধবো মণিমন্থেঽশ্বে সিন্ধুদেশোদ্ভবে ত্রিষ্বিতি শ্রীধরঃ। স্বজাতীয়েষ্বেব সনামসু সামান্যং গৃহ্যতে ন তু বিজাতীয়েষ্বপি সনামস্বিতি ভাবঃ। স্ফুটার্থং শিষ্টম্ ॥ ৭০ ॥

নিরস্তোঽপি মায়ী নিস্ত্রপঃ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে স্যাদিতি। নত্বিতি। নিঃস্বরূপত্বান্নিরূপাখ্যত্বাদিত্যর্থঃ। ন চাতিপ্রসঙ্গ ইতি। ব্রহ্মসত্তয়া চেৎ প্রপঞ্চঃ সত্ত্বাংস্তর্হি ঘটসত্তয়াপটোঽপি সত্তাবান্ স্যাদিত্যেবমতিপ্রসঙ্গোঽত্র

মায়াবাদীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—"মায়াবাদ অসৎশাস্ত্র, উহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া জানিতে হইবে" ॥ ৬৯ ॥

আরও সত্য শব্দ নানার্থও নহে। সত্যের ভেদে প্রমাণ নাই। যদি সত্য শব্দে মিথ্যার্থ ও সত্যার্থকে বোধ করাইল, তবে উহার অর্থভেদও ঘটিল। এইরূপে অর্থভেদ ঘটিলে সৎ আকারে যে অনুগত প্রত্যয়, তাহার অনুপপত্তি হয়। নানার্থ সৈন্ধবাদি-পদে এক আকারে অনুগত প্রতীতি দেখা যায় না। বিশেষতঃ মিথ্যাকে সত্য বলায় আপন উক্তিরই ব্যাঘাত জন্মে। অতএব সাংবৃত শব্দের ন্যায় মৃষার্থক ব্যবহারিক শব্দ প্রতারণার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব সত্যসামান্যে ব্যবস্থা উপপন্ন হয় না ॥ ৭০ ॥

প্রসঙ্গঃ কনকমুকুটয়োরিব উপাদানোপাদেয়ভাবস্য নিয়ামকত্বাৎ। ইতরথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যত্র সামানাধিকরণ্যোপপত্তয়ে তজ্জলানিতি তজ্জত্বাদনুপপত্তিরিতি। ইদমপ্যপেশলং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ ॥ ৭১ ॥

তথাহি ব্রহ্মসত্তেতি কিং তে বিবক্ষিতম্? কিং ব্রহ্মনিষ্ঠা সত্তা, কিং ব্রহ্মস্বরূপা সা, উত ব্রহ্মাভেদঃ, আহোস্বিদ্ ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাবঃ ॥ ৭২ ॥

ন ভবেদিত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ কনকেতি। যয়োরুপাদানোপাদেয়ভাবো ন তয়োরেবাসঙ্গতিরিতি নাতিপ্রসঙ্গঃ 'ব্রহ্মপ্রপঞ্চয়োস্তদ্ভাবসত্ত্বাৎ ইতরথা তদ্ভাবাভাবে সর্ব্বমিদং ব্রহ্মেতি বাক্যে ব্রহ্মসর্ব্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যমুপপাদয়িতুং সর্ব্বস্য ব্রহ্মায়ত্তত্বাদি যুক্তমনুপপাদিতং স্যাদিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি ইদমপীতি। ক্ষোদশ্চূর্ণনং বিচার ইতি যাবৎ। বিচারাসহত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

প্রতিবাদিনং সিদ্ধান্তী পৃচ্ছতি ব্রহ্মসত্তেতি কিং তে বিবক্ষিতমিতি। চতুর্ভিঃ পক্ষৈঃ ব্রহ্মসত্তয়োঃ ক্ষোদং করোতি কিং ব্রহ্মনিষ্ঠেত্যাদিভিঃ॥ ৭২ ॥

যাহাই হউক, ব্রহ্মের সত্তাতেই প্রপঞ্চের সত্তা, এবং তজ্জন্য বেদের প্রামাণ্য। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সত্তার অভাবহেতু প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব কথন নিঃস্বরূপত্ববশতঃ প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা হয় নাই। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্ম ভিন্ন সত্তার নিষেধ করিতেছেন। ব্রহ্মসত্তায় প্রপঞ্চের সত্তাতে ঘটসত্তায় পটের সত্তার অতিপ্রসঙ্গ হয় না; কারণ কনক ও মুকুটের ন্যায় উপাদানোপাদেয় ভাবই উহার নিয়ামক। যেখানে উপাদানোপাদেয়ভাব নাই সেখানে একের সত্তাতে অন্যের সত্তা ঘটে না। অন্যথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই স্থলে সামানাধিকরণ্যের উপপাদনার্থ যে সকলকে ব্রহ্মজন্য ও ব্রহ্মাধীন প্রভৃতি বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তাহার অসঙ্গতি ঘটে। পূর্ব্বপক্ষীর এই প্রকার যুক্তিও সমীচীন নহে; কারণ, উহাও বিচারসহ হইতেছে না ॥৭১॥

পূর্ব্বপক্ষীর মতে ব্রহ্মসত্তা বলিতে কি বুঝায়? উহার অর্থ কি, ব্রহ্মনিষ্ঠা সত্তা, ব্রহ্মস্বরূপা সত্তা, ব্রহ্মাভেদই সত্তা বা ব্রহ্মাতিরিক্তের অভাবই সত্তা? ॥ ৭২ ॥

আদ্যে, সা পারমার্থিকী বাধ্যা বা? প্রথমেঽপসিদ্ধান্তাপত্তিঃ, অধিষ্ঠানজ্ঞানবোধ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মণ্যস্বীকারাৎ; পারমার্থিক-সত্তোপেতস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মবৎ সত্যত্বঞ্চ। ন চ তৎসত্ত্বেঽপি স্বরূপা-ভাবাদসত্যত্বং, পারমার্থিকসত্ত্বোপেতস্য ধর্ম্মস্য কুত্রাপি তদদর্শনাৎ। সত্ত্বোপেতশ্চেন্ন মৃষা। মৃষা চেন্ন সত্তোপেতঃ। সত্তাসামান্যশূন্যাপি সত্তা সতী দৃষ্টা; সত্তোপেতোঽপ্যসন্ন দৃষ্টচরঃ। কিঞ্চ, সমানানাং ভাবঃ সামান্যং, যৎ সত্তাশব্দেনোচ্যতে। ন চ তন্মৃষাসত্যয়োঃ সম্ভবেৎ; যদুক্তম্ "সত্যত্বং ন চ সামান্যং মৃষার্থপরমার্থয়োঃ। বিরোধান্ন চ বৃক্ষত্বসামান্যং সিংহবৃক্ষয়োঃ" ইতি। ন চেতরঃ, বেদাপ্রামাণ্যানুদ্ধারাৎ। ন হি বাধ্যসত্তা বোধকং প্রমাণম্। কিঞ্চাস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মণোঽসত্যতাপত্তিঃ, বাধ্যসত্তাযোগাৎ।

এবং পক্ষান্ বিরচ্য ক্রমাত্তান্ দূষয়তি আদ্য ইতি। প্রথমে ইতি। ব্রহ্মণি স্থিতা সত্তা পারমার্থিকীতি পক্ষে ইত্যর্থঃ। ন চ তদিতি। প্রপঞ্চে ব্রহ্মসত্তায়াং স্থিতায়ামপি স্বরূপসত্তাবিরহাত্তস্যাসত্যত্বমিত্যর্থঃ। তদদর্শনাদ-সত্যত্বাপ্রত্যয়াদিত্যর্থঃ। ন চেতি। তৎ সামান্যম্। মৃষাসত্ত্বয়োঃ প্রপঞ্চ-

---

ব্রহ্মসত্তা বলিতে যদি ব্রহ্মনিষ্ঠা-সত্তা বলা হয়, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ঐ সত্তা পারমার্থিকী অথবা বাধ্যা? উহাকে পারমার্থিকী বলিলে অপসিদ্ধান্তাপত্তি হয়; কারণ, অধিষ্ঠানজ্ঞান-দ্বারা বোধ্য যে-ধর্ম্ম, তাহা ব্রহ্মে স্বীকৃত হয় না। বিশেষতঃ পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট প্রপঞ্চের ব্রহ্মবৎ সত্যত্ব ঘটে। উহা অর্থাৎ ঐ সামান্য থাকিলেও স্বরূপতঃ উহার অভাবহেতু অসত্যত্বই বলা যাইবে, এরূপ উক্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না; যেহেতু পারমার্থিক সত্তা-বিশিষ্ট ধর্ম্মের কোথায়ও স্বরূপাভাব দৃষ্ট হয় না। যাহা সত্তাবিশিষ্ট, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে উহা অবশ্যই সত্তাবিশিষ্ট নহে। সত্তা-সামান্যশূন্য সত্তার অস্তিত্বই প্রতীত হয়, কিন্তু সত্তাবিশিষ্টের অনস্তিত্ব কখনই প্রতীত হয় না। অধিকন্তু সমানের ভাবরূপ যে সামান্য, যাহাকে সত্তাশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা কখনই মিথ্যা অর্থাৎ প্রপঞ্চের ও সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্ভব হয় না। উক্ত হইয়াছে —"মৃষার্থ ও পরমার্থের সত্যত্ব হয়, কিন্তু সামান্য হয় না।"

বেদান্তাপ্রামাণ্যং চ নির্ব্বিষয়ত্বাৎ। ন চ সত্তাভাবেঽপি সদ্রূপত্বাৎ ব্রহ্মণোঽসত্যতাপত্তিঃ; তদ্বৎ প্রপঞ্চস্যাপি তদনাপত্তেঃ "সদেব সৌম্যেদম্" ইত্যাদিনা তস্যাপি সদ্রূপত্বশ্রবণাৎ। যত্তু দীর্ঘভ্রমজনকত্বাদ্বেদস্য প্রামাণ্যং, তন্মন্দম্, নভো নীলিমচন্দ্রাল্পত্বজ্ঞানজনকস্যাপি তথাত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

নাপি ব্রহ্মস্বরূপেতি দ্বিতীয়ঃ,—অবাধিতসত্তাযোগেন প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বাসিদ্ধেঃ; ন তু তৃতীয়ঃ, বিরুদ্ধয়োস্তয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ। ন চ চতুর্থঃ, সর্ব্বং খল্বিদমিত্যৈকার্থ্যানুপপত্তেঃ; ন হি তদভাবে

ব্রহ্মণোঃ। ন চেতর ইতি। প্রপঞ্চে স্থিতা ব্রহ্মসত্তা বাধ্যেতি প্রথমকল্পস্য দ্বিতীয়ঃ পক্ষোঽপি নেত্যর্থঃ। নির্ব্বিষয়ত্বাদিতি। বেদান্তবেদ্যস্য ব্রহ্মণোঽসত্যতাপত্তিরিত্যর্থঃ। তদনাপত্তেরিতি। অসত্যতাপত্তেরভাবাদিত্যর্থঃ। যত্তু-দীর্ঘেতি। অনাদিকালিকজগদ্ভ্রমজনকত্বাদিত্যর্থঃ। তথাত্বাৎ দীর্ঘভ্রমজনকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

দ্বিতীয়পক্ষং দূষয়তি। নাপীতি স্ফুটম্। ন তু তৃতীয় ইতি। ব্রহ্মসত্তৈব প্রপঞ্চসত্তেত্যস্য তৃতীয়ঃ পক্ষো ব্রহ্মাভিন্নং প্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ স ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ বিরুদ্ধয়োরিতি। চিত্বচিজ্জড়ত্বাভ্যাং বিরুদ্ধ-

---

পরস্পর বিরোধহেতু সিংহ ও বৃক্ষের কখনই বৃক্ষত্বসামান্য সম্ভব হয় না। এই প্রকার দ্বিতীয় পক্ষও সঙ্গত হয় না। কারণ, তাহাতে বেদের অপ্রামাণ্যের উদ্ধার হয় না। বাধ্যসত্তা কখনই বোধক প্রমাণ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এইপক্ষে ব্রহ্মের অসত্যতাপত্তি ঘটে। কারণ, ইহাতে বাধ্যসত্তার সহিত ব্রহ্মের যোগহেতু উক্ত অনিষ্ট ঘটিতেছে। আবার নির্ব্বিষয়তাপ্রযুক্তও বেদের অপ্রামাণ্য হইতেছে। যেরূপ সত্তাভাবেও সদ্রূপত্বহেতু ব্রহ্মের অসত্যত্ব ঘটিতেছে না, তদ্রূপ প্রপঞ্চেরও অসত্যত্ব ঘটিতেছে না; কারণ, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি শ্রুতিতে প্রপঞ্চেরও সদ্রূপত্ব শ্রবণ করা হয়। এইরূপ যেমত, তাহাও উত্তম নহে। দীর্ঘভ্রমজনকত্বহেতু বেদবাক্যের প্রামাণ্য বলাও উচিত হয় না; কারণ, তাহা হইলে নীলিমচন্দ্রাল্পত্বজ্ঞানের জনক যাহা, তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয় ॥ ৭৩ ॥

তদৈকার্থ্যসম্ভবঃ; ন চ যশ্চৌরঃ সঃ স্থাণুরিতিবদ্বাধদশায়াং তদিতি বাচ্যং, বেদাপ্রামাণ্যানিস্তারাদিতি ॥ ৭৪ ॥

অপি চ মায়িনা দৃষ্টিসৃষ্টিঃ স্বীকৃতা। দৃষ্টিসমসময়া সৃষ্টির্ন তু সৃষ্টিসমসময়া দৃষ্টিরিতি। সা চৈষা ক্ষণিকবিজ্ঞানপক্ষং নাতিবর্ত্ততে,—তত্রার্থানামর্থাৎ ক্ষণিকত্বাৎ। ন চাত্রাক্ষণিকং বিজ্ঞানমাত্রমস্তীতি স্বীকারাৎ ততোঽভেদঃ, তত্র প্রমাণাভাবাৎ, দর্শিতং চৈতৎ প্রাক্ ॥ ৭৫ ॥

য়োর্ব্রহ্মপ্রপঞ্চয়োরৈক্যাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ন চ চতুর্থ ইতি। ব্রহ্মাতিরিক্তঃ প্রপঞ্চো নাস্তীতি পক্ষোঽপি ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ঐকার্থ্যং সামানাধিকরণ্যম্। তদিত্যৈকার্থ্যম্ ॥ ৭৪ ॥

প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববাদিনো নাস্তিকত্বং প্রোক্তম্। অথ বৌদ্ধধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাত্তস্য তথাত্বং স্ফুটয়তি অপি চেত্যাদিনা। মায়িনা শঙ্করেণ "বাক্সুধাখ্যেন প্রকরণেন দৃষ্টিঃ সমর্থিতা। তস্যাঃ স্বরূপমাহ দৃষ্টিতি। যদৈব দৃষ্টিস্তদৈব সৃষ্টির্দৃষ্ট্যভাবে সৃষ্ট্যভাব ইত্যর্থঃ। তত্রেতি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে যোগাচারাখ্যেন বুদ্ধশিষ্যেণ প্রতিপাদিতে। ন চাত্রেতি। অত্র চিন্মাত্রাদ্বৈতবাদে শঙ্করাভিমতে। অক্ষণিকং নিত্যম্। তত্রেতি নির্গুণচিন্মাত্রে। প্রাগিতি প্রামাণ্যপ্রবৃত্তেশ্চেত্যাদিপূর্ব্বোক্তগ্রন্থে। তস্মাৎ যোগাচারমতাবলম্বী নির্গুণচিদদ্বৈতীতি ॥ ৭৫ ॥

সত্তার ব্রহ্মস্বরূপত্বরূপ দ্বিতীয় পক্ষও যুক্ত হয় না; কারণ, অবাধিত সত্তার যোগহেতু প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অসিদ্ধ হয়। তৃতীয় পক্ষও সমীচীন হয় না, যেহেতু পরস্পর বিরুদ্ধ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মভেদরূপ প্রপঞ্চের ঐক্য অনুপপন্ন হয়। চতুর্থ পক্ষও স্বীকার করা যায় না, যেহেতু ব্রহ্মব্যতিরিক্তের অভাবকে সত্তা বলিলে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যের একার্থতা অনুপপন্ন হয়। ব্রহ্মব্যতিরিক্তের অভাবের সহিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যই সম্ভব হয় না। "যে চৌর, সে স্থাণু" এই বাক্যের ন্যায় বাধদশাতে সামানাধিকরণ্যও বলা যায় না; কারণ, তাহাতে বেদের অপ্রামাণ্যের নিস্তার হয় না ॥ ৭৪ ॥

আরও মায়াবাদী কর্ত্তৃক দৃষ্টি-সৃষ্টি স্বীকৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টি দৃষ্টিসময়া; দৃষ্টি সৃষ্টিসময়া নহে, অর্থাৎ যখনই দৃষ্টি, তখনই সৃষ্টি,

কিঞ্চ, মায়িমতং শূন্যবাদান্নাতিরিচ্যতে; অবিদ্যাবচ্ছিন্নং জ্ঞানং সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং শূন্যঞ্চ। "সর্ব্বং জ্ঞানমিতি শূন্যম্" ইতি চ ভাবনাপ্রকর্ষাদবিদ্যায়াঃ সংবৃত্তেশ্চ বিনাশে সতি জ্ঞানমাত্রং শূন্যমাত্রঞ্চাবশিষ্যতে। কার্য্যনাশস্য কারণরূপত্বাৎ, সৈব মুক্তিঃ। তস্য তস্য চ পরসামান্যরূপং সত্ত্বং ভাবপ্রতিযোগিকত্বরূপমসত্ত্বম্ অনুকূলবেদ্যত্বরূপং সুখত্বং প্রতিকূলবেদ্যত্বরূপং দুঃখত্বঞ্চ কিঞ্চিদ্বাস্তবং নাস্তি। উভয়ং নির্লেপমজরমমরমসম্বাধং সর্ব্বমানাবেদ্যং স্বয়ংপ্রভাতম্ ॥ ৭৬ ॥

অথ মাধ্যমিকবুদ্ধশিষ্যমতাবলম্বিত্বং নিগু´ণচিদদ্বৈতিনো দর্শয়তি কিঞ্চেত্যাদিনা। অবিদ্যেতি। অবিদ্যাবচ্ছিন্নং জ্ঞানং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞানমিতি ভাবনাপ্রকর্ষেণাবিদ্যায়া বিনাশে জ্ঞানমাত্রমবশিষ্যতে ইতি নিগু´ণচিদদ্বৈতিনো মতং সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং শূন্যং জগৎ সর্ব্বং শূন্যমিতি ভাবনাপ্রকর্ষেণ সংবৃত্তের্বিনাশে শূন্যমাত্রমবশিষ্যতে ইতি মাধ্যমিকস্য মতমিত্যর্থঃ। কার্য্যেতি। কারণরূপত্বাদ্বিজ্ঞানমাত্ররূপত্বাচ্চেত্যর্থঃ। কার্য্যনাশস্যেতি কারণরূপকার্য্যনাশঃ মোক্ষ ইত্যর্থঃ। তস্য তস্য চেতি। বিজ্ঞানমাত্রস্য শূন্যমাত্রস্য চেত্যর্থঃ। পরসামান্যেতি। অনুবৃত্তধীহেতুর্নিত্যমেকমনেকানুগতঞ্চ সামান্যম্। তৎ খলু পরমপরঞ্চেতি দ্বিবিধম্। পরং সত্তা দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিত্বাৎ অপরং দ্রব্যাদিমাত্রবৃত্তিত্বাদিতি। তথাচ দ্রব্যাদেরিব ভাবরূপত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। ভাবেতি। ঘটো যস্য প্রতিযোগী স ঘটাভাবঃ ভাবপ্রতিযোগিকস্তত্ত্বং নাস্তীত্যভাবরূপত্বঞ্চ নেতি সর্ব্বমানাবেদ্যত্বমুক্তং যস্য তুল্যম্। অন্যৎ প্রকটার্থম্ ॥ ৭৬ ॥

যখনই সৃষ্টি তখনই দৃষ্টি নহে। দৃষ্টির অভাবে সৃষ্টির অভাব; সৃষ্টির অভাবে দৃষ্টির অভাব নহে। এই দৃষ্টি-সৃষ্টি ক্ষণিকবিজ্ঞানপক্ষকে অতিক্রম করে না। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে অর্থসকল ক্ষণিক বলিয়াই স্বীকৃত হয়। অদ্বৈতবাদে অক্ষণিক অর্থাৎ নিত্যবিজ্ঞানমাত্র ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ হইতে অদ্বৈতবাদের ভেদ হইতেছে, এরূপও বলা যায় না; কারণ, নিগু´ণ চিন্মাত্র নিত্য বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

নন্ববেদ্যত্বে সত্যপরোক্ষব্যবহারার্হত্বমনন্যাধীনাপরোক্ষত্বং বা ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বম্, তচ্চ ন শূন্যস্যাস্তীতি কথমুভয়োঃ মান্যমিতি চেত্তুচ্ছমেতৎ। অপরোক্ষং হি স্বেনৈব স্ববিষয়কমন্যবিষয়কং বা? নাদ্যঃ, স্ববিষয়কতায়া মায়িনানঙ্গীকারাৎ। অঙ্গীকারে বা চিদ্বিষয়কত্বেঽপি স্বরূপদৃশ্যত্বাপত্ত্যা ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বাপত্তি-র্বিষয়ত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং বৈশিষ্ট্যাপত্তিশ্চ। নেতরঃ, মোক্ষেঽন্যা-ভাবেনান্যবিষয়াপরোক্ষাসম্ভবাৎ। তস্মাচ্ছূন্যসংবৃত্ত্যোঃ পর্য্যায়-তয়ৈব জ্ঞানাবিদ্যয়োঃ স্থিতিরিতি মায়ী মাধ্যমিক এব। বেদান্তা-নামখণ্ডার্থবোধকত্বং সংসর্গাগোচরপ্রমাজনকত্বং স্বীকুর্ব্বতা মায়িনা "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যত্রাসজ্জড়পরিচ্ছিন্নব্যাবৃত্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব তথেতি ব্যাখ্যাতং—যথা গৌরগোব্যাবৃত্তা ইত্যাদিকং শূন্যবাদিনা বৌদ্ধেন ॥ ৭৭ ॥

অথ মাধ্যমিকাৎ স্বস্য বৈলক্ষণ্যমাখ্যাতুং মায়ী প্রবর্ত্ততে নন্বিত্যাদিনা। ন খলু নাসাকর্ণবত্ত্বমাত্রেণ বিপ্রস্যাপ্যন্ত্যজত্বং ত্বয়াপি শক্যং বক্তুমিতি ভাবঃ। পরিহরতি তুচ্ছমেতদিতি। অপরোক্ষং হি স্বেনৈবেতি ব্রহ্মৈব স্বং সাক্ষাৎ-করোতি তদন্যো বা জীব ইত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্। ততশ্চ মায়িমাধ্যমি-কয়োঃ সর্ব্বথা ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যং সিদ্ধমিত্যাহ তস্মাচ্ছূন্যেতি। সাধর্ম্ম্যান্তরমাহ

আর মায়াবাদির মত শূন্যবাদ হইতেও অতিরিক্ত নহে। অবিদ্যা-বচ্ছিন্ন যে-জ্ঞান, তাহা সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন ও শূন্য। সকলই জ্ঞান এবং শূন্য, এইরূপ ভাবনার প্রকর্ষহেতু অবিদ্যা ও সংবৃত্তির বিনাশ হইলে জ্ঞানমাত্র শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। কারণ, কার্যনাশই কারণ-নাশতুল্য। উহাই মুক্তি। বিজ্ঞানমাত্রের ও শূন্যমাত্রের পরাজাতির ন্যায় সত্তা নাই। এবং ঘট যাহার প্রতিযোগী, সেই ঘটাভাব ভাব-প্রতিযোগিক, কিন্তু উক্ত বিজ্ঞানমাত্রের বা শূন্যমাত্রের তাদৃশত্ব অর্থাৎ ভাবপ্রতিযোগিকাভাবরূপত্বও নাই। অনুকূলবেদ্যত্বরূপ সুখত্ব ও প্রতিকূলবেদ্যত্বরূপ দুঃখত্বও উহাদের নাই। অতএব উহাদের সর্ব্ব-প্রামাণ্যাগোচরত্ব সদৃশই হইতেছে। আরও যাহারা বস্তুতঃ নাই এবং যাহারা উভয়েই নির্লিপ্ত, অজর, অমর, সম, বাধ্য, সর্ব্বমানাবেদ্য ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, তাহাদের তুল্যত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য ॥৭৬॥

অপি চ জৈনসখ্যঞ্চ মায়িনো বিলোকিতম্। জৈনঃ খলু জীবাদীন্ ষট্ পদার্থান্ সত্ত্বাসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মযোগিনঃ বর্ণয়তি, (কথঞ্চিৎ সৎ কথঞ্চিদসৎ) কথঞ্চিৎ সদসদিত্যেবমাদিনা সপ্তভঙ্গী-ন্যায়েন। মায়ী চ বিশ্বং সদসদ্ভিন্নম্; ঔপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্ব্ব শব্দাবাচ্যমিত্যাদি। তস্মাচ্ছব্দান্তরেণ স্বছন্দ সমাবৃণ্বন্নয়ং নাস্তিক-বিশেষ এবেত্যস্য বেদাপ্রামাণ্যকারিণঃ স্পর্শাদ্ভেতব্যং বৈদিকৈ-রিতি ॥ ৭৮ ॥

বেদান্তিনামিতি। সংসর্গেতি। সংসর্গঃ গুণসম্বন্ধঃ স যস্যাগোচরঃ বিষয়ো ন ভবতি তাদৃশী নির্ব্বিশেষাবচ্ছিন্নৈকব্রহ্মবিষয়া প্রমা তজ্জনকাঃ সর্ব্বে বেদান্তা ইত্যর্থঃ। যথেতি। গোভিরভিন্নত্বং গোত্বমিতি বৌদ্ধানাং লক্ষণম-তদ্ব্যাবৃত্তিরূপমাহ ॥ ৭৭ ॥

যদি বল, ব্রহ্মের ঐ স্বপ্রকাশত্ব, বেদ্যত্ব, থাকিয়া অপরোক্ষব্যবহার-যোগ্যত্ব বা অনন্যাধীন অপরোক্ষত্ব, এই দুইএর যেটি হউক কোনটি শূন্যের পক্ষে সম্ভব হয় না, অতএব ঐ ধর্ম্মটি উভয়ের পক্ষে কিরূপে স্বীকার করা হইবে, এই যে মায়াবাদিন্! তোমার পূর্ব্বপক্ষ, তাহা তুচ্ছই হইতেছে। কারণ, অপরোক্ষ বলিতে অবশ্য নিজের প্রত্যক্ষের বিষয় বুঝিতে হইবে। যদি তাহাই হইল তবে ঐ প্রত্যক্ষবিষয়তা স্ববিষয়ক অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক বা অন্যবিষয়ক বা তদন্যজীববিষয়ক বলা হইবে? মায়াবাদী কখনই উহার স্ববিষয়কতা স্বীকার করিতে চাহিবেন না। অতএব প্রথম পক্ষ স্বীকার করা যাইবে না। যদিও কোনরূপে উহা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ববিষয়কতা-পদে চিদ্বিষয়কতাই বুঝাইবে। চিদ্বিষয়ক অপরোক্ষে স্বরূপের দৃশ্যতাপত্তি এবং তাহাতে অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য হওয়াতে ব্রহ্মের মিথ্যাত্বাপত্তি ঘটে। বিশেষতঃ বিষয়ত্ব ও অবিষয়ত্ব দ্বারা ব্রহ্মের বৈশিষ্ট্যাপত্তিও হইতেছে। এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, মোক্ষে অন্যের অর্থাৎ জীবের অভাবহেতু তদ্বিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানের অর্থাৎ প্রত্যক্ষের অসদ্ভাব হয়। অতএব শূন্য ও সংবৃত্তি উভয়ের পর্যায়তাদ্বারা জ্ঞানের নিমিত্তই বিদ্যাদ্বয়ের স্থিতি স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং মায়াবাদীর মত মাধ্যমিকের মতের

যত্তু "জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদৌ জ্ঞানমাত্রে ব্রহ্মণি ব্যবহারস্যাধ্যস্তত্বাত্তস্য তদ্ভেদস্য চ বাধ্যত্বমিত্যুক্তং তদসৎ, তাস্মিন্নাস্তি-শব্দবাচ্যং চিজ্জড়াত্মকং কৃৎস্নং পরস্য বিষ্ণোঃ কায়ভূতং তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভিস্তদাত্মকং ব্যপদিশ্যতে। স তু সর্ব্বাত্মাপি সর্ব্ববিলক্ষণঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য জীবস্য জ্ঞানস্বরূপস্যাপি দেবমনুষ্যাদি-

---

এবং মায়িনো বৌদ্ধত্বমাপাদ্য জৈনত্বমাপাদয়তি অপিচেতি। সধ্যং সাধর্ম্ম্যম্। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ। সপ্তভঙ্গীন্যায়োঽয়ং সূত্রভাষ্যাদ্বোধ্যঃ। বিস্তরভয়ান্নাত্র লিখিতঃ। নাস্তিকবিশেষ ইতি। কেনচিদ্ধর্ম্মেণান্যত্বেঽপ্যেষ নাস্তিক এবেতি ভাবঃ। অস্য স্পর্শাদ্ভেতব্যমিতি। যদুক্তম্। "হস্তিনা পীড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্" ইতি ॥ ৭৮ ॥

সহিত এক হইয়া যাইতেছে। আবার মায়াবাদীরা বলেন, বেদান্তসকল অখণ্ডার্থবোধক ও সংসর্গাগোচর-প্রমাজনক। সংসর্গ-শব্দের অর্থ গুণসম্বন্ধ। ঐ গুণসম্বন্ধ যাহার গোচর অর্থাৎ বিষয় হয় না, তাদৃশী প্রমাবলিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়িণী প্রমা বুঝায়। বেদান্তসকল ঐ প্রমাই উৎপাদন করেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিতে অসৎ জড় পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ নহে। ইহাই মায়াবাদীর ব্যাখ্যা। গো যেমন অগো অর্থাৎ গোভিন্ন হইতে ভিন্ন, ব্রহ্মও তদ্রূপ অসৎ জড়াদি হইতে ভিন্ন, ইহাই শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত। অতএব উভয়ের ঐক্য হইতেছে ॥ ৭৭ ॥

আবার মায়াবাদীর সহিত জৈনেরও ঐক্য দেখা যায়। জৈনেরা "সত্ত্বাসত্ত্বাদি" বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত জীবাজীবাদি অষ্ট পদার্থ বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, "কথঞ্চিৎ সৎ কথঞ্চিৎ অসৎ" ইত্যাদি সপ্তভঙ্গী ন্যায়দ্বারা তাদৃশ অষ্টপদার্থ প্রমাণিত হয়। মায়াবাদীও উহাদিগের ন্যায় "সদসদ্ভিন্ন" বিশ্ব, উপনিষদ্ অথচ শব্দাবাচ্য ব্রহ্ম প্রভৃতি স্বীকার করেন। অতএব মায়াবাদীর মত শব্দান্তর দ্বারা আচ্ছাদিত জৈন-মতই। জৈন নাস্তিকবিশেষ, অতএব মায়াবাদীও তাহাই। ইঁহারা বেদের অপ্রামাণ্যই ঘটাইতেছেন। বেদানুগত আস্তিকসকল ইঁহাদিগের স্পর্শকেও ভয় করিবেন ॥ ৭৮ ॥

ভাবপ্রাপ্তৌ তদ্ভোগ্যজড়পরিণতৌ চ স্বরূপাবরককর্ম্মৈব হেতুর্ব্বিষ্ণুপসত্ত্যৈব তস্য কর্ম্মণো বিমুক্তিরিত্যেতস্যৈবার্থস্য নিরূপণাৎ ॥ ৭৯ ॥

তথাহি জ্যোতীংষীতি। ইহ বিষ্ণ্বায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিভিশ্চিদ-চিতোস্তাদ্রূপ্যমভিহিতম্। তাভ্যাং বিষ্ণোর্ব্বৈলক্ষণ্যমাহ—জ্ঞান-স্বরূপ ইতি। যস্মাদসৌ ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপঃ শ্রূয়তে, অতো-ঽশেষমূর্ত্তিঃ পরিণামী প্রপঞ্চাকারো ন তু ভবতি, কিন্তু বস্তু-ভূতোঽপরিণামিচিদ্রূপ ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চস্তু তস্মাদেব নিমিত্তা-দুদ্ভূত ইত্যাহ,—ততো হীতি। ক্লীবত্বমার্ষম্। বিজ্ঞানার্থং জীবার্থং বিজৃম্ভিতানিত্যর্থঃ, 'বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ" ইতি স্মরণাৎ। জীবস্য জ্ঞানরূপস্যাপ্যনাদিভগবদ্বৈমুখ্যকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ সংসারস্তৎসাম্মুখ্যে সত্যসৌ বিলীয়তে স্বরূপঞ্চ স্ফুরতীত্যাহ,—যদা তু শুদ্ধমিতি। যদৈব জ্ঞানমেবাত্মবস্তু স্বাস্মিন্ দেবাদিবৈবিধ্যানুসন্ধিহেতোঃ সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ সত্তীর্থানুগ্রহলব্ধয়া জ্ঞানপূর্ব্বকোপাসনয়া ক্ষয়ে-সতি শুদ্ধং পরিশোধিতং সন্নিজরূপি ভবতি, তদা দেবাদি-

---

অথ প্রকৃতান্ পূর্ব্বপক্ষান্ নিরাকর্ত্তুমাহ যত্ত্বিত্যাদিনা। স ত্বিতি শক্তি-দ্বারা বা বৃত্তিদাতৃত্বেন বা ব্যাপকতয়া বা সর্ব্বরূপোঽপি সর্ব্বাস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। স্বরূপাবরককর্ম্মৈবেতি কর্ম্মাত্রাবিদ্যারূপং বোধ্যম ॥ ৭৯ ॥

"জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে ব্যবহার অধ্যস্ত বলিয়া ব্যবহার ও তদ্ভেদ বাধ্য হইতেছে, এই যে মত, তাহা সঙ্গত নহে। সেই শ্রুতিতে পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরীরভূত নাস্তিশব্দবাচ্য চিজ্জড়াত্মক সকল বস্তুকে যে তদাত্মক বলা হয়, সে কেবল ঐ সকল বস্তুর তদায়ত্তবৃত্তিকত্ব অর্থাৎ তদধীনত্ব প্রযুক্তই জানিতে হইবে। ঐ বিষ্ণু সর্ব্বাত্মা হইয়াও সর্ব্ববিলক্ষণ। ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও জ্ঞানস্বরূপ হইলেও তাঁহার দেবমনুষ্যাদিভাবপ্রাপ্তিতে এবং তদ্ভোগ্যজড়রূপে পরিণতিতে স্বরূপাবরক কর্ম্মই হেতু। আবার বিষ্ণুপসত্তিতে অর্থাৎ তাঁহার শরণাগতিতেই ঐ কর্ম্মের মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে এই বিষয়ই নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

দেহাভিমানিনঃ অন্যাত্মনঃ সঙ্কল্পপূর্ব্বককর্ম্মফলভূতা দেবাদিদেহ-ভোগ্যাঃ শৈলাব্ধিধরাদয়ো বস্তুভেদা ন ভবন্তি, তদ্ধেতোঃ কর্ম্মণঃ প্রণাশাদিত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চাচিদংশস্য প্রতিক্ষণপরিণামিতয়া বিনষ্ট প্রায়ত্বান্নাস্তিশব্দবাচ্যত্বং দর্শিতম্। প্রতিক্ষণমবস্থাভঙ্গস্তত্র নিমিত্ত-মিত্যাহ,—বস্ত্বস্তি কিমিতি। চিদংশঃ খল্বাদিমধ্যাবসানহীনঃ সদৈকরূপস্তস্য ন কদাচিন্নাস্তিবুদ্ধিযোগঃ। অচিদংশস্তু কোঽপি কদাপি তথাত্বতো ন দৃষ্টঃ। ততঃ কিং? তত্রাহ যচ্চেতি। যদন্যথাত্বং পরিণামং মুহুঃ প্রাপ্নোতি, তৎ পুনস্তথা পূর্ব্ববন্ন ভবতি। তত্র পূর্ব্বাবস্থাপরাবস্থাশূন্যে অপরাবস্থাভাজি বস্তুনি তদেবেতি প্রতীত্যভাবাত্তত্ত্বমস্তিশব্দবাচ্যত্বং কুতঃ স্যান্নেত্যর্থঃ। তথৈব প্রতীয়তে ইত্যাহ—মহীতি। পিণ্ডাদিদ্বারা ঘটত্বং মহী প্রাপ্নোতি, ঘটাদ্ভগ্নাৎ কপালিকা, মর্দ্দিতায়াশ্চ তস্যাশ্চূর্ণরজঃ। ততোঽণুরতি সূক্ষ্মশ্চেত্যেবং জনৈরবস্ত্বেব স্বভোগ্যভূতং সতত-পরিণামিজড়মেবালক্ষ্যতে। অত্র পরিণামপরম্পরায়াং সতৈতৈক-রূপমস্তিশব্দবাচ্যং বস্তু জীবেশান্যতরৎ কিমালক্ষ্যতে ত্বং ব্রূহীতি নৈবালক্ষ্য ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ স্বকর্ম্মেতি॥ ৮০ ॥

তথাহীতি সমর্থমর্থং দর্শয়তীত্যর্থঃ। তাদ্রূপ্যং বিষ্ণুরূপত্বম্। তাভ্যাং চিদচিদ্ভ্যাম্ জীবার্থং বিজৃম্ভিতানিতি জীবভোগায় বিরচিতানিত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণং বুদ্ধীন্দ্রিয়েতি শ্রীদশমে। জীবস্যেতি অনাদিকালিকী বিষয়স্পৃহাস্য ভগবদ্বৈমুখ্যং তেন প্রাকৃতাবাসজ্জতি কর্ম্মাণি চ করোতি তৈরূর্দ্ধমধশ্চ ভ্রমতী-

---

"জ্যোতীংষি বিষ্ণুঃ" এই স্থলে নাস্তিশব্দবাচ্য চিজ্জড়াত্মক জগতের বৃত্তি বিষ্ণুর অধীন বলিয়াই জগৎকে তদাত্মক বলা হইয়াছে। ঐ চিৎ ও জড় বস্তু হইতে বিষ্ণুর বৈলক্ষণ্যও স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথা, "জ্ঞানস্বরূপ" ইত্যাদি। জ্ঞানস্বরূপের উক্তিহেতু ঐ অশেষমূর্ত্তি ভগবান্ পরিণামী (অর্থাৎ প্রপঞ্চাকারও) নহেন। কিন্তু তিনি স্বরূপভূত অর্থাৎ অপরিণামী চিদ্রূপই হন। প্রপঞ্চ সেই কারণভূত পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন। "ততো হীতি" এই স্থলে ক্লীবত্ব আর্ষ। বিজ্ঞানার্থ অর্থাৎ জীবের জন্য বিজৃম্ভিত অর্থাৎ প্রকাশিত। "বুদ্ধী-ন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽ-

যস্মাদেবং তস্মাদচিদংশোঽস্তিশব্দবাচ্যো ন ভবতীত্যাহ তস্মা· ন্নেতি। চিদংশস্তু পরিণামাভাবাৎ সদৈকরূপো দেবাদিদেহ-বিলক্ষণোঽপি তদাদিপ্রাপকেন নিজকর্ম্মভেদেন বিভিন্নচিত্তৈ-র্জনৈর্ব্বহুধা দেবমনুষ্যাদিরূপেণানুসংহিত ইত্যাহ,— বিজ্ঞানমেক-মিতি। এতচ্চ ভগবদ্বৈমুখ্যহেতুকেন কর্ম্মণৈব কৃতং, ন তু স্বরূপপ্রযুক্তমিত্যাহ, —জ্ঞানং বিশুদ্ধমিতি। বিশুদ্ধং কর্ম্মরহিতং

তার্থঃ। সত্তীর্থেতি পুণ্যতীর্থনিষেবণলব্ধমহৎকৃপয়েত্যর্থঃ। ন ভবন্তি তদ্ভোগায় নোদয়ন্তে। অচিদংশস্য প্রাকৃতভাগস্য শৈলাব্ধিধরাদেঃ। অচিদংশে নাস্তি-শব্দস্য প্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ প্রতীতি। তৎ পুনস্তথেতি পূর্ব্ববৎ চিদংশবৎ-সদৈকরূপো ন ভবতীত্যর্থঃ। তথৈবেতি নানাবস্থতয়া। তস্যা ইতি কপালিকায়াঃ ॥ ৮০ ॥

কল্পনায় চ” জনসকলের বিষয়ভোগ, জন্ম, পরলোকভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত প্রভু পরমেশ্বর বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে এইরূপ অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়—জীব জ্ঞানরূপ হইলেও তাঁহার অনাদিভগবদ্বৈমুখ্যকৃত কর্ম্মসকলদ্বারা সংসার এবং তৎসাম্মুখ্য হইলে ঐ সংসারের ক্ষয় হয়। সংসারক্ষয়ে জীবের স্বরূপেরও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই বলিলেন, “যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্বং কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তদোষম্। তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ”। যখন সদ্‌গুরুর প্রসাদে জ্ঞানলাভের অনন্তর উপাসনাদ্বারা আপনাতে দেবাদিবিবিধদেহের প্রাপ্তিহেতু কর্ম্মসকলের ক্ষয় হয়, তখন জীব শুদ্ধ অর্থাৎ পরিশুদ্ধ নিজরূপ প্রাপ্ত হন। তখন দেবাদিদেহাভিমানী এই জীবাত্মার কর্ম্মফলভূত দেবাদি-দেহ-ভোগ্য শৈলধরাদি বস্তুভেদ থাকে না; কারণ, তখন ভোগহেতু কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে অচিদংশ প্রতিক্ষণেই পরিণামপ্রাপ্তিবশতঃ এবং তন্নিমিত্ত বিনষ্টপ্রায় বলিয়া উহাকে নাস্তি—নাই শব্দের বাচ্য বলিয়াছেন। প্রতিক্ষণেই অবস্থান্তর প্রাপ্তিহেতু যে উহাকে বিনষ্টপ্রায় বলা হইয়াছে, তাহা ঠিক হইয়াছে অর্থাৎ অবস্থান্তরত্বই যে বিনষ্টপ্রায়ত্বের কারণ ইহাই

বিমলং প্রকৃতিস্পর্শরহিতং বিশোকং তৎকৃতদুঃখরহিতং লোভাদিহেয়গুণরহিতঞ্চ। এবং মদুক্তপ্রকারং সদৈকং সর্ব্বদৈকরসমিতি বিশ্বান্তর্ব্বর্ত্তিনঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য শুদ্ধং স্বরূপং নিরূপিতম্। যস্যোপসত্ত্যা মোক্ষস্তমীশং নিরূপয়তি,—পরম ইতি। পরেশস্তু পরমো নিত্যলক্ষ্মীকঃ, বাসুদেবো বিশুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবী,—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ" ইতি স্মরণাৎ। যতোঽন্যন্নাস্তি শক্তিমতস্তস্মাজ্জগদন্যন্ন ভবতীতি জীবাদ্ভেদঃ ॥৮১॥

যস্মাদিত্যাদিকং প্রকটার্থম্। বিশুদ্ধমিত্যাদিকং জীবস্য নৈজং রূপং বোধ্যম্। জীব ঈশ্বরশ্চ অস্তিশব্দবাচ্যঃ। তত্র জীবস্তদ্বাচ্যো নিরূপিতঃ। অথেশ্বরং নিরূপয়তি যস্যোপসত্ত্যেত্যাদিনা। উপসত্ত্যোপাসনয়া ইতি। জীবাদিতি। নিত্যলক্ষ্মীকত্ববিশুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবিত্বরহিতাৎ জীবাৎ তত্ত্বাদীশ্বরো ভিন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

উক্ত হইতেছে—"বস্ত্বস্তি কিমিতি"। চিদংশেরই আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, উহা সদা একরূপ, উহাকে কখনই 'নাই' বলা যায় না; কিন্তু অচিদংশকে কেহ কখন তথাভূত অর্থাৎ চিদংশের ন্যায় আদিমধ্যান্তবিহীন দেখেন নাই। তাহাতে কি হইল, ইহাই বলিতেছেন—"যচ্চেতি"। যাহা পুনঃ পুনঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, তাহা কখনই পূর্ব্বরূপ থাকে না। যাহার পূর্ব্বাবস্থা বা পরাবস্থা থাকে না, যাহা প্রতিনিয়তই স্বতন্ত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ বস্তুতে 'ইহা সেই বস্তু' এরূপ প্রতীতি হইতে পারে না। অতএব তাহাতে 'আছে' বলা যায় না। এই নিমিত্তই বলিয়াছেন— মৃত্তিকা-পিণ্ডাদিদ্বারা ঘটাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। ঐ ঘট ভগ্ন হইয়া কপালিকা হয়। কপালিকা আবার চূর্ণ হইলে রজোরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে অণুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবের ভোগ্য বস্তুসকল এইরূপে সততই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহারা কখনই একরূপে থাকে না। অতএব উহাদিগকে "অস্তি"—আছে, এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশও করা যায় না। ঐ পরিণামের হেতু, জীবের নিজকর্ম্ম ॥ ৮০ ॥

এই নিমিই অচিদংশ অস্তিশব্দবাচ্য হয় না। চিদংশ কিন্তু পরিণামের অভাবহেতু সদা একরূপ। উহা দেবাদিদেহরূপে নিরূপিত

উপসংহরতি—সদ্ভাব ইতি। এবং নিত্যলক্ষ্মীকতয়াবিশুদ্ধসত্ত্বাবির্ভাবতয়া চিন্ময়তয়া সতো ব্রহ্মণো ভাবো বিভূতিঃ স্বভাবশ্চ তবোক্তঃ। জ্ঞানং চিদংশঃ, অন্যদচিদংশঃ। পূর্ব্বস্য সর্ব্বদৈকরূপেণাস্তিশব্দবাচ্যত্বং সত্যত্বঞ্চ। উত্তরস্য প্রতিক্ষণপরিণামিতয়া বিনাশগর্ভত্বান্নাস্তিশব্দবাচ্যত্বমসত্যত্বঞ্চ তবোক্তম্। নন্বস্যাচিদংশস্যোক্তিঃ কিমর্থা তত্রাহ, এতত্তু যদিতি। তত্রাপি বিষ্ণুতত্ত্বনিরূপণে যদেতদচিদংশভূতং ভুবনাশ্রিতং শৈলাব্ধিধরাদি গদিতং তৎ সম্যক্ পরমার্থতয়া ব্যবহারভূতং, ন তু শুক্তিরজতাদিবন্মৃষাভূতমিত্যর্থঃ। দেবমনুষ্যাদিভাবঃ কর্ম্মণৈবেতি বিশদয়তি যজ্ঞঃ পশুরিতি। অচিদংশস্য সংব্যবহারভূতামাহ,—যচ্চৈতদিতি। কর্ম্মবশ্যো জীবো নানা যোনির্ব্রজতীতি জ্ঞাত্বা বিরক্তঃ সন্নিহ জগতিতৎকুর্য্যাৎ যেন বাসুদেবং বিশতি প্রাপ্নোতি। "পুরং প্রবিশতি" ইত্যত্র পুরপ্রাপ্তিরবগম্যতে। প্রবেশহেতুশ্চ ভক্তিরেব "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (গীঃ ১৮।৫৫) ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ ॥৮২॥

উপসংহরতীতি। সদ্ভাব ইতি— সচ্ছব্দস্য ব্রহ্মাভিধায়িত্বং "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" গীঃ ১৭।২৩) ইতি বাক্যাৎ। ভাবশব্দেনবিভূতিঃ স্বভাবশ্চোচ্যতে। ভাবঃ সত্ত্বেত্যাদি-মেদিনীকরকোষাৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৮২ ॥

হয় না। উঁহার আশ্রয়েই জীবের মোক্ষ উনি পরমেশ্বর। উনি জীব হইতে ভিন্ন হইয়াও দেবাদিদেহপ্রাপক নিজকর্ম্মবশতঃ বিভিন্নচিত্তজনসকল কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে দেবমনুষ্যাদিরূপে দৃষ্ট হন। জীবের উক্ত ভ্রম ভগবদ্বৈমুখ্যহেতু কর্ম্মদ্বারাই ঘটে। উহা স্বরূপপ্রযুক্ত নহে। কারণ, জীবের স্বরূপ কর্ম্মরহিত, প্রকৃতিস্পর্শশূন্য, শোকবর্জ্জিত এবং লোভাদিহেয়গুণাস্পৃষ্ট। এই বিষয়টি "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্" প্রভৃতি শ্লোকে কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বরই একমাত্র শক্তিমান্। তাঁহা হইতে অন্য শক্তিমৎ তত্ত্ব নাই। শক্তিরূপ জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। অতএব জীব হইতে পরমেশ্বরের ভেদ স্পষ্টরূপে সিদ্ধান্তিত হইতেছে ॥ ৮১ ॥

উপসংহার করিতেছেন— "সদ্ভাব" ইত্যাদি। পরমেশ্বর নিত্যলক্ষ্মীযুক্ত বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক-আর্বিভাববিশিষ্ট ও চিন্ময়হেতু তাঁহার ভাব

যত্ত্বিহ বাধায়াং সামানাধিকরণ্যমাশ্রিত্য ব্রহ্মৈক্যং নির্ব্বিশেষং সত্যং ততোঽন্যৎ সর্ব্বমসত্যমিতি কল্পয়ন্তি ন তচ্চতুরস্রং পূর্ব্বাপরবিরোধাদেব বাধাদ্রষ্টুরণিরূপ্যত্বাচ্চ ॥৮৩॥

মায়িনো ব্যাখ্যাং দূষয়তি যত্ত্বিহেত্যাদিনা। অয়মর্থঃ— জ্যোতীংষি বিষ্ণুরিতি বাধায়াং সামানাধিকরণ্যাদেকমেব ব্রহ্ম তত্ত্বমিতি প্রতিজ্ঞায় জ্ঞানস্বরূপো ভগবানিতি তস্মিন্নজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতং জগদধ্যারোপ্য যদা তু শুদ্ধমিতি তদেব দৃঢ়ীকৃত্য বস্ত্বস্তি কিমিত্যাদিভ্যাং প্রতীতিকালেঽপি তস্য মিথ্যাত্বমাপাদ্য তস্মাচ্চ বিজ্ঞানমিতি প্রতিজ্ঞাতং তস্যৈকত্বমুপসংহৃত্য বিজ্ঞানমেকমিতি কর্ম্মৈব ভেদদৃষ্টিমূলমিতি বিশদীকৃত্য জ্ঞানং বিশুদ্ধমিতি ব্রহ্মস্বরূপং সংশোধ্য তদ্ভাব ইতি ব্রহ্মৈব পরমার্থসত্যং তদন্যৎ সর্ব্বং মৃষাভূতং তস্য সত্যত্বং ব্যবহারিকমিতি শাস্ত্রীয়ং রহস্যমত একমেব চিন্মাত্রং ব্রহ্ম অজ্ঞানন্ত্বনির্ব্বাচ্যং তেন শৈলাব্ধিধরাদি জগত্তত্রাধ্যস্তমিতি প্রত্যায়য্য যচ্চৈতদিত্যনেন ব্রহ্মাহমিত্যদ্বৈতভাবনয়োপাধিবিগমে স্বাত্মমূলমেব বাসুদেবং ব্রহ্ম বিশতি ঘটনাশে ঘটাকাশ ইব হঠাকাশমিতি প্রতিপাদয়তি

অর্থাৎ বিভূতি ও স্বভাব উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান শব্দে চিদংশ। তদন্য অচিদংশ চিদংশকে সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া 'অস্তিশব্দবাচ্য' ও 'সত্য' এবং 'অচিদংশকে' প্রতিক্ষণপরিণামী ও বিনাশী বলিয়া 'নাস্তিশব্দবাচ্য' ও 'অসত্য' বলা হইয়াছে। ঐ অচিদংশ স্বীকারের প্রয়োজন দেখাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে—"এতত্তু যৎ" ইত্যাদি। ঐ স্থলেও বিষ্ণুতত্ত্ব নিরূপণ-বিষয়ে যে এই অচিদংশভূত ভুবনাশ্রিত শৈল, সমুদ্র ও ধরা প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ অর্থাৎ পরমার্থের উপযোগী-হেতু ব্যবহারভূত হইতেছে, উহা শুক্তিরজতাদির ন্যায় মিথ্যাভূত নহে। দেবমনুষ্যাদিভাব যে কর্ম্মদ্বারাই হইয়াছে, তাহাই পরিষ্কার করিতেছেন—"বদ্ধঃ পশুঃ" ইত্যাদি। অচিদংশের ব্যবহারভূতত্ব বলিতেছেন—"যচ্চৈতৎ" ইত্যাদি। কর্ম্মবশ্য জীব নানাযোনিতে গমন করেন, ইহা জানিয়া, বিরক্ত হইয়া, এই জগতে সেই কর্ম্ম করিবে, যাহাদ্বারা বাসুদেবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। "পুরং প্রবিশতি" এই স্থলে, পুর-প্রাপ্তির কথা অবগত হওয়া যায়। পুর-প্রবেশের হেতু ভক্তি ॥ ৮২ ॥

তস্মিন্ শাস্ত্রে শ্রীমান্ পরাশরঃ পূর্ব্বমীশজীবপ্রকৃতিকালান্নিত্যানবোচৎ ; তথা হি—"অবিকারায় শুদ্ধায় প্রধানপরমাত্মনে। সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে॥ প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ। ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥ অব্যক্তং কারণং যত্তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ। প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্॥ অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে। অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ" ইতি। ন চৈষাং ভাবনয়ৈব নাশঃ নিত্যত্বব্যাকোপাৎ॥ ৮৪॥

পরাশর ইতি ব্যাচষ্টে কেবলাদ্বৈতী, তন্মন্দম্। তত্র হেতুঃ পূর্ব্বাপরেতি। অত্র হি ত্রিভুবনকোশস্য বিস্তীর্ণং স্বরূপং নিরূপ্য অত্রানিরূপিতং তস্যৈব রূপান্তরং সংক্ষেপান্নিরূপ্যতে। সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং পুনঃ। যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা। পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাব্ধ্যাদিসংযুতা। জ্যোতীংষি বিষ্ণুরিত্যাদেঃ। অত্র বিষ্ণুকায়োদ্ভূতে ব্রহ্মাণ্ডে চিদচিদ্ভূতৌ দ্বাবংশৌ। তত্র চিদংশঃ সদৈকরূপ্যাদস্তিশব্দবাচ্যঃ অচিদংশস্তু পরিণামেন নাশগর্ভত্বাৎ নাস্তিশব্দবাচ্যঃ পরিভাষ্যতে। চিদংশস্যাচিদংশাবেশাৎ সংসৃতির্বিষ্ণ্বাবেশাৎ তু বিমুক্তিরিতি পূর্ব্ববন্নিত্যস্যৈব বিশেষো বর্ণ্যতে নান্যদিতি। এবমেব মৈত্রেয়স্যানুক্তিশ্চ সঙ্গচ্ছতে, "বিষ্ণ্বাধারং যথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্। পরমার্থশ্চ যঃ প্রোক্তো যথা জ্ঞানং প্রধানতঃ" ইতি তস্মান্নাস্ত্যসত্যশব্দাভ্যাং প্রপঞ্চস্য নশ্বরত্বমুক্তং। বস্ত্বস্তি কিমিত্যাদিভ্যাং তথৈব প্রত্যয়ান্নাস্ত্যাদিশব্দাভ্যামুক্তিবৈরাগ্যায়েতি তত্ত্ববিদঃ। বাধেতি। কোঽসৌ নাম দ্রষ্টা জীবশ্চেদ্দৃশিকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিঃ, তস্য বাধ্যত্বেন তাদৃশি কর্ম্মত্বাৎ। ব্রহ্মস্বরূপং চেদ্বৈশিষ্ট্যাপত্তিঃ॥ ৮৩॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽস্মিন্ নির্ব্বিশেষচিদৈক্যকল্পনমতীব মৌঢ্যাদেবাচার্য্যহৃদয়বিরোধাদিতি ভাবেন প্রকরণং রচয়তি তস্মিন্নিত্যাদিনা। অবিকারায়েত্যাদীনি প্রথমাংশবচাংসি। প্রধানমিতি। পুরুষং ক্ষেত্রজ্ঞম্। ব্যয়াব্যয়ৌ

এই স্থলে যে বাধাতে সামানাধিকরণ্য আশ্রয় করিয়া জীবব্রহ্মের ঐক্য নির্ব্বিশেষ ও সত্যস্বরূপ এবং তাহা হইতে অন্যসকলই অসত্য এই প্রকার কল্পনা করা হয়, ঐ কল্পনা সঙ্গত হয় না; কারণ, উক্ত কল্পনাতে পূর্ব্বাপর বিরোধহেতু বাধাদ্রষ্টার অনিরূপত্ব ঘটে॥ ৮৩॥

ভেদশ্চৈষামিহ সন্তাম্যতে—"প্রধানপুরুষব্যক্তকালানাং পরমং হি যৎ। পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ বিষ্ণুস্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র। তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে রূপেণ যত্তদ্দ্বিজকালসংজ্ঞম্॥ ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ। সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মন পরে॥ স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম পরমাত্মা স চেশ্বরঃ। স বিষ্ণুঃ সর্ব্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ॥ প্রকৃতির্য্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী। পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতে লীয়তে পরমাত্মনি" ইত্যাদিভিঃ॥ ৮৫॥

সপরিণামাপরিণারিত্যর্থঃ। পরিণামাবিরহান্নিত্যো জীবঃ। অনাদিরিতি আদ্যন্তবিরহান্নিত্যঃ কালঃ॥ ৮৪॥

প্রধানেতি। পরমং শ্রেষ্ঠং তেভ্যোঽত্যন্তভিন্নমিত্যর্থঃ বিষ্ণোরিতি। ইহান্য শব্দৌ ভেদার্থকৌ ব্যক্তমুক্তৌ। ন সন্তীতি। বস্তুভূতা নামজাতিলীলা যত্র ন সন্তীতি ভাবঃ। আত্মনঃ জীবাৎ। পরে ভিন্নে। এষু প্রধানেত্যাদিদ্বয়ং প্রথমেঽংশে ন সন্তীত্যাদিত্রয়ং তু ষষ্ঠেঽংশে বোধ্যম্॥ ৮৫॥

সেই শাস্ত্রে শ্রীমান্ পরাশর ঋষি প্রথমতঃ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল, এই চারিটি তত্ত্বকে নিত্য বলিয়াছেন, যথা—"অবিকার, শুদ্ধ, সদা একরূপ, সর্ব্বজয়ী, পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার। সেই শ্রীহরি সৃষ্টিসময়ে স্বেচ্ছাক্রমে প্রধান ও পুরুষে প্রবেশপূর্ব্বক তদুভয়কেই ক্ষোভিত করেন, ঋষিসত্তমসকল ঐ প্রধানকে অব্যক্ত কারণ বলিয়া থাকেন। ঐ প্রধানই সূক্ষ্মা প্রকৃতি; উহা নিত্য ও সদসদাত্মক। হে দ্বিজ, ঐ 'কালে'র অন্ত নাই। তাহা হইতেই এই সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। ইহাদের ভাবনাদ্বারা নাশ বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে নিত্যত্বের ব্যাকোপ হয়॥৮৪॥

প্রকৃতি-জীবাদির ভেদও এই স্থলেই বলিয়াছেন, যথা, যাঁহা প্রধান পুরুষ ও কালাদির পরম, তাঁহাকেই জ্ঞানীসকল দর্শন করিয়া থাকেন। উহাই বিষ্ণুর পরমপদ। প্রধান ও পুরুষ, এই দুইটি বিষ্ণুর বিভিন্নরূপ। তিনিই এই দুইটিকে ধরিয়া আছেন। তিনি যদ্দ্বারা এই দুইটিকে পৃথক্ ধরিয়া আছেন, তাহার নাম 'কাল'। সেই

এতেনৈব পরত্র ভরতরহূগণসংবাদো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র হি ব্রহ্মজীবয়োরভেদোঽপরমার্থঃ শুদ্ধব্রহ্মানুভবস্তু পরমার্থঃ স্ফুট-মুক্তঃ ॥ ৮৬ ॥

অথ দ্বিতীয়াংশস্থং 'ভরতরহূগণসংবাদং' সংগময়তি এতেনৈবেতি। নাস্ত্যসত্যশব্দাভ্যাং পরিণামিনঃ প্রতিপাদনেনেশ্বরাদীনাং চতুর্ণাং নিত্যত্ব-প্রতিপাদনেন শাস্ত্রেঽস্মিংস্তেষাং ভেদাভ্যাসেন চেত্যর্থঃ। ব্যাখ্যাত ইতি। ভেদপরতয়া পরেশভক্তিপরতয়া চ নীত ইত্যর্থঃ। এতদেবাহ তত্র হীত্যাদিনা। পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীষ্যতে। মিথ্যৈতদন্যদ্দ্রব্যং হি নৈত্যন্য-দ্রব্যতাং যত ইতি তত্রৈব ভরতোক্তিঃ। এতদুক্তং ভবতি যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বেত্যাদিরহূগণেন রাজ্ঞা পৃষ্টো ভরতঃ অহমর্থোঽপ্যাত্মা স্বাতন্ত্র্যাভিমানং নোপৈতীত্যুপদিশতি। অথ শ্রেয়স্তেন পৃষ্টো ধনপুত্রাদীনি পরাত্মৈক্যপর্য্যন্তানি শ্রেয়াংস্যভিধায় তেষামপরমার্থত্বমুপপাদ্য শুদ্ধব্রহ্মানুভবস্য পারমার্থ্যমাহ। তস্মাৎ শ্রেয়াংস্যশেষাণি নৃপৈতানি ন সংশয়ঃ। পরমার্থস্তু ভূপাল সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং মম। একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ। পরো জ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ। ন যোগ-বান্ ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোক্ষ্যতি। তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ। বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ। বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ। অভেদব্যাদপিনো বায়োস্তথাসৌ পরমাত্মনঃ। একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিজঃ। দেবাদিভেদমধ্যাস্তে নাস্ত্যেবাবরণো হি স ইতি। এষামর্থঃ একঃ স্বতন্ত্রঃ ব্যাপী বহিরন্তশ্চ ব্যাপকঃ আত্মা চিৎ-সুখবপুঃ জীবজ্ঞানাদপি পরং যৎ জ্ঞানং তন্ময়ঃ অসদ্ভির্নামাদিভির্নৈত্যুক্তেঃ সদ্ভিস্তৈঃ স্বরূপসিদ্ধেঃ ত্রৈকালিকযোগবানিত্যর্থঃ। তস্যেদৃশস্যাত্মপরদেহেষু স্বপরনেত্রেষু রবেরিব পৃথক্ পৃথক্ সতোঽপ্যেকময়মৈক্যপ্রধানং যদ্বিজ্ঞান-মনুভূতিরসাবেব পরমার্থঃ। যে তু দ্বৈতিনস্তত্র দেহোপাধিদৃষ্ট্যা তস্যাপি

সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে নামজাত্যাদি কল্পনা নাই। তিনি সত্তামাত্রাত্মক জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞেয়স্বরূপ এবং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম, তিনিই পরমাত্মা ও ঈশ্বর। সেই বিষ্ণুই এই সমস্ত। যতিসকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরাবৃত্ত হন না। আমি যে ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি ও পুরুষের কথা বলিয়াছি, তাঁহারাও ঐ পরমাত্মা বিষ্ণুতেই লয় পাইয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

যস্ত্বৃভুনিদাঘসংবাদস্তেন স্বোক্তার্থপোষায়োদাহৃতঃ, সোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। তত্র হি ক্ষুধাদিশূন্যং জীবস্য শুদ্ধং স্বরূপং তস্য ব্যাপীশতন্ত্রত্বং তত্ত্বন্তু নিবাসগত্যাগত্যাদিভিশ্চেতি ব্যাকাদ্বৈতমেবং নিরূপ্যতে ন ত্বন্যৎ। উপসংহারেঽপ্যৈক্যমেবানয়োঃ। বিষ্ণৌ নানাত্বদৃষ্টের্নিষেধস্তত্রাধিকঃ॥ ৮৭॥

দেহভেদং মন্যন্তে তে অতত্ত্বদর্শিনঃ। তস্যাভেদং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি বেণ্বিতি। **সর্ব্বেষু** বেণুরন্ধ্রেষু নিঃসরতো বায়োর্যথৈকত্বং তথা তস্য মহাত্মনস্তত্ত্বমিত্যনুষঙ্গঃ। রূপভেদো দেবমনুষ্যাদিদেহবিশেষস্তু বাহ্যস্যৈব বহির্মুখস্য জীবস্য কর্ম্মপ্রবৃত্তিতো জাতঃ সঃ পরমাত্মা তু দেবাদিভেদমন্তর্য্যামিত্বেনাধিষ্ঠায়াস্তে তত্তদুপাধিলেপাভাবান্নাস্ত্যেবাবরণ ইত্যর্থঃ। ইহ স্বতন্ত্রো ব্যাপী চিৎসুখবপুরীশ্বরঃ জীবস্তু তত্তদ্ব্যাপ্যঃ শুদ্ধস্যেশস্যানুভবস্তু জীবস্য পরমার্থ ইতি নিষ্কর্ষঃ॥ ৮৬॥

ঋভুনিদাঘসংবাদে কেবলাদ্বৈতশঙ্কাং পরিহরন্নাহ যস্ত্বিতি। ইত্যুক্তে মৌনিনং ভূয়শ্চিন্তয়ানং মহীপতিম্। প্রত্যুবাচাথ বিপ্রোঽসাবদ্বৈতান্তর্গতাং কথাম্। ঋভুর্নামাভবৎ পুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। তস্য শিষ্যো নিদাঘোঽভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা। প্রাদাদশেষবিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়ামুদা। অবাপ্ততত্ত্বজ্ঞানস্য ন তস্যাদ্বৈতবাসনাম্। স ঋভুস্তর্কয়ামাস নিদাঘস্য নরেশ্বরেতি। জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতো গুণতশ্চ জ্ঞানমপ্যস্তি কিন্তু ঈশ্বরব্যাপ্যত্বাদিনা জীবেশ্বরানতিরেকমসৌ ন বেদেত্যদ্বৈতবাসনামেনাং ন তু কথয়ামাসেত্যর্থঃ। অথ দিব্যাব্দসহস্রান্তে স্বগৃহাগতং তমৃভুংভোজয়িত্বা তৃপ্ত্যাদি নিবাসাদি চ নিদাঘঃ পৃচ্ছতি। অপিতে পরমা পুষ্টিরুৎপন্না তুষ্টিরেব বা। অপি তে মানসং স্বাস্থ্যমাহারেণ কৃতংদ্বিজ। ক্ব নিবাসো ভবান্ বিপ্র ক্ব চাগন্তুংসমুদ্যতঃ। আগম্যতে চ ভবতা যতস্তচ্চদ্বিজোচ্যতামিতি ঋভুস্তু ক্ষুধাদিকং প্রাণানামেব ন ত্বাত্মনো ধর্ম্মঃ স তু স্বতস্তৃপ্ত ইতি শুদ্ধজীবনিরূপণেন তৃপ্ত্যাদিপ্রশ্নান্নিরাচষ্টে। ক্ষুদ্যস্য তস্য ভুক্তেঽন্নে তৃপ্তির্ব্রাহ্মণ জায়তে। ন মে ক্ষুদস্তি মত্তৃপ্তিং কস্মাদ্ ব্রাহ্মণ পৃচ্ছসি ইত্যাদিভিঃ। অথ নিবাসপ্রশ্নাংশ্চ নিরস্যতি। ক্ব নিবাসস্তবেত্যুক্তং তদ্গন্তাসি চ যত্ত্বয়া। কুতশ্চাগম্যতে তত্র তৃতীয়েঽপি নিবোধ মে। আত্মা সর্ব্বগতো ব্যাপী চাকাশবদয়ং যতঃ। কুতঃ কুত্র ক্ব। গন্তা-

---

এতদ্দ্বারাই পরত্র রহূগণসংবাদও ব্যাখ্যাত হইল। ঐ স্থলে জীবব্রহ্মের অভেদ অপরমার্থ এবং শুদ্ধব্রহ্মানুভব পরমার্থ ইহা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন॥ ৮৬॥

এবমুত্তরকেশিধ্বজখাণ্ডিক্যসংবাদেঽপ্যাত্মভাবাদিশব্দাম্নির্গুণ-চিদৈক্যাশা ন কার্য্যা, — তত্র ধ্যেয়ধ্যাতৃভাবেন ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবেন চ তস্য স্ফুটত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥

সীত্যেতদস্যার্থবৎ কথম্। সোঽয়ং ন ক্ব গন্তা বৈ নৈকদেশনিকেতনঃ। ন চান্যে তু ন চ ত্বঞ্চ নান্যেঽন্যেনাহমপ্যহমিতি। আত্মা চিৎসুখবপুর্বাসুদেবঃ সর্ব্বগতো ব্যাপীত্যন্তর্ব্বহিশ্চ ব্যাপ্য স্থিতঃ আকাশবদিতি তথাপি ব্যাপ্য-সংসর্গজো দোষস্তস্য ন ভবতি। তথা চ পরতন্ত্রস্য ব্যাপ্যস্য পরেশানতিরেকাৎ কুতঃ কুত্র ক্ব গন্তাসীতি মতুদ্দেশকঃ পৃথক্ প্রশ্নোঽনর্থক ইতি। এতদ্বিবৃ-ণোতি সোঽহমিতি। তদ্ব্যাপ্যত্বাৎ স এবাহং তদতিরিক্তো নাহমিত্যর্থঃ। নত্বেকোঽহমেতাদৃশঃ কিন্ত্বন্যে চ সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ। ননু মম চান্যেষাঞ্চ তত্র চ কর্ম্মসু স্বাতন্ত্র্যাতদভিমানয়োঃ প্রতীতেঃ কথং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমুচ্যতে তত্রাহ ন চ ত্বমিতি। যস্ত্বং তেষু স্বতন্ত্রঃ প্রতীয়সে স ত্বং তথা ন ভবসি যে চান্যে স্বতন্ত্রাঃ প্রতীয়ন্তে তেঽন্যে তথা ন ভবন্তি যশ্চাহং ত্বয়া স্বতন্ত্রঃ প্রতীয়তে তাদৃশো নাহং কিন্তু সর্ব্বে বয়মীশ্বরেণ ব্যাপ্যস্ততো নার্থান্তরাণি ভবামঃ সর্ব্বব্যবহারগোচরঃ স এবৈকো নিরূপনীয় ইতি। ব্যাপকাদ্বৈতভাবনাং ধারয়েতি। অয়ং ভাবঃ। জীবানাং গমনাদীনি বিদ্যমানান্যপি তদ্ব্যাপ্যত্বাৎ তদীয়ান্যেব যথা রাজগমনাদ্যধীনানি সৈন্যাদীনি রাজকীয়ান্যুচ্যন্তে তদ্বৎ। যদ্যপি বাসুদেবস্য বিভুত্বাৎ গমনাদীনি ন সম্ভবেরন্ তথাপ্যবিচিন্ত্যশক্ত্যা তানি সম্ভবন্তীতি। তদীয়ৈস্তৈর্জৈবানি তান্যেকীকৃতানীতি এবমেবোপ-সংহরতি। এবমেকমিদং ব্রহ্মন্নভেদি সকলং জগৎ। বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং পরমাত্মন ইতি। স্বরূপমিতি তদ্ব্যাপ্যত্বাদিনা ইতি বোধ্যম্। উপসংহারেঽ-পীতি। ঋভুনিদাঘসংবাদেন স্বোক্তং প্রাপয্য ভরতো রহূগণমাহ। তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ তুল্যাত্মরিপুবান্ধবঃ। ভব সর্ব্বগতং জানন্নাত্মানমবনীপতে। পীতনীলাদি-

---

তারপর, নিজ উক্তির পোষণার্থ যে "ঋভুনিদাঘসংবাদরূপ" উদাহরণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাও ব্যাখ্যাত হইল। ঐ স্থলে ক্ষুধাদিশূন্য জীবের শুদ্ধস্বরূপ বলা হইয়াছে। জীব ঈশ্বরাধীন। জীবের নিবাস, গতি ও আগতি সত্ত্বেও ঈশ্বরব্যাপ্যত্বহেতু ব্যাপক অদ্বৈত নিরূপিত হইয়াছে। অন্য কিছুই বলা হয় নাই। উপসংহারেও উভয়ের ঐক্য দেখা যায়। তবে ঐ স্থলে বিষ্ণুর নানাত্বদৃষ্টির নিষেধই অধিক ॥ ৮৭ ॥

যৎ পুনরুক্তমথ যোঽন্যামিত্যাদিভির্ভেদগ্রাহিণো নিন্দনাদ্ভয়সংশনাচ্চ ন ভেদে শাস্ত্রতাৎপর্য্যমিতি; নৈতৎ স্বপেশলম্, — ভেদে তৎ তাৎপর্য্যস্য প্রাগুক্তেঃ। অথেত্যত্র হি সকামসেবকত্বাৎ কর্ম্মজড়ো নিন্দ্যতে, ন তু স্বস্মাদভ্যধিকত্বেন স্বামিনো ভেদং বিদ্বান্ নিষ্কামতত্তদ্ভক্তোঽপি, তস্য জুষ্টমিত্যাদিনা স্তুতত্বাৎ। যদেবেহেতি। ব্রহ্ম ব্যূহেষু ভেদদর্শিনো যদা হেবেতি। ব্রহ্মনিষ্ঠাবিচ্ছেদকর্ত্তুশ্চ সংসৃতিভয়মুক্তম্ ॥ ৮৯ ॥

ভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ। ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈব স পৃথক্ পৃথক্। একং সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চ তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ। সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেতদাত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহমিতি। এষামর্থঃ। আত্মানং বাসুদেবাচ্যুতশব্দিতং পরেষং স চাত্মৈব। তত্র সত্ত্বাদিগুণকার্য্যাদেব মনুস্যাদিভাব প্রতীত্যা ভেদবুদ্ধিভ্রান্তিরেব যথা একস্মিন্ নভসি পীতনীলাদিধর্ম্মারোপণেন বৈবিধ্যবুদ্ধিরবৈদুষী তথা তস্মিন্ চিৎসুখবপুষীত্যর্থঃ। একঃ সৈবাচ্যুতঃ সমস্তং তদ্ব্যাপ্যত্বাদিনা সর্ব্বং ততো নাতিরিক্তমিত্যর্থঃ। ভেদমোহং স্বাতন্ত্র্যাভি মানরূপং মৌঢ্যং ত্যজেতি ব্যাপকাদ্বৈতভাবেনোপদিষ্টা ॥ ৮৭ ॥

খাণ্ডিক্যকেশিধ্বজপ্রসঙ্গেঽপি কেচিৎ কেবলাদ্বৈতমুদ্গিরন্তি তন্নিরস্যতি এবমুত্তরেত্যাদিনা। ষষ্ঠেঽংশে কথাস্তি। আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে। বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা। আত্মনঃ স্বস্য ভাবং স্বভাবমাত্মনি স্বস্মিন্ ভাবং বিদ্যমানতাং বেত্যর্থঃ ন ত্বাত্মৈক্যাম্। ন বাহ্যাকর্ষকস্বরূপতাপত্তিরাকৃষ্যমাণস্য দৃশ্যতে। বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব। প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী জ্ঞানং করণং তস্য বৈ দ্বিজ। নিষ্পাদ্যং মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যং নিবর্ত্তয়েৎ। ইত্যুত্তরবাক্যাচ্চ। পরমাত্মধ্যানাজ্জীবস্তদ্বৎ প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ব্রহ্মভাবনাজীব ভাবনোভয়ভাবনাচেতি ভাবনাত্রয়েণ শূন্যঃ প্রাপনীয়ো ভবতীতি প্রাপ্যপ্রাপকভাবেনাত্র ভেদোঽবশ্যং ভাব্যঃ। তদ্ভাব ভাবমাপন্নো যদসৌ পরমাত্মনা। ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ। বিভেদজনকজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকে গতে। আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতীতি। তস্য

এইরূপ উত্তরকেশিধ্বজ-খাণ্ডিক্য-সংবাদেও আত্মভাবাদি শব্দ হইতে নির্গুণ চিদৈক্যের আশা করা উচিত হইতেছে না; কারণ, ঐ স্থলেও ধ্যেয়ধ্যাতৃভাবে এবং ব্যাপ্যব্যাপকভাবে উহা পরিস্ফুটই আছে ॥৮৮॥

এতেন "ত্বং বা" ইত্যাদিকমপি ব্যাখ্যাতম্, উপাসকানাম্ ইত্যাদৌ চ ন নির্ব্বিশেষত্বং শ্রদ্ধেয়ম্, — উত্তরত্রাত্মমূর্ত্তয়ে, ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহ ইতি সবিশেষত্বশ্রবণাৎ, 'বেদাহম্' ইত্যাদৌ· 'আ[illegible]দিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ' ইতি শ্রুতেশ্চ। তস্মাৎ প্রাকৃত-রূপমাদায় তৎ সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্মণো ভাবঃ স্বভাবাদি ন তু তদৈক্যং দ্বিতীয়ভাবশব্দাসঙ্গতেঃ বিজ্ঞানং প্রাপকমিত্যাদ্যনন্তপূর্ব্বোক্তবিরোধাচ্চ। ব্রহ্মভাবঃ খলু প্রক্ষীণাশেষভাবনত্ব-রূপস্তেন ধ্যাতেন ভাবং পরিশুদ্ধিং গত ইত্যর্থঃ। তদা য সঃ ভেদি ভবতি। কর্ম্মরূপাজ্ঞানমূলদেবাদিদেহকৃতবিজাতীয়ভেদশূন্যো ভবতীত্যর্থঃ। এতদ্-বিবৃণোতি বিভেদেতি। দেবাদিদেহকৃত বিজাতীয়ভেদজনকে কর্ম্মরূপাজ্ঞানে ব্রহ্মস্বভাবধ্যানেনাত্যন্তিকং নাশং গতে সতি হেত্বভাবাদসন্তং ব্রহ্মণঃ সকাশা-দাত্মনো জীবস্যাসন্তং তং ভেদং কঃ করিষ্যতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। সজাতীয়-ভেদস্তু তদাপ্যস্তীতি ॥ ৮৮ ॥

এবং বিষ্ণুপুরাণে শঙ্কাং নিধূ'য়াবশিষ্টাঃ কাচিৎ শঙ্কাঃ নিধু'নোতি যদিত্যাদিনা। অথযোজন্যামিত্যাদি বাক্যাৎ পূর্ব্বং তদ্বৈতৎ পশ্যন্নৃষিবামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেত্যহমিতি স্ববৃত্তিহেতুং ব্রহ্ম বিমৃষ্য তদায়ত্ত-

---

পুনর্ব্বার যে বলা হইয়াছে, "অথ যোঽন্যাং" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ভেদগ্রাহীর নিন্দা ও ভয় কথন-হেতু অভেদেই শাস্ত্রতাৎপর্য্য ; অর্থাৎ বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন, "আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম," এতদ্বারা অভেদেই শাস্ত্রতাৎপর্য্যবোধ হইতেছে, তাহা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কারণ ঐ স্থলে অভেদে তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু ঐ স্থলে নিজবৃত্তির হেতু ব্রহ্ম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মের সহিত একার্থদ্বারা মন্বাদিকে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যেহেতু মন্বাদিও ব্রহ্মা-ধীনবৃত্তি। "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপস্তে"—এই স্থলে যিনি অন্যজ্ঞানে দেবতাকে উপসনা করেন, এইরূপ অর্থহেতু কর্ম্মজড় সকাম ভক্তের নিন্দা করা হইয়াছে। নতুবা আপনা হইতে উৎকৃষ্টজ্ঞানে স্বামী পরমেশ্বরের ভেদ জানিয়াছেন, যে, নিষ্কাম ভক্ত তাঁহার নিন্দা করা হয় নাই। নিষ্কাম ভক্ত "জুষ্টং যদা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রশংসিতই হইয়াছেন। "যদেবেহ" এইস্থলে প্রতীত যে-ভেদ তাহাই নিষেধ

যত্তু ভেদমাবিষ্কৃত্যকং মোক্ষে তদাভাবাদিত্যুচ্যতে তদ্রভসাভিধানম্ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদিবাক্যৈস্তত্র তস্তো-

---

বৃত্তিকত্বাদিনা মন্বাদিপ্রধানং জগত্তদাত্মকমুপদিশ্য তদ্বশ্য তদ্বুদ্ধিস্থৈর্বা এতাদৃশজ্ঞানবিধুরঃ কর্ম্মজড়ো বিনিন্দ্যতে অথেতি। যো হি দেবতামন্যাং স্ববৃত্তিহেতুং স্বাব্যাপিকাং কর্ম্মাঙ্গমাত্রে চ উপকারিণীং। মত্বোপাস্তে ন স বেদ নাসৌ তত্ত্ববিৎ। যথা পশুরিতিলৌকিকঃ পশুর্যথা লোকাদুপাত্তজীবনস্তস্য পরিষেবয়া নিত্যং ক্লিশ্যতে তথা দেবোপকৃতঃ দেবভৃত্য ইতি তস্য পুরুষার্থবিরহঃ। দেবাঃ খলু তন্নিষেবণাভিকাঙ্ক্ষিণঃ তজ্জ্ঞানং প্রতিবধ্নন্তীতি তত্রৈব বিশ্রুতম্। ব্রহ্ম তু স্বয়মনন্তানন্দপূর্ণতয়া পরিনিস্পৃহং সর্ব্বসুহৃদ্বা নির্হেতুকোপকারী। স্বজ্ঞানস্বস্বরূপয়োরপ্যসম্ভবাৎ। তদুক্তঞ্চ তদ্ভক্ত্যৈব পূর্ণস্তদেবেচ্ছতি ন তু ততঃ কিঞ্চিদন্যদিতি স্তুতিযোগাৎ সকামসেবকত্বাদি। তত্র তৎপুরুষঃ কর্ম্মধারয়শ্চ সমাসঃ। এবং নিষ্কামং তদিত্যত্র চ যদেবেহেত্যত্র ব্রহ্মাবির্ভাবেষু জীবেষ্বেব প্রতীতো ভেদঃ প্রত্যাখ্যায়তে ন তু ব্রহ্মজীবয়োর্ভেদেঽপি তাৎপর্য্যলিঙ্গৈঃ দর্শিতত্বাৎ। যদা হ্যেবেতাত্রান্তরশব্দেন ব্রহ্মনিষ্ঠায়া বিচ্যুতিরুচ্যতে। যা খল্বে তদনন্তরবাক্যে প্রতিষ্ঠাশব্দেনোক্তা। "তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মার্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্" ইত্যত্রাজস্রং তন্নিষ্ঠতা অভয়হেতুরূপদিশ্যতে তদ্বিচ্ছেদে তু সংসৃতি ভয়মস্তীত্যুক্তম্ শ্রীশুকেন ॥ ৮৯ ॥

এতেনেতি। যো যদ্বৃত্তিহেতুঃ যদ্ব্যাপী চ ততস্তদ্বর্ত্তিতদ্ব্যাপ্যশ্চ নান্য ইতি প্রাণসংবাদাদিভিঃ প্রতিপাদনেনেত্যর্থঃ। শ্রীরামতাপণীয়ং বাক্যং সমাদধাতি উপাসকানামিতি। সবিশেষেতি মুক্তত্বোক্তিরিতার্থঃ। বেদাহমিতি

করিয়া তদ্ভেদদর্শীর এবং ব্রহ্মনিষ্ঠার অভয়হেতুত্ব নির্দ্দেশ করিয়া তদ্বিচ্ছেদকর্ত্তার সংসার ভীতিব উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৮৯ ॥

এতদ্দ্বারা "ত্বং বা" ইত্যাদি শ্রুতিও ব্যাখ্যাত হইল। "উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" এইস্থলেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বীকার করা উচিত নহে। কারণ, ঐ শ্রুতিরই পরবর্ত্তী শ্রুতিতে আত্মমূর্ত্তি, "ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহ" প্রভৃতি পদদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব বলিয়াছেন। "বেদাহমেতং" প্রভৃতি শ্রুতিতেও 'আদিত্যবর্ণং' প্রভৃতি ব্রহ্মের বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব প্রাকৃত রূপদ্বারা ঐ সকল নির্গুণ শ্রুতির সমন্বয় করিতে হইবে ॥ ৯০ ॥

দাহৃতত্বাৎ, "কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ", "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইত্যাদিবাক্যাচ্চ। তস্মাৎ পারমার্থিকে জীবেশভেদঃ ॥৯১॥

অত এবং স্মরতি। যথেশ্বরস্য জীবস্য সত্যো ভেদো বিনিশ্চয়াৎ। এবমেব হি মে বাচং সত্যাকর্ত্তুমিহার্হসি। যথেশ্বরস্য জীবশ্চ সত্যভেদৌ পরস্পরম্। তেন সত্যেন মাং দেবাস্ত্রায়ন্তাং সহকেশব ইতি ॥ ৯২ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে বিধান্তরেণ কেবলাদ্বৈতনিরাসঃ ষষ্ঠঃ পাদঃ ॥ ৬ ॥

পুরুষসূক্তেঽপি ব্রহ্মণো রূপবত্ত্বং প্রস্ফুটম্। তস্মাদিতি প্রাকৃতং বিরাড়্-রূপমিত্যর্থঃ। তদিত্যুপাসকানামিতি বাক্যম্ ॥ ৯০ ॥

মোক্ষকালিকভেদবাক্যানি প্রাগুক্তানি শ্রুত্বাপি চিন্মাত্রৈক্যবাদী বাধীর্য্য-মালম্ব্য প্রত্যবতিষ্ঠতে। যত্ত্বিতি। মোক্ষে তদিতি। মোক্ষকালিকভেদা-বেদকবাক্যাভাবাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মেতি শ্বেতাশ্বতরাণাং বাক্যম্। স জীবঃ কর্ম্মক্ষয়ে সতি ব্রহ্ম যাতি। কীদৃশ ইত্যাহ। তত্ত্বতোঽন্যস্তদাপি বস্তুতঃ ব্রহ্মভিন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

বাচনিকং ভেদস্য সত্যত্বমুদাহরতি যথেতি ॥ ৯২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাং ষষ্ঠস্ত্রিবিক্রমপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৬ ॥

জীবেশ্বরের ভেদসত্য নহে, পরন্ত অবিদ্যাকৃত, যেহেতু মোক্ষে ঐ ভেদ থাকে না, এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, "নিরঞ্জনঃ পরমঃ সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে মোক্ষেও ভেদ কথিত হইয়াছে। "কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ"। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" কর্ম্ম-ক্ষয়ে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। জীবসকল কামনা ভোগ করেন। ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদভাব স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। জীব-ব্রহ্মের ভেদ যে পারমার্থিক, তাহা স্থিরীকৃত হইল ॥ ৯১ ॥

স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে "যেরূপ ঈশ্বর ও জীবের ভেদসত্য, তদ্রূপ আমার বাক্যকে এই স্থলে সত্য বলিয়া স্থির করিতে হইবে। ঈশ্বর ও জীবের পরস্পর ভেদ যেমন সত্য, তদ্রূপ সত্যদ্বারা কেশবের সহিত দেবতাসকল আমাকে ত্রাণ করুন ॥ ৯২ ॥

ইতি ভাষ্যসারসিদ্ধান্তরত্নে বঙ্গভাষানুবাদে প্রকারান্তরে কেবলাদ্বৈত-নিরাসনামক ষষ্ঠ পাদ ॥ ৬ ॥

সপ্তমঃ পাদঃ

——::(*)::——

অত্রাহুঃ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদিষু শক্ত্যাদিবিশেষাপ্রতীতেঃ সজাতীয়াদিভেদত্রয়শূন্যং জ্ঞানমেব পরং তত্ত্বমিতি প্রতীয়তে। তস্য চ তর্হ্যেবৈকাদিপদলব্ধেন ভেদত্রয়াভাবেনানন্তত্বং সত্যত্বঞ্চোপপদ্যেত যদি জ্ঞানমিত্যেতদ্ভাবসাধনং ভবেৎ। ইতরথা কারকসাধনে জ্ঞাতৃজ্ঞেয়তৎসাধনৈঃ প্রবিভাগে সান্তত্বমেব স্যাৎ। তথা কর্ত্তৃসাধনে জ্ঞানস্য কর্ত্তৃতয়া বিক্রিয়মাণস্য করণসাধনে চ বাস্যাদিবজ্জড়তয়া প্রতিপন্নস্যাসত্যত্বঞ্চ স্যাৎ। তস্মাৎ ভাবসাধনমেব স্যাৎ। তথাচ সংবিদনুভূতিজ্ঞপ্তিপর্য্যায়ং জ্ঞানং নাম তত্ত্বং নির্ব্বিশেষমেব; তদন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যাভূতমেব "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদেঃ। জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্; যতোঽসৌ বিশেষমূর্ত্তির্ন তু বস্তুভূত ইত্যাদেশ্চেতি চেৎ ॥ ১ ॥

পূর্ব্বপাদেন মায়িনঃ সিদ্ধান্তো নিরস্তঃ। অথ তস্য কুটিলাঃ কাশ্চন যুক্তীশ্ছেত্তুং নন্দকপাদোঽয়মারভ্যতে। স এবমুদ্গিরতি। একমিত্যাদিবাক্যাদখণ্ডং জ্ঞানমাত্রং ব্রহ্ম প্রতিবুধ্যতে। "জ্ঞানমিতি" ভাবার্থকজুট্প্রত্যয়াৎ স্বরূপপরত্বাদিদং বাক্যং বলবৎ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" ইত্যাদিবাক্যন্তু গুণপরত্বাৎ দুর্ব্বলমিতি স্বরূপপরেণ বলবতা বাক্যেন পরং তত্ত্বং জ্ঞানমাত্রং গ্রহীতব্যমিত্যেতদনুবদতি একমেবেত্যাদিনা। শক্ত্যাদি ইত্যাদিপদাদ্ গুণলীলে গ্রাহ্যে। সান্তত্বং সখণ্ডত্বম। ইতরথা কারকেতি। জানাতীতি জ্ঞায়তে ইদমনেন বেতি। জ্ঞানস্যেতি। কর্ত্তরি নন্দাদিত্বাৎ জুট্ কৃত্যজুটো বহুলমিতি সূত্রে চ বহুলমিতি যোগবিভাগেন কর্ম্মণ্যপি জুট্ করণাধিকরণয়োশ্চেতি করণে সঃ। বাস্যাদিবদিতি যদ্বিকারি তদসত্যমিত্যর্থঃ। তদন্যৎ সর্ব্বং মিথ্যেতি কল্পিতত্বাদিতি ভাবঃ। নেহ নানেত্যাদিবাক্যাচ্চ এদতদ্ব্যাখ্যানং বলীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

"একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইত্যাদি স্থলে শক্তিবিশেষের অপ্রতীতিহেতু সজাতীয়াদিভেদত্রয়শূন্য জ্ঞানই পরতত্ত্ব এইরূপ প্রতীতি হয়। জ্ঞানশব্দটি যদি 'ভাববাচ্যে সাধিত' হয়, তবে ঐ জ্ঞানেরই একাদি পদ হইতে লব্ধ যে ভেদত্রয়ের অভাব, তদ্দ্বারাই আনন্ত্য ও সত্যত্ব উপপন্ন হয়। ভাববাচ্যে সাধন না করিয়া

নৈতৎ পটুতরং ভাবরূপস্যাপি তস্য তত্ত্বস্য "গলে গৃহীত" ন্যায়েন শক্তিস্তাবদবশ্যং স্বীকরণীয়া জগদাদিকার্য্যদর্শনান্যথানুপপত্ত্যা তস্যা অবশ্যম্ভাবাৎ। ন চার্থাপত্তিমাত্রং তত্র প্রমাণম্—"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। নন্বস্তু শক্তিঃ, কিন্তু কল্পিতত্বান্মিথ্যৈব সেতি চেন্নৈবং ভ্রমিতব্যম্—"পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদিনা, "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানাম্" ইত্যাদিনা চ তস্যাঃ স্বাভাবিকত্বোক্তেঃ, কল্পকানিরূপণাচ্চ। নাপ্যুক্তযুক্ত্যা সান্তত্বং "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বম্" ইত্যাদিষু বহিরন্তশ্চ ব্যাপ্তিশ্রুতেঃ। "তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ" ইতি সর্ব্বকর্ম্মিকাং তাং প্রত্যায়য়তি দৃষ্টান্তেন। ন চ কর্ত্রাদিসাধনে সতি বিকারাদ্যাপত্ত্যা তস্যাসত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। যতো নীরূপস্যৈব তস্যাতর্ক্যস্বরূপশক্ত্যা কর্তৃত্বাদি ভজমানস্যাপি স্বরূপসামর্থ্যং প্রচকাস্তীতি শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ ॥ ২ ॥

নিরাকরোতি নৈতদিতি। ভাবরূপস্যেতি জ্ঞাধাতোর্ভাবে জুট্ প্রকাশলক্ষণস্যার্থস্যেত্যর্থঃ। জগদাদীতি। দিবাভুঞ্জানস্য যথা পীনত্বমনুপপন্নং সৎ তদুপপত্তয়ে তস্য রাত্রিভোজনং কল্পয়তি এবং জগদাদিকার্য্যং দৃশ্যমানং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বিনা অনুপপন্নং সৎ তদুপপত্তয়ে তস্য শক্তিং কল্পয়তীতি দিবাভুঞ্জানস্য রাত্রিভোজনমিব জগদাদিহেতোর্ব্রহ্মণঃ শক্তির্গলে নিপততীত্যর্থঃ। কল্পকেতি ব্রহ্মণি শক্তেঃ কল্পকো বক্তব্যঃ। ব্রহ্ম চেদ্বৈশিষ্ট্যা-

---

'কারকবাচ্যে' সাধন করিলে, জ্ঞেয়, জ্ঞান ও তৎসাধনদ্বারা প্রবিভাগে জ্ঞানের আনন্ত্য না হইয়া সান্তত্ব হয়। আবার 'কর্ত্তৃবাচ্যে' সাধনে কর্ত্তৃত্বরূপে বিক্রিয়মাণ এবং 'করণবাচ্যে' সাধনে বাস্যাদির ন্যায় জড় জ্ঞানের অসত্যত্ব ঘটে। অতএব 'ভাববাচ্যে' সাধনই সঙ্গত হইতেছে। তাহাতে সংবিদ্, অনুভূতি ও জ্ঞপ্তি প্রভৃতি যাহার পর্য্যায় হইতেছে, সেই জ্ঞান নির্ব্বিশেষ তত্ত্ববিশেষই হইতেছে। ঐ জ্ঞানভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যাভূত। তদ্বিষয়ে প্রমাণও দৃষ্ট হয়, যথা—"জ্ঞান ভিন্ন নানা কিছুই নাই" ইত্যাদি। জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্‌কে যখন সবিশেষমূর্ত্তি বলা হইয়াছে, তখন ঐ ভগবান্ সত্য নহেন, কিন্তু মিথ্যাভূত। অদ্বৈতবাদীরা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন। উহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ॥ ১ ॥

নন্থ জ্ঞাতৃত্বং নাম জ্ঞানক্রিয়াকর্ত্তৃত্বং তচ্চ বিকাররূপং জড়মসত্যমেব,—অহং বিজ্ঞাতেত্যহমর্থাভেদেন প্রতীতেঃ। অহমর্থস্থনাত্মৈব স্থূলোঽহমিত্যাদিদেহাভেদেন প্রত্যয়াৎ, তং বিনাপি সুষুপ্ত্যাদাবাত্মানুভবদর্শনাচ্চ। তস্মাদহঙ্কারবদ্দেহবচ্চ বিজ্ঞাতৃত্বমাত্মনি শুদ্ধেঽধ্যস্তমিতি চেন্মন্দমেতৎ। জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বমেব জ্ঞাতৃত্বম্, জ্ঞানং তু নিত্যস্যাপ্যৌৎপত্তিকধর্ম্মত্বান্নিত্যম্।

পত্তিঃ জীবোঽথবা মায়া চেদাত্মাশ্রয়তাপত্তিরিতি। নাপ্যুক্তযুক্ত্যেতি জ্ঞানস্য কর্ত্তৃকর্ম্মকরণসাধনৈঃ প্রবিভাগ ইত্যনয়েতার্থঃ। প্রবিভাগঃ পরিচ্ছিন্নত্বম্। তিলেষ্বিতি শ্বেতাশ্বতরাঃ। তাং ব্যাপ্তিম্। ন চেতি। কর্ত্তৃসাধনে বিকারঃ করণসাধনে জড়তেতিযুক্ত্যাসত্যত্বং মিথ্যাত্বং চ স্যাদিতি নেত্যর্থঃ। শ্রুতিসিদ্ধত্বাদিতি। "স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ বিশ্বকর্ত্তুর্ব্রহ্মণঃ নির্ব্বিকারত্বং দর্শয়তি হি ॥ ২ ।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ পটুতর বা সঙ্গত নহে। ভাববাচ্যে পদ সাধন করিলেও ঐ জ্ঞানরূপ তত্ত্বের শক্তি বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে। শক্তি ব্যতীত যখন দৃষ্ট জগদাদিকার্য্যই সম্ভব হয় না, তখন শক্তি অবশ্য গলগ্রহের ন্যায়ই স্বীকার করিতে হইবে। কেবল অর্থাপত্তি যে তদ্বিষয়ে প্রমাণ, তাহা নহে; "যিনি এক অবর্ণ অর্থাৎ প্রাকৃতবর্ণরহিত হইয়াও বিবিধ শক্তিদ্বারা বহুবর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেও উহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি বল, "ভাল, ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলাম, কিন্তু কল্পিতত্বহেতু ঐ শক্তির মিথ্যাত্ব ঘটিতেছে", এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া উচিত নহে; যেহেতু "পরাস্য শক্তিঃ" প্রভৃতি শ্রুতিসকল ব্রহ্মের 'স্বাভাবিকী শক্তি' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ শক্তিকে কল্পিত বলিলে উহার কল্পনাকর্ত্তাও স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্ম যদি নিজেই কল্পনার কর্ত্তা হন, তবে তিনি কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার বৈশিষ্ট্য ঘটিতেছে। মায়া বা জীবকে উহার কল্পনাকর্ত্তা বলিলে, আত্মাশ্রয়তা-দোষ হয়। অতএব ঐ শক্তির কল্পক নির্ণীত হয় নাই। তদীয় যুক্তিতে, অর্থাৎ কারকসাধনে জ্ঞানরূপ তত্ত্বের আনন্ত্য না হইয়া সান্তত্ব ঘটে, এই যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মের যে সখণ্ডত্ব দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা

শ্রুতিশ্চ "পরাস্য শক্তিঃ" ইত্যাদ্যা, "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা-নুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদ্যা চ। জ্ঞানরূপস্য জ্ঞানাশ্রয়ত্বং তু প্রকাশ-স্বরূপস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধমিতিভাবঃ। সাধনতাপি ন বিরুধ্যতে। এবঞ্চ "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি-শ্রুত্যবিরোধঃ। তস্মাজ্‌জ্ঞানাদিশক্তিমদেব ব্রহ্ম ন ত্বনুভূতিসং-বিৎপর্য্যায়ং জ্ঞানমাত্রম্॥ ৩॥

অত্র শঙ্কতে। জ্ঞাতৃত্বং জড়মেব অহং জানামীতি জড়াহঙ্কারাভেদেন প্রতীতেঃ অহঙ্কারস্তু জড় এব মহত্তত্ত্বোপাদানকত্বাৎ অতোঽনাত্মত্বং তস্যা-সন্দেহম্। তত্ত্বে যুক্ত্যান্তরঞ্চাহ তং বিনেতি। অহঙ্কারং বিনাপি সুষুপ্তা-বাত্মানুভবঃ সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতি র্ন ইতি বচনাৎ। অহঙ্কারস্যাত্মত্বে তদনুভবানুপপত্তিঃ। নিগময়তি তস্মা-দিতি। নিরাকরোতি মন্দমিতি। জ্ঞানেতি। ন খলু মনসঃ সংযোগেনাত্ম-জ্ঞানং জনয়তীতি জ্ঞানক্রিয়াকর্ত্তৃত্বং জ্ঞাতৃত্বং কিন্তু জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বমেব তদিতি মনস্তু তদভিব্যঞ্জকমস্তু। ননু জ্ঞানং জন্যং কুতো নাঙ্গীক্রিয়তে তত্রাহ জ্ঞানন্তু নিত্যস্যেতি। পরাস্যেতি। পরাত্মনো জ্ঞানং নিত্যমুচ্যতে অবিনা-শীতি তু জীবাত্মনঃ। অস্যার্থঃ। অরে মৈত্রেয়ি অয়মাত্মা জীবঃ স্বরূপ-তোঽবিনাশী ভবতি। গুণশ্চ তথেত্যাহ। অন্বিতি। ন চানুচ্ছিত্তিরেব ধর্ম্মোঽস্যেতিসমাসাদবিনাশিত্বমর্থঃ পুনরুক্তিপ্রসঙ্গাৎ। জ্ঞানরূপস্যেতি। সত্তা সতীত্যাদৌ সত্তাদীনাং সত্তাদ্যাশ্রয়ত্ববজ্‌জ্ঞানস্য জ্ঞানাশ্রয়ত্বং বোধ্যম্। এবঞ্চ বিজ্ঞাতারমীশম্। আদিশব্দাৎ জীবজ্ঞাতৃত্ববোধকং কর্ত্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি বাক্যং গ্রাহ্যম॥ ৩॥

সম্ভব হয় না; কারণ, "যে কিছু জগৎ, সকলই ব্রহ্মময়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের বহির্ব্যাপ্তি শ্রুত হয়। তিলে তৈল এবং দধিতে ঘৃতের ন্যায় সকলকে ব্যাপিয়া আছে, এই দৃষ্টান্তদ্বারাই তাদৃশী ব্যাপ্তি বোধিত হইতেছে। কারকসাধনে বিকারিত্বাদি প্রযুক্ত সেই জ্ঞানরূপ তত্ত্বের অসত্যত্ব হউক, এরূপও বলা যায় না; কারণ, সেই নীরূপ ব্রহ্মের অতর্ক্য স্বরূপশক্তি দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদির স্বীকারেও স্বরূপ-সামর্থ্যবশতঃ বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মের শ্রুতিসিদ্ধিহেতু নির্ব্বিকারত্ব দৃষ্ট হয়॥ ২॥

জ্ঞাতৃত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানরূপ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব। ঐ জ্ঞাতৃত্ব বিকার-রূপ জড় ও অসত্য। "আমি জ্ঞাতা" এইরূপ প্রতীতি অস্মদর্থের

নন্বনুভূতিত্বং নাম বর্ত্তমানদশায়াং স্বসত্ত্বয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং তয়ৈব স্ববিষয়সাধনং বা ভবতু। তত্রোভয়ত্র তন্মাত্রবাদিনঃ শক্তিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। বিষয়প্রকাশনত্বেনৈব তস্যাঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বং ত্বয়া সাধিতম্। তত্ত্বস্বভাববিরহে তত্ত্বাসিদ্ধের-নুভবান্তরাগোচরত্বাচ্চ তুচ্ছতৈব স্যাৎ॥ ৪॥

কেবলাদ্বৈতিমতেনাপ্যনুভূতিস্বরূপস্য ব্রহ্মণঃ সধর্ম্মকত্বম্ এবেতি অনুভূতি-ত্বমিতি। স্বাশ্রয়মনুভবিতারং প্রতি। তয়ৈবেতি স্বসত্ত্বয়ৈব ঘটাদিপ্রকাশকত্বং চেত্যর্থঃ। উভয়ত্র লক্ষণদ্বয়ে তন্মাত্রবাদিনঃ কেবলানুভূতিমানিনঃ। শক্তি-মত্ত্বেতি। স্বসত্তয়া স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানতা স্ববিষয়প্রকাশমানতা বা তত্র শক্তিরাগতেত্যর্থঃ। ন চেদং ত্বয়াশক্যমপলপিতুমিত্যাহ বিষয়েতি। তস্যাঃ অনুভূতেঃ। ত্বয়া কেবলানুভূতিবাদিনা। তত্ত্বেতি। অনুভূতের্বিষয়প্রকাশ-কত্বস্বভাববিরহে সতি স্বপ্রকাশত্বাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তুচ্ছতৈব জড়তা খপুষ্প-তুল্যতা চ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৪॥

সহিত অভেদেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অস্মদর্থ অর্থাৎ অহঙ্কার, অনাত্ম বস্তু; কারণ, "আমি স্থূল" ইত্যাদি স্থলে ঐ অহঙ্কার জড় দেহাদির সহিত অভেদই প্রতীত হইয়া থাকে। তাদৃশ অহঙ্কার ব্যতীতই সুষুপ্তি প্রভৃতিতে আত্মার অনুভব দৃষ্ট হয়। অতএব অহঙ্কারের ন্যায় এবং দেহের ন্যায় জ্ঞাতৃত্ব শুদ্ধ আত্মাতে অধ্যস্তই জানিতে হইবে। অদ্বৈতবাদীরা এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন। উহার উত্তর এইরূপ—উক্ত পূর্ব্বপক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, আমাদিগের মতে জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞানগুণের আশ্রয়ত্ব। আমরা আত্মাকে জ্ঞানক্রিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি না। আমাদিগের জ্ঞান নিত্যবস্তু; যেহেতু উহা নিত্য পরমাত্মার ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তদ্বিষয়ে "পরাস্য শক্তিঃ", "অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" প্রভৃতি শ্রুতিসকলই প্রমাণ। প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য যেরূপ প্রকাশক হন, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ পরমাত্মার জ্ঞানাশ্রয়ত্বও অবিরুদ্ধ জানিতে হইবে। সুতরাং 'ভাববাচ্যে' সাধনেও কোনরূপ বিরোধ ঘটিতেছে না। এইরূপে "বিজ্ঞাতা ব্রহ্মকে কোন্ সাধন দ্বারা জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতির অবিরোধ হইল। অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানাদি-

ননু বোধস্বরূপায়াস্তস্যা ন কোঽপি বোধ্যো ধর্ম্ম ইতি চেৎ ; ন, ত্বয়ৈব নিত্যত্বস্বয়ংপ্রকাশত্বাদিধর্ম্মাণাং প্রমাণসিদ্ধানাং স্বীকৃতত্বাৎ। ন চ তেষামনিত্যত্বজড়ত্বাদ্যভাবতাৎপর্য্যাদিষ্টসিদ্ধিঃ, তথাভূতৈরপি চৈতন্যধর্ম্মৈরিষ্টব্যাঘাতাৎ। তস্যাং স্বরূপাতিরেকেণ নানিত্যত্বাদিপ্রত্যনীকত্বমিত্যভাবরূপস্য বা ধর্ম্মস্যানঙ্গীকারে তন্নিষেধোক্ত্যা কিমপি নোক্তং স্যাৎ॥ ৫॥

নন্বিতি। তস্যাঃ স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বং বিষয়প্রকাশকত্বং ক্বচিদ্বোধ্যঃ ধর্ম্মো নাস্তি নির্ধর্ম্মিকা সেত্যর্থঃ। প্রমাণসিদ্ধানামিতি নিত্যো নিত্যানাং সত্যং জ্ঞানমনন্তমিত্যাদীনি প্রমাণানি প্রোচ্য সাধিতানামিত্যর্থঃ। ন চ তেষামিতি। অতদ্ব্যাবৃত্তিঃ শব্দার্থঃ ইত্যনেন নিত্যত্বাদিধর্ম্মাণামনিত্যত্বাদ্যভাবরূপত্বাদ্যনুভূতিমাত্রমিষ্টং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। তস্যামিতি। নানিত্যত্বাদীতি। তন্নিষেধোক্ত্যা নিত্যত্বাদ্যভাবো নানীয়তে তর্হি তদুক্তির্ব্যর্থেত্যর্থঃ॥ ৫॥

শক্তিবিশিষ্ট, অনুভূতি-সম্বিৎ-পর্য্যায় জ্ঞানমাত্র নহেন, ইহা স্থিরীকৃত হইল॥ ৩॥

কেবলাদ্বৈতীর মতে অনুভূতিস্বরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম অপরিত্যাজ্য হইতেছে ; কারণ, বর্ত্তমানদশায় নিজ সত্তাদ্বারা স্বাশ্রয়ভূত অনুভবকর্ত্তার প্রতি প্রকাশমানত্ব বা তদ্দ্বারাই স্ববিষয়ভূত ঘটাদির প্রকাশকত্বকেই অনুভূতি বলা হউক, উভয়স্থলেই কেবলানুভূতিবাদীর শক্তিমত্তার প্রসঙ্গ ঘটিতেছে। বিষয়প্রকাশনত্ব দ্বারাই উক্ত অনুভূতির স্বয়ংপ্রকাশত্ব সাধিত হইয়াছে। যদি অনুভূতির বিষয়প্রকাশকতাশক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, উহার স্বপ্রকাশত্বের অসিদ্ধি, এবং অনুভবান্তরাগোচরত্বহেতু জড়ত্ব ও মিথ্যাত্ব ঘটে॥ ৪॥

যদি বল, বোধস্বরূপা অনুভূতির আর কোন বোধ্য ধর্ম্ম নাই, তা নয়, তুমি স্বয়ংই উহার নিত্যত্ব এবং স্বয়ংপ্রকাশকত্বে প্রমাণসিদ্ধ ধর্ম্মসকল স্বীকার করিয়াছ এবং ঐ সকল প্রমাণের অনিত্যত্ব এবং জড়ত্ব প্রভৃতির অভাবেই তাৎপর্য্যহেতু ইষ্টসিদ্ধিও বলিতে পার না ; কারণ, অনিত্যত্ব ও জড়ত্ব প্রভৃতির অভাবও চৈতন্যের ধর্ম্ম বলিয়া তদ্দ্বারা ইষ্টের ব্যাঘাতই ঘটিতেছে। অনুভূতিতে স্বরূপের অতিরিক্ততাদ্বারা অনিত্যতাদির নিষেধ ভিন্ন অন্য কোন পৃথক্ ধর্ম্মের

কিঞ্চ, সা সিদ্ধ্যতি ন বা? আদ্যে সধর্ম্মকতা তস্যাঃ প্রাপ্তা; অন্ত্যে, খপুষ্পাদিবত্তুচ্ছতাপত্তিঃ। সিদ্ধিরেব সেতি চেৎ কস্য কং প্রতীতি বাচ্যম্। যদি ন কস্যচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি সা তর্হি ন সিদ্ধিঃ। সিদ্ধির্হি কস্যচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি ভবতি। অনুভূতেরিতি চেৎ, তর্হ্যনুভূতিসিদ্ধ্যোর্ভেদাবগতেঃ সা তস্যাঃ শক্তিরেবেত্যবসীয়তে, ন তু স্বরূপমাত্রম্। তদেবমাগতং জ্ঞানমাত্রস্বরূপেঽপি স্বাভাবিকজ্ঞাতৃত্বনিত্যত্বাদিধর্ম্মকত্বম্ ॥ ৬ ॥

অথানুভূতেঃ ধর্ম্মান্তরেণ সধর্ম্মত্বং সাধয়তি কিঞ্চেতি। তদ্বাদিনং পৃচ্ছতি সেতি। সানুভূতিঃ সিধ্যতি সিদ্ধং বিন্দতীত্যর্থঃ। আদ্যে শক্তিসধর্ম্মকতেতি সিদ্ধসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। অন্ত্যে খপুষ্পেতি। স্বরূপাভাবাদেবেতি ভাবঃ। তদ্বাদী পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে সিদ্ধিরেবেতি। সানুভূতিঃ সিদ্ধিরেব স্বয়ং ন তু ত্বয়াপি সিদ্ধেঃ সিদ্ধিরিতি শক্যা বক্তুমনবস্থাপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। তং প্রতি পৃচ্ছতি কস্য কং প্রতীতি। সানুভূতিঃ কস্যচিদ্বস্তুনঃ সিদ্ধির্ন বামুকং প্রতি সিদ্ধিরিতি ত্বয়া ব্যক্তমিত্যর্থঃ॥ তদ্বাদিনা বক্তব্যং স্বয়ং প্রকটয়ংস্তস্যাঃ সিদ্ধিত্বং নিরাকরোতি যদি নেত্যাদিনা। ন খল্বনুভূতিঃ কস্যচিদ্বস্তুনঃ সিদ্ধির্ন বা কঞ্চিৎ অমুকং প্রতি তৎসিদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ৬ ॥

স্বীকার করা হইতেছে না, এরূপ বলিলে, ঐ নিষেধোক্তি ব্যর্থ হইতেছে ॥ ৫ ॥

আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, নির্ধর্ম্মিকা অনুভূতি সিদ্ধ হয় কিনা? সিদ্ধিরূপ প্রথমপক্ষে সিদ্ধিসত্তারূপ সধর্ম্মকতার প্রাপ্তি হয়। আর তদভাবরূপ দ্বিতীয়পক্ষে অনুভূতির স্বরূপাভাবহেতু আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছতাপত্তি ঘটে। যদি বল, ঐ অনুভূতি সিদ্ধিরই অনুভূতি। তাহা হইলে ঐ সিদ্ধি কোন্ বস্তুর এবং কাহার বিষয়ে তাহাও বলিতে হইবে। উহা যদি কোন্ বস্তুর বা কাহার বিষয়ে সিদ্ধি বলিতে না পার, তবে তাহাকে সিদ্ধিই বলিতে পার না। সিদ্ধি অবশ্য কোন্ বস্তুর এবং কাহার বিষয়ে, তাহা স্থির থাকা উচিত। যদি বল, উহা অনুভূতিরই সিদ্ধি, তাহা হইলে, উহাদের পরস্পর ভেদবশতঃ, ঐ সিদ্ধি অনুভূতিরই শক্তি হইতেছে। উহা কখনই অনুভূতিস্বরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহাই প্রাপ্ত হওয়া

যত্তু 'স্থূলোঽহম্" ইতি দেহাভেদেন প্রতীতেঃ সুষুপ্তৌ তদ্বিরহিতাত্মপ্রতিপাদনাচ্চ দেহবদহমর্থস্যানাত্মত্বমুক্তং তন্ন; তস্যৈব শুদ্ধাত্মত্বাৎ। তথাহি—ন তাবদহমর্থোঽসৌ যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরো জড়ো ভবিতুমর্হতি,—অস্মৎ প্রত্যয়গোচরত্বাৎ, স্বস্মৈ প্রকাশমানত্বাচ্চ। যঃ খলু স্বস্মৈ প্রকাশতে স ত্বহমিত্যেব প্রকাশতে। যস্ত্বহমিতি ন প্রকাশতে নাসৌ স্বস্মৈ প্রকাশতে যথা ঘটাদিঃ। তস্মাৎ স্বংপ্রতি স্বসত্তয়ৈব সিদ্ধ্যন্ন জড়োঽহমর্থ এবাত্মা। যো হ্যহং জানামিতি প্রতীতিসিদ্ধং জ্ঞাতারং যুষ্মদর্থং ব্রূয়াত্তস্য তু 'প্রসূর্মে বন্ধ্যা' ইতি বদ্ব্যবহিতার্থঃ ব্যাহারঃ। অস্যৈবাহমর্থস্য জ্ঞাতুঃ কেবলং জ্ঞানং সুখং চাবভাসতে। 'অহং জানাম্যহং সুখী' ইতি জ্ঞানস্বরূপস্যাপি তস্য জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশবস্তুনঃ সূর্য্যাদেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধমিত্যভ্যধায়ি প্রাক্ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্তাং শঙ্কামপাকরোতি যত্ত্বিতি। তদ্বিরহিতেতি। অহঙ্কারশূন্যাত্মনির্ণয়াদিতার্থঃ। তস্যৈবেত্যহমর্থস্য। ন তাবদিতি আত্মাসাবিতার্থঃ। অহমর্থো যুষ্মদর্থ ইতি কেবলাদ্বৈতিনঃ পরিভাষা বোধ্যা। অহমর্থস্যাত্মত্বাদেব স্বপ্রকাশত্বমিতি বিশদয়তি যঃ খল্বিত্যাদিনা। অহমর্থজড়ত্ববাদিনমুপহসতি অহমিতি। যুষ্মদর্থমনাত্মানম্। প্রসূর্জননী। যদ্যহমর্থো ঘটবদনাত্মা স্যাত্তর্হি জ্ঞাতৃত্বং সুখিত্বঞ্চ তস্য ন স্যাদিত্যাহ অস্যৈবেতি। ননু সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে ইত্যাদৌ জ্ঞানস্বরূপত্বেন শ্রুতস্যাত্মনঃ জ্ঞাতৃত্বং কয়া যুক্ত্যা ইতি চেৎ সত্তা সতীত্যাদিদৃষ্টবিশেষবলেনেতিভাবেনাহ জ্ঞানস্বরূপস্যেতি ॥ ৭ ॥

যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রস্বরূপহইয়াও স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবিশিষ্ট ॥ ৬ ॥

অদ্বৈতবাদী যে বলেন, "স্থূলোঽহম্"—আমি স্থূল; এই স্থূলদেহের সহিত অহঙ্কারের অভেদ প্রতীতিহেতু এবং সুষুপ্তিকালে তদ্বিরহিত আত্মার প্রতিপাদনহেতু দেহের ন্যায় ঐ অহমর্থ অর্থাৎ অহঙ্কারও অনাত্ম হইতেছে, তাহা ঠিক নহে; উহার শুদ্ধাত্মত্বই আছে, অর্থাৎ নিজের প্রতি নিজের সত্তাদ্বারা সিদ্ধ হইয়া ঐ অহঙ্কার আবার আত্মাই হইতেছেন। এই অহঙ্কার অর্থাৎ অহংপদার্থ যুষ্মৎ

ননু জ্ঞানমাত্র আত্মন্যহমর্থোঽধ্যস্যত ইতি চেন্ন, অধ্যাসকাভাবাৎ। অনহঙ্কারস্য জ্ঞানমাত্রস্য জড়স্য চাহঙ্কারস্য তৎকর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি। ন চ তস্মিন্নহমর্থে জ্ঞানচ্ছায়াপত্তিঃ দ্বয়োর্নৈরূপ্যাৎ। ন চায়ঃপিণ্ডবহ্নিসম্পর্ককৃতৌষ্ণ্যবজ্‌জ্ঞানমাত্রসম্পর্ককৃতং জ্ঞাতৃত্বং তস্মিন্নহমর্থে মন্তব্যম্,—ঔষ্ণ্যবত্তদ্ধর্ম্মাপ্রতিপত্তেঃ। নন্বসাবহঙ্কারঃ স্বানুস্যূতং তজ্‌জ্ঞানমভিব্যঞ্জয়ন্ জ্ঞাতৃত্বং প্রাপ্নোতীতি চেন্নৈবং,

---

অথ নিরস্তেঽপি তদ্বাদিনি বিধান্তরৈঃ প্রতিপ্রবৃত্তে নিরস্যতে নন্বিত্যাদিনা। অধ্যাসে তদাধারশুক্তিকাদিবদধ্যাসকশ্চ স্বান্তঃকরণশ্চেতনো জ্ঞায়তে তত্রানুভূতিরেবৈকবাহঙ্কারমধ্যস্যতি রাজপুত্রধীবরন্যায়েনানুভূতিরেবাধ্যস্যতীতি চেন্ন রাজপুত্রবত্তস্যা অহঙ্কারাভাবাৎ। অহঙ্কার ইতি চেন্ন তস্য ঘটাদিবজ্জড়ত্বাৎ। ননু জড়েঽপ্যহঙ্কারেঽনুচ্ছায়য়া তপ্তায়োন্যায়েন সচেতনত্বাপত্তেঃ তস্যাধ্যাসকত্বং নানুপপন্নমিতি চেন্মনোমোদকভক্ষণমেতদিতিভাবেনাহ। ন চ তস্মিন্নিতি স্ফুটার্থম্। ন চেতি। ননু মাস্ত্বনুভূতেরহমর্থে ছায়া তস্যাঃ সম্বন্ধস্তু তস্মিন্ন বর্জ্জনীয় এব। ততশ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব তস্মিন্ সচেতনত্বং স্যাদিতি চেন্ন। কুত ইত্যাহ ঔষ্ণ্যবদিতি। ঔষ্ণ্যং যথা বহ্নেঃ স্বাভাবিকো ধর্ম্ম এবং

প্রত্যয়যোগ্য জড়পদার্থ নহে; যেহেতু উহাতে অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বই দেখা যাইতেছে এবং উহাতে স্বনিমিত্তপ্রকাশমানত্বও আছে। যিনি আপনার পক্ষে আপনি প্রকাশ পান, তিনিই 'আমি আছি' এইরূপে অহংভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। আর যিনি অহংভাবে প্রকাশ পান না, তিনি আপনার পক্ষেও আপনি প্রকাশ হন না, অর্থাৎ তাঁহাকে স্বপ্রকাশও বলা যায় না। ঘটাদি জড়বস্তুসকলই উহার দৃষ্টান্ত। অতএব অজড় যে অহংভাব, তিনি আত্মস্বরূপ; অনাত্ম নহেন। 'আমি জানি' এইরূপে সিদ্ধ জ্ঞাতাকে যিনি যুষ্মৎ প্রত্যয়ের বিষয় জড়বস্তু বলেন, তাঁহার বাক্য "আমার জননী বন্ধ্যা" এই বাক্যের ন্যায় বাধিতার্থের বোধক হয়। এই অহমর্থের অর্থাৎ জ্ঞাতার 'আমি জানি', 'আমি সুখী', ইত্যাদিরূপে কেবল জ্ঞান ও কেবল সুখ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানস্বরূপ বস্তু যে অহমর্থ, তাহারও জ্ঞাতৃত্ব প্রকাশস্বরূপ বস্তু যে সূর্য্যাদি, তাহাদের প্রকাশকত্ব ধর্ম্মের ন্যায় অবিরুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ৭ ॥

—অহঙ্কারাদিধর্ম্মিণস্তস্য ধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ; স্বয়ং জ্যোতিষো জ্ঞানস্য জড়াত্মকাহঙ্কারব্যঞ্জকত্বাযোগাৎ; যদুক্তং—"শান্তাঙ্গার ইবাদিত্যমহঙ্কারো জড়াত্মকঃ। স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং ন ব্যনক্তীতি যুক্তিমৎ" ইতি। তদায়ত্তপ্রকাশেনাহঙ্কারেণ তস্য প্রকাশ্যত্বাসম্ভবঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞাতৃত্বমনুভূতেরিতি তবানভিমতত্বাদিত্যর্থঃ। নন্বসাবিতি। জ্ঞাতৃত্বমনুভূতের্ধর্ম্মো নেতি সত্যং কিন্ত্বেবমস্তু অহঙ্কারঃ স্বান্তর্গতামনুভূতিমভিব্যঞ্জয়ন্ জ্ঞাতৃত্বং লভতামিতি মৈবমেতৎ। অনুভূতিঃ খলু স্বেতরেষাং সর্ব্বেষামধিষ্ঠানং ধর্ম্মিণী তামহঙ্কারস্য ধর্ম্মং বদন্নপসিদ্ধান্তী ভবসীতি ভাবঃ। উপসর্জ্জনং হি ধর্ম্মত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতম্। অপি চ ন খলু সূচাত্বমতিবাঙ্গত্বং কিন্তু প্রকাশ্যত্বমেব। তচ্চানুভূতের্ন সম্ভবেদিত্যাহ স্বয়মিতি। শান্তেতি। শান্তাঙ্গারো যথাদিত্যং ন প্রকাশয়তি এবং জড়াত্মকোঽহঙ্কারঃ স্বয়ংজ্যোতিষমাত্মানং কেবলানুভূতিলক্ষণং ন প্রকাশয়তীতি যুক্তমিদমিত্যর্থঃ। তদায়ত্তেতি। অহঙ্কারো হ্যনুভূত্যধীনপ্রকাশ অনুভূতিস্তু স্বপ্রকাশা। ঘটসূর্য্যাবিহ দৃষ্টান্তৌ ॥ ৮ ॥

জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অহমর্থ অধ্যস্ত হইয়াছে, এরূপও বলিতে পার না; কারণ, তদ্বিষয়ে আরোপকর্ত্তারই অভাব ঘটিতেছে। অহঙ্কাররহিত জ্ঞানমাত্র আত্মার বা জড় অহঙ্কারের তৎকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ঐ অহমর্থে জ্ঞানচ্ছায়া অর্থাৎ জ্ঞানের আভাসদ্বারা অহম্ভাবের প্রকাশও বলা যায় না; যেহেতু জ্ঞান ও অহম্ভাব উভয়ের নৈরূপ্যহেতু অর্থাৎ রূপাভাববশতঃ ছায়াই সম্ভব হয় না। আবার অগ্নিসম্পর্কে উষ্ণতাপ্রাপ্ত লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তির ন্যায় অহম্ভাবের জ্ঞানমাত্র আত্মার সম্পর্কে উৎপন্ন জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে বহ্নির উষ্ণতার ন্যায় আত্মারও জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম স্বাভাবিক হইয়া উঠে। কিন্তু আত্মার ঐ ধর্ম্ম তোমার মতে স্বীকার্য্য নহে। যদি বল, ঐ অহঙ্কার আপনাতে অনুস্যূত অনুভূতিকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে অভিব্যক্ত করিয়া জ্ঞাতৃত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, অনুভূতি স্বয়ং ধর্ম্মী পদার্থ, উহা অহঙ্কারাদি অপর সকলেরই অধিষ্ঠান, উহাকে অহঙ্কারের ধর্ম্ম বলা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না। জ্ঞান স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব-

ননু মিহিরকিরণগণস্য স্বাভিব্যঙ্গ্যপাণিতলাভিব্যঙ্গ্যত্ববৎ জ্ঞানাভিব্যঙ্গ্যত্বং জ্ঞানস্য ভবেদিতি চেন্ন, তস্য পাণিতলাভিব্যঙ্গ্যত্বাভাবাৎ। পাণিতলপ্রতিহতগতিরসৌ বাহুল্যাৎ স্বয়মেব স্ফুটতরমুপলভ্যতে ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রহেতুত্বাৎ পাণিতলস্য তদ্ব্যঞ্জকস্বভাবঃ। তস্মাৎ স্বত এব জ্ঞাতৃতয়া সিদ্ধ্যন্নহমর্থ এব প্রত্যগাত্মা, ন তু জ্ঞানমাত্রং—"সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি সুপ্তোত্থিতস্য পরামর্শাৎ। তত্রাপ্যহমর্থতা সুখিতা জ্ঞাতৃতা চাবগম্যতে। তদা তমোগুণাভিভবাৎ স্ফুটতরা নাবগতিঃ। ইত্থঞ্চ দেহবদহমর্থস্যানাত্মত্বং পরিহৃতম্। ন হি সুপ্তো দেহস্তদ্বিরহিতো বেহ প্রতীয়তে ॥ ৯ ॥

লজ্জিতস্তু বাদী স্থূলেন যুক্ত্যাভাসেন প্রতিপ্রবর্ত্ততে নন্বিত্যাদিনা। যথা সূর্য্যাংশবঃ স্বপ্রকাশ্যেন করতলেন প্রকাশ্যা বীক্ষ্যন্তে তথানুভূত্যা প্রকাশ্যেনাহঙ্কারেণ তদন্তর্গতা সা প্রকাশ্যা ভবেদিত্যর্থঃ। মৈবম্। কুত ইত্যত আহ তস্যেতি। মিহিরকিরণগণস্যেত্যর্থঃ। মৈবং পার্থিবপ্রধানং হি পাণিতলং তৈজসপ্রধানস্তদ্গণং কথমেতস্য তেন প্রকাশ্যতা শক্যা বক্তুমিতি ভাবঃ। তর্হি প্রতীতিঃ কথমিতি চেৎ ভ্রান্ত্যেত্যাহ পাণিতলেতি। অসৌতদ্গণঃ। নিগময়তি তস্মাদিতি। উক্তাদর্থপ্রচয়াদ্ধেতোঃ। সুখমিতি। সুখং যথা স্যাত্তথাহমস্বাপ্সমিতি সুখিত্বঞ্চ স্ফুটম্। ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি তদুভয়েতরস্য প্রাকৃতাহঙ্কারতৎকার্য্যশ্রোত্রাদিকস্য তদা বিলীনত্বাত্তদজ্ঞানং সাক্ষাৎকার্য্যমিতি। সুখিত্বাদিত্রিকানুভবাদ্বিজ্ঞাতৃত্বঞ্চ বিস্ফুটম্। তত্রাপি সুষুপ্তে জীবে। ননু সুষুপ্তৌ চেদেবাত্মা কথং জাগরে ত্বন্তঃকরণেন সম্বন্ধাৎ সুখিত্বাদেঃ প্রতীতিরিতি চেত্তত্রাহ তদেতি। তমোগুণেন নিদ্রয়াভিভবাদাবরণাদিত্যর্থঃ। অনুভূতমেব স্মরতি নাননুভূতম্ অনুভবস্মরণয়োরেককরণনিয়মাৎ। নহীতি সুপ্তো জীবো নাহং দেহঃ ন চাহন্তাশূন্যস্তদা প্রতীয়তেঽপি তু দেহাভিন্নাহমর্থশ্চেতি গদিতং সুষ্ঠু ॥ ৯ ॥

বিশিষ্ট বস্তু। জড়াত্মক অহঙ্কার ঐ জ্ঞানের প্রকাশক, ইহা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। শান্ত অঙ্গার যেমন আদিত্যকে প্রকাশ করে না, জড় অহঙ্কারও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞানকে প্রকাশ করে না। অহঙ্কারের প্রকাশই জ্ঞানায়ত্ত। অতএব তদ্দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৮ ॥

এষ চাহং ভাবঃ ন সংস্থতির্হেতুঃ,—শুদ্ধস্বরূপানুবন্ধিত্বাৎ, কিন্তু তাদৃশতয়াবগতিস্ততো মোচয়ত্যেব তদ্বিরোধিত্বাৎ। যত্ত্বয়মুপাধিরেব স্যাত্তদা মুক্তো বিনশ্যেয়মিতি বিজানংস্তৎকথাপ্রসঙ্গাদপি জনোঽপগচ্ছেৎ। নিবৃত্তাখিলক্লেশোঽক্ষয়সুখভাক্ তেজস্বী ভবেয়মিত্যেবং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রবণাদৌ প্রবৃত্তিঃ। সাপি ন স্যাৎ,—অহমর্থস্যাত্মনো মোক্ষে বিনাশভয়প্রাপ্তেঃ। ন চ নষ্টেঽপি ময়ি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞানমনুবর্ত্তিষ্যতে স এবাত্মেতি বাচ্যমেবং প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ

এবমাত্মনঃ অহমর্থত্বমাপাদ্য সংসারহেতুত্বং নিরাকুর্ব্বন্ মুক্তিহেতুত্বং দর্শয়তি এষ চেতি। জীবোঽহমণুপরিমাণো বিজ্ঞানসুখবপুঃ সুখী বিজ্ঞাতা-প্রাকৃতাহঙ্কারাদিশূন্যোঽহমিত্যেবংলক্ষণ ইত্যর্থঃ। ততঃ সংসৃতেঃ। তদ্বিরোধিত্বাদিতি। ব্রহ্মণোঽহং গৌরোঽহমিন্দ্রিয়বানহমজ্ঞোঽহমিতি প্রাকৃতাহঙ্কার-বিমর্দ্দিত্বাদিত্যর্থঃ। বিপক্ষে দোষমাহ যত্ত্বয়মিতি। জীবোঽহমণুরহমিত্যাদ্যুক্তলক্ষণোঽহম্ভাবো যদ্যুপাধির্মহত্তত্ত্বাৎ জাতঃ স্যাদিতি হ্যর্থঃ। অপগচ্ছেৎ-

---

যদি বল, তেজঃপ্রধান সূর্য্যকিরণ যেরূপ পাণিতলের প্রকাশক হইয়াও ঐ পাণিতলেই স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানাভিব্যঙ্গ অহঙ্কারই আবার জ্ঞানের প্রকাশক হইয়া থাকে। এই যুক্তিও তুচ্ছ হইতেছে। কারণ, সূর্য্যকিরণ কখনই পাণিতলের প্রকাশ্য হয় না। সূর্য্যের কিরণসকল প্রকাশকালে জড় পাণিতলে প্রতিহতগতি হইয়া বাহুল্যবশতঃ স্বয়ংই স্ফুটতরভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে, পাণিতল উহাকে প্রকাশ করে না। পাণিতল সূর্য্যকিরণের বাহুল্য-বিধানেরই হেতুমাত্র। পাণিতলে সূর্য্যকিরণকে প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। অতএব জ্ঞাতৃত্বরূপে সিদ্ধ অহঙ্কারই আত্মা। আত্মা কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন। নিদ্রাভঙ্গের পর, আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুমাত্রই জানিতে পারি নাই; এই প্রকার পরামর্শ-হেতু সুষুপ্তিকালেও অহঙ্কারের সুখিত্ব জ্ঞাতৃত্ব অবগত হওয়া যায়। তৎকালে তমোগুণদ্বারা অভিভবহেতু উহাদের স্ফুটতর বোধ থাকে না। এইরূপে অহঙ্কারের দেহের ন্যায় যে অনাত্মত্ব, তাহা পরিত্যক্ত হইল। নিদ্রাবস্থায়ও দেহের সুপ্তিতে আত্মার দেহরূপত্ব বা অহঙ্কার-শূন্যত্ব প্রতীত হয় না॥ ৯॥

তত্র প্রমাণাভাবাচ্চ। কিন্ত্বত্র প্রমাণং বেদঃ সাক্ষী বা? নাদ্যঃ—অস্বীকারাৎ; ন দ্বিতীয়ঃ—তদানীং তস্য নাশাৎ। সাক্ষিণোঽহমর্থত্বং প্রতিপাদয়িষ্যতে। তস্মাদহমর্থো জ্ঞাতৈব প্রত্যগাত্মেতি সুস্থিরম্ ॥ ১০ ॥

পলায়েত। নিবৃত্তেতি। অহমর্থদ্বারৈব মুক্তিসাধনেষু মুমুক্ষোঃ প্রবৃত্তিঃ তস্য স তেষু ন স্যাৎ যদ্যয়মহমর্থো মুক্তো ন স্যাদিত্যর্থঃ। ন চেতি। ময়ি অহমর্থে নষ্টেঽপি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিন্নির্ব্বিশেষং জ্ঞানং স্থাস্যতি নির্গতেঽপি কল্কে মণিরিব শুদ্ধ ইত্যর্থঃ। তত্র নির্ব্বিশেষজ্ঞানে। তদানীং মোক্ষকালে। তস্য সাক্ষিণ অহমর্থস্য নাশস্বীকারাদিত্যর্থঃ তদা হি জ্ঞানমাত্রমেব তিষ্ঠেদিতি ত্বদীয়ং মতম্ ॥ ১০ ॥

ঐ অহঙ্কার সংসারের হেতু নহে; কারণ উহা শুদ্ধ স্বরূপানুবন্ধী। অহঙ্কারের স্বরূপানুবন্ধিত্বহেতু, অর্থাৎ আমি জীব, অণুপরিমাণ, বিজ্ঞানসুখশরীর, সুখী ও বিজ্ঞাতা ইত্যাদির প্রতীতিজনকত্বনিবন্ধন এবং প্রাকৃতাহঙ্কারবিমর্দ্দিতত্বপ্রযুক্ত উহা সংসারের মোচক হইয়া থাকে। অন্যথা উহা যদি উপাধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্বজাত অহঙ্কার হইত, তাহা হইলে মুক্তিতে আমি বিনষ্ট হইব, এই প্রকার জ্ঞান জন্মিত এবং মুক্তিকথার প্রসঙ্গ হইলে লোকে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিত। বিশেষতঃ মুক্তিতে আমার নিখিল ক্লেশের ক্ষয় হইবে; অক্ষয়সুখশালী হইব, এই প্রকার জ্ঞানে মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর মুক্তিসাধনাদিতে প্রবৃত্তিও হইত না। কারণ, মোক্ষাবস্থায় অনাত্ম অহঙ্কারের বিনাশভয়ই জন্মিত। মোক্ষে অহঙ্কারের নাশ হইলেও কিঞ্চিৎ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান থাকিবে, এবং ঐ জ্ঞানকেই আত্মা বলিব, একথা বলিতে পার না; কারণ, তদ্বিষয়ে কোনরূপ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, এবং তৎপক্ষে কোন প্রমাণও নাই। যদি বল, প্রমাণ আছে, তবে, সে প্রমাণ কি? বেদ অথবা সাক্ষীই উহার প্রমাণ? তদ্বিষয়ে বেদের প্রামাণ্য কেহই স্বীকার করেন না। দ্বিতীয়টিও সম্ভব হয় না; কারণ, তদানীং সাক্ষীর নাশই স্বীকৃত হইতেছে। সাক্ষী যখন অহমর্থ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন, তখন তৎকালে ঐ অহমর্থের বিনাশহেতু, সাক্ষীই উহার প্রমাণ, এই যে দ্বিতীয় পক্ষ, তাহা

অতএব লব্ধবিজ্ঞানস্থাপি বামদেবাদেরেবং ব্যাহারঃ। "তদ্বৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি, "প্রাণোঽস্মীতি প্রজ্ঞাত্মা" ইতি, "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব"(গীঃ ১৮।৭৩) ইতি। পরস্য ব্রহ্মণশ্চ মুক্তমৃগ্যস্য "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ", "তদাত্মানমবৈদহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি, "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতাঃ" ইতি "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" ইতি, "অহমেবাসমেবাগ্রে" ইতি চৈবমাদিঃ ॥ ১১ ॥

এবমহমর্থত্বং শুদ্ধাত্মন আপাদ্য তস্য বিদ্বদনুভবেন তত্ত্বং দর্শয়তি অতএবেতি। শুদ্ধাত্মনোঽহমর্থত্বাদেবেত্যর্থঃ। এবং ব্যাহারোঽহংভাবপ্রধানং বচনমিত্যর্থঃ। ব্যাহার উক্তির্লপিতং চ ভাষিতং বচনং বচ ইত্যমরঃ। তদ্বেতি বৃহদারণ্যকে। এতদ্ব্রহ্মস্বরূপং সর্ব্ববৃত্তিপ্রদং সর্ব্বব্যাপকঞ্চ পশ্যন্ননুভবন্ বামদেব ঋষিঃ প্রতিপেদে উবাচ। কিং প্রতিপেদে তদাহ অহমিতি। সদ্বৃত্তিহেতুঃ সদ্ব্যাপি চ ব্রহ্ম এব সর্ব্বং জগদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্। প্রাণোঽস্মীতি। ছান্দোগ্যে ইন্দ্রস্য। অস্য ব্রহ্মভক্তত্বং কেনোপনিষদি প্রসিদ্ধম্। ভগবতা সাকং প্রাতিকূল্যাচরণং তু তল্লীলাপোষায় তদিচ্ছানুগুণমেব। তথাপি যত্তু ক্ষমাপণং দাসানুচিতকর্ম্মত্বাদিতি ব্যাখ্যাতারঃ। "নষ্টো মোহঃ" ইতি শ্রীগীতাস্বর্জ্জুনস্য। পরস্যেতি। চকারাদেবং বাহরে ইতি সমুচ্চীয়তে। ব্রহ্ম বা ইতি বৃহদারণ্যকে। সেয়মিতি ছান্দোগ্যে। সা পরমাত্মরূপেয়ং দেবতা ঐক্ষত বিচারয়ামাস ইমাস্তেজোঽবন্নলক্ষণাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবশক্তিমতা আত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীত্যগ্রিমেণ সম্বন্ধঃ। স্ফুটমন্যৎ। ব্রহ্ম বা ইত্যাদৌ ভগবতোঽহংভাবেন স্বপরামর্শঃ স্বস্বরূপানুবন্ধিনৈব তেন মন্তব্যঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রাকৃতস্যাহঙ্কারস্যানুৎপত্তেরেবেতি তত্ত্ববাদিনঃ ॥ ১১ ॥

অসম্ভব হইতেছে। অতএব অহমর্থ যে জ্ঞাতা তাঁহারই প্রত্যগাত্মত্ব স্থিরীকৃত হইল ॥ ১০ ॥

অতএব লব্ধবিজ্ঞান হইয়াও বামদেবাদি অহন্তাবপ্রধান বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, যথা—"সর্ব্ব বৃত্তিপ্রদ এবং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের স্বরূপ অনুভব করিয়া বামদেব ঋষি বলিয়াছিলেন, আমি মনু হইয়াছিলাম, এবং আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম"। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, "হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমি স্বরূপ লাভ করিয়াছি। আমার

এবং সিদ্ধে যস্তু "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদিনা ক্ষেত্রান্তর্ভূতোঽহঙ্কারঃ স্মর্য্যতে, স খলু আত্মনি দেহেঽহঙ্কারকরণহেতুত্বাৎ তথোপদিষ্টো বোধ্যঃ। তস্মাদহঙ্কারশব্দস্য চ্বিপ্রত্যয়মুৎপাদ্য ব্যুৎপাদনং দ্রষ্টব্যম্। এতদহঙ্কারদ্বয়ং তু "সুখমহম্" ইত্যাদিশ্রুতৌ, "সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্ন" ইতি স্মৃতৌ চ দর্শিতম্। উপাধ্যভিমানাত্মকস্য প্রসুপ্তত্বাৎ, "সুখমহম্"ইত্যনেন তদনুস্মৃতির্ন ইত্যনেন চাত্মনোঽহং প্রত্যয়েন পরামর্শাচ্চ। অতঃ 'মামহং নাজ্ঞাসিষম্' ইত্যস্মিন্ পরা-

---

নন্থ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকস্যাবয়বোঽহঙ্কারো যো ভূমিরিত্যাদিবাক্যেন পঠিতঃ, যস্তু স্বরূপানুবন্ধ্যহঙ্কারো নিরূপিতঃ। স খলু কপোলকল্পিত এব প্রমাণাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ এবমিত্যাদি। অত্রায়মর্থঃ — আত্মাভিন্নোঽহমর্থোঽস্মচ্ছব্দবাচ্যঃ মুখ্যঃ দেহাবয়বোঽহমর্থস্তু মান্তোঽব্যয়ো বাচ্য ইতি বাচ্যয়োর্বাচকয়োশ্চাভেদোঽস্তি। এষ দেহাবয়বো মহত্তত্ত্বজন্মা গৌণঃ স্যাৎ কাণোঽহং বধিরোঽহমিত্যনেন কাণদেহাদাবহঙ্করণহেতুত্বাৎ উৎপন্নঃ চ্বিপ্রত্যয়েন যোঽহঙ্কার শব্দেন বাচ্যতে। অহন্তাবদ্বয়ে প্রমাণমাহ সুখমিত্যাদি সন্নে যদিতি। জাগরে শব্দাদিবিষয়গ্রাহিণি ইন্দ্রিয়গণে স জীবঃ সবিকারঃ স্বপ্নে সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাদানেনাহঙ্কারেণোপেতো বাসনয়া বিষয়াংস্তৈনৈব ভুঞ্জানস্তাদৃশ এব সুষুপ্তৌ তু পুরীতন্মধ্যস্থে ব্রহ্মণি সুপ্তস্য জীবস্যেন্দ্রিয়গণেঽহঙ্কারে চ সন্নে বিলীনে সতি স কূটস্থো নির্ব্বিকারো ভবতি। কুত ইত্যাহ আশয়মৃতে ইতি আশয়স্য বিকারহেতোর্লিঙ্গদেহস্যাভাবাদিত্যর্থঃ। ন ত্বেবং প্রতীয়তে ইতি চেত্তত্রাহ তদিতি। তস্য সুখজ্ঞানস্বরূপস্য সুষুপ্তিসাক্ষিণো নির্ব্বিকারস্যাত্মনোঽনুস্মৃতিঃ ন অস্মাকমস্তীতি। ব্রহ্মবিদ্যয়া লিঙ্গভঙ্গাভাবাৎ

মোহ বিনষ্ট হইয়াছে। আমার সংশয়ও দূর হইয়াছে এবং যথাজ্ঞানে অবস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার আদেশ পালন করিব।" মুক্ত ব্যক্তির অন্বেষণীয় ব্রহ্মেরও এইরূপ অহন্তাবপ্রধান বাক্য দেখা যায়; যথা—"যখন কোন জ্ঞেয় বস্তুই ছিল না, এক ব্রহ্মই ছিলেন, তখন আমি আত্মাকে জ্ঞাত ছিলাম। আমিই ব্রহ্ম। সেই এই পরমাত্মরূপী দেবতা দর্শন করিলেন। এই তেজোলক্ষণা এবং অন্নলক্ষণা তিন দেবতাই আমি। আমি সকলের উৎপত্তিস্থান। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম।" ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

মর্শেঽপ্যুপাধ্যভিমানিনোঽজ্ঞানবিষয়স্য নানুসন্ধিরন্যস্য ত্বজ্ঞান-সাক্ষিণোঽনুসন্ধিরস্তীতি। সুষুপ্তাবজ্ঞানসাক্ষিত্বেনাত্মাস্তে ইতি হি ভবদীয়া প্রক্রিয়া। সাক্ষিত্বং খলু সাক্ষাৎ জ্ঞাতৃত্বমেব,—"সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংজ্ঞায়াম্" ইতি পাণিনিস্মরণাৎ। স চায়ং সাক্ষী সাক্ষাজ্জানামীতি প্রতীতিপ্রসিদ্ধোঽস্মদর্থ এব। মোক্ষেঽপ্যহমর্থো-ঽনুবর্ত্ততে, ইতরথা তস্মিন্ প্রবৃত্তিরনুপপত্তিরিত্যুক্তম্ ॥ ১২ ॥

সুষুপ্তে স্থিতস্য পুনর্নিন্দাযোগাদনির্মোক্ষ ইতি ভাবঃ। বাক্যদ্বয়ে অহমর্থদ্বয়ং যোজয়তি উপাধ্যভীতি। অহমিতি ন ইতি চাস্মচ্ছব্দবাচ্যোঽহমর্থঃ। প্রসুপ্ত-ত্বাদস্য ইত্যর্থঃ। অতো মামিতি। যস্মাদহমর্থদ্বয়ং সিদ্ধং তস্মাদিত্যর্থঃ। কেনচিৎ পৃষ্টে প্রাহ মামিতি। দেহাদ্যহঙ্কারস্য দেহাদ্যজ্ঞানবিষয়স্য নানুসন্ধিঃ। অহমিতি দেহাদ্যজ্ঞানস্য সাক্ষিণঃ অস্মদর্থস্য ত্বনুসন্ধিঃ। তদা ত্বন্মতেঽপ্যাত্মা ন নির্ব্বিশেষঃ কিন্তু জ্ঞাতাহমর্থ এবেতি দর্শয়তি সুষুপ্তাবিতি। অজ্ঞান-সাক্ষিত্বেনাত্মভিন্নদেহাদ্যজ্ঞানস্য সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃত্বেনেত্যর্থঃ। সাক্ষাদিতি। সাক্ষাচ্ছব্দাদিভিঃ স্যাৎ, বাদিপ্রতিবাদিনোর্ব্বিবাদং যঃ সাক্ষাৎ পশ্যতি পক্ষপাত-শূন্যঃ সন্ তস্য সংজ্ঞায়ামিতি সূত্রার্থঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ১২ ॥

এই প্রকার অহঙ্কার সিদ্ধ হইলে "ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত আছে," ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত অর্থাৎ চতুর্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক দেহের অবয়বভূত যে এক অহঙ্কার গঠিত হয়, তাহা অহঙ্কার-করণের হেতুবশতঃ দেহই উপদিষ্ট বুঝিতে হইবে। ঐ অহঙ্কার পূর্ব্বোক্ত আত্মা ভিন্ন অস্মচ্ছব্দবাচ্য স্বরূপানুবন্ধী মুখ্য অহঙ্কার নহে। পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার শব্দে স্বরূপভূত অহংভাবকে বুঝায়। শেষোক্ত অহঙ্কার, যাহা অহং নয়, তাহাকে অহং করা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। এই অহঙ্কার অভূততদ্ভাব-অর্থে চ্বি প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব অহঙ্কার শব্দে স্বরূপ ও অন্যরূপ দুইটি ভাবকে বুঝাইতেছে। এই অহঙ্কারদ্বয় "সুখমহমস্বাপ্সং"—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং "সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ" ইত্যাদি স্মৃতিতে দর্শিত হইয়াছে। উপাধিতে অভিমানরূপ যে অহঙ্কার, তাহাই প্রসুপ্ত হয় এবং আত্ম-

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপ্যহং প্রত্যয়বোধ্যতাত্মনঃ স্বীকৃতা— "যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্। তৎ সর্ব্বং ক্রূয়তাং বিদ্বন্মহং শুশ্রূষবে ভবান্" ইত্যেতদ্রহূগণেন পৃষ্টো ভরতস্তস্মৈ অহংশব্দস্যাবক্তব্যত্বমাহ,—"শ্রূয়তাং কোঽহমিত্যেতদ্বক্তুং ভূপ ন শক্যতে" ইতি; রহূগণস্তস্যানিরুক্তব্যত্বমাহ,— "আত্মন্যেষ ন দোষায় শব্দোঽহমিতি যো দ্বিজঃ" ইতি; ভরতঃ পুনস্তং স্বীকরোতি,— "শব্দোঽহমিতি দোষায় নাত্মন্যেষ তথৈব তৎ" ইতি। জিহ্বাদিষু অনাত্মসু অহং শব্দো ন প্রযুজ্যত ইত্যনুগদিতম্—"অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং শব্দো বা ভ্রান্তিলক্ষণঃ" ইত্যাদিভিঃ ॥ ১৩ ॥

অথাত্মনোঽহমর্থত্বং প্রস্ফুটতয়া প্রতিপাদয়তি শ্রীত্যাদিনা। যো ভবানিতি দ্বিতীয়েঽংশে বোধ্যম্। শ্রূয়তামিতি। স্বাতন্ত্র্যদোষভয়াত্তদিদং নিরাকরণং জ্ঞেয়ম্। বক্তুং প্রযোক্তুম্। ভরত ইতি। তদহংশব্দবোধ্যত্বম্। অহমিতি শব্দঃ আত্মনি ন দোষায় তস্যাস্মচ্ছব্দবাচ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

রূপ অহঙ্কার যিনি তিনিই সুখাদি স্মরণ করেন। অতএব "আমি আমাকে জানি নাই" এই পরামর্শে ও উপাধিতে অভিমানী অজ্ঞান-বিষয়ের অনুসন্ধান হয় না। কিন্তু তদন্য জ্ঞানসাক্ষী অহঙ্কারের অনুসন্ধান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদিবিষয়ক অজ্ঞানের দ্রষ্টার স্বরূপে আত্মা অবস্থান করেন, ইহাই আমাদিগের মত। সাক্ষিত্ব শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃত্ব। পাণিনিতে সাক্ষাৎ দ্রষ্টার অর্থেই সাক্ষী শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাক্ষী, সাক্ষাৎ জানি, এই প্রকার প্রতীতি দ্বারা প্রসিদ্ধ অস্মদর্থ। উক্ত অস্মদর্থ মোক্ষেও অনুবর্ত্তন করে। অন্যথা মোক্ষে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি ঘটে। উহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

বিষ্ণুপুরাণেও আত্মার অহং-প্রত্যয়-বোধ্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "আপনি কে, কাহার জন্য, কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছুক, আমাকে সেই সমস্ত বলুন", এই প্রকার রহূগণের প্রশ্নের উত্তরে ভরত তাঁহার ঐ অহং শব্দের অবক্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যথা—"হে রাজন্! শ্রবণ কর, আমি কে, তাহা বলা যায় না।" "আত্মার অন্বেষণে ঐ অহং শব্দের প্রয়োগে

নন্বহমর্থশ্চেদাত্মা, তর্হি—"যদান্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম। তদৈষোঽহময়ং চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে॥ যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ। তদা হি কো ভবান্ সোঽহমিত্যেতদ্বিফলং বচ" ইত্যুপরিতনো গ্রন্থঃ কথং সংগচ্ছেত? মৈবং; তেনাহমর্থস্যাপ্যাত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যাভিমানো নিরস্যতে। তথাহি —অহংশব্দঃ খল্বহং জানাম্যহং ভুঞ্জেঽহং গচ্ছামীতি স্বার্থে স্বাতন্ত্র্যং সমর্পয়তি। তদস্য জীবাত্মনো ন সম্ভবতি, পারতন্ত্র্যাৎ। ততশ্চ পরমাত্মৈব তদভিমানমর্হতি ন তু জীবঃ। স তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিনা ততো নাতিরিচ্যতে। ন চৈবমহমর্থস্য ক্ষতিঃ, ঈশ্বরতন্ত্রোঽহমিত্যাদিরূপস্যাবিরুদ্ধস্য তস্যাহানাৎ। তদেবং

স্থাপিতমাত্মনোঽহমর্থত্বমাশঙ্ক্য দ্রঢয়তি নন্বিত্যাদিনা। মত্তো ভরতাদদ্বিতীয়াৎ। হে পার্থিবসত্তম রহূগণ নৃপশ্রেষ্ঠ। তেন উপরিতনেন গ্রন্থেন। স্বার্থে জীবাত্মন্যহমর্থে। অহানাৎ অত্যাগাৎ। ব্যবস্থয়া বৃত্তিপ্রদত্বব্যাপকত্বধারকত্বরূপয়েত্যর্থঃ স্বোক্ত্যেতি ভরতোক্ত্যেত্যর্থঃ॥ ১৪॥

কোন দোষযুক্ত হয় না," ইত্যাদি বাক্যদ্বারা, রহূগণ আবার উক্ত অহঙ্কারের বক্তব্যতা জানাইলেন। "আত্মাতে ঐ অহংশব্দের প্রয়োগে দোষ হয় না" বলিয়া ভরতও পুনরায় তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন। অনাত্মবস্তু জিহ্বাদিতে আত্মবোধক অহংশব্দ প্রযোজ্য নহে। যিনি তাহাতে উহার প্রয়োগ করেন, তিনি ভ্রান্তিবশতঃই তদ্রূপ করিয়া থাকেন। ইহাই ভরতের শেষকথা॥ ১৩॥

যদি বল, অহংশব্দ যদি আত্মাকেই বুঝায় তবে, "হে রাজন্! আমাভিন্ন যদি অন্য কেহ থাকে, তবে এই "আমি", ঐ "উনি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা যৌক্তিক হয়।" "সকল দেহেই যখন এক আত্মা, তখন "তুমি কে", "সেই আমি" প্রভৃতি বাক্যসকল বিফল হইতেছে," ইত্যাদি উপরিতন বাক্যসকল কিরূপে সঙ্গত হয়? তদুত্তরে বক্তব্য এই:—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অহংশব্দবাচ্য দ্বারা আত্মার স্বাতন্ত্র্যাভিমান নিরস্ত করা হইয়াছে। অহংশব্দ 'আমি জানি', 'আমি ভোগ করি', 'আমি গমন করি', ইত্যাদি অর্থে স্বাতন্ত্র্যবোধ করায়। কিন্তু জীবাত্মার উক্তস্বতন্ত্রতা সম্ভব হয় না; কারণ, জীব

সত্যয়মর্থঃ — মত্তো মদেকাশ্রয়াম্মদীশ্বরাদন্যঃ পরঃ স্বাতন্ত্র্যাভিমানী কোঽপি মল্লক্ষণোঽন্যো বাত্মাস্তি, তদা তদ্ব্যবচ্ছেদেনৈষোঽহময়ং তদন্য ইতি বক্তুং যুজ্যেত। ন চৈবমস্তীত্যাহ, — যদেতি। পুমান্ স্বাতন্ত্র্যাভিমানী ব্যবস্থয়া স্থিতঃ, তদা কো ভবানিতি বহুষু সমানেষু নির্দ্ধাররূপং তে প্রশ্নবৎ সোঽহমিতি বচশ্চ বিফলম্। তদেবং সতি "শ্রূয়তাম্" ইত্যত্রাপ্যয়মেবাভিসন্ধিঃ। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনো জীবস্যাত্র নিরস্যতে, ন ত্বহমর্থতা, — তথা সতি স্বোক্ত্যাহংশব্দব্যাকোপাপত্তেঃ ॥ ১৪ ॥

উপসংহারেঽপি দেহাহন্তাবং নিরস্য শুদ্ধাহন্তাবঃ স্থাপিতঃ। "সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথক্ভূয় ব্যবস্থিতঃ। কোঽহমিত্যেব নিপুণং

উপসংহারেঽপীতি। তথাচোপসংহারয়োরেকরূপেণ লিঙ্গেনাত্মনোঽহমর্থত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। এবমিতি। তত্ত্বেঽহমর্থাত্মস্বরূপে। পৃথগিতি স্বরূপাহন্তাবাৎ পৃথগন্যদ্ যৎ প্রাকৃতাহঙ্কাররূপং কারণং তেনেত্যর্থঃ। নিষ্পাদ্যং সাধ্যম্ ॥১৫॥

স্বভাবতঃ পরতন্ত্র। স্বতন্ত্র পরমাত্মাই তদ্রূপ অভিমান প্রকাশ করিতে পারেন; জীব তাহা পারেন না। জীবের সমস্ত বৃত্তিই ঈশ্বরাধীন। অতএব জীব তাঁহা হইতে কোনরূপে স্বতন্ত্র হইতে পারেন না। তাহাতে অহমর্থের কিন্তু কোন প্রকার হানিও দেখা যায় না। কারণ "ঈশ্বরাধীন আমি" ইত্যাদিরূপ অবিরুদ্ধ অহঙ্কার থাকিয়া যাইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত বাক্যসকলের এইরূপ অর্থ হইতেছে—মত্তঃ অর্থাৎ মদেকাশ্রয় মদীশ্বর হইতে অন্য পর অর্থাৎ স্বাতন্ত্রাভিমানী কোন মদ্বিধ অর্থাৎ মল্লক্ষণ অন্য আত্মা যদি থাকিত, তবে আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন, এই কথা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নাই। যখন সমস্ত দেহে স্বাতন্ত্রাভিমানী পুরুষ একজন, ইহাই ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন 'তুমি কে', এবং 'সেই আমি' প্রভৃতি বাক্যসকল বিফলই হইতেছে। অতএব 'শ্রূয়তাং'—শ্রবণ কর, ইত্যাদি স্থানেও ঐরূপই অভিপ্রায় জানিতে হইবে। সুতরাং ঐস্থলে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীবেরই নিরসন করা হইয়াছে, অহমর্থের নিরাস করা হয় নাই। অন্যথা ভরতের উক্তিতেও অহংশব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব"॥ 'রাজাহং', 'প্রজাইমাঃ' ইত্যাদিধীর্ভ্রান্তি-রেব,— তত্তদ্বিলক্ষণশ্চিৎসুখবপুরাত্মাহমিতি তু প্রমেত্যর্থঃ। এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে ময়াহহমিতি ভাষিতুম্। পৃথক্কারণনিষ্পাদ্যং শক্যতে নৃপ তে কথম্॥" এবং দেহাদিব্যতিরেকিতয়াত্মতত্ত্বেহবস্থিতে ময়া রাজ্ঞৈষ শত্রুর্হতঃ, তথৈনমহং হনিষ্যামীতি ভাষিতুং কথং শক্যতে, যদীদং পৃথক্কারণেন প্রাকৃতাহঙ্কারেণ নিষ্পাদ্যং ভবেদিতি॥ ১৫॥

ইহাপরে ত্বেবমাহুঃ — সর্ব্বভূতেষু স্থিতস্যাত্মজাতস্য জ্ঞানাদি-রূপেণৈকাকারত্বাৎ ব্যাবর্ত্তকজাত্যাদ্যভাবেন যো ভবান্ সোঽহ-মিত্যাদি প্রশ্নোত্তরেণ ঘটতে ইত্যাহ,— যদান্যোঽস্তীতি। পরো বিলক্ষণজাত্যাদিমান্। সর্ব্বেষু দেহেষ্বেকাকারব্যক্তিনানাত্বমঙ্গী-কৃত্য তদ্বৈসাদৃশ্যং নিষিদ্ধম্; ইতরথা একত্রান্যপরপদদ্বয়াসঙ্গতে-রিতি॥ ১৬॥

ব্যাখ্যান্তরমাহ ইহেতি। অপরে শ্রীবৈষ্ণবাঃ। সর্ব্বেতি নিখিলশরীরে-ষ্বিত্যর্থঃ। আত্মজাতস্য জীববৃন্দস্য। ইতরথেতি। এবং ব্যাখ্যানাভাবে। একত্রাত্মবস্তুনি। অন্যপরেতি। তথাচ পৌনরুক্তপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি॥ ১৬॥

উপসংহারেও দেহের অহংভাব নিরস্ত করিয়া শুদ্ধ অহংভাব স্থাপিত হইয়াছে। "হে রাজন্! সমস্ত অবয়ব হইতে পৃথক্ ভাবে স্থিত যে আমি, সেই আমি কে, ইহা গভীর ভাবে চিন্তা কর।" আমি রাজা, ইহারা প্রজা, এই প্রকার জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র। ঐ সকল হইতে বিলক্ষণ চিৎসুখবপু আত্মা আমি, এইরূপ জ্ঞান প্রমাত্মক। যদি বল, এইরূপে দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মতত্ত্ব ব্যবস্থাপিত হওয়ায় —"মৎকর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া এই শত্রু নিহত হইল" এবং "আমি ইহাকে বধ করিব" এই প্রকার উক্তি কিরূপে সঙ্গত হয়? তাহার উত্তর এই—স্বরূপাহম্ভাব হইতে পৃথক্ যে প্রাকৃতাহঙ্কার তদ্দ্বারাই ঐ প্রকার উক্তি যুক্তিযুক্ত হইতেছে, ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ১৫॥

এই স্থলে অন্যে বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বদেহস্থিত আত্মা সকলের জ্ঞানাদিরূপে একাকারত্বহেতু উহার ব্যাবর্ত্তক জাত্যাদির অভাবদ্বারা "যে তুমি, সেই আমি", ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরের ঘটনা হয় এবং সেই

যত্তু, সন্ময়মনুভূয়তে চেতি সর্ব্বেষাং পদার্থানাং সত্তানুভূতি-ঘটিতত্ববীক্ষণাৎ সর্ব্বত্র তয়োঃ সিদ্ধিঃ, — সন্মাত্রং সত্যমনুবৃত্তত্বাৎ। শব্দস্পর্শাদিকং তু ব্যাবৃত্তত্বাদসত্যং রজ্জুভুজঙ্গাদিবৎ রজ্জুর্যথাধিষ্ঠানতয়ানুবৃত্ত্যা সত্যা, ভুজঙ্গাদিকন্তু ব্যাবৃত্তত্বাদসত্যং তথৈতদ্‌-দ্রষ্টব্যম্ —জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদিত্যাদিস্মরণাচ্চ। যদ্রূপা হ্যনুভূতিঃ ভেদাঙ্গীকারেণানবস্থানাৎ, স্বতঃসিদ্ধা চানুভূতিত্বাৎ। পরতস্তৎসিদ্ধৌ শব্দাদিবজ্জাড্যপ্রসঙ্গঃ, ন চোৎপত্তিবিনাশৌ তস্যাঃ শক্যৌ বক্তুম্, —অসাক্ষিকয়োরসিদ্ধেঃ ন চ সৈব তয়োঃ সাক্ষিণী-স্বকীয়য়োস্তয়োঃ স্বেনৈব গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

কেবলানুভূতিবাদিনামন্যাং কুসৃষ্টিং নিরাকরিষ্যংস্তামাহ যত্ত্বিতি। অয়ং শব্দস্পর্শাদিলক্ষণোঽর্থঃ সন্ ভবতি তথানুভূয়তে চেতি প্রতীতেঃ। শব্দাদিষু সত্তানুভূতিশ্চাপি সিদ্ধ্যতি। ননু তত্তচ্ছব্দাদিরপ্যস্তীতি ভেদাপত্তিস্তত্রাহ সর্ব্বত্র সন্মাত্রং সত্যমিতি। সত্যঃ স্পর্শঃ সন্নিতি স্পর্শানুভবেঽপি তস্যানুবৃত্তেঃ। শব্দো মৃষা তস্য তত্র ব্যাবৃত্তেঃ। দৃষ্টান্তেন বিশদয়তি রজ্জুভুজঙ্গাদিবদিতি। রজ্জুঃ সত্যঃ স্রগনুভবেঽপি তস্যানুবৃত্তেঃ। ভুজঙ্গো মৃষা তস্য তত্র ব্যাবৃত্তেরিত্যর্থঃ। ননু সত্বানুভূত্যোরুভয়োঃ স্থিতৌ ভেদঃ সিদ্ধ ইতি চেত্তত্রাহ সদ্রূপা হীতি। অনুভূতিতঃ সত্তা ভিন্না সত্তানুভূত্যোর্ভেদঃ সত্তানুভূতিভ্যাং ভিন্না ইত্যেবম্ অনবস্থাপ্রসঙ্গাদেকবাক্যাচ্চ। নন্বস্ত্বনুভূতিঃ সত্তানতিরেকিণী কিন্তুৎপত্তিস্তস্যাঃ স্যাদনুভূতিত্বাৎ শব্দানুভূতির্মে জাতেতি প্রতীতেরিতি চেত্তত্রাহ। স্বতঃসিদ্ধেতি। পরত ইতি শব্দাদের্বিষয়স্য জ্ঞাননিমিত্তত্ব-মাত্মনস্তৎসমবায়িকারণত্বমিতি তার্কিকমতেনান্যতো জ্ঞানোৎপত্তাবিত্যর্থঃ। ন চেতি। তস্যা অনুভূতেস্তয়োরুৎপত্তিবিনাশয়োঃ। ন চ সৈবেতি। অনুভূতিরেব স্বোৎপত্তিবিনাশয়োঃ সাক্ষাদ্দ্রষ্ট্রীতি ন চ বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আভাসেই "যদান্যোঽস্তি" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। পর অর্থাৎ বিলক্ষণ-জাত্যাদিবিশিষ্ট। সর্ব্ব দেহে একাকার আত্মার প্রকাশের নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়া যে বৈসাদৃশ্য, তাহাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অন্যথা একই স্থলে অন্য ও পর এই দুই পদের প্রয়োগ সমীচীন নহে ॥ ১৬ ॥

কেবলানুভূতিবাদীরা বলিয়া থাকেন—"শব্দস্পর্শাদিলক্ষণ পদার্থ-মাত্রই সৎ এবং সদ্রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশী

ন চ তাং গ্রহীতুমন্যানুভূতিরপেক্ষ্যা,—স্বসত্তয়ৈব প্রকাশমানত্বাৎ। তথা হি শব্দাদ্যনুভূতিস্তদাদিবদেবাপ্রকাশা প্রতীয়তে ; ন চার্থগতাৎ প্রকাশাতিশয়াল্লিঙ্গাৎ তস্যা ভবেদনুমানং, শব্দাদৌ তদ্ভিন্নস্য প্রকাশস্যানুপপন্নত্বাৎ ; উভয়সম্মতয়া তয়ৈব সর্ব্বব্যব-

---

এবমনুভূতেঃ সদ্রূপত্বং স্বতঃসিদ্ধত্বাদুৎপত্তিবিনাশরহিতত্বঞ্চ সাধিতম্। অথ কিং তস্যাঃ প্রমাণমিত্যপেক্ষায়াং স্বপ্রকাশায়াং ন তস্যাং প্রমাণাপেক্ষেত্যাহ ন চ তামিতি। তস্যা অনুভূতেগ্র্হণায়ান্যানুভূতির্ন মৃগ্যেত্যর্থঃ। কুত

প্রতীতিহেতু ঐ সকল শব্দাদিতে সত্তা ও অনুভূতি সিদ্ধ হইতেছে। ঐ শব্দাদি বিষয়সকলের স্বতন্ত্র অস্তিত্বহেতু সত্তাদি হইতে উহাদের ভেদও বলা যায় না। কারণ, সৎ বস্তুমাত্রই সত্য, সত্তা সতী, স্পর্শ সৎ প্রভৃতি অনুভবে ঐ সত্তারই অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা ব্যাবৃত্ত হয়, তাহা অসৎ। রজ্জু অধিষ্ঠানরূপে অনুবৃত্ত হইয়া সত্য হয়। ভুজঙ্গ কিন্তু তাহা হয় না। পরন্তু উহা ব্যাবৃত্ত হইয়া অসত্যই হইয়া থাকে। শব্দস্পর্শাদি সম্বন্ধেও ঐরূপই জানিতে হইবে। শব্দস্পর্শাদিতে সে সত্তানুভূতি, তাহারই সর্ব্বত্র অনুবৃত্তিবশতঃ সত্যত্ব এবং শব্দস্পর্শাদির কুত্রাপি অনুবৃত্তি দেখা যায় না, পরন্তু ব্যাবৃত্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রকার হেতুবশতঃ উহাদের মিথ্যাত্বই স্থির হইতেছে। অখিল জগৎই জ্ঞানস্বরূপ ইত্যাদি স্মরণ হেতু, অনুভূতি সদ্রূপা, ইহা স্থির হইতেছে। উহাদের ভেদাঙ্গীকারে অনবস্থা ঘটে অর্থাৎ অনুভূতি হইতে সত্তা ভিন্না, সত্তা ও অনুভূতির ভেদ সত্তা ও অনুভূতি হইতে ভিন্ন, এই প্রকার অনবস্থা উপস্থিত হয়। এইরূপে অনুভূতি সত্তা হইতে অনতিরিক্ত হইলেও উহার উৎপত্তি স্বীকৃত হউক, এরূপও বলা যায় না ; কারণ, অনুভূতির স্বতঃসিদ্ধিই সঙ্গত হয়। উহার পরতঃ সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি স্বীকার করিলে শব্দাদি বিষয়ের ন্যায় জড়ত্বের প্রসঙ্গ হয়। অনুভূতির উৎপত্তি বা বিনাশের সাক্ষী নাই। যাহার কোন সাক্ষী নাই, তাহা কখনই স্বীকার্য্য হইতে পারে না। অনুভূতিকেও উহাদের সাক্ষী বলা যায় না ; কারণ, উহা নিজেই নিজের উৎপত্তি ও বিনাশের সাক্ষী হইতে পারে না ॥১৭॥

হারনির্ব্বাহে তৎ কৢপ্তেরন্যায্যত্বাৎ; ন চ সা নানানুভূতি-রিত্যেকাকারেণাবভাসাৎ। প্রয়োগশ্চ — বিবাদাধ্যাসিতা অনু-ভূতিরৌৎপত্তিকভেদশূন্যা বিনোপাধিপরামর্শমবিভাব্যমানভেদ-ত্বাৎ খবৎ। শব্দানুভূতিঃ স্পর্শানুভূতের্ন ভিদ্যতেঽনুভূতিত্বাদগন্ধা-নুভূতিবদিতি ॥ ১৮ ॥

ইত্যাহ স্বসত্ত্বয়েবেতি। ন খলু রবিমীক্ষিতুং দীপো মৃগ্যত ইতি ভাবঃ। স্বপ্রকাশতাং বিশদয়তি নহীতি। নন্বনুমানজ্ঞানেন তস্যা ভবেদ্গ্রহণমিতি চেত্তত্রাহ। ন চার্থগতেতি। যথা পর্ব্বতেষু ধূমজ্ঞানাৎ বহ্নিরনুমিতস্তথা শব্দাদিষ্বনুভূতিরনুমিতা তেষাং স্ফুরণাধিক্যাল্লিঙ্গাদিতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। কুত ইত্যাহ শব্দাদাবিতি। তদ্ভিন্নস্যানুভূতেরন্যস্য অনুভূতেরেব প্রকাশো ন ত্বনুভূতেরিত্যর্থঃ। উভয়েতি। অর্থ প্রকাশরূপা হ্যনুভূতিরুভয়বাদিসম্মতা তয়ৈব জ্ঞানজ্ঞেয়ব্যবহারসিদ্ধিঃ অর্থপ্রকাশাতিশয়ালিঙ্গাদনুভূতেরনুমেয়বিকল্প-নমন্যায্যমিত্যর্থঃ। শব্দাদিবিষয়ভেদাদনুভূতের্বিষয়িণ্যা ভেদঞ্চেৎ কশ্চিৎ ব্রূয়াৎ তন্নিরাকরোতি ন চ সেতি। সানুভূতিঃ নানা বহুবিধা ন ভবতি শব্দানু-ভূতিঃ স্পর্শানুভূতিরিত্যেবং তত্র চৈক্যাবভাসাৎ। বিবাদেতি। বিমতানু-ভূতিঃ স্বাভাবিকভেদহীনা শব্দাদিসম্বন্ধং বিনা ভেদানবভাসনাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

আবার অনুভূতির গ্রহণে অন্য অনুভূতিরও অপেক্ষা নাই। কারণ অনুভূতি স্বপ্রকাশস্বরূপ উহা নিজের সত্তাদ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। শব্দাদির ন্যায় অপ্রকাশ্যরূপে প্রতীত হয় না। শব্দাদি স্ফুরণের আধিক্যরূপ লিঙ্গদ্বারা শব্দাদিতে অনুভূতি অনুমান করা হয়, এরূপও বলা যায় না; কারণ, শব্দাদিতে শব্দাদি ভিন্ন প্রকাশ উপপন্ন হয় না। অর্থপ্রকাশরূপা অনুভূতি উভয়সম্মতা। ঐ অনুভূতিদ্বারা জ্ঞান জ্ঞেয় ব্যবহারের সিদ্ধিহেতু অনুমানকল্পনা অযুক্ত হইতেছে। ঐ অনুভূতিকে নানাও বলা যায় না; কারণ. অনুভূতিপ্রয়োগের এক আকারেই অবভাস হইয়া থাকে। বিবাদা-ধ্যাসিতা অনুভূতি ঔৎপত্তিকভেদশূন্যা। কারণ, শব্দাদিসম্বন্ধ ব্যতীত ভেদের অবভাসই হয় না। শব্দানুভূতি স্পর্শানুভূতি হইতে ভিন্ন নহে; কারণ, উহা গন্ধের ন্যায় অনুভূতিমাত্র ॥ ১৮ ॥

তস্মান্নিত্যা স্বপ্রকাশা নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়া চৈষানুভূতিঃ। জীবস্যেশ্বরস্য চ স্বরূপমেতদেব। ইতোঽন্যৎ সর্ব্বমিহ মায়য়া বিজৃম্ভিতমিতি জল্পন্তি। তচ্চানুভূতিস্বরূপস্যাত্মনোঽনুভবিতৃত্বা-হংপ্রত্যয়বোধ্যত্ববিষয়প্রকাশকত্ব স্বভাবহেতুকস্বয়ং—প্রকাশক-ত্বপ্রতিপাদনেনৈব নিরস্তং বেদিতব্যম্ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ, শব্দানুভূত্যুত্তরে স্পর্শানুভূতিকালে ব্যাবৃত্তস্য শব্দস্যা-সত্যত্বমাখ্যাতুং ন শক্যতে,— তদানীমেব তস্যৈবান্যৈরনুভূয়-মানত্বাৎ। জ্ঞানাপ্রসারাদযুগপদনেকাগ্রহঃ। প্রসৃতজ্ঞানাঃ খল্ব-ষ্টাবধানিপ্রতীতয়ো দৃশ্যন্তে; ন তেষাং বিষয়ব্যাবৃত্তিরস্তি। ক্রমেণ পরাপরাত্মানুভবেন চ নানুভূতস্য ব্যাবৃত্তত্বাদসত্যত্বং,— "নিত্যো নিত্যানাম্" ইত্যাদিশ্রুতিব্যাকোপাৎ। এতেনৈব তাবনু-

---

নিগময়তি তস্মাদিতি। অনুবৃত্তত্বাৎ সত্যা উৎপত্তিবিনাশবিরহান্নিত্যা প্রমাণনিরপেক্ষ প্রতীতিকত্বাৎ স্বয়ংপ্রকাশা চরমে বিশেষাস্পর্শাদৈকরূপ্যেণ ভাবনাচ্চ নির্ব্বিশেষাদ্বিতীয়াচৈষানুভূতি ব্র্হ্মেত্যর্থঃ। জীবস্যেশ্বরস্যেতি। অবিদ্যয়া জীবত্বং বিদ্যয়া চোপাধিনা ঈশ্বরত্বং চানুভূতেঃ কল্পিতং তয়োরস্ত্যেবং স্বরূপং ত্বনুভূতিরেব ঘটাকাশমহাকাশয়োরিবাকাশমিত্যর্থঃ। ইতোঽন্যদিতি। মায়য়াঽনুভূতিস্বরূপয়া জ্ঞানরূপয়া বিজৃম্ভিতং **কল্পিতম্** ইতি যৎ কল্পয়ন্তি কেবলানু-ভূতিবাদিনস্তচ্চানুভুতেরাত্মনোঽনুভবিতৃত্বাদিপ্রতিপাদনেনৈব নিরস্তং বেদিত-ব্যমিত্যনুষঙ্গঃ। সত্তাদীনাং সত্তাদ্যাশ্রয়ত্ববজ্ জ্ঞানস্বরূপস্যৈব চাত্মনো বিজ্ঞাতৃ-ত্বমিহ প্রতিপাদিতম্। তস্যৈব বিজ্ঞাতুরহমর্থত্বপ্রভৃতয়ঃ স্ববিষয়প্রকাশনশীলতয়া স্বপ্রকাশকত্বঞ্চেতি হেতোস্তং কুচোদ্যং পরিহৃতমিত্যর্থঃ। ন খলু বিজ্ঞানাহমর্থঃ বিষয়প্রকাশকসত্তাকশ্চাহমর্থো নির্ব্বিশেষা চিৎ শক্যতে বক্তুম্ ॥ ১৯ ॥

"অতএব এই অনুভূতি নিত্য স্বপ্রকাশস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ ও অদ্বিতীয়। ইহাই জীব ও ঈশ্বরের রূপ। এই অনুভূতি হইতে ভিন্ন সমস্তই মায়াকল্পিত।" কেবলানুভূতিবাদীর এই যে মত, তাহা অতি তুচ্ছ। কারণ, অনুভূতিস্বরূপ আত্মার অনুভবিতৃত্ব, অহং-প্রত্যয়বোধ্যত্ব, বিষয়প্রকাশকত্ব প্রভৃতি স্বভাববশতঃ স্বয়ংপ্রকাশত্ব-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ মতের নিরাস হইয়াছে, জানিতে হইবে ॥১৯॥

ভূত্যাং কল্পিতাবতস্তথেত্যুক্তিরপি নিরস্তা কল্পকানিরূপণাচ্চ। রজ্জুভুজঙ্গাদিকস্তু ন দৃষ্টান্তো, বৈষম্যাৎ॥ ২০॥

ন চ সন্মাত্রমনুভূতির্ব্বিষয়বিষয়িভাবেন ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ; ন চ শব্দাদ্যনুভূতিস্তথাত্মবৃত্তিজ্ঞানস্যানিত্যত্বস্বীকারাৎ; ন চ স্বরূপানুভূতিঃ সঃ — যোঽহং বাল্যে স্বপিতরাবন্বভুবং, স এবেদানীং

আপাতরমণীয়ান্ পূর্ব্বপক্ষার্থানধুনা নিরাকরোতি কিঞ্চেত্যাদিনা। তদানীমিতি। অনুভূতশব্দস্য জনস্য তদানীং স্পর্শানুভববেলায়ামিতি তস্যৈব শব্দস্যান্যৈঃ শ্রোতৃভিরনুভূয়মানত্বাদিত্যর্থঃ। ননু স্পর্শানুভবী তং শব্দং কুতো নানুভবতি তত্রাহ জ্ঞানাপ্রসারাদিতি। দুরদৃষ্টেন জ্ঞানসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। যে তূগ্রপুণ্যেন প্রসৃতজ্ঞানাস্তে খলু সার্দ্ধমেবানেকানর্থাননুভবন্তীত্যাহ প্রসৃতেতি। ক্রমেণেতি। অনুভূতস্য পরাত্মনঃ। নিত্য ইতি ব্যাখ্যাতং প্রাক্। এতেন পরাত্মনো নিত্যত্বশ্রবণেন হেতুনা তৌ জীব পরাবমুভূত্যাং কল্পিতাবতঃ কল্পিতত্বাদ্ধেতোস্তথা মিথ্যাভূতানুভূতিরেব সত্যা ইত্যুক্তিশ্চ নিরাকৃতা নিত্যয়োঃ কল্পিতত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। রজ্জ্বিতি। পুরস্থিতায়াং রজ্জৌ ভুজঙ্গং কল্পয়ন্ রজ্জ্বোরন্যো যথা প্রতীতস্তথানুভূত্যাং শব্দাদীন্ কল্পয়ন্ননুভূতেরন্যঃ প্রত্যেতব্যঃ স চ তেনাস্তীতি বিষমদৃষ্টান্তী ত্বমিতি॥ ২০॥

আরও শব্দানুভূতির উত্তর স্পর্শানুভূতিকালে ব্যাবৃত্ত যে শব্দ তাহার অসত্যত্বও বলা যাইতে পারে না, কারণ তৎকালে ঐ শব্দেরই অন্যকর্ত্তৃক অনুভব দেখা যায়। দুরদৃষ্টবশতঃ যুগপৎ অনেক জ্ঞানের অগ্রহ হয় বলিয়াই স্পর্শানুভবী শব্দকে অনুভব করেন না। উগ্র পুণ্যবশতঃ যাঁহাদের জ্ঞান প্রসারতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা যুগপৎ অনেক বিষয়ই অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিষয়ব্যাবৃত্তি নাই। ক্রমান্বয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনুভবহেতু এবং অনুভূত বস্তুর ব্যাবৃত্তত্বহেতু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অন্যত্বও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে, "নিত্যের ও নিত্য" ইত্যাদি শ্রুতির বাধ হয়। এতদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনুভূতিকে কল্পিত বিবেচনা করা যে অযৌক্তিক তাহা বোধগম্য হইতেছে। কারণ তাদৃশ কল্পনায় কল্পকের নিরূপণ হয় না। অতএব

বার্দ্ধক্যে স্বনপ্তৄননুভবামীতি অনুভবিতুরেবাস্মদর্থস্য তত্ত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ; ন চানুভূতেরনুভূতিগোচরত্বে শব্দাদিবজ্জাড্যাপত্তিঃ, — অনুভূতিত্বেনৈব গোচরত্বাৎ। তস্মাজ্‌জ্ঞানগ্রাহ্যত্বেঽপি ন জাড্যপত্তিঃ, "মৃগৈর্ম্মৃগাণাং গ্রহণম্" ইত্যাদিঃ, "জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ" ইত্যাদিপ্রমাণাচ্চ। ন হি প্রকাশৈকরূপস্য রবেঃ প্রকাশাত্মকচক্ষুর্ব্বিষয়ত্বে সত্যপ্রকাশতাপত্তির্দৃষ্টা। এবং হানোপাদানাদিলিঙ্গকানুমানজ্ঞানগম্যত্বং পরানুভূতেঃ সিদ্ধ্যতি, — অহমনু-

---

যত্তু সদ্রূপা হ্যনুভূতিরিতি সদনুভূত্যোর্ব্ভেদঃ প্রতিপাদিতঃ তন্নিরস্যতি ন চ তন্মাত্রমিতি। ন চ তয়োর্ব্ভেদে গ্রহীতেঽনবস্থাপত্তিস্তস্যাধিকরণরূপত্বেন তদনাপত্তেঃ। তথাপি ভেদবত্তদ্ভাতির্বিশেষাৎ। ন চ শব্দাদীতি। তব কেবলানুভূতিবাদিনঃ। ন চ স্বরূপেতি। যস্মান্নীলপীতাদ্যাকারা জ্ঞানবৃত্তয়ো ভবন্তি সা ব্রহ্মস্বরূপা নির্গুণানুভূতিরাত্মেতি ত্বয়া ন শক্যমভিধাতুমিত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ যোঽহমিতি। তত্ত্বেনাত্মত্বেন। যত্তু ন চ তাং গ্রহীতুমন্যানুভূতেরপেক্ষা ইত্যাত্মনো জ্ঞানগোচরত্বং নিষিদ্ধং তৎ প্রত্যাখ্যাতি ন

জীবাত্মা ও পরমাত্মার কল্পিতত্বহেতু যে মিথ্যাত্ব তাহা নিরস্ত হইল। রজ্জু ও ভুজঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্তই হইতে পারে না। কারণ উক্ত দৃষ্টান্তে সম্পূর্ণ বৈষম্য দেখা যায়॥ ২০॥

অনুভূতিকে সদ্রূপও বলা যায় না ; যেহেতু বিষয় ও বিষয়ীর ভাবে সত্তা ও অনুভূতির ভেদ সিদ্ধ আছে। শব্দাদ্যনুভূতিকে অনুভূতি বলা যায় না ; যেহেতু কেবলানুভূতিবাদীর মতে আত্মবৃত্তি জ্ঞানের নিত্যত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনুভূতিকে আত্মস্বরূপও বলা যায় না ; কারণ, জ্ঞানের বৃত্তিসকল নীল-পীতাদি আকারে অনুভূত হওয়ায় আত্মস্বরূপ নির্গুণ অনুভূতি বলা অযুক্ত হয়। সেই যে আমি বাল্যে নিজ পিতা ও মাতাকে অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি এক্ষণে বার্দ্ধক্যে পৌত্রদিগকে অনুভব করিতেছি ? এইরূপে অস্মদর্থ অনুভবিতারই তদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতেছে। অতএব ব্রহ্মস্বরূপ নির্গুণ অনুভূতি বলা যাইতে পারে না। অনুভূতির অনুভূতিগোচরত্ব হওয়ায় শব্দাদির ন্যায় জাড্যাপত্তিও বলা যায় না।

ভবামীতি স্বানুভূতেশ্চ। "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ", "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যম্" ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্মৃতয়ো বিজ্ঞানস্বরূপস্য ব্রহ্মণো বেদ্যত্ব-মুক্ত্বা বোধিকা নোপরুদ্ধ্যেরন্। তস্মাদনুভবিতৈবাত্মা অনুভূ-তিস্তু তস্য ধর্ম্মঃ স চ বিষয়প্রকাশনসময়ে স্বপ্রকাশঃ প্রতীতঃ; অন্যদা জ্ঞানগম্যশ্চ। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং ন মতের্মন্তারম্" "ইত্যত্র তু

চানুভূতেরিতি। অনুভূতিত্বেনৈবেতি শব্দাদিবজ্জড়ত্বেন ইত্যর্থঃ। সজাতীয়েন গৃহীতত্বে বিজাতীয়ত্বং ন ভবতীতি বিশদয়িতুং নিদর্শনং ন হীতি। এবমিতি জ্ঞানস্য জ্ঞানগ্রাহ্যত্বে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। হানেতি। এষ বিপ্রো ব্রহ্ম-বিদ্বিষয়যোগিত্বে সতি ব্রহ্মভক্তিগ্রহণত্বাদিতি বিপ্রস্য ব্রহ্মবেদনমনুমিতম্। স্ফুটার্থমন্যৎ। এতেন ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্। ব্রহ্মণাজ্ঞান-নাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষত ইতি নিরস্তম্। মনসা এবানুদ্রষ্টব্যমিতিশ্রুতে-র্বৃত্তিব্যাপ্যং ব্রহ্ম যন্মনো ন মনুতে ইতি শ্রুতেস্তু ফলব্যাপ্যং তন্নেতি বদন্তি। অন্তঃকরণবৃত্তিরাবরণনিবৃত্ত্যর্থমজ্ঞানাবচ্ছিন্নচৈতন্যং ব্যাপ্নোতি ইতি নিবৃত্তি-ব্যাপ্যত্বম্ আবরণে নিবৃত্তে স্বয়ংপ্রকাশমানং চৈতন্যং ফলচৈতন্যমুচ্যতে

কারণ উহার স্বরূপেই গ্রাহ্যত্ব দেখা যায়। অতএব জ্ঞানগ্রাহ্যত্বেও অনুভূতির জাড্যাপত্তি হয় না। অনুভূতির জ্ঞানগ্রাহ্যত্ব সম্বন্ধে মোক্ষ-ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—"যেরূপ মৃগদ্বারা মৃগের, পক্ষীদ্বারা পক্ষীর এবং গজদ্বারা গজের গ্রহণ হয়, তদ্রূপ জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানদ্বারাই গ্রহণ হইয়া থাকে।" "জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রও তদ্বিষয়ে প্রমাণ জানিতে হইবে। প্রকাশৈকরূপ রবির প্রকাশাত্মক চক্ষুর বিষয়ত্ব সত্ত্বেও অপ্রকাশাপত্তি দৃষ্ট হয় না। অতএব জ্ঞানের জ্ঞান-গ্রাহ্যত্ব স্বীকারে কোন দোষ হইতেছে না। এইরূপে হানোপাদানাদিলিঙ্গক অনুমানজ্ঞানের গম্যত্ব পরানুভূতির সম্বন্ধে সিদ্ধ হইতেছে। "আমি অনু-ভব করিয়াছি" ইত্যাদি স্বীয়ানুভূতিও তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে। "পুরুষ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য।" "তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য।" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বেদ্যত্ব বলিয়াও বাধিত হইতেছেন না। অতএব আত্মা অনুভবিতা, অনুভূতি তাঁহার ধর্ম্ম সেই ধর্ম্ম আবার বিষয়প্রকাশকালে স্বপ্রকাশরূপে প্রতীত হইয়া

তথাভূতং জীবং নিষিধ্য সর্ব্বান্তরাত্মানমীশমুপাসস্বেতি ব্যাখ্যা-নাম্ন কাচিৎ শঙ্কা ॥ ২১ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্যে ভাষ্যপীঠকে কেবলানুভূতিব্যুদাসো· নাম সপ্তমঃ পাদঃ ॥ ৭ ॥

চেন্ন চিত্তবৃত্তির্ব্যাপ্নোতি আবরণস্য প্রাগেব নিবৃত্তেঃ প্রয়োজনাভাবাত্তদন্তঃকরণস্যাপি বিনাশাচ্চ কথং তদ্ব্যাপ্তিঃ শক্যা বক্তুম্। তস্মাদিতি উক্ত নির্ণয়াদ্ধেতোঃ। অনুভবিতা জ্ঞানী। ন তু কেবলানুভূতিস্বরূপ ইত্যর্থঃ। অনুভূতিস্তস্যাত্মনঃ স্বানুবন্ধী ধর্ম্মো ভবতি। নন্নু জ্ঞানী চেদাত্মা তর্হি ন দৃষ্টিরিত্যাদি জ্ঞানিত্বপ্রতিষেধঃ কথং সঙ্গচ্ছেতেতি চেত্তত্রাহ ন দৃষ্টিরিতি স্ফুটার্থম্। তথাভূতং জীবং নিষিধ্যেতি। তদুপাসনে ক্লেশাধিক্যাদিতি ভনিতং ভগবতা যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদিভিঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যাং সপ্তমো নন্দকপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥৭॥

থাকে এবং অন্য সময়ে জ্ঞানগম্যরূপেই প্রতীত হয়। যদি বল, আত্মা জ্ঞানী, তাহা হইলে 'আত্মা জ্ঞানী নহেন', 'আত্মা মননকর্ত্তা নহেন', এই সকল জ্ঞানাদি-নিষেধসূচক বাক্যের কিরূপে সঙ্গতি হয়? তাহার উত্তর এই— জ্ঞানোপাসনায় ক্লেশাধিক্য হওয়ায় জ্ঞানী জীবের নিষেধপূর্ব্বক সর্ব্বান্তরাত্মা ঈশ্বরেরই উপাস্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, এই প্রকার ব্যাখ্যা করিলে আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না। জ্ঞানদ্বারা উপাসনাতে ক্লেশাধিক্য "যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যম্" ইত্যাদি গীতোক্তিতেই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২১ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্য ভাষ্যপীঠকের কেবলানুভূতিব্যুদাসনামক সপ্তম পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমঃ পাদঃ

—ঃঃ(*)ঃঃ—

তদেবং জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞানাহমর্থশ্চাত্মা কর্ত্তৃত্বাদিমান্। স চেশো জীবশ্চেতি দ্বিবিধঃ,—তত্রেশো বিভুঃ স্বদ্বারা জগৎকর্ত্তা, স্বায়ত্ত-বৃত্তিকপ্রকৃতিদ্বারা তু তদুপাদানং চেতি "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুরোধাৎ" ইত্যাদিকাৎ সূত্রকাত্তদ্ভাষ্যাচ্চাবসীয়তে। প্রকৃতিজীবরূপাৎ প্রপঞ্চাৎ তদাশ্রয়স্যেশ্বরস্য ভেদস্ত্বানন্দময়াত্ত-ধিকরণেভ্যঃ সিদ্ধঃ ॥ ১ ॥

গ্রন্থারম্ভে বিজ্ঞানানন্দস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণরত্নাকরস্য শ্রীপতেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য বিষ্ণোর্ভক্তিরাত্যন্তিকয়োঃ সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহারয়োর্হেতুঃ। সা চ স্বসংবিৎপূর্ব্বয়া তৎসম্বিদা প্রবৃত্তেতি ভগবতো বাদরায়ণস্য মতেনাপাদিতম্। তদ্দৃঢ়তায়ৈ সর্ব্বদেবতৈক্যাদিবাদা নিরাকৃতাঃ। নির্গুণাত্মৈক্যবাদস্তু পঞ্চমাদিভিস্ত্রিভিঃ পাদৈঃ পরিদূষিতঃ। তেন সবিশেষব্রহ্মবাদো দৃঢ়তাং নীতঃ। অথ তদ্বাদে উদ্দিষ্টং পুমর্থং বর্ণয়িতুং পদ্মপাদোঽয়মারভ্যতে তদেবমিত্যাদিনা। স্বদ্বারেতি স্বরূপ-শক্তিমতাত্মনেত্যর্থঃ। প্রকৃতিশ্চেতি। বিশ্বস্যোপাদানং নিমিত্তঞ্চ ব্রহ্মৈব। কুতঃ? একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া মৃৎপিণ্ডাদিদৃষ্টান্তস্য চানুগুণ্যাদিত্যর্থঃ। অবশিষ্টানি সূত্রাণি ভাষ্যে বিজ্ঞেয়ানি ॥ ১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানাহন্তাববিশিষ্ট আত্মা কর্ত্তৃত্বাদি-মান্, ইহা সিদ্ধ হইল, ঐ আত্মা জীব ও ঈশ্বর ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ঈশ্বর বিভু, স্বশক্তিদ্বারা জগতের কর্ত্তা এবং স্বায়ত্তবৃত্তি প্রকৃতিদ্বারা জগতের উপাদান হন। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তা-নুরোধাৎ।"—"প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের আনুগুণ্যপ্রযুক্ত ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত উভয়ই স্বীকার করিতে হয়।"—ইত্যাদি সূত্র ও তদ্ভাষ্য হইতে উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রকৃতি ও জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয় ঈশ্বরের ভেদ "আনন্দ-ময়োঽভ্যাসাৎ"—"আনন্দময়শব্দে পুনঃপুনঃ ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশহেতু আনন্দময় পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে।" ইত্যাদি অধিকরণ হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তস্য স্বরূপলক্ষণং সত্যানন্দজ্ঞানত্বং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বঞ্চ চিদচিচ্ছক্তিমানসৌ জগন্নিমিত্তোপাদানতাং ভজতীতি তদুভয়রূপতায়াঃ স্বতো ব্রহ্মগতত্বেনোপাধিকত্বাভাবাদুপলক্ষণত্বনামকতটস্থলক্ষণত্বনিয়মোঽপি নাতীব সমঞ্জসঃ। জগজ্জন্মাদিহেতুত্বমেব ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রকৃদ্ভির্দর্শিতং—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি। ইতরথা লক্ষণাসঙ্গতিঃ। জগচ্চ পরমার্থতঃ সত্যমিত্যুপপাদিতম্ ॥ ২ ॥

তস্যেতি। তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকং স্বরূপলক্ষণং। তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকং তটস্থলক্ষণং, যথা ব্রহ্মণঃ সত্যত্বাদি যথা চ জগজ্জন্মাদিকর্তৃত্বমিতি মায়িনো বদন্তি জগতো ব্রহ্মভিন্নত্বেঽপি সকর্তৃকত্বেন ব্রহ্মবোধকত্বমস্তীতি ব্রহ্মোপলক্ষকত্বাত্তটস্থলক্ষণমিতি। নৈতৎ সুপেশলং যথাশ্বাদিকং গোরসাধারণং স্বরূপানতিরেকীতি সাস্নাদিমত্ত্বং তস্য স্বরূপলক্ষণং স্যাদেবং পরাদিশক্তিত্রয়ং শক্তিমতো ব্রহ্মণোঽসাধারণং স্বরূপানতিরেক্যেব ন জবাপুষ্পারুণ্যবদৌপাধিকং অতস্তত্রয়েণ তন্নিমিত্তোপাদানত্বম্। তস্য সাস্নাদিমত্ত্ববৎ স্বরূপলক্ষণমেবেতি ভাবঃ। জন্মাদীতি। যতো হেতোরস্য জগতঃ জন্মাদি ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ সত্যানন্তজ্ঞানত্ব এবং জগজ্জন্মাদিহেতুত্ব। চিদচিচ্ছক্তিমান্ পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণই। ঐ উভয়রূপতাই স্বরূপতঃ ব্রহ্মগত। অতএব উপলক্ষণত্ব নামক যে তটস্থলক্ষণ, তাহার স্বীকারে অসামঞ্জস্য ঘটে। মায়াবাদীগণ বলেন, "বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া যাহা বস্তুর বোধক হয়, তাহারই নাম স্বরূপলক্ষণ। সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মবস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া ব্রহ্মবস্তুর বোধক হওয়ায় ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হয়। আর যাহা বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া বস্তুর বোধক হয়, তাহাকেই তটস্থলক্ষণ বলে। জগৎকারণত্বাদি ব্রহ্মবস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া ব্রহ্মের বোধক হওয়ায় ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ হয়।" কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নহে; যেহেতু জগৎকারণত্বাদিও ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। বস্তুতঃ উহারাও ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণই। তবে যদি তটস্থলক্ষণের এইরূপ অর্থ করা যায় যে, যাহা স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইয়াও স্বরূপে প্রবেশ করে না, অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপকে বোধ করায় না, তাহাকেই

যে তু মৃষাভূতং জগৎ রজ্জুভুজঙ্গাদিবৎ ব্রহ্মণ্যারোপিতমিত্যাহু-স্তন্মতে নিরধিষ্ঠানং তৎ স্যাৎ। সামান্যতো জ্ঞাতত্বে সত্যজ্ঞান-বিশেষবত্ত্বং খল্বধিষ্ঠানত্বতন্ত্রং, তচ্চ নির্ব্বিশেষে নিঃসামান্যে ব্রহ্মণি ন সম্ভবতীতি মৃদ্‌ঘটাদয়ো দৃষ্টান্তাঃ শ্রৌতাঃ; শুক্তিরজতা-দয়স্তু বৌদ্ধা এব। তস্মাজ্জগন্নিমিত্তোপাদানস্বরূপত্বং ব্রহ্মণস্তস্য পারমার্থিকম্ ॥ ৩ ॥

জগদ্‌ভ্রমবাদং নিরাকরোতি। যে ত্বিতি। ভ্রমস্থলে ভ্রমাধিষ্ঠানং সামান্যতো জ্ঞাতং সৎ অজ্ঞাতবিশেষবচ্চ প্রতীতং যথা শুক্তিকারজ্জু প্রভৃতি ন চৈবং ত্বয়া ব্রহ্ম স্বীক্রিয়তেঽতোঽসঙ্গতোঽয়ং ভ্রমবাদঃ কিঞ্চ কৈশ্চিদ্‌দুষ্টৈ-রেবৈষবাদঃ প্রবর্ত্তিতঃ শ্রুতিষু নোপলভ্যতে। ননু পুরাণে ক্বচিত্তে দৃষ্টান্ত-ইতিচেত্তত্রাহ। বৌদ্ধা এবেতি। জগত্যনিত্যত্ববুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। বিরক্তিফলকা ইতি যাবৎ। বৈরাগ্যং জিগ্রাহয়িষুভিরাচার্য্যৈর্বুদ্ধৌ কল্পিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তটস্থলক্ষণ বলা যায়; তাহা হইলে জগৎকারণত্বাদিকে তটস্থলক্ষণ বলিলেও কোন হানি হয় না। বিশেষতঃ জগৎকারণত্বাদি ব্রহ্মের সাময়িক ধর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্যকালে অনুমেয় ধর্ম্ম বলিয়াও উহাদিগকে তটস্থলক্ষণ বলা যাইতে পারে। সত্যত্বাদি কিন্তু সেরূপ সাময়িক ধর্ম্ম নহে। উহারা ব্রহ্মে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছে। এই নিমিত্ত জগৎকারণত্বাদির ন্যায় ঐ সকল ধর্ম্ম অনুমেয় হয় না। উহারা শ্রুত্যৈকপ্রমাণগম্য। ফলতঃ জবাপুষ্পগত আরুণ্য যেরূপ স্ফটিকাদি-সংযুক্ত হইয়া স্ফটিকমণির ঔপাধিক ধর্ম্ম হয়, পরাদিশক্তিত্রয় ব্রহ্মের সেরূপ ঔপাধিকধর্ম্ম নহে; উহারা 'গোর' সাস্নাদির (গলকম্বলাদির) ন্যায় স্বরূপলক্ষণই বটে। ঐ সকল শক্তিদ্বারাই ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয় কারণই হইয়া থাকেন। কি নিমিত্তত্ব, কি উপাদানত্ব, ইহার কোনটিই ব্রহ্মের ঔপাধিক নহে। অতএব তদুভয়কেই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলাই যুক্ত। ইহাতে তটস্থলক্ষণেরও কোন ক্ষতি দেখা যায় না। কারণ, স্বরূপের সান্নিধ্যত্বই তটস্থত্ব। শক্তিত্রয়ই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। জগজ্জন্মাদিকারণত্ব শক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। অতএব জগজ্জন্মাদিকারণত্ব তটস্থভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ না হইয়া পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ হইতেছে। এই নিমিত্তই

এবং হি স্মরন্তি—"এষ প্রকৃতিরব্যক্তঃ কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ। পরশ্চ সর্ব্বভূতেভ্যঃ তস্মাদ্‌বৃদ্ধতমোঽচ্যুতঃ॥ বুদ্ধির্মনো মহান্ বায়ুস্তেজোঽম্ভঃ খং মহী চ যা। চতুর্ব্বিধঞ্চ যদ্‌ভূতং সর্ব্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্॥ চতুর্ব্বিধানাং ভূতানাং ত্রিষু লোকেষু মাধবঃ। প্রভবশ্চৈব সর্ব্বেষাং নিধনঞ্চ যুধিষ্ঠির॥" ইতি, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ উঃ ৬।১৯) ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথাপি ন কশ্চিদ্বিকার ইতি বক্তীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্॥ ৪॥

উভয়রূপত্বে প্রমাণম্ এবং হীতি। এষ ইতি ভারতে সভাপর্ব্বণি ভীষ্মবাক্যম্। প্রকৃতিরুপাদানং কর্ত্তা নিমিত্তঞ্চ সনাতন ইত্যবিকারিত্বম্। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বম্। মন ইতি তৎকারণমহংতত্ত্বম্। তেন ইন্দ্রিয়তদ্দেবতানাং গ্রহণম্। মহান্ বায়ুরিত্যাদিনা ভূত পঞ্চকং চতুর্ব্বিধং যজ্জরায়ুজাদি ভূতং প্রাণিজাতং সর্ব্বমেতৎ কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতং তেন পালিতমিত্যর্থঃ। প্রভবো জনকঃ নিধনং সংহর্ত্তেতি নিখিলৈকহেতুত্বং কৃষ্ণস্যোক্তম্। নন্বেবং জগৎকর্ত্তৃত্বে সিদ্ধে তস্য নিষ্ক্রিয়ত্বং কথং শ্রাব্যতে শ্বেতাশ্বতরৈস্তত্রাহ নিষ্কলমিতি বিকারঃ শ্রমাদিঃ॥ ৪॥

সূত্রকার জগজ্জন্মাদিহেতুত্বকে ব্রহ্মের স্বরূপ করিয়াই দেখাইয়াছেন। অন্যথা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই লক্ষণের অযৌক্তিকতা ঘটে। এতদ্বারা জগৎ যে পরমার্থতঃ সত্য, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ, মিথ্যা জগৎ কখনই ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না॥ ২॥

যাঁহারা মিথ্যাভূত জগৎ, রজ্জুতে ভুজঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মে আরোপিত বলেন, তাঁহাদের মতে জগৎ অধিষ্ঠানশূন্য হইয়া উঠে। ভ্রমস্থলে ভ্রমাদিষ্ঠান সামান্যতঃ জ্ঞাত হইয়া অজ্ঞাত-বিশেষ যুক্ত হয়, ইহাই নিয়ম। ঐ নিয়ম নির্ব্বিশেষ নিঃসামান্য ব্রহ্মে সম্ভব হয় না। এই নিমিত্তই জগৎ কারণত্ববিষয়ে শুক্তিরজতাদির পরিবর্ত্তে মৃদ্‌ঘটাদি দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়া হইয়া থাকে। তবে কোথায়ও কোথায়ও শুক্তিরজতাদির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে কেবল জগতের অসারত্ব প্রদর্শনে সংসারে লোকের বৈরাগ্য উৎপাদনার্থ আচার্য্যকর্ত্তৃক বুদ্ধিতে কল্পিত হইয়াছে জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মের জগন্নিমিত্তোপাদানত্ব যে পারমার্থিক, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল॥৩॥

জীবস্ত্বণুঃ—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে" (শ্বেঃ উঃ ৫।৯)। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ" (মুঃ উঃ ৩।১।৯), "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। তস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং পারমার্থিকং পরায়ত্তঞ্চেতি "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রদশকাত্তদ্ভাষ্যাচ্চ বিদিতম্ ॥ ৫ ॥

এবমীশং নিরূপ্যাথ জীবং নিরূপয়তি জীবস্ত্বিতি। বালাগ্রেতি শ্বেতাশ্বতরাণাং বাক্যম্। আনন্ত্যায় মুক্তয়ে। এষোঽণুরিতি মুণ্ডকে। সূক্ষ্মাণামিত্যেকাদশে। তস্যেতি। পরায়ত্তমীশতন্ত্রম্। কর্ত্তেতি। জীবঃ কর্ত্তা কুতঃ? যজেত ধ্যায়েদিত্যাদিশ্রুতেশ্চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থক্যাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে ব্যর্থং চ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মহাভারতের সভাপর্ব্ব শ্রীভীষ্মদেবের বাক্যে উক্ত হইয়াছে—"এই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ 'প্রকৃতি' অর্থাৎ উপাদানকারণ এবং কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ। ইনি সর্ব্বভূতের পর, অতএব বুদ্ধতম। বুদ্ধি, মন, মহান্, বায়ু, তেজ, জল, আকাশ ও মহী এবং চতুর্বিধ ভূতগ্রাম, এই সকলই শ্রীকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। হে যুধিষ্ঠির, এই মাধব তিন লোকে সকলের উৎপত্তি ও বিনাশের কর্ত্তা।" "ইনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন", প্রভৃতি শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্বাদি সত্ত্বেও কিছু বিকার নাই, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব সকলগুলিরই সামঞ্জস্য হইল অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি বিকারের কারণ সত্ত্বেও ব্রহ্ম অবিকারী থাকেন, এইরূপ উক্তিতে সকলই সমীচীন হইল ॥ ৪ ॥

জীব অণু। জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব অনন্ত্য (মোক্ষ) লাভের যোগ্য। "আত্মা অর্থাৎ জীব চিদ্রূপ ও অণু। ঐ জীব বিজ্ঞেয়।" "সূক্ষ্মের মধ্যে আমি জীব।" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিতে জীবের তাদৃশত্ব ব্যক্ত আছে। জীবের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি পারমার্থিক এবং ঈশ্বরাধীন। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" প্রভৃতি দশটি সূত্র এবং ঐ সকল সূত্রের ভাষ্য হইতে উহাই অবগত হওয়া যায় ॥ ৫ ॥

পরমার্থতো বহুত্বঞ্চ মন্তব্যম্— "জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ। তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥" (গীঃ ৫।১৬) "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" (গীঃ ১৪।২) ইত্যাদিষু — বিধ্বস্ততমসাং ভগবৎসাম্যভাজাং বহুত্বাভিধানাৎ। জ্ঞানস্বরূপস্যাপি তস্য জ্ঞানগুণকত্বং স্বীকার্য্যম্ — "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্", মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ। নিত্য এব স গুণঃ — "ন হি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতেৰ্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ। দোষপ্রহাণান্ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা। যথোদপানখননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরম্।

ঈশ্বরো যথৈক এব ন তথা জীবঃ কিং তু বহবো জীবা ইত্যাহ পরমার্থত ইতি। বহুত্বং জীবতত্ত্বস্যেত্যর্থঃ। জ্ঞানেনেতি শ্রীগীতাসু। প্রকাশস্য ভানোঃ প্রকাশকত্ববজ্ জ্ঞানস্য জীবস্য জ্ঞাতৃত্বমিত্যাহ জ্ঞানস্বরূপস্যাপীতি। য ইতি বৃহদারণ্যকে। যোঽন্তর্যামী বিজ্ঞানে চিদেকধাতৌ জীবে তিষ্ঠংস্তদন্তর্যময়তীত্যর্থঃ। মন্তেতি ষট্ প্রশ্ন্যাম্। বিজ্ঞানাত্মেতি চিদেকধাতুত্বং বোদ্ধেতি বিজ্ঞাতৃত্বম্। ননু মনসা সংযুক্তে আত্মনি জ্ঞানস্যোৎপত্তেরনিত্যং তদিতি চেত্তত্রাহ নিত্য এবেতি। ন হীতি বৃহদারণ্যকে। বিজ্ঞাতুর্জীবস্য বিজ্ঞাতেঃ ধর্ম্মভূত জ্ঞানস্য বিপরিলোপো বিনাশো নাস্তি অবিনাশিত্বাদিতি বাক্যশেষঃ। অবিনাশী বা ইত্যাদিকং চাদিপদাৎ। যথেতি শৌনকবাক্যম্। ইহ হেয়-

---

জীবের পরমার্থতঃ বহুত্ব জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় উক্ত হইয়াছে—"কিন্তু যাহাদের ভগবানের জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যাজনিত দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের জ্ঞান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া অবিদ্যা বিনাশপূর্ব্বক পরম জ্ঞানস্বরূপ অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে।" "এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য পাইয়াছেন" ইত্যাদি। এই সকল স্থলে অজ্ঞান বিনাশে ভগবৎসাম্যপ্রাপ্ত জীবের বহুত্বই কথিত হইয়াছে। ঐ জীব জ্ঞানস্বরূপ হইলেও ঈশ্বরের ন্যায় তাঁহার জ্ঞানগুণকত্বই স্বীকৃত হইয়া থাকে। "জীব মননকর্ত্তা; জীব বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা।" ইত্যাদি শ্রুতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ। জীবের ঐ গুণ আবার নিত্য।", "জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞানের বিনাশ নাই" ইত্যাদি

সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ। তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়োগুণাঃ। প্রকাশ্যন্তে ন জন্যন্তে নিত্যা এবাত্মনো হি তে॥" ইতি স্মৃতেশ্চ। কেবলানুভূতিবাদস্য নিরাসাচ্চ। ইত্থং চেশতুল্যোঽপি স্বরূপসামর্থ্যাভ্যামল্পীয়স্তেনোপসর্জ্জনত্বাৎ তদংশোঽসৌ ভণ্যত ইত্যংশাধিকরণে তদ্ভাষ্যে চ বিবৃতম্। তদেবং নিত্যজ্ঞানাদিগুণকমণুচৈতন্যং জীবস্বরূপমিতি সিদ্ধম্॥ ৬॥

যত্তু বদন্তি — ব্রহ্মৈবানুভূতান্তঃকরণ উপাধিযোগাজ্জীবসংজ্ঞমতো ব্রহ্মাংশত্বং জীবস্যেতি, তদিদমবিচারিতাভিধানম্। তথাহি — ন তাবৎ টঙ্কছিন্নপাষাণখণ্ডবদ্বাস্তবোপাধিপরিচ্ছিন্নো ব্রহ্ম-

---

গুণাঃ পাপ্মজরাদয়ঃ। অববোধগুণোঽভ্যুদিতঃ সংসৃতিতিমিরং নাশয়তি যৎ সূর্য্যসহস্রেণাপি নাপনেতুং শক্যতে যস্যানুদয়ে সর্ব্বত্যাগিনোঽপি পশোরিব ন মুক্তিঃ। যস্যোদয়ে গৃহিণোঽপি জনকাদেরিব মুক্তিরিতি। এবমুক্তং মোক্ষধর্ম্মে— "অকিঞ্চনে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চনে নাস্তি বন্ধনম্। কিঞ্চনে চেতরে চৈব জন্তুর্জ্ঞানেন মুচ্যতে॥" ইতি সুলভাং ভিক্ষুকীং প্রতি জনকেন॥ ৬॥

শ্রুতিতে ঐ নিত্যত্ব ব্যক্ত আছে। "মণির মল পরিষ্কার করিলে যেরূপ উহার জ্যোতিঃ জন্মে না, পরন্তু উহাতে স্বভাবতঃ ছিল যে জ্যোতিঃ, তাহাই প্রকাশ করা হয় মাত্র, তদ্রূপ অজ্ঞানের নাশে অর্থাৎ দোষের অপগমে জীবের জ্ঞান জন্মে না, কিন্তু ব্যক্ত হয়, ইহাই জানিতে হইবে।", "যেমন কূপ খনন দ্বারা পৃথক্ জল উৎপাদিত হয় না, পরন্তু অব্যক্তরূপে ছিল যে জল, তাহাই ব্যক্ত করা হয় মাত্র। যাহা ছিল না, তাহার উৎপত্তিও সম্ভব হয় না। তদ্রূপ হেয় গুণের ধ্বংসে জীবের জ্ঞানোদয় বুঝিতে হইবে।" ইত্যাদি বাক্যপরম্পরাদ্বারা কেবলানুভূতিবাদের নিরাসহেতুও জীবের নিত্য জ্ঞানগুণ প্রমাণিত হইতেছে। এইরূপে জীব পরমেশ্বরের তুল্য হইলেও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সামর্থ্য হইতে জীবের স্বরূপ ও সামর্থ্য অল্প বলিয়া অপ্রধানত্বহেতু জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়া থাকে। অংশাধিকরণে ও তদ্ভাষ্যে এই বিষয়টি বিবৃত হইয়াছে। অতএব নিত্যজ্ঞানাদিগুণক অণুচৈতন্যই জীবের স্বরূপ, ইহা সিদ্ধ হইল॥ ৬॥

খণ্ডো জীবঃ, অচ্ছেদ্যত্বাখণ্ডত্বাভ্যুপগমাচ্চ ব্রহ্মণঃ, আদিমত্ত্বাপত্তেশ্চ জীবস্য। যত একস্যৈব সতো দ্বৈধীকরণং ছেদঃ। নাপ্যচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষঃ, উপাধৌ গচ্ছত্যুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশাকর্ষণযোগাদনুক্ষণমুপাধিসংযুক্তব্রহ্মপ্রদেশভেদাৎ প্রতিক্ষণবন্ধমোক্ষাপত্তেঃ ॥ ৭ ॥

ন চোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্মস্বরূপমেব সঃ, অনুপহিতব্রহ্মব্যপদেশাসিদ্ধেঃ, "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাচ্চ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বাৎ ব্রহ্মাংশত্বং জীবস্যোক্তম্। তত্রাদ্বৈতিনো বদন্তি অংশশব্দস্য বস্ত্বেকদেশে শক্তত্বাদুপাধিযোগিব্রহ্মৈকদেশত্বং জীবত্বং জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং নামেতি। তদিদং নিরাকর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে যত্ত্বিত্যাদিনা। তত্র ছেদেন তন্নিরস্যতি ন তাবৎ টঙ্কেতি। (টঙ্কঃ পাষাণদারণ ইত্যমরঃ)। ননূপাধিনা টঙ্কেনাবচ্ছেদো নোচ্যতে, কিন্তু তেন যোগমাত্রাত্তৎপ্রদেশস্য তত্ত্বং স্যাৎ ততশ্চ ন বিকারাপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ নাপ্যচ্ছিন্ন এবেতি। উপাধৌ গচ্ছতীতি উপাধেরন্তঃকরণস্য পরিচ্ছিন্নত্বাৎ রজস্বিত্বাচ্চ চলনং সম্ভবেদেব ততশ্চোপাধিযোগী ব্রহ্মপ্রদেশো বদ্ধস্তদ্বিয়োগী তু মুক্ত ইত্যাপদ্যেতেত্যর্থ ॥ ৭ ॥

উপহিতব্রহ্মজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি ন চোপাধীতি। অনুপহিতেতি। শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে ইতি ব্রহ্মণস্তুরীয়ত্বশ্রবণব্যাকোপাৎ য আত্মনীত্যাদি- জীবান্তর্যামিত্বশ্রবণব্যাকোপাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কেহ কেহ বলেন, অনুভূত অন্তঃকরণরূপ উপাধির যোগে ব্রহ্মই জীবসংজ্ঞা ধারণ করেন এবং তন্নিমিত্তই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয়; স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মই, তদংশ নহেন। এই মত বিচারযোগ্য হয় না। কারণ, টঙ্কছিন্ন পাষাণখণ্ডের ন্যায় বাস্তব উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডই জীব, এরূপ বলিতে পারা যায় না; যেহেতু ব্রহ্মের অচ্ছেদ্যত্ব এবং অখণ্ডত্ব প্রসিদ্ধই আছে। বিশেষতঃ উভয় পক্ষেই জীবের আদিমত্ত্বাপত্তি ঘটে। কারণ এক বস্তুর দ্বৈধীকরণের নামই ছেদ। ঐ ছেদের পূর্ব্বে জীব ছিলেন না; ছেদের পর তাঁহার উৎপত্তি হইল। অতএব জীব সাদি হইলেন। এই দোষের বারণার্থ অচ্ছিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষই উপাধিসংযুক্ত হইয়া জীব হন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে, উপাধির চলনে উপাধি-

নাপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব সঃ, মুক্তৌ জীবনাশাপত্তেঃ ॥৯॥

ন চ ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব সঃ, সার্ব্বজ্ঞ্যদেশিকশ্রুতিব্যাকোপাৎ ॥১০॥

ন চোপাধিপ্রতিবিম্বিতং ব্রহ্মৈব সঃ, তস্য বিভুত্বান্নৈরূপ্যাচ্চ। ন চ নীরূপরূপবত্তস্য সঃ, রূপস্য স্বাশ্রয়ত্বেন দৃষ্টান্তবৈষম্যাৎ। ন চ জবাপুষ্পারুণ্যবত্তস্য সঃ প্রতিবিম্বতাবচ্ছিন্নং প্রতি রূপিদ্রব্যস্য হেতুত্বেন বিবক্ষিতাসিদ্ধেঃ। ন চাকাশবত্তস্য সঃ, বিভুত্বেন নৈরূপ্যেণ চ তন্নিরাসাৎ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশস্যৈব তত্তয়া প্রতীতিরবৈদুষী। ইতরথা বায়ুকালাদেরপি তৎপ্রসঙ্গঃ। যস্তু ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বং প্রতিপাদয়ন্ ধ্বনেরিব প্রতি-

---

অন্তঃকরণজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি। নাপীতি। ব্রহ্মাধিতষ্ঠিমন্তঃকরণ ইত্যর্থঃ। মুক্তাবিতি। তথাচ নিত্যো নিত্যানামিত্যাদিশ্রুতের্ব্যাকোপাপত্তিঃ ॥৯॥

ভ্রান্তব্রহ্মজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি ন চ ভ্রান্তমিতি। ভ্রান্তো রাজপুত্রো যথা ধীবরস্তদ্বদ্ ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জীব ইতি ন চ বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

উপাধিপ্রতিবিম্বিতব্রহ্মজীবত্বপক্ষং নিরাকরোতি ন চোপাধীতি। তস্যেতি ব্রহ্মণঃ। বিভোর্নীরূপস্য নভসঃ প্রতিবিম্বো যথা ন ভবতি তথা ব্রহ্মণোঽপি তাদৃশস্য ন ভবেদিত্যর্থঃ। অণুরূপং বিভু নীরূপং চ যথা দর্পণাদৌ প্রতি-

---

সংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষের আকর্ষণযোগহেতু অনুক্ষণই উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশের ভেদবশতঃ প্রতিক্ষণেই বন্ধ ও মোক্ষের আশঙ্কা ঘটে ॥ ৭ ॥

উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব, এরূপও বলা যায় না; কারণ তদসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশই অসম্ভব। "যিনি আত্মাতে থাকিয়া" ইত্যাদি শ্রুতিরও বিরুদ্ধতা দোষ ঘটে ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মাধিষ্ঠানভূত অন্তঃকরণরূপ উপাধির নামই জীব, একথাও বলা যায় না; কারণ তাহা হইলে, মুক্তিতে জীবের নাশের আপত্তি হয় ॥ ৯ ॥

ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব, এরূপও বলা যায় না; যেহেতু তাহাতে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটে ॥ ১০ ॥

উপাধি প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ ব্রহ্ম বিভু এবং রূপরহিত। রূপরহিত বিভুবস্তুর প্রতিবিম্ব

ধ্বনিং তত্র নিদর্শয়তি, স কিল প্রাচ্যাং প্রস্থিতঃ প্রতীচীমাসীদতি তয়োরস্মদ্ধর্ম্ম্যাদেব ॥ ১১ ॥

বিম্বতি তদ্বদিতি চেত্তত্রাহ। ন চ নীরূপেতি। ব্রহ্মণো রূপবদাশ্রয়ত্বাভাবাদ্বিষমোঽয়ং দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ। ন চ জবেতি। জবাপুষ্পারুণ্যস্য যথাশ্রয়নিরপেক্ষঃ স্ফটিকপ্রতিবিম্বঃ স্যাদেবং ব্রহ্মণো নিরাশ্রয়স্য সোঽস্তীতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। তত ইত্যাহ প্রতিবিম্বত্বেতি। যো যঃ প্রতিবিম্বঃ স সর্ব্বোঽপি স্বরূপবদদ্রব্যহেতুক এব দৃষ্টঃ ন তু রূপমাত্রহেতুকঃ ততশ্চ স্ফটিকে জবাপুষ্পমেব প্রতিস্বচ্ছে দারুণ্যাতিপ্রসারাদ্বর্ত্ততে তদ্‌গ্রহীতুং ন শক্যতে ইতি বিবক্ষিতম্। তত্তু নীরূপব্রহ্মপ্রতিবিম্বে ন সিদ্ধ্যতি। ন চাকাশেতি প্রকটার্থঃ। নন্থ প্রতীতেঃ কঃ সমাধিস্তত্রাহ উপাধিপরীতি। গ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলস্যাকাশপ্রতিবিম্বতয়া প্রতীতির্ভ্রান্তিরিত্যর্থঃ। ইতরথেতি। নীরূপস্য বিভোশ্চ প্রতিবিম্বস্বীকারে ইত্যর্থঃ। যস্ত্বিতি। তত্র প্রতিবিম্বনিরূপণে ॥ ১১ ॥

অসম্ভব। নীরূপের রূপের ন্যায় অর্থাৎ নীরূপ মুখচ্ছিদ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও বলা যায় না; যেহেতু এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের বৈষম্য ঘটিতেছে। রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রয়ে রূপরহিত মুখচ্ছিদ্রের প্রতিবিম্ব হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মের তাদৃশ রূপবিশিষ্ট কোন আশ্রয় না থাকায় তাদৃশ প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই। জবাকুসুমের আরুণ্যের ন্যায় আশ্রয়নিরপেক্ষ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও বলা যায় না; কারণ প্রতিবিম্বতাবচ্ছিন্নের প্রতি রূপবৎ দ্রব্যের হেতুত্ব প্রযুক্ত বিবক্ষিত নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলায় বিবক্ষিতের অসিদ্ধি হইতেছে। জলাদিতে নীরূপ আকাশের প্রতিবিম্ব ভ্রমমাত্র। আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিবিম্বে আকাশের প্রতিবিম্ব প্রতীতি মাত্র। ফলতঃ আকাশের প্রতিবিম্বই হয় না। অন্যথা বায়ু ও কাল প্রভৃতিরও প্রতিবিম্বের প্রসঙ্গ হইতে পারে। কেহ কেহ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া ধ্বনি হইতে প্রতিধ্বনির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহাকে পূর্ব্বদিকে গমন করিতে যাইয়া পশ্চিমদিকে গমন বলা যাইতে পারে। ঐ দৃষ্টান্তটি আমাদেরই পক্ষ সমর্থন করে ॥ ১১ ॥

তচ্ছাস্ত্রন্তু গৌণ্যা বৃত্ত্যা সঙ্গতিমৎ। এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বং", "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্" ইতি ॥ ১২ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মবদনাদিসিদ্ধোঽপি জ্ঞানাত্মা জীবঃ, 'নিত্যো নিত্যানাম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

স চ তদ্ভিন্নোঽপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ তদংশো নিগদ্যতে— "ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাম্" (গীঃ ৭।৫) ইতি

নন্ চেদ্ ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো জীবঃ তর্হি "আকাশং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্" ইত্যাদি প্রতিবিম্বশাস্ত্রং কথমর্থবৎ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ তৎ শাস্ত্রন্ত্বিতি। গৌণ্যা বৃত্ত্যা গৌণলক্ষণয়া সিংহো দেবদত্ত ইতিবৎ প্রতিবিম্বসাদৃশ্যেনেত্যর্থঃ। ইত্থমেব সূত্রকৃতা নির্ণীতমিত্যাহ অম্বুবদিত্যস্যার্থঃ। অম্বুনি যথা সূর্য্যাদেঃ পরিচ্ছিন্নস্য রূপবতো গ্রহণং ভবিতা এবং ব্রহ্মণো বিভুত্বেন নৈরূপ্যেণ বাবিদ্যায়াং ভবতীত্যতো ন তথাত্বং জীবস্য ব্রহ্মপ্রতিবিম্বত্বং নেত্যর্থঃ। বৃদ্ধীত্যস্যার্থঃ। জলাধারেষ্বিবাংশুমানিতি শাস্ত্রং মুখ্যবৃত্ত্যা ন প্রবর্ত্ততে কিন্তু বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং সাধর্ম্ম্যাংশমুপাদায় গৌণবৃত্ত্যা প্রবর্ত্তত ইতি অন্তর্ভাবাৎ এতস্মিন্নংশে শাস্ত্রাশয়সমাপ্তেরেবমুভয়োরুপমানোপমেয়য়োঃ সমঞ্জসাৎ সঙ্গতেঃ সূর্য্যাতৎপ্রতিবিম্বৌ যথা বৃদ্ধিহ্রাসবন্তৌ স্বতন্ত্রপরতন্ত্রাবুপাধিধর্ম্মাসম্পর্কসম্পর্কিণৌ তথেশজীবাবিতি ॥ ১২ ॥

নিগময়তি তস্মাদিতি প্রকটার্থম্ ॥ ১৩ ॥

যদি বল, এইরূপে প্রতিবিম্বপক্ষের নিরসন হইলে ঘটাদিতে পরিচ্ছিন্ন আকাশের এবং জলাধারে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের দৃষ্টান্ত, যাহা শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গতি কিরূপে হইবে?— তাহা বলিতেছি। ঐ সকল শাস্ত্র গৌণীবৃত্তিদ্বারা সঙ্গতিবিশিষ্ট হইবে। এ কথা ভগবান্ সূত্রকারই "অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্" প্রভৃতি সূত্রদ্বয়ে বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥

অতএব অনাদিসিদ্ধ বিজ্ঞানাত্মা জীব, ইহা স্থিরীকৃত হইল। "নিত্যের নিত্য" ইত্যাদি শ্রুতিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ ॥ ১৩ ॥

স্মৃতেস্তচ্ছক্তিরূপত্বং তস্য সিদ্ধম্। অতএব সম্বন্ধ্যপেক্ষ্যাবরত্বঞ্চ ; বর্ণিতং চৈতদংশাধিকরণভাষ্যে ॥ ১৪ ॥

তস্য তদংশভূতস্য স্বাংশিভগবদ্বৈমুখ্যাৎ মায়য়া পরিভবস্তৎসাম্মুখ্যে তু সা বিলীয়তে। তৎ স্বরূপসাক্ষাৎকারশ্চ সদৈব স্ফুরতি,—"ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাত্তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" ॥ "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদিশ্রবণাৎ ॥ ১৫ ॥

ভগবদংশত্বং জীবস্য তদুপসর্জ্জনত্বাদুক্তম্। তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিত্বাদিতি দর্শয়তি স চেতি। ইতস্ত্বন্যামিতি শ্রীগীতাসু। প্রকৃতিং শক্তিম্। তস্যেতি জীবস্য। অতএবেতি শক্তিত্বাদেব ॥ ১৪ ॥

তস্যেতি জীবস্য। অংশিভগবদ্বৈমুখ্যাদিতি। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥" (ভাঃ ১১।২।৩৭)ইতি। "জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য। অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ॥" ইতি শ্রীভাগবতে। যত্র কুত্রচিন্মায়য়ৈব কর্ম্মভির্বা জীবস্য দেহযোগাত্মা সংসৃতিঃ বর্ণ্যতে তত্রাপীশবৈমুখ্যমূহ্যম্। বৈমুখ্যং ত্বনাদি। বৈমুখ্যাদৃতে মায়াবৃতির্ন স্যাৎ। যথা ঘটাবৃতং দীপমন্ধকারস্তথা বৈমুখ্যাবৃতং জীবং মায়াবৃণোতীতি বোধ্যম্। তৎসাম্মুখ্যঞ্চ সৎসঙ্গতেঃ। তেন বৈমুখ্যে ধ্বস্তে মায়াপসরতি, মুদ্গরপ্রহারেণ ঘটে ধ্বস্তে যথান্ধকারঃ পলায়তে। ততশ্চ দীপস্যেব স্বরূপং জীবস্য স্ফুরতি পরমাত্মানঞ্চ সর্ব্বদা স বীক্ষতে। অত্র প্রমাণং ক্ষরমিতি শ্বেতাশ্বতরবাক্যম্। প্রধানং পরিণামিত্বাৎ ক্ষরমুচ্যতে। হরঃ পরমাত্মা। ক্ষরাত্মানৌ প্রধানজীবৌ। একো দেবঃ পরমাত্মা হর ঈশতে নিয়ময়তি। অথ তস্য দেবস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাদসংপ্রজ্ঞাতসমাধিতঃ তত্ত্বভাবাৎ স্বরূপদ্বয় স্ফুরণাৎ অন্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ জীবস্য ভবতি বিমুক্তিং স লভতে ইত্যর্থঃ। ন স ইতি ছান্দোগ্যে। স মুক্তো ভগবতঃ লোকান্নাবর্ত্ততে ন পততীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া তদংশরূপে উক্ত হন। "ইহা ভিন্ন আমার শ্রেষ্ঠা স্বরূপা অপর একটি প্রকৃতি আছে জানিবে"—এই গীতাবাক্যে জীবের শক্তিরূপত্ব প্রসিদ্ধ আছে। এই শক্তিরূপত্বহেতু শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে জীবের অবরত্ব বুঝিতে হইবে। অংশাধিকরণভাষ্যে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

তদ্বৈমুখ্যং চানাদিকালিকমপি সৎসঙ্গাদ্বিনশ্যতি ; তৎসান্মুখ্যঞ্চাবির্ভবতি— "অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে। অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা"॥ "মহৎসেবা দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্। মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে" ইত্যাদি (ভাঃ ৫।৫।২) শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ॥১৬॥

তদ্বৈমুখ্যঞ্চেতি। অনাদিকালং ভগবদ্বিষয়কমানসাপরোক্ষপ্রাগভাববত্ত্বাদিতি বোধ্যম্। অনাদীতি। অনাদিবৈমুখ্যপ্রবৃত্তয়া হরিমায়য়া মোহিত ইত্যর্থঃ। যদা প্রবুধ্যতে সৎসঙ্গেন বৈমুখ্যনাশে তৎসান্মুখ্যং বিন্দতীত্যর্থঃ। তদাজং হরিং বুধ্যতে স্বামিত্বেন লভত ইত্যর্থঃ। মহৎসেবামিতি পঞ্চমে ঋষভবাক্যং স্ফুটার্থম্ ॥ ১৬ ॥

সেই ভগবদংশভূত জীবের নিজ অংশী ভগবানে বৈমুখ্যবশতঃ মায়াদ্বারা পরাভূত হয়, ভগবৎ সান্মুখ্যে আবার ঐ মায়ার বিলয় হয় এবং সর্ব্বদা তৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে— "এক পরমাত্মা প্রধান ও জীবের নিয়ামক। সেই দেবের অভিধ্যানদ্বারা যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তাহাতে স্বরূপদ্বয়ের স্ফূর্ত্তি ও তদনন্তর বিশ্বমায়ার নিবৃত্তিতে মুক্তিলাভ হয়। সেই মুক্ত জীব আর কখনই ভগবানের লোক হইতে পতিত হন না। মুক্ত জীবের সংসারে পুনরাগমন হয় না, ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ॥ ১৫ ॥

জীবের সেই ঈশ্বরবৈমুখ্য অনাদিকালজাত হইলেও সৎসঙ্গেই বিনষ্ট হয় এবং তদ্বিনাশে ভগবৎসান্মুখ্যেরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। যথা—"অনাদিবৈমুখ্যে প্রবৃত্তা ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক মোহিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হন অর্থাৎ সাধুসঙ্গে বৈমুখ্যের বিনাশে আবার ভগবদুন্মুখতা লাভ করেন, তৎকালে অজ, অনিদ্র, অস্বপ্ন, অদ্বৈত ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি হয়, অর্থাৎ তখন শ্রীভগবান্‌কে স্বামিরূপেই প্রাপ্ত হন। মহৎসেবাই মুক্তির দ্বার। যোষিৎসঙ্গ ও তৎসঙ্গীর সঙ্গ তমোদ্বার। মহান্তসকল সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য ও সুহৃৎ" ॥ ১৬ ॥

সৎসঙ্গবিশুদ্ধে জীবে জ্ঞানানন্দাত্মকভগবৎস্বরূপাবরকাবিদ্যা-বিশেষবিনাশাত্মা, বেদান্তজন্যভগবদ্বিষয়কমানসাপরোক্ষপ্রাগ্-ভাববিনাশাত্মা বা ভগবৎসম্বন্ধঃ। স এষ সৎসঙ্গহেতুকাদ্ভগবৎ-প্রসাদশব্দিতাত্তৎ সাম্মুখ্যাদেব ভবতি। ততোঽবিরতানুবৃত্ত্যা জীবং প্রতি ভগবদ্ গুণাবরকোঽবিদ্যাবিশেষো বিনশ্যতি; ততস্তমসৌ সাক্ষাৎকরোতীতি দ্বয়োরবিদ্যয়োর্ধ্বংসো মোক্ষঃ ॥১৭॥

এবমেবাহ শ্রুতিঃ—"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" ইতি ভূয়শ্চান্তে-বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" ইতি চ। যে ত্বনয়া শ্রুত্যা বন্ধমিথ্যাত্বং প্রতি-পাদয়ন্তি, তে খলু তদ্বিষয়কবেদাপ্রামাণ্যকরণান্নাস্তিকা এবেত্য-ভানি প্রাক্ ॥ ১৮ ॥

উক্তমর্থং বিবৃণোতি সৎসঙ্গেতি। সৎসঙ্গবিশুদ্ধে সৎসঙ্গেন বিনষ্টভগ-বদ্বৈমুখ্যে জীবে সৎসঙ্গহেতুকাদ্ভগবৎপ্রসাদরূপাত্তৎসাম্মুখ্যাত্তৎসম্বন্ধঃ স্বস্বামি-ভাবলক্ষণো ভবতীত্যন্বয়ঃ। স কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়াং বিশেষণদ্বয়ং জ্ঞানান-ন্দেতি বেদান্তজন্যেতি চ স্ফুটার্থম্। সৎসঙ্গাদ্বৈমুখ্যনাশেন সাম্মুখ্যোদয়াৎ ভগবৎস্বরূপং জীবস্য স্ফুরতি ইত্যুক্তম্। অথ প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা তদ্গুণাঃ স্ফুরন্তীত্যাহ ততোঽবিরতেত্যাদিনা। ততস্তমিতি। তমনন্তগুণলীলাবিভূতিং স্বামিনং হরিমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অবিদ্যাদ্বৈতত্বে প্রমাণমাহ বিমুক্তশ্চেতি কাঠকে। স্বরূপাবরিকয়াবিদ্যয়া বিমুক্তঃ সঃ জীবঃ গুণাবরিকয়া তয়া বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূয়শ্চেতি। স্বরূপাবরিকয়া মায়য়া বিমুক্তস্যান্তে পরভক্তিলাভোত্তরকালে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি-

---

সৎসঙ্গদ্বারা বিশুদ্ধ জীবের ভগবৎস্বরূপাবরক অবিদ্যার বিনাশে জ্ঞানানন্দাত্মক ভগবৎস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়; কারণ ভগবৎসম্বন্ধ বেদান্ত-জন্য ভগবদ্বিষয়ক মানসাপরোক্ষ-প্রাগভাববিনাশাত্মা বা ভগবৎস্বরূপা-বরকাবিদ্যাবিনাশাত্মা। ঐ বিনাশ সৎসঙ্গহেতুক ভগবৎপ্রসাদরূপ তৎসাম্মুখ্য হইতেই হইয়া থাকে। পরে নিরন্তর প্রেমলক্ষণা ভক্তি-দ্বারা জীবের প্রতি ভগবদ্গুণাবরক অবিদ্যার বিনাশে ভগবদ্গুণ সকলের স্ফূর্ত্তি হয়। পরিশেষে মুক্ত জীব অনন্তলীলাগুণবিভূতি-শালী শ্রীহরিকে নিজের স্বামিরূপে সাক্ষাৎকার করেন। অতএব ভগবৎস্বরূপাবরক ও তদ্গুণাবরক অবিদ্যাদ্বয়ের ধ্বংসই মোক্ষ ॥১৭॥

ধ্বংসকার্য্যাদি নিত্যম্, অভাবরূপত্বাৎ অনুবৃত্তিশাস্ত্রাচ্চ ॥১৯॥

ন চ পরোক্ষস্বভাবস্য হরেরপরোক্ষং কথমিতি বাচ্যং, তাদৃশস্যাপি তস্য দেবাদিবৎ ষড়্‌জাদিবচ্চ সার্ব্বদিকানুশীলনেন তৎসম্ভবাৎ। আহ চৈবং ভগবান্ সূত্রকারঃ—"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" ইতি। এবঞ্চ দুঃখহানিসুখলাভরূপো মোক্ষঃ ॥ ২০ ॥

গু'ণাবরিকায়াশ্চ পলায়নং ভবতীত্যর্থঃ। যে ত্বিতি চিন্মাত্রাদ্বৈতিনঃ। দেহাদেঃ শুক্তিরজতাদিবদ্ভ্রমরচিতত্ববত্তৎপ্রতীতিকালেঽপি জীবো বস্তুতো মুক্ত এবাস্তি স পুনরেকমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিবেদান্তবাক্যার্থপরিশীলনাত্তদ্ভ্রমেণ বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ। এবং ভূয়শ্চেত্যত্র ব্যাখ্যেয়ম্। তদ্বিষয়ক ইতি যতো বা ইত্যাদি প্রপঞ্চবিষয়কেত্যর্থঃ। প্রাগিতি ষষ্ঠে পাদে ॥ ১৮ ॥

ননু দ্বিবিধাবিদ্যাবিধ্বংসস্য কার্য্যত্বেনানিত্যত্বাত্তদ্বিধ্বংসেঽবিদ্যায়াঃ পুনরুজ্জীবনাপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ ধ্বংসেতি। ধ্বংসস্বরূপং কার্য্যং নিত্যং ধ্বস্তস্য ঘটস্য পুনরনাগতেঃ ॥ ১৯ ॥

ন চেতি। পরোক্ষস্বভাবস্য প্রত্যক্‌স্বরূপস্য। অপরোক্ষং সাক্ষাৎকারঃ। সার্ব্বদিকানুশীলনেনেতি। শ্রুতিশ্চ "ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ"ইতি। অনুশীলনাভ্যুদিতয়া কৃপাশক্ত্যা পরোক্ষস্বভাবস্যাপ্যপরোক্ষম্।

শ্রুতিতেও এইরূপই বলিয়াছেন—"বিমুক্ত জীব বিমুক্ত হয়েন, অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপাবরণকারিণী অবিদ্যা হইতে মুক্ত জীবের অন্তে অর্থাৎ ভক্তিলাভের উত্তর বিশ্বমায়ার অর্থাৎ ভগবদ্‌গুণাবরিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়।"; যাঁহারা এই শ্রুতির, শুক্তিরজততুল্য রচিতত্ব প্রযুক্ত ভ্রান্ত দেহাদির অনুসন্ধানকালেও জীব বস্তুতঃ মুক্ত থাকেন, এবং পরে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বেদান্তবাক্যের অনুশীলনদ্বারা উক্ত ভ্রম হইতে মুক্ত হন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং তদনুসারে বাহ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ক বেদের অপ্রামাণ্য কল্পনা করিয়া নাস্তিকপদবাচ্য হন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

অবিদ্যাদ্বয়ের ধ্বংস কার্য্য হইলেও অনিত্য নহে; কারণ, অভাবরূপ কার্য্য নিত্য। অনুবৃত্তিশাস্ত্রও তদ্বিষয়ে প্রমাণ জানিবে ॥ ১৯ ॥

যত্ত্বাহুঃ,— মুক্তাবহমর্থো বিনশ্যতি চিৎসুখরূপস্তু কিঞ্চিদবশিষ্যতে তদেবাত্মবস্তু পুমর্থস্বরূপমিতি, তদতীব মন্দং, কেনাপ্যননুভূতস্য জ্ঞানানন্দত্বং জ্ঞানানন্দানমুভবিতুশ্চাত্মত্বমিতি পরিভাষামাত্রত্বাৎ। ঈদৃক পুমর্থো হি বিগীতঃ—"দুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিঃ শ্রেয়স্তত্রেহ চেষ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। "দুঃখশূন্যঃ সুখী স্যাম্" ইতি ইচ্ছৈব তত্ত্বে মানং তদভাবাদপ্রমাণং তৎকল্পনম্। তদুভয়রূপঃ পুমর্থঃ খল্বাত্মাবধিকো দৃষ্টঃ। আত্মনোঽহমর্থস্য বিনাশে তু নাসৌ সম্ভবেৎ ॥ ২১ ॥

"সচ্চিদানন্দরূপত্বাৎ স্যাৎ কৃষ্ণোঽধোক্ষজোঽপ্যসৌ। নিজশক্তিপ্রভাবেণ স্বভক্তায়াদর্শয়ৎ প্রভুঃ" ইতি পাদ্মাৎ। প্রকাশশ্চেতি। কর্ম্মণি ধ্যানেঽভ্যাসাদ্ ব্রহ্মপ্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ। এবঞ্চেত্যুক্তপ্রকারেণ ॥ ২০ ॥

মুক্তো নির্দুঃখঃ সুখীত্যুক্তম্, এতৎপ্রতিকূলং কেবলানুভূতিবাদিমতং নিরাকৃতমপি পুনঃ প্রসঙ্গান্নিরাকরোতি যত্ত্বাহুরিত্যাদিনা। কেনাপীতি। তদা হ্যনুভবিতুঃ ধর্ম্মিণোঽভাবস্তন্মতঃ। জ্ঞানানন্দেতি। ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেরিত্যাদিশ্রুত্যাত্মনোঽনুভবিতৃত্বং স্বীকৃতমস্তি। ঈদৃগিতি দুঃখহানিসুখপ্রাপ্তিভিন্নঃ। দুঃখেতি চতুর্থে শ্রীনারদবাক্যম্। ইহেতি কর্ম্মানুষ্ঠানে। দুঃখশূন্য ইতি। তত্ত্বে মোক্ষস্য দুঃখহানিসুখপ্রাপ্তিরূপত্বে। তদভাবাত্তাদৃশেচ্ছাবিরহাৎ। তদুভয়েতি। আত্মাবধিকো জীবাত্মাশ্রয়কঃ। অসাবাত্মাবধিকপুমর্থঃ ॥ ২১ ॥

অপ্রত্যক্ষস্বভাব শ্রীহরির প্রত্যক্ষ অসম্ভব, এরূপ কথাও বলা যাইতে পারে না; কারণ পরোক্ষ ষড়্জাদি স্বরের যেরূপ সর্ব্বদা অনুশীলনদ্বারা শ্রবণে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদা অনুশীলনদ্বারা শ্রীভগবানের কৃপা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভগবান্ সূত্রকারও বলিয়াছেন—"ধ্যানাদিকর্ম্মের অভ্যাসেই শ্রীভগবানের প্রকাশ হইয়া থাকে।" এইরূপে দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ সিদ্ধ হইল ॥ ২০ ॥

কেবলানুভূতিবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, মুক্তিতে অহন্তাবের বিনাশ হয়, কিন্তু সুখরূপ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, ঐ অবশিষ্ট সুখরূপ বস্তুই আত্মা এবং পুরুষার্থস্বরূপ।" এই মত আদৌ মনোরম নহে;

যত্ত্বাহুঃ—আত্মা খলু দুঃখহেতুঃ পাপার্জ্জনাৎ অতস্তন্নাশাদেব দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি, তৎ কিল কুবুদ্ধিবিজৃম্ভিতমেব। জাগর এব দুঃখোদয়ো, ন তু সুষুপ্তাবিত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যমাত্মনো-ঽহমর্থস্য তত্রাহেতুত্বাৎ। কিঞ্চ, শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বেদনাদেরপি তত্র হেতুত্বম্। জ্ঞানভোগাভ্যাং কর্ম্মণো বিনাশে সতি, হেত্বভাবেন শরীরাদ্যনুৎপত্তৌ স্যাৎ এব দুঃখনিবৃত্তিরতোঽনুচিত এবাত্মবিনাশস্বীকারঃ॥ ২২ ॥

যত্ত্বিতি। আহুঃ ভাবক্ষণিকত্ববাদিনঃ বৌদ্ধাঃ। পাপার্জ্জনাৎ পাপকর্ম্মোৎপাদনাৎ। জাগরেতি। শরীরেন্দ্রিয়বিষয়বিজ্ঞানবতী জাগ্রদবস্থা দুঃখহেতুস্তস্যাং নষ্টায়াং সুষুপ্তৌ তু ন দুঃখমিত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং জাগ্রদবস্থৈব তাদৃশী দুঃখহেতুর্নাত্মেত্যর্থঃ। জ্ঞানেতি। কর্ম্মণঃ পাপস্য হেতোঃ পাপস্যাভাবেন তৎকার্য্যস্য শরীরাদেরনুৎপত্তৌ সত্যাম্॥ ২২ ॥

কারণ যাহা কেহ কখন অনুভব করে নাই, তাহার জ্ঞানানন্দত্ব এবং যিনি কখন সেই জ্ঞানানন্দ অনুভব করেন নাই, তাঁহার আত্মত্ব, পরিভাষামাত্র। এরূপ পুরুষার্থ নিন্দনীয়ই হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—কর্ম্মানুষ্ঠানে দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তিরূপ শ্রেয়ঃ ইচ্ছার বিষয় হইয়াছে। দুঃখশূন্য হইয়া সুখী হইব, বদ্ধ জীবের এইরূপ ইচ্ছাই মোক্ষে প্রমাণ। এতাদৃশী ইচ্ছার অভাবে মোক্ষকল্পনা অপ্রমাণ হয়। তদুভয়রূপ পুরুষার্থই আত্মার আশ্রিত দেখা যায়। আত্মার অহন্তাবের বিনাশে ঐ পুরুষার্থ সম্পূর্ণ অসম্ভব॥ ২১ ॥

ভাবক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন, পাপার্জ্জনহেতু আত্মাই দুঃখের হেতু হন, অতএব ঐ আত্মার বিনাশেই দুঃখের অবসান হইয়া থাকে। এই মত কুবুদ্ধিকল্পিত। কারণ শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়-বিজ্ঞানবিশিষ্ট জাগ্রদবস্থাই দুঃখের হেতু বলিয়া জাগ্রদবস্থার নাশে সুষুপ্তিকালে ঐ দুঃখ দৃষ্ট হয় না। অতএব অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা জাগ্রদবস্থাই দুঃখের হেতু, আত্মা নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হইতেছে। আরও শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়জ্ঞানেরই দুঃখহেতুত্ব দেখা যায়। জ্ঞানদ্বারা ও ভোগদ্বারা পাপহেতু কর্ম্মের বিনাশে পাপের অভাব

কিঞ্চ, দুঃখাভাবোঽপ্যাত্মনিষ্ঠঃ সন্ পুমর্থঃ, অন্যথা স্তম্ভাদি-নিষ্ঠোঽপি স তথা স্যাৎ। তস্মাদাত্মভিন্নানামেব দুঃখহেতূনাং মুক্তৌ বিনিবৃত্তির্ণত্বাত্মনশ্চ। ইতরথা স্তম্ভাদিশূন্যতাপি মুক্তিঃ স্যাৎ। আত্মশূন্যত্বস্তম্ভাদিশূন্যত্বয়োর্বিশেষাঙ্গীকারে নির্ব্বিশেষত্ব-ক্ষতিঃ। অপিচ—আত্মবিনাশঃ মোক্ষঃ কিমাত্মনঃ ফলমনাত্মনো বা? নাদ্যঃ—তস্যৈবাভাবাৎ; ন হি ফলিনোঽভাবে ফলমুপ-পদ্যতে। নেতরঃ—অনাত্মনস্তেনোপকারাভাবাৎ। তস্মাদুপেক্ষ্যা কুবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চেতি। অন্যথা দুঃখাভাবস্যাত্মনিষ্ঠতয়া পুমর্থত্বস্বীকারে স্তম্ভাদিনিষ্ঠো-ঽপি দুঃখাভাবঃ পুমর্থঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি দুঃখহেতূনাং জাগরোপ-লব্ধশরীরেন্দ্রিয়বেদনানাং তদ্ধেতূনাং কর্ম্মণাং চেত্যর্থঃ। ইতরথেতি আত্ম-নোঽপি মুক্তৌ বিনিবৃত্তিস্বীকারে। স্তম্ভাদীতি। যথাত্মশূন্যতায়া ন কোঽপি দ্রষ্টা তথা স্তম্ভাদিশূন্যতায়াশ্চ ন কোঽপীতি তয়োর্বিশেষস্বীকারে তৌল্য-ক্ষতিরিতি ভাবঃ। অপিচেতি। নাদ্যঃ আত্মবিনাশ আত্মনঃ ফলমিতি প্রথমঃ পক্ষঃ, নেত্যর্থঃ। তস্যৈবেতি আত্মন ইত্যর্থঃ। নেতর, আত্মবিনাশো দেহাদেরনাত্মনঃ ফলমিতি দ্বিতীয়োঽপি কক্ষো নেত্যর্থঃ। কুতঃ অনাত্মনঃ দেহাদেঃ আত্মবিনাশেনোপকারাভাবাৎ। আত্মনৈবদেহাদেরুপকারো-ভবতি ॥ ২৩ ॥

এবং পাপরূপ কারণের অভাবে শরীরাদির উৎপত্তির অভাব হয়। তদভাবে দুঃখেরও অবশ্যই নিবৃত্তি হইয়া যায়। সুতরাং তজ্জন্য আত্মার বিনাশ স্বীকার করা কখনও কর্ত্তব্য নহে ॥ ২২ ॥

অধিকন্তু দুঃখাভাব আত্মনিষ্ঠ হইয়াই পুরুষার্থ হয়। জড়নিষ্ঠ হইলে উহার পুরুষার্থতা লোপ পায়। জড়নিষ্ঠ দুঃখাভাব যদি পুরুষার্থ হইত, তবে স্তম্ভাদিনিষ্ঠ দুঃখাভাবও পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারিত। অতএব মুক্তিতে আত্মা ভিন্ন দুঃখের কারণ সকলেরই নিবৃত্তি বলিতে হইবে, আত্মার নিবৃত্তি নহে। অন্যথা স্তম্ভাদি-শূন্যতাও মুক্তি বলিয়া গণ্য হউক। আত্মশূন্যত্ব এবং স্তম্ভাদিশূন্যত্বের বিশেষও স্বীকার করা যাইবে না। কারণ তাহা হইলে নির্ব্বি-শেষত্বের ক্ষতি হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ আত্মবিনাশে মোক্ষ, উহা কি আত্মার বা অনাত্মার ফল? উহাকে আত্মার ফল বলা যায় না;

তদেবং সর্ব্বেশ্বরস্য ভগবতঃ শ্যামসুন্দরস্য জীবজড়াত্মকাৎ প্রপঞ্চাদ্ভেদস্তজ্‌জ্ঞানভক্তিভ্যাং জীবস্যাত্যন্তিকদুঃখহানিঃ সুখ-প্রাপ্তিসম্ভব ইতি কৃৎস্নং শাস্ত্রং জীবেশভেদপরং নির্ণীতম্ ॥২৪॥

তত্র যান্যভেদপরাণীব বাক্যানি কানিচিৎ প্রতীয়ন্তে, তানি ক্বচিত্তন্মাত্রায়ত্তবৃত্তিকতয়া, তন্নিষ্ঠতয়া, তদ্ব্যাপ্যতয়া বা, বিশ্বং তদাত্মকমিতি বোধয়েয়ুঃ। ক্বচিজ্জীবেশয়োঃ স্থানৈক্যান্মত্যৈক্যা-চ্চাভেদং বোধয়ন্তি। ক্বচন শক্তেঃ জীবজড়রূপায়াঃ শক্তিমতঃ পরেশাদন্যত্বাদভেদমাহুঃ। ক্বচিচ্চ ভগবদাবিভাবেষু প্রতীতং স্বগতভেদং নিবারয়ন্তীতি সর্ব্বমনবদ্যম্ ॥ ২৫ ॥

মহাপ্রকরণমুপসংহরতি তদেবমিতি ॥ ২৪ ॥

ননু শাস্ত্রং চেৎ সর্ব্বভেদপরং তর্হ্যভেদবাক্যানাং সঙ্গতিঃ কথমিত্য-পেক্ষায়াং পূর্ব্বদর্শিতামপি তাং পুনর্বিশদতয়ান্তে দর্শয়তি। তত্রেতি শাস্ত্রে। তন্মাত্রেতি ব্রহ্মাধীনস্থিতিজীবিকতয়েত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠতয়া ব্রহ্মাধিকরণতয়া স্থানৈক্যাদিতি। যথা প্রাতর্বিশিন্নাঃ চরন্তঃ পশবঃ সায়মৈক্যং ভজন্তীতি মতৈক্যাদিতি যথাদ্য বিবদমানা জনাঃ শ্বস্ত্বৈক্যং গন্তার ইতি স্বরূপভেদে বিদ্যমানেঽপি স্থানমত্যোরৈক্যেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে। ক্বচন শক্তেরিতি বিশেষণানাং বিশিষ্টানতিরেকাদিত্যর্থঃ। ক্বচিচ্চ ভগবদিতি। অবতারাণাম-বতারিস্বরূপাদিত্যর্থঃ। চিন্মাত্রৈক্যবাদে তু সৃষ্টেরুপদেশঃ চিন্মাত্রাদেকস্মান্ন সম্ভবতীতি তন্মতং সুধীভির্ন শ্রদ্ধেয়ম্ ইতি দিক্ ॥ ২৫ ॥

যেহেতু তৎকালে আত্মারই অভাব হইতেছে। ফলীর অভাবে ফলও উৎপন্ন হয় না। দ্বিতীয় পক্ষও অযুক্ত হইতেছে। কারণ অনাত্মার মোক্ষে কোন উপকারই দৃষ্ট হয় না। অতএব ঐ সকল কুমত উপেক্ষণীয় ॥ ২৩ ॥

এই প্রকারে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্যামসুন্দরের জীবজড়াত্মক প্রপঞ্চ হইতে ভেদ, তদীয় জ্ঞান-ভক্তিদ্বারা জীবের আত্যন্তিক দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তিই সম্ভব প্রভৃতি বিষয় ব্যক্ত করিয়া সমস্ত শাস্ত্রই জীবেশ-ভেদপর বলিয়া নির্ণয় করিলেন ॥ ২৪ ॥

সমস্ত শাস্ত্র ভেদপর হইলেও অভেদপর বাক্যসকলের অসঙ্গতি হইতেছে না। কারণ ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকতা তন্নিষ্ঠতা তদ্ব্যাপ্যতা তদধি-করণত্বনিবন্ধন শাস্ত্র বিশ্বকে ব্রহ্মাত্মক প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পরে এবং বাক্যার্থং বর্ণয়ন্তি "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ সর্বেশ্বরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাভেদমাহুঃ, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা", "জুষ্টং যদা পশ্যতি অন্যমীশম্", "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া", "কর্ম্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ", নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যাদ্যাস্তু তস্য সর্ব্বস্মাদ্ভেদম্। দ্বিবিধয়োঃ শ্রুত্যোর্মিথো বিরুদ্ধার্থতয়া প্রতীতাবপি তয়োরপ্রামাণ্যস্যান্যায্যত্বাৎ। দ্বয়োঃ প্রামাণ্যে সম্ভবত্যেকতরাপ্রামাণ্যস্যাপি তথাত্বাদ্বিষয়ভেদেন ন? ব্যবস্থা তয়োর্বক্তব্যা। তথাহি সুবালোপনিষদি— "অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ" ইত্যাদৌ "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাপঃ শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্যাকাশঃ শরীরং,

অথ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদং সমর্থয়তি পরে ত্বিতি। পরে শ্রীবৈষ্ণবাঃ। কর্ম্মেতি। স মুক্তো জীবঃ যাতি ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তত্ত্বতঃ স্বরূপতো তদাপ্যন্যোঽপি। অথ ভেদ এব চ নিখিলাঃ শ্রুতয়ো নাঞ্জস্যেনান্বয়ং ব্রজেরন্নিত্যতস্তাসাং দ্বিবিধানাং ব্যবস্থয়ৈব ভাবাদিত্যাহ দ্বিবিধয়োরিতি। দ্বিবিধয়োরভেদভেদাবেদকয়োঃ। শ্রুত্যামর্থবিমর্দ্দিতার্থতয়া প্রতীতয়োর্বিষয়োর্ভেদেন ব্যবস্থা বক্তব্যেত্যন্বয়ঃ। কুতস্তয়োর্ব্যবস্থা কার্য্যেত্যত্র হেতুস্তয়োরিতি। অপৌরুষেয়বাক্যত্বাবিশেষাদিতি ভাবঃ। ন চাদ্বৈতং দ্বৈতং বা মৃষাভূতিমাপাদ্য তদেকতরশ্রুতেরপ্রামাণ্যং বাচ্যমিত্যাহ দ্বয়োরিত্যাদি। অত্রাপি তত্ত্বাবিশেষাদিতি বোধ্যম্। তথাত্বাদিত্যন্যায্যত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ প্রামাণ্যত্যাগে নাস্তিকতাপত্তিরিতি ভাবঃ। অন্তরিতি। অব্যক্তং প্রধানম্। অক্ষরঃ জীবঃ। মৃত্যুঃ-

কোথায়ও স্থান ও মতির ঐক্যবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। কোথায়ও বা জীবশক্তি শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে অতিরিক্ত নয় বলিয়াই অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কোথায়ও বা ভগবদবতারগণের অবতারী ভগবানের স্বরূপ হইতে প্রতীত স্বগতভেদ দূরীকরণার্থ ই তাদৃশ অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকারে সকল বাক্যেরই সঙ্গতিদ্বারা শাস্ত্রসকল দোষশূন্য হইতেছে ॥ ২৫ ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীসম্প্রদায়-বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন, "আত্মৈবেদম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" প্রভৃতি শ্রুতিসকল

যস্য মনঃ শরীরং, যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্যাহঙ্কারঃ শরীরং, যস্যচিত্তং শরীরং, যস্যাব্যক্তং শরীরং, যস্যাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরমেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইত্যভিধানাদৈক্যশ্রুতীনাং শরীরশরীরিভাবেনাভেদবিষয়ো দ্বৈতশ্রুতীনাং তু স্বরূপভেদঃ সঃ। ইতরথা জীবগতদোষা ব্রহ্মণি প্রসজ্যেরন্নিতি ভেদাভেদশ্রুত্যোর্বিষয়ভেদপ্রদর্শনান্মিথোবিরুদ্ধার্থ-প্রতীতি নিবর্ত্তিতা ॥ ২৬ ॥

কালঃ শরীরশরীরিভাবেনাভেদ ইতি। যথা গবাদিশব্দানাং বিশেষণভূত-গোত্বাদিবাচিনাং গোত্বাদিবিশিষ্টেষু পর্য্যবসানং দৃষ্টং তথা বিশেষণভূত-শরীরবাচিনাং প্রকৃতিজীবকালশব্দানাং তত্তচ্ছরীরবিশিষ্টে নারায়ণে ব্রহ্ম-ণীতি বিশিষ্টমেকং ব্রহ্মেতি নিষ্কর্ষঃ। স্বরূপেতি। বিভুত্বাণুত্বাদিভির্নিত্য-ধর্ম্মৈঃ জীবব্রহ্মস্বরূপয়োর্যো ভেদঃ স দ্বৈতশ্রুতীনাং বিষয় ইত্যর্থঃ। ইতরথেতি। জীবব্রহ্মণোঃ স্বরূপতোঽপ্যভেদস্বীকারে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মের সকল বস্তুর সহিত অভেদ নির্দ্দেশ করেন। আর "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" প্রভৃতি শ্রুতিসকল ঐ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মের সকলবস্তু হইতে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব কেবল অভেদেই নিখিল শ্রুতির তাৎপর্য্য বলা যাইতে পারে না। অভেদ ও ভেদবোধক দ্বিবিধ শ্রুতির পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ প্রতীত হইলেও উভয় শ্রুতির অপ্রামাণ্যের অন্যায্যত্বহেতু উভয়েরই প্রামাণ্য সম্ভব হইতেছে। কারণ একতরের অপ্রামাণ্য ন্যায্য হয় না; যেহেতু উভয়ই অপৌরুষেয় বাক্য। সুতরাং বিষয়ভেদেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুবালোপনিষদে "অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়াম্" প্রভৃতি অভিধানহেতু ঐক্যবোধক শ্রুতিসকলের দেহ-দেহিভাবে অভেদেই তাৎপর্য্য এবং দ্বৈতবোধক শ্রুতিসকলের অণুত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবব্রহ্মের ভেদেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অন্যথা স্বরূপাভেদে জীবগত দোষ ব্রহ্মেও আরোপিত হইতে পারে। অতএব ভেদ ও অভেদবোধক শ্রুতিদ্বয়ের বিষয়ভেদ প্রদর্শনদ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধার্থ-প্রতীতি জন্য দোষ নিরাকৃত হইল ॥ ২৬ ॥

চিজ্জড়য়োর্ভেদস্য চাভেদস্য চ স্বাভাবিকত্বে ব্যাঘাতাৎ জড়াভেদ সাধকানাং চ পুংসাং জাড্যোপপাদকত্বেন স্বব্যাঘাতাচ্চ জীব-প্রধানব্রহ্মাভেদানুপপত্তেস্তেষাং স্বরূপভেদঃ সিধ্যতীত্যস্মিন্নপি পক্ষে জীবেশস্বরূপভেদপরমেব শাস্ত্রমিতি স্ফুটম্ ॥ ২৭ ॥

নবীনাস্তু কেচিন্মন্যন্তে কার্য্যকারণয়োর্ভেদাভেদাভ্যাং তথা দেহদেহিনোর্গুণগুণিনোর্জীবেশয়োশ্চ স্বরিতস্বরবৎ। স্বরিতস্তু যথা উদাত্তত্বানুদাত্তত্বাভ্যাং দ্বিরূপত্বং স্বরিতত্বেন ত্বেকরূপ্যমিতি। তথাহি — কার্য্যকারণয়োর্ভেদে হি কপালাদের্গুরুত্বমেকং ঘটাদেশ্চৈকমিতি তুলারোপে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ। অভেদে তু জলানয়নাদিকার্য্যাপহারঃ কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যঞ্চ। তস্মাত্তয়োর্ভেদাভেদৌ স্যাতাম্। ন চ বিরোধঃ, — একরূপেণ বিরোধেঽপি

নন্বীশজীবপ্রধানানাং ভেদাভেদমূরীকৃত্য দ্বিবিধয়োঃ শ্রুত্যোরবিরোধঃ কথং ন সমর্থ্যতে তত্রাহ চিদিতি। জীবাদীনাং ত্রয়াণামভেদানুপপত্তেস্তেষাং স্বরূপভেদঃ সিধ্যতীত্যন্বয়ঃ কুতস্তেষাং প্রধানাদীনামভেদানুপপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ চিজ্জড়য়োর্ভেদেনাভেদস্যাভেদেন তস্য চ ব্যাঘাতাচ্চ মিথোবিমর্দ্দিতত্বাদিত্যর্থঃ। যে পুরুষা জড়েন প্রধানেন সার্দ্ধমাত্মনামভেদং সাধয়ন্তি তেষাং চিত্ত্বস্য ব্যাঘাতো ভবতি ইত্যেবং জীবাদীনাং ত্রয়াণামভেদাসিদ্ধেঃ স্বরূপতো ভেদঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অথাধুনিকীং কল্পনাং দূষয়তি নবীনাস্ত্বিতি। স্বকল্পনাশূন্যতাদোষমপাচিকীর্ষবো ভেদবাক্যান্যভেদবাক্যানি চ সঙ্গময়ন্তো ভট্টভাস্করাদয় ইত্যর্থঃ। দেহদেহিনোরিতি ভগবদ্বিগ্রহস্য ভগবতা বিগ্রহিণা সহ তদা ভেদাভেদাভ্যাং ভাব্যমিত্যর্থঃ। এবমন্যচ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। অভেদে ত্বিতি। ঘটশ্চেন্মৃৎপিণ্ডাত্মা তর্হি জলানয়নাদিকমপলপনীয়ম্। মৃৎপিণ্ডশ্চেদ্ ঘটাত্মা তর্হি কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যং স্যাদিত্যর্থঃ। তস্মাত্তস্য ভেদ ইত্যর্থঃ। অন্যত্রাপ্যেবমিত্যাহ দেহেতি। বিগ্রহবিগ্রহিণোঃ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিতদ্বতোশ্চ ব্রহ্মত্বেন বিজ্ঞানানন্দব্রহ্মরূপত্বে-

---

চিৎ ও জড়ের ভেদ ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব স্বীকারে ব্যাঘাত ঘটে। জড় হইতে চিৎ এর অভেদ সাধনকারী পুরুষের জড়ত্বাপাতে নিজেরই ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপে জীব, প্রধান ও ব্রহ্মের অভেদের অনুপপত্তিহেতু তত্ত্রয়ের স্বরূপভেদই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব শাস্ত্র যে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপভেদপর ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২৭ ॥

ভিন্নরূপেণাবিরোধাৎ। মৃত্তিকাত্বাদিনাভেদঃ ঘটত্বকপালত্বাদিনা তু ভেদ ইতি দেহদেহিনোর্গুণগুণিনোশ্চ ব্রহ্মত্বেনাভেদঃ গৌণত্বেন, মুখ্যত্বেন চ ভেদঃ এবং জীবেশয়োশ্চ। ইত্থঞ্চ তত্তদ্বিষয়কাণি বচাংস্যাঞ্জস্যং ভুঞ্জীরন্নিতি। নৈতৎ চারু, যদি জীবেশয়োঃ স্বরূপেণৈবাভেদস্তর্হীশস্যাপ্যাংশিকসুখদুঃখভোগঃ জীবস্য চ জগৎকর্ত্তৃত্বাদি। যদি "বাচং ধেনুম্"ইত্যাদিবদারোপিত এবাসৌ মতস্তদা নয়ান্তরত্বাসিদ্ধিঃ। স্বরিতস্যত্বর্দ্ধনারীশ্বরাদিবৎ দ্বিরূপত্বান্ন তত্র দৃষ্টান্তীভাবঃ। জলানয়নাদিকার্য্যাপহ্নবাদিভিঃ কার্য্যকারণাভেদবাধস্তু ন স্যাৎ। তদনন্যত্বাধিকরণে তদ্ভাষ্যে তদ্ভেদস্য সমর্থিতত্বাদিতি। তস্মাৎ কল্পনামাত্রমিদম্ ॥ ২৮ ॥

নেত্যর্থঃ। গৌণত্বেনেত্যাদি। দেহো গুণশ্চ গৌণঃ দেহী গুণী চ মুখ্য ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চেতি। তদ্বিষয়কাণি ভেদাভেদয়োঃ প্রতিপাদকানি। আঞ্জস্যং মুখ্যার্থতাং ভুঞ্জীরন্ ভবেয়ুঃ। নিরাকরোতি নৈতদিতি। জগৎকর্ত্তৃত্বাদীত্যত্রাপ্যাংশিকমিতিবোধ্যম্। তথাচ বাদরায়ণসিদ্ধান্তবিরোধঃ। তৎসিদ্ধান্তে হীশস্য কদাচিদপি ন সুখদুঃখভোক্তৃত্বং জীবস্য মুক্তস্যাপি জগৎকর্ত্তৃত্বাদীতি সূত্রভাষ্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্। যদীতি। অসাবভেদঃ। নয়ান্তরেতি। ভেদাভেদমতাসিদ্ধিঃ শুদ্ধভেদকুক্ষিপ্রবেশ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং দূষয়তি স্বরিত ইতি। একমাত্রত্বাৎ অদ্বৈতভাক্ দীর্ঘস্বরিতো দ্বিমাত্রত্বাৎ দ্বৈতভাগিতি স ন দৃষ্টান্তঃ দ্বৈগুণ্যং তূভয়োরস্তু। তত্র ভেদাভেদমতে। জলানয়নেতি। উপাদানোপাদেয়য়োর্ভেদে পৃথক্ প্রতীতিঃ স্যাৎ সংযুক্তত্বে পরিমাণাধিক্যং স্যাদতস্তয়োরভেদ এব। কারকব্যাপারস্তু ঘটাবস্থাভিব্যক্ত্যর্থঃ। তদভিব্যক্তৌ চ জলানয়নাদি তেনৈব সিধ্যেদিতি ন তদপহ্নব ইতি ভাষ্যে নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৮ ॥

কোন কোন আধুনিক সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া থাকেন যে, কার্য্য ও কারণের ভেদাভেদ উভয়ই স্বীকার্য্য। তদ্রূপ দেহ ও দেহী, গুণ ও গুণী, জীব ও ঈশ্বরের স্বরিত স্বরের ন্যায় অভেদ স্বীকার করিতে হইবে। একই স্বরিত স্বর যেরূপ উদাত্ত ও অনুদাত্ত ভেদে দ্বিবিধ এবং স্বরিতরূপে একরূপ, তদ্রূপ উহাদিগেরও অভেদ জানিতে হইবে। কার্য্য হইতে কারণের ভেদ স্বীকার করিলে কপালাদির একটি গুরুত্ব এবং ঘটাদির একটি গুরুত্ব এই দুইটি মিলিয়া ঘটে দ্বিগুণ গুরুত্ব তুলিত হওয়া উচিত। আবার কেবল অভেদ বলিলেও

যত্তু কেচিদাহুঃ — একমেব নির্ধর্ম্মকমিতি পরে বদন্তি ভিন্নং ধর্ম্মীতি ত্বপরে। পরং ত্বত্রোভয়ত্রাপি নোপযুক্তিং পশ্যামঃ, ভাগতো বাক্যার্থকদর্থনাৎ। কিন্ত্বেকমেব তৎ পরমার্থতঃ সর্ব্বাকারমিত্যেব সম্যক্। এতন্মতে জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপৈক্যেঽপি ব্যুহতদ্বতোরিব বৈলক্ষণ্যব্যবহারো নিত্যস্তেন ন ক্বাপি বাক্যব্যাকোপঃ। নাপ্যত্র সর্ব্বথা ধর্ম্মব্যতিকরঃ কচি-

---

যত্ত্বিতি। কেচিৎ স্বকল্পনায়া নির্মূলত্বং দূষণমপনিনীষবো বিষ্ণুস্বাম্যনুযায়িনংমন্যা নবীনা এবেত্যর্থঃ। পরে শঙ্করাচার্য্যাঃ অপরে মধ্বাচার্য্যাঃ উভয়ত্র মতদ্বয়েঽপি। ভাগতো বাক্যার্থেতি। পরে ভেদবাক্যার্থানন্যথয়ন্ত্যপরে ত্বভেদবাক্যার্থানিত্যর্থঃ। ভবতা কথং বাক্যার্থো বর্ণ্যত ইতি চেত্তত্রাহ-কিং ত্বিতি। পরমার্থতো বস্তুতস্তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বাকারমীশজীবপ্রকৃতিকালরূপং চতুর্দশভুবনাত্মকং চেতি নিখিলঃ প্রপঞ্চস্তিদ্রূপ এব। ইহ জড়ত্ব-

---

জলানয়নাদি কার্য্যের ক্ষতি এবং কারকব্যাপারের ব্যর্থতা ঘটে। অতএব তদুভয়ের ভেদ ও অভেদ সিদ্ধ হইতেছে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের স্বীকারে কোন বিরোধ দেখা যায় না; কারণ, একরূপ বিরোধ হইলেও অন্যরূপে অবিরোধ হইতেছে। মৃত্তিকাত্বরূপে অভেদ এবং ঘটত্ব ও কপালত্বরূপে ভেদ বুঝিতে হইবে। দেহ ও দেহী, গুণ ও গুণী এই উভয়েরই ব্রহ্মত্বহেতু অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দরূপত্বহেতু গৌণরূপে অভেদ এবং মুখ্যরূপে ভেদ। জীব এবং ঈশ্বরের পক্ষেও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। এইরূপে ভেদাভেদ প্রতিপাদক বাক্যসকল মুখ্য অর্থই করিবে। উক্ত কল্পনা কিন্তু সমীচীন হইতেছে না; কারণ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকারে ঈশ্বরের আংশিক সুখদুঃখভোগ এবং জগৎকর্ত্তৃত্বাদি স্বীকার করিতে হয়। "বাক্যরূপ ধেনুর উপাসনা করিবে" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় যদি ঐ মতকে আরোপিত বলা যায়, তাহা হইলে 'ভেদাভেদ' একটি স্বতন্ত্র মত না হইয়া শুদ্ধ ভেদপরই হইয়া উঠে। সার্দ্ধনারীশ্বরের ন্যায় স্বরিত স্বরের দ্বৈরূপ্যহেতু ঐস্থলে দৃষ্টান্তত্বও ঘটিতেছে না। জলানয়নাদি কার্য্যের অপলাপাদিদ্বারা কার্য্যকারণাভেদের বাধ হয় না। তদনন্যত্বাধিকরণে তদ্ভাষ্যে তদ্ভেদের সমর্থন দৃষ্ট হয়। অতএব ইহা কল্পনা মাত্র ॥২৮॥

দৈক্যেপি সতি তদদর্শনাৎ। ন হি ঘটকপালয়োর্গুণগুণি-নোশ্চ সত্যপি তস্মিংস্তমীক্ষামহে। সগুণনির্গুণবাক্যয়োস্তু হিংসাহিংসাবাক্যবদ্বিষয়ভেদেন ব্যবস্থেতি সর্ব্বং নিরবদ্য-মিতি ॥ ২৯ ॥

ভানং তু চিদ্রূপত্বাজ্ঞানহেতুকং সুবর্ণজলবদ্বাহ্যমিত্যর্থঃ। ব্যূহেতি— যথা বাসুদেবাদেব্য্‌হস্য নারায়ণেন সার্দ্ধমভেদেঽপি পরত্বব্যূহত্বাভ্যাং বৈলক্ষণ্যমস্তি। তদ্বজ্জীবেশয়োস্তন্মন্তব্যং ন তু দ্বৈতমিত্যর্থঃ। তেন ন ক্বাপীতি। দ্বা সুপর্ণে-ত্যাদি বৈলক্ষণ্যমাদায় দ্বান্যেত্যাদিপদপ্রয়োগ ইত্যর্থঃ। নাপ্যত্রেতি। ধর্ম্মাণাং ব্যতিকরঃ সাঙ্কর্য্যম্। সত্যপীতি। অভেদে সত্যপি তং ধর্ম্মব্যতিকরং ন পশ্যামঃ। যথা ঘটত্বং ন কপালে কপালত্বং চ ন ঘটে তথা জীবত্বং নেশ্বরে ঈশ্বরত্বং চ ন জীবে ইতি ন ভক্তিসিদ্ধান্তহানিরিতি ভাবঃ। স্বগুণেতি— সগুণবাক্যং স্বরূপানুবন্ধিগুণপরম্, নির্গুণবাক্যং তু প্রাতীতিকমায়িকগুণ-নিষেধপরম্। যথা হিংসাবাক্যং যজ্ঞীয়পশুহিংসাপরম্, অহিংসাবাক্যং তু যজ্ঞাদন্যত্র পশুহিংসানিষেধপরং, তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥

আবার কেহ কেহ বলেন শঙ্করাচার্য্য এক নির্ধর্ম্মক ব্রহ্ম স্বীকার করেন। মধ্বাচার্য্য বলেন, ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মী ভিন্ন, উভয়ক্ষেত্রেই যুক্তি ভাল দেখা যায় না। কারণ, শঙ্করের পক্ষে ভেদবাক্যে এবং মধ্বপক্ষে অভেদ বাক্যের অন্যথা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই এক ব্রহ্মই পরমার্থতঃ সর্ব্বাকারে অবস্থিত বলাই সঙ্গত। এমতে প্রপঞ্চ চিদ্রূপই, তবে যে উহার জড়ত্ব প্রতীত হয়, সে কেবল অজ্ঞানতাবশতঃ জানিতে হইবে। এইমতে জীবেশ্বরের স্বরূপবাক্যে ও বাসুদেবাদি ব্যূহের ব্যূহী নারায়ণের সহিত স্বরূপতঃ অভেদ। যেরূপ পরত্ব-ব্যূহত্বাংশে বৈলক্ষণ্য তদ্রূপ ভেদ বুঝিতে হইবে। ঐ ভেদ-ব্যবহার নিত্য। অতএব কোন বাক্যেরই দোষ ঘটিতেছে না। এই স্থলে সর্ব্বথা ধর্ম্মের কোন ব্যতিকর নাই। সত্যবটে ঐক্যস্থলে যেমন কোথায়ও কোথায়ও ধর্ম্মব্যতিকর দৃষ্ট হয়— ঘট কপালস্বরূপ এবং গুণ ও গুণীর অভেদে যেরূপ ধর্ম্ম ব্যতিকর ঘটে, অতএব ঘট কপাল স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও যেরূপ ঘটত্বের কপালে কপালত্বের ঘটে ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ জীব এবং ঈশ্বরেরও ধর্ম্ম ব্যতিকর ঘটে। কিন্তু উহা

তদেতদবিচারিতাভিধানং, দুঃখভোগান্যথানুপপত্তের্বাধকত্বাৎ। যদি জীবো নাম ব্রহ্মৈব স্যাত্তর্হি দুঃখভাক্ ন স্যাৎ। নন্বু জড়প্রপঞ্চস্য সত্যত্বে স্যাদয়ং দোষঃ স তু নয়ান্তরবদিহাপি মিথ্যৈবেতি চেন্ন, বেদাপ্রামাণ্যাদিদোষাপত্তেঃ। কিঞ্চ কারুণ্যাদীনাং চাত্র দত্তোত্তরতাপত্তির্নিরুদ্দেশ্যত্বাৎ। তস্মাদ্বাক্যার্থাবগাহনাশক্তেঃ কৈশ্চিন্মন্দমতিভিঃ কল্পিতমিদং মতদ্বয়মতো যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥ ৩০ ॥

নিরাকরোতি — তদেতদিতি। দুঃখভোগেতি— জন্মজরামরণনরকানুভবো জীবস্য শ্রূয়তে তস্যেশ্বরাভেদে স নোপপদ্যতে তদনুপপত্ত্যা তস্য তদভেদো বাধ্যত ইত্যর্থঃ। নন্বু জড়েতি। যথা কেবলাদ্বৈতিনাং জড়প্রপঞ্চঃ স্বাপ্নিকরথাশ্বাদিবন্মৃষৈব তথাস্মাকমপীতি জন্মজরাদিদুঃখানুভবস্য বস্তুতোঽসত্ত্বাত্তদনুভবান্যথানুপপত্ত্যা জীবস্যেশ্বরাভেদো ন শক্যো বাধিতুমিতি চেদিত্যর্থঃ। পরিহরতি — নেতি। জড়প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বে তৎপ্রতিপাদকস্য যতো বা ইমানীত্যাদিকস্য বেদস্য বন্ধ্যাসুতো ভাতীত্যাদিবাক্যবন্নিরর্থকত্বেনাপ্রামণ্যাদোদ্ধত্যাপত্তেরিত্যর্থঃ। কিং চেতি। যে ভগবতি কারুণ্যপাবনত্বাদয়োগুণাস্তেষামভাবঃ স্যাৎ। করুণা খলু স্বস্মাদন্যং দীনং পতিতং চোদ্দিশ্য প্রভোর্ভবতি ন ত্বাত্মানমেব তাদৃশমুদ্দিশ্যেতি, তস্মাত্তস্য কারুণিকত্বাদিবাক্যানি ন সম্ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। উভয়ে হেতে কেবলাদ্বৈতে সদোষত্বাৎ দ্বৈতে চ নির্দোষেঽপি তদ্বাদিশিষ্যতাপত্তিলাঞ্ছনভয়াদরুচয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেচ্ছবঃ কৌলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চ তত্ত্ববাদিভিস্তাড়নীয়া ইত্যুপেক্ষা এব কুধিয়ঃ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বত্র নহে। সগুণবাক্য এবং নির্গুণ বাক্যের হিংসা বাক্যের ন্যায় বিষয়ভেদে ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিংসাবাক্য যেরূপ যজ্ঞীয় পশুহিংসাপর এবং অহিংসাবাক্য যেরূপ যজ্ঞীয়ের ব্যতিরিক্ত পশুহিংসানিষেধপর, তদ্রূপ সগুণবাক্যসকল স্বরূপানুবন্ধিগুণপর এবং নির্গুণবাক্যসকল প্রাতীতিক ও মায়িক গুণবিশেষপর বুঝিতে হইবে। এইরূপে সমস্তই নিরবদ্য হইল ॥ ২৯ ॥

উক্ত মত বিচারোপযোগী নহে। কারণ, জীবব্রহ্মের ভেদের অস্বীকারে দুঃখভোগের অনুপপত্তিতে তদ্বোধক শাস্ত্রসকলের ব্যর্থতাহেতু অভেদ উক্তই হইতেছে। জীব যদি ব্রহ্মই হন, তবে তিনি অবশ্যই দুঃখভাগী হন না। যদি বল, যেরূপ জড় প্রপঞ্চ স্বাপ্নিক

বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ॥ শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥ ৩১॥

এবং ভাষ্যপীঠকং নির্ম্মায় ভাষ্যনির্ম্মাণে ভগবতা কৃতমনুগ্রহং প্রকটয়ন্নন্তে তৎপরমোৎকর্ষাশংসনং মঙ্গলমাচরতি বিদ্যেতি। যঃ শ্রীগোবিন্দো মে মহ্যং বিদ্যারূপং ভূষণং প্রদায় তেন তদ্রূপেণ ভূষণেন মাং খ্যাতিং প্রসিদ্ধিং নিন্যে প্রাপিতবান্। নন্বেবং কুতঃ কৃতবান্ তত্রাহোদর ইতি। উদারো দাতৃমহতোরিত্যমরঃ। স জীয়ান্নিজোৎকর্ষং সর্ব্বত্রাবিষ্করোতু। কীদৃশঃ রাধাবন্ধুর্বার্ষভানবীপ্রিয়ঃ। বন্ধুরাঙ্গঃ কমনীয়সর্ব্বাবয়বঃ। স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যঃ স্বপ্নে নির্দ্দিষ্টং ভাষ্যং যেন সঃ। অত্রেদং বোধ্যম্ — নন্দাত্মজস্বয়ংভগবৎপরতয়া ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ং পরৈঃ পৃষ্টো ভাষ্যকৃততয়া তন্নির্ণয়স্যালব্ধত্বাদতিখিন্নো বভুব, তদতিখেদমসহিষ্ণুঃ স ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ পীতাম্বরো যজ্ঞোপবীতী ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রো নিশায়াং স্বপ্নে ত্রিরাদিদেশ। প্রথমে কুর্বিতি, দ্বিতীয়ে কুরু তব ভবিষ্যতীতি তৃতীয়ে ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাচক্ষ্ব, তদ্ভাষ্যং তে সংসেৎস্যতীত্যেবং ভাষ্যসিদ্ধয়ে যো মাং ত্রিরুক্তবানিতি। ইদমপ্রকাশ্যমপ্যুক্তং স্বামিকৃপায়া গেয়ত্বাৎ স্বকর্ত্তৃতাভ্রান্তেঃ পরিহার্য্যত্বাচ্চ॥ ৩১॥

রথাশ্বাদির ন্যায় মিথ্যা, তদ্রূপ জীবের জন্ম, জরা-মরণাদিও মিথ্যা। উহাদের সত্যত্ব স্বীকারেই দোষ, মিথ্যাত্ব স্বীকারে আর কোন দোষ দেখা যায় না, সে অতি তুচ্ছ কথা; কারণ প্রপঞ্চ প্রতিপাদক বেদবাক্যসকল অপ্রমাণিত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের কারুণ্য ও পাবনত্বাদি যে-সকল গুণ আছে। সেই সকল গুণের অভাব হয়; যেহেতু নিজ হইতে অন্য দীন ও পতিতের উদ্দেশ্যেই তাঁহাতে করুণাদির উদয় হয়; স্বীয় উদ্দেশ্যে তাঁহার করুণা সম্ভব হয় না। উহার অসম্ভবে উদ্বোধক বেদবাক্যসকলেরও মিথ্যাত্ব ঘটে। অতএব বাক্যার্থ-উদ্ধারে অক্ষম মন্দমতি ব্যক্তিদিগের উক্ত কল্পিত মতদ্বয় তুচ্ছ বলিয়াই উপেক্ষণীয় হইতেছে॥ ৩০॥

যে উদার পুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদানে আমার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছিলেন, যাঁহার স্বপ্নাদেশে বেদান্ত সূত্রের গোবিন্দ-

যদ্ ব্রহ্মসূত্রেষু বিভাতি ভাষ্যং কৃষ্ণাত্মকং ব্যক্তনবপ্রমেয়ম্ ।
তস্যোপবেশায় সুবর্ণপীঠং সিদ্ধান্তরত্নং ন ভবেৎ কিমেতৎ ॥৩২॥

সিদ্ধান্তরত্নকিরণাৎ কিল ভাষ্যচন্দ্রা-
দদ্বৈতশার্ব্বরহরাদমলপ্রকাশাৎ ॥
দৃষ্টং ন কিং কিমিহ তত্ত্বমুদগ্রধীভিঃ
শ্রীমন্মুরারিচরণাম্বুজভক্তিভাগ্‌ভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যং স্তবন্ পীঠকস্য তৎপোষকতামাহ — যদিতি। কৃষ্ণ আত্মা বর্ণ্যো যত্র তৎ পক্ষে কৃষ্ণবৎপূজ্যত্বং ভাষ্যস্যোক্তম্। ব্যক্তানি হরিপারতম্যাদীনি নবৈব প্রমেয়াণি যত্রেতি মাধ্বত্বং স্বস্যোক্তম্। উপবেশায় সুখস্থিতয়ে। এতদুক্তাঃ শ্রুতিযুক্তীর্বিনা ভাষ্যস্যাপোষাৎ। সুবর্ণং কনকং, পক্ষে শোভনান্যক্ষরাণি সিদ্ধান্তরত্নানি যত্র তৎ। এতন্নামকং পীঠমাসনম্ ॥ ৩২ ॥

তচ্চ ভাষ্যং তত্ত্ববিবিৎসূনাং পরমোপকারি। হরিগুরুভক্তিমদ্ভিশ্চ তৈরধীতং সত্তত্ত্বানি প্রকাশয়তি ন তু জীবিকার্থকপাণ্ডিত্যকামনয়াধীতং সত্তথেতি ভাবেনাহ সিদ্ধান্তেতি। সিদ্ধান্তরত্নপীঠকমেবামৃতবর্ষিণঃ কিরণা যস্য তস্মাৎ। অদ্বৈতং নির্গুণচিদৈক্যবাদস্তদেব শার্ব্বরং তিমিরং তদ্ধরাত্তদ্বিনাশকাৎ। অমলো বিশদঃ প্রকাশো বস্তুসাক্ষাৎকারলক্ষণঃ প্রভামণ্ডলো যস্য তস্মাৎ। কিং কিং তত্তত্ত্বং পরেশস্বরূপং জীবস্বরূপং তদ্ধামতদ্ভক্তিস্বরূপং প্রকৃত্যাদিস্বরূপং বা ন দৃষ্টমপি তু সর্ব্বং তত্ত্বং দৃষ্টমিত্যর্থঃ। মুরারির্নন্দসূনুঃ স্বয়ং ভগবান্, পক্ষে স্বপূর্ব্বচতুর্থশ্চ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছি, সেই কমনীয়াঙ্গ রাধাবন্ধু শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মসূত্রে হরিপারতম্য প্রভৃতি নবপ্রমেয়সম্বলিত যে কৃষ্ণাত্মক ভাষ্য প্রোজ্জ্বলভাবে বিরাজিত আছেন, এই সিদ্ধান্তরত্নাখ্য সুবর্ণ-পীঠক কি তাঁহার সুখাবস্থানের যোগ্য হইবে না ? ॥ ৩২ ॥

শ্রীমন্মুরারীর পাদপঙ্কজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভক্তিমন্তজনকর্তৃক ভাষ্যরূপ-চন্দ্রের অমৃতবর্ষী কিরণস্বরূপ সিদ্ধান্তরত্নের মধ্যে অদ্বৈতবাদরূপ-তমোবিনাশক তত্ত্ব কি দৃষ্ট হয় নাই ? ॥ ৩৩ ॥

বিজয়ন্তে শ্রীরাধাদামোদরপাদপঙ্কজদ্যুতয়ঃ।
যাভিঃ সকৃদুদিতাভির্বিনির্ম্মিতো মে মহান্ মোদঃ ॥৩৪॥

বেদান্তদান্তহৃদয়ৈরচিতং ময়ৈতৎ
সংগৃহ্য যুক্তিনিচয়ং মিতভাষিতেন।
পীতাম্বরস্য করুণাবরুণালয়স্য
কারুণ্যতঃ কৃতমুদেতু মুদে বুধানাম্ ॥ ৩৫ ॥

অথ সম্বন্ধদেশিকোৎকর্ষং মঙ্গলমন্তে প্রদর্শয়তি — বিজয়ন্ত ইতি। রাধাদামোদরঃ কান্যকুব্জবিপ্রবংশাবতংসঃ স্বস্য মন্ত্রোপদেষ্টা মহত্তমো বিদ্বদগ্রণীস্তস্য পাদপঙ্কজদ্যুতয়ঃ মহত্তমতাং দ্যোতয়িতুম্। সকৃদিতি মোদঃ পরতত্ত্বাবগতি-হেতুকঃ সৎসভানুকম্পাভাজনতাহেতুকো নৃপেন্দ্রসভাজনহেতুকশ্চ। পক্ষে শ্রীরাধা চ শ্রীদামোদরশ্চ কৃষ্ণঃ তয়োঃ পাদপঙ্কজদ্যুতয়ঃ, মহান্ মোদস্ত-দেকান্তিতাহেতুকঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ গ্রন্থস্য প্রাচীনযুক্তিঘটিতত্বং প্রমিতত্বঞ্চ দর্শয়ন্ স্বস্মিন্ শাস্ত্রদেশিক-স্যানুকম্পামাহ বেদান্তেতি। বেদান্তো নামোপনিষৎ শাস্ত্রেণাধীতেন তদর্থানু-ভবেন চ দান্তানি দমবন্তি হৃদয়ানি যেষাং তৈর্ব্বিরক্তৈঃ পুরাতনৈরাচার্য্যৈঃ রচিতং যুক্তিনিচয়ং মিতভাষিতেন ময়া সংগৃহ্যৈতৎ পীঠকং কৃতমিতি গ্রন্থস্যা-বাধিতযুক্তিকত্বং প্রস্তাবার্থত্বং চ সূচ্যতে। পীতাম্বরস্য সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞস্য বিরক্ত-শিরোমণের্ব্বদ্ধ'রেতস্তয়াতিখ্যাতবিদ্যাগুরোঃ কারুণ্যতঃ কৃতমিতি স্বস্য পূর্ণপ্রজ্ঞ-গুরূপাসকত্বং সূচিতম্। করুণেতি দয়াসিন্ধোরিত্যর্থঃ। পক্ষে পীতাম্বরস্য শ্রীগোবিন্দস্য নন্দসূনোঃ ॥ ৩৫ ॥

যাহা একবার উদিত হওয়ায় আমার মহানন্দ উদ্ভূত হইয়াছে, সেই রাধাদামোদরের পাদপদ্মনখজ্যোতিঃ জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ৩৪ ॥

যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা হৃদয়কে দমিত করিয়াছেন, সেই সমস্ত প্রাচীন আচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত যুক্তিনিচয় সংগ্রহ করিয়া করুণাসিন্ধু, পীতাম্বর শ্রীগোবিন্দানুগ্রহে এই ভাষ্যপীঠক প্রণয়ন করিয়াছি। ইহা অধুনা পণ্ডিতমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত সমুদিত হউক ॥ ৩৫ ॥

আনন্দতীর্থপ্লুতমচ্যুতং মে চৈতন্যভাস্বৎপ্রভয়াতিফুল্লম্।
চেতোঽরবিন্দং প্রিয়তামরন্দং পিবত্যলিঃ সচ্ছবিতত্ত্ববাদঃ ॥৩৬॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নভাষ্যপীঠকে পুরুষার্থ-
নির্ণয়াখ্যোঽষ্টমঃ পাদঃ ॥

॥ **সমাপ্তমিদং গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্** ॥

অথাত্মনঃ শ্রীমাধ্বান্বয়দীক্ষিতভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থত্বমাহ। আনন্দেতি। তত্ত্ববাদঃ সর্ব্বং বস্তু সত্যং ন কিঞ্চিদসত্যমস্তীতি মধ্বরাদ্ধান্তঃ এবালিঃ ভৃঙ্গঃ মে চেতোঽরবিন্দং পিবতি তৎসিদ্ধান্তাক্রান্তমনাস্তদীয়োঽহমিত্যর্থঃ। তৎ কীদৃক্? আনন্দরূপে তীর্থে ঋষিজুষ্টাম্ভসি প্লুতমাকণ্ঠমগ্নম্। পক্ষে আনন্দতীর্থেন মধ্বমুনিনা প্লুতং ব্যাপ্তং, চৈতন্যং তত্ত্ববাদশাস্ত্রোত্থং জ্ঞানং সৈব ভাস্বৎ প্রভা তয়াতিফুল্লং, পক্ষে চৈতন্যঃ শ্রীশচীনন্দনঃ ভগবান্ স এব ভাস্বৎ সূর্য্যঃ তস্য প্রভয়া ধ্যাতয়াঙ্গকান্ত্যাতিফুল্লং বিকসিতং, প্রিয়তা হরেঃ প্রীতিঃ স এব মরন্দঃ মকরন্দঃ যত্র তৎ। সচ্ছবি কান্তিমৎ ॥ ৩৬ ॥

ইহ পাঞ্চজন্যকৌমোদকীসুদর্শনতার্ক্ষ্যবামনত্রিবিক্রমনন্দকপদ্মকাখ্যা ক্রমাৎ
পাদাস্তৎ সাদৃশ্যাদবগন্তব্যাঃ। "হরেঃ প্রাপকে স্বপ্রভোঃ
পীঠকে যঃ প্রীত্যৈ সাধুনাং সংব্যধায়ি প্রবন্ধঃ। দয়াসিন্ধবঃ
সাধবঃ শ্রদ্ধয়ৈনং মুহুর্লোকয়ধ্বং ততঃ শোধয়ধ্বম্" ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভাষ্যপীঠকটিপ্পন্যামষ্টমঃ পদ্মকপাদো ব্যাখ্যাতঃ ॥৮॥

শ্রীমদানন্দতীর্থব্যাপ্ত, শ্রীচৈতন্য-সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত শ্রীহরির প্রীতিরূপ অরবিন্দের মকরন্দ মধ্বসিদ্ধান্তাক্রান্তমনা আমার চিত্তভ্রমর পান করুক ॥ ৩৬ ॥

ইতি সিদ্ধান্তরত্নাখ্য-ভাষ্যপীঠকের অষ্টমপাদের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্যম্

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎ সৎ ॥১॥ (ঋগ্বেদঃ)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্ ।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥২॥

(কলিসন্তরণোপনিষৎ)

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্ ।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥৩॥ (স্কন্দ-পুরাণম্)

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥৪॥

(শ্রীশিক্ষাষ্টকম্)

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্ ।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥৫॥

(বৃহদ্ভাগবতামৃতম্)

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥৬॥ (শ্রীনামাষ্টকম্)